সূচিপত্র পিছনে

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি-এ.

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

[ষষ্ঠ বর্ষ ।

১৩২০।

কলিকাতা
১ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, প্রতিভা প্রেস,
শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

বৈশাখ মাস, ১৩২০।

নববর্ষ।

সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর মঙ্গলময় শ্রীহরির কৃপায় আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা ষষ্ঠবর্ষে উপনীত হইয়া তাঁহার চরণোপান্তে শত সহস্র প্রণাম করিতেছে। যাঁহার কৃপায় ক্ষুদ্র বৃহৎ হয়, তাঁহারই দয়া ও অনুগ্রহে ক্ষুদ্র ত্রৈমাসিক প্রতিভা বর্দ্ধিতাকারে মাসিক আকার ধারণ করিয়াছে। বিষম অর্থাভাব, বিষম শোক অবসাদ ও রোগ অতিক্রম করিয়াছে, তথাপি শ্রীভগবানের কৃপায় তাহার কায়স্থ-সমাজ-সেবাব্রত আজিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বিগত ১৩১৬ সনের প্রারম্ভে যখন প্রতিভা মাসিক আকারে পরিণত হইল, আমরা বলিয়াছিলাম "যে মহাব্রত আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে শ্রীভগবান আমাদের সহায়, সমাজ আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র এবং ক্ষত্রোচিত বল ও ধর্ম্ম আমাদের সম্বল।" গতবর্ষে অনেক বিভ্রাট্ আমাদিগকে সহ্য করিতে হইয়াছে, দেবতাদিগের প্রসন্নতা আমরা লাভ করিতে পারি নাই, আশাকরি নব বর্ষে আমাদের প্রদত্ত ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি তাঁহারা গ্রহণ করিবেন। ভগবন্! গতবর্ষে তোমার ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলাম—

ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেবরূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥"

নববর্ষে তোমার শান্তরূপ দেখাও, হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসন্ন হও।

নববর্ষাগমে আমাদিগের হৃদয়ে ও চক্ষে সবই নূতন বোধ হইতেছে। প্রকৃতিদেবী নবীন সাজে সুসজ্জিতা, বাঙ্গালীর হৃদয়ে নূতন আশায় পরিপূর্ণ। অদ্য পুরাতনের অবসান, ও নূতনের অধিষ্ঠান, এই শুভ

সন্ধি সময়ে গত বর্ষের সামাজিক অবস্থা একবার আলোচনা করি। বঙ্গে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, ও নিম্নস্তরের অন্যান্য জাতি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত দেখা যায়, এক-দল সংরক্ষণশীল (Conservative) ও অপর দল উদার নৈতিক (Liberal); প্রথম সম্প্রদায় সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের বিরোধী। যাহা আছে তাহাই থাকুক, এই তাঁহাদের মূলমন্ত্র। তাঁহারা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ অমান্য করিয়া দেশাচারের ক্রীতদাস। ইহাদের নিকট হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র কল্পিত কাহিনী ও দেশাচার জ্বলন্ত সত্য। তাঁহারা বলেন—

তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপিন লঙ্ঘয়েৎ।

উদারনৈতিক দল, পক্ষান্তরে, বৈদিক অথবা পৌরাণিক সময়ের আচার ব্যবহার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করেন। এই উভয় দলের সংঘর্ষ বঙ্গে কেন, পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজেই পরিদৃষ্ট হয়। এই উভয় দলের বিদ্যমানতা বশতঃ সমাজে সামঞ্জস্য সুরক্ষিত হইতেছে। সামাজিক অর্ণবযান ধীর স্রোতে অগ্রসর হইতেছে, কোথায় বা ভাটার টানে পশ্চাদ্ভাগে গমন করিতেছে, কেন না কালস্রোতে সমাজ ভাসিয়া যাইবে, স্থাণুর ন্যায় একস্থানে স্থিরভাবে থাকিতে পারে না! ইহাই অনিবার্য্য কালশক্তি। উদারনৈতিক মহাত্মাগণ এই সমাজযানে পাইল খাটাইয়া বায়ুভরে উড়িয়া যাইতে চান, সংরক্ষকগণ যানগতি মন্দীভূত করিতে বৃহৎ বৃহৎ উপলখণ্ড দ্বারা উহা বোঝাই করিতেছেন। যদি এইরূপ করিয়া সংরক্ষকগণ ক্ষান্ত থাকিতেন, তবে কাহারও বিশেষ আপত্তি থাকিত না, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারা পাইলগুলি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া নৌকাখানির মুখ পশ্চাদ্ভাগে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাই বড় দুঃখের বিষয়।

গতবর্ষের সামাজিক আলোচনা হইতে বর্ণগুরু ব্রাহ্মণকে বাদ দিলে, আমাদের চিত্র খানি অসম্পূর্ণ রহিবে। এই সম্বন্ধে সহযোগী বৈশাখী সাহিত্য সংবাদে 'বর্ত্তমান ব্রাহ্মণজাতি ও কর্ত্তব্য' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে নিম্নলিখিত সার কথাগুলি উদ্ধৃত করিলাম। 'বিরাট-হিন্দু সমাজভুক্ত ব্রাহ্মণজাতি ব্যতীত অন্যান্য সকল জাতির শিক্ষিত ব্যক্তিগণই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিজ জাতির উন্নতি জন্য বিশেষরূপে উদ্যোগী; বঙ্গীয় কায়স্থজাতি পশ্চিমের কায়স্থ-জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার চেষ্টা করিতেছেন, রাজবংশী নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতির শিক্ষিত ব্যক্তিগণও তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন করিয়া উন্নত হইবার বিশেষ চেষ্টা করিতে-ছেন। মুসলমানগণও বিপুল উৎসাহে নিজ সমাজের উন্নতি চেষ্টায় ব্যস্ত। মনে হয় ২০ ২৫ বৎসর পরে শিক্ষা বিষয়ে তাঁহারা হিন্দু-দিগকে পশ্চাদে ফেলিবেন। এই বিংশ শতাব্দীতে সকলেই নিজ নিজ সমাজের উন্নতির জন্য সচেষ্ট কিন্তু ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে এভাব দেখা যায় কি?"

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণজাতি উক্ত সকল জাতির উন্নতি দেখিয়া দ্বেষ ও হিংসায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছেন। এই ঈর্ষামূলক অভিমানই ব্রাহ্মণ জাতির সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। আমরা নরকে আছি অপরকেও নরকে রাখিয়া দিব

এই প্রকার সংকল্পে পরিচালিত, পরশ্রীকাতরতা মহাপাপে সন্তপ্ত ব্রাহ্মণজাতির উদ্ধার নাই। কালস্রোত ফিরাইবার শক্তি যে তাঁহাদের নাই, ইহা বুঝিবার শক্তি তাঁহাদের নাই। গতবর্ষে বঙ্গদেশের নানাস্থানে ব্রাহ্মণ সভা সম্মিলনী হইয়াছে। কিন্তু সকল সভায় বিচার্য্য একই বিষয় "উপনীত কায়স্থকে কি প্রকারে জব্দ করা যায়।" যে জাতি 'পাপঞ্চ পরপীড়নং' মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত, সেই অভিশাপ্ত জাতির উন্নতি অসম্ভব। আমরা আশাকরি ব্রাহ্মণজাতি অন্য জাতির উন্নতি প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা না করিয়া নিজ সমাজসংস্কারের চেষ্টা করুন। আপাততঃ তাঁহাদের মধ্যে শ্রেণীগত বৈষম্য ভাব যাহাতে তিরোহিত হয় ও কুলীনের বহু বিবাহ সমূলে উৎপাটিত হয় তাহা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

বৈদ্যসমাজের মধ্যে একতা, জ্ঞানচর্চ্চা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি, কিন্তু কোন কোন স্থানে ইহাদের মধ্যে কায়স্থ-উপনয়ন বিদ্বেষ দেখিতে পাইতেছি। ইহা অত্যন্ত কষ্টকর, আমরা আশা করি নববর্ষে তাঁহারা কায়স্থের সহিত একযোগে মাতৃভূমির সেবায় রত থাকিবেন।

গতবর্ষে বঙ্গবিশ্রুত সাহাজাতি, তিলি, কর্ম্মকার, বারুজীবী, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র ইত্যাদি জাতিগণের মধ্যে একতা আত্মনির্ভরতা বাণিজ্যস্পৃহা দেখিয়া আমাদের মনে অনেক আশার সঞ্চার হইতেছে। অন্যান্য জাতির ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণদিগের বিরোধ হেতু সাহা নমঃশূদ্র ইত্যাদি জাতিব্যূহের জলচল হইতেছে না।

বিগত বর্ষে বঙ্গের নানাস্থানে উপনীত কায়স্থের প্রতি ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। স্বধর্ম্ম পালনে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা কায়স্থজাতি যে প্রকারে অধুনা অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হইতেছেন, তাহার নিদর্শন প্রাচীন বঙ্গইতিহাসে অতি বিরল। অনুপনীত কায়স্থগণ মধ্যে অনেক সুবিদ্বান্ ধনবান বলশালী মহাত্মাগণ আছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাদিগের হৃদয়ে জাতীয় সম্মান জ্ঞান, জাতীয়সহানুভূতি কতদূর আছে, আমরা বলিতে পারি না। সাধুসঙ্কল্পের জন্য স্বজাতীকে অত্যাচারিত দেখিয়াও তাঁহারা সাহায্য করা দূরে থাকুক, কেহ কেহ অত্যাচারীর পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। এই কি শিক্ষিত কায়স্থ মহাত্মাগণের কর্ত্তব্য? আবার কেহ কেহ এই সকল অত্যাচার দেখিয়া সম্পূর্ণ উদাসীনের ন্যায় বাস করিতেছেন। স্বজাতিকে পীড়ন করিতে দেখিয়াও যাঁহার স্বধর্ম্ম পালন করিতেছেন না, সদাচার গ্রহণ করিতেছেন না, তাঁহাদের বিদ্যা, ধন, ও বলে ধিক্, শতধিক্।

কিন্তু সুখের বিষয় এই যে উপনীত কায়স্থগণ অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত হইয়াও ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে স্বধর্ম্মপালন করিতেছেন। গতবর্ষে স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবার একটীমাত্র দৃষ্টান্ত আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে। স্বধর্ম্মত্যাগী এই ব্যক্তি সম্বন্ধে, পাবনা হইতে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—"উপবীত ত্যাগী কায়স্থকে আমরা চিনি না, তিনি আমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই, আমাদের কার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণের অভাব নাই। অনুসন্ধানে

জানিয়াছি লোকটার কেহ নাই, বুদ্ধিরও স্থিরতা নাই।"

গতবর্ষে ৮১৭ সহস্র কায়স্থ সমগ্র বঙ্গে ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে উপনীত হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে প্রায় ৬৬ হাজার কায়স্থ উপনীত হইয়াছেন। স্বধর্ম্মপালনে অবসাদগ্রস্ত কায়স্থের সংখ্যা টাকীসমাজের ন্যায় এতাধিক আর কোনও সমাজে লক্ষিত হয় না। অথচ এই সমাজে অনেক শিক্ষিত লোক আছেন, ইহাদের অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্যকলাপ দর্শনে আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। ইহারা কি মনে করিয়া উদাসীনের ন্যায় নীরবে এই উপনয়ন আন্দোলন উপেক্ষা করিতেছেন আমরা বুঝিতে পারি না। তাঁহরা অবশ্য স্বীকার করেন যে, বঙ্গীয় কায়স্থজাতি চিত্রগুপ্তদেবের বংশধর। এমতাবস্থায় চিত্রগুপ্তদেবের স্বধর্ম্ম অর্থাৎ উপনয়নাদি সংস্কার গ্রহণ, যজন, ও বেদ অধ্যয়ন ইত্যাদি আমাদের পালন করিতেই হইবে। যাঁহারা ইহা উপেক্ষা করিতেছেন তাঁহারা কায়স্থ নাম ধারণেও অধিকারী নহেন।

আমরা আশা করি, ১৩২০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সমগ্র কায়স্থজাতি একধর্ম্মী হইয়া মাতার খণ্ড খণ্ড দেহ সম্মিলিত করিবেন। এই প্রকার সমধর্ম্মী না হইলে আমাদের সর্ব্বজাতীয় সহানুভূতি, জাতীয় একতা কখনও জাগিবে না। আমরা আত্মঘাতী হইয়া পরস্পরকে ঘৃণা ও দ্বেষ করিতে থাকিব। ফলতঃ কায়স্থ ভ্রাতাগণ! উপনয়ন ব্যতীত আর্য্যনাম আমাদের মধ্যে স্বপ্নবৎ রহিবে, ও আমাদের সমাজ সংস্কার ব্রতের উদ্‌যাপন হইবে না।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার মুখ্য উদ্দেশ্য কায়স্থজাতি মধ্যে উপনয়ন বিস্তার এবং যথেচ্ছাচারের স্থলে ধর্ম্মভাব সংস্থাপন। গৌণ উদ্দেশ্য অনেকগুলি। তন্মধ্যে সকল সমাজের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণসমাজের সহানুভূতি ও সাহায্য। নববর্ষের দ্বারদেশে গললগ্নীকৃতবাসে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা আমাদের গুরু পুরোহিতদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি, তাঁহারা কৃপা করিয়া আমাদের প্রার্থনা অনুমোদন করিবেন। আমরা জানি ব্রাহ্মণের বাক্য বীরের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ হইলেও তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ নবনীত কোমল। আর্ত্তের আবেদন তাঁহারা কখনই উপেক্ষা করিবেন না।

বিগত বর্ষের যে কয়েকটী ঘটনার প্রাকৃতিক প্রতিবিম্ব (perspective) কায়স্থ-সমাজে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হইতেছে। প্রথম ঘটনা ৩০শে ৩১শে চৈত্র ১৩১৮ ও ১লা বৈশাখ ১৩১৯ ত্রয়দিবসীয় রংপুরের কায়স্থসভা। এই সভার উদ্যোগ কর্ত্তা কায়স্থ সমাজের পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা বি-এ, আই, সি, এস মহোদয়। এই সভা কুট্টিমে কায়স্থের শত্রুগণ বিধ্বস্ত ও পরাজিত হইয়া কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন কেহ বলিতে পারে না। উক্ত দেববর্ম্মার এই মহতী কীর্ত্তি চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে কায়স্থেতিহাসে লিখিত থাকিবে। এই সভার বিশেষত্ব এই যে, কতিপয় ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ শাস্ত্রালোচনা করিয়া সপ্রমাণ করেন যে বঙ্গীয় কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত ও উপনয়নার্হ। তিনজন মহাত্মা কায়স্থের পক্ষ সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত

কৈলাশচন্দ্র কাব্যব্যাকরণ সাংখ্যতীর্থ, এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার। শেষোক্ত তর্কলঙ্কার মহোদয় উপনীত কায়স্থের পক্ষ সমর্থনের ভার ত্যাগ করিয়াছেন। বিগত ৮ই বৈশাখ ১৩১৯ শনিবার কলিকাতায় আচার্য্য বামাপদ দেববর্ম্মা মহোদয় স্বর্গরাজ্যে প্রস্থান করেন। তৎপর ১০ই শ্রাবণ ১৩১৯ শুক্রবার ত্রয়োদশী তিথিতে পুণ্যক্ষেত্র পুরীধামে গোবর্দ্ধন মঠে শ্রীমৎ পরমহংস শঙ্করাচার্য্য শ্রীশ্রীমধুসূদন তীর্থস্বামী বহরমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথ রায়কে যথাশাস্ত্র বিনা প্রায়শ্চিত্তে উপনীত করিয়াছিলেন। সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, এই ব্রহ্মানন্দ তীর্থস্বামী শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত দ্বারকামঠের মহান্ত ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের একছত্রী সম্রাট্। ইনিই হিন্দুসমাজের পক্ষপাতি দীল্লিদরবারে অভিষেক কালে ভারত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মা কায়স্থকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত জানিয়াই বিনা প্রায়শ্চিত্তে উপনীত করিয়া বৈদিক দীক্ষা ও ব্রহ্মগায়ত্রী প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা আমাদের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে আর অধিক প্রমাণ কি হইতে পারে। তদনন্তর ভারতবর্ষীয় কায়স্থসভার (The All India Kayestha Conference) বিগত ১৫ই ও ১৬ই পৌষ কলিকাতা টাউনহলে একটী বিরাট অধিবেশন হয়। ১৫ই পৌষ সোমবারে রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বঙ্গীয় কায়স্থজাতির সহিত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সম্প্রদায়ের প্রীতি ভোজন। এই ঘটনা হইতেও আমাদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণিত হইতেছে। এই সকল ঘটনাবলী দর্শন করিয়াও যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হন, তাঁহাকে প্রকৃত কায়স্থ বিদ্বেষ্টা বলিতে আমরা ক্ষণকালের জন্যও বিচলিত হইব না। বর্ষশেষে ১০।১১ই চৈত্র রবিবার ও সোমবারে বীরভূমিতে কায়স্থসভার অধিবেশন।

অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত ১৩১৯ বঙ্গাব্দ কায়স্থসমাজের গৌরবের বৎসর, এই বর্ষে, কালের ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতে কায়স্থসমাজ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহার অনেকটা পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে। তজ্জন্য সর্ব্ব প্রথমে শ্রীভগবান্ ও তাহার পরে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, দিনাজপুরের মহারাজা বাহাদুর, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র মহোদয়কে আমরা কায়স্থসমাজের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহারা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া কায়স্থসমাজের মঙ্গল বিধান করুন এই আমাদের প্রার্থনা।

অনেকগুলি কায়স্থমহাত্মাগণের প্রচার চেষ্টায় বঙ্গে উপনয়ন বিস্তৃতি হইতেছে, কিন্তু আন্তর্গণিক বিবাহ অথবা পণ প্রথার সংক্ষেপ কার্য্যে অগ্রসর হইতেছে না। ইহার প্রকৃত কারণ এই যে কয়েক জন মহাত্মা কায়স্থ সমাজে স্বাভাবিক নেতা বলিয়া পরিচিত, উপনয়নে তাঁহাদের ঔদাসীন্য। নাম করিব না, কিন্তু এই সকল নেতাগণ আমাদের সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারা কি মনে করিয়া এই মহৎ কার্য্যে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন আমরা জানি না। তাহারা যেন মনে রাখেন এই সময়ে তাঁহাদের

উপনয়নে উপেক্ষা কায়স্থ-সমাজের সর্ব্বনাশ করিতেছে। আমরা আশাকরি তাঁহারা সত্বর এই বিষম অনর্থের প্রতিবিধান করিবেন।

অধুনা জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী স্ত্রীশিক্ষা কায়স্থ সমাজের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। আর কতদিন সমাজের বামাঙ্গগণকে আমরা উপেক্ষা করিব। সামান্য অর্থের জন্য পরের নিকট লালায়িত হইতে দেখিব। কায়স্থ রমণীগণ নিজ নিজ স্বামীর গলগ্রহ হইয়া পড়িতেছেন। অর্থ প্রার্থনা যেমন আত্মসম্মানকে বিনাশ করে গৃহস্থজীবনে আত্মকলহ উৎপাদন করে এমন আর কিছুই নহে, কায়স্থ পরিবার মধ্যে অনেকেরই অর্থাভাব, অনেকেই মাসিক বেতনের উপর নির্ভর করেন। অধুনা বস্তুমহার্ঘযুগে অর্থজন্য গৃহস্বামী সর্ব্বদাই বিব্রত, গৃহস্থজীবনে রমণীগণের অত্যাবশ্যক বিষয়ে অর্থের প্রয়োজন হয়। অনেক সময়ে মুখ ফুটীয়া সাধ্বী বলিতে পারেন না, আর বলিলেই অভাবপূর্ণ সংসারে গ্লানি উপস্থিত হয়। কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! কলাবিদ্যায় শিক্ষা প্রদান করিয়া আমরা আমাদের স্ত্রীলোক-দিগের অর্থাভাব জনিত সংসারজ্বালা হইতে রক্ষা করি। বর্ত্তমান সময়ে জেন্‌জ হুইলার কোম্পানী (Genz Wheeler & Co.) মোজা দস্তানা, ফ্রগ্‌ ইত্যাদি প্রস্তুতের এক প্রকার কল যৎসামান্য অর্থে বিক্রয় করিতেছেন, আমাদের ইচ্ছা প্রতি গৃহে এই কল সংস্থাপন করা আবশ্যক। অবকাশমতে রমণীগণ নানাবিধ জিনিষ প্রস্তুত করিয়া উক্ত কোম্পানীর নিকট প্রেরণ করিলেই তাঁহারা উহা বিক্রয় করিয়া অর্থ প্রেরণ করিয়া থাকেন। আমরা আশাকরি এই সুবর্ণ সুযোগ কেহই ত্যাগ করিবেন না। তাঁহাদের ঠিকানা ২৮ ড্যালহাউসী স্কোয়ার (Dalhousie Square) কলিকাতা, এই ঠিকানায় পত্র লিখিলেই সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিবেন। আজ অধিক দিনের কথা নহে, নানাবিধ শিল্প নৈপুন্যে কায়স্থ-রমণীগণ প্রসিদ্ধ ছিলেন। চিত্রবিদ্যা সীবন (সূচীকর্ম্ম) তালবৃন্তাদি প্রস্তুত কার্য্যে তাঁহারা পারদর্শিণী ছিলেন, কিন্তু উপন্যাস সৃষ্টির পর হইতে এই সকল কলা বিদ্যার আর তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই। নববর্ষ উপলক্ষে অনেক কথাই বলিলাম, প্রবন্ধের আয়তনবৃদ্ধি দেখিয়া আরও অনেক কথা বলিতে বাকি রহিল। নববর্ষা-রম্ভে প্রবন্ধ লেখকগণ ও গ্রাহকগণ আমাদের শত সহস্র ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। ইতি

সম্পাদক।

একখানি পত্র।

আমরা সাদরে আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের প্রকৃত হিতৈষী সুবিদ্বান্ বন্ধু শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নিম্নলিখিত প্রতিবাদপত্র পত্রস্থ করিলাম। বিগত ৩রা ফাল্গুন তারিখের বঙ্গবাসী পত্রিকায় "বেদপ্রহার" ও "বঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় প্রকাশিত হয়। "বেদপ্রহার" প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র বিদ্যাভূষণ নামক জনৈক ব্রাহ্মণের লিখিত। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় এই উভয় প্রবন্ধ মধ্যে বিদ্বেষ বিষের ঘনঘটা অবলোকন করিয়া বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু মহাশয়কে একখানি পত্র লেখেন। তদুত্তরে বরদা বাবু ঘোষ মহাশয়কে তাঁহার আপত্তি বিবৃত করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে ঘোষ মহাশয় উভয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে প্রতিবাদ লিখিয়া পাঠান। কায়স্থ সমাজের প্রতি তদীয় চিরপ্রসিদ্ধ সহানুভূতি ও ঔদার্য্যগুণে অভিভূত হইয়া বসুজ মহাশয় এই প্রতিবাদ পত্রস্থ করেন না। আমারা বন্ধুবরের অনুরোধে সেই প্রত্যাখ্যাত বেদপ্রহারের প্রতিবাদটী আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভায় মুদ্রিত করিলাম। অন্য প্রবন্ধে কায়স্থের কোনও সংস্রব নাই বলিয়া আমরা তাহা প্রকাশ করিলাম না। আজ প্রায় ২৫ বৎসর অতীত হইল কায়স্থকুলাবতংস অদ্বিতীয় প্রতিভাসম্পন্ন মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, প্রণীত ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহার পরে প্রায় বিংশতিবর্ষকাল দত্ত মহোদয় জীবিত ছিলেন, এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে বিদ্যাভূষণের বেদবিদ্যা তমসাবৃত গুহার মধ্যে লুকায়িত ছিল। আজ বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ স্বধর্ম্ম পালন করিয়া ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিতেছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণ সমাজ কায়স্থকে নানা প্রকারে প্রহার করিতেছেন, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও এই সুবর্ণসুযোগ ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি একগুলিতে ২টী শীকার করিলেন। প্রথম—কায়স্থ জঘন্য শূদ্রজাতি, বেদে তাহার অধিকার নাই। দ্বিতীয়—উদাত্ত অনুদাত্ত স্বর প্রক্রিয়াতে দত্ত মহাশয়ের অভিজ্ঞতা ছিল না, সুতরাং অনুবাদ ঠিক হয় নাই। বিদ্যাভূষণ মহাশয় তদীয় প্রবন্ধ মধ্যে একটী সুন্দর চাতুরী খেলিয়াছেন। তিনি নিজে কিছু বলিতেছেন না, জনৈক স্মার্ত্ত পণ্ডিত বক্তা ও স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয় শ্রোতা। এই নামহীন পণ্ডিত মিত্র মহাশয়ের টেবিল হইতে একদা একখানি বই তুলিয়া লইলে স্যার রমেশ বলিলেন—উহা রমেশ দত্তের ঋগ্বেদ। পণ্ডিতমহাশয়—"মুখখানি বিকৃত করিয়া যেন কোন অস্পৃশ্য বস্তু স্পর্শ করিয়াছেন এইরূপ ভাবে রাম রাম বলিয়া বইটা টেবিলের উপরে রাখিয়া দিলেন।" ইহার পরে উক্ত বেনামী পণ্ডিত, দত্ত মহাশয়ের বেদের স্বরজ্ঞান ছিল না, তাহা দ্বারা বেদ অনূদিত হওয়া অসম্ভব ইত্যাদি বলিলে স্যার রমেশ বলিলেন—"তবে ত দেখিতেছি ওটা কিছুই হয় নাই, ওরূপ কাজে হাত দেওয়া দত্ত মহাশয়ের উচিত ছিল না।"

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বিদ্বেষবিজৃম্ভিত

মস্তিষ্কের কল্পিত এই কাহিনী সর্ব্বৈব মিথ্যা ইহাতে অনুমাত্র সত্য নাই, কেন নাই আমরা বলিতেছি। এই গল্পের বক্তা কে তাহা বিদ্যাভূষণ মহাশয় গোপন করিয়াছেন, ফলতঃ আমাদের বোধ হয় এই বক্তা বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজেই। শ্রোতা একজন মহামহিমময় কায়স্থ, তিনি অদ্য স্বর্গে বিরাজ করিতেছেন। বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু মহাশয়ের ন্যায় কায়স্থজাতির প্রতি তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল না। তিনি স্বধর্ম্ম ও স্বজাতিকে ভালবাসিতেন, বেদানভিজ্ঞ একজন ব্রাহ্মণের দুই চারিটী প্রলাপ বাক্যে স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তদীয় প্রিয়বন্ধু দত্তজ মহাশয়ের দশবর্ষব্যাপী পরিশ্রম ও অধ্যবসায়-প্রসূত ঋগ্বেদের অনুবাদ অকিঞ্চিতকর বলিয়া উপেক্ষা করা নিতান্ত অসম্ভব। আজকাল কায়স্থসমাজে উপনয়ন দেখিয়া কতিপয় পণ্ডিত-আখ্যাধারী ব্রাহ্মণ "সকলই একাকার হইল" এই ভাবিয়া বিচলিত হইয়াছেন। কায়স্থ-সমাজের প্রধান প্রধান মাহাত্মাগণের গ্লানি-পূর্ণ প্রবন্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশ করা তাহাদের ব্যবসায়। ব্রাহ্মণসমাজের ক্ষত্রিয় জুগুপ্সা চির প্রসিদ্ধ, কিন্তু আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না কোন অভিষ্ট দেবতাকে (স্বার্থ কি অর্থ?) তুষ্ট করিতে চৈত্রকুলাম্বুজ ক্ষত্রিয় শিরোভূষণ দশরথ বসুর একজন বংশধর তদীয় নিজ সমাজের ভাস্করের ন্যায় তেজ-সম্পন্ন মৃত মহাত্মাদ্বয়ের গ্লানিপূর্ণ প্রবন্ধ দ্বারা বঙ্গবাসীর অঙ্কদেশ চিরকালিমায় কলঙ্কিত করিতেছেন? হায়! রে শূদ্রাচার তুই কায়স্থ-সমাজের কতদূর সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্ তাহা আমার সর্ব্বশক্তিময়ী লেখনীও পরিকীর্ত্তন করিতে অসমর্থ। তুই যদি অশরীরী না হইতিস্, তাহা হইলে একটী পদাঘাতে তোকে বঙ্গ হইতে উৎক্ষিপ্ত করিয়া বঙ্গপোসাগরে নিমজ্জিত করিতাম। হতভাগ্য বঙ্গদেশ হইতে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ এবং বেদ বহুদিন হইতে ব্রাহ্মণ সমাজের কুচেষ্টায় লুপ্ত হইয়াছে; ভারতীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজকে শূদ্রযাজক বলিয়া ঘৃণা করেন, এবং বঙ্গদেশকে ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া থাকেন। বঙ্গদেশস্থ নবদ্বীপ পূর্ব্বস্থলী বিক্রমপুর ইত্যাদি কেন্দ্রস্থানীয় অধ্যাপকবৃন্দ শতকরা ৯৯ জন বেদানভিজ্ঞ। সত্যযুগ হইতে বেদের চর্চ্চা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজে নিরুদ্ধ ছিল, ঋগ্বেদের কত শত সূক্তের দ্রষ্টা ক্ষত্রিয়গণ ছিলেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন। ঋগ্বেদ সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলস্থ ৬২ সূক্তের ১০ম ঋক্ "তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং" ইত্যাদি যাহা ব্রাহ্মণ সমাজের সর্ব্বস্ব ব্রহ্ম বেদমাতা গায়ত্রী নামে অভিহিত তাহার দ্রষ্টা ছিলেন একজন ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র। প্রত্যহ ব্রাহ্মণগণ যে ঋক্টী ব্রহ্মযজ্ঞের প্রারম্ভে আবৃত্তি করেন—"অগ্নিমীলে পুরোহিতং" ইত্যাদির দ্রষ্টা মধুচ্ছন্দা বিশ্বামিত্র নামক একজন ক্ষত্রিয়। অনেকগুলি উপনিষৎ ও যোগশাস্ত্র ক্ষত্রিয়ের নিজ সম্পত্তি। সর্ব্বোপনিষৎ শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাও স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ক্ষত্রিয়ের সম্পত্তি। পত্র লেখক ঘোষ মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন যে বেদকে যদি কেহ প্রহার করিয়া থাকে সে ব্রাহ্মণগণ অর্থাৎ শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও তাঁহার ন্যায় বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণ। আর কায়স্থগণই বঙ্গে বেদকে আনয়ন করিয়াছেন। আজ বঙ্গে একজন ব্রাহ্মণকে আমি

বেদজ্ঞ বলিয়া জানি না, আমি জিজ্ঞাসা করি কোন্ ব্রাহ্মণ আজ শতবৎসর মধ্যে বেদ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন? এই দীর্ঘকালের মধ্যে বেদ সম্বন্ধে যে কোনও গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে তাহা কায়স্থের লেখনী-প্রসূত। কায়স্থকে শূদ্র বলিতে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লজ্জা হইল না! যেমন ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ, তেমনি ব্রহ্মার কায় হইতে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা কায়স্থের উৎপত্তি; এই মহতী জাতিকে যাহারা শূদ্র বলে তাহারা গণ্ডমূর্খ।

সম্পাদক।

সবিনয় নিবেদনমেতৎ—

আপনার ২৮শে ফাল্গুন তারিখের অনুগ্রহ পত্র পাইলাম। "বেদপ্রহার" ও "বঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষা" এই দুই প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে আপত্তি আছে তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল। কর্ত্তব্যের অনুরোধে যাহা লিখিতে বাধ্য হইলাম, আশা করি মহাশয়ের নিকট তৎসমুদয় বিরক্তিকর হইবে না।

"বেদ-প্রহার"—বর্ত্তমান সময়ে এই প্রবন্ধ লিখা সম্পুর্ণ অসঙ্গত কার্য্য। এই প্রবন্ধ মধ্যে যে দুই মহাত্মার (রমেশচন্দ্র দত্তের ও রমেশ চন্দ্র মিত্রের) নাম উল্লেখ আছে তাঁহারা কেহই ইহলোকে নাই। মহামতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র পণ্ডিত নামধারী এক ব্যক্তির অযৌক্তিক, প্রগল্‌ভতাপূর্ণ, অসার বাক্যগুলি সাদরে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন "তবে ত দেখিতেছি ওটা [ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ] কিছুই হয় নাই, ওরূপ কাজে হাত দেওয়াই অন্যায়!" স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের ন্যায় মনীষী, অবোধ বালকের ন্যায় ঐ বাক্যগুলি বলিয়াছিলেন, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? বলা বাহুল্য স্যার রমেশচন্দ্রের অভাবে এ বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ অসম্ভব। যে বিষয়ের উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগ অসম্ভব এবং যাহাতে অনেকেরই আপত্তি আছে এরূপ বিষয় মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে লোক-সমাজে উপস্থিত অথবা প্রচার করা কখনও সঙ্গত নহে। অপিচ যে ব্যক্তিকে আক্রমণ করা হইয়াছে তিনিও মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ঢোল বাজাইয়া মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রী লাভ করা কি ন্যায়সঙ্গত কার্য্য? প্রায় পঞ্চবিংশতি বর্ষের অধিককাল গত হইল মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। ঐ অনুবাদ প্রকাশিত হইলে বঙ্গের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মধ্যে অনেকেই তৎকালে দত্তমহাশয়কে অমানুষিক ভাবে আক্রমন করিতে ত্রুটি করেন নাই। অপর দিকে বহুসংখ্যক পণ্ডিত ন্যায়ানুরোধে তাঁহার পক্ষসমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সে সকল গত কথা। পুনরায় বহুকাল পরে অস্বাভাবিক ভাবে সেই বিষয়ের অবতারণা ও সমালোচনা করা বৈধকার্য্য বলিয়া বোধ হয় না।

রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ করিয়া ভালকার্য্য কি মন্দকার্য্য অথবা সৎকার্য্য কি অসৎকার্য্য করিয়াছিলেন এই প্রশ্নের কি উত্তর হইতে পারে? আমাদিগের মতে ঐ অনুবাদ দ্বারা বঙ্গদেশের ও লোক সমাজের অশেষ মঙ্গল ও উপকার সাধিত হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখকের যুক্তি ও তর্ক মূল্যবিহীন। তাঁহার প্রদর্শিত মতে বেদ স্পর্শ করিতে পারে এরূপ ব্যক্তি ভূমণ্ডলে নাই। তিনি

যে "স্বরজ্ঞানের" কথা গল্পচ্ছলে আড়ম্বর করিয়া বলিয়াছেন ঐরূপ বৈয়াকরণিক স্বর-জ্ঞান তাঁহার নিজের অথবা তাঁহার পরিচিত কাহারও আছে কি না জানিবার বিষয় হইলেও ঐরূপ স্বরজ্ঞানবিশিষ্ট লোক কোথায় কে আছেন তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান বা আলোচনা না করিয়া কেবল এইমাত্র বলি যে 'দত্তমহাশয়ের প্রকৃত বৈয়াকরণিক স্বরজ্ঞান ছিল না' ইহা অনুমানমূলে সাব্যস্থ করা ন্যায়সঙ্গত কার্য্য নহে। ফলকথা, লেখকের মতে কার্য্য পরিচালিত হইলে ভূমণ্ডলে বেদের অস্তিত্ব বিদ্যমান না থাকিয়া ত্বরায় সম্পূর্ণরূপে লোপ হইবার কথা। বেদের ন্যায় পুরাতন গ্রন্থ পৃথিবীতে কোন জাতির নিকটে নাই। সভ্যজগতে বেদের বহুল প্রচার আবশ্যক। জনৈক কায়স্থ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথমে ঋগ্বেদের অনুবাদ হইয়াছে ইহা বঙ্গদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। পাশ্চাত্য জগতে বিভিন্ন ভাষায় বেদের যে অনুবাদ প্রচার হইতেছে বর্ত্তমান যুগে তাহা অশেষ ফলপ্রদ ও মঙ্গল-জনক বটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্যার চার্লস উইলকিন্স্ সাহেব প্রথমে ইংরেজী ভাষায় গীতার অনুবাদ করেন। কেহ কেহ বলেন ঐ অনুবাদ সর্ব্বাঙ্গ বিশুদ্ধ হয় নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও স্যার চার্লসের ঐ চেষ্টা ও উদ্যম ন্যায়ের দিকে চালিত ইহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন, "ম্লেচ্ছ-ভাষায়" অনুবাদ বলিয়া কদাপি উপেক্ষা করিবেন না।

প্রবন্ধ লেখক ধুতির কোণে অথবা কাপড়ের আঁচলে বাঁধিয়া বেদ রাখিতে চাহেন। তিনি বলেন,—"থিয়সফির হুজুগে বেদের উপনিষদভাগ—বেদান্তের—শূদ্র ম্লেচ্ছাদি জাতি নির্ব্বিশেষে মস্তক চর্ব্বণ করিয়াছে, বাকী সাহিত্যভাগ প্রভৃতিও ইউরোপীয় পণ্ডিত হইতে চর্ব্বণ আরম্ভ হইয়াছে, অথবা চর্ব্বিত হইতেছে।" এই কথাগুলি যে ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে লেখক মহোদয় লোকসমাজের উন্নতি কামনা না করিয়া অবনতি কামনা করিতেছেন। আমাদিগের চক্ষে প্রবন্ধমধ্যে 'বিদ্বেষের ছায়া' স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। রমেশচন্দ্র দত্ত সম্বন্ধে গল্প আরম্ভের পূর্ব্বে লেখক ঐ কথাগুলি বলিয়াছেন। তাঁহার মতে শূদ্র অথবা ম্লেচ্ছ কে? তিনি কি রমেশচন্দ্র দত্তকে শূদ্র অথবা ম্লেচ্ছ বলিতে চাহেন? যদিও দত্তমহাশয়ের সহিত অনেক বিষয়ে আমরা একমত হইতে পারি না তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে তিনি ঐ কুৎসিত নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহেন। তিনি আর্য্য-কায়স্থ, সুতরাং ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব ছিলেন।

থিয়সফিষ্টগণ হিন্দুধর্ম্মের কিম্বা আমাদিগের শত্রু নহেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক হইয়া সভ্যজগতে ঐ ধর্ম্মের ঘোষণা ও প্রচার করিতেছেন। লিথক প্রবন্ধমধ্যে যে পৌরাণিক কথাপ্রসঙ্গে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, অপ্রাসঙ্গিক বিধায় তৎসম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে অধিক লিখা হইল না।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে লিথক এবং তাঁহার পক্ষের লোকেরাই বেদপ্রহার করিতে-ছেন। ঐ প্রহার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া বেদ ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ঋগ্বেদের যে অনুবাদ করিয়াছিলেন

তদ্দারা বঙ্গদেশের শিক্ষিত লোকেরা বিশেষতঃ বঙ্গদেশের কায়স্থসমাজ বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের কায়স্থগণ মধ্যে সংস্কৃতের চর্চ্চা অধিক নাই, আমাদিগের মতে ঐ অনুবাদ যে অশেষ কল্যাণকর হইয়াছে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

কৈবল্যোপনিষৎ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি, (২)।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সম্পশ্যন্ ব্রহ্মপরমং যাতি নান্যেন হেতুনা ॥১০॥ (ঘ)

টীকা।—সর্ব্বভূতস্থং নিখিলেষু স্থাবর জঙ্গমেষু তিষ্ঠতীতি সর্ব্বভূতস্থঃ তম্ আত্মানং অস্মৎপ্রত্যয়ব্যবহারযোগ্যং সর্ব্বভূতানি চ নিখিলানি স্থাবরজঙ্গমানি চ, চকার অবিরোধেয় ভাবব্যুৎক্রমার্থঃ। আত্মনি আনন্দাত্মনি অহম্প্রত্যয়যোগ্যে সম্পশ্যন্ সম্যক্ সংশয়বিপর্য্যয়-মন্তরেণাবলোকয়ন্ ব্রহ্ম বৃহৎ দেশকালবস্তু-পরিচ্ছেদশূন্যং পরমং উৎকৃষ্টং অনুপচরিত-মিত্যর্থঃ। যাতি প্রাপ্নোতি। যাতীতি দেহলী-প্রদীপন্যায়েন সম্বধ্যতে। ন যাতি ন প্রাপ্নোতি। অন্যেন উক্তবোধব্যতিরিক্তেন হেতুনা কারণেন ॥ ১০ ॥

ভাবার্থ।—যিনি স্থাবরজঙ্গমাদি নিখিল বস্তুতে আত্মদর্শন করেন, এবং আত্মাতে স্থাবরজঙ্গমাদি সমস্ত পদার্থ সংশয়শূন্য হইয়া অবলোকন করেন, তিনি পরমব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। এই প্রকার জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন কারণে দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদ শূন্য ব্রহ্ম দর্শন হইতে পারে না ॥১০॥

(ঘ) গীতা—২৯।৬

আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চো-ত্তরারণিম্।
জ্ঞাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ পাশং দহতি পণ্ডিতঃ ॥১১॥

টীকা।—ধ্যাত্বা গচ্ছতীত্যস্য ব্যাখ্যানং জ্ঞাত্বা তমিত্যাদি। নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে ইত্যস্য ব্যাখ্যানন্তু ইদং সর্ব্বভূতস্থমিত্যাদি। যদা তু এবং জ্ঞানং নোপপদ্যতে তদা তদুৎপাদনো-পায়মাহ। আত্মানং অন্তঃকরণং অরণিং বহ্নিজনকং মন্ত্রসংস্কৃতং কাষ্ঠং কৃত্বা অধো নিধায় অধরারণিত্বেন চিন্তয়িত্বেত্যর্থঃ। প্রণবং ওঙ্কারম্ উত্তরারণিমপি চকারঃ কৃত্বেত্যে তদনু-বৃত্ত্যর্থঃ। জ্ঞাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ জ্ঞানস্য সর্ব্বাত্মকোঽহমস্মীত্যেবং রূপস্য নির্ম্মথনং বৃত্তিভির্ব্বিলোড়নং তস্য অভ্যাস আবৃত্তিরূপঃ জ্ঞাননির্ম্মথনাভ্যাসঃ তস্মাৎ উৎপন্নেনাহং ব্রহ্মা-স্মীতি সাক্ষাৎকারাগ্নিনা পাশমাত্মনো বন্ধনরূপং অজ্ঞানরজ্জুরচিতং অহমাদিগ্রন্থিঃ দহতি ভস্মীকরোতি পণ্ডিতঃ পণ্ডা অহং ব্রহ্মাস্মীতি বুদ্ধিঃ তামিতঃ প্রাপ্তঃ পণ্ডিতঃ ॥১১॥

ভাবার্থ।—কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় তাহার উপায় বলা হইতেছে। যিনি অন্তরকে অধঃস্থিত মন্ত্রদ্বারা সুসংস্কৃত কাষ্ঠ করিয়া এবং ওঙ্কারকে উত্তরারণি বানাইয়া "আমি সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ" এই প্রকারে

জ্ঞানের যুক্তিদ্বারা আলোড়নের অভ্যাস করিতে পারেন, সেই পণ্ডিত ব্যক্তি "আমি ব্রহ্মস্বরূপ" এই সাক্ষাৎকারি অগ্নিদ্বারা অজ্ঞান রজ্জু রচিত অহংকারাত্মিকা গ্রন্থি দগ্ধ করিতে সমর্থ হন ॥১১॥

স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা
শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্।
স্ত্রিয়ন্নপানাদি বিচিত্রভোগৈঃ
স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি ॥১২॥

টীকা।—নন্বস্যাসঙ্গোদাসীনস্যাদ্বিতীয়স্য কুতঃ সংসার পাশরূপঃ? ইত্যতমাহ স এব উক্তোঽসঙ্গোদাসীন এব নন্বস্তঃ মায়াপরিমোহিতাত্মা মায়া অবিদ্যা আবরণবিক্ষেপকরী শক্তিঃ তয়া পরিমোহিতঃ স্বয়মপ্রকাশমানঃ আনন্দাত্মা স্বস্বরূপঃ মায়াপরিমোহিতাত্মা শরীরং স্থূলাদিভেদভিন্নং মনুষ্যাদিকলেবরং আস্থায় অহং মনুষ্য ইত্যাদ্যভিমানং আসমন্তাৎ স্বীকৃত্য করোতি সর্ব্বং অখিলং ব্যাপারজাতং কুরুতে। স্ত্রিয়ন্নপানাদিবিচিত্রভোগৈঃ স্ত্রিয়ঃ মনোঽনুকূলা যুবত্য অন্নপানে মনোঽনুকূলে আদিশব্দেন বসনাচ্ছাদনাদীনি মনোঽনুকূলানি তৈঃ স্ত্রিয়ন্নপানাদিভিঃ বিচিত্রৈঃ ভোগৈঃ স্ত্রিয়ন্নেতি ছান্দসম্। স এব মায়াপরিমূঢ় এব নন্বস্তঃ জাগ্রৎ জাগরণং ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বাহ্যবিষয়োপলব্ধিরূপং কুর্ব্বন্ পরিতৃপ্তঃ সর্ব্বতো বিষয়সুখজাতৃপ্তিঃ পরিতৃপ্তিঃ তাং এতি গচ্ছতি সুখং দুঃখঞ্চ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥১২॥

ভাবার্থ। পূর্ব্বে আত্মার সংসারপাশ বলা হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আত্মা যখন অসঙ্গ, উদাসীন ও অদ্বিতীয় তখন তাঁহার সংসারপাশ কি প্রকারে হইতে পারে। এই এই আপত্তি নিরাশন করিতে বলিতেছেন—স্বয়ং প্রকাশমান আনন্দস্বরূপ আত্মা অসঙ্গ ও উদাসীন হইয়াও অবিদ্যা অর্থাৎ আবরণ ও বিক্ষেপকারিণী শক্তি দ্বারা পরিমোহিত হইয়া মনুষ্যাদিদেহ অবলম্বন পূর্ব্বক "আমি মনুষ্য" ইত্যাদি অভিমান স্বীকার করিয়া সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, এবং মনোনুকূলা যুবতী স্ত্রী, অন্নপান ও বসন আচ্ছাদন প্রভৃতি বিবিধ ভোগ্যবস্তুর উপভোগ করতঃ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বাহ্যবিষয় উপলব্ধিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন অর্থাৎ সুখদুঃখাদি ভোগ করিতেছেন ॥১২॥

স্বপ্নে স জীবঃ সুখদুঃখভোক্তা
স্ব মায়য়া কল্পিত জীবলোকে।
সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে
তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি ॥১৩॥

টীকা। ইদানীং স্বপ্নসুষুপ্ত্যোর্ব্বিক্ষেপ তদভাবকথনেন সংসার মোক্ষয়োরর্থাৎ দৃষ্টান্তমাহ। স্বপ্নে ইন্দ্রিয়গ্রামোপরমরূপায়াং স্বপ্নাবস্থায়াং স জীবঃ প্রাণানাং বিধারয়িতা বিবিধ বাসনাবাসিতঃ সুখদুঃখভোক্তা সুখদুঃখয়ো প্রসিদ্ধয়োঃ ভোক্তা অহং সুখী অহং দুঃখীত্যেবংরূপপ্রত্যয়বান্ সুখদুঃখভোক্তা। তত্রসংসারস্য দৃষ্টান্তেন বাস্তবত্বং বারয়তি স্বমায়য়া স্বস্য তত্তদেহাভিমানিনঃ মায়া অজ্ঞানং বিপরীতজ্ঞানঞ্চ তথা কল্পিতে বিশ্বলোকে কল্পিতে বাসনারূপে বিশ্বস্মিন্ রথযোগে পথ্যাদিকে নিখিলেলোকে ভুবনে জনে চ কল্পিতবিশ্বলোকে। স্বপ্নে যথা তদ্বজ্জাগরণেঽপীত্যর্থ্যঃ। সুষুপ্তিকালে আনন্দভোগাবসরে সকলে নিখিলে বিলীনে বিশেষবিজ্ঞানে স্বকারণে লয়ং গতে, এতাবং সুষুপ্তৌ মোক্ষে চ সমম্ ইয়াংস্ত বিশেষঃ, তমোঽভিভূতঃ অজ্ঞানাবৃতঃ সুখরূপং স্বস্বরূপং স্বয়ং প্রকাশমানং আনন্দাত্মস্বরূপং এতি গচ্ছতি ॥১৩॥

ভাবার্থ। এখন স্বপ্ন ও সুষুপ্তির বিক্ষেপ ও তদভাব কথনদ্বারা মোক্ষের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় হইতে

বিরত হইলে স্বপ্নাবস্থায় বিবিধবাসনাবাসিত জীব দেহাভিমানরূপ নিজ অজ্ঞানতা বা বিপরিতজ্ঞানদ্বারা নানা ভোগ্যবস্তুর উপভোগ করে এবং আমি সুখী, আমি দুঃখী এইরূপ ভাবিতে থাকে। আবার ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কারণে বিলীন হইলে অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানাবৃত হইয়া (৩) স্ব স্বরূপ অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ উপলব্ধি করে। সুষুপ্তি ও মোক্ষ প্রায় এক রূপ, সুষুপ্তিকালে জীব অজ্ঞানাবৃত হইয়া আনন্দস্বরূপের অনুভব করে, কিন্তু মোক্ষ লাভ হইলে আনন্দস্বরূপ হইয়া যায় ॥১৩॥

পুনশ্চ জন্মান্তরকর্ম্মযোগাৎ
স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ।
পুরত্রয়ে ক্রীড়তি যশ্চ জীব-
স্ততঃ সুজাতং সকলং বিচিত্রম্ ॥১৪॥

টীকা।—পুনশ্চ আনন্দাত্মস্বরূপং প্রাপ্য ভূয়োঽপি জন্মান্তরকর্ম্মযোগাৎ প্রাগ্‌ভবীয় কর্ম্মানুসারাৎ স এব আনন্দাত্মস্বরূপং প্রাপ্ত এব সুষুপ্তিং গতঃ নত্বন্যঃ জীবঃ প্রাণবিধারকঃ স্বপিতি স্বপ্নাবস্থাং গচ্ছতি। অথবা সুষুপ্তাৎ প্রবুদ্ধঃ প্রবোধং জাগরণং প্রাপ্তঃ ভবতীতি শেষঃ। ইদানীং জীব ব্রহ্মণোরৈক্যমাহ। পুরত্রয়ে স্থূলসূক্ষ্মজ্ঞানাখ্যে শরীরত্রয়ে ক্রীড়তি বিহরতি যশ্চ জীবঃ চকার এবকারার্থঃ। প্রসিদ্ধঃ পরমাত্মৈব প্রাণধারকঃ ততস্তু তস্মাদেব জীবাভিপন্নঃ নত্বন্যঃ, তস্মাৎ জাতং উৎপন্নং সকলং নিখিলং বিচিত্রং বিবিধকর্ম্মনামরূপং বিশ্বম্ ॥১৪॥

ভাবার্থ। এই জীব আনন্দস্বরূপ বস্তু পাইয়াও পুনর্ব্বার পূর্ব্বজন্মীয় কর্ম্মবশতঃ স্বপ্নাবস্থায় উপনীত হয়, অর্থাৎ সুষুপ্তি হইতে জাগ্রদ্দশা প্রাপ্ত হয়। এখন জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদিত হইতেছে—যে জীব স্থূল, সূক্ষ্ম ও জ্ঞানাত্মক শরীরত্রয়ে বিহার করিতেছে, সেই জীব হইতে অভিন্ন আত্মা হইতেই নিখিল বিবিধ কর্ম্মনামরূপ বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে ॥১৪॥

আধারমানন্দমখণ্ডবোধং
যস্মিন্ যাতি পুরত্রয়ঞ্চ।
এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ
খং বায়ুর্জ্জোতিরাপশ্চ পৃথ্বীবিশ্বস্য
ধারিণী ॥১৫॥

টীকা।—অধারঃ রজ্জুরিব সর্পধারাবলীবর্দ্দমূত্রিতত্বাদেঃ সকলস্য বিশ্বস্যাধারভূতম্ আনন্দং নিরতিশয়ানন্দস্বরূপং অখণ্ডবোধং আনন্দরূপমদ্বৈতেঽপি স্বয়ং প্রকাশৈকস্বভাবন্। যস্মিন্ অখণ্ডবোধে লয়ং বিনাশং যাতি গচ্ছতি পুরত্রয়ঞ্চ ব্যাখ্যাতম্। চ শব্দাদন্যদপি। এতস্মাৎ পুরত্রয়াধিষ্ঠানাৎ বুদ্ধেঃ জায়তে উৎপদ্যতে প্রাণঃ ক্রিয়াশক্তিঃ মনঃ অন্তঃকরণং জ্ঞানশক্তিঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বজ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যপি চ শব্দাদ্দেহাদিকমপি খং নভঃ, বায়ুঃ নভস্বান্, জ্যোতিঃ ধাতুঃ, আপঃ নীরাণি, পৃথিবী ভূমিঃ, বিশ্বস্য নিখিলস্য স্থাবরজঙ্গমাত্মকস্য প্রাণিজাতস্য ধারিণী বিধারিণী ॥১৫॥

ভাবার্থ। রজ্জু যেমন সর্পজ্ঞানের আধার, তেমন এই ব্রহ্মই সমস্ত বিশ্বের আধার, নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ ও অখণ্ডজ্ঞানরূপ। ইঁহাতেই স্থূল, সূক্ষ্ম ও জ্ঞানাখ্যশরীরত্রয় বিলীন হইয়া থাকে। এই তুরীয়াবস্থ ব্রহ্ম হইতেই প্রাণ (ক্রিয়াশক্তি) মন (অন্তঃকরণ, জ্ঞানশক্তি) ও সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় (দেহাদিও), আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল এবং সর্ব্ববিধারিণী পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥১৫॥

যৎপরংব্রহ্মসর্ব্বাত্মা বিশ্বস্যায়তনং মহৎ।
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং তত্ত্বমেব ত্বমেব তৎ ॥১৬॥

টীকা।—ইদানীং মহাবাক্যার্থমাহ। যৎ প্রসিদ্ধং পরং উৎকৃষ্টং ব্রহ্ম বৃহৎ দেশকালবস্তু-পরিচ্ছেদশূন্যং সর্ব্বাত্মা সর্ব্বপ্রাণিহৃদিস্থিতঃ সর্ব্বনান্যশ্চ। বিশ্বস্য সর্ব্বস্য কার্য্যকারণজাতস্য আয়তনং আধারভূতং প্রৌঢ়ং সর্ব্বাধরত্বেন এবং সূক্ষ্মাৎ অণুপরিমাণাৎ সূক্ষ্মতরং মহদপ্যতিশয়েন অণু নিত্যং বিনাশশূন্যং তৎ উক্তং পরং ব্রহ্মত্বমেব ত্বদমুগতমেব নত্বন্যৎ। নমু তৎ মত্তোহণ্যৎ অস্তু তস্মাদন্যঃ ময়ি কর্তৃত্বাদি-বিশেষোপলম্ভাদিত্যত আহ। ত্বমেব তৎ ত্বং কর্ত্তা ভোক্তা অবিদ্যায়া বস্তুতঃ পরং ব্রহ্মৈব নত্বন্যৎ ॥১৬॥

ভাবার্থ। এখন "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অর্থ প্রকাশ করিতেছেন। যে পরম ব্রহ্ম বৃহৎ অর্থাৎ দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সমস্ত প্রাণীর হৃদয়াভ্যন্তরস্থ, সমস্ত প্রাণী হইতে অভিন্ন, সকল কার্য্য ও কারণের আধারস্বরূপ, পরিব্যাপক অথচ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, এবং নিত্য পদার্থ, সেই "তৎ" পদবাচ্য পরমব্রহ্মই "ত্বং" পদের প্রতিপাদ্য, আবার "ত্বং" পদবাচ্য বস্তুও "তৎ" পদবাচ্য বস্তু হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ "ত্বং" পদবাচ্য জীব "তৎ" পদবাচ্য পরমাত্মা একই পদার্থ। কেবল-মাত্র মায়াদ্বারা "ত্বং" পদবাচ্য জীব কর্তৃত্বাদি অভিমান করিয়া থাকে; মায়ামুক্ত হইলে জীব ও পরমাত্মার একত্ব হইয়া থাকে ॥১৬॥

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিপ্রপঞ্চং তৎ-প্রকাশতে।
তৎ ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৭॥

টীকা।—ইদানীমেবং জ্ঞানে ফলমাহ। জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্ত্যাদয়ঃ উক্তাঃ তদাদয়ঃ বিশ্ববিরাড়াদয়ঃ ত এব প্রপঞ্চো জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিপ্রপঞ্চঃ তং, যৎ প্রসিদ্ধং স্বয়ং প্রকাশমানং প্রকাশতে প্রকাশয়তি। তৎ উক্তং স্বয়ং প্রকাশং ব্রহ্মসত্য-জ্ঞানাদিলক্ষণং। অহং ব্রহ্মাবগন্তা চিদানন্দাত্মা ইতি। অনেন প্রকারেণ জ্ঞাত্বা সাক্ষাৎকৃত্য সর্ব্ববন্ধৈঃ নিখিলবন্ধৈঃ অহং মমাত্মৈশ্চ সকা-রণৈঃ প্রমুচ্যতে প্রকর্ষেণ মুক্তো ভবতীতি ॥১৭॥

ভাবার্থ। "তত্ত্বমসি" জ্ঞান জন্মিলে কি ফল হয় তাহা বলা হইতেছে—যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত্যাদি অবস্থার প্রকাশক, "আমি সেই পরমব্রহ্ম" ইত্যাকার জ্ঞান উৎপন্ন হইলে জীব সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥১৭॥

ত্রিষু ধামসু যদ্ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ভবেৎ।
তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ ॥১৮॥

টীকা।—ইদানীং সর্ব্বস্মাৎ প্রপঞ্চাদ্বৈল-ক্ষণ্যমাহ। ত্রিষু জাগরণস্বপ্নসুষুপ্তেষু ধামসু স্থানেষু যৎ প্রসিদ্ধং ভোগ্যং স্থূলং প্রবিবিক্তা-নন্দরূপং ভোক্তা বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞাখ্যঃ ভোগঞ্চ স্থূল প্রবিবিক্তানন্দভোগঽপি চ শব্দা-দ্যধিদৈবাদিবিভাগোঽপি যৎ উক্তং ত্রিধাম ভোগ্যাদিপ্রপঞ্চজাতং ভবেৎ স্পষ্টং, তেভ্যঃ ত্রিধামাদিভ্যঃ বিলক্ষণঃ বিপরীতলক্ষণঃ। বৈলক্ষণ্যমাহ। সাক্ষী স্বাধ্যঃ তস্য বিশ্বস্য দ্রষ্টা চিন্মাত্রঃ চিদেকরসঃ অহং অহংপ্রত্যয়-ব্যবহারযোগ্যঃ সদাশিবঃ কৈবল্যাত্মা নিত্য-কল্যাণরূপো মহেশ্বরঃ ॥১৮॥

ভাবার্থ। এখন সমস্ত জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যাদি অবস্থা হইতে পৃথক্ অবস্থার কথা বলা হইতেছে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই

তিন অবস্থার যাহা ভোগ্য, যাহা ভোক্তা, এবং যাহা কিছু ভোগ, তৎসমস্ত হইতে পৃথক্ আমি, অর্থাৎ অহং প্রত্যয়গম্যআমি, আত্মা। আমি বিশ্বের দ্রষ্টা, চিন্ময় ও কৈবল্যাত্মা নিত্য-কল্যাণস্বরূপ মহেশ্বর ॥১৮॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীপার্ব্বতীচরণ দেববর্ম্মা।

নববর্ষে সদালাপ।

১। পরের স্বভাব এবং কর্ম্মের নিন্দা অথবা প্রশংসা কিছুই করিতে নাই। কেন না, ইহাতে জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। এবং মিথ্যার অভিনিবেশ হইয়া থাকে।

২। হীন ব্যক্তিগণ কটুবাক্য বলুক বা নাই বলুক, মহৎ ব্যক্তিগণ তাহা লইয়া কদাচ আন্দোলন কিংবা তাহার প্রত্যুত্তর করেন না।

৩। মনুষ্য সম্মানাস্পদ হইলেও, অতিশয় আনন্দিত হইবে না, এবং অবমানিত হইলেও, অত্যন্ত সন্তাপিত হইবে না। কারণ, ইহ-লোকে কেবল সাধুগণই সাধুজনের পূজা করিয়া থাকেন। অসাধুগণ কদাচ সাধুবুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

৪। নরাধমেরাই মাত্র বিবাদস্থলে কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু মধ্যম পুরুষেরা সেই পরুষ বাক্যে উত্তপ্ত হইয়া, তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করে; পরন্তু কেহ অতি কঠোর ও অহিতকর বাক্য সমূহ বলুক আর নাই বলুক, ধৈর্য্যশীল উত্তম পুরুষেরা কখনও তাহার আন্দোলন বা প্রত্যুত্তর করে না।

৫। উত্তম পুরুষগণ যত মনঃকষ্ট সহ্য করিতে পারে, ইতর ব্যক্তিরা তাহা পারে না। কারণ, মহাশাণের ঘর্ষণ মণিই সহ্য করিতে পারে, মৃত্তিকাখণ্ড তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হয় না।

৬। বিহিত কার্য্যই হউক অথবা অবি-হিত কোন কার্য্যই হউক, মনঃ, বাক্য, দেহ, ও কার্য্য দ্বারা নিখিল জীবের প্রতি অনুগ্রহ করিবার বাসনাকেই দয়া বলা যায়।

৭। ইহ সংসারে সর্ব্বভূতের প্রতি দয়ার তুল্য আর কিছুই নাই।

৮। দরিদ্র ব্যক্তির দান, ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ক্ষমা, যুবার তপস্যা, জ্ঞানবান ব্যক্তির মৌনভাব, সুখীর সুখে অনভিলাষ, এবং সর্ব্ব জীবে দয়া, এই সমস্তই শান্তিধাম গমনের প্রশস্ত সোপান।

৯। সাধু ব্যক্তিগণ নির্গুণ ব্যক্তিদিগের প্রতিও সর্ব্বদা দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেন না, চন্দ্র চণ্ডালালয়ে নিপতিত জ্যোৎস্না কখনই সংহরণ করেন না।

১০। যেমন আপন প্রাণ ইষ্ট, সেরূপ সকল জীবের প্রাণও ইষ্ট। অতএব সাধু ব্যক্তিগণ, আত্মবৎ সকল জীবকেই দয়া করিয়া থাকেন।

১১। সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া, মৈত্রী, দান ও সুমধুর বচন, এই চতুষ্টয়ের তুল্য সম্বল ত্রিভুবন ভিতরে আর কিছুই নাই।

১২। যিনি স্বীয় উপদেশক না হন, এবং সেবকগণের প্রতি, নির্ধনগণের প্রতি ও বান্ধববর্গের প্রতি করুনা না করেন, এমন ব্যক্তির মনুষ্যলোকে জীবনধারণে কোন ফলই দেখা যায় না।

১৩। অতি উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে পুলিন প্রদেশে পতিত হইয়া, প্রস্তরাঘাতে দেহ বিদলিত হওয়াও ভাল;—তীব্র দশন বিষধর-মুখমধ্যে হস্ত প্রদান করাও ভাল, তথাপি শীলতা ভঙ্গ করা ভাল নহে।

১৪। বিপত্তিকালে অব্যাকুলিত ভাবে অবস্থিত, কার্য্যকুশল, নিয়ত উদ্যমপরায়ণ, অপ্রমত্ত, ও বিনীত ব্যক্তিবৃন্দই কুশল দর্শন করেন।

১৫। রাজপদ প্রাপ্ত হইলেও কদাচ অবিনয়ী হইবেন না। কেননা, বার্দ্ধক্যাবস্থা যেমন দেহের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া থাকে, তদ্রূপ,—অবিনয় সম্পদ নষ্ট করিয়া ফেলে।

১৬। মানবেরা, মিষ্টবাক্যরূপ অলঙ্কারের দ্বারা যদ্রূপ শোভা প্রাপ্ত হয়, কেয়ূর, চন্দ্রহার, স্নান, শরীরে গন্ধানুলেপন অথবা সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা মস্তক অলঙ্কৃত করিলেও, তদ্রূপ শোভা প্রাপ্ত হয় না। যেহেতু, অন্য ভুষণের ক্ষয় আছে, কিন্তু বাক্যরূপ বিভুষণের ক্ষয় নাই।

১৭। বলশালী ব্যক্তির পক্ষে কিছু গুরুভার নহে; ব্যবসায়ীর পক্ষে কোন দেশই দুর নহে; গুণবানের পক্ষে স্বদেশ ও বিদেশ সমতুল্য; এবং প্রিয়ভাষীর পক্ষে কেহই শত্রু নহে।

১৮। দেহিগণের সম্বন্ধে, প্রিয় ও অপ্রিয় সকল বিষয়েই যে সমভাব, বেদজ্ঞ মনীষীরা তাহাকেই ক্ষমা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

১৯। ক্ষমা দ্বারাই সংসারের সকল লোক-কেই সম্যক্ বশীভূত করা যায়। জগতে ক্ষমার অসাধ্য কিছুই নাই। ক্ষমারূপ তরবারি যাহার করে নিরন্তর বিদ্যমান থাকে, দুর্জ্জন ব্যক্তিগণ তাহার কিছুই অনিষ্ট সাধন করিতে সমর্থ হয় না।

২০। সচ্চরিত্র মানবনিবহ অসাধু ব্যক্তি-বৃন্দ কর্ত্তৃক নিরন্তর তিরস্কৃত হইলেও নিয়ত সাধুগণ কর্ত্তৃক অগ্রে প্রপূজিত ও পশ্চাৎ রক্ষিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা সাধুচরিত আশ্রয়-পূর্ব্বক, অসাধুগণের নিন্দাবাক্যে ক্ষমা প্রদর্শন করেন।

২১। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি একান্ত ক্ষমাশীল হইবেন না। কেননা একান্ত ক্ষমাবান্ ব্যক্তি নিজ হস্তস্থিত অন্নও ভক্ষন করিতে সমর্থ হন না।

২২। অত্যন্ত অবজ্ঞাত হইলেও, ধৈর্য্য-শীল ব্যক্তির বুদ্ধিনাশের সম্ভাবনা নাই। কেননা অগ্নি অধঃকৃত হইলেও, তাহার শিখা কখনও অধোগামিনী হয় না।

২৩। পণ্ডিতেরা বিদ্যা এবং তপস্যাদি কার্য্যের অহঙ্কারকে পাপমধ্যে গণ্য করেন। তাহার ফলে পাপ সংঘটিত হইয়া থাকে। সাধুগণ ঐরূপ অসাধুগণের কার্য্যের অনুকরণ করেন না। তাঁহারা, যে প্রকারে বিদ্যাদির আনুকূল্য হয়, তাহাই করিয়া থাকেন। কোন বিষয়েরই অহঙ্কার ভাল নহে। অহঙ্কার পতনের কারণ হইয়া থাকে।

২৪। এই দান করিলাম, এই যজ্ঞ করি-লাম, এই শাস্ত্রাধ্যয়ন করিলাম,—এইরূপ

গর্ব্বিত বাক্যকে পণ্ডিতগণ ভয়াবহ বলিয়া থাকেন। অতএব সর্ব্বতোভাবে ইহা পরিত্যাজ্য।

২৫। যে ব্যক্তি অধ্যয়ন করিয়া, "আমি পরম পণ্ডিত" এই প্রকার অভিমান করতঃ বিদ্যার দ্বারা অপরের যশঃ বিলুপ্ত করিবার প্রয়াস পায়, সকলেই তাহার দর্প চূর্ণ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। ঈশ্বরও সেই নরাধমকে ইষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

২৬। নীচব্যক্তির স্বভাবই এই যে, সে সজ্জনের উন্নতিদর্শনে পুনঃ পুনঃ দ্বেষ করিয়া থাকে। ঈর্ষার সমান মহাপাপ ইহসংসারে অতি বিরল।

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী।

বর্ষশেষে ভাবনা।

অনাদি অনন্ত মহা কাল-পারাবারে
ক্ষুদ্র এক তরঙ্গ উঠিয়া,
ক্ষণকাল ক্রীড়া করি বুকের মাঝারে
ক্ষণে গেল কোথায় চলিয়া!
জলবিন্দু-মধ্যগত কীটাণুর মত
ক্ষুদ্র জীব আমরা ধরার,
ক্ষুদ্র এক তরঙ্গ লইয়া তাই কত
গণি ব'সে দিন, মাস, বার!
তাই এই বর্ষশেষে ভাবিতেছি মনে,
পাইয়াছি কত শোক, তাপ,
হারায়েছি কতজনে সংসার গহনে,
করিয়াছি কত ঘোর পাপ;
অপূর্ণ বাসনা কত হৃদয়ে লইয়া
কাঁদিয়াছি দিনরাত ধ'রে,
উঠিয়াছে দীর্ঘশ্বাস মরম ভেদিয়া
ঝরিয়াছে অশ্রু ঝর ঝরে;
নিত্য করিয়াছি কত কলহ কোন্দল
হিংসা দ্বেষ পুষিয়াছি সাথে,
"আমার" "আমার" বলি কত কোলাহল
করিয়াছি স্বজনের সাথে!

(২)

আজি এই বর্ষশেষে মেলিয়া নয়ন
খুলে দেখি জীবনের খাতা,
ষোল আনা লোকসান, শূন্য মূলধন,
মুনাফা?—কেবলি সাদা পাতা!
দেখিলাম এইরূপে এক এক ক'রে
বিয়াল্লিশ ব'য়ে গেল অই,
সময় যে হ'য়ে এল, ফিরে যা'ব ঘরে,
আমার বাণিজ্য হ'ল কই?
কেমনে হিসাব দিব? বুঝা'ব কি ব'লে?
সে নয় যে সোজা মহাজন,
ছাড়ে না বাপেরে তার "নিকাশ" না হ'লে
এমন সে গোপের নন্দন!

(৩)

নববর্ষ আসিতেছ, নব অনুরাগে,
এস এস করি আবাহন,
নবীন উৎসাহে হের পাতিয়াছি আগে
প্রেমের সুবর্ণ সিংহাসন
সুখে এস, সুখে ব'স, কর সুখ দান,
সুখের কাঙাল এই ধরা,

সুখের আশায় হেথা সবে ধরে প্রাণ
সুখাভাবে জীবনেতে মরা!
আমি কিন্তু পদে তব করি নিবেদন,
কৃপা করি গুরু হও মম,
শিখাও কেমনে আমি করিব সাধন,
ব্যবসায়ে হইব সক্ষম;
আসিয়া একাকী এই সংসার-সাগরে,
হারায়েছি সকলি আমার,
শূন্য হাতে কেমনেতে ফিরে যাব ঘরে?
কি বলিব নিকটে তাঁহার?
তরি ভগ্ন, পা'ল ছিন্ন, মগ্ন মূলধন,
কি করিব না হেরি উপায়,
নগ্নকায়, অসহায়, তীরেতে এখন
ব'সে শুধু করি হায় হায়!

এস তুমি, নববর্ষ, দাও নব বল,
নূতন উৎসাহ ঢালো প্রাণে,
কেমনেতে ফিরে পা'ব হারাণ সম্বল,—
সেই মন্ত্র দাও মোর কানে।
নববর্ষ, নবহর্ষ পাইব আবার,—
প্রাণে মোর তোমার প্রসাদে,
ভগ্ন তরি, মগ্ন নিধি করিব উদ্ধার,—
আর কভু পড়িব না ফাঁদে।
হরি হরি হরি নাম ব্যবসার সার
আমি আর ভুলিব না কভু,
শ্রীচরণে কোটি কোটি করি নমস্কার,—
নববর্ষ, গুরু তুমি, প্রভু।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

নববর্ষে কায়স্থের প্রতি।

এক এক করে দেখ কেটে গেল দিন,
তেরশ উনিশ সাল মীনসঙ্গে লীন। *
খোল আঁখি, উঠে ব'স, চেয়ে দেখ ফিরে,
মেষে চড়ি নববর্ষ আসিতেছে ধীরে। †
আসিতেছে কেন? এই এসে উপস্থিত,
অই দেখ বাঙ্গালীর দোকান সজ্জিত।
বাঙ্গালী ব্যবসাদার এই শুভক্ষণে,
খুলিছে 'নূতন খাতা' হরষিত মনে।
করেছে হিসাব শোধ গত বছরের,
ব্যয় ব্যাজ বাদে লাভ হইয়াছে ঢের।
আবার আগামী বর্ষে বেশী লাভ চাহে,
খুলিছে নূতনখাতা দ্বিগুণ উৎসাহে।

সাজান দোকানে দেখ কেমন বাহার,
পত্র-পুষ্পে সুশোভিত, অতি চমৎকার।
মধুর মিঠাই মণ্ডা, সুবাসিত জল,
ছাঁচিপানে মিঠা খিলি, হুঁকা আর নল।
যত চাও, তত পাও, আতর গোলাপ,
দোকানী প্রফুল্লমুখে করিছে আলাপ।
মহরতে শত শত টাকা আমদানী,—
দেখিতে দেখিতে পূর্ণ বড় থালাখানি।
হাদে দেখ মূর্খ আমি! লিখিব বা কি,—
মহরত মহোৎসব খুব লিখিতেছি!
হায়! কায়স্থের পুত্র! তোমার এখন,
মহোৎসবে মত্ত হওয়া সাজে কি কখন?
তোমরা ক্ষত্রিয়বর্ণ মিথ্যা কথা নয়,
সর্ব্বশাস্ত্রে তোমাদের আছে পরিচয়।

* চৈত্র মাসে সূর্য্য মীন রাশিস্থ থাকেন।
† বৈশাখ মাসে সূর্য্য মেষরাশিতে প্রবেশ করেন।

আকাশ্মীর কুমারিকা দেশের পণ্ডিত,
দিয়াছে অসংখ্য পাঁতি সবারি বিদিত।
প্রতিজ্ঞা করেছ ল'বে ক্ষত্রিয় আচার,
ধরিবে সাবিত্রী সূত্র দ্বিজব্যবহার।
কিন্তু ভাই বল দেখি, এই সম্বৎসরে,
নিজ নিজ বক্ষমাঝে হস্তখানি ধ'রে।
কতজন করিয়াছ সাবিত্রী গ্রহণ?
ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছ বল কতজন?
"পাঁঠা বেচা" ব্যবসায় বল কতজনে
ছেড়ে দেছ একেবারে মন্দ কাজ জেনে?
হায়! এ প্রশ্নের আজি কি দিবে জবাব?
কাপুরুষ আমাদের ইহাই স্বভাব।
ঠিক আমি দেখিতেছি, আমার মতন,
দেশেতে অসংখ্য আছে কায়স্থ-নন্দন।
কাপুরুষ করে শুধু মুখেতে বড়াই,
কার্য্যকালে পলায়ন, কিছু লজ্জা নাহি!
এক নয়, দুই নয়, দ্বাদশ বৎসর,
বাঙ্গালী কায়স্থ চেষ্টা করিছে বিস্তর।
তথাচ কি ফল দেখ, কহিতে সরম,
চৌদ্দলক্ষে একলক্ষ,—আরো বুঝি কম।
অথচ এ বঙ্গদেশ কায়স্থের সুত,
বিদ্যাবুদ্ধি ধনে মানে খুব মজবুত।
টাকাকড়ি, কোটাবাড়ী, জমীদারী কত!
ওকালতী জজিয়তী দেশে শত শত।
ডাক্তারী, ডেপুটাগিরি, কব আর কত?
গোলামীতে কেহ নাই কায়স্থের মত!
তোমাদের দশা হেরে চোখে আসে বারি,
যত আসে তত মুছি, নিবারিতে নারি।
এই ত বৎসর গেল, জাতীয় জীবনে,
কি লাভ করেছ সবে, ভেবেছ কি মনে?
তোমাদের সামাজিক সাবেক খাতায়,
কেবলি পড়েছে বাকী,—ব্যবসা যে যায়!

তোমরা কেমনে বল, কোন মুখ লয়ে
খুলিবে "নূতন খাতা" আনন্দিত হয়ে?
তোমাদের দাস আমি, তোমাদের খেয়ে,
বেঁচে আছি এতদিন ওই মুখ চেয়ে।
তোমাদের নিন্দাবাদ পশিলে শ্রবণে,
শত রাবণের চিতা জ্বলে উঠে মনে।
কত দুঃখে তোমাদের নিন্দা করি, ভাই,
নিজেই বুঝিতে নারি বুঝাব কি ছাই।

* * * * * *

এখনো এখনো তুমি ঘুমে অচেতন!
এখনো তোমার পায় শূদ্রত্ব বন্ধন!
ক্রমে ক্রমে ছোটজাতি সবে বড় হবে, *
বড় তুমি, কিন্তু ভাই, তুমি ছোট রবে।
কার্য্যে লোক ছোট বড় হয় এ সংসারে,
কার্য্য না করিলে বড় কে হইতে পারে?
এখনো মেলহ আঁখি ত্যাজ নিদ্রালস,
উঠ, বাঁধ কটিবস্ত্র করিয়া সাহস।
উদ্যম উদ্যোগ কর, ধর এ বচন,
"উদ্যোগী লক্ষ্মীরে পায়" শাস্ত্রের কথন।
অশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের ভ্রুকুটি হুঙ্কার,
শূদ্রাচারী স্বজাতির ব্যর্থ তিরস্কার,—
দূর করে ফেলে দাও, দৃঢ় কর মন,
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।"
ধর এ উচ্চ মন্ত্র করহ পালন,
উদ্যম দেখিলে বিঘ্ন করে পলায়ন,
আসিয়াছে নববর্ষ নব আশা ল'য়ে,
কর তার আবাহন অগ্রসর হ'য়ে।

* বঙ্গের উত্তর সীমান্তের রাজবংশীজাতি গত মাঘ মাসে প্রথম উপনয়ন লইতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং তিনমাসে তাহাদের (প্রায় ১৬ লক্ষ) প্রায় অর্দ্ধেক লোকের উপনয়ন হইয়াছে। অথচ এই জাতি অশিক্ষিত এবং অসভ্য বলিয়া চিরকাল পরিচিত হইয়া আসিতেছিল এবং কেহ কেহ ইহাদের হিন্দুত্বে প্রতিই সন্দেহ করিয়া থাকেন।

জগতে "কায়স্থ" নাম পরম উজ্জ্বল,
সুযোগ্য তোমরা আরো কর সমুজ্জ্বল।
তেরশত কুড়ি সাল দেখে যেন যায়,
"কায়স্থ ক্ষত্রিয় সবে, নাহি শূদ্র তাঁয়।"
ভগবান পদে করি কোটী নমস্কার,
দৃঢ়মনে কর সবে কার্য্য আপনার।

সমাজ সেবক।

এ দেশ।

কোথায় এসেছি মোরা
অজানা অচেনা দেশে,
পুনঃ কতদিনে হায়!
কোথায় যাইব ভেসে।
এ দেশ ঠগের পল্লী
নীচতায় ভেদ জ্ঞান,
পাপের পঙ্কিল স্রোতে
রহে সবে ম্রিয়মাণ।
এ দেশের ধর্ম্ম কর্ম্ম
সকল (ই) স্বার্থের খেলা,
অবিরত হেথা রহে
হিংসা দ্বেষ দুঃখ-জ্বালা।
এ দেশে দুর্ভিক্ষ ক্লেশ,
কষ্টের নাহিক পার,
জন্ম জরা রোগ শোক
মহামারি হাহাকার।
অজস্র বিষাদ-সোতে
এ দেশ ভাসিয়া যায়,
এ দেশে প্রাণের হাসি
মরমে বিলয় পায়।
অন্তর্মুখ জীব-তারা
ডুবে যাবে দিগন্তরে,
কিছুতেই হেন দেশে
আসিতে চাবনা ফিরে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

কোন পথে?

নীলাম্বুর উর্ম্মিমালা গভীর গর্জ্জনে,
ধায় নিশিদিন দেখ উচ্ছ্বসিত প্রাণে।
গ্রহ উপগ্রহ ল'য়ে সহচর সাথে,
ছুটিতেছে অবিরাম পরিচিত পথে।
জীবন মরণ পথে কোটিজীব ছুটে,
হীন যে মহৎ পদে পড়িতেছে লুটে।
এক মহাশব্দ উঠিছে জগৎ ময়
এক মহাপথ এই বিশ্বের আশ্রয়।
জগতের এক কোণে লভিয়া জনম,
ছুটিতেছি অনুদিন আজন্ম মরণ।
ক্ষুদ্র, অণু পরমাণু সেও ধেয়ে চলে,
আমিও চলেছি শুধু, গেছি লক্ষ্য ভুলে।
কোন্ পথ কি যে লক্ষ্য মায়ার ছলনে,
দেখে না অবোধ মন সুখ অন্বেষণে।
কোথা সুখ কোথা শান্তি বিশ্বচরাচরে,
পথ-ভ্রান্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত পথিক অন্তরে।

সারা বিশ্বমাঝে তাই অতৃপ্তির কথা,
করুণ ক্রন্দন আর বিষাদ-বারতা।
তাই যুগ যুগান্তর জন্ম জন্মান্তরে,
দীর্ঘপথ যত চলি তত যায় বেড়ে।
অসীম কালের ছায়া ফিরিতেছে সাথে,
জানি না মিলিবে লক্ষ্য গেলে কোন্ পথে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

হতাশে।

কে যেন অন্তরে মম
বিষাদ সঙ্গীত গায়,
কি যেন হলোনা বলি
কাঁদে প্রাণ, নিরাশায়। ১।

যত আশা করি, সব
অপূর্ণ রহিয়া যায়,
হতাশে, ব্যথিত প্রাণে
করি শুধু হায় হায়! ২।

এত শোভা ধরণীতে
কিছুতে ভুলে না মন,
বিরলে বসিয়া করি
তপ্ত অশ্রু বিসর্জ্জন। ৩।

সকলেই হাসে খেলে
মম ভাগ্যে চিরদুখ,
এ জীবনে বুঝি হায়
হলোনা আমার সুখ! ৪

নিজ সুখে মত্ত সবে,
কেহ নাহি ফিরে চায়,
আমার হৃদয় ব্যথা
কেহ না শুনিতে চায়! ৫।

যাহারে আমার বলি
হৃদয়ে ধরিতে চাই,
নিরাশ করিয়া প্রাণে
সেও দূরে চলে যায়। ৬।

আমার অন্তরে তাই
কে যেন বিষাদে গায়,
কি যেন হলোনা বলি
কাঁদে প্রাণ নিরাশায়! ৭।

শ্রীনৃসিংহগোপাল সিংহ চৌধুরী।

মৌলিকের মূলানুসন্ধান।

বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ মধ্যে যাহাতে একতা সংস্থাপন না হইতে পারে, এতদভিপ্রায়ে কচিৎ কোন স্থলে দুই একজন বিষ-কুম্ভ-পয়োমুখ ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন,—"কেবল বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র এই চারি বংশীয় কায়স্থই উপনয়ন গ্রহণ করিবার দাবী করিতে পারেন, ইহাদের মূল যে ক্ষত্রিয়জাতি তাহাতে কোন সংশয় নাই। তদ্ব্যতীত যাহারা কায়স্থ-সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া ঐ সকল কুলীন কায়স্থের সহিত আদান প্রদান করিতেছে

তাহারা প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয়জাতি কি না তৎসম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দেহ আছে।” আবার কায়স্থসমাজের মধ্যেও যাহাদের কৌলীন্যই উপজীবিকা তাঁহাদের মধ্যেও এ কথাটা শ্রুত না হওয়া যায় এমত নহে। কথাটা কিন্তু সমাজের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর, সুতরাং অগোণে ইহার মীমাংসা করাই সমীচীন। আমরা তদুদ্দেশেই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। এই স্বল্পবিস্তৃত বিষয়টীর মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমে বঙ্গীয় কায়স্থবংশ-সমূহের মূলানুসন্ধান করাই প্রকৃষ্ট পন্থা। অতএব তদনুসন্ধানেই প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

এমন এক সময় ছিল, যে সময় বঙ্গীয় কায়স্থ আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেওয়ার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিত। কিন্তু যে দিন কায়স্থের বর্ণনির্ণয়ে* "চিত্রগুপ্তজ কায়স্থ কোন্ ক্ষত্রিয়শাখা হইতে উৎপত্তি হইল তাহা এখনও জানিতে পারি নাই” প্রকাশিত হইল, তাহারই কিছুদিন পরে কায়স্থ-পত্রিকায় "চিত্রবাদ ও মিত্রবাদ” প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া চিত্রদেবকে যমরাজের লেখকত্বপদ হইতে একেবারে রাজসিংহাসন প্রদান করিল। আমরাও চিত্রগুপ্তের প্রকৃত তথ্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহাতে দুই চিত্রের সন্ধান পাইলাম,—এক চিত্র স্বয়ং অগ্নি, ইনিই কোনস্থলে প্রকাশমান জগতের গোপ্তা, কোথায় যম চিত্ররথ এবং কোথায় চিত্রসেননামে স্তুত হইয়াছেন। আর এক চিত্র চন্দ্রবংশীয় গর্গাত্মজ; তিনি রাজর্ষি, তদ্বংশ প্রভবগণ সারস্বত সংজ্ঞায় অভিহিত ও ভৃগুগোত্রগণাশ্রিত। তাহাদিগের অস্তিত্ব বঙ্গদেশে পরিলক্ষিত হয় না।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া যখন বুঝা গেল, বঙ্গীয় কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তজ নহেন তখন তাহাদের মূল অনুসন্ধান করিয়া পাইলাম—বঙ্গে সমাগত মকরন্দ ঘোষ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে উপস্থিত সূর্য্যধ্বজের কুলোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, চন্দ্রবংশীয় বসুরাজকুলেই দশরথের জন্ম হইয়াছিল, চন্দ্রবংশীয় অগ্নি-উপাধিবিশিষ্ট সোমক জনককেই বিরাট গুহের মূল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, চন্দ্রবংশীয় মিত্র রাজকুলেই কালিদাসের উৎপত্তি হইয়াছে, যদুবংশীয় অগ্নিদত্ত ও দাস এই দুই বীর্য্যবান্ বংশ হইতেই বঙ্গীয় দত্ত ও দাসবংশ গৃহীত হইয়াছে। নাগবংশ অমিতবীর্য্য নাগ রাজকুল হইতে এবং নাথবংশ সূর্য্যবংশীয় রাজা সুদাসাত্মজ মিত্রসহ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহার পর আর কোন বংশের মূল কোন ঘটক-কারিকায় নির্দ্দেশিত আছে কি না জানিতে পারা যায় নাই। উল্লিখিত অষ্টবংশের পরিচয় চন্দ্রদ্বীপ-রাজার সভাপণ্ডিত এবং স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের অধ্যাপক হরিনাথ আচার্য্য-চূড়ামণিকৃত ‘কুলপঞ্জি’ নামক গ্রন্থে বিবৃত আছে। তন্মধ্যে আরও দেব, সেন, সিংহ, পালিতবংশ ঐ আট বংশের সঙ্গে একত্র উল্লিখিত হইয়াছে এবং সকল বংশই একত্রে প্রসিদ্ধ "শুদ্ধবংশজ” বলিয়া বর্ণনা আছে। অতএব দেখিতে হইবে দেব প্রভৃতি বংশের মূল অন্য কোন কুলকারিকায় পাওয়া যায় কি না?

কথিত কুলপঞ্জি অবলম্বনে আরও যে দুইখানি বিবৃত গ্রন্থ হইয়াছিল তাহা আমরা

* কায়স্থের বর্ণনির্ণয়—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কর্ত্তৃক লিখিত।

প্রথমতঃ ঘটকপ্রবর রামানন্দ মিশ্রের কুলদীপিকার আরম্ভ পাদের "আচার্য্যচূড়ামণিনা মূলার্থং বিবেচনং তৎকুলপঞ্জিকম্নাঃ কৃতং বিচারচ্চ সভাসতশ্চ যজ্ঞানতঃ সর্ব্বকুল প্রকাশং" এই বাক্যাবলীতে পাই। এবং দ্বিতীয়তঃ অন্যতম ঘটক সর্ব্বানন্দকৃত "সদসদ্ভাববিবেক" নামক গ্রন্থের "শ্রীশ্রীআচার্য্য চূড়ামণেকৃতংব্যাখ্যাহং করোমি সর্ব্বানন্দঃ সন্নাম্নমতণাং প্রসাদতঃ" বচনসমূহে দেখিতে পাই। রামানন্দ তাঁহার কুলদীপিকায় অগ্নিপুরাণীয় বচন বলিয়া কতকগুলি চরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মপুত্র চিত্রসেন হইতেই তাবৎ বঙ্গীয় কায়স্থ সম্ভূত হইয়াছেন। এবং সর্ব্বানন্দ তাঁহার 'সদসদ্ভাববিবেকে' পদ্মপুরাণীয় পাতালখণ্ডের বচন বলিয়া কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে চিত্রদেব নামক ব্যক্তি হইতেই অখিল ভারতীয় কায়স্থের উদ্ভব হইয়াছে। এই বচনগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"চিত্রদেব সুতাঃ চাষ্টৌ সমাসন্ বৈ মহাশয়াঃ।
তেষাং তু কল্পয়ামাস কাশ্যপোজাত কর্ম্ম চ॥

* * * *

সূর্য্যধ্বজঃ চন্দ্রহাসশ্চন্দ্রাদ্ধশ্চন্দ্র দেহকঃ।
রবিদাসো রবিরত্নো রবিবীরশ্চ গৌড়কঃ॥

* * * *

ঘোষঃ সূর্য্যধ্বজাজ্জাতশ্চন্দ্রহাসাদ্বসুস্তথা।
রবিরত্নাদ্গুহশ্চৈবচন্দ্রদেহাত্তু মিত্রকঃ॥
চন্দ্রদ্ধাৎ করণোজাতঃ রবিদাসাচ্চ দত্তকঃ
মৃত্যুঞ্জয়স্তু গৌরাচ্চ কথ্যন্তে গ্রন্থকারকৈঃ॥
দাসকো নাগনাথোচ করণাচ্চ সমুদ্ভবাঃ।
মৃত্যুঞ্জয় সুতোজাতো দেবসেনশ্চ পালিতঃ॥
সিংহশ্চৈব তথাখ্যাত এতে পদ্ধতিকারকাঃ।
মৃত্যুঞ্জয়কুলোদ্ভুতো নিত্যানন্দ নৃপেশ্বরঃ॥
তস্যাপি বংশসংজাতাঃ সপ্তাশীতি প্রকীর্ত্তিতাঃ।
কুলাচার প্রভেদেন দ্বিসপ্ততাচলাভবন্॥"

৫। চিত্রদেবের সূর্য্যধ্বজাদি আট পুত্র অস্বীকার করিয়া রামানন্দ মিশ্র উক্ত 'সদসদ্ভাব বিবেক' ধৃত পদ্মে পাতালখণ্ডীয় বিংশতি ও চতুর্বিংশতি শ্লোক দুইটীর প্রতিবাদ করিয়া দেখাইলেন :—

চিত্রদেবস্য সঙ্কল্পাৎ পুমান্ স্বয়মজায়ত।
স সূর্য্যধ্বজ ইত্যাখ্যা মবাপ প্রাক্তনশ্রিয়া।

* * * *

দ্বিতীয়স্তু স বিজ্ঞেয়শ্চন্দ্রহাস উদারধীঃ।
চিত্রগুপ্তাখ্যকো জ্ঞাতির্যথা সূর্য্যধ্বজোঽভবৎ।"

ভাবার্থ—সর্ব্বানন্দ পদ্মপুরাণীয় যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেই পৌর্ব্বাপর্য্য ঠিক রাখিতে পারেন নাই—প্রথমে যে আটজনকে চিত্রদেবের সুত বলিয়াছেন শেষে আবার তাহাদিগকে চিত্রগুপ্তের জ্ঞাতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই দ্যোতনা দ্বারা বুঝা গেল যাহা পদ্মপুরাণীয় বচন বলিয়া স্বীয়কারিকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা প্রকৃপক্ষে আর্ষবাক্য নহে, আর্ষ বাক্যে এবম্বিধ অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না। প্রকৃত আর্ষ গ্রন্থে কায়স্থজাতির এই ভাবে উৎপত্তি বর্ণনা আছে; তৎ অগ্নিপুরাণ যথা—

"বসুর্ঘোষোগুহোমিত্রো দত্তঃ করণ এবচ।
মৃত্যুঞ্জয়শ্চ সপ্তৈতে চিত্রসেনসুতা ভুবি॥
করণস্য সুতা জাতা নাগোনাথশ্চ দাসকঃ।
মৃত্যুঞ্জয়তনুদ্ভুতা দেবঃ সেনশ্চ পালিতঃ॥
সিংহশ্চৈব তথাখ্যাতশ্চৈতে পদ্ধতিকারকাঃ।
এতে পদ্ধতিকারাশ্চ মুনিভিঃ কথিতাঃ পুরা॥
মৃত্যুঞ্জয় বংশভূতো নিত্যানন্দো নৃপেশ্বরঃ।

তত্রাপি বংশসংজাতাঃ সপ্তাশীতি প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
করোভদ্রোধরোনন্দী পালশ্চাস্থুর দামকঃ।
স্মারো ধরণি হোড়ৌ চ বাণশ্চাইচ সোমকৌ॥
পৈঃ শূরঃ শোণকশ্চৈব ভঞ্জোবিন্দুগুঞ্জিস্তথা।
বলশ্চ লোধকশ্চৈব শর্ম্মা বর্ম্মা চ ভূমিকঃ॥
হুইশ্চ রুদ্রকশ্চৈব চন্দ্রোরক্ষিত রাজকৌ।
আদিত্য বিষ্ণুগুপ্তাশ্চ খিলশ্চ পীলকস্তথা।
চাঞ্জি হেশশ্চ বন্ধুশ্চ শাঞ্জিশ্চ সুমনুস্তথা।
গণ্ডকো রাহকশ্চৈব রাণা রাহুত দাহকাঃ।
দানা গণশ্চ মানাশ্চথ্যামাপক্ষোম দ্বারকাঃ।
বৈ তোষ বেদকার্নাহাশ্চার্ণব শক্তিকঃ॥
ভূতো ব্রহ্মঃ ক্ষোমো বর্দ্ধনো হেম রঙ্গকৌ।
ভূঞ্জিঃ কীর্ত্তি যশঃ কুণ্ডুঃ শীলশ্চৈব ধনুর্গণঃ।
দাড়িমর্নোরিতিশ্চৈব চাকিশ্চ নন্দনস্তথা।
শ্যামশ্চাঢ্যশ্চ পুঞ্জিশ্চ তেজকো নাদ এবং।
রোই হোমশ্চ হাথিশ্চ ঢোলশ্চ দূতকস্তথা।
এতে পদ্ধতিকরাশ্চ সপ্তাশীতি প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

যাঁহারা অগ্নিপুরাণ পড়িয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে রামানন্দ ঘটক সর্ব্বানন্দকে দোষ দিয়া যাহা অগ্নিপুরাণীয় সত্য বিবরণ বলিয়া তাঁহার কুলদীপিকায় সমাবেশ করিয়াছেন, তাহাতে সর্ব্বানন্দকে সমাজপতি ও কুলীনদিগের নিকট অপদস্থ করার অভিপ্রায় মাত্র। প্রকৃতপক্ষে রামানন্দ সত্য কথা প্রকাশ করিতে আদৌ যত্ন করেন নাই। কুলদীপিকার বচন যেমন মূল কুলপঞ্জির অনুগত হয় নাই, তেমন অন্তর্বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত-দোষ-দুষ্ট হইয়াছে। পরন্তু সর্ব্বানন্দের উদ্ধৃত বচনেও সেইরূপ অসামঞ্জস্য রহিয়াছে বিশেষতঃ মূল পুরাণের বচনগুলি আদৌ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু উভয় ঘটকই করণ পুত্রগণের এবং মৃত্যুঞ্জয়াত্মজগণের সম্বন্ধে একমত। ফলতঃ করণ পুত্রগণের সম্বন্ধে একমত হইলেও মৎপ্রণীত "কায়স্থ-তত্ত্ব নির্ব্বাচন" গ্রন্থে কুলপঞ্জীর বচন সমূহ মহাভারতের সহিত ঐক্য করিয়া দেখাইয়াছি। নাগ, নাথ ও দাস, চন্দ্র ও সূর্য্য-কুলসম্ভূত তাহা এই প্রবন্ধের মধ্যেও ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এবং বাসুকী গোত্রীয় সেনবংশ যে চন্দ্রবংশজ তাহাও প্রবন্ধান্তরে প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব এখন বিচার্য্য এই মহারাজ বল্লাল সেন প্রশংসিত কুলীন চতুষ্টয়, দত্তাদি মধ্যল্য চতুষ্টয় এবং সেনাদি মহাপাত্র চতুষ্টয় এই দ্বাদশ বঙ্গীয় কায়স্থবংশ যদি চন্দ্রবংশীয় হয় তাহা হইলে মৃত্যুঞ্জয়বংশীয় রাজা নিত্যানন্দের সপ্তাশী পদ্ধতিকারক সন্তানগণকে চন্দ্র সূর্য্যের কোন্ কুলজাত বলিতে হইবে? বিবিধ ঘটকই বলিয়াছেন—

"একোনবিংশতির্গৌড়াঃ নাগোনাথোঽদাসকঃ।
সপ্তগুণৈস্তু সংযুক্তা রাজন্যাঃ সৎকুলোদ্ভবাঃ॥

এই যে সপ্তগুণ বিশিষ্ট সৎক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব উনবিংশতি গৌড়দেশবাসী নাগাদি বংশের সহিত একত্র উল্লিখিত হইয়াছে ঐ উনবিংশতি গৌড়কায়স্থ মধ্যে রাজা নিত্যানন্দের বংশেরও অনেককে দেখিতে পারা যায়—

"সেন করো তথা দামশ্চন্দ্রশ্চ পালপালিতৌ।
রাহাভদ্রো ধরোনন্দী দেবকুণ্ডৌ তথাস্থুরঃ॥
রক্ষিত সোম সিংহাশ্চ বিষ্ণুরাঙ্কশ্চ নন্দনঃ।
এতেচৈকোনবিংশতিশ্চ গৌড়দেশে
সমাখ্যাতাঃ॥"

এই যে উনবিংশতি গৌড়কায়স্থ বংশ, ইহার মধ্যে রাজা নিত্যানন্দবংশীয় রাহা, ভদ্র, ধর, নন্দী ও সোম প্রভৃতির বংশও রহিয়াছে। আমরা "কায়স্থ-তত্ত্ব-নির্ব্বাচন" গ্রন্থে সেন বংশকে যেমন চন্দ্রবংশের দায়াদ প্রমাণ

করিয়াছি সোম বংশ সম্বন্ধেও সেইরূপ চন্দ্রবংশের একতম শাখা বলিয়া প্রমাণ করিয়াছি। অতএব দেখিতে হইবে যাহারা মৃত্যুঞ্জয় বংশপ্রভব বলিয়া কুলকারিকায় বর্ণিত হইয়াছে তাহারা চন্দ্রবংশের কোন শাখা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে।

৭। কুলকারিকা ধৃত অগ্নিপুরাণীয় চিত্রসেন যদি প্রকৃতই মৃত্যুঞ্জয়ের জনক হন তবে তাহার সন্ধান অন্য কোন পুরাণে পাওয়া যায় না কেন? কিম্বা চিত্রদেবই যদি মৃত্যুঞ্জয়ের পিতামহ হন অর্থাৎ গৌড়ের আত্মজ হন তবে তাহাই বা আমরা পুরাণান্তরে দেখিতে পাই না কেন? মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে যে চিত্রসেনকে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি কোন্ দেশীয় ছিলেন তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই, তবে এই মাত্র আছে তিনি সমুদ্রোপকুলবাসী এবং বঙ্গেশ্বর সমুদ্রসেনের হস্তে পুত্রসহ কৌরব সমরে নিহত হইয়াছিলেন। যথা—

"সমুদ্রশ্চিত্রসেনশ্চ সহপুত্রশ্চ ভারত।
সমুদ্রসেনেন বলাৎ গমিতোযমসদনম্॥"
মহাভারত।

হইতে পারে এই চিত্রসেন সমুদ্রোপকুলবর্ত্তী নোয়াখালি প্রভৃতি বঙ্গের কোন স্থলে রাজত্ব করিতেন কিন্তু তাই বলিয়া তিনিই যে মৌলিককায়স্থগণের পূর্ব্বতন মৃত্যুঞ্জয়ের গোত্র পুরুষ তাহার প্রমাণ কি? ফলতঃ কিঞ্চিৎ প্রমাণ যে না আছে এমন নহে—বিবিধ ঘটক, চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাসলেখক ওয়াইজ সাহেব এবং চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের ইতিহাসলেখক ৺ব্রজসুন্দর মিত্র মজুমদার ইহারা লিখিয়াছেন,—"যাহা অচলা কায়স্থ বলিয়া পরিচিত ভুলুয়াধিপতি লক্ষ্মণমাণিক্যই চন্দ্রদ্বীপের ঘটকগণের সাহায্যে উপনিবেশী কায়স্থসমাজের সহিত সমীকরণ কবিয়াছিলেন।" অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে ভুলুয়ারাজ্য নোওয়াখালি প্রদেশেরই অন্তর্ভুক্ত এবং অচলা কায়স্থ ঐ প্রদেশ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল, এই দ্যোতনা দ্বারা অচলা কায়স্থের গোত্র পুরুষ মহাভারতীয় চিত্রসেনকেই নির্দ্দেশ করা যায়। কিন্তু এই স্থলে একটী কথা—মহারাজা বল্লাল সেন এবং রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য যাহাদিগকে কায়স্থ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহাদিগের গোত্র প্রবর এবং বংশসংখ্যাও নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এরূপ ঘটকগ্রন্থে দেখা যায় কিন্তু অধুনা তদতিরিক্ত বংশ গোত্রের বাহুল্য পরিলক্ষিত হয় কেন? বিশেষতঃ ইহা পূর্ব্বাঞ্চলেই সমধিক দৃষ্ট হয়। এই কায়স্থসম্প্রদায়ের তথাকথিত নৃপতিদ্বয় প্রশংসিত কায়স্থগণের সহিত বংশের মিল হয় ত গোত্রের মিল হয় না, গোত্রের মিল হয় ত বংশের মিল হয় না ইহার কারণ কি? এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই শ্রীহট্টের দক্ষিণ পরগণে ভানুগাছার যে চন্দ্রসেন রাজার গড়, দীর্ঘিকা, যজ্ঞস্থলী এবং পূর্ব্বদিকস্থ পাহাড়ে রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং যে চিত্রসেন কায়স্থজাতির প্রভাবপ্রতিপত্তি বিস্তারে মহারাজা বল্লালসেনের পুত্র বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন তিনিই আলোচ্য কায়স্থসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

৮। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই—ভানুগাছার চন্দ্রসেন প্রকৃতই কি বল্লালসেনের পুত্র? কৈ, কোন প্রাচীন কুলগ্রন্থে, তাম্রশাসনে কিম্বা শিলালিপিতে সেরূপ কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না? অবশ্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি-এ, বিগত মাঘ মাসের প্রতিভায় যৎসামান্য আলো-

চনা দ্বারা চন্দ্রসেনকে ত্রিপুর রাজবংশীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন কিন্তু তাহাও ত্রিপুর রাজমালার সঙ্গে ঐক্য হয় না। (ক) আমরা বলিতে চাই—চন্দ্রবংশীয় বলিরাজপুত্র মহাবাহু বঙ্গের বংশধর বঙ্গেশ্বর সমুদ্রসেনের পুত্র রাজা চন্দ্রসেন, (১) যিনি দ্রৌপদীর পাঞ্চাল রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং মহাবীর ভীমসেনের পূর্ব্বদিক বিজয়ে পরাভূত হইয়াছিলেন (২) দ্রোণপর্ব্বে যাহাকে শশাঙ্কের ন্যায় কান্তিমান এবং রুদ্রতেজা বলা হইয়াছে, যিনি পাণ্ডবগণের হিতকামনায় কৌরবসমরে কর্ণশরে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন, যাহাকে কচিৎ গ্রন্থকার রাজর্ষিরূপে বর্ণনা করিয়া তৎ বিধবা ভার্য্যার গর্ভস্থ সন্তানকে দাল্‌ভের প্রার্থনায় পরশুরামের বরে কায়স্থাখ্যা প্রাপ্ত হওয়ার কথা বর্ণনা করিয়াছেন তিনি এই কায়স্থসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, তিনিই বঙ্গবংশীয় শেষ সৌর্য্যসম্পন্ন ভূপতি ছিলেন। ঋগ্বেদের ৫। ৬১। ১৯ মন্ত্রে দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতীর (দাল্‌ভের) গোমতী নদীর সন্নিহিত পর্ব্বতের সানুদেশে অবস্থানের কথা বর্ণিত আছে। এই গোমতীনদী কৈলাসহর পর্ব্বতের পাদদেশে লালমযী পাহাড় হইতে বহির্গত হইয়া কুমিল্লার পূর্ব্ব দিয়া ৬৬ মাইল দূরে মেঘ্নানদীতে মিলিত হইয়াছে। ত্রিপুর রাজবংশ দর্ভের (দ্রুহ্যের) বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ পূর্ব্বকালে এই রাজবংশের সহিত বঙ্গাধীপ চন্দ্রসেনের বিশেষ নৈকট্য আত্মীয়তা ছিল তাই রাজর্ষি চন্দ্রসেনের বিধবাপত্নী দাল্‌ভ্য আলয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তদবধি তদ্বংশীয় কায়স্থগণ ঐ প্রদেশে বিভিন্ন গোত্র ও পদবী লইয়া অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং উপনিবেশী কায়স্থগণের সহিত যে সকল পূর্ব্বাঞ্চলবাসী কায়স্থের আদান প্রদানাদি হইতেছে তাহা বৈধ। কারণ উপনিবেশী কায়স্থগণও যেমন চন্দ্রবংশীয় উহারাও তেমন চন্দ্রবংশীয়। অতএব যাহারা বিভিন্ন গোত্র পদবীধারী অচল কায়স্থগণকে শূদ্র, ডেঙ্গর প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করিতে চাহেন তাহা কেবল তাহাদের মূঢ়তার পরিণাম। ইতি (খ)।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা।

(ক) আমরা এ প্রকার কোন প্রবন্ধ প্রতিভায় দেখি না। সম্পাদক।

(১) "সমুদ্রসেনপুত্রশ্চ চন্দ্রসেনঃ প্রতাপবান্॥" মহাভারত ১। ১৮৬। ১১।

(২) * * * বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ ॥২৩
সমুদ্রসেনং বির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ সাহিবম্॥
মহাভারত ২। ৩০। ২৩, ২৪।

(খ) "বঙ্গীয় কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তজ নহেন" শাস্ত্রী মহোদয়ের এ প্রকার উক্তির সহিত আমরা ঐকমত্য হইতে পারিলাম না। বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র ভারতীয় বিরাট কায়স্থজাতি চৈত্রগুপ্ত কায়স্থ তৎপ্রতি আমাদের অথবা ঐতিহাসিকের কোনও প্রকার সন্দেহ নাই। এমন কি মধ্য ও দক্ষিণভারতবাসী চন্দ্রবংশীয় প্রভুকায়স্থগণ ও চিত্রগুপ্তজ কায়স্থের সহিত শোণিতবন্ধনে এক জাতি হইয়াছেন। হইতে পারে ঘোষ, বসু, গুহ ইত্যাদি অতি প্রাচীনকালে অসিজীবী ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত, কিন্তু ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গে উপনিবিষ্ট হইবার বহু পূর্ব্বে আদান প্রদানে চৈত্রগুপ্ত কায়স্থের সহিত মিলিত হইয়াছেন। প্রবন্ধের মুখ্য বিষয় ৮৭ ঘর অচলা কায়স্থ চিত্রগুপ্তপুত্র সুচারুর বংশধর তাহা মৎপ্রণীত কায়স্থতত্ত্বে প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বংশতরু দ্বিতীয় সংস্করণের ৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। সম্পাদক।

জাপানী ভাষা।

জাপানী ভাষার বর্ণ (Alphabet) প্রধারণতঃ তিন প্রকার। কাতাকানা, হিরাকানা, এবং *হংজি। 'মেজি' অব্দের পূর্ব্বে আর একপ্রকার বর্ণ প্রচলিত ছিল। ইহাকে 'চুকানা' বলা হইত। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে জাপানের শিক্ষাপরিষদ পাঠশালা হইতে ইহার প্রচলন উঠাইয়া দিয়াছেন। চিঠি পত্রাদিতে এই শ্রেণীর অক্ষর আজও পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

জাপানীদের নিজেদের কোনও লিখিত ভাষা ছিল না। চীন এবং কোরিয়া দেশ হইতে সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তদ্দেশীয় ভাষা জাপানে প্রচলিত হয়। এই ভাষাতেই পুস্তকাদি লিখিত হইয়া আসিতেছে। এই 'হংজির' সংখ্যা তিন সহস্রের উপর। ইহার অক্ষরগুলি অতি জটিল এবং শিক্ষা করিতে অনেক সময়ের দরকার। চীন ভাষার অক্ষর এবং হংজি এক হইলেও উহাদের উচ্চারণ এবং অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই হংজির একই অক্ষর পৃথক পৃথক শব্দের সহিত যুক্ত হইলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পঠিত হয় এবং তাহার অর্থও ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। বলা আবশ্যক যে এই হংজির প্রত্যেক অক্ষরই এক একটী শব্দ বিশেষ।

হংজি শিক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন বিধায় 'কিবিমাকিবি' নামক জনৈক পণ্ডিত 'কাতাকানা'র উদ্ভাবন করেন। ইহা জটিলতর হংজি হইতে সহজাকারে লিখিত এবং ইহার সংখ্যা সর্ব্বসমেত সাতচল্লিশটী মাত্র।

এই অক্ষরগুলি দেখিতে তেমন সুন্দর না হওয়ায় 'কোবোদাইসি' (Kobodaishi) নামক জনৈক *সংস্কৃতাভিজ্ঞ বৌদ্ধ পুরোহিত 'হিরাকানা'র প্রচলন করেন। এই হিরাকানার অক্ষরগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর এবং সংস্কৃত অক্ষরের সহিত অনেকস্থলে ইহার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। আধুনিক সমস্ত সংবাদপত্র এবং পুস্তকে হংজির দক্ষিণপার্শ্বে হিরাকানাও লিখিত হইয়া থাকে। এই হিরাকানার সংখ্যা সাতচল্লিটী মাত্র। সুতরাং হংজি না জানিলেও আধুনিক পুস্তকাদি পাঠ করা কঠিন নহে।

জাপানী ভাষার ব্যাকরণ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সংস্কৃত কিংবা অন্য কোনও ভাষার বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে যেমন ব্যাকরণ শিক্ষা অনিবার্য্য, জাপানী ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে তেমনি 'হংজি'র আয়ত্ব করিতে হয়। যিনি যত অধিক হংজি জানেন, তিনি ততোধিক শিক্ষিত। সমুদয় 'হংজি' জানেন এমন লোক জাপানে খুবই কম। ভাষার এইরূপ জটিলতা এবং অস-

* হংজি—হং অর্থ পুস্তক, জি অর্থ অক্ষর। হংজি অর্থ—যে অক্ষরে পুস্তক লিখিত হয়।

* বৌদ্ধপুরোহিতগণের শিক্ষার জন্য কিয়োতো-নগরে একটী সংস্কৃতবিদ্যালয় আছে। পুরোহিতমাত্রই সংস্কৃত এবং পালি অল্পবিস্তর শিক্ষা করিয়া থাকেন। লেখক।

স্ফুর্ণতা দেখিয়া 'সে জি' গভর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র এক প্রকার 'কানা' অথবা ইংরাজি অক্ষর প্রচলন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু হঠাৎ এই পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইলে ভাষার অনেক দোষ হইতে পারে এই আশঙ্কায় উক্ত প্রস্তাবটী আপাততঃ স্থগিত রহিয়াছে। সুতরাং 'চুকানা' ব্যতীত অন্য তিন প্রকার অক্ষরই এখনও পর্য্যন্ত পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে; শতকিয়া ইত্যাদি অঙ্কপাত সমস্তই ইংরাজিতে লিখিত হইয়া থাকে। জাপানীদের ইংরাজি শিখিবার যেরূপ আগ্রহ দেখা যায় তাহাতে বোধ হয় অচিরে ইহারা ইংরেজিকেই জাতীয় ভাষা করিয়া লইবেন। পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ অর্থাৎ কোট প্যাণ্টালুন পরিধান করিয়া কাজ করিতে সুবিধাজনক বলিয়া জাপানে উহার যথেষ্ট প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছে। সমস্ত গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীই সাহেবী পোষাক ব্যবহার করিতে আইনানুসারে বাধ্য।

বলা বাহুল্য, আধুনিক জাপানীরা স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই স্বল্পবিস্তর শিক্ষিত। এতদ্ভিন্ন বৈদেশিক বিশেষতঃ পাশ্চাত্য ভাষাভিজ্ঞ জাপানীর সংখ্যা শতকরা হিসাবে গণনা করিলে আমাদিগের অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহাতেই বুঝা যায় জাপানীদের উদ্যম কত।

ইংরাজি, জার্ম্মাণ, ফ্রেন্স প্রভৃতি প্রধান প্রধান পাশ্চাত্য ভাষা সমূহ শুধু শিক্ষা করিয়াই জাপানীরা ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার ঐ সমস্ত ভাষার ভাল ভাল পুস্তকগুলি নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করিয়া জনসাধারণের জ্ঞানের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। চিকিৎসা এবং শিল্প সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট পুস্তক জার্ম্মাণ ভাষায় যেরূপ আছে অন্য কোনও ভাষায় সেরূপ নাই। এই কারণেই জাপানীরা জার্ম্মাণ ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে। অন্যান্য ভাষা সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম।

পুরাকালে জাপানীরা ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতেন। ফলে ভারতবাসীদের ন্যায় এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের কথাবার্ত্তা বুঝিতে পারিতেন না। মেনি অব্দের প্রারম্ভ হইতে একই ভাষা সর্ব্বত্র প্রচলন করায় উপরোক্ত অসুবিধা তিরোহিত হইয়াছে। আমাদের দেশে কি এরূপ কিছু হওয়া অসম্ভব, যদ্দ্বারা আমরাও জাপানীদের ন্যায় একই ভাষা বলিতে ও বুঝিতে পারি? একই দেশবাসী হইয়া একপ্রদেশের লোক আর একপ্রদেশের ভাষা বুঝিতে পারি না, ইহাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? একই সংস্কৃত ভাষাকে ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় বিভক্ত করিয়া আমাদের মধ্যে যেটুকু একতা ছিল তাহাও ছিন্ন করিয়া দিয়াছি। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে বাঙ্গালা সাহিত্যে যাহা আছে, হিন্দুস্থানী মারহাট্টীতে তাহা নাই। আবার তাহাতে যাহা আছে আমাদের ভাষায় তাহা নাই। সংস্কৃত অক্ষরগুলি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করিয়া আমরা দেশের যে কল্যাণ করিয়াছি চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা দেখিতে পাইতেছেন!

যাক্, ও সব কথায় আমাদের কাজ নাই। যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি। পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষার পথে জাপানীদের কতকগুলি অন্তরায় আছে। জাপানী ভাষায় অসংখ্য অক্ষর থাকিলেও তদ্দ্বারা অধিকাংশ বিদেশীয়

ভাষায় শব্দ লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জাপানীরা বিদেশীয় অনেক শব্দ মুখে পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে পারেন না। সংস্কৃত কিম্বা বাঙ্গালা অক্ষর দ্বারা আমরা জগতের সমুদয় ভাষার যাবতীয় শব্দ লিখিতে পারি; কিন্তু জাপানীদিগকে (Beer Hall) 'বিয়ার হল' লিখিতে বলিলে তাঁহারা 'বিরু হরু' লিখিয়া বসিবেন। র কিম্বা ল উচ্চারণ করিবার উপযুক্ত কোনও অক্ষর তাঁহাদের ভাষায় না থাকাই ইহার কারণ। রা, রি, রু, রে, রো আছে কিন্তু র শব্দটী নাই! ল কিম্বা ইংরাজী এল (L) জাপানীরা উচ্চারণই করিতে পারেন না। ড় কিম্বা ঢ় উচ্চারণ করিতে বলিয়া আমি অনেকবার তাঁহাদিগকে হাঁফরে ফেলিয়াছি। এই সমস্ত স্বাভাবিক অন্তরায় সত্বেও জাপানীরা বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর। জাপানী যুবক-যুবতীগণের বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিবার প্রতি কিরূপ অনুরাগ তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইঁহারা ভাষা শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে বিদেশীয়দের বাড়ীতে অতি সামান্য বেতনে দাস-দাসী বৃত্তি করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। বরং ইহা গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করেন। আমি কয়েকজন ভদ্রমহিলাকে ভাষা শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে বিদেশীয়দিগের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করিতে দেখিয়াছি। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণের নিকটও অনেক যুবক-যুবতী ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু স্বস্ব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় আমরা তাঁহাদিগকে রীতিমত শিক্ষা দিতে পারি না বলিয়া তাঁহারা আমাদের Association; Clubs, ইত্যাদিতে যোগদান করিয়া ইংরাজি বলিবার অবসরটুকু করিয়া লন। তাঁহাদের হৃদয়ে যেমন উৎসাহ তেমনই বল।

জাপানীদের ভাষার সহিত ইংরাজীর কোনও সাদৃশ না থাকায় তাঁহাদিগকে ইংরাজি শিক্ষা করিতে অনেক অসুবিধা বোধ করিতে হয়। কিন্তু তাঁহাদের একটী মহৎগুণ এই যে ভুলই হউক আর ঠিকই হউক, ইংরাজি লিখিতে বা বলিতে তাঁহারা কিঞ্চিমাত্রও সঙ্কুচিত নহেন। ইংরাজি জাপানীদের হাতে পড়িয়া ব্যাকরণের কঠোর শাসন হইতে মুক্তি পাইয়াছে। সাধারণ অর্দ্ধশিক্ষিত জাপানীরা কিরূপ ইংরেজি লিখিয়া থাকে নিম্নে তাহার নমুনা প্রদত্ত হইল।

"My dear Gose Esq

I heard your sickness from servant in the way, I hope to ask your sickness sooner, but lately I am very business.

Pardon me, be carefull it is too cold.

Your friend
K. Neda."

এতদ্ব্যতীত বাজারে বাহির হইলে নানা প্রকার Sign Boards দোকানের উপর বিলম্বিত দেখা যায়। অধিকাংশ স্থলেই বানানের ভুল বা আসলেই ভুল। উদ্দেশ্য সাধন হইলেই হইল, ভাষার দোষগুণে ইহাদের কি আসে যায়? কোথাও বা নাপিতের দোকানে Hair cutter না লিখিয়া Head cutter লিখিয়া বসিয়া আছে! ইংরাজিতে কোনও প্রশ্নের 'হাঁ' কিংবা 'না' উত্তর দিতে হইলেই জাপানীদের গোল বাধিয়া যায়। সাধারণতঃ ইঁহারা হাঁ স্থানে না এবং 'না'

স্থানে 'হাঁ' বলিয়া উত্তর দিয়া থাকেন। নিজেদের ভাষায় প্রশ্নোত্তর এই ভাবে দেওয়ায় অভ্যস্থ হওয়ায় সহসা বক্তার মুখ হইতে এরূপ উত্তর বাহির হইয়া পড়ে।

জাপানী এবং চীন ভাষার বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম পদের লিঙ্গ ও বচনের প্রভেদ নাই। তবে কতকগুলি বিশেষাপদ আছে যাহা স্বভাবতঃই স্ত্রী কিংবা পুরুষ বুঝায়। যথা, 'ইমোতো' (কনিষ্ঠা ভগ্নী), 'ওতোতো' (কনিষ্ঠ ভ্রাতা)। জাপানী ভাষার লিঙ্গ এবং বচন না থাকায় ক্রিয়ার বিন্যাস সর্ব্বত্রই একইরূপ হইয়া থাকে, কিন্তু অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালবোধক প্রত্যয় ক্রিয়ার শেষে সংস্কৃত ভাষার ন্যায় ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত বাচ্য পরিবর্ত্তনের অনুযায়ী ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ও হইয়া থাকে।

লাটিনের ন্যায় চীন ও জাপানী ভাষাতেও সর্ব্বনাম পদ অতি কমই ব্যবহৃত হয়। চীন ভাষায় একই শব্দ বিশেষণ এবং ক্রিয়ার বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হয়; কিন্তু জাপানী ভাষায় বিশেষণের শেষে 'নি' এবং 'তো' প্রত্যয় করিয়া ক্রিয়ার বিশেষণ করা হয়। এইখানে জাপানী ভাষার সহিত ইংরাজি, ফ্রেন্স, সংস্কৃত এবং বাঙ্গালার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

Construction of Sentence সম্বন্ধে জাপানী ভাষার সহিত বাঙ্গালার অতি নিকট সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ইংরাজি কিংবা চীন ভাষার সহিত ইহার কোনও সদৃশ্য নাই। যথা,—English—I cannot go (আমি পারি না যাইতে); জাপানী—I go can not (আমি যাইতে পারি না)। অতএব পাঠকবর্গ দেখিতেছেন যে শেষোক্ত Sentence টী ঠিক্ বাঙ্গালা বা সংস্কৃতের ন্যায়। আর একটী উদাহরণ, দিতেছি ইহাতে চীন ভাষার সহিত ইংরাজীর অনেক সাদৃশ্য দৃষ্ট হইবে কিন্তু জাপানী ভাষার সহিত আদৌ সাদৃশ্য নাই। এখানেও জাপানী ভাষার সহিত সংস্কৃতের বা বাঙ্গালার সাদৃশ্য স্পষ্ট দেখা যায় যথা English and Chinese: I eat rice; এখানে ইংরাজীর ন্যায় চীন ভাষারও সকর্ম্মক ক্রিয়া কর্ম্মকারকের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু জাপানীতে সংস্কৃত বা বাঙ্গালার ন্যায় কর্ম্ম ক্রিয়ার পূর্ব্বে আসিয়া বসে; যথা—আমি ভাত খাই ('ওয়াতা কুশি গা গোহান ও তাবেমাসু')।

চীন ভাষার অক্ষর জাপানীতে গৃহীত এবং বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইলেও জাপানী ভাষার সহিত সংস্কৃত, কোরিয়ান, মাঙ্গোলিয়ান, এবং মাঞ্চুরিয়ান ভাষার যেরূপ সাদৃশ্য আছে চীন ভাষার সহিত তাদৃশ নাই।

সাহিত্য জগতে জাপানী ভাষার স্থান আদৌ নাই বলিলেও চলে। জাপানীদের নিজেদের কোনও আদিম লিখিত ভাষা না থাকায় উহা ক্রমশঃ এশিয়ার অন্যান্য সভ্য-দেশের ভাষার সহিত জড়িত হইয়াছে।

কুশা, দান্না, প্রভৃতি অনেক শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষার সহিত জাপানীর অনেকাংশে সাদৃশ্য থাকিলেও পুস্তকাদি পারসিক ভাষার ন্যায় শেষ দিক হইতে লিখিত হয়। কিন্তু পারসিক ভাষার লাইনগুলি যেমন দক্ষিণদিক হইতে বামদিকে Horizontally লেখা হয় জাপানী ভাষার সেরূপ না হইয়া পাঠকের বা লেখকের দক্ষিণদিক হইতে নিম্নদিকে লিখিত হয়। এই সোজা লাইনগুলি ক্রমশঃ বামদিকে চলিতে থাকে।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

জনক-পরাশর-সংবাদ।

(বর্ণ-বিশেষ-কথন)।

একদা মহর্ষি পরাশর, জনকরাজ সন্নিধানে উপনীত হইলে, রাজর্ষি জনক যথাযোগ্য অভিবাদনান্তে পরাশরকে কহিলেন,—হে মহর্ষে! কথিত আছে যে, পিতাই পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। তবে এক ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া, বর্ণ সমূহের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বর্ণ কেন হইল? এ বিষয় বিশিষ্টরূপ পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত কৌতূহল জন্মিতেছে। হে বাগ্মিবর! আপনি কৃপা করিয়া তৎসমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

জনকের এই প্রশ্নে নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া মহর্ষি পরাশর কহিলেন,—হে মহারাজ! পিতাই অপত্যরূপে জন্ম গ্রহণ করেন, ইহা সত্য বটে, কিন্তু তপস্যাদির অপকর্ষ এবং উৎকর্ষানুসারেই জাতি গ্রহণ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র, এবং উৎকৃষ্ট বীজ হইতেই, পুণ্যবান্ সন্তানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পিতা এবং মাতার পাপ বশতঃই সন্তানগণ অধার্ম্মিক,—অর্থাৎ হীন বর্ণ হয়। হে রাজন্! হে সুধীর!—ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির মুখ হইতে ব্রাহ্মণ বর্ণের, তাঁহার বাহু হইতে ক্ষত্রিয় বর্ণের, ও উরু হইতে বৈশ্য বর্ণের, এবং তাঁহার চরণ হইতে, পরিচারক শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। হে নরশ্রেষ্ঠ! এ সংসারে এই চারিবর্ণই শ্রেষ্ঠ। যাহারা এই চতুর্ব্বিধ বর্ণ হইতে পৃথক্ তাহাদিগকেই বর্ণসঙ্কর কহা যায়। অতিরথ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, উগ্র, বৈদেহক, শ্বপাক, পুক্কশ, স্তেন, নিষাদ, সুত, মাগধ, অয়োগ, করণ, ব্রাত্য ও চণ্ডালগণ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চারিবর্ণের পরস্পর সহযোগে উৎপন্ন হইয়াছে।

রাজর্ষি জনক কহিলেন,—ভগবন্! ইহ-সংসারে, নানা গোত্র এবং নানা বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। একমাত্র প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া, প্রজাগণ কি নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ এবং গোত্র লাভ করিল? এবং কি জন্যইবা ইহারা অপকৃষ্ট বর্ণে উৎপন্ন হইয়াও, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই ঋষিত্ব লাভ করত সংসারে সম্পূজিত হইয়াছেন? তাঁহাদিগের কিরূপেই বা ব্রাহ্মণত্ব লাভ ঘটিয়াছে?

পরাশর কহিলেন—হে রাজন্, ধ্যান-পরায়ণ মহাত্মাদিগের নীচ যোনিতে জন্ম হইয়াছে বলিয়া, কোন প্রকারেই অপকৃষ্টতা জন্মে না। সেই সকল মহাত্মা, স্বকীয় পুণ্য বা তপোবলেই আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের পিতৃগণ অপকৃষ্ট ক্ষেত্রে সন্তান সমূহ উৎপাদন করিলেও, তপোবলেই তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণত্ব বিধান করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে আমার পিতামহ বশিষ্ঠ, বিভাণ্ডক পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ, কশ্যপ, বেদতাণ্ড, কৃপ, কাক্ষীবান্, কমঠ, যবক্রীত, দ্রোণ, বদতাম্বর, আয়ু, মতঙ্গ, দ্রুপদ, ও মাৎস্য প্রভৃতি শত শত ঋষি নীচ যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও, কেবল

মাত্র সদাচার ও তপস্যার বলে, আপন আপন ঋষি প্রকৃতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা দমগুণ সম্পন্ন, তপস্যার শক্তিতেই বেদবিদ্ হইয়াছেন। হে রাজন্! অঙ্গিরা, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, এবং ভৃগু ঋষি হইতে চারিটী গোত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু পরিশেষে, কর্ম্মানুসারে অন্যান্য গোত্রের ও উৎপত্তি হইয়াছে। অদ্যাপি সাধুসমাজে, সেই সকল গোত্রের নাম প্রচলিত রহিয়াছে।

জনক কহিলেন,—হে ভগবন্! বর্ণ-সমূহের বিশেষ ধর্ম্ম কি, কৃপা করিয়া আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। তাহাদের সামান্য ধর্ম্মও জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে। আপনি সকল বিষয়েই সুদক্ষ; অতএব সদয় হইয়া, এই সমস্ত বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন, রাজন্! প্রতিগ্রহ যাজন এবং অধ্যাপনাই ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ ধর্ম্ম। প্রজারক্ষাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্য্য এবং শোভনীয় ধর্ম্ম। কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য এই তিনটী বৈশ্যদিগের ধর্ম্ম। এবং এই তিন দ্বিজজাতির পরিচর্য্যা অর্থাৎ সেবা করাই শূদ্রদিগের ধর্ম্ম। চতুর্ব্বর্ণের এই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম কথিত হইল। এক্ষণে উহাদিগের সাধারণ ধর্ম্ম বিশেষরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। অনৃশংসতা, অহিংসা, অপ্রমাদ, সকলকে যথাযোগ্য বিভাগানুসারে ভোগ, শ্রাদ্ধকর্ম্ম, আতিথেয়তা, সত্যনিষ্ঠা, অক্রোধ, স্বীয় স্ত্রীতে সম্ভোগ, শৌচাচার, নিত্যকাল অনসূয়তা, আত্মজ্ঞান এবং তিতিক্ষা, এই সকল, সকল বর্ণেরই সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণেরই মাত্র "দ্বিজাতি" আখ্যা হইয়াছে ইঁহাদিগেরই মাত্র বেদোক্ত ধর্ম্ম-কর্ম্মে সম্পূর্ণ অধিকার আছে। ইঁহারা বিগত-কর্ম্মা হইলে পতিত হইবেন। কিন্তু স্বধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, ইহাদিগের উন্নতি লাভ হইবে। শূদ্র জাতির নিশ্চয়ই পতন হয় না। তাহার কারণ এই যে, শূদ্র কদাপি সংস্কার লাভের যোগ্য নহে। শ্রুতিপ্রবৃত্ত ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্মে শূদ্রদিগের অধিকার নাই, পরন্তু তাহারা অহিংসা-পরায়ণাদি আচরণ করিতে পারে। শ্রুত্যুৎপন্ন দ্বিজগণ, সত্যধর্ম্ম পরায়ণ শূদ্রকে ব্রহ্মার তুল্য বলিয়া মনে করেন এবং ঐরূপ শূদ্রকে আমিও বিষ্ণু স্বরূপ জগতের প্রধান বলিয়া জ্ঞান করি। শূদ্রগণ উন্নতি কামনা করিয়া, সাধুগণের আচরণ অবলম্বন পুরঃসর, মন্ত্রোচ্চারণ না করিয়াও, পুষ্টিজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে, এবং তাহাতেই তাহাদিগের সিদ্ধিলাভ হয়। ইতর মনুষ্যগণ, যে পরিমাণে সাধুজনোচিত পন্থার অনুসরণ করিয়া থাকে, সেই পরিমাণে তাহারা ইহলোক এবং পরলোকে সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়।

এতচ্ছ্রবণে রাজর্ষি জনক কহিলেন—ভগবন্! কোন্ কোন্ কার্য্য করিয়া ইতর জাতীয় ব্যক্তিবৃন্দ সংসারে দূষিত হইয়া থাকে, ইহাতে আমার সন্দেহ জন্মিতেছে। অতএব আপনি তাহা বর্ণনা করিয়া আমার সন্দেহ দূর করুন।

পরাশর কহিলেন—রাজর্ষে! সে বিষয় আপনি সবিশেষ শ্রবণ করুন। কর্ম্ম এবং জন্ম এই উভয় দ্বারাই লোকের হীন দশা ঘটিয়া থাকে। যিনি, জাতিতে নীচ হইয়াও কোনপ্রকার পাপ বা অসৎ কার্য্যের আচরণ

না করেন, তাঁহাকেই ইহসংসারে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। আর যিনি জাতিতে শ্রেষ্ঠ হইয়াও, নিকৃষ্ট বা ঘৃণিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে নিকৃষ্ট বলা যায়। অতএব কর্ম্মকেই হীনত্বের প্রধান সাধন বলিতে হইবে।

জনক কহিলেন—হে ভগবন্! কি কি কার্য্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মানব সর্ব্বদা হিংসাশূন্য হইয়া ধর্ম্মলাভ করিতে পারে, আপনি কৃপা করিয়া তাহা কীর্ত্তন করুন।

পরাশর কহিলেন, রাজন্! ইহার উত্তর এই যে, অহিংসা জনক সকল প্রকার অনুষ্ঠিত কর্ম্মই মনুষ্যগণকে সতত ত্রাণ করিয়া থাকে। হে বন্ধো! প্রকৃত প্রস্তাবে সন্ন্যাস আশ্রয় করিয়া ক্রমে, ক্রমে সন্তাপহীন ও শ্রেষ্ঠপদে সমারূঢ় হইতে পারিলে, অনায়াসে মোক্ষ লাভজনক পদ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। বিনয়ী, দান্ত, সংযতচিত্ত ও সূক্ষ্মবুদ্ধি মহাত্মাগণ সর্ব্বকার্য্য পরিহার পূর্ব্বক, সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ অধর্ম্ম পরিত্যাগ করত, সম্যক্‌রূপে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ও সর্ব্বদা সত্য কথা কহিলে, সকল বর্ণেরই যে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, তাহাতে কার্য্যবিচারের কোন ও প্রয়োজন নাই।

ইতি পরাশর গীতায় বর্ণভেদ প্রকরণ সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা।

কতরূপে।

দেখি যবে গৃহ-লক্ষ্মী বসিয়া প্রাঙ্গনে
চাপিছে চুচুক কোনো শিশুর বদনে,
চুমিছে কাহারো মুখ,—অমনি অন্তরে
জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তি তব চকিতে সঞ্চরে।১
আদরিণী মেয়ে যবে দোলায়ে কুন্তল
বাহু-পাশে বাঁধে মোরে লোটায়ে অঞ্চল,
নিমেষে নয়নে লাগে স্বপন-লহর,
ভুজ-ভঙ্গে হেরি তোর গৌরী-কলেবর।২

বংশের দুলাল যবে আসে হেলে-দুলে
নগ্নদেহে, অতি স্নেহে বক্ষে পড়ে ঢুলে,
ব্রজের আনন্দ যেন উথলে অন্তরে,
গোপাল-মুরতি তব স্বপনে সঞ্চরে!
কতরূপে কত ছাঁদে এস তুমি নিতি,
জনম সফল করে তোমার পিরীতি! ॥৩

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

ত্রয়োদশাহে দানসাগর।

বিগত ১১ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার রঙ্গপুর গাইবান্ধার অধীন হরিপুর গ্রাম নিবাসী স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী কায়স্থবংশীয় শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত গিরিশ্চন্দ্র সরকার দেববর্ম্মা মহোদয়দ্বয়, তাঁহাদের মাতৃদেবীর আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে দান-সাগর ও দানক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। দান-সাগর ক্রিয়া উপলক্ষে কলিকাতা, বগুড়া, রঙ্গপুর, রাজসাহী প্রভৃতি বহুস্থানের বহুব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন, শ্রাদ্ধেরদিন হইতে ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ, উপনীত অনুপনীত কায়স্থ, নবশাখ, মুশলমান প্রভৃতিকে প্রচুর পরিমানে নানাবিধ পক্কান্ন পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছিল, জগৎবাবু ও গিরিশ বাবুর বিনীত ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন, হরিপুরগ্রাম লোকে লোকারণ্য, দিয়তাং ভোজ্যতাং কলরবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে যথাযোগ্য সম্মান সহকারে বিদায় করা হইয়াছে। অতিথি, ফকির, কাঙ্গালী প্রভৃতিকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়া তাহাদিগের প্রার্থনানুসারে, টাকা পয়সা, কাপড় ও পিত্তল কাঁসার বাসনাদি প্রদান করা হইয়াছিল।

বৃষোৎসর্গে নিম্নলিখিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ ব্রতী হইয়াছিলেন।

বগুড়ানিবাসী—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোলাপচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় সদস্যপদে।

কলিকাতানিবাসী—শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়, বিরাট অধ্যয়ন কার্য্যে।

হরিপুরনিবাসী—শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ধারক পদে।

কলিকাতানিবাসী—শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয়, গীতাধ্যয়ন কার্য্যে।

রঙ্গপুর হাতিয়ানিবাসী—শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয়, ধারক পদে।

বগুড়া, মাদলানিবাসী—শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত অধিকারীমহাশয় রাসপঞ্চাধ্যায় অধ্যয়ন কার্য্যে।

বগুড়ানিবাসী—শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বাগ্‌চি মহাশয়, সহস্রনাম পাঠ কার্য্যে।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মহাভারত।

শ্রীযুক্ত আনন্দসুন্দর কাব্যতীর্থ মহাশয়, দানক্রিয়াদি কার্য্যে।

শ্রীযুক্ত সারদাসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়, হোতৃপদে।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়, আচার্য্যপদে।

শ্রীযুক্ত দুর্গাসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়, ব্রহ্মার কার্য্যে।

নিযুক্ত ছিলেন এতদ্ভিন্ন বগুড়া মাদলানিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন তালুকদার মহাশয় ও শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই শ্রাদ্ধকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে নিম্নের শোকোচ্ছ্বাস কবিতাটী রচিত হইয়াছিল ইতি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ বর্ম্মণঃ।

মাতা ৺হরসুন্দরী দেবীর বিয়োগে

শোকোচ্ছ্বাস।

ছিলে মাগো তুমি এই সংসারের সার।
তোমা বিনা এ সংসার ঘোর অন্ধকার॥
বহু শোক পাইয়াছ তুমি মা সংসারে।
সব শোক ভুলে ছিলে পুত্রদ্বয় হেরে॥
জগৎ গিরীশ তব অভাগা সন্তান।
মাতৃহীন হ'য়ে আজ বিষাদে অজ্ঞান।
শ্রীরাজ কুমারী জ্যেষ্ঠা তনয়া তোমার।
জয়দুর্গা শিবদুর্গা দুটী কন্যা আর॥
দীনেশ, সতীশ, শ্রীশ, পুত্র পৌত্রগণ।
সকলেই ছিল তব আদরের ধন॥
দৌহিত্র পটল, পুত্র-পৌত্র বধূগণ।
সকলি তোমার স্নেহে ছিল নিমগন॥
তাই সবে ভক্তি ভরে করিছে পূজন।
আজ তব অভাবেতে করিছে রোদন॥
পুণ্যবতী লক্ষ্মী তুমি ছিলে হরিপুরে।
যত নরনারীগণ কহে সমস্বরে॥
হরিপুর নিবাসিনী যত নারীগণ।
সকলি তোমার তরে করিছে রোদন॥
দয়াবতী, দানশীলা, ছিলে তুমি অতি
নিত্য তব দ্বারে হ'ত তাহাদের গতি
মাতৃহারা হ'য়ে তব প্রজামাত্যগণ।
শোকেতে অধীর হ'য়ে করিছে ক্রন্দন।
হরসুন্দরীর নাম খ্যাত হরিপুরে।
অন্ধকার করে পুর গেলা স্বর্গপুরে!॥
আশীর্ব্বাদ ক'রো মাগো স্বর্গপুর হ'তে।
সকলি একত্রে থেকে কাটাই সুখেতে॥
মাতৃ-কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া জগতে।
পুত্র নাম সার্থকতা হয় যেন তাতে॥

হরিপুর } ভাগ্যহীন পুত্র
জগৎ ও গিরীশ।

শূদ্রত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব।

কিছুদিন পূর্ব্বে এই "প্রতিভায়" আমরা "শূদ্রত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব" শীর্ষক একটী পদ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। আর্য্যজাতির বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে শূদ্রবর্ণকে কত ক্ষুদ্র, কতহীনরূপে, বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার দিগ্‌দর্শন করাইয়া বঙ্গদেশীয় কায়স্থজাতিকে স্ববর্ণোচিত ধর্ম্ম গ্রহণে প্রণোদিত করা যে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। জানিনা, কোন্ অপরাধের কারণে ব্রাহ্মণজাতির বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত কোন কোন ব্যক্তি লেখকের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং কোন সংবাদপত্রে গালাগালি দ্বারাও অধম লেখককে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। আমরা গালাগালির ভয়ে কর্ত্তব্যচ্যুত হইব,—এমন

আশা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। দয়াময় রাজরাজেশ্বরের রাজ্যে এখন আর কেহ কাহারও প্রতি প্রকৃত নির্য্যাতন করিতে পারিবেন না ;—আর গালাগালিতে যদি আমাদের কোন ক্ষতি হইত, তাহা হইলে সর্ব্বত্র বাঙ্গালীজাতিটা কোনকালে বসুন্ধরার বক্ষ হইতে বিলীন হইয়া যাইত। আমরা নিশ্চিত জানি যে "সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্,—সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।" আমরা শাস্ত্রমুখে শিখিয়াছি যে "যোঽনৃতমভিবদতি, সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি।" সুতরাং পুনশ্চ আমরা শূদ্রের ক্ষুদ্রতার সম্বন্ধে দুই চারিটী সত্য কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। (ক)

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে এই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দশবিধ সংস্কারের প্রচলন আছে এবং ব্রাহ্মণেতর উচ্চজাতির হিন্দুদিগের মধ্যেও (কায়স্থ, বৈদ্য ও নবশাখ প্রভৃতি) উপনয়ন ভিন্ন নয় প্রকার সংস্কার চলিতেছে। গর্ভাধান, পুংসবন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, উপনয়ন এবং বিবাহ এই দশবিধ সংস্কারই বঙ্গদেশে মোটামুটি ভাবে প্রচলিত আছে এবং সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার স্ত্রী-আচার রূপে বর্ত্তমান আছে আর বেদারম্ভ, সমাবর্ত্তন এই দুই সংস্কার উপনয়নের অন্তর্ভূত হইয়াছে আর গৃহাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম সংস্কার লোপ পাইয়াছে। বৈদিক সময়ে এই ষোড়শ প্রকার সংস্কারই বর্ত্তমান ছিল এবং বৈদিক গৃহসূত্র গ্রন্থাবলীতে প্রত্যেক সংস্কারের অবশ্য কর্ত্তব্য বিধিব্যবস্থাগুলি যথাসম্ভব বিস্তৃতরূপেই লিপিবদ্ধ আছে। বঙ্গদেশে বেদানুশীলন এবং স্বাধ্যায় প্রবর্ত্তনের অভাবে বেদারম্ভ সংস্কার,—এবং আশ্রমধর্ম্মের তিরোভাবে অন্যান্য সংস্কারগুলি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়াছে। যাহাই হউক,—এই দশবিধ অথবা ষোড়শবিধ সংস্কারে অধিকার কাহার? শাস্ত্র স্পষ্টস্বরে আজ্ঞা দিয়াছেন যে কেবলমাত্র দ্বিজাতির পক্ষেই সর্ব্বপ্রকার সংস্কার উপদিষ্ট হইয়াছে এবং শূদ্রের পক্ষে একমাত্র বিবাহ ভিন্ন আর কোন সংস্কারই বিহিত বলিয়া কথিত হয় নাই। বঙ্গদেশের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ যে সকল জাতিকে স্পষ্টাক্ষরে শূদ্র বলিয়া ঘোষণা করতঃ সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগকে ও শূদ্রযাজী ও শূদ্রসংশ্রবী পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন,—তাঁহারা কৃপাপরবশ হইয়া যজমানদিগের একমাত্র উপনয়নসংস্কার ভিন্ন আর নয়টী সংস্কারই সমাধা করাইয়া থাকেন। তাঁহাদের এ প্রকার বিসদৃশ, বিরোধী এবং অসমঞ্জস ব্যবহারের কারণ কি? কর্ম্মকাণ্ডে দক্ষ কোন উদারচিত্ত ব্রাহ্মণ আমাদিগের এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিবেন কি? শাস্ত্র কখনই কুটিলনীতি অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন নাই,—শাস্ত্র কখনই স্ববিরোধ উৎপন্ন করেন নাই। বেদান্তশাস্ত্র স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"তেষামসৌ

(ক) পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সত্যবন্ধু দাস মহাশয়ের এই সাময়িক প্রবন্ধটী আমরা সাদরে গ্রহণ করিলাম। যে সকল কায়স্থসন্তান আজিও শূদ্রাচারী হইয়া রহিয়াছেন, এই প্রবন্ধে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। বঙ্গীয় কায়স্থের পক্ষে শূদ্রাচার যে কতদূর জাতীয়তা, আত্মসম্মান, সামাজিক গৌরব ও উন্নতির পরিপন্থী তাহা আমরা কীর্ত্তন করিতে অসমর্থ। সমগ্র ভারতীয় কায়স্থকে একটা অখণ্ড জাতিতে পরিণত করিতে হইলে ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ যে একমাত্র উপায় তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। সম্পাদক।

বিরজো ব্রহ্মলোকো, ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়াচেতি।” তাই আমরাও বঙ্গের ব্রাহ্মণগণের শ্রীচরণে প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা জিহ্ম অনৃত এবং মায়া পরিত্যাগ করুন।

শূদ্রের যে সংস্কারে অধিকার নাই,—তৎ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমনুমহারাজ বলিতেছেন,—

“ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কার মর্হতি।
নাস্যাধিকারো ধর্ম্মেঽস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনম্॥
১২৬॥ দশম অধ্যায়ে।

সুবিজ্ঞ এবং দেশাচারপরায়ণ টীকাকার কুল্লুক ভট্ট—“ন চ সংস্কারং অর্হতি” বাক্যের অর্থ করিয়াছেন—“ন চাপ্যুপনয়নাদি সংস্কারং অর্হতি” এবং ভাটপাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিত—দেশাচারের অনন্যসাধারণ পরিরক্ষক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বঙ্গানুবাদে লিখিয়াছেন—“উপনয়নাদি সংস্কার নাই।” তিনি যে কুল্লুকের টীকার বাক্যটির কেবল বিভক্তিগুলি তুলিয়া ‘ন অর্হতি’ স্থলে “নাই” বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তাহা পাঠক দেখিতে পাইতেছেন। এইরূপ শাস্ত্রানুবাদ দ্বারা জ্ঞানের বিস্তার ঘটে বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন,—তাঁহারা কি বলিতে পারেন যে টীকাকার এবং অনুবাদক মহাশয়দ্বয়ের “উপনয়নাদি সংস্কার” পদের “আদি” শব্দের অর্থটা কি? আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি বঙ্গদেশে উপনয়নের পরেই বিবাহ সংস্কার বিহিত ও প্রচলিত, তবে কি বুঝিব যে শূদ্রদিগের উপনয়ন ও বিবাহ এই দুই সংস্কারে অধিকার নাই?—তাহা ত হইতেই পারেনা; কারণ বিবাহ সংস্কার ত আর্য্য অনার্য্য, হিন্দু অহিন্দু, ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল বর্ণের এবং সকল জাতির লোকের মধ্যেই প্রচলিত রহিয়াছে। তবে কি বুঝিব?—মূলে পাঠ রহিয়াছে “শূদ্র সংস্কারের যোগ্য নহে” কাজেই আমরা বুঝিব যে বিবাহ ভিন্ন আর কোন সংস্কারই তাহার হইতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববেদোময় স্বায়ম্ভুব মনু নিজেই শূদ্রদিগের বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া তিনি উহাদের বিবাহ সংস্কারের বৈধতা স্বীকার করিয়াছেন,—উহাদের আর কোনও প্রকার সংস্কারে অধিকার থাকিলে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেন,—তিনি রাজরাজেশ্বর,—ক্ষত্রস্য ক্ষত্রঃ;—সত্যের অবতার। তাঁহাতে জিহ্ম, মায়া অথবা অনৃতের স্থান নাই।*

কেহ কেহ দ্বিজাতিদের স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে শূদ্রদিগের তুলনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা অনেক সময় “স্ত্রীশূদ্রৌ” এই বিচিত্র সমস্ত পদ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা এইরূপ তুলনা দিয়া থাকেন,—তাঁহারা বলেন স্ত্রীলোকেরও শূদ্রের ন্যায় বেদে অধিকার নাই, তাহাদের উপনয়ন নাই,—এক গার্হস্থ্য ভিন্ন দ্বিতীয় আশ্রম নাই—ইত্যাদি। শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে পুরাকালে আর্য্য সভ্যতার উন্নতির সময়ে শিক্ষা ও সামাজিক সম্মানে স্ত্রী পুরুষের তুল্যাধিকার ছিল। আধুনিক য়ুরোপীয় মহিলাদিগের স্বাধীনতা দেখিয়া যাঁহারা বিস্মিত হন,—তাঁহারা যদি বৈদিক যুগের আর্য্য মহিলাদিগের অবস্থার সহিত উনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডীয় ললনাকুলের অবস্থার তুলনা করিয়া দেখেন,—তাঁহারা দেখিবেন যে

* তবে শূদ্রবর্ণের শিশুদিগের নাম রাখার ব্যবস্থা আছে। কুকুর বিড়ালেরও একটা করিয়া নাম থাকে কিন্তু তাহা “সংস্কার” নামের যোগ্য নহে।

ইংরেজ মহিলাদিগের সামাজিক অবস্থা এরূপ হীন এবং তুচ্ছ যে ভারতীয় বৈদিক যুগের নারী কুলের গৌরবোজ্জল অবস্থার সহিত তুলনা করাই যাইতে পারে না। হায়রে অদৃষ্ট! আজ ব্রাহ্মণের গর্ভধারিণী প্রণব উচ্চারণে বঞ্চিত এবং তাঁহার স্পর্শ এরূপ মারাত্মক যে শালগ্রাম শিলাকেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; অথচ এই ভারতেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কুলমহিলাগণ বৈদিক মন্ত্র দর্শন করিয়া গিয়াছেন,—নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন, বড় বড় রাজসভায় বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীকে ব্রহ্মবিদ্যা বিচারে পরাস্ত করিয়াছেন! সেদিনকার কথা,—মহাকবি বাণভট্ট খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেও, স্বরচিত কাব্য কাদম্বরীতে মহাশ্বেতার গলদেশে সর্প নির্ম্মোক সদৃশ শুভ্র যজ্ঞোপবিতের বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রস্তাব আমাদের অন্তকার বিষয় নহে সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিয়া প্রতিভার স্থান পরিপূরণ করিতে সংকোচ বোধ হইতেছে, এবং পত্রান্তরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে সুতরাং এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইতেছি। হায়! আমাদের মা, আমাদের ভগিনী, আমাদের কন্যাদিগের বর্ত্তমান হীনাবস্থা দর্শন করিয়া এবং ধর্ম্মধ্বজী, সংকীর্ণচেতা, দেশাচারের দাস, কপটাচারী পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদিগের আচরণ লক্ষ্য করিয়া কে নীরব থাকিতে পারে? ইংলণ্ডে সুগৃহীতনামা মিল তদ্দেশীয় নারীকুলের অধিকার এবং স্বত্বরক্ষার্থ যে পুণ্যকার্য্য করিয়া গিয়াছেন—এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে কি তেমন একজন মনীষি জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদের মাতৃজাতির মহিমা স্থাপন করিবেন না? 'ভগবানের ইচ্ছা' বলিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইয়া থাকি! আমরা কাপুরুষ! ধিক্ আমাদিগকে! (খ)

এই অবান্তর প্রসঙ্গে কোন কোন পাঠক হয়ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের শ্রীচরণে করপুটে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। (গ) দেশের ও নারীজাতির দুরবস্থার বিষয় স্মরণ করিলে প্রকৃত পক্ষেই আমাদের মনে 'বিবেচনা' তিরোহিত হইয়া যায়। যাহা হউক, আমাদের বিষয় এই যে দ্বিজাতির নারীদিগের মধ্যে উপনয়ন ভিন্ন আর সকল সংস্কারই আধুনিক সময়ের শাস্ত্রানুমোদিত। এ সম্বন্ধে আমাদের সর্ব্বপ্রধান উপজীব্য মনুসংহিতায় দেখিতে পাই,—

"অমন্ত্রিকা তু কার্য্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ।
সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমম্ ॥৬৬॥
বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌবাসো গৃহার্থোঽগ্নি পরিক্রিয়া ॥
৬৭ ॥ দ্বিতীয় অধ্যায়ে॥"

শ্রীযুক্ত তর্করত্ন মহাশয় অনুবাদ করিয়াছেন "স্ত্রীলোকের দেহ শুদ্ধির জন্য উপনয়ন ব্যতীত অপর সমুদায় সস্কারই যথাকালে এবং যথাক্রম বিধেয়। পরন্তু অমন্ত্রক করা কর্ত্তব্য। ৬৬॥ বিবাহ সংস্কারই স্ত্রীলোকের বৈদিক উপনয়ন সংস্কার। ইহাতে স্বামীর সেবাই গুরুকুলে বাস এবং গৃহকর্ম্মই সায়ং প্রাতর্হোমরূপ অগ্নিপরিচর্য্যা জানিবে।৬৭॥" এই

(খ) যাঁহারা "ভগবানের ইচ্ছা" বলিয়া পুরুষকারের মস্তকে পদাঘাত করেন, তাঁহাদিগকে গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের ১৪। ১৫ শ্লোকদ্বয় মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সম্পাদক।

(গ) ইহা আবান্তর নহে, অতীব প্রাসঙ্গিক। সঃ।

অনুবাদ কুল্লূকের টীকার অনুগত, সুতরাং টীকা উদ্ধৃত করিলাম না। এক্ষণে দেখিতে পাওয়া গেল যে একমাত্র উপনয়ন ভিন্ন আর সমস্ত সংস্কারগুলিই স্ত্রীজাতির দেহ শুদ্ধির নিমিত্ত আবশ্যক এবং উপনয়ন সংস্কারের অনুকল্পস্বরূপ উঁহাদিগের বিবাহ সংস্কার করা হইয়া থাকে। মন্ত্রসংযুক্ত না হউক (অর্থাৎ অমন্ত্রকই হউক) স্ত্রীজাতির সর্ব্ববিধ সংস্কার হইয়া থাকে অথচ শূদ্রের কোন সংস্কারেই অধিকার নাই। *

আমরা দেখিলাম যে স্ত্রীজাতির দেহ শুদ্ধির জন্য সংস্কারের আবশ্যকতা শাস্ত্রকার স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিজাতির পুরুষদিগেরই বা সংস্কারের আবশ্যকতা কি? সেই এক কথা অর্থাৎ শরীর সংস্কার। রাজরাজেশ্বর মনু মহারাজ আজ্ঞা করিতেছেন,—

"বৈদিকৈ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদি দ্বিজন্মনাম্।
কার্য্যঃ শরীর সংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ॥২৬
গার্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্ম্ম চৌড় মৌঞ্জী নিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভিকং চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে॥
২৭॥ দ্বিতীয় অধ্যায়।"

শ্রীযুক্ত তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ,—"বৈদিক পুণ্যকার্য্য দ্বারা দ্বিজাতিগণের গর্ভাধানাদি শরীর সংস্কার করা কর্ত্তব্য। এই সকল বৈদিক সংস্কার ইহকালেও পরকালে পবিত্রতা বিধায়ক। ২৬। গর্ভকালীন (?) গর্ভাধানাদি সংস্কার, জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ ও উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা দ্বিজাতিগণের বীজ ও গর্ভ জন্য (?) পাপ সমূহ ক্ষয় হইয়া থাকে। ২৭॥" এই অনুবাদে পণ্ডিতবর তর্করত্ন মহাশয় কুল্লূকের টীকার ঠিক অনুবর্ত্তন করেন নাই। টীকাকার বলিতেছেন "বেদমূলত্বা-দ্বৈদিকৈঃ পুণ্যৈঃ শুভৈর্ম্মন্ত্রযোগাদিকর্ম্মভিঃ দ্বিজাতীনাং গর্ভাধানাদি শরীরসংস্কারঃ কর্ত্তব্যঃ। পাবনঃ পাপক্ষয় হেতুঃ প্রেত্য পর-লোকে সংস্কৃতস্য যাগাদি ফলসম্বন্ধাৎ ইহলোকে চ বেদাধ্যয়নাদ্যধিকারাৎ॥ ২৬॥ কুতঃ পাপ-সম্ভবো যেনৈবাং পাপক্ষয় হেতুত্বমত আহ গার্ভৈ রিতি। যে গর্ভ শুদ্ধয়ে ক্রিয়ন্তে তে গার্ভাঃ। হোমগ্রহণমুপলক্ষণং গর্ভাধানাদের হোমরূপত্বাৎ (?) জাতস্য যৎকর্ম্ম মন্ত্রবৎসর্পিঃ প্রাশনাদিরূপং তজ্জাতকর্ম্ম, চৌড়ং চূড়াকরণকর্ম্ম, মৌঞ্জীনিবন্ধনং উপনয়নং তৈর্বৈজিকং প্রতি-ষিদ্ধ মৈথুন সংকল্পাদিনা চ পৈতৃকরেতোদোষাৎ যদ্ যৎ পাপং গার্ভিকং চ অশুচি মাতৃগর্ভ বাসজং তৎ দ্বিজাতীনাম্ অপমৃজ্যতে।" তর্করত্ন মহাশয় কি কি অংশ ত্যাগ করিয়া-ছেন, তাহা সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক দেখিবেন। অসংস্কৃতজ্ঞ পাঠক মহাশয়দিগকে এইমাত্র বলিলেই প্রচুর হইবে যে ২৭শ শ্লোকে 'গর্ভাধানাদি' এবং "উপনয়নাদি" এই উভয় বাক্যাংশের "আদি" শব্দ পণ্ডিত মহাশয় অনর্থক ব্যবহার করিয়াছেন। ফলতঃ শাস্ত্র বলিতেছেন যে গর্ভাধান, জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ এবং উপনয়ন এই চারিটী সংস্কার দ্বারা মাণ-বকের পিতৃ-মাতৃ সম্বন্ধী পাপ সমূহের ক্ষালন হইয়া থাকে। পাঠক কিন্তু লক্ষ্য রাখিবেন

* যে সকল পণ্ডিত কেবল মাত্র বেদের আদেশ শিরোধার্য্য করেন, তাঁহারা এই শ্লোক দুইটাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, সর্ব্বপ্রকার সংস্কার স্ত্রী পুরুষ উভয়ের প্রতিই বিহিত, আইনাদি শাস্ত্রে পুংলিঙ্গ স্থলে স্ত্রীলিঙ্গও বুঝাইয়া থাকে। সকল সংস্কারই বৈদিক কিন্তু ৬৭ শ্লোকে কেবল উপনয়নকেই বৈদিক বলা হইয়াছে। তাঁহাদের মনে এই শ্লোক দুইটা অর্ব্বাচীন যুগের সামাজিক অবস্থার অনুকূলে রচিত। লেখক।

যে এই সকল সংস্কার দ্বিজদিগের শরীর শুদ্ধির জন্য, তাহাদিগের ইহ পরলোকে পবিত্রতার জন্য এবং পৈতৃক বীজদোষ ও মাতৃগর্ভজ-দোষ এই উভয় দোষজনিত পাপস্খালন জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধম শূদ্রের ইহাতে আদৌ অধিকার নাই। তাহার পক্ষে একমাত্র ধর্ম্ম দাসত্ব।

"একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃকর্ম্ম সমাদিশৎ।" মনু। ১ম অধ্যায় ৯১॥ শূদ্রের ইহলৌকিক এবং পরলৌকিক মঙ্গলের একমাত্র উপায় ব্রাহ্মণের দাসত্ব। শাস্ত্রের স্পষ্ট আজ্ঞা—

"স্বর্গার্থ মুভয়ার্থং বা বিপ্রানারাধয়েত্ত সঃ।
জাতব্রাহ্মণ শব্দস্য সা হ্যস্য কৃত কৃত্যতা॥১২২॥
বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্য বিশিষ্টং কর্ম্মকীর্ত্ত্যতে।
যদতোঽন্যদ্ধি কুরুতে তদ্ভবত্যস্য নিস্ফলম্॥
১২৩॥ দশম অধ্যায়। মনু॥"

উদারহৃদয়, শূদ্রের প্রতি বিশেষ কৃপাবান্, শূদ্র বলিয়া পরিচয় প্রদানকারী বসুজ মহাশয়ের বৃত্তিভোগী পণ্ডিত মহাশয় এই শ্লোকানুবাদ মুখে বলিয়াছেন,—স্বর্গলাভার্থ, অথবা স্বর্গও নিজ জীবিকা—এতদুভয়লাভার্থ, ব্রাহ্মণ, শূদ্রের আরাধ্য। "ব্রাহ্মণ সেবক" এই শব্দ বিশেষণ মাত্রেই শূদ্র কৃতার্থতা লাভ করে। ১২২। বিপ্রসেবাই শূদ্রের পক্ষে বিশিষ্টকার্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয় এবং এতদ্ভিন্ন সে যাহা কিছু করে তৎসমস্তই তাহারপক্ষে নিষ্ফল।" ১২৩। হিন্দুর শাস্ত্র যে বর্ণের এই প্রকার ধর্ম্ম স্থির করিয়া দিয়াছেন, সে যে নিতান্ত হীন, নিতান্ত ক্ষুদ্র তাহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ আছে কি?

শাস্ত্রবাক্য যাহা দেখা গেল, তাহাতে আমরা বুঝিলাম যে দ্বিজাতিদিগের শরীর সংস্কারার্থ কতকগুলি বৈদিক সংস্কারের প্রয়োজন, শূদ্র বর্ণের লোকদিগের সেই সকল সংস্কারে অধিকার নাই। ইহার কারণ কি? শূদ্রও ত আর্য্যবর্ণাশ্রমধর্ম্মের অন্তর্গত,—তবে তাহারপক্ষে সংস্কার ও আশ্রম নিষিদ্ধ কেন? বিবাহ এবং গার্হস্থ্য এই দুই ব্যাপার সংস্কারই বলুন আর আশ্রমই বলুন,—মানবমাত্রেরই সামাজিক বন্ধন। হিন্দু ও ম্লেচ্ছ সভ্য ও অসভ্য সকল সম্প্রদায়েরই লোকে বিবাহ করে এবং নরনারী মিলিত হইয়া গৃহধর্ম্ম পালন করে। শুধু মানুষ কেন,—পশু পক্ষ্যাদি তির্য্যক্ শ্রেণীর জীবেরাও এই বিবাহ ও গার্হস্থ্য বন্ধনে বদ্ধ। কাজেই নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্মৃতিশাস্ত্র শূদ্রকে একেবারে পরিত্যাগই করিয়াছেন। সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকের পক্ষে ভারবাহী পশুর ন্যায় দাস ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু, এবং কেবল শূদ্র দাসভাবে,—আর্য্য ত্রিবর্ণের সমাজে অতি নিম্ন, অতি হেয়স্থান লাভ করিয়াছে। তাই মনু বলিয়াছেন,—

ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কার মর্হতি।
নাস্যাধিকারো ধর্ম্মেঽস্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনম্॥

গরু-বাছুর, কুকুর, শিয়াল, গাধা, ঘোড়ার আচার ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য কি? এই প্রকার ভারবাহী আজ্ঞাবহ পশুতে এবং শূদ্র দাসে কোনই প্রভেদ নাই।

অনেক শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতমহাশয় ভ্রুকুটী কুটিলমুখ এবং কুঞ্চিতনাসা লইয়া হয় ত বলিবেন যে আমরা শাস্ত্রে অনধিকারী, সাহেবদিগের তরজমা পড়িয়া আমাদের বিদ্যা ত হয়ই নাই, পরন্তু বুদ্ধিও বিগড়াইয়া গিয়াছে,—নচেৎ শাস্ত্র কি কখনও শূদ্রের প্রতি এরূপ

কঠোর হইতে পারেন?—আমাদের নিবেদন এই যে, শাস্ত্র কঠোর নহেন,—পণ্ডিত মহাশয়েরাই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। গরু গাধাকে গরু গাধার মত ব্যবহার করাকে কঠোর ব্যবহার বলে না; তবে যাহারা মানবকে গরু গাধা বলিতে চায়, তাহারাই অপরাধী। শাস্ত্রে যে শূদ্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা আধুনিক কোল, ভীল, নাগা, কুকি, আরব প্রভৃতি অরণ্যনিবাসী বর্ব্বরদিগের অপেক্ষাও অধিকতর বর্ব্বর ছিল, সুসভ্য আর্য্যজাতির দাসত্ব করাই তাহাদের সভ্যতা শিক্ষা করার একমাত্র পথ ছিল এবং এখনও সেই পথে বর্ব্বর ও অসভ্য লোকে ক্রমশঃ সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে। সেই সময়ের, অসভ্য, অশিক্ষিত, মদ্যমাংসপ্রিয়, ব্যভিচারনিরত অসভ্যজাতির জন্য শাস্ত্রে যে বিধান দিয়াছেন,—সেই বিধান আধুনিক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা ভ্রম, অজ্ঞানতা, অহঙ্কার অথবা অবজ্ঞারবশে নিজ নিজ জ্ঞাতি এবং দায়াদদিগের প্রতি প্রয়োগ করিতে গিয়া পদে ২ পরাজিত হইয়াছেন এবং হইতেছেন। মহাপুরুষ বিবেকানন্দ স্বামীজীকে যিনি শূদ্র বলিতে পারেন, ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৺রাজনারায়ণ বসু, ৺হরিনাথ দেব, ৺রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রমুখ মনীষিবৃন্দকে যাহারা শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহাদিগের প্রতি স্মৃতিকথিত শূদ্রধর্ম্ম পালনের উপদেশ দিতে পারেন, তাঁহারা মানবকে ঘোড়া বা গাধা বলিতেও পারেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সকল পণ্ডিত শাস্ত্রী গোলাপচন্দ্র সরকারের অথবা ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের স্মৃতিশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বেদান্তরত্ন হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ব্রহ্মবিদ্যায় অগাধ অধিকার, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর নানাশাস্ত্রে এবং ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞানে অত্যাশ্চর্য্য অধিকার দেখিয়া ঈর্ষ্যায় অস্থির হইয়া পড়েন। যদি পূর্ব্বকালে এইরূপ অনুদার চরিত্র ব্রাহ্মণগণের হস্তে বিদ্যারক্ষা এবং প্রচারের ভার থাকিত, তাহা হইলে আমরা কখনই জানিতে পারিতাম না যে ভারতের ব্রহ্মবিদ্যা, ক্ষত্রিয়গণেরই সাধনার ধন,—এবং ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের শিষ্য মাত্র। তখনকার ব্রাহ্মণ প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন সুতরাং উদার, সরল, সত্যবাদী এবং নির্ভীক ছিলেন। সেই জন্যই সুগৃহীতনামা পুণ্যশ্লোক হারিদ্রুমত গৌতম ঋষি অজ্ঞাতকুলশীল, জন্মদাতার নাম পর্য্যন্ত বলিতে অক্ষম, অবিবাহিতা এক পরিচারিকার পুত্রকে কেবল মাত্র সত্যবাদিতার জন্য উপনয়ন দিয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে স্থান দিয়াছিলেন এবং উত্তরকালে সেই বালক এক শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্য হইয়াছিলেন দেখিতে পাই। তখন গুণের আদর ছিল, ফাঁকী বড়াই ছিল না।

ভাল একটী প্রশ্ন আসিয়া পড়িতেছে,—সংস্কার দ্বারা দ্বিজাতির শরীরের বিশুদ্ধি সম্পাদিত হয়, স্মৃতি বলিয়াছেন; কিন্তু শূদ্রের শরীর কি স্বয়ং শুদ্ধ যে উহার বিশুদ্ধিতার আর কোন আবশ্যকতা নাই? এই প্রশ্নের উত্তর প্রথমেই একরূপ দেওয়া হইয়াছে,—অর্থাৎ আর্যধর্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্র শূদ্রের শরীরকে এরূপ অশুদ্ধ মনে করিয়াছে যে উহার আর এজন্মে বিশুদ্ধিসম্পাদিত হইবার নহে। অথবা "স্মৃতিশাস্ত্র" এই বাক্য ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিয়াছে। শ্রুতিতে শূদ্র

সম্বন্ধে এরূপ নিষেধ আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি—এবং বৈদিক যুগে—এমন কি মহাভারতের সময় পর্য্যন্ত জাতিভেদের এরূপ কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খল গঠিত হয় নাই। আর্য্য-স্বাধীনতা লোপের সঙ্গে সঙ্গে, ভারতের অধঃ-পতিতযুগে, জাতিভেদের কঠিন নিগড় ভারত-বাসীর চরণে পরান হইয়াছে এবং আধুনিক প্রচলিত ছন্দোবদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থের অনেকগুলিই রচিত হইয়াছে। সে যাহাই হউক,—"শূদ্র" যে সামাজিক অতি হীনাবস্থায় অবস্থিত, সে যে নিতান্তই ঘৃণিত এবং অবজ্ঞাত, তাহার আভাস বৈদিক গ্রন্থেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যজাতীয় লোকের শরীর বিশুদ্ধ এবং কুকুর, শূকর ও চণ্ডালের শরীর অমেধ্য। এই ভাবের কথা ছান্দোগ্য উপনিষদেও পাওয়া যায়। শ্রুতি বলিতেছেন, "তদ্ য ইহ রমণীয় চরণা অভ্যাসো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা। অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাসো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডাল যোনিং বা।" এখানে "চাণ্ডাল" শব্দ উপলক্ষণ মাত্র উহা দ্বিজাতি ভিন্ন মনুষ্যযোনি মাত্রকে বুঝাইতেছে এবং উহার সহিত শ্বযোনি এবং শূকরযোনি সমভাবাপন্ন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

এতাবতা আমরা যাহা দেখিলাম, তাহাতে শূদ্রকে ক্ষুদ্র ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণেতর উচ্চশ্রেণীর হিন্দু জাতিগুলি কি এই শাস্ত্র বর্ণিত শূদ্রবর্ণান্তর্গত, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণঠাকুরেরা উহাদিগের দ্বারা নয়টি সংস্কার কেমন করিয়া করাইয়া থাকেন এবং কেমন করিয়াই বা এইরূপ নীচ, শূকর এবং কুকুর সদৃশ জাতির প্রদত্ত অন্ন পান এবং বৃত্তি গ্রহণ করিয়া থাকেন? ব্রাহ্মণগণও কি তাহা হইলে এই সুদীর্ঘকাল নীচসংস্রবে থাকিয়া নীচত্ব প্রাপ্ত হন নাই!

আমাদের কিন্তু মনে হয় যে এই উচ্চ-জাতিগুলির মধ্যে একটীও শূদ্রবর্ণান্তর্গত নহে পরন্তু উহারা দ্বিজাতিরই অন্তর্গত। উহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং সংকরজ বর্ণ বিদ্যমান্ আছেন। সকলের কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই। কায়স্থ মহাশয়দিগকেই আমাদের আবশ্যক;—আমাদের অনুরোধ তাঁহারা এই বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করুন এবং স্ববর্ণোচিত, স্বধর্ম্মোচিত আচার গ্রহণ করতঃ "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা" করুন।

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

১। আত্ম-কাহিনী। কেহ কেহ মনে করেন প্রতিভা বিলম্বে বাহির হইতেছে। প্রতিমাসেই ৪।৫ দিন বিলম্ব যে না হইতেছে এমত নহে, তজ্জন্য সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাগণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন। ১৩২০ সনের জ্যৈষ্ঠ হইতে এই বিলম্ব যাহাতে না হয় তাহার চেষ্টা করা যাইতেছে। মাসিক পত্রিকামহলে যে মাসের পত্রিকা সেই মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রচারিত হয়। প্রকৃতপক্ষে উহা পূর্ব্বমাসের পত্রিকা। প্রতিভায় কেবল প্রবন্ধ থাকে না কায়স্থসমাজের ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংবাদ সংকলিত হয়, যথা চৈত্রমাসের প্রতিভায় উক্ত মাসের মধ্যে যে সকল ঘটনা হয় তাহা সন্নিবিষ্ট করা আবশ্যক। তাই আমাদের নিয়ম প্রতিমাসের সংক্রান্তির মধ্যে সেই মাসের প্রতিভা প্রকাশিত হইবে। এই প্রকার হিসাব করিলে আমাদের ৫।৬ দিবসের অধিক বিলম্ব ভবিষ্যতে আর না হয় তাহার চেষ্টা করা যাইতেছে।

২। কায়স্থপনয়ন। গত ৫ই চৈত্র মঙ্গলবার কোচবিহার রাজধানীতে নিজ বাসাবাড়িতে সুপ্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ উকীল এবং ইউনিয়ন প্রেসের স্বত্বাধিকারী কায়স্থপ্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণসুন্দর সেন বয়স ৬৫।৬৬ বৎসর নিজে ও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ অনাথবন্ধু সেন ও চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার সেন একযোগে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। স্থানীয় বাঙ্গালী পুরোহিত না পাওয়ায় কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বারা সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইয়াছে। তাঁহার পুরোহিত একেবারে শেষসময়ে কার্য্য করিতে প্রত্যাখ্যান করায় তাঁহাকে বিশেষ ভাবনায় পড়িতে হইয়াছিল। অবশেষে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষের কৃপায় সমুদায় বিঘ্ন বিপত্তি দূর হইয়াছে। সেন মহাশয়ের অপর দুই পুত্র জলপাইগুড়ীতে ওকালতী করেন। বিশেষ কার্য্যানুরোধে ৫ই তারিখ উপনীত হইতে পারেন নাই কিন্তু আগামী বৎসরের মধ্যে প্রথম শুভদিনেই তাঁহারাও উপনয়ন গ্রহণ করিবেন। বৃদ্ধবয়সে শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় যেরূপ অটল ধর্ম্মবিশ্বাস ও উৎসাহ দেখাইয়াছেন, তাহা অনেকেরই অনুকরণীয়। কোচবিহাররাজ্যে ইহাই প্রথম কায়স্থোপনয়ন।

৩। যাঁহারা বিগত ১৬ই পৌষ মঙ্গলবার ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সভার অধিবেশন কলিকতা টাউনহলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের বোধ হয় স্মরণ আছে যে পঞ্চম প্রস্তাবে অর্থাৎ বরপণ সংক্ষিপ্ত করিবার প্রস্তাবে দিনাজপুরের সবজজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র মহাশয় বলেন যে তিনি তাঁহার একটী পুত্রকে বিনাপণে বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছেন। এই সম্বন্ধে তিনি বিগত ১৩ই এপ্রেল তারিখের পত্রে দিনাজপুর হইতে আমাদিগকে লিখিতেছেন—"শঙ্কমুদ্রা কেহ দিলেও আমি সভা সমক্ষে যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছি তাহা ভঙ্গ করিব না, তবে দক্ষিণ রাঢ়ীয়

ঘোষ বসু এই ২ ঘরে সুন্দরী শিক্ষিতা কন্যা পাইলে আমার পুত্রের বিবাহ দিতে আপত্তি নাই। আমার পুত্র বর্ত্তমানে এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এই পরীক্ষান্তে আমি সম্বন্ধ স্থির করিতে পারি।" আমাদের যতদূর স্মরণ হয় মিত্র মহোদয় যে কোন কায়স্থের কথা বলিয়াছিলেন। যাহা হউক মন্দের ভাল দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘোষ ও বসু মহোদয়গণ একবার চেষ্টা করিয়া দেখুন তাঁহারা মিত্র মহাশয়ের নিকট পত্রাদি লিখিবেন, আমাদের লিখিলেও আমরা চেষ্টা করিব। এই কঠিন বরপণযুগে মিত্রমহাশয়ের স্বার্থত্যাগ অতীব প্রশংসনীয়।

৪। কায়স্থোপনয়ন। ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেঘরীয়া নিবাসী আমাদের শ্রাদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয় লিখিতেছেন—"আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে তেঘরীয়া গ্রামের চন্দ্র চৌধুরী বংশোদ্ভব দেওয়ান পরিবারের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন রায়ের যত্নে বিগত ১লা চৈত্র শুক্রবার নিম্নলিখিত কায়স্থ মহাত্মাগণ যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন। উপনয়ন যজ্ঞে টোল বাশাইলনিবাসী শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় যজ্ঞেশ্বর, হাঁসাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত যশোদাকুমার বিদ্যালঙ্কার সদস্য, এবং শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছিলেন। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ মধ্যে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, হরলাল মাহিন্তা, উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজমোহন বসু দেববর্ম্মা ও লালমোহন বসু দেববর্ম্মা প্রমুখ অনেক কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র রায় বয়স ৯০ বৎসর—
" অবিনাশচন্দ্র রায়
" কালীপ্রসাদচন্দ্র রায়
" হরমোহন কর
" রেবতীমোহন কর
" অশ্বিনীকুমার কর
" নলিনীমোহন কর
" প্রফুল্লকুমার কর
" প্রাণকুমার কর
" জানকীনাথ দেব
" প্রসন্নকুমার দেব
" রাজেন্দ্রকুমার দেব

৫। আমাদের পরমশ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু কবিবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা মহাশয় রাজবাটী হইতে লিখিয়াছেন -"মহাশয়ের টেলীগ্রাম লক্ষ্মীকোল রাজবাটীতে পৌছিয়াছে এবং রাণী মহোদয়াগণ রাজা সূর্য্যকুমার গুহ বাহাদুরের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া যথাশাস্ত্র ত্রয়োদশ দিবসে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। উপনয়ন বিদ্বেষী বহুলোকের বিরুদ্ধ চেষ্টা সত্ত্বেও রাণীদ্বয় যে রাজাবাহাদুরের অন্তিম অভিপ্রেতানুবর্ত্তিনী হইয়া প্রকৃত সহধর্ম্মিনীর ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন ইহা কম প্রশংসার কথা নহে।

৬। বীরভূম জেলান্তর্গত বানিওর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমকান্ত ঘোষ হাজারা মহাশয় লিখিতেছেন—"বিগত ১৬ই চৈত্র শনিবার অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত মহীন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে একটী উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ মহাত্মাদিগের সভার অধিবেশন হয়। লেখক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রচারক শ্রীযুক্ত

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা মহোদয় একটী সুন্দর উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। "সভায় মীমাংসিত হয় যে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত ও মাননীয় দিনাজপুরাধিপতি মহোদয়ের প্রমুখ উত্তর রাঢ়ীয় নেতৃগণের পদানুসরণ করিয়া কায়স্থগণ যথা সময়ে উপনীত হইবেন।" আমরা এই প্রকার মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। পরমুখাপেক্ষী হইলে কোন সংস্কার কার্য্যে পরিণত হয় না, কর্ত্তব্যজ্ঞানে উক্ত সভার সভ্য মহাশয়গণ অবিলম্বে সদাচার গ্রহণ করিবেন আমরা আশা করি।

৭। আমরা সন্তপ্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি বিগত ৭ই বৈশাখ রবিবার পূর্ণিমার তিথিতে উত্তরায়ণে ফরিদপুরের একটী সুসন্তান পণ্ডিত রাজমোহন মজুমদার মহাশয়ের পুণ্যাত্মা দেবযানে পরলোকে প্রস্থান করিয়াছে। তাঁহার হঠাৎ মৃত্যুতে ফরিদপুরবাসিগণ গভীর শোক সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন। গতবর্ষ শেষ হইতে না হইতেই, ফরিদপুরের ২টী অমূল্য রত্ন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্তরাজ্যে প্রস্থান করিয়াছেন। একজন রাজবাড়ী লক্ষ্মীকোলের রাজা সূর্য্যকুমার রায় বাহাদুর ও অপর ব্যক্তি কবিবর উমেশচন্দ্র বসু মজুমদার। নূতনবর্ষ নবীনবেশে আসিয়াই আমাদের আর একটী রত্ন অপহরণ করিল। পণ্ডিত রাজমোহন মজুমদার মহাশয় মাতৃভুমির সেবায় তদীয় সুদীর্ঘ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অশীতিতম বর্ষেও তিনি যুবার ন্যায় উদ্যম ও কার্য্যশক্তি বিকাশ করিতেন। প্রথম বয়সে তিনি ফরিদপুর হিতৈষী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা-কার্য্য সম্পাদন করিতেন। মনুষ্য সমাজে জ্ঞানই যে বিশুদ্ধ শক্তি ও উন্নতির সোপান তাহা জীবনের প্রথম হইতেই জানিয়া তিনি উদার হস্তে যাবজ্জীবন জ্ঞান বিতরণ করিয়া যে অপূর্ব্ব নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন তাহা সকলের অনুকরণীয়। এখনও অনেক সাধু শিক্ষিত মহাত্মা ফরিদপুরে বর্ত্তমান আছেন, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, যাঁহারা তাঁহার পাদমূলে বসিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছেন। আমাদের জননায়ক শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ মজুমদার মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত স্বদেশী ব্রত উদ্যাপন কার্য্যে রাজমোহন মজুমদার মহাশয় তাঁহার দক্ষিণহস্ত ছিলেন। প্রায় পঞ্চবিংশতি বর্ষ কাল পণ্ডিত মহাশয় ফরিদপুর হিতৈষিণী পত্রিকার সম্পাদকের কার্য্য দক্ষতার সহিত পরিচালিত করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে এমন কোনও রাজনৈতিক কি সামাজিক কার্য্য সঙ্ঘটিত কি আলোচিত হয় নাই যাহাতে রাজমোহন পণ্ডিতের সৌম্যমূর্ত্তি বিরাজিত না দেখিয়াছি। এই প্রকার মূল্যবান্ জীবনের আকস্মিক অবসানে ফরিদপুর বাসিগণ কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন তাহা আমরা কীর্ত্তন করিতে অসক্ত। শ্রীভগবান্ সমীপে আমরা প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাঁহার আত্মার সদ্গতি বিধান ও তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গের হৃদয়ে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

৮। বিগত ২৭শে ফাল্গুন মঙ্গলবার রাত্রিতে আর একটী প্রতিভাসম্পন্ন কায়স্থ মহাপুরুষ ডাক্তার গণেন্দ্রনাথ মিত্র এম, ডি মহোদয় কলিকাতা নগরে আকস্মিক হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। যৌবনের পূর্ণসীমা অতিক্রম না করিতেই মহাকাল তাঁহাকে গ্রাস করিল। তাঁহার

অকাল হঠাৎ মৃত্যুতে কলিকাতাবাসী জনসাধারণ, তাঁহার চিকিৎসাধীন শত শত রোগীগণ, অসংখ্য বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজন শোকসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন। তাঁহার দানশীলতা, রোগীগণের প্রতি তাঁহার অপরিসীম যত্ন ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও পরোপকারিতা চিরকাল মধুর ভাষায় তদীয় কীর্ত্তি পৃথিবীতে ঘোষণা করিবে। তাঁহার বদান্যতা কলিকাতা মহানগরীতে ও অতুলনীয় ছিল। নিজ বাটীতে প্রত্যহ প্রায় ৩০ জন দরিদ্র ছাত্রদিগের আহার জোগাইতেন, ইহা ব্যতীত হীনাবস্থাপন্ন কতিপয় ছাত্রদিগকে বেতনাদি প্রদান করিতেন। আমাদের সহযোগী পাক্ষিক "সম্মিলনী" বিগত ৫ই বৈশাখের সংখ্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনীতে লিখিয়াছেন যে ডাক্তার মিত্র মহোদয় যে প্রকোষ্ঠে বসিয়া রোগীগণকে ঔষধ বিতরণ করিতেন, তাহার প্রাচীরগাত্রে চিত্রফলকে নিম্নলিখিত নীতি বাক্য সকল লিখিত ছিল।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"
"দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।"

"I feel no care of coin,
well-doing is my wealth"

এই প্রকার মহাত্মার ৩৪ বৎসর বয়সে মৃত্যুতে জগতে কি ভীষণ অনর্থ ঘটিল তাহা আমাদের দীনা লেখনী কীর্ত্তনে অসমর্থ।

৭। ক্রমে ক্রমে ফরিদপুরের সুসন্তান গুলি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন। বর্ষশেষ উপক্রমে লক্ষীকোলের রাজা সূর্য্যকুমার গুহ রাহাদুর দেববর্ম্মা, কবিবর উমেশচন্দ্র বসু মজুমদার, এবং নববর্ষারম্ভে পণ্ডিত রাজমোহন মজুমদার মহাশয়ের লোকান্তর গমনের সংবাদ পাঠক মহোদয়গণের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। অদ্য রত্নহারা ফরিদপুর তদীয় আর একটী সুসন্তানের মৃত্যুতে সন্তাপিত হৃদয়ে অশ্রুমোচন করিতেছেন। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর মথুরানাথ ধর দেববর্ম্মা মহোদয় ২।৩ দিনের বহুমূত্র পীড়ার আধিক্যে অদ্য ২৬ শে বৈশাখ শুক্রবার অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে ফরিদপুরবাসিগণ শোকসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন। মাতৃভূমি ও সমাজকে এতাধিক প্রাণের সহিত ভাল বাসিতে অল্প লোককে আমরা দেখিয়াছি। বিদ্যালয়ে তিনি একজন প্রতিভাসম্পন্ন বালকছিলেন ও যথাকালে বৃত্তিলাভ করিয়া উচ্চশিক্ষা জন্য কলেজে অধ্যয়ন করেন। পি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অনেকদিন ওকালতী করেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক সকল প্রকার উন্নতি মূলককার্য্যে তিনি প্রাণপণে যোগদান করিতেন, শেষজীবনে বিধবাবিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে বিধবার বিবাহ বিশেষতঃ বালবিধবাদের বিবাহ যে সমাজমধ্যে একটী বিষম অভাব তাহা তাঁহার হৃদয়ে সুগভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। অভাব ও রোগের যাতনায় শেষজীবনে তাহার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিলে ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তাঁহাকে কখন ও পরিত্যাগ করে নাই। মৃত্যুর কয়েক দিবস আগে ফরিদপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী পুস্তকাগার সংস্থাপন করিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমরা আশা করি ফরিদপুরবাসিগণ তাঁহার এই সাধু চেষ্টা কার্য্যে পরিণত

করিবেন। শ্রীভগবানের নিকট আমরা তাঁহার আত্মার সদ্গতি ও তাঁহার পরিবারবর্গের সান্ত্বনা প্রার্থনা করিতেছি।

১০। ঢাকা জিলার অন্তর্গত খিওর গ্রাম হইতে আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"আপনার সম্পাদিত "আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার" চৈত্র (১৩১৯ বঙ্গাব্দ) সংখ্যার ৪র্থ নং বিবিধ প্রসঙ্গ পড়িয়া মনে হইল যে আপনি বলিতে ইচ্ছা করেন যে উপনয়নের পূর্ব্বে কায়স্থসমাজ অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্বারা দেব-দেবীর ভোগ প্রদান করিতেন না। আপনি লিখিয়াছেন, "যতদিন বঙ্গীয় কায়স্থ দুর্ভাগ্য বশতঃ নীচ শূদ্রাচারী ছিলেন, ততদিন আলো চাউল ও কলার ভোগ সাজিত।" ইহা হইতে প্রতীয়মান হয়, যে উপনয়নের পূর্ব্বে কায়স্থ সমাজের অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোগ দেওয়া "সাজিত" না। কিন্তু আমি অবগত আছি যে চন্দ্রদ্বীপ সমাজের (বিশেষতঃ গাভার) কায়স্থগণ চির-কালই অন্নব্যঞ্জন দ্বারা শারদীয়া পূজার ভোগ দিয়া আসিতেছেন। আপনার উল্লিখিত ঢাকা জিলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণগাঁও নিবাসী পূজনীয় শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র গুহ ঠাকুরতা, মহাশয়ও ঐ বিবরণ বিশেষরূপে অবগত আছেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ২।৩ পুরুষ ইদিলপুরবাসী ছিলেন। আশা করি, আপনি আমার পত্রখানিকে আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকার এক অংশে স্থান প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন ইতি।

আমরা আনন্দের সহিত উক্ত লিপিখানি পত্রস্থ করিলাম। দ্বিজ ব্যতীত দেবদেবীর অর্চ্চনায় অন্নব্যঞ্জনাদি ভোগ দিবার আর কাহারও অধিকার নাই। কারণ ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে—

"শূদ্রান্নং রুধিরং ধ্রুবম্"

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে বঙ্গীয় কায়স্থ ক্ষত্রিয় জাতি। আমরা আশা করি খিওর ও গাভার কায়স্থ মহোদয়গণ শীঘ্র ক্ষত্রি-য়াচার গ্রহণ করিয়া কায়স্থ সমাজের গৌরব বর্দ্ধন করিবেন॥

১১। উপনয়ন বিস্তৃতি।—আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর কবিবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা মহাশয় রাজবাটী হইতে লিখিতেছেন—

"বিগত ২৯ শে বৈশাখ সোমবার রাজ-বাটীর সান্নিধ্য গ্রাম সকলে নিম্ন লিখিত কায়স্থগণ যথা শাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন—

দয়াল নগর।

১। কুঞ্জবিহারী ঘোষ

জয়নারায়ণপুর।

২। নিত্যানন্দ দাস
৩। প্রসন্নকুমার দাস
৪। বিপীনচন্দ্র দাস
৫। শশীভূষণ দাস
৬। শরৎচন্দ্র ঘোষ
৭। জানকীনাথ চন্দ্র
৮। সতীশচন্দ্র চন্দ্র
৯। বাণীকান্ত বিশ্বাস

গঙ্গাপ্রসাদপুর।

১০। ব্রতীকান্ত মিত্র—

অন্যান্য ৮ জন।—সুর্ব্বসমেত ১৮ জন গৃহীতো-পবীত হইয়াছেন।

বিগত ৩১ শে বৈশাখ বুধবারে নিম্ন লিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ যথা শাস্ত্র উপবীতী

হইয়াছেন। উক্ত কেন্দ্রে ও নিম্নলিখিত কেন্দ্রে এই চারিজন ব্রাহ্মণ মহোদয় আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ অধিকারী।
২। „ বিজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
৩। „ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাং গোপীনাথপুর
৪। „ গঙ্গাকালী অধিকারী সাং বিনোদপুর উপনীত কায়স্থগণ নয়ানদিয়া—

১। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সরকার
২। „ রামরতন সরকার
৩। „ পঞ্চানন সরকার
৪। „ গোবিন্দচন্দ্র সিকদার

দুর্গাপুর

৫। „ অক্ষয়কুমার দাস
৬। „ রাজকুমার দাস
৭। „ পূর্ণচন্দ্র সরকার
৮। „ হরচন্দ্র বিশ্বাস

মহাদেবপুর

৯। „ মথুরানাথ দাস
১০। „ কেদারনাথ দাস
১১। „ কুঞ্জবিহারী বসু
১২। „ ত্রৈলোক্যনাথ ভৌমিক
১৩। „ লালনচন্দ্র ভৌমিক
১৪। „ মহেশচন্দ্র সিংহ

নাওডুবি

১৫। „ আদ্যনাথ বিশ্বাস
১৬। „ কেদারনাথ বিশ্বাস
১৭। „ মহেশচন্দ্র ঘোষ
১৮। „ মতীলাল ঘোষ

দয়ালনগর

১৯। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সিকদার
২০। „ রামচন্দ্র সিকদার
২১। „ ভুবনমোহন সরকার

জয় নারায়ণপুর

২২। „ শ্যামাচরণ বিশ্বাস
২৩। „ ত্রৈলোক্যনাথ সিকদার
২৪। „ পূর্ণচন্দ্র দাস
২৫। „ বঙ্কবিহারী দত্ত সাং বরাট

১২। আমাদের পরম শ্রদ্ধাপদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রেবতীমোহণ গুহ এম, এ, বি, এল মহাশয় ময়মনসিংহ হইতে লিখিতেছেন—"বিগত ২৮শে বৈশাখ ১৩২০ বঙ্গাব্দ ময়মনসিংহ নগরে শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সোম উকীল মহাশয়ের বাসার উপনয়নকেন্দ্রে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থ-মহাত্মাগণ যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন।

১। শ্রীযুত সূর্য্যকুমার সোম বি-এল
২। „ ধীরেন্দ্রচন্দ্র বসু
৩। „ দীনেশচন্দ্র বসু
৪। „ দেবেন্দ্রনাথ সোম
৫। „ সুধাংশুকুমার মজুমদার
৬। „ ভূপেন্দ্রকুমার পাল
৭। „ যতীন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক
৮। „ শিশিরকুমার রায়
৯। „ পরেশনাথ রায় সর্ব্ব সাকিন বিক্রমপুর।

সম্পাদক।

Reg. No. C. 653

ওঁ. শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচনী।

[ষষ্ঠ বর্ষ—দ্বিতীয় সংখ্যা।]

১৩২০ বঙ্গাব্দ, জ্যৈষ্ঠ মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি-এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

কলিকাতা

১নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, প্রতিভা প্রেস,

শ্রীমোহিনীমোহন দত্তকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩২০ সাল।

[প্রতি সংখ্যার মূল্য সডাক ৵৫ পয়সামাত্র] [বার্ষিক মূল্য সডাক ১॥০ টাকা মাত্র]

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার

নূতন নিয়মাবলী।

১। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার বার্ষিক মূল্য পোষ্টেজ সহিত সদর ও মফঃস্বল ১॥০ মাত্র ভিঃ পিঃ ডাকে ১॥৶০ মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য পোষ্টেজ সহিত ৵৫।

২। পত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইবার সংবাদ সেই মাসের শেষ দিনের মধ্যে না পাঠাইলে আমরা সেই সংখ্যা পুনঃ পাঠাইতে দায়ী থাকিব না। এই সময়ের পরে সংবাদ দিলে উহার মূল্য ৵৫ হিসাবে প্রতি সংখ্যার জন্য দিতে হইবে।

৩। কোনও গ্রাহক স্থানান্তরিত হইলে তাহার সংবাদ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ না দিলে পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে আমরা দায়ী থাকিব না। অল্প দিনের জন্য স্থানান্তরিত হইলে পূর্ব্ব স্থানীয় পোষ্টাফিসকে জানাইলেই চলিবে।

৪। যিনি যে মাসে গ্রাহক হউন, সেই বৎসরের প্রথম অর্থাৎ বৈশাখ মাস হইতে, তাঁহাকে গ্রাহক হইতে হইবে। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় পত্রাদিতে ও টাকা পাঠাইবার সময় মণিঅর্ডার কুপনে নাম ধামাদি স্পষ্টরূপে লিখিবেন। এক নামে একের অধিক গ্রাহক থাকায় গ্রাহকের নম্বরটী দিলে আমাদের সুবিধা হয়।

৫। মনিঅর্ডারে "কার্য্যাধ্যক্ষ আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা ১নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট" এই ঠিকানায় লিখিবেন। ব্যক্তি বিশেষের নাম দিবার আবশ্যক নাই।

৬। পত্রাদি প্রবন্ধাদি, ও বিনিময় পত্রিকাদি "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা সম্পাদক ১নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট" ঠিকানায় লিখিবেন।

বিজ্ঞাপনের হার।

মলাটের সম্মুখের পেজ ও পত্রিকার প্রথম ও শেষ পেজের (Reading matter এর) সম্মুখস্থ পেজের প্রত্যেকের মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক পেজ মাসিক ৪৲ চারি টাকা অর্দ্ধ পেজ ৩৲ তিন টাকা এবং পেজের চতুর্থাংশ ১॥০ দেড় টাকা মাত্র। মলাটের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না। মলাটের অন্যান্য পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। যে মাসে বিজ্ঞাপন বাহির হইবে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের হস্তলিপি না দিলে সেই মাসে বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে না। বিজ্ঞাপনের মূল্য নগদ দিতে হইবে। এক মাসের ঊর্দ্ধ সময়ের জন্য বিজ্ঞাপনের হার পৃথক্, তাহা মানেজারের সহিত স্থির হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীবিজয়গোপাল সরকার দেববর্ম্মা।

১নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা। ১০ই বৈশাখ ১৩২০।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বিগত ১৩১৯ সনের চাঁদার জন্য বর্ত্তমানবর্ষে গ্রাহকমহাশয়দিগের নিকট আমরা ভিঃ পিঃ করিতেছি। ১॥৶০ ভিঃ পিঃ হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কতকগুলি ভিঃ পিঃ ফেরত আসায় আমরা নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি। আমরা গললগ্নীকৃতবাসে গ্রাহক মহাশয়গণের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা কোনও অবস্থাতেই আমাদের ভিঃ পিঃ ফেরত দিবেন না, যদি কেহ কোন সংখ্যা না পাইয়া থাকেন আমরা তাহা পূরণ করিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু ফেরত দিলে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হয়।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বর্ম্মা সরকার।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩২০।

গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দী।

[রাজসাহীর খ্যাতনামা উকিল—বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পূজাপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় উল্লিখিত শীর্ষক প্রবন্ধটী ১৩১৯ চৈত্র সংখ্যা "সাহিত্য" পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন। কায়স্থ সমাজের অবগতির জন্য নিম্নে প্রবন্ধটি অবিকল উদ্ধৃত হইল। প্রবন্ধ সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়ের বক্তব্য সন্নিবিষ্ট হইল।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী।

বাঙ্গালা দেশের সকল অংশের সাধারণ নাম "গৌড়দেশ"। সকল অংশের সকল বাঙ্গালীর সাধারণ নাম "গৌড়জন"; বাঙ্গালীর মাতৃভাষারও সাধারণ নাম "গৌড়ীয় সাধুভাষা।" আধুনিক রচনার অধিকাংশ বাঙ্গালী লেখকই এই সকল চিরপরিচিত নাম পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু অল্পকাল পূর্ব্বেও, মহাকবি মধুসূদন লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

"রচিব মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

"গৌড়" নামে লজ্জিত হইবার কারণ নাই। বরং এই নামের সঙ্গেই বাঙ্গালীর অধিকাংশ পূর্ব্বগৌরব জড়িত হইয়া রহিয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে "মাৎস্য-ন্যায়" (অরাজকতা) প্রবল হইয়া, দেশের সর্ব্বত্র অনর্থ উৎপাদিত করিলে, তাহা দূর করিবার প্রশংসনীয় আত্মচেষ্টায়, "গৌড়জন" গোপাল দেবকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়া, "গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের" প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। (১)

(১) গৌড়রাজমালা।

তারানাথের গ্রন্থে ও গোপাল দেবের পুত্র ধর্ম্মপাল দেবের (খালিমপুরে আবিষ্কৃত) তাম্রশাসনে ইহার প্রমাণ প্রকাশিত হইবার পর, ইহা বাঙ্গালীর ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়াই পরিচিত হইয়াছে। তথাপি কেহ কেহ মনে করেন,—ইহা "ছোটকথা"; ইহাকে অকারণে "বড়" করা হইয়াছে।

অরাজকতা দূর করিবার জন্য জনমণ্ডলী যে দেশেই আত্মচেষ্টার পরিচয় প্রদান করিয়াছে, সে দেশেই তাহার কথা (বড় কথা বলিয়াই) সগর্ব্বে ইতিহাসেও উল্লিখিত হইয়াছে। অরাজকতা,—স্বেচ্ছাচার,—দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার,—কিছুদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলে, জনসমাজকে সকল বিষয়েই অবনত করিয়া রাখে। তাহা দূর করিতে প্রবল আত্মচেষ্টার প্রয়োজন হয়। সে কথা স্মরণ করিয়াই, ইতিহাস এরূপ প্রশংসনীয় আত্মচেষ্টার উন্মেষ ও বিজয়-গৌরবকে "ছোট কথা" বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারে না।

যাঁহারা কঙ্কাল লইয়া কলহ করিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা ইহার উল্লেখ না করিলেও, যাঁহারা বাঙ্গালীর ইতিহাস রচনা করিবেন, তাঁহাদিগকে ইহার উল্লেখ করিতেই হইবে। কারণ, "গৌড়-জনে"র সকল কথার ইহাই প্রধান কথা। ইহার প্রসাদে, অল্পকালের মধ্যেই, গৌড়ীয় প্রভাব "সকল কলিঙ্গে" ও "সকল উত্তরাপথে" সর্ব্বত্র অনুভূত হইয়াছিল; যেমন শৌর্য্য-বীর্য্যে, সেইরূপ সাহিত্যশিল্পেও "গৌড়জন" শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। তৎকালে অনেক গৌড়কবি সংস্কৃত রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া, "গৌড়ী রীতি" নামক স্বনামখ্যাত রচনা-রীতির মর্য্যাদা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। কালক্রমে এই সকল গৌড়-কবির অধিকাংশেরই নাম গোত্র বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আধুনিক তত্ত্বানুসন্ধান-চেষ্টায় সময়ে সময়ে আকস্মিক ভাবে কোনও কোনও গৌড়-কবির পরিচয় উদ্ঘাটিত হইতেছে। যাঁহারা "গৌড়ীয় সাম্রাজ্যে"র অধঃপতনের পর (মুসলমান-শাসন সময়ে) "গৌড়ীয় সাধুভাষা" মাত্র অবলম্বন করিয়া, পাঁচালী-ভাসান-পদাবলীর রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পরিচয় সংগ্রহের জন্য কিছু কিছু চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যাঁহারা তৎপূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের রচনা করিয়া, "গৌড়জনের" বিবিধ বিজয়গৌরবের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পরিচয় সংগ্রহের জন্য এখনও যথাযোগ্য চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে, বাঙ্গালীর ইতিহাসের এই গৌরবযুগের যে সকল গ্রন্থ এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সাহায্যে অনেক গৌড়কবির পরিচয় একত্র সংগৃহীত হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্থলে (পত্রান্তরে) "গৌড়কবি মদনবাল-সরস্বতীর" পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল। আর একজন গৌড়-কবির পরিচয় প্রকাশিত হইতেছে। ইঁহার নাম সন্ধ্যাকর নন্দী।

কিছুদিন পূর্ব্বে, এই গৌড়কবির নাম পর্য্যন্ত পরিচিত ছিল না। নেপালেও নেপাল দরবারের পুস্তকালয়ে যে সকল হস্তলিখিত পুরাতন গ্রন্থ এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহার পরিদর্শন কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া, বঙ্গীয় "এসিয়াটিক সোসাইটী" নেপালে পণ্ডিত

প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎসূত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ, সি, আই, ই, মহোদয় সন্ধ্যাকর নন্দীর "রাম চরিতম্" নামক কাব্যগ্রন্থ (১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতায় আনয়ন করায়, কবির নাম প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আটশত বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ বঙ্গলিপি প্রচলিত ছিল, গ্রন্থখানি সেই পুরাতন অক্ষরে লিখিত। শাস্ত্রী মহাশয় বহু পরিশ্রমে, দীর্ঘকালের উদ্যমে, পুরাতন অক্ষরের পাঠোদ্ধার করায়, এই গ্রন্থ সোসাইটী কর্ত্তৃক (১৯১০ খৃষ্টাব্দে) মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। (২)

একখানি মাত্র পাণ্ডুলিপির সাহায্যে এরূপ গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণ চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে সুসম্পন্ন হইবার অন্তরায়ের অভাব নাই। তথাপি এই গ্রন্থে পুরাকালের 'গৌড়জনে'র যে সকল পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার জন্য বাঙ্গালীমাত্রেই শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে।

যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, অনেক স্থলেই গ্রন্থমধ্যে তাঁহাদের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সন্ধ্যাকর কাব্যশেষে নিজের পরিচয় প্রদান করায়, সে অভাব দূরীভূত হইয়াছে। তিনি এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন,—

"বসুধাশিরো-বরেন্দ্রীমণ্ডল-চূড়ামণিঃকুলস্থানম্।
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর-প্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূর্বৃহদ্বটুঃ॥ ১
তত্র বিদিতে বিদ্যোতিনি নন্দিরন্বয় সন্তানে।
সমজনি পিনাকনন্দী নন্দীব নিখিলগুণৌঘবসু॥ ২
তস্য তনয়ো যতনয়ঃ করণানামগ্রণী রনর্ঘগুণঃ
সান্ধি শ্রীপদা সম্ভাবিতাভিধানতঃ প্রজাপতির্জাতঃ। ৩
নান্দিকুল-কুমুদকানন-পূর্ণেন্দুর্নন্দনোঽভবত্তস্য।
শ্রীসন্ধ্যাকরনন্দী পিশুনানন্দী সদানান্দী॥" ৪

এই চারিটি শ্লোকের রচনা কৌশলে কবি স্বল্পাক্ষরে অনেক আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। (১) কবি "নন্দিকুল-কুমুদ-কানন-পূর্ণেন্দু" ছিলেন; (২) সেই নন্দিকুল" সুবিদিত ছিল; (৩) তাহার "কুলস্থান" পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের সহিত "প্রতিবদ্ধ" ছিল; (৪) তাহা "পুণ্যভূ" ও "বৃহদ্বটু" বলিয়া পরিচিত ছিল, এবং (৫) সমগ্র বসুধামণ্ডলের শীর্ষস্থানে অবস্থিত বরেন্দ্রীমণ্ডলের তাহাই "চূড়ামণিঃ" ছিল। (৬) সেই কুলস্থানে (তত্র) সুবিদিত নন্দী-সন্ততিতে পিনাক নন্দী জন্মগ্রহণ করেন; (৭) তাঁহার পুত্র প্রজাপতি "সন্ধি"-(বিগ্রহিক) ছিলেন; (৮) তাঁহারই পুত্রের নাম সন্ধ্যাকর নন্দী। সমসাময়িক সুধীসমাজে সন্ধ্যাকরের কবিযশঃ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। তাঁহাদের নিকট সন্ধ্যাকরের কাব্য "কলিযুগে-রামায়ণ" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, এবং সন্ধ্যাকর নিজেও "কলিকাল বাল্মীকি" আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথাঃ—

"কলিযুগ-রামায়ণমিহ কবিরপি কলিকাল বল্মীকি।" ইহা কবি প্রশস্তি। সুতরাং অত্যুক্তি বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারিত। কিন্তু সন্ধ্যাকরের কাব্য যেরূপ রচনাগৌরবের আধার, এবং সেই কাব্যের আখ্যানবস্তু সমসাময়িক ব্যক্তিগণের নিকট যেরূপ চিরপ্রিয় হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার "কলিকাল বাল্মীকি" উপাধি লাভে সংশয় প্রকাশ করা যায় না। এক পক্ষে রামচন্দ্রের "সীতা উদ্ধার

(২) Momoirs of the Asiatic Society of Bengal Vol., 111, No, 1

কাহিনী” এবং অন্যপক্ষে রামপালদেবের “বরেন্দ্রী-উদ্ধার কাহিনী” বিবৃত করিয়া, একই শ্লোকের দুইটি অর্থে দুইটী বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনায়, সন্ধ্যাকর পদবিন্যাস কৌশলের যথেষ্ঠ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার ভাষায় তাঁহাকে যথার্থই বলা যাইতে পারে,—

“কাব্যকলাকুলনিলয়ো গুণমণিমেরুর্নীবিপামীশ:
সীমাসাহিত্যবিদামশেষভাষাবিশারদঃস কবিঃ॥’

সন্ধ্যাকর যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তৎকালে গৌড়মণ্ডলে মহাযান সম্প্রদায়ের তান্ত্রিক বৌদ্ধমত প্রচলিত ছিল;—শৈব বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতও প্রচলিত ছিল;—হরিহরের অভেদাত্মক অদ্বৈত মতও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। কবির ধর্ম্মমত কিরূপ উদার ছিল, গ্রন্থারম্ভে (মঙ্গলাচরণ শ্লোকে) তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। একই শ্লোকের দ্বিবিধার্থের অবতারনায়, (এক পক্ষে মহেশ্বরকে, অন্য পক্ষে বাসুদেবকে বন্দনা করিয়া) কবি কাব্যারম্ভেই লিখিয়াছেন,—

“শ্রীঃশ্রয়তি যস্য কণ্ঠং কৃষ্ণং তং বিভ্রতংভুজেনাগম্।
দধতং কং দামজটালম্বংশশিখণ্ডমণ্ডনং বন্দে।’

এক অর্থে “শশিখণ্ড-মণ্ডন মহেশ্বর; তাঁহার (কৃষ্ণ) শ্যামকণ্ঠ (শ্রীর) শোভার আশ্রয়; হস্তে (অগ) শেষ নাগ; অলঙ্কার (কং দাম) কপাল মালা এবং (জটাজুট। অন্য অর্থে—কৃষ্ণের কণ্ঠে আলিঙ্গনরতা লক্ষ্মী; হস্তে (অগ গোবর্দ্ধনাখ্য পর্ব্বত; মস্তকে (দামজটালং) বালরজ্জুনিবদ্ধ জটাজাল; অলঙ্কার (বংশ-শিখণ্ড) বংশী এবং ময়ূর পুচ্ছ। ইহা যেমন রচনা কৌশল বিজ্ঞাপক, সেইরূপ কবির উদার ধর্ম্মমতেরও পরিচয় বিজ্ঞাপক। এই শ্রেণীর শ্লিষ্টকাব্য (দুর্ব্বোধ বলিয়া) অধুনা হতাদর হইলেও, এক সময়ে ইহাই রচনা শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় বিজ্ঞাপক বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিত। সন্ধ্যাকরের সমগ্র কাব্য এই ভাবে রচিত।

সন্ধ্যাকরের কাব্য মুদ্রিত করিবার সময়ে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় কবির জাতি-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, (ইংরেজি ভাষায় লিখিত ভূমিকায়) কবিকে “ব্রাহ্মণ” বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—“গ্রন্থকার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলের একটী সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; যে গ্রাম হইতে এই বংশ কুলোপাধি গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার নাম “নন্দ”:—তাহা হয়ত নন্দন শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ;—এই বংশ এখনও সুপরিচিত।” (৩) সন্ধ্যাকর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হইলে, বহু গৌরবান্বিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজও গৌরব লাভ করিত। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় বহুদর্শী প্রবীণ পণ্ডিতের দীর্ঘ কালের গবে-

(৩) The author belonged to a very respectable family of Varendra Brahmans who derived thier name from their residence in the Varendra country, i e North Bengal, the scene of the struggle of Ramapala for Empire. The residential village from which Sandhyakara's family derived their cognomen is Nanda, perhaps a contraction of Nandana. The family is still well known,—Introduction. P,1.

ষণা প্রসূত হইলেও, এই সিদ্ধান্ত বরেন্দ্রের অধিবাসিগণের নিকট সংশয়শূন্য বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে না।

আত্মপরিচয় বিজ্ঞাপক প্রথম শ্লোকে সন্ধ্যাকর একবার "বৃহদ্বটু" শব্দের প্রয়োগ করায়, তাহাই হয়ত শাস্ত্রী মহাশয়কে ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনে প্রণোদিত করিয়া থাকিবে। কিন্তু "বৃহদ্বটু" শব্দের সহিত "নন্দিকুলে"র সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না, নন্দিকুলের "কুলস্থানে"রই সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মাহাত্ম্য ঘোষণার্থ কবি বলিয়াছেন, তাহা পুণ্যভূমি, তাহাকে "বৃহদ্বটু" বলিত। সন্ধ্যাকরের বংশ যে কখনও কোনও "গ্রাম" হইতে "কুলোপাধি" গ্রহণ করিয়াছিল, গ্রন্থমধ্যে সেরূপ প্রমাণ উল্লিখিত নাই। নন্দিরত্নসন্তানে„ শব্দ হইতে বরং ইহাই অনুমিত হইতে পারিত যে,—সন্ধ্যাকরের কুলোপাধির মূল ভৌগোলিক নহে, ব্যক্তিগত। সন্ধ্যাকর "নন্দ" নামক কোনও "গ্রামে"র উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং তাহা "নন্দন" শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ কি না, সে চিন্তা আদৌ উদিত হইতে পারে না! বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজের "নন্দনাবাসী গ্রামীণ" ভট্টদিবাকরের পুত্র কুল্লুকভট্ট বিশ্ব বিখ্যাত। তাঁহারও কুলস্থানের নাম "নন্দন" নহে; "নন্দনাবাসী"। তাঁহাকে বারেন্দ্রভূমির লোকে নন্দনাবাসীই বলিত। ইদানীং সংক্ষিপ্তাকারে "নান্যমী„ বলে;— "নন্দন" বা "নন্দ" বা "নন্দী" বলে না। "নন্দিকুল" নামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজে কোনও কুল নাই। পক্ষান্তরে "নন্দিকুল" বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের একটি সম্ভ্রান্ত কুল; তাহা অদ্যাপি সুপরিচিত। এই সকল কারণে সন্ধ্যাকর নন্দীকে কায়স্থ বলিয়া স্থির করাই সহজ ও যুক্তিসঙ্গত।

সন্ধ্যাকর নন্দী গৌড়েশ্বর মদনপালদেবের সময় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, শাস্ত্রী মহাশয় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন; গ্রন্থমধ্যেও (৪।৪৮) তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মূল গ্রন্থের সমাপ্তি বাক্যে মদনপালদেবের সুদীর্ঘ রাজ্যভোগের কামনা বিজ্ঞাপিত করিয়া কবি স্পষ্টাক্ষরেই রচনাকাল সূচিত করিয়া গিয়াছেন। মদনপালদেব পাল বংশীয় সপ্তদশ নরপাল; তাঁহার (মনহলি গ্রামে আবিষ্কৃত) তাম্রশাসনে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তিনি বল্লালসেনের পূর্ব্বেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যাকরের পিতা সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন, কাহার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন তাহা উল্লিখিত নাই। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, তিনি (মদনপালদেবের পিতার) রামপালদেবের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। সুতরাং সন্ধ্যাকরের পিতামহ পিনাকনন্দী তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তি। তখনও "নন্দী" উপাধি ছিল, তখনও "কুলস্থান" ছিল। আরও কতকাল পূর্ব্ব হইতে তাহা সুবিদিত ছিল, তাহার স্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইবার উপায় না থাকিলেও, সন্ধ্যাকরের পিতামহের পূর্ব্বকাল হইতেই যে সুবিদিত ছিল, "বিদিতে" শব্দের ব্যবহারে সন্ধ্যাকর নিজেই তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

সন্ধ্যাকর আত্মবংশের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাহা স্ববংশকীর্ত্তনের স্বাভাবিক গৌরব লিপ্সার অনাবিল দৃষ্টান্ত। কিন্তু তৎকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াও, সন্ধ্যাকর গোত্র-প্রবরাদি উল্লেখ করেন নাই কেন,—

যাগ যজ্ঞাদির উল্লেখ করেন নাই কেন,—ব্রাহ্মণত্ব বিজ্ঞাপক অধ্যয়ন অধ্যাপনারও উল্লেখ করেন নাই কেন,—শাস্ত্রী মহাশয় তাহার বিচার করেন নাই। পক্ষান্তরে, সন্ধ্যাকর লিখিয়া গিয়াছেন,—তাঁহার পিতা "করণ্যা-নামগ্রণী" ছিলেন। ইহাতে তাঁহার জাতির স্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না, অথবা ইহার সহিত কিরূপে ব্রাহ্মণত্বের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে, শাস্ত্রী মহাশয় তাহারও বিচার করেন নাই।

সে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে "করণ্য" শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। শাস্ত্রী মহাশয় মূলগ্রন্থের "করণ্য" শব্দটী যথাযথ ভাবে মুদ্রিত করায়, তাহাকে সাধু" শব্দ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার অর্থ কি? "করণ" শব্দ অভিধানে সুপরিচিত; "করণ্য" শব্দ অভিধানে দেখিয়া পাওয়া যায় না। ইহা কবি কর্তৃক উদ্ভা-ষিত;—"করণ" শব্দ হইতে (ব্যাকরণের সাহায্যে) উদ্ভাবিত।

এক সময়ে বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজে "করণ" শব্দ অপরিচিত ছিল না। অল্পদিন হইল কথাটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। "করণে"র উৎ-পত্তি প্রসঙ্গে (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্ম খণ্ডের দশম অধ্যায়ে) "করণ" বর্ণসঙ্কর বলিয়া উল্লিখিত থাকায়, বারেন্দ্র কায়স্থগণ এখন "করণ" নামে পরিচয় প্রদানে অসম্মত। কিন্তু বর্ণসঙ্কর "করণ" ভিন্ন আরও "করণ" আছে। বর্ণসঙ্কর "করণ" হইতে পার্থক্য সূচনার্থ ব্যাকরণের সাহায্যে ("তত্র সাধু" এই অর্থে) "করণ্য" শব্দ (পাণিনি ৪।৪।৮) উদ্ভাবিত হইয়া থাকিতে পারে। "করণ" শব্দের যে নানার্থ প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পরম্পরার অভাব নাই।

সন্ধ্যাকরের কাব্যের টীকায় তৎকাল বিদিত অজয় নামক কোষকারের কোষ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। অজয়ের পূর্ণ নাম অজয়পাল,—তাঁহার কোষের নাম "নানার্থ সংগ্রহ",—তাহা ভারত বিখ্যাত। তাহাতে "করণ" শব্দের নানার্থ এইরূপে উল্লিখিত আছে,—

"করণং কারণে কাযে সাধনেন্দ্রিয় কর্ম্মসু।
কায়স্থে ব্রতবন্ধে চ নাট্যগীত প্রভেদয়োঃ।
পুমাঞ্ শূদ্রাবিশোঃ পুত্রে বানরাদৌ চ কীর্ত্ততে॥"

বিশ্ব প্রকাশে, মেদিনীকোষেও পরবর্ত্তী নানার্থ কোষেও ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—"করণ" শব্দে কায়স্থকেও বুঝাইত, বর্ণসঙ্কর-কেও বুঝাইত; একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রচলিত ছিল। বর্ণসঙ্কর "করণ" অমর-কোষের "শূদ্রবর্গে" উল্লিখিত। এতদ্ব্যতীত আরও এক "করণে"র পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। "করণ" মনুসংহিতায় (১০।১২) সুপরিচিত। সে "করণ"—ব্রাত্যক্ষত্রিয়। যথা,—

"ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খস দ্রবিড় এব চ॥

তাহার সহিত "বর্ণসঙ্করত্বের" সম্পর্ক নাই; কেবল ব্রাত্যেরই সম্পর্ক আছে। নানার্থ কোষে বর্ণসঙ্কর "করণ" ও কায়স্থ বিজ্ঞাপক "করণ" সূচিত হইয়াছে; মনুসং-হিতায় ব্রাত্য ক্ষত্রিয় "করণ" উল্লিখিত আছে আর কোনও "করণে"র পরিচয় সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। টীকাকার

কুল্লূকভট্ট মনুবচনের ব্যাখ্যায় "সবর্ণায়াং" শব্দের প্রয়োগ করিয়া, স্পষ্টাক্ষরেই দেখাইয়া গিয়াছেন,—ব্রাত্যক্ষত্রিয় "করণ" বর্ণসঙ্কর "করণ" হইতে পৃথক যথা,—

"ক্ষত্রিয়াৎ ব্রাত্যাৎ সবর্ণায়াং ঝল্লমল্লনিচ্ছিবিনট করণখসদ্রবিড়াখ্যা জায়ন্তে।"

বর্ণসঙ্কর করণ শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত; ব্রাত্যক্ষত্রিয় করণ কোনও বর্ণেরই অন্তর্গত নহে;—সুতরাং তাহাদের কাহারও আভিজাত্য কল্পনা করা যাইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় সান্ধিবিগ্রহিক প্রজাপতি "করণ্যানামগ্রণী" ছিলেন বলিয়া, তাঁহার পুত্র (সন্ধ্যাকর) সগৌরবে পরিচয় প্রদান করায়, সন্ধ্যাকরের বংশ কায়স্থ করণবংশ ছিল বলিয়াই প্রতিভাত হয়। তাহার সহিত অন্যান্য "করণের" পার্থক্য সূচিত করিবার জন্যই "করণ্য" শব্দ উদ্ভাবিত হইয়া থাকিবে। (৪)

বরেন্দ্রমণ্ডলে যে নন্দিবংশ অদ্যাপি সুপরিচিত, তাহা বারেন্দ্রকায়স্থবংশ। সান্ধ্যাকর সেই বংশের পূর্ব্বপুরুষ হইলে কুলশাস্ত্র গ্রন্থের কিছু অগতি হইবার কথা। কুলশাস্ত্রে মনুসংহিতোক্ত ব্রত্যক্ষত্রিয়ের সবর্ণজাত "করণ" গণের উল্লেখ নাই; নানার্থকোষে যে "করণ" "বর্ণসঙ্কর" নামে ও যে "করণ" কায়স্থনামে কথিত, তাহারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাতে যাহাদের কথা উল্লিখিত আছে, তাহারা পঞ্চশূদ্র বলিয়াই উল্লিখিত। আদিশূর "সশূদ্র" ব্রাহ্মণ প্রেরণের জন্য বীরসিংহকে পত্র লিখিয়াছিলেন;—বীরসিংহও "দ্বিজান্ পঞ্চগোত্রান্ সদারাদিভৃত্যান্" প্রেরণ করিয়াছিলেন। (বঙ্গজ কুলাচার্য্য কারিকার মতে) ব্রহ্মার পাদাব্জ হইতে "ত্রিবর্ণস্য চ সেবকঃ" শূদ্র জন্ম গ্রহণ করে। তাহার পুত্র "হোম", তৎপুত্র "প্রদীপ" ও তাহারই পুত্রের নাম লিপিকারক "কায়স্থ"। (৫) "কায়স্থের" তিন পুত্র; তন্মধ্যে "চিত্রগুপ্ত" স্বর্গে, 'বিচিত্র' নাগলোকে, এবং "চিত্রসেন" পৃথিবীতে স্থান প্রাপ্ত হয়।

চিত্রসেনের সাত পুত্র,—বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, দত্ত, করণ ও মৃত্যুঞ্জয়। করণ হইতে হইতে নাগ, নাথ ও দাস; মৃত্যুঞ্জয় হইতে দেব, সেন, পালিত ও সিংহ উৎপন্ন হইয়াছিল। যাহারা দ্বাদশ শুদ্ধ বংশজ, তাহারা,—

"বসুর্ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তো নাগশ্চ নাথকঃ।
দাসো দেবস্তথা সেনঃ পালিতঃ সিংহ এব চ।
এতে দ্বাদশ নামানঃ প্রসিদ্ধা শূদ্রবংশজাঃ॥"

---

(৪) কায়স্থ শব্দ প্রথমে বৃত্তিবাচক ছিল বলিয়াই বোধ হয়। তাহাদের অধ্যক্ষাদির সংহতিকে "করণ" বলিত। হেমচন্দ্র সংকলিত "নানার্থসংগ্রহ" কোষগ্রন্থের টীকাকার মহেন্দ্র তাহার পরিচয় দিবার জন্য লিখিয়া গিয়াছেন "কায়স্থোঽধ্যক্ষাদে রূপ লক্ষণং তেষাং সংহতিঃ সমূহঃ।". মহেন্দ্র ইহার উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"করণং করোতু রাজন্ সকলে ভুবনে ত্বদীয় করণানি।" করণ শব্দ এইরূপে কাহার ও মতে "কায়স্থকে" কাহারও মতে "কায়স্থ কর্ম্মকেও" সূচিত করিত। তজ্জন্য মহেন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন,—"কায়স্থে ইত্যেকে কায়স্থ কর্ম্মণীত্যপরে।" Sources of Sanskrit Lexicography, Vol, 1. published by the Imperial Academy of Sciences, Vienna.

(৫) "কায়স্থ" যে ব্যক্তিবিশেষের নাম (কুলশাস্ত্র ব্যতীত) তাহার কোনরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। লেখক।

কুলশাস্ত্রেও তাহার প্রমাণ নাই। তবে অগ্নিপুরাণের বংশমালায় একটী প্রক্ষিপ্ত শ্লোকে আছে। সম্পাদক।

ইহার সহিত মনু সংহিতার মিল নাই; সে কালের কোনগ্রন্থে যাহা সুপরিচিত ছিল, তাহারও মিল নাই। ইহা এক পৃথক শাস্ত্র,—বাঙ্গালাদেশই ইহার জন্মস্থান,—বাঙ্গালীর ইতিহাসের অধঃপতনযুগই ইহার জন্মকাল। ইহার প্রভাবে বাঙ্গালীর পুরাতন সমাজের ঐতিহাসিক তথ্যালোচনার পথ ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। কুলশাস্ত্রপন্থিগণের বাদানুবাদে তাহা বিলক্ষণ কণ্টকাকার্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং সন্ধ্যাকরের নন্দিবংশই নন্দিবংশ কি না, তাহা স্থির করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে বংশের লোক রাজপুরুষের সর্ব্বোচ্চ পদে আরোহণ করিতে পারিতেন, কবি প্রতিভায় "কলিকাল বাল্মীকি" বলিয়া সমাদর লাভ করিতে পারিতেন, সে বংশের উৎপত্তি-কাহিনী যাহাই হউক না কেন, তাহার আভিজাত্য ও কুলগৌরব অল্প ছিল না। সেই সুবিদিত কুলের সন্ধ্যাকর নন্দী সমগ্র বাঙ্গালীজাতির সমাদরের পাত্র। আরও একটী কারণে সন্ধ্যাকর সমগ্র বাঙ্গালীজাতির নিকট চিরস্মরণীয় সমাদর লাভের যোগ্য। তিনি কাব্যচ্ছলে বাঙ্গালীর ইতিহাসের অনেক বিলুপ্ত তথ্যের সন্ধান প্রদান করিয়া গিয়াছেন, যে অংশের টীকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতেও অনেক ঐতিহাসিক ব্যাপার উল্লিখিত আছে। আত্মপরিচয় বিজ্ঞাপক শ্লোকাবলীর মধ্যে সন্ধ্যাকর লিখিয়া গিয়াছেন, –

"স্তোকৈ স্তোমিতলোকৈঃ শ্লোকৈরক্লেশনশ্লেষৈঃ।
ঘটনা পরিস্ফুটরসৈঃ গম্ভীরোদার-ভারতীসারৈঃ॥

তাঁহার গ্রন্থ "কাব্য" হইলেও "ইতিহাস" তাহা 'ঘটনাপরিস্ফুটরসে' সুপরিপক্ক। সুতরাং কেবল "কাব্য" বলিয়া, "রামচরিতের" উক্তি সহসা অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। এই শ্রেণীর গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্লভ। সে কথা স্মরণ করিলে, সন্ধ্যাকর নন্দীকে বাঙ্গালার কবি কহ্লন বলিয়াই সমাদর করিতে ইচ্ছা হয়। এই কবি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে,—

"দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং তু পৌরুষম্।"

প্রক্ষিপ্তাপবাদদুষ্ট পুরাণবচনে, উত্তরকাল বিরচিত কুলশাস্ত্র গ্রন্থে, অথবা বিতণ্ডাসমুদ্‌গত কলহকোলাহলে, কায়স্থের জাতি বা জাতিগত অধিকার সম্বন্ধে যাহাই উল্লিখিত হউক না কেন, সমসাময়িক লিপিপ্রমাণে প্রকাশিত হইতেছে সকল কায়স্থই (কুলশাস্ত্রোক্ত "ত্রিবর্ণসেবক"রূপে) স্মরণযোগ্য আধুনিক সময়ে আগন্তুকের ন্যায় এ দেশে প্রথম পদার্পণ করেন নাই,—বহুকায়স্থ স্মরণাতীত পুরাকাল হইতেও এ দেশে বাস করিয়া আসিতেছিলেন, বাঙ্গালাদেশ যখন বাঙ্গালীর শাসনকৌশলে পরিচালিত হইত, তৎকালে তাঁহারাও বিবিধ বিষয়ে প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া, (এ কালের ন্যায় সে কালেও) বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। প্রাচীন লিপিতে বাঙ্গালীর পুরাতন কায়স্থসমাজের কিরূপ পদমর্য্যাদার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, "মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের" তাম্রশাসনে তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহার প্রতিকৃতিসংযুক্ত পাঠ শীঘ্রই বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে।*

---

* প্রবন্ধটির পুনঃ প্রকাশ সম্বন্ধে লেখক মহাশয়ের অনুমতি চাহিলে তিনি সানন্দে সম্মতি দান করিয়াছেন।

আমরা এই প্রবন্ধটী সাদরে প্রতিভায় পুনঃ মুদ্রিত করিলাম। লেখক পূজ্যপাদ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহোদয় গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দীকে কায়স্থ জাতি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কবি তাঁহার রাম-চরিতম্ কাব্যে নিজের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এবং লেখক যে ৪টী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিলে সন্ধ্যাকর নন্দী যে বারেন্দ্র কায়স্থ কাশ্যপ গোত্রীয় মহামতি ভৃগু নন্দীর বংশোদ্ভব তৎপ্রতি কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। লেখক ও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি "করণ্যানাম-গ্রণী" পদের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। এইস্থলে স্পষ্ট-দেখা যাইতেছে কবি "করণ" শব্দ হইতে ব্যাকরণের সাহায্যে "করণ্যামগ্রণী" শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার সহিত করণ কায়স্থ বংশের কোন সংস্রব নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত একমত হইয়া আমরা করণং সাধকতমং অর্থাৎ সাধক শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করি।

লেখক বলিতেছেন—"এক সময়ে বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে করণ শব্দ অপরিচিত ছিল না, অল্প দিন হইল কথাটী পরিত্যক্ত হইয়াছে।" তিনি করণ শব্দের নানার্থ আছে বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। বারেন্দ্র কায়স্থগণ কোনও সময়ে করণ বলিয়া অভিহিত ছিলেন আমরা জানিনা, পক্ষান্তরে উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থগণ আপনাদিগকে শ্রীকরণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। লেখক মহাশয় বোধ হয় এই স্থলে উত্তর রাঢ়ীয়ের সহিত বারেন্দ্র শ্রেণীর একটী মিশ্রণ ভাব মনে করিয়াছেন। বর্ণসঙ্কর করণ, শূদ্র বর্ণান্তর্গত হইতে পারে, কিন্তু শ্রীকরণ বংশ বিশদ ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত। মৎপ্রণীত কায়স্থ-তত্ত্বের দ্বিতীয় সংস্করণের ৪০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"করণ কায়স্থ, ইহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ নর্ম্মদানদীতীরে কর্ণালী-গ্রামে বাস করিতেন, তজ্জন্য করণ নাম। ইহারা শ্রীকর্ণ ও উপকর্ণ বলিয়া পরিজ্ঞাত। ইহারা উপনয়নাদি সংস্কার গ্রহণ ও দ্বাদশাদি অশৌচ পালন করেন। উৎকলের ক্ষত্রিয় খণ্ডায়েৎ দিগের মর্য্যাদা অপেক্ষা ইহা-দিগের সম্মান অধিক। উৎকলের "করণ" কায়স্থগণ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ উত্তরবাঢ়ীয় দেশ হইতে উৎকলে উপনিবিষ্ট হন। গত লোক গণনায় (১৯০১) উৎকলে ১৮৯১৮৬ জন করণ কায়স্থ বাস করিতেছেন।" যে করণ কায়স্থ, চৈত্রগুপ্ত কায়স্থের শাখা, তাহার ইতিহাস আমরা এইরূপেই অবগত আছি। পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত মৈত্র মহাশয় কতকগুলি করণ কায়স্থের অবতারণা করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থের আদি পুরুষ শ্রীকর্ণ সম্বন্ধে বোধ হয় ভ্রান্ত ধারণায় উপনীত হইয়াছেন। উক্ত কায়স্থতত্ত্বের ৯৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

"বিপ্রপঞ্চ করণপঞ্চভৃত্য পঞ্চজন।
ত্রিপক্ষেতে উপস্থিত আদিশূরের ভবন॥
সম্বন্ধ নির্ণয়।

স্মৃতি ও পুরাণে কারণ কায়স্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মত দেখা যায়। কিন্তু উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের আদিপুরুষগণ যৎকালে অযোধ্যা মথুরা ইত্যাদি স্থান হইতে সমাগত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা যে চিত্রগুপ্তের অরুণ নামক পুত্রের বংশধর তৎপ্রতি কোনও

সন্দেহ হইতে পারে না।" কায়স্থজাতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মৈত্র মহাশয় যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে তাঁহার নিজের মন্তব্য সমীচীন; তিনি লিখিতেছেন—"ইহার সহিত মনুসংহিতার মিল নাই, সেকালের কোষ গ্রন্থে যাহা সুপরিচিত ছিল তাহারও মিল নাই। ইহা এক পৃথক্ শাস্ত্র বাঙ্গালা দেশই ইহার জন্মস্থান। বাঙ্গালীর ইতিহাসের অধঃপতন যুগই ইহার জন্মকাল।" ইহার উপর আমাদের একটী কথাও বলিবার নাই। আশা করি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ মৈত্র মহাশয়ের সদ্যুক্তি অবলম্বন করিয়া বঙ্গীয় কায়স্থজাতি, যাহাকে সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্গের অলঙ্কার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার প্রতি একটু উদারভাব অবলম্বন করিবেন ইতি।

সম্পাদক।

কৈবল্যোপনিষৎ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি, (শেষ)।

ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্ ॥১৯॥

টীকা।—প্রপঞ্চ বৈলক্ষণ্যং স্বস্যোক্ত্বা ইদানীং জগজ্জন্মাদি কারণত্বমপি স্বস্যাহ। ময্যেবং মত্ত এব ব্রহ্মাভিন্নাৎ সকলং নিখিলং ভূতভৌতিক-প্রপঞ্চ-জাতং উৎপন্নম্ ময়ি ব্রহ্মাভিন্নে সর্ব্বং নিখিলং বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতং প্রকর্ষেণ স্থিতিমাপ্তং ময়ি সর্ব্বং ব্যাখ্যাতম্। লয়ং যাতি নাশং গচ্ছতি, তৎতস্মাৎ সর্ব্বজগজ্জন্মস্থিতিধ্বংশ কারণত্বাৎ ব্রহ্ম বৃহৎ দেশকাল-বস্তুপরিচ্ছেদশূন্যম্। অদ্বয়ং জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিবিভাগ শূন্যং অস্মি ভবামি। অহং ব্রহ্মণোঽব্যাপ্তঃ॥ ১৯॥ (ক)

ভাবার্থ। ব্রহ্মের জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্তাদি হইতে পৃথকত্ব ব্যাখ্যা করিয়া তাহা হইতে জগতের জন্মাদির কারণত্ব লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। আমা হইতে নিখিল ভূত ভৌতিক প্রপঞ্চ উৎপন্ন হইয়াছে, আমাতে নিখিল বিশ্ব-প্রতিষ্ঠিত, আবার আমাতেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব আমাতে সমস্ত জগতের জন্ম স্থিতি, ও লয় হয় বলিয়া আমি দেশ কাল বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদি বিভাগ শূন্য ব্রহ্ম—॥ ১৯॥

(ক) গীতা ৭ম অঃ। ৬। ৭ শ্লোক।

অণোরণীয়ানহমেব তদ্বন্মহানহং বিশ্বমহং বিচিত্রম্।
পুরাতনোঽহং পুরুষোঽহমীশো-হিরন্ময়োঽহং শিবরূপমস্মি ॥২০॥

টীকা।—অণোঃ অণুপরিমাণাৎ অতিশয়েনাণুঃ অহমেব জগৎকারণং অহং প্রত্যয় ব্যবহারস্য যোগ্যঃ নত্বন্যঃ তদ্বৎ। যথা অণুঃ তথা মহান্ সর্ব্বস্মাদত্যাধিকঃ অহং ব্যাখ্যাতম্। অণীয়সাং মহতাঞ্চ কারণানাং যথা ভেদঃ তথা তত্রাপি স্যাদিত্যত আহ। বিশ্বং সাবিদ্যং ভূতভৌতিকং প্রপঞ্চজাতং অহং ব্যাখ্যাতম্। অস্য তত্ত্বাভেদরাহিত্যে তস্মাদপ্যভেদঃ স্যাদি-

ত্যত আহ। বিচিত্রং বিবিধং স্বয়মনন্তভেদবাদিত্যর্থঃ। তদভিন্নস্ত তস্য তবাপ্যাধুনিকত্বং স্যাদিত্যত আহ। পুরাতনঃ চিরন্তনঃ আধুনিক সর্পধারাবলী বর্দ্ধমূত্রিতত্বাস্তভিন্না চিরন্তনী রজ্জুরিব অহং ব্যাখ্যাতম্। পুরুষ, পরিপূর্ণো বস্তুতঃ অহং ব্যাখ্যাতম্। অবিদ্যাদশায়াং ঈশঃ নিয়ন্তা। নিয়ন্তত্বে সামর্থ্যমাহ। হিরণ্ময়ঃ জ্ঞানপ্রচুরঃ তৎপ্রধানো বা, আদিত্যস্থঃ সর্ব্বকার্য্য কারণাত্মা অহং ব্যাখ্যাতম্। শিবরূপং মঙ্গল স্বরূপং ব্রহ্ম অস্মি ভবামি ॥ ২০। (খ)

ভাবার্থ। আমি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, আবার বড় হইতে অধিকতর বড়, আমি ভূত ভৌতিক সৃজিত বস্তু, অনন্তরূপ আছে বলিয়া আমি বিচিত্র, আমি পুরাতন বস্তু, আমি পরিপূর্ণ, (অবিদ্যাদশায়) আমি সর্ব্ব নিয়ন্তা, আমি সর্ব্বকার্য্য কারণাত্মা, মঙ্গলময় ব্রহ্ম ॥২০॥

অপাণিপাদোহমচিন্ত্যশক্তিঃ
পশ্যাম্যচক্ষুঃ স শৃণোম্যকর্ণঃ।
অহং বিজানামি বিবিক্তরূপো
ন চাস্তি বেত্তা মম চিৎ সদাহম্ ॥২১॥

টীকা।—ইদানীং সর্ব্বকারণহীনস্য সর্ব্বজ্ঞতাং স্বস্যাহ। অপাণিপাদঃ পাণি পাদহীনঃ অহং ব্যাখ্যাতম্। অচিন্ত্যশক্তিঃ দুর্ব্বোধশক্তিঃ এবম্ভূতোঽপি জবনো গৃহীতবেগ ইত্যর্থঃ। পশ্যামি অবলোকয়ামি সঃ অচক্ষুঃ চক্ষুষা হীনঃ সঃ অচক্ষুঃ দ্রষ্টা। শৃণোমি শ্রবণং করোমি অকর্ণ কর্ণরহিতঃ অহং ব্যাখ্যাতম্। বিজানামি বিবিধং প্রপঞ্চজাতমবগচ্ছামি। বিবিক্তরূপঃ বুদ্ধ্যাদিপৃথগ্রূপঃ, ন চাস্তি নাস্ত্যেব বেত্তা কর্ম্মকর্ত্তৃভাবেনাবগন্তা মম আনন্দাত্মনো ভেদ রহিতস্য চিৎস্বয়ং প্রকাশবোধ স্বভাবঃ সদা সর্ব্বদা অহং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২১ ॥ (গ)

ভাবার্থ। এখন সর্ব্বকারণহীন ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা বলা হইতেছে। আমি হস্তপদবিহীন, আমার শক্তি দুর্ব্বোধ, আমি চক্ষুর্বিহীন হইয়াও নিখিল বস্তু দর্শন করিতেছি। কর্ণবিহীন হইয়াও সমস্ত শ্রবণ করিতেছি। আমি বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে পৃথক হইয়াও সমস্ত জানিতেছি, আমার কর্ম্ম ও কর্ত্তৃত্বভাব কেহই জানিতে পারে না, অথচ সর্ব্বদাই স্বয়ং প্রকাশমান বোধস্বরূপে বিদ্যমান আছি ॥ ২১ ॥

বেদৈরনেকৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্।
ন পুণ্য পাপে মম নাস্তি নাশো
ন জন্মদেহেন্দ্রিয় বুদ্ধিরস্তি ॥২২॥

টীকা।—ইদানীং সর্ব্বশাস্ত্র প্রতিপাদ্যস্যাত্মনঃ সর্ব্ববিকার স্বভাবং দর্শয়তি বেদৈঃ ঋগ্বেদাদিভিঃ অনেকৈঃ বহুভিঃ অহমেব ব্যাখ্যাতম্। বেদ্যঃ প্রতিপাদ্যঃ বেদান্তকৃৎ বেদান্তসূত্রকৃৎ বেদব্যাসরূপঃ বেদবিদেব চ বেদান্তকৃতো বিশেষণম্। বেদানাং সাঙ্গানাং সাখ্যবিদ্যাস্থানানং বেত্তা বেদবিৎ স এব নত্বন্যঃ। চশব্দাদনেকতপঃ সম্পন্নশ্চ অহং ব্যাখ্যাতম্। অনেন বিভূতিমৎসম্বেন্ধিদমেব প্রধান মিত্যুক্তম্। ন পুণ্য-পাপে মম স্পৃষ্টম্ ন স্ত ইতি শেষঃ। নাস্তি নাশঃ বিনাশো ন বিদ্যতে মমেত্যনুষঙ্গঃ। ন জন্ম জনিঃ ন মে অস্তীত্যনুষঙ্গঃ। দেহেন্দ্রিয় বুদ্ধিঃ দেহশ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ বুদ্ধয়শ্চ দেহেন্দ্রিয় বুদ্ধিঃ নাস্তি ন বিদ্যতে মমেত্যনুষঙ্গঃ ॥ ২২ ॥ (ঘ)

ভাবার্থ। এখন সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য আত্মার সকল প্রকার বিকার হীনতা প্রদর্শন করা হইতেছে। ঋগ্বেদ প্রভৃতি অনেক বেদ দ্বারা আমি প্রতিপাদনীয় হইতেছি। এই বেদও আমা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং

(খ) গীতা ৮ম অঃ। ৯ শ্লোক।

(গ) গীতা ১৩ অঃ। ১৪। ১৫ শ্লোক।

(ঘ) গীতা ১৫ অঃ। ১৫ শ্লোক।

বেদবেত্তাও আমি। আমার পুণ্য ও পাপ নাই, বিনাশ নাই, জন্ম, দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রভৃতিও নাই ॥ ২২ ॥

ন ভূমি রাপো ন চ বহ্নিরস্তি
ন বানিলো মেঽস্তিন চাম্বরঞ্চ।
এবং বিদিত্বা পরমাত্মরূপম্
গুহাশয়ং নিষ্কলমদ্বিতীয়ম্।
সমস্তসাক্ষিং সদসদ্বিহানম্
প্রযাতি শুদ্ধং পরমাত্মরূপম্ ॥২৩॥

টীকা।—ন ভূমিরাপো মম পৃথিবী মোদকা মম নাস্তিত্যনুষঙ্গঃ। বহ্নিঃ প্রসিদ্ধঃ নাস্তি ন বিদ্যতে মমেত্যনুষঙ্গঃ। নবানিলো মেঽস্তি বায়ুরপি মম ন বিদ্যতে চকারাৎ বায়বীয়ং কার্য্যমপি। নচাম্বরঞ্চ আকাশমপি মম নাস্তীত্যর্থঃ। চকারৌ আকাশ কার্য্যতদ্ব্যতিরিক্তোক্তানুক্তভাবার্থৌ। এবং উক্ত প্রকারেণ বিদিত্বা সাক্ষাৎকৃত্য পরমাত্মরূপম্ উৎকৃষ্টানন্দাত্মরূপম্। গুহাশয়ং বুদ্ধৌশয়ানং নিষ্কলঃ নির্গত প্রাণশ্রদ্ধা খ বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথ্বীন্দ্রিয় মনোন্নবীর্য্যতপোমন্ত্রকর্ম্মলোক নামাখ্যকলঃ তম্ অদ্বিতীয়ং সজাতীয় বিজাতীয় বস্তুশূন্যং সমস্ত সাক্ষিণং সর্ব্বদ্রষ্টারং সদসদ্বিহীনং ভাবাভাববিবর্জ্জিতম্। তদেব নিরবদ্যং গচ্ছতীত্যাহ পরমাত্মরূপং স্পষ্টম্ ॥ ২৩ ॥

ভাবার্থ। আমার ভূমি নাই, জল নাই, অগ্নি নাই, বায়ু নাই কিম্বা বায়বীয় কিছু নাই, আকাশ নাই অথবা আকাশের কোন কার্য্য নাই। অর্থাৎ আমি এই পঞ্চভূতের সংসর্গী নহি। এই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরমানন্দস্বরূপ বুদ্ধিরূপ গুহাশায়ী, নিষ্কল ও সজাতীয় বিজাতীয় বস্তুশূন্য, আত্মাকে জানিতে পারিলে সর্ব্বদ্রষ্টা, সদসদ্বিহীন অর্থাৎ ভাবাভাববিনির্ম্মুক্ত অবিদ্যাদোষ রহিত পরমাত্মারূপ প্রাপ্ত হইতে পারে ॥ ২৩ ॥

যঃ শতরুদ্রিয়মধীতে সোঽগ্নিপূতো ভবতি, স বায়ু পূতো ভবতি, স আত্মপূতো ভবতি, স সুরাপানাৎ পূতো ভবতি, স ব্রহ্মহত্যায়াঃ পূতো ভবতি, স সুবর্ণস্তেয়াৎ পূতো ভবতি, স কৃত্যাকৃত্যাৎ পূতো ভবতি, তস্মাৎবিমুক্তমাশ্রিতো ভবত্বিত্যাশ্রমী সর্ব্বদা সকৃদ্বা জপেৎ—

অনেন জ্ঞানমাপ্নোতি সংসারার্ণব
নাশনম্।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং কৈবল্যং পদমশ্নুতে। কৈবল্যং পদমশ্নুতে ॥২৪॥

ইতি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদগতা কৈবল্যোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

টীকা।—এবম্ভূতং পরমাত্মানং প্রতিপত্তুমশক্তস্য অশুদ্ধান্তঃকরণস্য অন্তঃকরণ শুদ্ধ্যর্থমাহ। যঃ প্রসিদ্ধঃ মুমুক্ষুঃ অনুৎপন্ন সাক্ষাৎকারঃ শতরুদ্রিয়ং "নমস্তে রুদ্র" ইত্যাদি রুদ্রাধ্যায়ম্ অধীতে পঠতি যথাশক্তি নিত্যং স শতরুদ্রিয়াধ্যাপকঃ অগ্নিভিঃ শ্রৌতৈঃ স্মার্ত্তৈঃ পবিত্রীকৃতঃ পূতো ভবতি স্পষ্টম্। সুরাপানাৎ মহাপাতক দোষাৎ পূতো ভবতি স্পষ্টম্। ব্রহ্মহত্যায়াঃ ব্রহ্মহত্যারূপাৎ মহাপাতক দোষাৎ পূতো ভবতি স্পষ্টম্। কৃত্যাকৃত্যাৎ কৃতং করণীয় বুদ্ধিপূর্ব্বকং পাপং অকৃত্যং অবুদ্ধিপূর্ব্বকং পাপং কৃত্যং অকৃত্যঞ্চ কৃত্যাকৃত্যং তস্মাৎ পূতো ভবতীতি স্পষ্টম্। তস্মাৎ শতরুদ্রিয়াধ্যাপনাৎ অবিমুক্তবিরুদ্ধত্বেন মুক্তা বিমুক্তাঃ পশবঃ তেভ্যো ব্যতিরিক্তঃ অবিমুক্ত, পশুপতিঃ তমাশ্রিতো ভবতি স্পষ্টম্। অত্যাশ্রমী অত্যাশ্রমঃ উক্ত পরমহংসলক্ষণঃ স যস্যাস্তীতি সোঽত্যাশ্রমী সর্ব্বদা নিরন্তরং সকৃদ্বা কদাচিদ্বা দিবসে দিবসে একবার মিত্যর্থঃ। অনেন

রুদ্রাধ্যায় জপেন জানন্ অহং ব্রহ্মাস্মীতি সাক্ষাৎকাররূপম্ আপ্নোতি প্রাপ্নোতি সংসারার্ণবনাশনং সংসারশোষণম্। যস্মাৎ রুদ্রাধ্যায়জপঃ অশেষপাপনির্হরণদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হেতুঃ তস্মাৎ তত এবমুক্তেন প্রকারেণ ত্রিনেত্রধ্যানরুদ্রাধ্যায়াধ্যয়নেন বিদিত্বা সাক্ষাৎ কৃত্য এনং পরমাত্মানং কৈবল্যং কেবলস্য আত্মনোভাবঃ কৈবল্যং তৎফলং পুরুষাভিলাষ বিষয়ং সর্ব্বপুরুষার্থ সমাপ্তিভূতং অশ্নুতে ব্যাখ্যাতম্। পদাভ্যাস উপনিষৎ সমাপ্ত্যর্থঃ॥ ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যানন্দাত্ম পূজ্যপাদ শিষ্যস্য শ্রীশঙ্করানন্দভগবতঃ কৃতিঃ কৈবল্যোপনিষদ্দীপিকা সমাপ্তা॥ ২৪॥

ভাবার্থ। যে অশুদ্ধান্তঃকরণ বিশিষ্ট মানব এই প্রকার পরমাত্মাকে জানিতে না পারেন, তিনি 'নমস্তে রুদ্র' এই রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিবেন। যাঁহার পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয় নাই, এমত মুমুক্ষুব্যক্তি যদি এই রুদ্রাধ্যায় নিত্য পাঠ করেন, তিনি শ্রৌত ও স্মার্ত্ত অগ্নি দ্বারা পবিত্রীকৃত হন, তিনি বায়ু দ্বারা পবিত্র হন, তিনি আত্মপূত হন, তিনি সুরাপানাদিজনিত মহাপাতক দোষ হইতে পূত হন, তিনি ব্রহ্মহত্যাজনিত মহাপাতক হইতে পবিত্র হন, তিনি স্বর্ণ চুরি করা দোষ হইতে পবিত্র হন, তিনি বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত পাপ কার্য্য এবং অবুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত পাপ কার্য্য হইতে পবিত্র হন। অধিক কি এই শতরুদ্রিয় পাঠ দ্বারা মানব পশুপতিত্ব লাভ করিয়া থাকেন। অতএব উক্ত পরমহংস আশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বদা অথবা প্রত্যেক দিবসে একবার করিয়া শতরুদ্রিয় পাঠ করা উচিত। এই প্রকারে রুদ্রাধ্যায় জপ করিলে সংসারসাগরবিনাশক তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং শতরুদ্রাধ্যায় পাঠ দ্বারা পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করিয়া পুরুষাভিলাষ বিষয়, সর্ব্বপুরুষার্থ সমাপ্তিভূত কৈবল্য ফল প্রাপ্ত হইতে পারিবেন॥ ২৩॥

॥ ওঁ হরিঃ ওঁ॥

শ্রীপার্ব্বতীচরণ দেববর্ম্মা।

মোগলসাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক বিবরণ।

(প্রথম হইতে ঔরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত)

মানুসী সাহেবের গ্রন্থাবলম্বনে সঙ্কলিত।*

ভূমিকা।

মানুসী সাহেব চিকিৎসাব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার জন্মভূমি ইটালিদেশে এবং তিনি ভিনিসনগরের অধিবাসী ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল (অর্থাৎ

---

* The General history of the Mogol Empire, Extracted from the memoirs of M. Manouchi.

৪৮ বৎসর) তিনি মোগলসম্রাট্ ঔরঙ্গজেব বাদশাহের রাজবৈদ্যরূপে রাজধানীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘকাল তিনি অতিশয় ঘনিষ্টরূপে রাজপরিবারের সহিত একত্র বাস করার জন্য রাজ্যের তদানীন্তন অবস্থাসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিবার বেশ সুবিধা পাইয়াছিলেন, আর তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি, লোকচরিত্রে অভিজ্ঞতা এবং পারস্যভাষায় উত্তমরূপে অধিকার থাকায় তিনি সমসাময়িক ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে অতি সহজেই শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, সাহজাহান বাদশাহের সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির প্রকৃত তথ্য প্রধাণতঃ তাঁহায় গ্রন্থেই পাওয়া যায়। তাঁহার গ্রন্থেই সম্রাট্ এবং তাঁহার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদিগের চরিত্রের বিশদ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুস্তকে সর্ব্বশ্রেণীর লোকদিগের একরূপ মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু সকলস্থলেই গ্রন্থকারের বর্ণনা ঠিক বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক এই পুস্তক পাঠ করিলে আমাদের দেশের তাৎকালীন অবস্থার একটা বেশ আভাস পাওয়া যায় এবং আশা করি, পাঠকবৃন্দ ইহা হইতে উপকার এবং আমোদ উভয়ই লাভ করিবেন। বাঙ্গালা ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ বাহির হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না, সুতরাং আমাদের এই প্রথম চেষ্টায় ভ্রমপ্রমাদ থাকা খুব সম্ভব এবং তজ্জন্য আমরা পাঠক মহাশয়দিগের নিকট অনুগ্রহ এবং ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তৈমুরলঙ্গ অথবা তেমারলেন।

সুবিখ্যাত মোগলবংশের সাম্রাজ্যস্থাপনকর্ত্তা তৈমুরলঙ্গ অথবা তেমারলেন বাদশাহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রথমেই বলা আবশ্যক। এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষের ধনগৌরবের কাহিনী বহু পূর্ব্বকাল হইতেই পৃথিবীর নানাস্থান নিবাসী নানাজাতীয় বীরপুরুষদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া আসিতেছে। ইতিহাসের সহিত সামান্যরূপ পরিচিত পাঠকগণও অবগত আছেন যে, অতি প্রাচীনকালে অসুররাজ্যের সুবিখ্যাত অধিশ্বরী সাম্রাজ্ঞী সেমিরামিশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ কত হূন, যবন, শক, কাম্বোজ, তুরস্ক, মুসলমান এবং মোগলজাতীয় দিগ্বিজয়ী বীরবৃন্দ ভারতভূমিতে আপতিত হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। মোগল জাতির বীরচূড়ামণি তৈমুরলঙ্গ ও ভারতের ধনধান্যাদির নাম যশে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার দিগ্বিজয়িনী চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া ভারতভূমিতে প্রবেশ করেন এবং বিজয়লক্ষ্মী পাঠানকুলকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই আলিঙ্গন করেন। এহেন বীরপুরুষের জীবনী অধ্যয়ন করিতে কাহার না আগ্রহ হয়? সেই আগ্রহের কথঞ্চিৎ শান্তির উদ্দেশ্যে আমরা বীরবর তিমুরের জীবনকাহিনী অতিশয় সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিতেছি।

মধ্য এসিয়ার তাতারভূখণ্ডের অন্তর্গত কাসেনামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে এই ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শারীরিক অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেশ সুদৃঢ় হইলেও তিমুর বিকলপদ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে লোকে "লেঙ্ক" "লেন" অথবা "খোঁড়া" বলিয়া ডাকিত। তাতারদেশীয় ভাষায় "লেঙ্ক" অর্থে খঞ্জ। তিনি খোঁড়া হইলে কি হয়, তাঁহার শরীরের অন্যান্য

অবয়ব লৌহের ন্যায় কঠিন ছিল। তাঁহার মাতৃভাষায় লোহার নাম "তিমুর"—এবং এই জন্যই তাঁহার নাম খোঁড়া তিমুর বা তিমুর লেঙ্ক হইয়াছিল। ক্রমে উচ্চারণ বৈষম্য অথবা লিপি বৈষম্য বশতঃ তিনি "তেমার লেন" এবং "তিমুরলঙ্গ" অথবা "তৈমুরলঙ্গ" নামে অভিহিত হইয়াছেন।

প্রাচীনকালের বীরপুরুষদিগের কিংবা ধর্ম্মবীরদিগের জন্মবিষয়ে অলৌকিক কথার অবতারণা করা কেবল এ দেশের অথবা প্রাচ্যভূখণ্ডেরই রীতি নহে, ইহা সমস্ত জগতেরই নীতি। আমাদের ভীমার্জ্জুন কর্ণ বেদব্যাস হইতে পাশ্চাত্য যীশুখৃষ্ট, সেকন্দর সা—এমন কি দার্শনিক প্লেটোরও জন্মবিবরণে অলৌকিক আখ্যায়িকার অবতারণা দেখা যায়। মোগলকুলের ভাস্করস্বরূপ তৈমুরলঙ্গের জন্মবিবরণও নিশ্চয়ই অসাধারণ এবং অলৌকিক হওয়া অসঙ্গত নহে। মোগলবংশের কুলপঞ্জিকাতে তাই নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়।

তিমুরের জননী একটী ক্ষুদ্র জনপদের অধিপতির অতি আদরিণী দুহিতা ছিলেন। তিনি যখন কেবলমাত্র যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া স্বীয় অসামান্য সৌন্দর্য্য, সৌকুমার্য্য এবং লাবণ্যে বস্তুতই "কন্দর্পদর্পাপহা" হইয়া উঠিতেছিলেন,—সেই সময়ে একদা তাঁহার জননী অতিশয় বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিলেন যে, রাজকুমারীর তরুণ দেহে গর্ভের লক্ষণসমূহ সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে! অচিরজাত যৌবনা কুমারীকন্যার এই অবস্থা দেখিয়া রাজ্ঞীর মনে যে কি ভাবের আবির্ভাব হইল, তাহা পাঠকমহাশয় এবং বিশেষতঃ জ্ঞানবতী পাঠিকা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন। যাহা হউক যথাসময়ে এই বিষম সংবাদ পিতার কর্ণগোচর হইলে তিনি "চোর ধরিবার" নিমিত্ত রাজ্যের শান্তিরক্ষকদিগের প্রতি কোনরূপ তাড়না কি লাঞ্ছনার বিধান না করিয়া এক শাণিত তরবারি হস্তে দুহিতার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। অতিরিক্ত কোপে তখন জনকের হৃদয় সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেও স্বাভাবিক অপত্যস্নেহ একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। কেন কি জানি তিনি প্রচণ্ড অসি হস্তে ঘাতুকেরবেশে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াও কন্যার জীবনান্ত করিলেন না! কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়াই তিনি স্তম্ভিত এবং বিস্মিত হইয়া উঠিলেন,—হাতের অস্ত্র হাতেই নিশ্চল হইয়া রহিল! যিনি মর্ম্মান্তিক কলঙ্কস্পর্শের আশঙ্কায় স্বহস্তেই স্বীয় দুহিতার প্রাণ লইতে আসিয়াছিলেন, তিনিই কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার এরূপ অবস্থা কে করিল?" কি আশ্চর্য্যের কথা! এই হৃদয়দ্রবকারী প্রশ্নে বালিকাকন্যা কিছুমাত্রও বিচলিতা না হইয়া নির্ভীকচিত্তে, প্রফুল্লবদনে, দেবকন্যার ন্যায় স্বীয় নীলনলিনাভ নেত্রদ্বয় পিতার বদনে স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "পিতঃ, জীবনে আমি ছলনা কি কপটতা কিরূপ তাহা জানি না, যাহা হইয়াছে আমি অকপটচিত্তে বলিতেছি শ্রবণ করুন. আমি প্রত্যহই আমার এই কক্ষে বসিয়া বিশ্রাম করি। একদা প্রাতঃকালে সূর্য্যের কয়েকটী অত্যুজ্জ্বল প্রভা এই সম্মুখস্থ দ্বারের রন্ধ্র দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া আমার সর্ব্বশরীর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল,—যেন অতি কোমল, সুখকর স্পর্শসুখ আমি আমার সর্ব্বাঙ্গে অনুভব

করিতে লাগিলাম। তাহার পর হইতে প্রত্যহ, সেই একসময়ে, একইভাবে, সূর্য্যরশ্মি আমাকে আপ্যায়িত করিতেছে;—এই দেখুন এই সূর্য্যরশ্মি আমার দেহ বেষ্টন করিল!" রাজা অবাক্ হইয়া কন্যার কথা শুনিতে ছিলেন, এক্ষণে স্বচক্ষে দেখিলেন যে সূর্য্য-প্রভা সত্যসত্যই কুমারীর দেহ আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে! এই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিয়া এবং কন্যার মুখে আশ্চর্য্য দেবানুগ্রহ প্রাপ্তির কথা শুনিয়া তাঁহার কোপ কোথায় চলিয়া গেল! তিনি সূর্য্যদেবের এরূপ অনুগ্রহে নিজ বংশকে ধন্য জ্ঞান করিলেন এবং ভাবিলেন যে এই কুমারীর গর্ভজাত সন্তান তাঁহার বংশকে চিরকালের জন্য গৌরবের আলোকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। এই ভাবিয়া তিনি কন্যাকে যথোচিত আশীর্ব্বাদাদি করিয়া প্রস্থান করিলেম। যথাকালে এই অলৌকিক বীরবর মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। (১)

মোগলবীর জেঙ্গিশখাঁর জন্মসম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ একটী উপাখ্যান আছে। অনেকে তাই মনে করেন যে যশের আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষিত হইয়াই কুলপঞ্জিকার লেখক তিমুরের জন্মবিবরণে জেঙ্গিশখাঁর আখ্যায়িকাটী আরোপ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে তিমুরের পিতার নাম হইতেই এই অলৌকিক কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে। তিমুরের পিতার নাম টারগে,—এবং টারগে শব্দের অর্থ আলোকের উপাদান। এই টারগেও সমগ্র তুর্কীস্থানের সম্রাট্ হুসেনখাঁর রাজসভার এক সম্ভ্রান্ত ওমরা ছিলেন এবং তাঁহার সহিত সম্রাটের নৈকট্য জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ ছিল। টারগে নাম হইতেই হউক,—আর যে কারণেই হউক,—আমরা যেমন পাইয়াছি, তেমনই আখ্যায়িকাটি বলিলাম; এইক্ষণে ইহার সত্যাসত্যের বিচার করা পাঠক মহাশয়ের কার্য্য। তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি, সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ, নাগকুল এবং অগ্নিকুল নৃপতিদিগের জন্মভূমির পাঠকের নিকট এরূপ আখ্যায়িকা যে নূতন নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

যদিও তিমুরলঙ্গের পিতা মাতা উভয়েই সম্ভ্রান্তবংশীয় এবং উভয়েই রাজকুলের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ছিলেন, তথাপি বালক তিমুর বাল্যাবস্থায় ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত হন নাই। মোগলজাতির বিশেষত্ব এই যে তাহাদের প্রত্যেকেরই বৃহৎ বৃহৎ পশুপাল থাকে, তিমুরের পিতারও অনেক গো মেষ ছিল। দেশের প্রচলিত নিয়মানুসারে ভারতের ভবিষ্যৎ বাদশাহকে বাল্যকালে পশুচারণ করিতে হইত। তবে তিনি সাধারণ রাখালবালকদিগের মত ছিলেন না। বাল্যকাল হইতেই প্রতিভা তাঁহাকে অসাধারণ করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি সমবয়স্ক এবং অধিকবয়স্ক পশুপালদিগের মধ্যে স্বীয় প্রতিভার বলে অতিশয় সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, এমন কি সকলে তাঁহাকে রাজার ন্যায়ই ভয় ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করিত এবং বিনা বিচারে বা আপত্তিতে তাঁহার যে কোন আদেশ অবনত মস্তকে প্রতিপালন করিত। কি শারীরিক শক্তি সামর্থ্যে, কি বুদ্ধির প্রখরতায় তিনি এইরূপে স্বীয় দলের দলপতি বলিয়া গণ্য

(১) হিজিরা ৭৩৬ অথবা ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

হইয়াছিলেন। রাখালদিগের মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবাদ অথবা বিগ্রহ হইত, সেই সকলের মীমাংসা এই রাখালরাজ তিমুরলঙ্গই করিয়া দিতেন এবং কেহই তাঁহার সেই আদেশ অমান্য করিতে সাহস করিতেন না। এমন কি সেই আদেশের বিরুদ্ধে কেহ আপীল পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন না। এইরূপে বাল্যকালেই তিনি একটী ক্ষুদ্র রাজার ন্যায় রাজশক্তির পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। একদা একটী যূথভ্রষ্ট উষ্ট্র কোথা হইতে আসিয়া এই রাখাল সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত ভূমিতে প্রবেশ করায় তাহারা এই পশুটীকে লইয়া কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া তাহার উচিত ব্যবস্থা জন্য রাখালরাজের নিকটে গিয়া বিষয়টী জানাইল। রাখালরাজ তাহার যেরূপ ব্যবস্থা করিলেন,—আপনারা শ্রবণ করুন। তিনি বলিলেন "যদি এই উষ্ট্রটী কোন সমতল ভূমির পথ ধরিয়া তোমাদের পালে আসিয়া থাকে,—তাহা হইলে পশুটী যে স্থান হইতে যূথভ্রষ্ট হইয়া আসিয়াছে, তথায় পাঠাইয়া দিতে হইবে, যাহাতে সে নির্ব্বিঘ্নে নিজপালে ফিরিয়া যাইতে পারে; আর যদি উহা পর্ব্বতীয় পথ দিয়া আসিয়া থাকে,—এবং সে পথ দিয়া উহাকে যাইতে দিলে, পথিমধ্যে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু দ্বারা উহার প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে পশুটীকে তোমরা নিজদলে লইতে পার।

ক্রমশঃ এই বাল্যলীলা হইতে প্রকৃতঃই তৈমুরলঙ্গ রাজশক্তি লাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গিগণ ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া এক এক জন এক এক বীরপুরুষ হইয়া উঠিলেন এবং তিমুরও উহাদের দলপতিরূপে ক্রমশঃ শক্তিশালী পুরুষ হইয়া উঠিলেন। এই শক্তিলাভে তাঁহার স্বজাতীয় মোগলগণ ক্রমশঃই শঙ্কিত হইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের শঙ্কা কিছু অমূলক ছিল না; যে হেতু তিমুর প্রকৃতরূপেই রাজশক্তির পরিচালনা করিতেছিলেন। একদা এক গৃহস্থের মেষপাল হইতে একটী মেষকে তরক্ষুতে লইয়া যায় এবং তিনি তাহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত এই রাখালরাজের শরণাপন্ন হন,—রাখালরাজ অভিযোগের বিষয় যথারীতি শ্রবণ করিয়া অপরাধী মেষপালককে তাহার ত্রুটির জন্য বেত্রাঘাত দণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা নিয়মিতভাবে প্রতিপালিত হয়। একবার তাঁহার দলের একব্যক্তি চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত হয় এবং বিচারে তাহার দোষ সাব্যস্ত হয়। এই রাজ-বিচারক এবারে অপরাধীকে চরমদণ্ডে অর্থাৎ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তাঁহার আজ্ঞা যে অমোঘ এবং আপীলের অতীত ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সুতরাং হতভাগ্য অপরাধী নিয়মমতই শূলদণ্ডে প্রাণ দিল। এবার কিন্তু এই দণ্ড ব্যাপারে দেশময় হৈ হৈ রব পড়িয়া গেল, এবং মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণ এই নবীন ভূপতি-বিচারক এবং তাঁহার মন্ত্রিদলের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিল। মোগলেরা বীরের জাতি, তাহারা আইন আদালতের বড় একটা ধার ধারিত না, সুতরাং তাহারা নিজেই প্রতিবিধানের জন্য প্রস্তুত হইল। এক বিস্তৃত ক্ষেত্রের একদিকে প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তিগণ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান হইল এবং অপর পক্ষে তিমুর স্বীয়

দলের যুবকবৃন্দকে লইয়া নিজ প্রভুতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে সজ্জিত হইলেন। যথাকালে বিগ্রহ আরম্ভ হইল, প্রতিপক্ষ এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ নবঘটিত সেনার সম্মুখে তিষ্টিতে পারিল না এবং অতিশীঘ্রই তিমুর শত্রুপক্ষকে সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত করিয়া নিজ প্রভুত্ব-শক্তি অব্যাহত রাখিলেন। এই ঘটনা হইতে তিমুর এবং তাঁহার দলের যুবকগণ বিজয়লাভের যে কি উন্মাদনকর আনন্দ তাহার আস্বাদ পাইলেন। তৈমুরের জয়লাভের বার্ত্তা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, শত সহস্র মুখে নানাপ্রকারে পল্লবিত ও সুশোভিত হইয়া বিদ্যুদ্বেগে প্রচারিত হইল এবং দেশের বীর্য্যবান্ তরুণ যুবকগণ দলে ২ আসিয়া তাঁহার আশ্রয়গ্রহণ করিল এবং তৎপার্শ্ববাসী প্রজাবৃন্দ তাঁহাকে রাজা বলিয়া অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইল। এইরূপ খেলা হইতে একটী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল।

রাখালরাজ হইতে রাজা হওয়ার উপাখ্যান ভারতের ইতিহাসে নূতন নহে। ব্রজের রাখালরাজের কথা ভারতবাসীমাত্রেই জানেন, তিনি কিরূপে কংসাসুরকে বিনষ্ট করিয়া মথুরার এবং পরে দ্বারকার রাজা হইয়াছিলেন তাহা আমাদের হৃদয়ে গাঁথাআছে। প্রখ্যাত মেওয়ার বা মিবার রাজ্যের স্থাপয়িতা বাপ্পারাওয়াল এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ গোহ উভয়েই বাল্যকালে রাখালরাজ ছিলেন এবং উত্তর কালে উভয়েই রাজা হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরের "বাদীরাজা" দিগের আদি পুরুষ এবং কোচবিহার কামতাপুরের খেনরাজবংশের আদিপুরুষ ও বাল্যকালে রাখাল ছিলেন আরও কত প্রদেশে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে রাখাল হইতে রাজা হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা কে করিবে?

যাহা হউক আমাদের এই চরিত্র-নায়ক বিজয়লক্ষ্মীর প্রথম আলিঙ্গন সুখ অনুভব করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহার বিজয়স্পৃহা বাড়িয়া উঠিল। তাঁহার দলের পশুপালকগণ তাঁহাকে বলেন যে তাঁহাদের অসংখ্য পশুর নিমিত্ত তাঁহাদের ভূমি পর্য্যাপ্ত হইতেছে না, সুতরাং অধিক ভূমির আবশ্যক। এই আবেদন পাইয়া তিনি রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি করিতে মনস্থ করিলেন এবং প্রথমেই তাঁহার লোলুপদৃষ্টি পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র রাজ্যেরপ্রতি পড়িল, সুলতানমামুদ নামে একজন বীর্য্যশালী ব্যক্তি এই প্রদেশের রাজা ছিলেন। নববিজয়োন্মত্ত তিমুর তাঁহার নবঘটিত মেষপালবাহিনী লইয়া মহোৎসাহে সুলতান মামুদের রাজ্যের শক্তির কেন্দ্রস্বরূপ রাজধানী আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রাজ্যের রাজধানী যে রাজ্যের অপর সমুদয় স্থান অপেক্ষা অধিকতর সুরক্ষিত এবং দুর্গাদি দ্বারা বেষ্টিত—এবং সামান্যসংখ্যক অশিক্ষিত অস্ত্র-শস্ত্রবিহীন মেষপালদিগকে লইয়া একটা রাজার রাজধানী অথবা দুর্গ জয় করা যে সহজ ব্যাপার নহে, তাহা এই নবীন রাজার মনেই আসিল না। তিনি নিশ্চিন্তমনে রাজধানীরদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রতিভা অনেক সময়েই হিসাব করিয়া করিয়া কার্য্য করে না। প্রতিভার কার্য্যপ্রণালীই পৃথক্। (ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

রমণীদিগেরপ্রতি সমাজের এত অকৃপা কেন ?

জানি না রমণীদিগের প্রতি সমাজের এত অকৃপা কেন? কোন্ পাপে তাহাদের এত গভীর যন্ত্রণা? তাহাদিগের যাতনার বিষয় লিখিব বলিয়াই—আজ লেখনী লইয়া বসিয়াছি, প্রবন্ধ লিখিয়া প্রশংসা পাইবার উচ্চাভিলাষ আমার নাই, আমার ক্ষুদ্র প্রাণে সে সাধ, সে আশা জাগিয়া উঠে নাই, বাঙ্গালীর মেয়ের অব্যক্ত যন্ত্রণা দেখিয়া আমার হৃদয় বড় কাঁদে, তাই লিখিলাম। সুধী পাঠক ও পাঠিকাগণ চতুর্দ্দশবর্ষীয়া এই বালিকার এলো মেলো কথাগুলি গুছাইয়া লইয়া পাঠ করিবেন, ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

জানি না কোন্ পাপে বঙ্গে রমণী জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যেই দিন জন্ম সেই দিন হইতেই অনিবার্য্য দুঃখ আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে। যদি দেখিল মেয়ে হইয়াছে সেই সময়েই পিতামাতার মুখ ম্লান হইয়া যায়। এই আরম্ভ হইতে একসূত্রে গ্রথিত হইয়া সমস্ত দুঃখগুলি ক্রমেই বাড়িতে থাকে। মেয়েও বড় হইতে লাগিল, তাহার দুঃখ যন্ত্রণাও বাড়িতে লাগিল। বালিকাবস্থা অজ্ঞানের সময়, এক রকমে কাটে, সে সময়ে কোনও দুঃখ তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় নিপ্পেষিত করে না, কিন্তু জ্ঞানের অঙ্কুর হইতেই প্রাণে কি যেন এক অজ্ঞাত দুঃখ আসিয়া প্রবেশ করে। মেয়ে বিবাহের উপযুক্ত হইলে, পিতাও মনোমত পতি অন্বেষণে ব্যস্ত হন, কিন্তু হায়! সহজে তাঁহার আশা পূর্ণ হয় না। পিতাকে কষ্ট দিবার জন্যই যেন হতভাগিনীর জন্ম। কন্যার বিবাহচিন্তায় পিতার রক্ত দিন দিন শোষণ হয়, পাত্রের হাটে ছেলে ক্রয় করিতে গেলেও দামে বনে না, ছেলে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও একটা পাশ দিয়া থাকে, তবে উহার পিতা ছেলে পড়াইতে যে টাকা লাগিয়াছে, তাহার সুদে আসলে যে ফর্দ্দ দেয়, তাহাতে বাড়ী ঘর বিক্রয় করিয়াও কুল পাওয়া যায় না।

মেয়ে ক্রমে বাড়িতে থাকে, নানা কারণে মাতাপিতার যাতনাও বাড়িতে থাকে। কোন কোন স্থানে এমনও দেখা যায় গ্রামের লোক, লিখিতে লজ্জা হয়, মেয়ে সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা আরম্ভ করে, এবং তিলকে তাল বানাইয়া মেয়ের বাপকে আরও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। কোথায় কন্যার পিতাকে দুই চারিটী ভাল কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিবে, তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে জ্বালাতন করিয়া তুলে। কন্যার পিতা কি করিবে, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না। শত চিন্তা আসিয়া হৃদয়ে বৃশ্চিক দংশন করে। সে চিন্তা সীমাহারা। তাহার সমস্ত প্রকোপ যেন সেই নিরপরাধিনী কন্যার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। "এই সমুদায় কষ্টের কারণ আমি" এই চিন্তা কন্যার হৃদয়খানি মথিত করে। বরপক্ষের লোকেরা কন্যা দেখিয়া চলিয়া যায়, মনোনীত হইতেছে না

কন্যার ক্ষুদ্র হৃদয় অভিমানে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। ইহারা রূপে লক্ষ্মী ও গুণে সরস্বতী চায়, তাহার উপর আবার এক সিন্দুক টাকাও চায়। কন্যাজীবনে এই সময় কি ভয়ানক। যদিও স্নেহময় পিতার মুখ হইতে একটী নিষ্ঠুর কথাও নির্গত হয় না, কিন্তু কন্যার হৃদয় বিষাদে ও চিন্তায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। হায়! সে সময় যদি মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান পায়—সমস্ত জ্বালাই ঘুচিয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় মৃত্যুও ভয় করে—কাজেই এ সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে না।

তার পর বহুদেশ খুঁজিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যদি পাশ করা ছেলে জুটিল, তবে আবার নূতন দুঃখ আঁসিয়া কন্যার পিতাকে ঘিরিয়া ফেলে। বিবাহের দিন হইয়াছে, বরপক্ষীয়গণ উপস্থিত, বিবাহের সমস্ত ত্রুটি মেয়ের বাপের দোষ বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। বরযাত্রী-দিগের আদর অভ্যর্থনা ভাল হয় নাই, সে নিজে আসিয়া গললগ্নীকৃতবাস হইয়া পায়ে ধরে নাই কেন? বরাভরণ ভাল হয় নাই, খাট চৌকী অলঙ্কার, তৈজসপত্রাদি ভাল হয় নাই, আমি অন্য স্থানে ছেলের বিবাহ দিলে ইহার দ্বিগুণ পাইতাম ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ নানা কথা বলিয়া কন্যার পিতার অন্তঃস্থল বিদ্ধ করিতে থাকে। তাই বলি পাপেই রমণীদের জন্ম, কন্যার পিতা না হইলে ত এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বরটী কলেজে পড়িয়া হৃদয়ে এইরূপ উচ্চতা লাভ করিয়াছে যে, পিতার ঐরূপ পৈশাচিক ব্যবহারের একটীও প্রতিবাদ না করিয়া শান্ত-সুধীর পিতৃভক্ত বালকের ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। যদিও পিতার আদেশ পালন করা পুত্রের ধর্ম্ম, কিন্তু পিতার এই প্রকার অন্যায় নিষ্ঠুর ব্যবহারে পুত্রের প্রতিবাদ করা কি কর্ত্তব্য নহে? ধিক্ সে শিক্ষা, যাহাতে হৃদয়ের উচ্চতা লাভ না হয়, সে বি-এ ও এম-এর ফল কি? মন যদি সবল না হয়, হৃদয়ের বৃত্তি যদি উন্নত না হয়, তবে তাহার উচ্চশিক্ষার কোনও মূল্য নাই।

বিবাহ মিটিয়া গেল, মেয়ে শ্বশুরবাড়ী চলিল, পিতামাতার স্নেহাঞ্চলে থাকিয়া এত দিন কেবল সুখের স্বপ্নলহরী দেখিতেছিল, সংসারের কিছুই জানে না, কিছুই বুঝে না। নূতন সংসারে প্রবিষ্ট হইল, দুঃখও নূতন হইল। বাঙ্গালীর মেয়ের বিদ্যা চারুপাঠ কি সীতার বনবাস হইতেই শেষ হয়, কিন্তু স্বামীটী পাশ করা, কাজেই অশিক্ষিতা স্ত্রী তাঁহার ভাল লাগে না। স্বামী মনে করেন "আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী—পৃথিবীর সমস্ত বিদ্যাই আমার আয়ত্বাধীন—আমার ন্যায় সর্ব্ববিদ্যাবিশারদের এইরূপ স্ত্রী উপযুক্ত হয় নাই।"

কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তাঁহার শিক্ষার অনেক বাকী। এই স্বার্থপর জগতে বক্তৃতার বাহাদুরী অনেকেই দেখাইতে পারেন, সংবাদ-পত্রে অনেকেই প্রবন্ধ লিখিতে পারেন, কিন্তু আর্ত্তের চক্ষুজল মুছাইতে কয়জন অগ্রসর হন। যে দিন পরের দুঃখে হৃদয়ে আঘাত লাগিবে, যে দিন অন্যের চোখের জল দেখিয়া নিজের চোখের জল আসিবে, সেই দিন মানুষের প্রকৃত শিক্ষা হইয়াছে বুঝিব।

সেই বহু পাশ করা স্বামীর ইচ্ছা যে তাঁহার পত্নী গণিত বিজ্ঞান শিখুক, দর্শনে প্রবন্ধাদি লিখুক। বাঙ্গালীর মেয়ে সে হয় ত

এ সব শিখে নাই; কাজেই স্বামী মহাশয়ের এই সব অদ্ভুত কথা শুনিয়া ভয় পায়, এ দিকে শ্বশুর শাশুড়ীর আদিষ্ট রন্ধনকার্য্য ভাল পারিল না, কি সময়ে তাঁহাদিগের শুশ্রূষা করিতে পারিল না তাহাতে দোষ, ননদ দেবরদিগের আজ্ঞা ঠিক মত পালন করিতে না পারিলেই বিরাটপর্ব্ব আরম্ভ হয়, কিন্তু হায়! সে বালিকা একা কোন্ দিক কুলাইয়া উঠিবে, হয় ত একদিন বালিকা-বৌ অসুস্থতা বশতঃ শয্যা আশ্রয় করিয়া আছে, শাশুড়ী ডাকিল বৌমা জল দেও, ননদ বলিল চুল বাঁধিয়া দেও, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আদেশ পালন করিতে না পারিলে, নবাবের মেয়ে বড়-লোকের মেয়ে ইত্যাদি মধুর গালি বর্ষণ হইতে থাকে। কিন্তু সেই বালিকার বিষাদমাখা মুখের দিকে কেহ চাহিল না, তাহার নীরব যাতনা দেখিয়া কেহই সহানুভূতি প্রকাশ করিল না। গৃহকোণে লুক্কায়িত বালবধূর সুখে দুঃখে হাসিবার ও কাঁদিবার অধিকারও বুঝি নাই, মারিলেও উহু করিবার অধিকারও নাই, কেবল ঘরে বসিয়া নীরবে অশ্রু মোচন করা ও আপন অদৃষ্টের দোষ দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার ক্ষমতা আছে।

যতদিন রমণীদের এই যন্ত্রণার অবসান না হইবে, ততদিন এই দেশ পাপের ঘোর অন্ধকারে আবৃত থাকিবে এবং বাঙ্গালীজাতির উন্নতি ও সৌভাগ্য সুদূর ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত রহিবে, ইহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই।

এইরূপ অনেক ঘটনা আমি নিজ চক্ষে দেখিয়া অশ্রু মোচন করিয়াছি, তাই মনে যাহা আসিল তাহাই লিখিলাম। ইতি।*

শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা ঘোষ।

পাইখন্দ।

* স্ত্রীলোকের যাতনা ও দুঃখ যেমন স্ত্রীলোকগণ বিশেষতঃ কুলবধূগণ বুঝিতে পারেন, তদ্রূপ অন্যে পারে না। আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর পাইখন্দ নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ভগ্নী চতুর্দ্দশবর্ষ দেশীয়া এই লেখিকার প্রবন্ধটী আমরা সাদরে গ্রহণ করিলাম। বঙ্গদেশে কয়েকজন প্রতিভা-সম্পন্ন মহাত্মা আছেন, যাঁহারা আজীবন রাজনৈতিক বিষয়ে হৈচৈ (shouting) করিয়া তাঁহাদিগের মূল্যবান সময় ও ততোধিক মূল্য-বান শক্তি অপব্যয় করিতেছেন। যে জাতি নিজ সমাজ মধ্যে অপরের দাসত্ব প্রতিক্ষণ করিতেছে, সমাজের প্রধান অঙ্গ স্ত্রীজাতির প্রতি কঠোর দৌরাত্ম্য, তাঁহাদিগকে দাসীর ন্যায় নিজকর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছে, এই প্রকার জাতির পক্ষে স্বায়ত্বশাসন তথা স্বরাজ একটা বিড়ম্বনা নহে কি? আমরা সেই সকল মহাত্মাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা পূর্ণভাবে রাজনৈতিক আলোচনায় যোগদান করিয়া ও যে সচ্ছন্দ অবসর পাই-বেন তাহা সামাজিক সংস্কারে নিযুক্ত করুন। স্ত্রীলোকগণ ও ব্রাহ্মণগণ যে ভাবে বঙ্গীয় সমাজে অবস্থান করিতেছেন, একে দাসত্ব ও অপরে আধিপত্য করিতেছে তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ভিন্ন অন্যোপায় নাই। দুই চারিটী রাজনৈতিক অধিকার পাইলে শক্তি আসিবে না। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-সমাজে নরনারীদের স্বায়ত্বশাসন ভিন্ন আমরা সুসংস্কৃত ও পরিপুষ্ট হইতে পারিব না ইতি।

সম্পাদক।

শ্রীকৃষ্ণাবতারের শ্রেষ্ঠত্ব।

অবতার অব—তৄ+ঘঞ্ অর্থ অবতরণ, নামন অর্থাৎ ঈশ্বরের মনুষ্যাদিরূপে অবির্ভাব। প্রথমতঃ দেখা উচিত ঈশ্বর কি এবং তাঁহার কোন অস্তিত্ব আছে কি না? এবং তৎপর দেখা উচিত তাঁহার মনুষ্যাদিরূপে এ সংসারে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভবপর কি না? তদনন্তর ইহাই দেখান আবশ্যক যে ভগবান্ মনুষ্যাদিরূপে যতবার এ ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণাবতারই সর্ব্বোৎকর্ষ। এ সংসারে যাহা কিছু দেখি তৎসমুদায়েরই উৎপত্তিস্থল বা এক মূলাধার অবশ্যই বিদ্যমান রহিয়াছে। পশু, পক্ষী, মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ, চেতন, অচেতন বা অর্দ্ধচেতন, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, স্থাবর, জঙ্গম সকলেরই এক আদি উৎপত্তি স্থল বা মূলাধার রহিয়াছে।

উদাহরণস্বরূপে বৃক্ষ বীজ হইতে এবং এই বীজ আবার অন্য বীজ হইতে এইরূপে তাহারও একটা আদি বা মূল কিছু না কিছু অবশ্যই আছে। শ্রীরামচন্দ্র দশরথ হইতে, দশরথ অজ হইতে, অজ রঘু হইতে, এইরূপে ইক্ষ্বাকুবংশেরও একজন বীজপুরুষ রহিয়াছেন। সমগ্র মানবসমাজেরও একজন আদিভূত মূল বীজপুরুষ অবশ্যই বিদ্যমান ছিলেন। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূল আবার কোন বৃহত্তর মূলাধার হইতে উদ্ভূত। সুতরাং এ সংসারেরও কোন এক মূল পুরুষ বা মূলাধার অবশ্যই থাকার সম্ভাবনা।

আবার এ সংসারে কোন কর্ত্তা ব্যতীত কোন ক্রিয়াও সুসম্পন্ন হইতে দেখি না। অগ্নি জ্বলিতেছে তাহার দাহিকাশক্তির বলে। বৈদ্যুতিক যন্ত্র চলিতেছে তাহার বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে। এইরূপে প্রতি মুহূর্ত্তে যাহা ঘটিতেছে তাহারই কর্ত্তা বিদ্যমান। সুতরাং এই জগৎসংসারের মূলাধার, ঘটনাবলীর আদি কারণ সৃষ্টিকর্ত্তাস্বরূপে অবশ্যই কেহ আছেন। তিনি নিরাকার কি সাকার এ প্রশ্নের এস্থলে উত্থাপন অনাবশ্যক।

অগ্নি জ্বলিতেছে, বায়ু বহিতেছে, বিদ্যুতের অসংখ্য স্রোত যাতায়াত করিতেছে, পরমাণু সকল যোগে ও বিয়োগে সৃষ্টি গড়িতেছে এবং ভাঙ্গিতেছে, এবং রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি বিবিধ ভাবে অনন্ত খেলা খেলিতেছে। আবর্ত্তের পর আবর্ত্ত, বিবর্ত্তের পর বিবর্ত্ত, অঙ্কুরের পর পল্লবোদ্গম, পল্লবোদ্গমের পর ফুল, ফুলের পর ফল, পরিণতির পর প্রকৃষ্ট পরিণতি, প্রক্রিয়ার পর প্রকৃষ্ট প্রক্রিয়া, দিবা শেষে রাত্রি, রাত্রি শেষে দিবা,—এইরূপে এ বিশ্বসংসার নিয়ন্ত্রিত হইয়া চলিতেছে। অনন্ত আকাশ দেশের সংখ্যাতীত গ্রহ উপগ্রহ হইতে এই পৃথিবীর সামান্য বালুকাকণাও নিয়তির শাসন লঙ্ঘনপূর্ব্বক নড়িতে চড়িতে সমর্থ নহে। এই বিশ্বজনীন শাসনপ্রণালী কোথা হইতে আসিল এবং কে ইহার প্রণেতা? এই অত্যাবশ্যক প্রশ্নের অনুশীলনে চিন্তার নিভৃতনিবাসে মন সমাহিত হইলে

স্বীয় স্বীয় অন্তরের অন্তরতম স্থান হইতেই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত হয়।

আবার যেরূপ কোন পদার্থ না থাকিলে, তাহার ছায়া হয় না সেইরূপ কোন জিনিস না থাকিলে তাহার কল্পনাও হয় না। সুতরাং ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্ত্তা না থাকিলে এ শব্দটী সমগ্র দেশের প্রায় যাবতীয় মনুষ্যকণ্ঠে চিরকাল বিরাজমান থাকিতে পারিত না। তর্কস্থলে কেহ বলিতে পারেন তাহা হইলে কি অশ্ব-ডিম্বের কোন অস্তিত্ব আছে? প্রত্যুত্তরে বলিতে চাই, অশ্বাখ্যায় পশুও যথেষ্ট আছে এবং পক্ষ্যাদির ডিম্বও যথেষ্ট আছে সুতরাং কল্পনার চিরন্তন নিয়মের ব্যতিক্রম হইতেছে না। প্রতিপাদ্য স্থলে আমরাও না হয় ঈশ্‌ শব্দের উত্তর বরচ্‌ প্রত্যয়ের সংযোজনা না করিলাম, কেবল ঈশই রাখিলাম। ফলতঃ সাক্ষ্য আইন মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর দ্বিধা করা চলে না। কারণ, এই ভারতের আর্য্য-ঋষিগণ এবং সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশেরও অধিকাংশ বুধমণ্ডলী—জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করায় অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন আমাদেরও ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিয়া লওয়া যুক্তিসঙ্গত। অধিকাংশের মতানুসারে মত সমর্থন অত্যাবশ্যক হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্যই মানিতে হইবে। বিশেষতঃ নিতান্ত নাস্তিকের জন্য আমাদের অবতার শীর্ষক প্রবন্ধের অবতারণা করা হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ মনুষ্যরূপে এ সংসারে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ভগবানের আবির্ভাব সম্ভবপর কি না?

ঈশ্বর বিশ্বাসী সকলেই বলেন, ঈশ্বর সর্ব্ব-শক্তিমান্‌ সুতরাং তিনি ইচ্ছা করিলে কি মানবরূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন না? যদি তাহা না পারেন, তবে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্‌ বলা চলে না এবং তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্ব-শক্তিমত্তার উপর সীমা নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ করিতে হয় কিন্তু তাহাতে ভগবদ্ভক্ত কেহই সম্মত হইবেন না; সুতরাং তিনি স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া নরাকারে এ ধরা-ধামে অবতীর্ণ হইতে পারেন ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

কেহ আপত্তি করিতে পারেন ঈশ্বর এ পৃথিবীতে মনুষ্যরূপেই অবির্ভূত হইবেন কেন? প্রত্যুত্তরে বলিতে চাই জ্ঞান ও ধর্ম্মে মনুষ্যই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব—সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ এবং মনুষ্যের জন্যই পৃথিবীর উন্নতি ও স্থিতি সুতরাং "পরিত্রাণায় সাধূনাম্‌ বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্‌ ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়" ভগবানের নর-রূপে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভবপর। আবার কেহ কেহ বলিতে চান যে ঈশ্বর কতকগুলি স্থায়ী নিয়মের অধীনে এ জগৎ চালাইতেছেন এবং জগতের স্থিতি সম্বন্ধে তাহাই যথেষ্ট সুতরাং অকারণে তিনি এ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন কেন? বিজ্ঞান শাস্ত্রের সাহায্যে ইহাই বুঝিতে পারি যে, জগৎ ক্রমে অসম্পূর্ণ ও অপরিণতাবস্থা হইতে সম্পূর্ণও পরিণতাবস্থায় আসিতেছে এবং এখনও জগতের সুখ-শান্তির অনেক বাকী, উন্নতির অনেক বাঁকী। সেই সুখ বা উন্নতির মূল "ধর্ম্ম", সুতরাং ধর্ম্ম শিক্ষা-দানার্থ সর্ব্বমঙ্গলাধার হিতাকাঙ্ক্ষী ভগবানের আবির্ভাব অসঙ্গত ও অপ্রাসঙ্গিক হইতে পারে না।

ঈশ্বর আমাদের চলাচল শক্তি দিয়াছেন এবং যন্ত্রস্বরূপ পদও দিয়াছেন। কিন্তু আমরা আমাদের গন্তব্যস্থানে শীঘ্র শীঘ্র পঁহুছিবার

জন্ম বাষ্পীয় পোতের সাহায্য গ্রহণ করিয়া সফলমনোরথ হই। সুতরাং সেই বাষ্পীয় পোতের আবিষ্কর্ত্তা জর্জ্জ ষ্টিফেনসনের জন্মও নিরর্থক নহে। সেইরূপ যদি জগতের উন্নতিই লক্ষ্য হয় এবং সেই উন্নতির জন্ম একমাত্র "ধর্ম্মই" লক্ষ্য হয়, তবে সেই ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের জন্ম দয়াময় ভগবান্ কর্ম্মবীর মহাপুরুষরূপে নরশরীর ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইতে পারেন এবং সম্মুখে আদর্শস্বরূপে উপস্থিত থাকিলেই তাঁহার উদাহরণে ও অনুপ্রাণনায় মনুষ্যসমাজ পরিচালিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া ধর্ম্মজগতে শীঘ্র শীঘ্র উন্নীত হইয়া সাফল্য লাভে কৃতার্থ হইতে পারে। উপদেশ অপেক্ষা আদর্শে শিক্ষা অতি দ্রুত সাফল্যলাভে সমর্থ। আবার ভগবান্ ব্যতীত এইরূপ আদর্শত্ব অন্যে সম্ভবে না, সুতরাং বিধাতার আবির্ভাব সম্ভবপর ঘটনা। এতদুপলক্ষে কেহ বলিতে পারেন ভূমিকম্পে, জলপ্লাবনে ও দাবানলে বহুপ্রাণী বিনষ্ট হইতে দেখা যায় কিন্তু তাহাদের রক্ষণার্থ ভগবানের আবির্ভাব দেখিতে পাই না কেন? উত্তরে বলিতে চাই ব্যক্তি বিশেষের বা সহস্র সহস্র লোকের দেহের বিনাশ দ্বারা তাহার বা তাহাদের জীবাত্মার বিনাশ হয় না এবং তদ্দারা ধর্ম্মেরও বিনাশ হয় না সুতরাং তদ্বিষয়ে তাঁহার হস্তক্ষেপ অনাবশ্যক।

বিশেষতঃ অনন্তও অসীম বিধাতার পক্ষে তাঁহার সংখ্যাতীত কোটি কোটি জগতের তুলনায় ঐ সমষ্টি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অধিকন্তু তাহাদেরও ধ্বংস হয় না, পরিবর্ত্তন বা অবস্থান্তর হয় মাত্র। এখন বুঝিলাম ধর্ম্ম রক্ষণার্থ জগতের উন্নতিকল্পে ঈশ্বর মানবরূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন, সুতরাং অবতীর্ণ হইলে ভারতীয় সমাজে জন্ম পরিগ্রহে বাধা কি? এই ভারতবর্ষই প্রকৃতীর লীলাভূমি! এখানে একদিকে যেমন মরীচিকাময় প্রান্তরের অনাবরণ বেশ, অন্যদিকে তেমনি স্বচ্ছসলিল-পূর্ণ-হ্রদ সরোবর; একস্থানে যেমন কুলকুল প্রবাহিনী স্রোতস্বতী, অন্য স্থানে আবার তেমনি অভ্রভেদী তুঙ্গশৃঙ্গসমন্বিত পর্ব্বতমালা, ইহার একস্থানে যেমন পার্ব্বত্য প্রদেশের শাল-তমাল-তালসঙ্কুল ঘন বিজন কানন এবং সুপেয় পয়ঃনিঃসরণকারী প্রস্রবণ, অন্যস্থানে আবার শস্যশ্যামলা জনপদের অপূর্ব্ব শোভা এবং সুরভি-কুসুম-শোভিত রম্যোদ্যানের মোহিনীমূর্ত্তি; তাহার একদিকে হিংস্রকজন্তুর গভীর গর্জ্জনে হৃদয়ে আতঙ্ক জন্মায় আবার অন্যদিকে তাহারই সুললিত বিহঙ্গকূজনে প্রাণে অমৃত প্রবাহের সঞ্চার করে। ভূধর পরিবেষ্টিত সাগর পরিখান্বিত বৈচিত্র্যময়ী ভারতভূমি বিধাতার' এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি, ইহা জগতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। বিশেষতঃ যখন পৃথিবী অজ্ঞান তিমিরের ক্রোড়দেশে সুষুপ্ত ছিল তখন জ্ঞানালোকের বর্ত্তিকা লইয়া সর্ব্বাগ্রে এই দেশীয় মহাপুরুষেরাই পৃথিবীকে জাগাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মানসাকাশে ব্রহ্মজ্ঞানের পাবক শিক্ষা স্বতঃস্ফুরিত হইয়া সমস্ত জগৎ আলোকিত করিয়াছিল। সুতরাং সেই ঋষি-অধ্যুষিত পবিত্রদেশে, বিধাতার এহেন রম্যোদ্যানে ভ্রমণচ্ছলে ভগবানের অবতরণ অধিকতর সম্ভবপর ঘটনা এবং তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। এইরূপে এ ভারতে লোকশিক্ষার্থ. সাধুদিগের রক্ষার

জন্য এবং ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থ ভগবান্ বহুবার অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং জগতের অন্যান্য স্থানেও আবির্ভূত হইয়া মনুষ্যরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবতারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং তাহাই সম্পূর্ণ আদর্শ। কারণ যেখানে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসকলের স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা সেই স্থানেই অবতারের চরমোৎকর্ষ। আমরা দেখাইব যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণাবতারেই মনুষ্যরূপে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিনিচয়ের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা হইয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্র—ধনুকধারী মহাবীর, প্রজারঞ্জক নৃপতি, পিতৃআজ্ঞাপালক, ভ্রাতৃস্নেহের পরিপোষক, সুশীল ও সচ্চরিত্র। কিন্তু তাঁহার মানসিক বৃত্তি সর্ব্বাঙ্গীন সফলতা লাভে সমর্থ হয় নাই। তিনি বিপদে অধীর হইয়াছেন এবং তজ্জন্য বুদ্ধিভ্রম বশতঃ বালীবধ প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে ব্রতী হইয়া চরিত্রের পূর্ণশুদ্ধিতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। এমন কি কেবল প্রজারঞ্জনার্থ অকারণে সাধ্বী সীতা পরিত্যাগ করিয়া চিত্তের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়াছেন; কারণ তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষ লোকসমালোচনার ভয়ে নিতান্ত সাধারণ লোকের ন্যায় প্রমাণাভাবে অকারণ এইরূপ জীবন-সঙ্গিনীকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন—ইহাই আমার ধারণা সুতরাং তিনি সম্পূর্ণ আদর্শের অযোগ্য। বামনাবতারে কেবলমাত্র বলির-ই দর্প চূর্ণ হইয়াছিল। অতি দানে বলি বড়ই অহঙ্কারী হওয়ায় এবং তজ্জন্য সাধারণের ভয়ের যথেষ্ট কারণ উদ্ভূত হওয়ায় ভগবান্ তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা বাড়াবাড়ি কিছুই ভাল নহে—এই শিক্ষা জগতের জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং উক্ত বামনও মনুষ্যসমাজের সম্পূর্ণ আদর্শের অযোগ্য। নৃসিংহাবতারে ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপীত্ব ও ভক্তের অভয় প্রদান বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল এবং ধর্ম্মদ্বেষীর সংহারে ধর্ম্মের সুবিহিত গতির অন্তরায় তিরোহিত হওয়াই প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু তাহা সুসভ্য ও সুসংস্কৃত মনুষ্যের চিরন্তন আদর্শ না হওয়ায় নৃসিংহ অবতার সমগ্র মানবসমাজের সম্পূর্ণ আদর্শের অযোগ্য।

পরশুরাম বীরপুরুষ ও পিতৃভক্ত বটে। কিন্তু তাঁহার পিতার জনৈক শত্রুর দোষে বৈরনির্য্যাতন মানসে বহু নির্দ্দোষী ক্ষত্রিয় সংহার করিয়াছিলেন এমন কি তাঁহার হস্তে অসহায়া ও গর্ভিণী ক্ষত্রিয়া পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি পায় নাই; বিশেষতঃ মাতৃহত্যা মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন সুতরাং তাঁহার তেজো-বীর্য্য কেবল নিরপরাধ অধিকাংশ ক্ষত্রিয়ের সংহারেই নিয়োজিত ছিল। এবং তিনিও শ্রীরাম চন্দ্র ও ভীষ্ম প্রভৃতি মহাবীরদিগের নিকট পরাভূত হইয়াছিলেন। দয়া, মায়া, ক্ষমা, স্নেহ, প্রীতি প্রভৃতি কমনীয় গুণের লবলেশও তাঁহার পাষাণহৃদয়ে স্থান পায় নাই, এমন কি বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা তদীয় সাধারণ বিচারশক্তি পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল। এহেন রুদ্রাবতার অগ্নিশর্ম্মা বিচার-মূঢ়-মানব, সুসভ্য মানুষ সমাজের সম্পূর্ণ আদর্শ হইতে পারে না। বুদ্ধদেব জ্ঞানচর্চ্চায় জগতে বরণীয় ও দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় হইয়া রাজনীতিজ্ঞরূপে নৃপতি ভাবে এবং ধনুর্দ্ধররূপে জীবনের কোনভাগে ধরাতল

সুশোভিত করেন নাই। কেবল যোগাভ্যাসে, জ্ঞানচর্চ্চায় এবং অভিমত সংস্থাপনার্থ সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সুতরাং শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির সামঞ্জস্য ও পরিণতি তাঁহাতে সম্যক্ না থাকায় তিনিও সর্ব্বতোভাবে মনুষ্যসমাজের সম্পূর্ণ আদর্শের অযোগ্য।

শ্রীচৈতন্যদেবের হৃদয়ে প্রেমের মন্দাকিনী তর তর বেগে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশ এমন কি সুদূর উৎকল পর্য্যন্ত ভাসাইতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু কেবল প্রেম, ভক্তি এবং প্রীতিই জীবের সমগ্র সম্পদ হইতে পারে না। মানসিক বৃত্তি কেবল ইহাতেই সীমাবদ্ধ নহে। মনুষ্যোচিত তেজো-বীর্য্য ও বীরত্বের কোন চিহ্নই তাঁহার জীবনব্যাপী সাধন ভজন ও প্রচার কার্য্যের কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য ও পরিণতি সম্যক্ তাঁহাতে দেখিতে পাই না সুতরাং তিনিও সমগ্র মনুষ্যসমাজের পূর্ণআদর্শ হইতে পারেন না।

মহাত্মা যীশুখৃষ্ট ক্ষমার অবতার ছিলেন কিন্তু তিনি বিদ্বান ও অত্যন্ত জ্ঞানী ছিলেন না। তাঁহাতে রাজ্য শাসনোপযোগী বুদ্ধি, সেনাপতির সৈন্যপরিচালন কৌশল এবং কূট-রাজনীতিজ্ঞের মন্ত্রণাজাল উদ্ঘাটনের প্রখরা প্রতিভা ছিল না। সে হৃদয় কমনীয় গুণেই সুশোভিত ছিল। দয়া, মায়া, ক্ষমা, বিনয় প্রভৃতি গুণেই তিনি অলঙ্কৃত ছিলেন এবং এক শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত ক্ষমার এমন আদর্শ জগতে আর কেহই নাই; কিন্তু যীশুও উল্লিখিত কারণে যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া সুসভ্য মনুষ্য সমাজের পূর্ণ আদর্শ স্বরূপে চিরকাল পূজিত হইবার অযোগ্য; কারণ শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি-নিচয়ের সম্পূর্ণ পরিণতি ও সামঞ্জস্য তাঁহাতে পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং তিনিও চিরকাল মনুষ্যসমাজের সম্পূর্ণ আদর্শ হইবার অযোগ্য।

মুসলমানধর্ম্মের প্রচারক মহম্মদ আরবীয় হৃদয় দ্রবীভূত করিতে কঠিনতারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। একহস্তে কোরাণ এবং অন্য হস্তে শাণিত তরবার গ্রহণে স্বীয় মত প্রচারে হৃদয়ে কঠিন ও নীরস ভাবেরই উদ্দীপনা করিয়াছিলেন। সে হৃদয়ে কোন মধুর ভাবের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। তিনি কলাবিদ্যায় ও রাজনীতিতে অনভ্যস্ত ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহাতে জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ না থাকায় তিনিও সমগ্র মানবীয়সমাজের সম্পূর্ণ আদর্শ হইতে পারেন না। আমরা পৃথিবীর প্রায় সমুদায় প্রধান প্রধান অবতারের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিলাম। এখন শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ আলোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করিব যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণাবতারেই শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি, পরিণতি সামঞ্জস্য ও সফলতা দেদীপ্যমান সুতরাং কেবল তিনিই চিরকাল সমগ্র মানব-জাতির সম্পূর্ণ আদর্শ।

সকলেই অবগত আছেন যে জগতের সমুদায় মহাপুরুষদিগের জীবনেই অনেক অনৈসর্গিক ঘটনা ঘটিয়া থাকে এবং তাঁহাদেরও অনেক শত্রু থাকে এবং তাঁহাদিগেরও দুর্ঘটনার সম্মুখীন হইয়া আত্ম-পরীক্ষার বিষম অগ্নি-পরীক্ষায় পার হইতে হয়। শ্রীকৃষ্ণেরও জীবন-সংগ্রামে বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল, তাঁহারও যথেষ্ট শত্রু ছিল এবং তাঁহার জীবনেও অনেক অনৈসর্গিক ঘটনা

ঘটিয়াছিল। এবং যেরূপ সকল মহাপুরুষের জীবনেই কোন না কোন মহদুদ্দেশ্য থাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জীবনেও সেইরূপ মহদুদ্দেশ্য রহিয়াছে। তিনি নৈতিক জীবন সংগঠন এবং ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আমরা প্রথমতঃ তাঁহাতে অযথা আরোপিত দোষের সমালোচনা করিয়া উপসংহারে তাঁহার সংখ্যাতীত গুণাবলীর ইঙ্গিত করিয়া প্রস্তবনা শেষ করিব।

বিরুদ্ধবাদীরা পূতনা-বধে, কংস-জরাসন্ধ শিশুপালনিধনে, বৃন্দাবন লীলায়, তাঁহার বহু-বিবাহে, খাণ্ডব-দহনে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটনে এবং ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ বধে অযথা তাঁহাকে দোষী অবধারণে তাঁহার পূর্ণ আদর্শতার উপর এমন কি আদর্শতার উপরেই সন্দেহের গুরুভার অর্পণ করেন। আমরা ঐ সমুদায় আরোপিত দোষের প্রক্ষালনে চেষ্টা পাইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণসমীপে তাঁহার বিনাশার্থ বিষ-মিশ্রিত স্তনসহ পাপিয়সী পূতনা দুরাত্মা কংস-কর্ত্তৃক প্রেরিতা। শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যরূপে সমাজের নৈতিক জীবন উন্নত করিতে এবং ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ। সুতরাং তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যময় জীবনের মহদুদ্দেশ্য সংসাধিত না করিয়াই অকাল-শুষ্ক-কুসুমের ন্যায় ঢলিয়া পড়িবেন কেন? বিশেষতঃ তাঁহার পুণ্যময় জীবন পরার্থে জগতের হিতার্থে নিয়োজিত সুতরাং সে জীবন রক্ষা সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ অত্যাবশ্যক. এমতাবস্থায় পূতনা-বধ দোষাবহ নহে। দুরাত্মা কংস পাপাচারী এবং তাহার দ্বারা মানুষের নৈতিকজীবন পাপকালিমায় কলুষিত হইতেছিল, বিশেষতঃ সেও এইরূপ সর্ব্বজন-হিতকারী অমূল্য কৃষ্ণ-নাশে দৃঢ়সংকল্প এবং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত নৈতিক-জীবন সংগঠন এবং ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন অসম্ভব; এমতাবস্থায় সাধারণের হিতার্থে শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়াছেন সুতরাং তাঁহাকে দোষী করা যায় না। খৃষ্টের উপদেশ "এক গণ্ডে আঘাত করিলে তৎক্ষণাৎ অন্য গণ্ড প্রত্যর্পণ" সব সময়ে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। দংশনোন্মুখ কালসর্পসমীপে দেহপ্রত্যর্পণ নির্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র। তদবস্থায় কাল-সর্পকে বিনাশ করাই যুক্তিসঙ্গত। ভগবান্ মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ, সুতরাং মনুষ্যোচিত ব্যবহার না করিলে মানুষ তাঁহার অনুকরণে যত্নশীল হইবে কেন, তাঁহাকে আদর্শ ভাবিবে কেন? রক্তমাংসবিশিষ্ট মানুষের ক্ষমার একটা সীমা আছে। লোকের শিক্ষা প্রদান জন্য, জগতের হিতের জন্য সমাজদ্রোহী ও ধর্ম্মদ্রোহী-দিগকে বিনষ্ট করা দোষনীয় নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগেন্দ্র কুমার বসু বর্ম্মা।

সীতা।

ভুবনবিজয়ী রাজা দশরথ এবং রাজর্ষি জনক ভারতবাসীর নিকট চিরপরিচিত। সীতা এই রাজর্ষি জনকের প্রাণাধিকা দুহিতা এবং রাজা দশরথের প্রিয়তম পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের বনিতা।

জনকদুহিতা সীতা মাতৃহীনা। জন্মাবধি তিনি মাতৃ-মুখ দেখিতে পান নাই। ধরিত্রী-দেবীকেই তিনি মাতা বলিয়া জানিতেন। এবং তাঁহারই স্নেহ-শীতল সুবিশাল ক্রোড়ে লালিতা, পালিতা ও পরিবর্দ্ধিতা বলিয়া সীতা-চরিত্র বসুধারই অনুরূপ সহিষ্ণুতার আধার হইয়াছিল।*

আমরা সীতার প্রথম দর্শন পাই জনক-ভবনে—ধনুর্ভঙ্গ পণে। বিবাহপ্রসঙ্গে, সীতা আর দশজন বালিকার ন্যায় চিত্তে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ অনুভব করিতে পান নাই। পিতার ধনুর্ভঙ্গপণের কথা স্মরণ করিয়া—কোন্ দানব-দৈত্য বা অসুরপ্রকৃতির বরের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, এই দুশ্চিন্তায় তিনি নিয়ত মগ্ন থাকিতেন। এবং আপনার অনুরূপ পতি-লাভের প্রার্থনায় সময় পাত করিতেন। অব-শেষে ঈশ্বরকৃপায় তিনি রামের ন্যায় সর্ব্বগুণা-ধার লোকাভিরাম পতি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। এবং রামের সীতা তাঁহার বামে বসিয়া অযোধ্যার রাজসিংহাসন উজ্জ্বল করিবেন। নগরময় বিরাট উৎসবের হলহলা; রাজপুরী উৎসবের আনন্দ-কোলা-হলে নিমগ্ন। এমন সময়ে বিধি-বিধানে, বিমাতা কৈকেয়ীর স্বার্থ-সঙ্কর্ষণে, পিতৃসত্য পালন জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে জটা-বল্কল পরিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য দুর্গম দণ্ডকারণ্যে গমন করিতে হইল।

সীতা রাজ-দুহিতা ও রাজ-বনিতা এবং আজন্ম সুখ-সৌভাগ্যের সুশীতল ক্রোড়ে লালিতা পালিতা। তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই অযোধ্যার প্রাসাদভবনে অথবা মিথিলার রাজনিকেতনে রত্নআসনে উপবিষ্ট থাকিয়া অপ্রতিম রাজবৈভব ও ভোগবিলাসের অনন্ত সামগ্রীসম্ভার উপভোগ করিয়া প্রাণে বিপুল প্রীতি অনুভব করিতে পারিতেন। কিন্তু জানকী সেরূপ সাধারণ প্রকৃতির মেয়ে ছিলেন না। তিনি পতি-প্রেম-পাগলিনী হইয়া সে সমস্ত অতুল রাজসম্পদকে তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া পতির সহিত বনবাসিনী হইলেন।

অযোধ্যা হইতে দণ্ডকারণ্য,—এবং দণ্ডকা-

* রামায়ণে কথিত আছে যে, রাজা জনক তদীয় যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন, সহসা লাঙ্গলপদ্ধতি হইতে একটী সুন্দরী কন্যা বাহির হইল। প্রাচীন সংস্কৃতভাষায় লাঙ্গলের পদ্ধতি (ফাল) কে সীতা বলিত, সীতা হইতে কন্যা উঠিল বলিয়া নাম সীতা হইয়াছিল। কোন জড়বাদী বৈজ্ঞানিক হয় ত বলিবেন যে, শকুন্তলার ন্যায় সীতাও কোনও অপ্সরাকর্তৃক যজ্ঞভূমিতে পরিত্যক্তা। সম্পাদক।

রণ্য হইতে দক্ষিণাপথ, পদব্রজে বহুদিনের পথ। সে পথ আবার কণ্টকাকীর্ণ,—সে বন আবার ভীষণ ব্যাঘ্র-ভল্লুক ও বিশালকায় বিষধর অজগর প্রভৃতি হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ। বিকটমূর্ত্তি রাক্ষসেরা (Canibals) সর্ব্বদা সে বনে বিচরণ করে। অযোধ্যার রাজকুললক্ষ্মী ভুবনবিজয়ী রাজা দশরথের পুত্রবধূ,—তদানীন্তন ভারতসাম্রাজ্যের অধিশ্বরী এবং রাজর্ষি জনকের ন্যায় সম্পদশালী মহাপুরুষের কন্যা হইয়াও একমাত্র পতি-প্রেমের আকুলতায় শত দুঃখ-কষ্ট অম্লানবদনে মাথায় পাতিয়া লইয়া, সে ভীষণ বিজনবনে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তমনে দিবারাত্রি পতি-পদ সেবা করিয়া শত দুঃখ-দুর্গতির মধ্যেও পতির প্রাণে এতটুকু প্রফুল্লতা ঢালিয়া দিবার জন্য পতি-প্রাণা সীতা সতত অশেষ যত্ন করিতেন।

ইহার পর দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস রাবণ সীতাকে হরিয়া লয়। দুষ্টকর্ত্তৃক অপহৃতা নিরাশ্রিতা সীতার সে পাষাণভেদী করুণ ক্রন্দন এবং রাবণপুরিতে—অশোকবনে শত চেড়ীবেষ্টিতা সীতার সে অমানুষিক নির্য্যাতন, যার পর নাই শোকাবহ লোমহর্ষণ ঘটনা। সীতার সে মূর্ত্তি চিন্তা করিতেও দুই চক্ষু বহিয়া জলধারা পড়ে—শোক-দুঃখে হৃদয় ফাটিয়া যায়।

দুরাশয় দশানন সীতার চিত্তহরণমানসে কখনও বা আপনার অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা তুলিয়া তাঁহার প্রতি কৃত্রিম স্নেহ-মধুর প্রলোভন, আর কখনও বা রোষকষায়িত রক্তিমনেত্রে খড়্গহস্তে ভৈরবনাদে তর্জ্জন-গর্জ্জন, আবার কখনও বা বিকটদশনা ভীষণ দর্শনা লোলরসনা ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষসীগণের দ্বারা বিষম অত্যাচার ও লোমহর্ষণ ভীতিপ্রদর্শন করিয়াও তাঁহার সতীধর্ম্ম নষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই। লঙ্কার রাবনের ন্যায় শক্তিশালী দুরান্ত রাক্ষস সীতার সতীত্বের প্রদীপ্ত তেজে ভীত হইয়া তাঁহার কেশস্পর্শ করিতেও সাহসী হয় নাই। ইহা সীতা-চরিত্রের অলৌকিকচিত্র এবং গরীয়সী সতীত্বের অতি অদ্ভুত মাহাত্ম্য।

লঙ্কার রাবণের ন্যায় দুরন্ত পুরুষের পতন হইল। সদা হাস্য-কোলাহল-মুখরিত রাবণেরপুরী পুত্রহীনার আর্ত্তনাদে ও পতিহীনার করুণ বিলাপে পূর্ণ হইল। সোণার লঙ্কা আজ শ্মশান।—লক্ষ লক্ষ জনপূর্ণ রাবণ-ভবন আজ লোকশূন্য প্রায়। সতীর উষ্ণ নিশ্বাসে আজ গগনস্পর্শী মহীরুহ ধরাশায়ী হইল! রাবণের সব ফুরাইল, কেবল অক্ষয় কলঙ্করাশি যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া পড়িয়া রহিল। দুর্জ্জনের ইহাই পরিণাম। সীতার উদ্ধার হইল। সতীত্বের জয় হইল।

তার পর সীতার অগ্নিপরীক্ষা। সীতা দুর্জ্জন রাবণভবনে সুদীর্ঘ দশমাসকাল বাস করিয়াছেন; ইহাই সীতার ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন শুভ্রচরিত্র সতীর চরিত্রে রামের ন্যায় মহাবিজ্ঞ ও সুনিপুণ লোকচরিত্রাভিজ্ঞ মহাপুরুষের এরূপ অলীক সন্দেহের কারণ।

সুদীর্ঘ দশমাসকাল অস্নাতা ও অঙ্গসংস্কার-বিবর্জ্জিতা সীতা আজ রামের আদেশে এবং বিভীষণের উপদেশে সদ্যঃস্নাতা ও বস্ত্রাভরণে বিভূষিতা হইয়া স্বর্গীয়া দেবীপ্রতিমার ন্যায় অনন্ত রূপেরডালি লইয়া রামের বামে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার অনুপম রূপমাধুরী দেখিয়া উপস্থিত জনসঙ্ঘ মুহূর্ত্তের জন্য বিস্ময়ে

চমকিত ও স্তম্ভিত হইলেন। এবং অবশেষে দেবীজ্ঞানে তাঁহার উদ্দেশে মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিলেন।

বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। পতিব্রতার আদর্শ ও মূর্ত্তিমতী পুণ্যস্বরূপিণী জগৎবরেণ্য ও জগৎ-শরেণ্য সতীশিরোমণি সীতার সেই ভুবন-মোহিনী রূপের অত্যুজ্জ্বল আলোতে মুহূর্ত্তে রামের স্থায় মহাপুরুষের বিবেকচক্ষু অন্ধ হইল। এমন সোণার প্রতিমা—এরূপ অপ্রতিম রূপলাবণ্যময়ী, রাবণের স্থায় দুরন্ত দুষ্ট পুরুষের পুরীতে সুদীর্ঘকাল বাস করিয়াও যে আপন সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, সে বিষয়ে রামের মনে গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি ঘোরতর সংশয়ে অভিভূত হইয়া মুহূর্ত্ত নীরবে রহিলেন; তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ঘৃণারোষে রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল। অতঃপর তিনি তাঁহার চিরপুণ্যময়ী জানকীরে যার পর নাই কটুভাষায় পরুষবাক্যে যথায় ইচ্ছা চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

কিন্তু অপরিসীম স্নেহশীলা নবনীতকোমলা নির্ম্মলা সীতা রামের সে বিষময় কর্কশবাক্যের উত্তরে একটীও কটু কথা কহিলেন না। পতির মুখে এরূপ নির্ম্মমবাণী শ্রবণ করিয়া সতী লজ্জা-ঘৃণায় মরমে মরিয়া গেলেন।

অতঃপর সীতা স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি সম্পূর্ণ নিস্কলঙ্কা।" অনন্তর দেবর লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"সুমিত্রা-কুমার! আমার একটী শেষ অনুরোধ রক্ষা কর, আমার জন্য চিতা প্রস্তুত করিয়া দেও। প্রজ্জলিত চিতাগ্নিতে আমার এই মিথ্যাপবাদ প্রক্ষালিত হউক। আমার স্বামীপরিত্যাক্ত এই অকিঞ্চিৎকর দেহ সর্ব্বজনসমক্ষে শ্মশানের অনলে ভস্মীভূত হউক।

সীতার আদেশে ও রামের ইঙ্গিতে অবিলম্বে চিতা প্রস্তুত হইল। চিতাগ্নি প্রবলরূপে জ্বলিয়া উঠিল। দর্শকবৃন্দ সেই প্রজ্জ্বলিত অনলশিখারদিকে স্তিমিতনেত্রে চাহিয়া রহিল। তখন সীতা প্রথমতঃ স্বামীকে সাতবার এবং অতঃপর অগ্নিদেবকে তিনবার সভক্তি প্রদক্ষিণ করিয়া ভগবৎ উদ্দেশে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া করপুটে বিনীতভাবে কহিলেন,—"আমি যদি পতি ভিন্ন মুহূর্ত্তের জন্যও অন্য পুরুষকে স্বামী-জ্ঞানে চিন্তা না করিয়া থাকি, আমি যদি কায়মনোবাক্যে শুদ্ধাচারিণী সতী হই, শ্রীরামচন্দ্র যদি ভ্রান্তিবশতঃ আমাকে কলঙ্কিণী মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই সর্ব্বলোক সাক্ষী অগ্নি আমাকে রক্ষা করুন। আর আমি যদি স্বপ্নে বা জাগরণে ভ্রমেও একবার মুহূর্ত্তের জন্যও রাম ভিন্ন অন্য পুরুষকে পতি-ভাবে চিন্তা করিয়া থাকি, তবে এই সর্ব্বসাক্ষী হুতাসন আমাকে দগ্ধ করুক।" সীতা তিন বার এইরূপ মহাশপথ এবং ভক্তির সহিত অগ্নি পূজা করিয়া তীর্থস্নানযাত্রী ভক্তিমতী তাপসীর স্নানার্থ পুণ্যসলিলা ভাগীরথীজলে অবগাহনের স্থায়, নির্ভীকহৃদয়ে অবিচলিত মনে যেন একটুকু অভিনব প্রদীপ্ত উৎসাহের সহিত সেই প্রজ্জ্বলিত বিরাট অনলকুণ্ডের মধ্যে সানন্দে প্রবেশ করিলেন। সোণার প্রতিমা শ্মশানের অনলে বিসর্জ্জিত হইল। জানকী সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশির মধ্যে মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইলেন। তখন চারিদিকেই ক্রন্দন, আর্ত্তনাদ ও হাহাকার ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। হায়, চিতার আগুনে জীবন্ত দেবীপ্রতিমার বিসর্জ্জন হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মণঃ।

প্রার্থনা।

ভগবন্!

তোমারে ডাকিতে আজি মনে জাগে আশা,
তোমার চরণতলে, হৃদয় সঁপিব ব'লে,
মরমের মর্ম্মস্থলে হ'য়েছে পিপাসা।
জানি না কেমনে আমি, তোমারে অন্তরযামি,
ডাকিব হৃদয় ভরে, কেমন সে ভাষা!
কেমনে মিটিবে মোর দারুণ পিপাসা!

(২)

হরি হে!

অদ্ভুত তোমার সৃষ্টি, কতরূপ তায়,
দেখিতে দিয়াছ দুই নয়ন আমায়;
কত যে মধুর ধ্বনি জগতে তোমার,
শুনিতে দিয়াছ দুই শ্রবণ আমার;
মনঃপ্রাণ মুগ্ধ কর সৌরভ-সম্ভার,
বুঝিবারে ঘ্রাণশক্তি দে'ছ চমৎকার!
রসনা করিছে ভোগ নানাবিধ রস,
ত্বক্ পায় কতরূপ সুখের পরশ;
ক্ষুধা আছে, আছে অন্ন, পিপাসায় জল,
নিদাঘে মলয় বায়ু, শীতেতে অনল;
অন্ধকারে চন্দ্র-সূর্য্য আলো করে দান,
তখনি পূরণ হয়, যাহা চায় প্রাণ;
তোমার সংসারে হরি, সকলি প্রচুর,
সুখ চাই, দুঃখ চাই, সব ভরপূর!

(৩)

সকল অভাব প্রভো, করিয়া পূরণ,
ভুলিবে একটি মাত্র! এ কথা কেমন?
তুমিই ত মোর মনে, নাহি জানি কি কারণে,
জাগায়েছ এই আশা, এত দিন পরে,
তুমিই পূরাবে ইহা, পার যাহা ক'রে।

(৪)

এক এক এক ক'রে
যায় বর্ষ বর্ষ পরে,
নিকটে আসিছে ক্রমে 'শেষের সে দিন',
করিয়াছি দৃঢ় পণ, ভুলিব না কদাচন,
দেখিব কেমন তুমি, দয়া মায়া হীন।
অবোধ শিশুর তরে, রাঙ্গা 'চুষী' দিয়া করে
ভুলা'য়ে রাখেন তারে জননী যেমন,
জনম অবধি কত, অপদার্থ শত শত
দিয়া মোরে ভুলা'য়েছ তুমিও তেমন!
বিদ্যা, বীর্য্য, তপোদান, পত্নী, পুত্র, ধন, মান,
তুচ্ছ সুখ আশা মোরে দিলে অগণন,
আমিও মোহিত-চিত, তাহাতেই প্রতারিত!
বৃথা হাসি কান্না লয়ে কাটানু জীবন।
ঘোর মোহ নিদ্রা বশে, অমেধ্য বিষয় রসে,
মজিয়া রহিনু, হায়! না বুঝিনু কিছু।
এখন সহসা শুনি, মহিষের ঘণ্টাধ্বনি,
ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, আসে পিছু পিছু
হস্তে দণ্ড কাল-পাশ, মুখে অট্ট অট্ট হাস,
প্রেতদলে প্রেতপতি, ভৈরব মূরতি,
বারেক ধরিলে আর, নাহিক মুকতি।
তাই ত্রাসে ত্রস্ত হ'য়ে, হরি হে, আসিনু ধেয়ে,
ত্রাহিমাং পুণ্ডরীকাক্ষ, অগতির গতি,
কর হরি, পাপ ক্ষয়, হর মোর যমভয়,
কৃষ্ণ! কৃপা কর মোরে, অনাথের পতি।

(৫)

তোমারে আমার চাই—বুঝেছি এ কথা,
আর কেহ নাই, যেবা বুঝিবে এ ব্যথা?

দারুণ তৃষ্ণায় মম, তপ্ত মরুভূমিসম
ফাটে ছাতি, দাও, প্রভো, একবিন্দু বারি,
জানি না কোথায় জল, যাইতে না পারি।
তোমারে ডাকিব ব'লে, মরমের মর্ম্মস্থলে,
উঠিয়াছে যে দারুণ, দুর্ব্বার পিপাসা,
তুমি যে কৃপার সিন্ধু, সে সিন্ধুর একবিন্দু
পা'ব না কি দিনবন্ধু, মিটিবে না আশা?

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

অনলে পতনোন্মুখ পতঙ্গের প্রতি।

কেন রে, পতঙ্গ! প্রাণ অনলেতে দাও?
শুধু রূপ দেখি, হায়!
কেন প্রাণ ত্যজ তায়?
কি সুখের আশে, বল, জীবন হারাও? ॥১॥
ও ত ভাই নহে ফুল,
কেন তবে কর ভুল?
দিবে না সৌরভ, শুধু পরাণে বধিবে;
তবে গো, জীবন কেন,
সঁপিবে অনলে হেন?
পাবে না ত কোন শান্তি, কেবলি জ্বলিবে॥২॥
অবোধ পতঙ্গ, ওরে,
প্রকাশিয়া বল মোরে,
তোমার মনেতে এত কিসের কামনা;
নির্ম্মম মরণ হেন,
ভালবাস তুমি কেন?
ধূ-ধূ ক'রে পু'ড়ে মর, না লাগে যাতনা? ॥৩॥
যদি আলো ভালবাস,
এইখানে ছুটে এস,
নীলাকাশে শশধর, হের কি সুন্দর!
ওই সুধাকর আলো,
বড়ই লাগিবে ভালো,
মিটিবে মনের সাধ, জুড়া'বে অন্তর ॥৪॥
রূপে গুণে পূর্ণঅঙ্গ,
চাও যদি, হে পতঙ্গ,
স্নিগ্ধ শ্যাম-উপবনে করহে গমন,
বেলী যূঁই রাশি, রাশি,
হাসিছে মধুর হাসি,
বিতরিছে কি সুবাস, ভরিছে কানন ॥৫॥
এ ফুলে ও ফুলে ব'সে,
গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রসে,
মজিবে মনের সুখে, পূরিবে পিপাসা;
তা' না ক'রে নিজ প্রাণ,
কেন কর বলিদান?
না বুঝি তোমার কি যে সর্ব্বনেশে আশা ॥৬॥
যদি হে মরণ চাও,
সিন্ধুজলে ডুব দাও,
শীতল মরণ পাবে স্নিগ্ধ সিন্ধুজলে,
থাকিবে না কোন দুঃখ,
পাইবে অনন্ত সুখ,
তপ্ত তীব্র হুতাশনে মর কেন জ্ব'লে ॥৭॥
রূপের তৃষায় ছি! ছি!
কেন, হায়! মিছামিছি,
সাধের জীবন তব দাও বিসর্জ্জন?
পতঙ্গ! কেন হে তুমি নির্ব্বোধ এমন? ॥৮॥

(২)

হায়!
না বুঝে, তোমারে ভাই,
আমি বুঝাইতে যাই।

নিজের হৃদয়ে কভু না দেখি চাহিয়া!
আমিও, পতঙ্গ, ওরে,
তুচ্ছ বিষয়ের তরে,
মরিতেছি নিতি নিতি জ্বলিয়া পুড়িয়া! ॥৯॥
তুমি ত সাহসী বড়,
এক লম্ফে গিয়া পড়,
প্রদীপ্ত বহ্নির বক্ষে মহাকুতূহলে!
তখনি ফুরায় সব,
দীর্ঘশ্বাস, হাহারব,
কামনা যাতনা শেষ হ'য়ে যায় পলে! ॥১০॥

আমি যে আগুনে পড়ি' কত জ্বালা পাই!
জ্বলি, পুড়ি, নাহি মরি,
শুধু ছটফট করি।
তবুও সে হুতাশনে ফিরে ফিরে চাই! ॥১১॥
কৌতুকের একশেষ,
আমি দেই উপদেশ,
ক্ষমা কর কৃপা ক'রে, তুমি মোর ভাই। ॥১২॥

শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা ঘোষ।

সুখ ও দুঃখ।

দুঃখ বলে—"সুখ ভাই! তুমি পুণ্যবান,
পাইতে তোমারে সবে করে আকিঞ্চন।
আমারে পাইতে বল কেবা করে আশ;
যা'র হৃদে পশি, তা'রি করি সর্ব্বনাশ।
কাঁদাই তাহারে আমি দিবসশর্ব্বরী,
অবশেষে করি তা'রে অরণ্যবিহারী।"
সুখ বলে—"দুঃখ ভাই, দুঃখ কর কিসে,
তুমি ছাড়া আমি বল রহি কোন দেশে?"

শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।

সূর্য্যার্ঘ্য।

নমোদেব সনাতন, আদিভূত সর্ব্বাধার,
জ্যোতিঃরূপে নাশ মম, অজ্ঞানের অন্ধকার,
নিরাকার তুমি, তব নাহি নামরূপ,
বিশ্ববীজ, বিশ্বম্ভর, তুমি বিশ্বরূপ।
ওহে লীলাময়, এ বিশ্বসংসার,
তবলীলা শুধু, কিছু নাহি আর।
চন্দ্র সূর্য্য তারা পৃথিবী আকাশ,
চরাচর সৃষ্টি প্রপঞ্চ বিকাশ,
অনিল অনল, সাগর অচল,
পশু পক্ষী তরু, লতা ফুল ফল,
সবে করে তব মহিমা প্রচার। ॥১॥
সাজায়েছি তব তরে, অর্ঘ্য, ওহে ভগবান্,
স্থাপিব কোথায় প্রভো, কোথা তব নিত্যস্থান?
ধর্ম্ম শাস্ত্রে কি বিজ্ঞানে সর্ব্বমতে কয়,
আদি পরকাশ তব মহা জ্যোতির্ম্ময়;
সেই ভর্গোরূপী বিশ্বের সবিতা

তুমি, তবপদে করি অর্ঘ্যদান।
তোমার ভর্গ. সূক্ষ্ম জ্যোতিঃরূপে
প্রবেশে অন্তর জ্ঞানের স্বরূপে,
আবার অসীম ব্যোমে স্থূলরূপে,
মার্ত্তণ্ড মূর্ত্তিতে প্রকাশমান ;
বল বলদেব, কি উপায়ে আমি
করিব অর্ঘ্য প্রদান।
অশুচি পরশে শুচি, পরম পবিত্র তুমি ;
কর্ম্মপ্রবর্ত্তক, পুনঃ সর্ব্বকর্ম্ম ফলভূমি।
শুচি, সর্ব্বকর্ম্ম বীজ জগৎ সবিতা,
পরাৎপর ব্রহ্ম দ্যাবাপৃথিবীর পিতা ; *
পাতাল, মরত, স্বর্গ, তোমার বরেণ্য ভর্গ
প্রকাশ করিছ নিত্য বিশ্বলীলাপতি,
সে জ্যোতিঃ হৃদয়ে ধরি, অর্ঘ্য নিবেদন করি,
লও দয়াময় হরি·অগতির গতি ॥৩॥
ব্রহ্মাণ্ড সম্পুট কলেবর মধ্যবর্ত্তি
চৈতন্য পিণ্ডমিব মণ্ডলমস্তি যস্য।
আলোকিতোঽপি দুরিতানি নিহন্তি যস্তং
মার্ত্তণ্ডমাদি পুরুষং প্রণমামি নিত্যং ॥৪॥
ব্যাপী ত্বমেব ভগবন্ গগনস্বরূপং
ত্বং পঞ্চধা জগদিদং পরিপাসি বিশ্বম্।
যজ্ঞৈর্যজন্তি পরমাত্মবিদো ভবন্তং
বিষ্ণুস্বরূপমখিলেষ্টিময়ং বিবস্বন্ ॥৫॥
তপসি পচসি বিশ্বঃ পাসি ভস্মীকরোষি
প্রকটয়সি ময়ুখৈহ্ৰ্াদিয়স্যাম্বুগর্ভৈঃ।
সৃজসি কমলজন্মা পালয়স্যাচ্যুতাস্যঃ
ক্ষপয়সি চ যুগান্তে রুদ্ররূপী ত্বমেকঃ ॥৬॥
এষোঽর্ঘ্যঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ॥

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বসু।

* পাঠান্তর—তেজোরূপিরবি দ্যাবাপৃথিবীর পিতা ;

বিচিত্র কথা।

আসে, আসে,—রহি আশে, তবু নাহি আসে ;
দেখি—দেখি—দেখি, তবু দেখিতে না পাই ;
ধরিতে না পারে হিয়া, তবু ভালবাসে,
এ বড় মধুর ভাব—কারে বা বুঝাই ! ॥১॥
নহে মাতা, নহে পিতা, নহে ত তনয়,
মাতা পিতা সুত হ'তে তবু আপনার ;
নাহি রূপ,—তবু রহে জুড়িয়া হৃদয়,
এ বড় বিচিত্র কথা—কারে ক'ব আর ! ॥২॥
দুখের ভিতরে সে যে সুখের স্বপন,
হাসির অন্তরে সে যে অশ্রুঅ-শরীর,
তুষারের মাঝে সে যে গুপ্ত হুতাশন,
প্রচ্ছন্ন পূর্ণিমা সে যে অমারজনীর ! ॥৩॥
সে যে রে প্রাণের প্রাণ, দেহের সে দেহ,
সে যে কি—বলিতে তবু নাহি পারে কেহ ॥৪॥

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

সেবাব্রত।

লুণ্ঠিত বসন অঞ্চল ভূমে
খণ্ডিত চরণ ধূলিতে।
বিমুক্ত কবরী সিক্ত নয়না
কে মা যাও ছুটে নিশীথে ॥১॥

নিবেছে তীব্র সমর-অনল
থেমেছে বিকট বাজনা।
ডাকিছে করুণ ভগন কণ্ঠে
আহত সৈনিক কত না ॥২॥

তবে কি ভদ্রে আর্ত্তে সেবিতে
ছুটেছ তুমি মা আপনি।
ক্ষত্রিয় নারী সমর ক্ষেত্রে
যাও মা শুশ্রূষারূপিণি ॥৩॥

তব কোমল করে রচিয়া
দেও মা ঔষধি বাটীয়া।
সমর-শ্রান্ত ক্ষত্রিয়-বীর
উঠুক সকলে বাঁচিয়া ॥৪॥

অভিন্ন মানিয়া আপনা অন্যে
সেবিছ তুমি মা যেমনি।
এ সেবাব্রত করিতে সকলে
শিখুক কায়স্থ-রমণী ॥৫॥

শ্রীবামাচরণ ঘোষ রায়।

খুলনা কায়স্থসভা।

Be not like dumb and driven cattle,
But be a hero in the strife. Longfellow

বিগত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় খুলনা নগরে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থমণ্ডলীর একটি বিরাট সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ছয় শত কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব সিদ্ধান্ত বারিধি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একটী সুদীর্ঘ সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাব। এই সভা খুলনা নগরে একটী কায়স্থ-সম্মিলনী গঠন করা স্থির করিলেন। উহা "খুলনাকায়স্থ-সম্মিলনী" নামে অভিহিত হইবে। প্রত্যেক কায়স্থসন্তান, ইচ্ছা করিলে, এই সম্মিলনীর সভ্য হইতে পারিবেন। দ্বিতীয় প্রস্তাব— নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উক্ত সম্মিলনীর সাধারণ উদ্দেশ্য হইবে।

(ক) কায়স্থ-সন্তানগণের হৃদয়ে স্বজাতি-ভাব, স্বজাতিপ্রীতি এবং স্বজাতির প্রণষ্ট গৌরব পুনরুদ্রেক করিয়া এই জাতিকে এবং

তদ্দ্বারা সমস্ত হিন্দুসমাজকে উন্নতির সোপানে আরূঢ় করা;

(খ) কায়স্থজাতির স্বভাবগত বিশিষ্ট গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধন এবং উহাদিগের জাতীয় চরিত্র গঠন।

(গ) হিন্দু সমাজে কায়স্থ জাতির স্থান ও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ ও তাহা রক্ষা ও প্রতিপালনের চেষ্টা;

(ঘ) কায়স্থগণের জাতীয় আচার ব্যবহারের, দেশ কাল পাত্র ভেদে, আবশ্যক মতে যথা সম্ভব সংস্কার;

(ঙ) কায়স্থ জাতির সামাজিক সম্ভ্রম রক্ষা;

(চ) এই জাতির মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি ও একতা স্থাপন;

তৃতীয় প্রস্তাব।

২য় প্রস্তাবের উল্লিখিত সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনার্থে সম্মিলনী নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন ও কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন;

(ক) কায়স্থগণ যে মূলতঃ ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত এবং হিন্দু সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব তাহা প্রত্যেক কায়স্থ-সন্তানের হৃদয়ে সম্যক্ প্রতীতি জন্মাইয়া উহা জাগরূক রাখার জন্য মধ্যে মধ্যে অলোচনা সভার অধিবেশন হইবে;

(খ) ক্ষত্রিয়বংশ সম্ভূত কায়স্থ সন্তানগণের হৃদয়ে স্বজাতির গৌরব পুনরুদ্রেক করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের স্বভাবগত বিশিষ্ট গুণাবলীর অলোচনা ও অনুশীলনকল্পে একটি পুরাবৃত্ত ও অন্যান্য উপযুক্ত গ্রন্থ সম্বলিত পুস্তকাগার, পঠাগার ও সম্মিলন এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(গ) কায়স্থ বালকগণের শারীরিক ও নৈতিক উন্নতিকল্পে শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে;

(ঘ) কায়স্থ বালিকা ও মহিলাগণের মধ্যে হিন্দু আদর্শে শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে;

(ঙ) নিঃসহায় ও দরিদ্র কায়স্থ বালকগণের শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য করা হইবে;

(চ) দুস্থ ও নিঃসহায় কায়স্থ পরিবারকে আবশ্যকমত সাহায্য করা হইবে;

(ছ) বিবাহে পণপ্রথা নিবারণকল্পে অবস্থানুসারে উপায় ও চেষ্টা করা হইবে এবং কন্যাভারগ্রস্ত কায়স্থের যথাসাধ্য সাহায্য করা হইবে।

চতুর্থ প্রস্তাব।

বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে আহার, ব্যবহার ও বিবাহাদি বিষয়ে সম্মিলন হওয়া এই সভা উচিত বিবেচনা করেন এবং খুলনা কায়স্থ সম্মিলনী তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

পঞ্চম প্রস্তাব।

এই সভা কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়োচিত আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান বিশেষতঃ উপবীত গ্রহণ আবশ্যক বোধ ও তাহা অনুমোদন করেন।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

হিন্দুসমাজের উন্নতিকল্পে এই সভা হিন্দু সমাজের অন্তর্গত অন্যান্য জাতির সহিত বর্ত্তমানে আর্য্যধর্ম্ম সংরক্ষণে ও শিক্ষা বিষয়ে সহযোগিতা অত্যন্ত আবশ্যক বোধ করেন।

সপ্তম প্রস্তাব।

বিবাহে পণপ্রথা ধর্ম্মশাস্ত্র ও আর্য্য-সমাজের প্রকৃতি বিরুদ্ধ বলিয়া এই সভা ঐ প্রথা অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন এবং সম্মিলনীর সভ্যগণকে ঐরূপ পণগ্রহণ পরিত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে বলিয়া স্থিত করিলেন।

অষ্টম প্রস্তাব।

কায়স্থ সম্মিলনীর কার্য্য নির্ব্বাহার্থে প্রত্যেকের অবস্থানুসারে অর্থ সাহায্য করিতে হইবে এবং সম্মিলনীর যাবতীয় কার্য্যের ব্যয়ভার নির্ব্বাহার্থে একটি ধনভাণ্ডার স্থাপিত হইবে।

নবম প্রস্তাব।

এই সম্মিলনীর কার্য্য নির্ব্বাহার্থে সাধারণ সম্মিলনীর সভ্য হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী স্থায়ী কার্য্যকরী সমিতি গঠন করা হইল। সম্মিলনীর কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া এবং আবশ্যক মতে নিয়মাদি প্রণয়ন ও পরিবর্ত্তন করিয়া কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিবেন।

চতুর্থ প্রস্তাব সমর্থনের সময় শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এবং পঞ্চম প্রস্তাব সমর্থনের সময় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।*

সভায় রায় অমৃতলাল রাহা বাহাদুর শ্রীযুক্ত মথুরালাল নাগ রায় সাহেব, বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার, চারুচন্দ্রনাগ প্রমুখ প্রধান প্রধান কায়স্থমহাত্মাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভারম্ভে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী মহাশয় মঙ্গলাচরণ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র নাগ মহাশয় সভার উদ্দেশ্য কীর্ত্তন করিলেন। সর্ব্বসম্মিতিক্রমে উক্ত প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার অভিভাষণের একস্থানে নিম্নলিখিত সম্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা আমরা ঐতিহাসিক তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

* এই সমস্ত প্রস্তাব উপাদেয় কিন্তু আমরা চাহি—Deeds not words. সম্পাদক।

"মহাপ্রভুর জন্মগ্রহণের অনতিপূর্ব্বে নবদ্বীপে মুসলমান-বিপ্লবে উপস্থিত হয়, এই সময়ে উক্ত স্থানের অনেক অধিবাসী বঙ্গের নানাস্থানে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রজ এক দেববংশের কুলগ্রন্থ অল্পদিন হইল আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। কুলগ্রন্থখানি পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন পুথি দৃষ্টে ১৬২২ শকে নকল করা হয়। এই কুলগ্রন্থের ৩য় ও ৪র্থ শ্লোকে কাণসোনার দেববংশের পরিচয় প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

কর্ণ-সৈন্য এতে দেবা খ্যাতিবন্তো মহীতলে।
শাণ্ডিল্যগোত্রমেতেষাং জগতি পরিবিদিতম্॥
হরিদ্বারাদাগতাস্তে স্থিতিবন্তো মগধেষু।
ক্ষত্রপ-কায়স্থাঃ দ্বিজাঃ ক্ষত্রিয়কুলসম্ভবাঃ॥

এই কুলগ্রন্থের প্রমাণে চারি শত বৎসর পূর্ব্বেও কায়স্থ ক্ষত্রিয়কুলসম্ভব ও দ্বিজ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। উক্ত দেব-বংশ এক্ষণে পূর্ব্ব ময়মনসিংহে পুড্ডাগ্রামে বাস করিতেছেন। কুলগ্রন্থখানি তাঁহাদের বংশ-পরম্পরায় শ্রাদ্ধকালে পাঠ করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

এই বংশীয় জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক সভাস্থলে এই পুথিখানি উপস্থাপিত করা হয়।

এই চারি শত বৎসরে কুলগ্রন্থ হইতেও কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব তাহার বিচিত্র প্রমাণ আমরা পাইতেছি।"

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই স্থলে উদ্ধৃত না করিলে আমাদের প্রবন্ধটী অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়, এবং পাঠকগণের কৌতুহলও নিবৃত্তি হয় না। তিনি সর্ব্বপ্রথমে কায়স্থজাতির প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধারকল্পে খুলনাবাসী কায়স্থদিগের চেষ্টার প্রশংসা করিয়াছেন। ফলতঃ আমরা মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদিগকে প্রশংসা

করিতেছি। আমরা আশা করি, তাঁহাদের উত্তম দক্ষিণরাঢ়ীয় অন্যান্য কায়স্থগণ অনুকরণ করিবেন। কলিকাতা ও ভবানীপুরে অনেক দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ বাস করিতেছেন। সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে কোনও প্রকার চেষ্টা ইহাদের মধ্যে লক্ষিত হয় না। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে ইহারা নীরবে কালক্ষয় করিতেছেন। কায়স্থসমাজে অনেক অভাব। তন্মধ্যে শিক্ষার অভাব ও পণ প্রথায় সর্ব্বনাশ সমাজকে বিচলিত করিয়াছে। আশ্চর্য্যে বিষয় ভবানীপুরের কায়স্থমহাত্মাগণ ইহার কোনও কার্য্যে অগ্রসর হন না।

তাহার পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন—"আর্য্য-সমাজে গুণ ও কর্ম্মানুসারে জাতি বিভাগ হইয়াছে। পুরুষপরম্পরায় যে বংশ যে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, অথবা যে বংশ যেরূপ গুণের অধিকারী হইয়াছেন, সেই গুণ ও কর্ম্ম তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। এই স্বাতন্ত্র্য বর্ণ বা জাতিত্বের মূল। সামান্য নকলনবিসী হইতে রাজাধিকরণের সান্ধি-বিগ্রহিকাদির কার্য্য যাঁহাদের একচেটিয়া বৃত্তি ছিল তাঁহারাই কায়স্থ। ফলতঃ লেখ্যা-ধিকারই যাঁহাদের মুখ্য বৃত্তি তাঁহারাই কায়স্থ। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির টীকাকার অপরার্ক লিখি-য়াছেন,—

রাজ্ঞাতু স্বয়মাদিষ্টঃ সান্ধিবিগ্রহ লেখকঃ।
তাম্রপট্টে পটেবাপি প্রলিখেৎ রাজশাসনম্॥

অর্থাৎ—সান্ধিবিগ্রহলেখক স্বয়ং রাজা-কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাম্রপট্টে বা কার্পাসপটে রাজশাসন লিখিবেন। এই স্থলে দেখা যায় যে, সান্ধিবিগ্রহিক ও সন্ধিবিগ্রহলেখক একই ব্যক্তি, এবং এই কার্য্যে কায়স্থের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। কোশলাধিপতি মহাভব গুপ্তের তাম্রশাসনের শেষ ভাগে লিখিত আছে—লিখিত মিদং ত্রিকলী তাম্রশাসনং মহা সন্ধিবিগ্রহী রাণক শ্রীমল্ল দত্ত প্রাবন্ধ্ব কায়স্থ শ্রীমাহকেন। সুকবি ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত তাম্র-শাসনের পাঠ উদ্ধার করেন। তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন,—"প্রকৃত সত্য বিষয় জানাইতেছি যে সান্ধিবিগ্রহিক পদে সর্ব্বত্রই কায়স্থ ছিলেন। কেবল এই কটকের তাম্রশাসন নহে, সিংহল ও মধ্যভারত হইতে প্রাপ্ত শিলালিপি ও তাম্রশাসনে এইতথ্য পাওয়া গিয়াছে।" তৎপরে পদ্মপুরাণ এবং শুক্রনীতির শ্লোক উদ্ধার করিয়া বিদ্যার্ণব মহাশয় প্রমাণ করিতেছেন যে—(১) লেখকত্বে কায়স্থের মুখ্যাধিকার ছিল এবং (২) কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত ছিলেন। শুক্রবচনটি এই—

গ্রামপো ব্রাহ্মণোযোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা।
শুল্ক গ্রাহীতু বৈশ্যাহি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ॥

পদ্মপুরাণের বচনটী এই,—

অনেক ব্যবহারস্থা ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি তত্র বৈ।
তেষামুত্তমতাং যায়াৎ কায়স্থোঽক্ষর জীবকঃ॥

দাক্ষিণাত্যে কায়স্থগণ প্রভুনামে পরিচিত। স্কন্দপুরাণের সাহ্যাদ্রিখণ্ডে চন্দ্রবংশীয় অনেক ক্ষত্রিয়ের লেখ্যবৃত্তি গ্রহণান্তর প্রভু বা কায়স্থ হইবার প্রসঙ্গ রহিয়াছে। ফলতঃ অসিধারী ক্ষত্রিয়গণ লেখ্যবৃত্তি অবলম্বনে কায়স্থ আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন, ইহার প্রচুর প্রমাণ আমরা দেখিতে পাই। এই স্থলে সভাপতি মহাশয় বলিতেছেন যে, প্রক্ষিপ্ত এবং উৎক্ষিপ্তবাদে আদি পুরাণগুলির সম্পূর্ণ বিকৃতি ঘটিয়াছে। বিশ্ববিদিত সম্রাট্ আকবরের সভায় টোড়রমল

প্রমুখ ২।১ জন কায়স্থকে সচীব পদ লাভ করিতে দেখিয়া কায়স্থদ্বেষী আমীরগণ সম্রাটের নিকট কায়স্থের আভিজাত্য সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত করেন। ইহার আগে কায়স্থের আভিজাত্য সম্বন্ধে কোনও প্রকার তর্ক উপস্থিত হয় নাই, সকলেই জানিত কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দে হিন্দুরাজসভায় কায়স্থ পণ্ডিতাধীশ্বর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, শিলালিপি হইতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময় আকবরের আদেশে দিল্লীদরবারে মধুসূদন সরস্বতী প্রমুখ পণ্ডিতগণ মধ্যে কায়স্থের আভিজাত্য সম্বন্ধে বিচার হয়। সুখের বিষয় তৎকালে বর্ত্তমানের ন্যায় দুইদল ছিল না। পণ্ডিতগণ বিচার করিয়া কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় তাহা সিদ্ধান্ত করেন। জাহাঙ্গীর বাদসার সময়ে এই বিচার পারস্যভাষায় অনুদিত হইয়া "কায়স্থবয়ান" নামক পুস্তক প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থের একখানি হস্তলিপি রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুরের শোভাবাজারস্থ পুস্তকাগারে রক্ষিত হইয়াছিল; রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পিতা রাজা গোপীমোহনের সহিত রাজা নবকৃষ্ণের যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, সুপ্রিমকোর্টে এই "কায়স্থবয়ান" গ্রন্থ প্রমাণস্বরূপে গৃহীত হয় ও রাজা রাধাকান্ত দেবের বংশ যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত তাহা উক্ত আদালত স্থির করেন।

কিছুকাল পরে মহারাজ শিবাজীর অভ্যুদয় সময়ে প্রভুকায়স্থগণের সহিত কোকণস্থ ব্রাহ্মণদিগের দলাদলী হয়। মহারাষ্ট্র কেশরীর চিটনীশ (Cheif Secretary) কায়স্থপ্রবর বাবাজী আবজীর পুত্রের উপনয়ন সময়ে এই বিবাদবহ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলে, শিবাজীর আদেশে বারাণসী ধাম হইতে সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ বিশ্বেশ্বর ওরফে গাগা ভট্ট পুণায় উপস্থিত হইয়া কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত তাহা মীমাংসা করেন। ভবিষ্যতে এই বিষয় লইয়া কোন তর্ক উপস্থিত না হয় তজ্জন্য গাগা ভট্ট সমস্ত আর্ষশাস্ত্র মন্থন করিয়া "কায়স্থপ্রদীপ" ও "কায়স্থপদ্ধতি" নামক গ্রন্থদ্বয় প্রস্তুত করেন। আকবর ও জাহাঙ্গীর বাদসার আমলে ও শিবাজীর অভ্যুদয়কালে কায়স্থবিদ্বেষী মুসলমান ও ব্রাহ্মণগণের চেষ্টায় মূল গ্রন্থ হইতে কায়স্থের আভিজাত্যের অনুকূলে প্রমাণ সকল উৎক্ষিপ্ত হয়। পেশবা প্রমুখ কোকণস্থ ব্রাহ্মণগণের ষড়যন্ত্রে পুরাণ হইতে কায়স্থোৎপত্তি বিবরণটী বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করা হয়। সহ্যাদ্রিখণ্ডের যে অংশে উক্ত ব্রাহ্মণগণের গ্লানিপূর্ণ শ্লোক ছিল তাহাও উৎক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে দ্বারকা, শৃঙ্গেরি প্রভৃতি মঠের অশেষ শাস্ত্রবিৎ, মহাপরাক্রমশালী শঙ্করাচার্য্যগণ পেশবাগণের কুহকজালে জড়িত হয়েন নাই। মুদ্রিত সাহ্যাদ্রিখণ্ডে পরশুরাম-দালভ্য সংবাদ পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রায় ২৫০ বৎসরের পূর্ব্বে গাগা ভট্ট ও কমলাকর ভট্ট উক্ত বিবরণ তাঁহাদিগের নিজ নিজ নিবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ শঙ্করাচার্য্যগণের মঠে যে স্কন্দপুরাণ সুরক্ষিত ছিল, তাহাতেও উক্ত বিবরণ সম্পূর্ণ ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।

সাহ্যাদ্রিখণ্ডের ৬৬ অধ্যায়ে সহস্রার্জ্জুন-বধ প্রসঙ্গে পরশুরাম দালভ্য সংবাদ পাওয়া যায়। দালভ্য আশ্রমে পরশুরাম বলিয়াছিলেন যে চন্দ্রসেন রাজার স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান হইবেক তাহাকে "ক্ষত্রধর্ম্মাদ্বহিষ্কৃতঃ" করিতে হইবে।

এই আদেশ শ্রবণ করিয়া চন্দ্রসেন রাজার স্ত্রী দুঃখিতান্তঃকরণে রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার গর্ভজাত শিশু ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া কোন্ ধর্ম্ম পালন করিবেন। তদ্যথা—

"চন্দ্রসেনস্য রাজর্ষের্ভার্য্যা সা দুঃখিতা সতী ॥৬৪
পপ্রচ্ছ প্রণিপত্যাহ রামং দাল্‌ভ্যঞ্চ যত্নতঃ।
সুতোঽয়ং মম কায়স্থো ভবিষ্যতি বচস্তব ॥৬৫
ধর্ম্মোঽস্য কো ভবেদ্ব্রহ্মন্ ক্ষত্রধর্ম্মাদ্বহিষ্কৃতঃ।
শ্রুত্বা তদ্বচনং রামঃ পুনরাহ মহামতি ॥৬৬
ক্ষত্রিয়াণাং হি সংস্কারোঽধ্যয়নং যজ্ঞকর্ম্ম যৎ।
তৎকরিষ্যতি পুত্রস্তে প্রজাপালন কর্ম্মণি ॥৬৭
নিয়তশ্চিত্রগুপ্তস্য স্বধর্ম্মোঽস্য ভবিষ্যতি।
উপজীব্যং ভবেত্তদ্রে লেখ্যে রাজস্য সত্তমে ॥৬৮

অর্থাৎ—উত্তরে রাম বলিলেন,—ক্ষত্রিয়দিগের যেরূপ উপনয়নাদি সংস্কার বেদাধ্যয়ন ও যজন নির্দ্দিষ্ট আছে তোমার পুত্রও তাহাতে অধিকারী হইবে, সর্ব্বদা চিত্রগুপ্তদেবের ধর্ম্ম পালন করিবে ও রাজাদিগের নিকট লেখ্যকার্য্য তাহার উপজীবিকা হইবে। "ক্ষত্রধর্ম্মাদ্বহিষ্কৃতঃ" উক্তি দ্বারা কেহ কেহ কায়স্থের ক্ষত্রজাতিত্ব লোপের আশঙ্কা করেন, কিন্তু গাগা ভট্ট তাঁহার কায়স্থপদ্ধতিতে উক্ত বচনের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়ের সাধারণ ধর্ম্ম নিষেধক নহে, তবে শৌর্য্যাদি যুদ্ধকার্য্য যাহা অসিজীবীদিগের বিশেষত্ব অর্থাৎ বিশেষ ধর্ম্ম তাহাই পরশুরাম নিষেধ করিয়াছিলেন। গাগা ভট্টের "কায়স্থপ্রদীপ" হইতে আমরা অবগত হই যে, চন্দ্রসেন-রাজ্ঞীর গর্ভজাত সোমরাজ চিত্রগুপ্তজ কায়স্থকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই কন্যাগর্ভে তাঁহার বিশ্বনাথ, ভানু, মহাদেব ও লক্ষ্মীধরনামক চারিটী পুত্র জন্মে, ইহারা সকলেই চৈত্রগুপ্ত কায়স্থকন্যা বিবাহ করেন। এই প্রকারে অসিধারী ক্ষত্রিয় চান্দ্রসেনী বংশ, কায়স্থ চৈত্রগুপ্তবংশের সহিত মিলিত হয়। ইহারা সকলেই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশ, তাহা গণ্ডমূর্খ ব্যতীত কেহই অস্বীকার করে না।

অতঃপর প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয় অতি সুন্দররূপে নানা পুরাণোক্ত চিত্রগুপ্তদেবের জন্মবৃত্তান্ত সামঞ্জস্য করিতেছেন। বিরুদ্ধবাদিগণ বলিয়াছেন—"অনেকগুলি চিত্রগুপ্ত আছেন আপনারা কোন্ চিত্রগুদেবের বংশধর?" গরুড় পুরাণে আছে—সূর্য্য হইতে ধর্ম্মরাজ যমের সহিত চিত্রগুপ্ত সৃষ্ট হন। সূর্য্যের একটী বৈদিক নাম "মিত্র"। স্কন্দপুরণের প্রভাসখণ্ডে আছে—ধর্ম্মাত্মা মিত্রদেব হইতে চিত্র জন্মগ্রহণ করেন। তপস্যা প্রভাবে চিত্র সর্ব্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হন, এবং ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক বিশ্বচারিত্র লেখকপদে নিযুক্ত এবং চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হইলেন। শাস্ত্রান্তরে সূর্য্য-ব্রহ্ম-নারায়ণ বলিয়া কীর্ত্তিত। এই কারণ পদ্ম ও ভবিষ্যপুরাণে ব্রহ্মার কায়া হইতে চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি লিখিত আছে। শতপথ ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে সূর্য্য ও যম দেব ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত নিবন্ধকায় নীলকণ্ঠ তাঁহার স্মৃতিময়ূখের অন্তর্গত দানময়ূখে লিখিয়াছেন—

"সচিত্রেতস্য ভরদ্বাজো মরুতস্ত্রিষ্টুপ্ চিত্রগুপ্ত প্রীতয়ে স চিত্র চিত্রোযুবস্ব" অর্থাৎ চিত্রগুপ্তের প্রীত্যর্থে "সচিত্র" হইতে আরম্ভ করিয়া 'যুবস্ব' এই বেদমন্ত্র উচ্চার্য্য। ঋক্‌সংহিতায় ৬।৬। ৭ ঋকে উক্ত মন্ত্রটী পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে স্পষ্টই "চিত্র ক্ষত্র চিত্রতমং বয়োধাং" এইরূপ

দৃষ্ট হয়। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে ৪।১২৩ উক্ত মন্ত্রপ্রসঙ্গে লিখিত আছে—"সচিত্র চিত্রঃ চিত্রয়ন্তমস্মে রয়ীরীসো বৃহতঃ ক্ষত্রিয়স্য।" উপরোক্ত বেদ, পুরাণ, শ্রৌতসূত্র ও দানময়ূখ স্মৃতিনিবন্ধ একত্রে আলোচনা করিলে চিত্রগুপ্তদেব যে ক্ষত্রিয় ছিলেন সন্দেহ থাকিবে না।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী কায়স্থগণ, ভবিষ্যপুরাণান্তর্গত অহল্যা কামধেনুর নবম বৎস ধৃত কার্ত্তিক শুক্লাব্রত কথা সন্দর্ভের প্রমাণ দিয়া চিত্রগুপ্তদেবের দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত দ্বাদশ পুত্র হইতে তাঁহাদের উৎপত্তি বলিয়া থাকেন। চিত্রগুপ্তের সহিত ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ ও তজ্জাত বংশকে প্রতিলোম বর্ণশঙ্কর বলিয়া কেহ কেহ আশঙ্কা করেন। কিন্তু যে সময়ে চিত্রগুপ্তদেব বিবাহ করেন, তৎকালে অনুলোম বা প্রতিলোম জাতির সৃষ্টি হয় নাই। তখনও আর্য্য-সমাজ উদারভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজা যযাতির সহিত শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানির বিবাহ ও তাঁহার গর্ভজাত পুত্রগণ কেহই প্রতিলোম বর্ণশঙ্কর হন নাই। এস্থলেও ইরাবতীর গর্ভজাত বংশধরগণকে বর্ণশঙ্কর বলা যাইতে পারে না। চিত্রগুপ্তদেবের পুত্র বিভানুর বংশধরগণ সূর্য্যধ্বজ নামে খ্যাত। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পশ্চিমাঞ্চলীয় "শাকদ্বীপী" ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিয়া গিয়াছেন। এই দ্বাদশ পুত্রের বংশধরগণের মধ্যে শ্রীগৌড়, সকসেনা, সুরিচন্দ্রার্দ্ধ, শ্রীবাস্তব, সূর্য্যধ্বজ ও অহিঠান বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া বঙ্গীয় কায়স্থের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

আজিও বঙ্গীয় কায়স্থগণ সকলেই জানেন যে তাঁহারা সকল বর্ণের বরনীয় শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বংশধর। আজও বিজয়ার দিনে অনেকেই বিল্বপত্রে লিখিয়া থাকেন—

গণেশো গিরিজাকৃষ্ণঃ চন্দ্রাদিত্যো মহেশ্বরঃ।
পিতা গুরুঃ পরব্রহ্ম চিত্রগুপ্ত নমোঽস্তুতে॥

রাজা রাধাকান্তদেবের শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে কায়স্থ শূদ্র বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। দেবীবরের দোহাই দিয়া যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে কোথায় তাহার মূল নাই, সমস্তই আধুনিক ও কল্পিত। রাজা রাধাকান্তদেব ক্ষত্রিয় কায়স্থ ছিলেন তাঁহার গ্রন্থে এরূপ কল্পিত ও আধুনিক বচন লিপিবদ্ধ হইবার কারণ কি? আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ রায়ের তাৎকালীন উপবীত আন্দোলনই ইহার মূল কারণ। এই সময়ে কলিকাতায় কায়স্থসমাজ দলাদলীর অন্তর্ব্বিবাদে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইতেছিল। কতকগুলি দল ছিল, তন্মধ্যে রাজা রাধাকান্তদেবের, ছাতুবাবুর, নড়াইলের ও হাটখোলার দত্ত বাবুদের দলই প্রধান ছিল। এই দলাদলীর যুগে যখন রাজা রাজনারায়ণ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব ঘোষণা করিলেন, ও রাজা রাধাকান্তদেবের মত লইতে গেলেন, রাজা রাজনারায়ণকে প্রথম সমাজসংস্কারকের আসন দিতে রাজা রাধাকান্ত দেব প্রস্তুত ছিল না। রাজনারায়ণের প্রতিপত্তি নষ্ট করিতে যাইয়া তিনি স্বজাতির বিষম ক্ষতি করিয়া ফেলিলেন। রাজনারায়ণ প্রমুখ প্রায় শতাধিক কায়স্থ ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হওয়াতে, রাজা রাধাকান্তদেব কায়স্থকে শূদ্র প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া, তাঁহারই প্ররোচনায় আচার নির্ণয় তন্ত্রাদি আধুনিক গ্রন্থের সৃষ্টি ও শব্দকল্পদ্রুমে কায়স্থের শূদ্রত্ব প্রতিপাদন।

রাজা রাধাকান্তদেব শব্দকল্পদ্রুমের গ্রন্থস্বত্ব প্রিয় দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসু ও জামাতা অমৃতলাল মিত্র মহাশয়দ্বয়কে দিয়া যান। তাঁহারা একটী সংশোধিত সংস্করণ মুদ্রিত করিতে সঙ্কল্প করেন। তাহার প্রথম খণ্ড দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। এমন সময়ে অমৃতলালের মৃত্যুতে কার্য্য স্থগিত হয়। ইহার পরে আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের অনুমতি লইয়া মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রপৌত্র কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণদেব বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মিত্র মহাশয় শব্দকল্পদ্রুমের একটী নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন। উক্ত সংস্করণে রাজা রাধাকান্তদেবের সংগৃহীত কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক প্রমাণাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত কুমার বাহাদুর ও মিত্র মহাশয় উভয়ে ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। (ক)

বহু পূর্ব্ব হইতে তান্ত্রিকতার মোহজালে ও রাজকীয় প্রহেলিকায় বঙ্গীয় সমাজের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের বৈদিকাচার লোপ ও যজ্ঞোপবীত বর্জ্জন হইয়াছিল। ফলতঃ ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকলেই শূদ্রাচারী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই আধুনিক স্মার্ত্তগণ বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অন্য কোনও বর্ণ দেখিতে পান নাই। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বর্ণ বলিয়া জানিতেন। কিন্তু দ্বিজত্বের প্রধান চিহ্ন উপবীত বর্জ্জন জন্য বসু ঘোষাদিকে শূদ্র শ্রেণীভুক্ত করিলেও কায়স্থ শব্দ উল্লেখ করিয়া সকল কায়স্থকে শূদ্র বলিতে সাহসী হন নাই। এই কারণে তাঁহার সুবৃহৎ অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব মধ্যে কোনও স্থানে কায়স্থের নাম পাওয়া যায় না। তিনি সকল জাতির নাম করিয়া লিখিয়াছেন—কিন্তু কায়স্থ সম্বন্ধে তুষ্ণিম্ভাব অবলম্বন করিলেন কেন? রাজা রাধাকান্তের ন্যায় তিনিও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কায়স্থজাতি সম্বন্ধে তিনি অন্যায় করিতেছেন। রঘুনন্দন তাঁহার তত্ত্বগ্রন্থের কোনও স্থানেই কায়স্থকে, অন্যান্য জাতির ন্যায়, "দাসদাসী" আখ্যা প্রদান করেন নাই। উদ্বাহতত্ত্বে তিনি লিখিতেছেন—"সচ্ছূদ্রাণান্ত" নাম করণে বসুঘোষাদি পদ্ধতি যুক্ত নামস্বংচ বোধ্যং" ইহাতেও দেখা যায় কায়স্থদিগের সম্বন্ধে তিনি "দাসবর্জ্জ্য" বিশেষ বিধির অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

কেহ কেহ চৈতন্যচরিতামৃতের দোহাই দিয়া কায়স্থকে শূদ্র বলিতে চান। চৈতন্যচরিতামৃত প্রণেতা বৈশ্য হইয়াও বৈষ্ণবোচিত দৈন্য প্রকাশ জন্য আপনাকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। মহাপ্রভুর সমসাময়িক কায়স্থ প্রবর মহাত্মা হরিহোড়ের কথা অনেকেই জানেন। হরিহোড় ও তাঁহার বংশধরগণ বহুকাল হইতে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া আসিতেছেন। এখনও তাঁহাদের সন্তানগণ উপবীত গ্রহণ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব সমাজে তাঁহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও বহু শিষ্য আছে। ৭২ ঘরের মধ্যে গণ্য এই হোড় মৌলিক কায়স্থবংশ আবাহমানকাল

(ক) "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিঃ" যে রাধাকান্তদেব রাজনারায়ণকে জব্দ করিতে কায়স্থের শূদ্রত্ব প্রতিপাদন জন্য বহু অর্থব্যয় ও চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনিই পরে অনুতপ্তহৃদয়ে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদক প্রমাণাবলী সংগ্রহ করেন, এবং তাঁহার উত্তর পুরুষগণ মধ্যে ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন প্রচলিত হইয়াছে।

সম্পাদক।

উপবীতী, ইহা কি কায়স্থের অশূদ্রত্ব পরিচায়ক নহে। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় চৈতন্য-ভগবত হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মহাপ্রভুর সময়ে গৌড়েশ্বরের অমাত্য কেশব বসু কায়স্থ ছত্রী বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

এতগুলি প্রমাণ সত্বে কায়স্থকে শূদ্র বলিতে যাওয়া মূর্খতা কি বিদ্বেষ ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

বৈদ্যরাজা রাজবল্লভ বৈদ্যজাতির ব্রাত্যতা খণ্ডন জন্য মুরশিদাবাদে ভারতীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করেন। কায়স্থ হরিহোড়ের বংশের ন্যায় বৈদ্যদিগের কড়ৈধা প্রভৃতি কতিপয় গ্রামে যজ্ঞোপবীত ছিল। উক্ত পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থায় বহুপুরুষ পতিত সাবিত্রীকের উপনয়ন সংস্কার বিধিবদ্ধ হইয়াছে। (খ) তদনুসারে বৈদ্যগণ উপনয়ন গ্রহণ করিতেছেন। ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহাদিগকে সানন্দে গ্রহণ করিতেছেন। সম অবস্থায় অবস্থাপিত কায়স্থসমাজের প্রতি ব্রাহ্মণের এত অকৃপা কেন?

আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উন্নতির জন্য কায়স্থসমাজে উপনয়ন সংস্কার প্রয়োজন। উত্তরপশ্চিমবাসী কায়স্থমহাত্মাগণ, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের দায়াদ বংশীয়গণ, আমাদিগকে শূদ্রাচারী দেখিয়া ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিতেন। বৈদিকসংস্কারের প্রবর্ত্তন দেখিয়া আমাদের সহিত মিলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এই ইচ্ছার ফলে গত বড়দিনে টাউনহলে বিরাট কায়স্থসম্মিলনী। ভারতীয় কায়স্থ মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি, একতা ও সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে হইলে বৈদিক সদাচার গ্রহণই প্রকৃষ্ট উপায়।

প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় তদীয় সারগর্ভ বক্তৃতা উপসংহার করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই—কায়স্থ ইতিহাসে আমরা এমন সময় দেখিতে পাই যখন এই বিরাট ও মহতীজাতি সমগ্র ভারতে তাঁহাদের অপ্রতিহত রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন, যখন তাঁহাদের সুশিক্ষিত সৈন্যসামন্ত মোগল শক্তিকে রণভুমিতে বারংবার বিধ্বস্ত করিয়াছে, যখন তাঁহাদের বিদ্যা ও কবিত্বশক্তি বিশ্ববাসিগণের আদর্শরূপে পরিগণিত হইত। আজ সেই জাতির অধঃপতন কতদূর হইয়াছে, তাহা আপনারা সজল নয়নে অবলোকন করুন। আজ তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরবের স্থান শশ্মানভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সেই শশ্মানে আজিও যে দীপ মিটি মিটি জ্বলিতেছে তাহারই আলোকে আপনাদের গন্তব্যপথ দেখিয়া লইয়া দক্ষিণ, পূর্ব্ব, উত্তর ও বরেন্দ্রভূমির কায়স্থমহাত্মাগণ কুল বংশ ও শ্রেণী নির্ব্বিশেষে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া সমাজমধ্যে একতা, সহানুভূতি এবং একপ্রাণতা সংস্থাপন করিয়া সমাজের গৌরববর্দ্ধন করুন। সম্পাদক।

(খ) যাদবেশ্বরী ও তর্করত্নী দলের বিশ্বাস বহু পুরুষ পতিত সাবিত্রীকেয় উপনয়ন তামাদি দোষে বারিত হইয়াছে। উদার আর্য্য-সমাজে মহাপাতকীরও পরিত্রাণ ছিল, ব্রাত্যতা ত সামান্য পাপ। আপস্তম্ব সূত্রে "যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যাতে উপনয়নং তস্য দ্বাদশ বার্ষিকং ত্রৈ বৈদিকং ব্রহ্মচর্য্যং।" অধুনা দ্বাদশ বার্ষিক ব্রহ্মচর্য্য সহজ সাধ্য নহে বলিয়া তাহার অনুকল্প প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইয়াছে। তদনুসারে কায়স্থগণ বর্ত্তমানে উপনীত হইতেছেন। সম্পাদক।

উত্তরবঙ্গে সাহিত্যসম্মিলন।

দিনাজপুর রাজধানী হইতে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা রায় মহাশয় লিখিতেছেন—"উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে অনেক বক্তৃতা হইয়াছে। তন্মধ্যে মহারাজ বাহাদুরের অভিভাষণ ও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ, বি এল মহাশয়ের বক্তৃতা পাঠাইলাম। ইহা হইতে আবশ্যক মত প্রতিভায় মুদ্রিত করিবেন। ৩০শে ও ৩১শে জ্যৈষ্ঠ সম্মিলনের অধিবেশন হয়। অত্যধিক বর্ষণ জন্য কার্য্যে বড়ই বিঘ্ন হইয়াছিল। যাহা হউক শ্রীভগবানের কৃপায় দিনাজপুরে এবার সাহিত্যসম্মিলন সুন্দররূপে নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিগত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার সন্ধ্যাকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মহারাজার প্রসাদে সাহিত্যিকগণ ও প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনা ও প্রীতি-ভোজন হইয়াছিল। সঙ্গীতাদি দ্বারা মহারাজার প্রযত্নে সকলের চিত্তরঞ্জন করা হইয়াছিল। রাজধানীতে যে সকল প্রাচীন ধাতু নির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ, বর্ম্ম আদি, ও যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতি পূর্ব্বকালে যুদ্ধকালে মহারাজগণ ব্যবহার করিতেন তাহা এই উপলক্ষে প্রদর্শন করা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত প্রাচীনকালের হস্ত লিখিত পুঁথী সকল দেখান হইয়াছিল। প্রাচীন বিষ্ণুমূর্ত্তি, সূর্য্যমূর্ত্তি, দুর্গা, কালী, মহাবিষ্ণু, দশভুজা গরুড় প্রভৃতির বহু প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি সকল প্রদর্শিত হইয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে ঐ দিবস সরস্বতীর বরপুত্রদিগের সম্মিলনে ও প্রীতি-ভোজনে দিনাজপুর রাজধানী এক অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়াছিল। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি সত্ত্বেও যখন সাহিত্যিকগণ, প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ ও দর্শকগণ উপস্থিত হইয়া প্রদর্শিত সুসজ্জিত দ্রব্য-সম্ভার পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন তাঁহারা যেন একটী নবীনভাবে উত্তেজিত হইয়াছিলেন। সেই দুর্য্যোগে অবিশ্রান্ত জল বর্ষণ মস্তকোপরি ধারণ করত, সামান্য কর্ম্মচারীর ন্যায়, মহারাজাবাহাদুর রিক্তপদে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে সাদরসম্ভাষণ করিয়া গেট্ হইতে তদীয় খাসপ্রাসাদের "আয়নামহল" পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়াছিলেন। আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় মহারাজা বাহাদুর অমায়িকতা ও সৌজন্যের প্রতিচ্ছায়া বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যেন ঐ সকল মহৎগুণের অবতারস্বরূপ প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। নিম্ন লিখিত সংস্কৃত গীতটী রাজপুরোহিত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সারদাচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয়কর্ত্তৃক "আয়নামহলে" সাহিত্যিকগণের সম্মুখে পঠিত হইয়াছিল।

দিনাজপুররাজধান্যামাহূতানাং
সাহিত্যপরিষদঃ সভ্যানাং পুরতো
গীতং

কালিয়দমন জনার্দ্দন হে !
শ্রীকান্ত ত্বং জয় জয় হে ॥
পরিষদি বিদুষামিহ মিলিতানাং
নাথ ! দিনাজপুরে কুশলানাং
বাণীপদপরিচরণপরাণাং
বিতর সুখং তব পদশরণানাং ॥

ধর্ম্মবিশেষে তব দৃঢ়মত্যা
কর্ম্মবিবৃদ্ধ্যা নিয়তং নত্যা।
সুখসামান্যপ্রতিহতভেদাঃ
সন্তঃ সম্বিহপুনরপি শুভদাঃ॥

স্বগিরা পুনরপি গৌরববুদ্ধিঃ
সাহিত্যে ভবতু শ্রিতবৃদ্ধিঃ।
বিজ্ঞানে চ প্রীতৌ মানে
সর্ব্বত্রাপি চ সর্ব্ব জ্ঞানে॥

বিবিধ প্রসঙ্গ।

১। পাঁচথুপীর ব্রাহ্মণসভা।—বিগত ১৪ই বৈশাখ রবিবার অপরাহ্নে মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত পাঁচথুপীগ্রামে রুদ্রদেবের প্রাঙ্গণে একটী ব্রাহ্মণসভা হয়। সংবাদদাতা কংসারিলাল অধিকারী, আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে দুরন্ত গ্রীষ্মের আতপতাপ উপেক্ষা করিয়া ৩।৪ চারি শত ব্রাহ্মণ বহুদূর হইতে সমাগত হইয়া উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ভট্টপল্লী (ভাটপাড়া) নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় "বঙ্গীয় কায়স্থ ক্ষত্রিয় কি শূদ্রবর্ণান্তর্গত" তদ্বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি মীমাংসা করিয়াছেন যে—"কতকগুলি কায়স্থ ক্ষত্রবংশ সম্ভূত হইলেও শূদ্র বংশীয় কায়স্থগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ এবং অগণিত পুরুষ পরম্পরাক্রমে উপনয়ন রাহিত্য হেতু, তাঁহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ইত্যাদি।" এই তর্করত্ন মহাশয় আজ দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল অর্থাৎ ১৯৫৯ সম্বতে ছয় জন স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকের সহিত নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন—

"চিত্রগুপ্ত বংশজাতানাং কায়স্থানাং মূল পুরুষস্য ক্ষত্রিয়ত্বেন ক্ষত্রিয় সন্তানত্বেহপি সুচিরকালং পুরুষপরম্পরয়া উপনয়নাদি ক্রিয়া লোপাৎ ইদানীং ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ত্বমিতি বিদুষাম্পরামর্শঃ।" এই সময়ে তর্করত্ন মহাশয় কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত বলিয়া রায় দিয়াছেন; আজ সেই কায়স্থ শূদ্র বর্ণান্তর্গ বলিতেছেন। এই প্রকার মতিচ্ছন্ন অধ্যাপক কেবল ব্রাহ্মণসমাজের নহে, সমগ্র দেশের শত্রু। ইহাদিগকে দেশ হইতে সন্তাড়িত না করিতে পারিলে, মাতৃভূমির মঙ্গল নাই। তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার স্বগ্রামবাসী মহামহোপাধ্যায় ব্রহ্মঠাকুর গৌড় দেশের গুরু হলধর তর্কচূড়ামণির নাম কি শুনিয়াছেন? তিনি বিগত ১২৫৩ সনে বঙ্গীয় কায়স্থ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা দেন। তাহাতে প্রায় ৪০ জন তাৎকালিক প্রধান প্রধান পণ্ডিতের স্বাক্ষর ছিল—

"দক্ষিণ রাঢ়ীয়োত্তররাঢ়ীয় বারেন্দ্র বঙ্গজাখ্যাঃ এতে ক্ষত্রিয়বর্ণা। এতে ব্রহ্ম কায়স্থাঃ ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়াং জাতাঃ। সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তেহি সজাতয়ঃ ইতি যাজ্ঞবল্ক্য বচনাৎ।" আর যদি কায়স্থ প্রকৃতি পক্ষে শূদ্রবর্ণান্তর্গত হয় তবে তর্করত্ন প্রমুখ যে ৪০০ চারি শতজন ব্রাহ্মণ পাঁচথুপী সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং যাঁহারা স্মরণাতীত কাল

হইতে পুরুষ পারম্পর্য্যে কায়স্থের অন্নে প্রতিপালিত ও তাহাদিগের দেহের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত কি হইবে? ধর্ম্মশাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছে—

"শূদ্রান্নং রুধিরং ধ্রুবম্।"

এই অপবিত্র পূতিগন্ধি শূদ্র শোণিত দ্বারা পরিপুষ্ট ব্রাহ্মণদেহের প্রায়শ্চিত্ত শূলপাণি-মতে তুষানল। আচার্য্যগণ শূদ্রের জল আচরণীয় করেন নাই তদ্যথা—

অজ্ঞানাৎ পিবতে তোয়ং ব্রাহ্মণঃ শূদ্র জাতিষু।
অহোরাত্রোষিতঃ স্নাত্বা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধতি॥
২৪৮। অত্রি সংহিতা।

ব্রাহ্মণসমাজ অগণিত পুরুষপরম্পরা জ্ঞান পূর্ব্বক যে শূদ্রজাতির জল পান করিয়া আসিতেছেন তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি? কলিতে পরাশর মত অনুসরণ করিতে হইবে। "কলৌ পরাশরঃ" তিনি বিধান করিয়াছেন—

অনুচ্ছিষ্টেন শূদ্রেণ স্পর্শে স্নানং বিধিয়তে।
উচ্ছিষ্টেন চ সংস্পৃষ্ট প্রজাপত্যং সমাচরেৎ॥
২২। ৭ম অঃ

কায়স্থ যদি শূদ্রই হইল তবে তর্করত্ন মহাশয় বহুকাল হইতে এই শূদ্রজাতির নরনারীর সংস্পর্শে ও সহবাসে যে ভীষণ মহাপাপ করিয়াছেন তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি? মনু বলিতেছেন—"ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কার মর্হতি।" ১২৬ ১০ম অঃ।

ইহার অর্থ তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার নিজ বঙ্গানুবাদে করিয়াছেন "শূদ্রের উপনয়নাদি সংস্কারে অধিকার নাই" এই আদি শব্দ দ্বারা বিবাহ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত সংস্কার বুঝাইতেছে কি না। ফলতঃ স্মৃতি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে,—

"বিবাহমাত্রং সংস্কারং শূদ্রোঽপি লভতাং সদা।

এই সম্বন্ধে স্মার্ত্ত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সত্যবন্ধু দাস মহাশয়ের উপাদেয় প্রবন্ধ "শূদ্রত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব" যাহা আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার (গত বৈশাখ সংখ্যা) মুদ্রিত হইয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য। তর্করত্ন মহাশয় বহুপুরুষ হইতে কায়স্থ শূদ্রজাতির উপনয়ন ভিন্ন গর্ভধানাদি নয় প্রকার সংস্কার সমাধা করাইতেছেন। এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? আর অধিক কি লিখিব। তর্করত্ন মহাশয় স্মৃতি শাস্ত্র মন্থন করিয়া তাহার বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত করিয়াছেন। তিনি কায়স্থকে শূদ্র বর্ণান্তর্গত বলিলে কায়স্থের কিছু মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কারণ তর্করত্ন মহাশয় কেন, স্বয়ং পরাশর যদি, অদ্য পরলোক হইতে বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়া কায়স্থকে শূদ্রবর্ণ বলেন, তবে উদীয়মান বঙ্গীয় কায়স্থ ক্ষত্রিয়সমাজ তাহা তৃণবৎ উপেক্ষা করিবেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের এই প্রকার অপব্যাখ্যায় কায়স্থগণ কর্ণপাত করিবেন না। সুখের বিষয় এই যে আজিও বঙ্গদেশে ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ, উদার-হৃদয় একটী ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণসমাজ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের দ্বারা কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে ও হইবে। এই প্রকার তুমুল আন্দোলনেও যে সমস্ত শূদ্রাচারী কায়স্থের চক্ষুরুন্মিলন হইতেছে না, তাঁহারা কায়স্থসমাজের শত্রু কি মিত্র তাহা তাঁহারা নিজেই মীমাংসা করিবেন।

২। কায়স্থোপনয়ন। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ সিংহ বিশ্বাস মহাশয় উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজ ফতেসিংহে যে উপনয়ন হইয়াছে তাহার নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত প্রেরণ করিয়াছেন। পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর

বাগ্মী শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মতিরত্ন মহাশয় প্রমুখ পাঁচথুপী ও অন্যান্য গ্রামের প্রায় ১০০ ব্রাহ্মণ এই শুভ কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন।

১৩১৯ ২৬শে ফাল্গুন রায় হরিমোহন সিংহ বাহাদুর দেববর্ম্মা মহোদয়ের বাটীর কেন্দ্রে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ উপনীত হইয়াছেন,—

১। রায় হরিমোহন সিংহ বাহাদুর বি-এ। ২। শ্রীযুক্ত রমানাথ সিংহ ৩। শৈলেন্দ্রনারায়ণ সিংহ। ৪। পূর্ণচন্দ্র সিংহ বি, এ। ৫। নরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ। ৬। হরিপদ সিংহ। ৭। সদানন্দ ঘোষ। ৮। নিত্যানন্দ ঘোষ— অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ইনেস্পেক্টার। ৯। কালিকানন্দ ঘোষ। ১০। জগদানন্দ ঘোষ। ১১। কালীধন ঘোষ। ১২। গোবিন্দলাল সিংহ। ১৩। গোপেশ্বর সিংহ। ১৪। অক্ষয়-কুমার সিংহ।

উক্ত কেন্দ্রে উপনীত ব্রাহ্মণ পুরোহিত গণের নাম—১। শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ ঠাকুর ইষ্টদেব। ২। শ্রীযুক্ত পণ্ডিতপ্রবর সতীশ-চন্দ্র স্মৃতিভূষণ কাব্যরত্ন। ৩। শ্রীযুক্ত শর-চ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য তন্ত্রধারক। ৪। শ্রীযুক্ত নীল-কান্ত ভট্টাচার্য্য হোতা। ৫। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ৬। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য। ৭। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য। ৮। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৯। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। ১০। শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ চৌধুরী॥ নিকটবর্ত্তী গোপালপুরগ্রামের ৪০।৫০ জন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সমস্ত ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতবর্গ ভোজনান্তে দক্ষিণা গ্রহণ করিয়াছেন। ২০০।৩০০ শত কায়স্থ একত্রে ভোজন করিয়াছিলেন।

পাঁচথুপীনিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক বি, এ জমীদার মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে—

১। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক। ২। সত্যেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী। ৩।৪। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়। ৫। গঙ্গানারায়ণ ঘোষ। ৬। তাঁহার পুত্র। ৭ যোগেন্দ্রচন্দ্র সিংহ চৌধুরী বি-এল হাইকোর্টের উকীল। ৮। ৯। ১০। ১১। তাঁহার পুত্র চারি জন। ১২। যাদবচন্দ্র হাজরা।

উক্ত কেন্দ্রে উপস্থিত ব্রাহ্মণ-অধ্যাপক-গণের নাম।—১। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য—কুলপুরোহিত ২। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—পুরোহিত ৩। শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি কলিকাতা ৪। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিদ্যালঙ্কার কলিকাতা ৫। শ্রীযুক্ত হরিচরণ শাস্ত্রী বীরভূম। এই কেন্দ্রে প্রায় একশত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও দুই তিন শত কায়স্থমহাত্মাগণ উপস্থিত ছিলেন। সকলে সানন্দ অন্তঃকরণে ভোজন-ব্যাপার সমাধান করিয়াছিলেন। আশা করি, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থমহাত্মাদিগের অনুকরণে, উপয়ন উত্তররাঢ়ে বিস্তৃত হইবেক।

৩। উপনয়ন বিস্তৃতি।—আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার পাল দেববর্ম্মা মহাশয় ৮নং বাসাবাড়ী লেন, তাঁতিবাজার ঢাকা হইতে লিখিতেছেন,—বিক্রমপুর চারিগাঁকেন্দ্রে গত ফাল্গুন মাসে ৩২ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ উক্ত কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত ৬ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন,—১। ডাক্তার উমাকান্ত ভৌমিক ২। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

৩। গজেন্দ্রচন্দ্র বসু ৪। বিধুভূষণ ভৌমিক ৫। শ্যামাকান্ত ভৌমিক ৬। জ্ঞানতোষ ভৌমিক। অন্যান্য উপনয়নবিবরণ স্থানা ভাববশতঃ আষাঢ়ের সংখ্যায় দেওয়া হইল।

৪। বিগত ৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে আনন্দ বাজার পত্রিকা হইতে নিম্নলিখিত সংবাদটী উদ্ধৃত করিলাম।

"বর্দ্ধমান মাগাতায় কায়স্থসভা।—জনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন,—গত ৩০শে বৈশাখ মঙ্গলবার প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীতে কায়স্থজাতির একটী সভা হইয়াছিল। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় নানাবিধ শাস্ত্রীয় বচন ও যুক্তি দ্বারা কায়স্থসভার মুখ্য উদ্দেশ্য বিবৃত করেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে আমাদের বংশে ৫০ বৎসরের অনধিককাল মধ্যে ভাগলপুরে একটা দত্তকপুত্র গ্রহণের মোকদ্দমা হয়। প্রিভিকাউন্‌সিল্ পর্য্যন্ত মোকদ্দমা হয়। প্রতিপক্ষ বলেন, পুত্রের যাগ-যজ্ঞাদি হয় নাই, সুতরাং শূদ্রাচারে দত্তক সিদ্ধ হইতে পারে না। এই মোকদ্দমায় ভারতের প্রধান প্রধান স্থানের অধ্যাপকবৃন্দ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। অবশেষে প্রিভিকাউন্‌সিল্ স্থির করেন যে, কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত, শূদ্রাচারে দত্তক গ্রহণ করা অসিদ্ধ। উক্ত সভায় উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ এইরূপ প্রকাশ করেন যে কায়স্থগণ উপনয়ন গ্রহণ করিলে আমাদের অবশ্যই উন্নতি হইবে। তদনন্তর সভা স্থির করেন যে আগামী ৩০শে জ্যৈষ্ঠ যে উপনয়নের দিন আছে ঐ দিনে উপনয়ন গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইবে।"

এই সভায়, সভাপতি মিত্রজ মহাশয় যে দত্তকের মোকদ্দমার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা হইতেও বিরুদ্ধবাদিগণ অবলীলাক্রমে উপলব্ধি করিতে পারেন যে, বঙ্গীয় কায়স্থজাতি প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয়বর্ণান্তর্গত। এই প্রকার আরও কয়েকটী মোকদ্দমায় ভারতের শীর্ষস্থানীয় ধর্ম্মাধিকরণে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব মীমাংসিত হইয়াছে। এই প্রমাণ সম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মণগণ কি উত্তর দিতে চাহেন? আমরা জানিতে চাহি। ফলতঃ আমরা ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ না করিলে রাজার-আইনানুসারে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব। রাজা আমাদিগকে ক্ষত্রিয়বর্ণান্তগত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

। আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ চন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় ঢাকা মুনশীগঞ্জ হইতে লিখিতেছেন,—"বিগত ২৫শে বৈশাখ তারিখে বিক্রমপুর শ্রীনগর থানার অধীন কোলাগ্রামে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আচার্য্যত্বে উক্ত কোলাগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র বসু, বীরেন্দ্রচন্দ্র বসু ও হাসড়াগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সরকার মহাশয়গণ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। এবং তৎপর দিবস উক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আচার্য্যত্বে কামারখাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ বসু মহাশয়দ্বয় উপনীত হইয়াছেন। শেষোক্ত ক্রিয়ার বিশেষত্ব এই যে, উক্ত হরেন্দ্রবাবুর ইষ্টদেবতা মানপদীয়ানিবাসী চির নিরামিষাহারী বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত উপনয়নযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। এবং উপনয়নান্তে হরেন্দ্রবাবুকে তান্ত্রিক দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

সম্পাদক

ভ্রম সংশোধন।

৬। আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার গত বৈশাখী সংখ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত গবেষণাপূর্ণ "মৌলিকের মূলানুসন্ধান" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। সেই প্রবন্ধে কতকগুলি বর্ণাশুদ্ধি ব্যতীত ২৬ পৃঃ পাদমন্তব্যে আমাদের উক্তি—

(ক) "আমরা এ প্রকার কোনও প্রবন্ধ প্রতিভায় দেখি না।" সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা মনে করিয়া আমরা উক্ত মন্তব্য লিখিয়াছিলাম, কিন্তু শাস্ত্রী মহোদয় ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের মুখপত্র "প্রতিভা" নাম্নী পত্রিকার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। উহাতে উক্ত প্রবন্ধ আছে। আমরা আশা করি, আমাদের অজ্ঞানতা বশতঃ উক্ত ভ্রম ও বর্ণাশুদ্ধিগুলি শাস্ত্রী মহাশয় ও পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। ইতি। সম্পাদক।

Reg. No. C. 653.

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচনী।

[ষষ্ঠ বর্ষ—তৃতীয় সংখ্যা।]

১৩২০ বঙ্গাব্দ, আষাঢ় মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি-এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

কলিকাতা

১ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, প্রতিভা প্রেস,

শ্রীমোহিনীমোহন দত্তকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩২০ সাল।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার

নূতন নিয়মাবলী।

১। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার বার্ষিক মূল্য পোষ্টেজ সহিত সদর ও মফঃস্বল ১॥০ মাত্র ভিঃ পিঃ ডাকে ১॥/০ মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য পোষ্টেজ সহিত ৵৫।

২। পত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইবার সংবাদ সেই মাসের শেষ দিনের মধ্যে না পাঠাইলে আমরা সেই সংখ্যা পুনঃ পাঠাইতে দায়ী থাকিব না। এই সময়ের পরে সংবাদ দিলে উহার মূল্য ৵৫ হিসাবে প্রতি সংখ্যার জন্য দিতে হইবে।

৩। কোনও গ্রাহক স্থানান্তরিত হইলে তাহার সংবাদ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ না দিলে পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে আমরা দায়ী থাকিব না। অল্প দিনের জন্য স্থানান্তরিত হইলে পূর্ব্ব স্থানীয় পোষ্টাফিসকে জানাইলেই চলিবে।

৪। যিনি যে মাসে গ্রাহক হউন, সেই বৎসরের প্রথম অর্থাৎ বৈশাখ মাস হইতে, তাঁহাকে গ্রাহক হইতে হইবে। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় পত্রাদিতে ও টাকা পাঠাইবার সময় মণিঅর্ডার কুপনে নাম ধামাদি স্পষ্টরূপে লিখিবেন। এক নামে একের অধিক গ্রাহক থাকায় গ্রাহকের নম্বরটী দিলে আমাদের সুবিধা হয়।

৫। মনিঅর্ডারে "কার্য্যাধ্যক্ষ আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা ১নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট" এই ঠিকানায় লিখিবেন। ব্যক্তি বিশেষের নাম দিবার আবশ্যক নাই।

৬। পত্রাদি প্রবন্ধাদি, ও বিনিময় পত্রিকাদি "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা সম্পাদক ১নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট" ঠিকানায় লিখিবেন।

বিজ্ঞাপনের হার।

মলাটের সম্মুখের পেজ ও পত্রিকার প্রথম ও শেষ পেজের (Reading matter এর) সম্মুখস্থ পেজের প্রত্যেকের মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক পেজ মাসিক ৪৲ চারি টাকা অর্দ্ধ পেজ ৩৲ তিন টাকা এবং পেজের চতুর্থাংশ ১॥০ দেড় টাকা মাত্র। মলাটের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না। মলাটের অন্যান্য পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। যে মাসে বিজ্ঞাপন বাহির হইবে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের হস্তলিপি না দিলে সেই মাসে বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে না। বিজ্ঞাপনের মূল্য নগদ দিতে হইবে। এক মাসের ঊর্দ্ধ সময়ের জন্য বিজ্ঞাপনের হার পৃথক্, তাহা ম্যানেজারের সহিত স্থির হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীবিজয়গোপাল সরকার দেববর্ম্মা।

১নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা। ১০ই বৈশাখ ১৩২০।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা

আষাঢ় মাস, ১৩২০।

শ্রীকৃষ্ণাবতারের শ্রেষ্ঠত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

জরাসন্ধ নৃপতিকে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বধ না করিলেও তাঁহার প্ররোচনায় তাহার নিধন সংসাধিত হইয়াছিল। জরাসন্ধ অত্যন্ত অত্যাচারী নৃপতি ছিলেন এবং অন্যায় পূর্ব্বক বহু পুণ্যশীল নৃপতিদিগকে বিনাশার্থ কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। জরাসন্ধ বিনষ্ট না হইলে শ্রীকৃষ্ণ ঐ সমুদায় নৃপতিদিগের জীবন সংরক্ষণে সমর্থ হইতেন না এবং ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনেও তাঁহারা তাঁহার সহায় হইতে পারিতেন না সুতরাং জগতের হিতের জন্যই জরাসন্ধ বধ সংসাধিত হইয়াছিল। শিশুপাল বধেও শ্রীকৃষ্ণের বিন্দুমাত্র দোষ স্পর্শে না। শিশুপাল সর্ব্বসমক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে অযথা দোষারোপ করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা সহ্য করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ যাহাতে সুসম্পন্ন না হইতে পারে তজ্জন্য শিশুপাল প্রমুখ নৃপতিগণ সচেষ্ট হওয়ায় যজ্ঞের বিঘ্ন নিরাকরণ জন্যই শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের জীবন নাশ করেন। যজ্ঞ সুসম্পন্ন না হইলে যুধিষ্ঠির রাজা হইতে পারেন না এবং তাহা হইলে ধর্ম্মরাজ্যও সংস্থাপিত হয় না সুতরাং জগতের হিতের জন্যই এই কার্য্য করিয়াছিলেন। এই প্রধান কারণ। অন্য কারণ এই যে উক্ত যজ্ঞকার্য্যে তিনি যজ্ঞরক্ষাকার্য্যে ইতিপূর্ব্বেই নিয়োজিত হইয়াছিলেন সুতরাং জীবন-পণে তাঁহার কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করাই ধর্ম্ম। শিশুপাল তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা উপস্থিত করায় কর্ত্তব্যানুরোধে শিশুপালের নিধনে সেই অন্তরায় অপসারণ দোষণীয় নহে। এইরূপেই জগতে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয় এবং সদুদ্দেশ্য সংসাধিত করিতে হয়। সুতরাং শিশুপালবধ দোষণীয় নহে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ দুর্য্যোধনের একান্ত জেদের ফল। শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া বিফল মনোরথ হন এবং এমন কি তজ্জন্য স্বয়ং হস্তিনাপুরে দুর্য্যোধন সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন কিন্তু দুর্য্যোধন তাঁহাকে বন্দী করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণ যাহাতে যুদ্ধ না ঘটে তজ্জন্য পাণ্ডবদিগের জন্য পাঁচখানি গ্রাম পর্য্যন্ত চাহিয়াছিলেন কিন্তু দুর্য্যোধন কুলোকের কু-পরামর্শে সূচ্যগ্র মেদিনীও দিবেন না বলায় সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয়। দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণী সেনা লইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথী মাত্র ছিলেন, সে সমরাঙ্গনে একটী প্রাণীকেও তিনি আঘাত করেন নাই। এমতাবস্থায় যুদ্ধ জন্য তাঁহাকে দোষী করা যুক্তি বিগর্হিত।

ভীষ্ম বধেও শ্রীকৃষ্ণকে দোষ দেওয়া যায় না কারণ ভীষ্ম স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার বিনাশোপায় অর্জ্জুনকে বলিয়া দিয়াছিলেন এবং অর্জ্জুন তদনুযায়ী তাঁহাকে বাণাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া ভূপাতিত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথী মাত্র ছিলেন। সুতরাং তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণের দোষ কি? (মূল মহাভারত দ্রষ্টব্য)।

দ্রোণবধে "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" কথা শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দ্রোণাচার্য্য সমীপে বলিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং ঐ কথা একটী সত্য ঘটনা কিন্তু 'ইতিগজঃ' পূর্ব্বোক্ত কথার শেষাংশ যে দ্রোণাচার্য্য শুনিতে পাইবেন না শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ কোন বিধান জানা ছিল না। সুতরাং সত্য কথা বলিতে যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করায় শ্রীকৃষ্ণের কোনই দোষ দেখা যায় না। বিশেষতঃ "অশ্বত্থামা হতঃ". এই কয়েকটী কথায় দ্রোণাচার্য্য যে শোকাকুল হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিবেন এবং এমন কি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন এইরূপ ধারণা কোনও বুদ্ধিমান লোকই করিতে সক্ষম নহে সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই বা তাহা করিবেন কেন? দ্রোণাচার্য্য একজন কর্ত্তব্য পরায়ণ মহারথী। সে যুদ্ধে তিনি সেনাপতি। তাঁহার কর্ত্তব্য সর্ব্বস্ব পণে যুদ্ধ করা, এমতাবস্থায় ঐ কথা শুনিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদনে বিরত হইয়া তিনি প্রাণ বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইবেন এইরূপ অপদার্থ ভাবের সমাবেশ দ্রোণাচার্য্যে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে করিবেন? সুতরাং দ্রোণাচার্য্যের নিধনে শ্রীকৃষ্ণের কোন দোষই পরিলক্ষিত হয় না। দ্রোণাচার্য্য স্বীয় দোষেই নিহত হইয়াছেন।

কর্ণবধে শ্রীকৃষ্ণ সারথী স্বরূপে সারথ্য নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন মাত্র। কর্ণের "ধর্ম্মতঃ" শব্দ প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণের দুঃসহ হইয়াছিল কারণ দুষ্ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তির বিপদ সময়ে ধর্ম্মের দোহাই দেওয়া দেখিলে স্বভাবতঃই একটু ঘৃণা এবং ক্রোধের উদয় হয়। কিন্তু তজ্জন্য তিনি অর্জ্জুনকে সময় দিতে নিষেধ করেন নাই। কর্ণ পূর্ব্বকৃত কার্য্য স্মরণে লজ্জিত হইয়া ঐরূপ অবস্থাতেই যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের দোষ কি?

খাণ্ডব দাহনেও তাঁহার কোন দোষ পরিলক্ষিত হয় না। হিংস্র-জন্তু-সমাকীর্ণ বনভূমি বাসোপযোগিনী করা জনহিতকর কার্য্য। তিনি প্রাণীনাশ-উদ্দেশ্যে উহা না করায় তাঁহার কোন দোষ ঘটে নাই। অধিকন্তু

মধ্যমানব লাভে সত্যযুগ নির্মাণে তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের সূত্রপাত হওয়ায় খাণ্ডব দাহন জন-হিতার্থেই সংসাধিত হইয়াছিল।

বৃন্দাবন লীলা শ্রীকৃষ্ণের বাল্য জীবনে সংঘটিত হয় সুতরাং গোপীগণের সহিত তাঁহার সে বাল্য খেলায় কোন কুভাব আসিতে পারে না। কুপ্রবৃত্তি যৌবনেই আরম্ভ ও বিকশিত হয়। শিশুর সুনির্ম্মল বাল্য জীবনে সে পাপপূর্ণ কুভাব আসিবে কেন? বিশেষতঃ কোন পাপ কালিমায় সে প্রণয় কলুষিত হওয়ার বিষয় তৎকালীন কোন গ্রন্থকারই বলিতেছেন না এমতাবস্থায় ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তিতায় তাঁহাতে কলঙ্কার্পণ অন্যায় ও অবৈধ। রমণ ও বিহার প্রভৃতি শব্দ দ্বারা সহবাস সংসাধিত হওয়ার আশঙ্কা করা যুক্তি বিহিত। ব্রজ গোপীগণের সুন্দর শিশুর প্রতি স্ত্রীজন সুলভ স্নেহ থাকিলে অথবা অল্প বয়স্কা বালিকাদিগের কোন শিশুর প্রতি অনুরাগ থাকিলে সে স্নেহ কি অনুরাগ পবিত্রতায় পরিশুদ্ধ এবং তাহা কখনই ঘৃণিত কামজ প্রেম বা অনুরাগ নহে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর বয়স্কা কোন প্রৌঢ়ারমণী অথবা আট দশ বৎসর বয়স্কা গ্রাম্য গোপবালিকা যদি কোন পঞ্চম কি সপ্তম বর্ষ বয়স্ক বালককে ভালবাসেন সে ভালবাসা কি দোষণীয়? এবং ঐরূপ বালকও যদি ঐরূপে প্রৌঢ়ায় অনুরক্ত হয় তবে সে অনুরাগও কি ভয়াবহ? আর বালকের বস্ত্রহরণেই বা দোষ কি? চপলমতি শিশু কু-অভিপ্রায়ে ইহা করে নাই। আমাদের কুভাব তাঁহাতে অর্পিত করিয়া কুরতি উদ্দীপক বলিয়া দোষারোপ নিতান্ত গর্হিত বাক্য, বালকের মনে এ কু-ভাব আসিবে কেন? আমাদের ছেলে বালকের তাহাতে দোষই বা কি? ননীচুরিও বালক স্বভাব সরলতারই পরিচয়। বিশেষতঃ গোপীগণ যদি তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া থাকে তবে এ ননী তাঁহারই জিনিষ মধ্যে পরিগণিত হওয়ায় তিনি তাহায় যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন। অধিকন্তু এই সমস্ত ননী শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের বানরদিগকে ভক্ষণ করাইতেন সুতরাং তাঁহার নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার না করায় তজ্জন্য তাঁহাকে দোষী করা যায় না। বিশেষতঃ আমার কোন বন্ধু আমাকে না বলিয়া যদি আমার কোন জিনিষ লইয়া যান এবং যদি আমি তাঁহাকে প্রকৃতপক্ষে চোর না বলি তবে অন্যে তাঁহাকে কি চোর বলিয়া দোষারোপ করিতে পারেন? গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ সদ্ভাব তাহাতে তাহারা তাঁহাকে কখনই প্রকৃতপক্ষে চোর বলিতে ইচ্ছুক নন। এমতাবস্থায় অন্যের চোর বলা নিতান্ত গর্হিত। সুতরাং ননীচুরির অপবাদ শ্রীকৃষ্ণে প্রযুজ্য নহে।

গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যাদিও দোষণীয় নহে। সুসভ্য পাশ্চাত্য জাতির বয়স্ক পুরুষেরা হাত ধরাধরি করিয়া বর্ষিয়সী স্ত্রীলোকদিগের সহিত নৃত্যাদি করেন। তাঁহাদিগের মধ্যেও কোন কুভাব এ নৃত্যাদি সম্পাদিত হয় না। সুতরাং তাহা দোষণীয় নহে। সে সময়ে আমাদের দেশেও এ প্রথা ছিল। সুতরাং তৎকালীন তাহা দোষণীয় ছিল না। বিশেষতঃ অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগের বিশুদ্ধ আমোদ জনিত নৃত্যাদি কোন কালেই দোষণীয় নহে। শ্রীকৃষ্ণের শৈশব কালের ঐরূপ নৃত্যও দোষণীয় নহে।

ব্রজগোপিগণের সুন্দর শিশুর প্রতি স্ত্রীজন-সুলভ স্নেহ থাকিলে সে স্নেহ পবিত্রতায় পরিশুদ্ধ এবং তাহা কখনই ঘৃণিত কামজ প্রেম নহে।

শ্রীকৃষ্ণের বহু বিবাহ সম্বন্ধে দোষ দেওয়া যায় না কারণ তৎকালীন ভারতীয় সমাজের ইহাই প্রথা ছিল। পাণ্ডবদিগের অধিকাংশেরই বহু বিবাহ ছিল। মহম্মদেরও চারি পত্নী ছিলেন। যখন সমাজে লোক সংখ্যা কম থাকে তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে বহু বিবাহ প্রথা সমাজ হিতকর সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সময়ে বহু বিবাহ প্রয়োজনীয় ছিল বিধায় তৎকালে তাঁহার বহু বিবাহ দোষণীয় নহে।

আমরা মানবীয় ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের সমালোচনা করিতেছি সুতরাং শ্রীকৃষ্ণভক্ত কেহ ক্রোধান্বিত হইতে পারেন তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় গোপীগণের সহিত বিহার ও রমণ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদানে বৃন্দাবন লীলার শেষ করিতে চাই। যদি শ্রীকৃষ্ণে ভগবান্ ভাব আরোপিত হয় তাহা হইলে গোপীগণ তাঁহাকে স্বামীভাবে প্রার্থনা করায় সর্ব্বগুণাধার ভগবান্ প্রার্থীর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদের সহিত ঐরূপ ভাবে অনুরক্ত হইলে কাহাকে দোষ দিব? কারণ তখন তিনি গোপী ও গোপগণের মূলাধার সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ অর্থাৎ তাঁহাতে সমস্তই রহিয়াছে এবং তিনি সর্ব্বভূতে রহিয়াছেন। রাধিকা সংসর্গে বা দোষ কি? কারণ প্রকৃতি পুরুষ ব্যতীত সৃষ্টি কোথায়? স্ত্রীলোকগণ স্বভাবতঃই স্বামীতে অনুরক্তা এবং সেই ভাবই তাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বোচ্চ ভাব, সেই প্রবৃত্তিই সর্ব্বোচ্চ প্রবৃত্তি এমতাবস্থায় তাঁহারা সুগম্য ও সহজসাধ্য পথ দ্বারা ভগবানে আসক্ত হইলে কালে কি এ ভাব বিদূরিত করিয়া তাঁহারা স্বর্গীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারেন না? ইতিহাসে এসম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ করিতেছে। 'দস্যু' বাল্মীকি মরা 'মরা' জপ করিতে করিতে পুণ্যময় রামনাম ধ্যানে সমর্থ হইয়া পরে মহামুনি বাল্মীকি স্বরূপে মহাযোগীর পদবীতে সমারূঢ় হইয়া ভগবদ্ভক্তি লাভে কি কৃতার্থ হইয়াছিলেন না? তবে গোপীগণেরই বা দোষ কি? যৌবনসুলভ কামবশে সুন্দরী স্ত্রীতে অনুরক্ত হইয়া কাল-সহকারে সেই স্ত্রীর বৃদ্ধাবস্থায় কি কেহ বিশুদ্ধ ভাবে অনুরক্ত থাকে না? অবশ্য তখন বিশুদ্ধ প্রণয়ই উভয়ের মধ্যে থাকে কিন্তু তখন তো আর ঘৃণিত কামপ্রবৃত্তি থাকে না। সুতরাং গোপীগণের কি আর বিশুদ্ধ অনুরাগ আসিতে পারে না? দুষ্কর্ম্ম দ্বারা সুকর্ম্মে নীত হইলে সে দুষ্কর্ম্ম কি দোষের বা তাহার অনুপ্রাণিত কি পাপ কালিমায় কলুষিত? কোন ব্রণের যাতনায় রোগী-জীবন সঙ্কটাবস্থায় উপনীত হইলে যদি কোন অস্ত্রবিৎ চিকিৎসক বহুরক্তপাত করিয়া তাহাকে বহুকষ্ট প্রদান করেন তবে সেই অস্ত্রবিৎ কি দোষভাগী? তাহা কখনই নহে কারণ এ অস্ত্রবিদের উদ্দেশ্য মহৎ। তদনুরূপ ভগবান্ গোপীগণের মনে যদি কোন প্রকার অনুরাগের সঞ্চার করেন এবং সে অনুরাগ কালে বিশুদ্ধ অনুরাগে পরিণত হয় এবং তদ্দ্বারা তাহারা যদি ভগবদ্ভক্তি লাভে কৃতার্থ হয় তবে কি আর আমরা তাঁহাকে দোষী বলিতে পারি?

রোগীকে যদি রোগ মুক্ত করাই লক্ষ্য হয় তবে চিকিৎসক যে কোন ভাবে তাহার রোগ

মুক্ত করিতে পারেন এবং সেই প্রণালীতে দোষারোপ অন্যায় ও অবৈধ।

ভগবান-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্র হরণের ও নিগূঢ় উদ্দেশ্য রহিয়াছে। গোপীগণ ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন যে তাঁহারা সর্ব্বাংশে ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন এবং তাঁহারা দেহে, প্রাণে, মনে সর্ব্বতোভাবে ভগবানে লীন হইয়াছেন কিন্তু বস্ত্রাভাবে যখন লজ্জাশীলতা আসিয়া তাঁহাদিগকে ম্রিয়মাণা করিল তখনই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে এখনও তাঁহাদের তন্ময়ত্ব ভাব আইসে নাই সুতরাং সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে নাই।

ভগবান্ ভাবে আর তো কৃষ্ণের ননী চুরির অপবাদও খাটে না কারণ সকলই তো তিনি এবং গোপীগণও তাঁহার, ননীও তাঁহার সুতরাং তাঁহার আবার চুরি কি? পুতনা বধ শিশুপাল বধ, জরাসন্ধ বধেই বা দোষ কি? কর্ম্মানুযায়ী ফল তাহারা যে পাইবেই সুতরাং তজ্জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া কেন? মহাভারতীয় বীর পুরুষগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুযায়ী ফল ভোগ করিতেই বিধাতা কর্ত্তৃক নিয়োজিত সুতরাং তাঁহাদের বিনাশে অর্জ্জুন নিমিত্তভাগী মাত্র। আমি জিজ্ঞাসা করি চক্রাবর্ত্তে, জলপ্লাবনে এবং মহামারিতে অসংখ্য লোকের জীবন বিনষ্ট হইতেছে এ জন্য দায়ী কে? পাপ, পুণ্য; সৃষ্টি, স্থিতি লয় মানুষের সম্যক্ অবগত হওয়া এবং সে রহস্য সম্পূর্ণরূপে জানা অসম্ভব। এবং আপাত দৃষ্টিতে দোষ গুণের বিচার করাও অন্যায়। উদ্দেশ্য ও পরিণতি না দেখিয়া সমালোচনা দোষণীয়। বিড়াল স্বীয় শিশুকে এবং মূষিককে তাহাদের গ্রীবা দেশেই দন্তাগ্রে সংস্থাপিত করে বটে, কিন্তু ভাবের ব্যতিক্রম বশতঃই বিড়াল শিশু পরমানন্দে ও মূষিক মর্ম্মন্তুদ যাতনায় ছট্ ফট্ করিয়া সময় কর্ত্তন করে সুতরাং উদ্দেশ্য ও পরিণতি না দেখিয়া দোষারোপ অন্যায় ও অবৈধ।

আমরা শ্রীকৃষ্ণ জীবনের দুইটী লক্ষ্য দেখিতে পাই এক জগতের নৈতিক চরিত্র সংগঠন অপর ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন। শ্রীকৃষ্ণ এই উভয় উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহাই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য এবং জগতের হিতের জন্য তাহাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অলৌকিক ঘটনা এবং অসংখ্য কীর্ত্তি কাহিনী বিবৃত করা সহজসাধ্য নহে। আমরা তাঁহাকে মানবীয় ভাবেই দেখিতেছি এবং সেই ভাবেই তাঁহার সম্পূর্ণ আদর্শতা দেখিব এবং তিনি সেই ভাবেই স্বীয় উদাহরণ দ্বারা, আমাদিগকে নৈতিক বলে উন্নতি করিয়া ধর্ম্ম বলে বলীয়ান্ করিতেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং আমরা তাঁহাকে সেই ভাবেই দেখিব। তিনি বাল্যে আদর্শ বলবান ছিলেন এবং কমনীয়তায়ও তিনি আদর্শ ছিলেন এবং তজ্জন্যই গোপীগণ তাঁহাকে অকৃত্রিম স্নেহ করিয়া কৃতার্থা হইতেন। যৌবনে ক্ষত্রিয় সমাজে সর্ব্বপ্রধান বীর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। কেহ কখনও তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারে নাই। তাঁহার শিষ্য সাত্যকি ও অভিমন্যু যুদ্ধে অপরাজেয় ছিলেন। এমনকি অভিমন্যুর ন্যায় বীর তৎকালে আর কেহই ছিল না। অর্জ্জুনও যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক সময় শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ গ্রহণে কৃতকার্য্য হইতেন। সুতরাং তৎকালে তিনি আদর্শ সমীর ছিলেন এবং তিনি আদর্শ সেনা-

পতিত ছিলেন কারণ তাঁহার পরিচালনায় অল্প সংখ্যক যদুবীরসেনা সংখ্যাতীত জরাসন্ধ সৈন্যের গতি প্রতিহত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

তিনি আদর্শ রাজনীতিজ্ঞও ছিলেন কারণ অত্যাচারী জরাসন্ধকে বধ করিয়া কারারুদ্ধ রাজগণকে মুক্ত করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সংসাধনের প্রশস্ত পন্থা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এমন কি দুর্দ্ধর্ষ যাদবগণ এবং বীরাগ্রগণ্য পাণ্ডবগণও তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন। ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের পর রাজ্য শাসন ও সংরক্ষণ জন্য সুব্যবস্থা স্থাপনে রাজনীতি শাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি কলাবিদ্যায়ও আদর্শ ছিলেন। রথসঞ্চালনে তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য দেখা যায়। এমন কি শিশু চিকিৎসা বিদ্যায়, অশ্ব চিকিৎসাবিদ্যায় এবং বংশীবাদনে তিনি তুলনা অদ্বিতীয় ছিলেন। দুর্য্যোধন ও কর্ণ যাঁহার প্রতি চিরকাল বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তজ্জন্য তাঁহাদিগকে কোন শাস্তি দেন নাই। তিনি তাঁহাদের প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহারাও তাঁহার সময়োচিত সহানুভূতি পাইয়াছেন সুতরাং তিনি শত্রুর প্রতিও দয়াপরবশ ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ পশু পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট জীবের প্রতিও অতিমাত্র দয়ার্দ্র ছিলেন। স্ত্রী জাতিকেও সর্ব্বদা সম্মানের চক্ষে দেখিতেন, আত্মীয় স্বজনের হিতৈষী এবং ন্যায়ের পক্ষপাতী ছিলেন। এমন কি লোক হিতার্থে স্বজন বিনাশেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার বৃন্দাবনলীলা, যমুনাবিহার, রৈবতকবিহার চিত্তরঞ্জনী কমনীয় বৃত্তিরই প্রকটন করে। একাধারে গুণাবলীর এমন সমাবেশ আর কোথায়? নৈতিক চরিত্রগঠনে এবং ধর্ম্ম রাজ্য সংস্থাপনে এমন উৎসর্গীকৃত জীবন এজগতে অতি বিরল। এমন কি আর কেহ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যীশু স্বমত প্রচারের জন্য দুরাত্মা ফ্যারাসিসগণ কর্ত্তৃক নৃশংসরূপে নিহত হইয়াছিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নৈতিক জীবন ও ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ জগতের হিতের জন্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর স্বীয় পুত্রদিগকে জ্ঞাতিবন্ধুদিগকে অকাতরে নিহত হইতে দিয়াছিলেন। অবশেষে ব্যাধশরে বিদ্ধ হইয়া যখন জড়দেহ পরিত্যাগে উদ্যত তখনও ব্যাধের দুষ্ক্রিয়া দ্বারা ক্ষুণ্ণমনা না হইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ভবলীলা শেষ করেন। সুতরাং এমন ক্ষমার অবতার এমন স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ এ জগতে আর কেহই জন্মেন নাই। মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট এ সম্বন্ধেও তাঁহার নীচের আসন লাভেই সমর্থ, কারণ যীশু প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক প্রাণবিসর্জ্জনে বাধ্য হইয়াছিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণাধিক পুত্র ও বংশধরদিগের বিনাশ দর্শনেও উৎফুল্ল থাকিয়া শক্তি থাকিতেও ব্যাধ বিনাশে বিরত ছিলেন এমন কি তদবস্থায়ও অভয় প্রদানে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া ছিলেন।

ভগবান্ সর্ব্বজীবে সর্ব্বভূতেই বিরাজমান কিন্তু যেস্থলে তাঁহার অভিব্যক্তি অত্যধিক তিনিই মহাপুরুষ তিনিই অবতার তজ্জন্যই শ্রীচৈতন্য, যীশু, বুদ্ধ প্রভৃতি আমাদের পূজ্য এবং অবতার রূপে আরাধ্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে ভগবানের অভিব্যক্তি যত বেশী এরূপ আর কিছুতেই নহে এবং শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত ছিলেন এরূপ আর কেহই নহেন।

তিনি গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ডদাতা, সেনাপতি, তপস্বী, উপদেষ্টা সুতরাং সংসারী বা গৃহীদিগের, রাজাদিগের, যোদ্ধ, পুরুষদিগের তপস্বীদিগের, ধর্ম্মবেত্তাদিগের—মনুষ্য জাতির সর্ব্ব শ্রেণীর এক মহা আদর্শ; বিশেষতঃ তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তি চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার গীতার ন্যায় উপদেশ পূর্ণ গ্রন্থ—দর্শনের এমন সমাধান জগতে আর নাই। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মমতের ন্যায় সর্ব্ব লোক হিতকর সর্ব্বজনের আচরণীয় উদার ধর্ম্ম এ জগতে আর নাই। যে দিক দিয়া দেখি সেই দিকেই দেখিতে পাই তিনি বলবানাধিক বলবান, বীরাধিক বীর, ধার্ম্মিকাধিক ধার্ম্মিক, উপদেষ্টারও উপদেষ্টা এবং জ্ঞান ভাণ্ডারের অমূল্য ও অতুলনীয় সম্পদ এবং তাঁহাতেই শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিনিচয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা হইয়াছে সুতরাং নর দেহধারী শ্রীকৃষ্ণ বিধাতার চরমোৎকর্ষ অর্থাৎ কৃষ্ণাবতারই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, এবং তজ্জন্যই তিনি যুধিষ্ঠিরের উপদেশক বীরাগ্রগণ্য ভীম ও অর্জ্জুনের আরাধ্য, শক্তি ও প্রেমরূপিণী শ্রীমতী রাধিকার প্রাণ সখা এবং সাধক শ্রেষ্ঠ ধ্রুব ও প্রহ্লাদের আরাধ্য; নারদ প্রভৃতি মহর্ষি যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, ব্যাস ও সঞ্জয় প্রভৃতির ন্যায় মহাজ্ঞানী ও দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন মহাপুরুষগণ নিঃস্বার্থে যাঁহার স্তুতিবাদে ধরা মুখরিত করিয়াছেন সেই গুণাতীত, জ্ঞানাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত, ভগবানের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণাবতার যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এতদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার জীবনের সমুদায় ঘটনাবলী দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে কেবল তাঁহারই জীবনে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি, পরিণতি সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা পাইয়াছে। এইরূপ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষ জগতে আর কখনই অবতীর্ণ হন নাই। যত দিন মনুষ্য সমাজে জ্ঞানের পূজা থাকিবে এবং উদার ধর্ম্ম মতের আধিপত্য থাকিবে বীরের পূজা রহিবে এবং কর্ম্মীর সমাদর থাকিবে ততদিন এ জগতে শ্রীকৃষ্ণাবতারই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠরূপে আদৃত এবং সম্পূজিত হইবেন অন্যথা ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতে হয় সুবিচার পদদলিত করিতে হয়।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।*

---

* কৃষ্ণচরিত্র জগতে অতুলনীয়, আলোচনা ও মন্থন যত কর ততই ইহা হইতে অমূর্ত্ত রত্নরাজি উত্থিত হইবে। কিন্তু একটী কথা অমরণে মনে রাখিতে হইবে অসীম মহাপুরুষের জীবনের দোষ গুণ সসীম আমরা বুঝিতে অসমর্থ। শ্রীবৃন্দাবনলীলা সম্বন্ধে শুকদেব রাজা পরীক্ষিতের সংশয় ছেদন করিয়াছিলেন। ফলতঃ যিনি ঈশ্বর তাঁহার ধর্ম্মাতিক্রমে সাহস দেখা গিয়াছে। যিনি গোপীদিগের গোপীর স্বামীদিগের এবং যাবতীয় দেহীর অন্তরে বিরাজ করিতেছেন তাঁহার সমস্ত কার্য্যই জীবের মঙ্গলের জন্য। রুদ্র ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বিষ পান করিতে সাহসী হন নাই। ফলাফল দেখিয়া আমরা কার্য্যের গুণ দোষ বিচার করি। আমাদিগের দৃষ্টি অধিক দূরে প্রসারিত হয় না সুতরাং অসাধারণ কার্য্যের গুণ বিচারে আমরা অসমর্থ। এক জন ইংরাজ কবি বলিয়াছেন—

"with God time is not, with Him is all Present Eternity, worlds, beings years, unfold themselves like flowerets, He foresees Not, but sees all atonce."

যিনি অনন্তকাল হস্তস্থ আমলকীর ন্যায় দর্শন করেন, তাঁহার কার্য্যের দোষ গুণ আমরা বুঝিতে অসমর্থ। এই সেই জন্য বলা হইয়াছে—

where you cannot unravel learn to trust.

দীন মনা! আনত মস্তকে শ্রীকৃষ্ণ চরণ প্রান্তে প্রণাম করিয়া যোড় হস্তে বল ভগবান্! তোমার সমস্ত কার্য্যই মঙ্গলময়। সম্পাদক।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় সর্ব্বোপনিষৎ সারঃ।

॥ওঁ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ওঁ॥

ওঁ কথং বন্ধঃ কথং মোক্ষঃ কাহবিদ্যা কাবিদ্যেতি জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তং তুরীয়ঞ্চ কথং অন্নময়ং প্রাণময়ো মনোময়ো বিজ্ঞানময় আনন্দময়ঃ কথং কর্ত্তা জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ সাক্ষী কূটস্থোহন্তর্য্যামী কথং প্রত্যগাত্মা পরমাত্মা আত্মাময়ো চেতি কথমাত্মেশ্বরঃ ॥ ১ ॥

অনাত্মনো দেহাদীনাত্মত্বেনাভিমন্যতে সোহভিমান আত্মনো বন্ধঃ তস্মিন্ নিবৃত্তির্ম্মোক্ষঃ। তমভিমানং কারয়তি যা সাহবিদ্যা সোহভিমানো যয়ানিবর্ত্ততে সা বিদ্যা। মন আদি চতুর্দ্দশ করণৈঃ পুষ্কলৈরাদিত্যাদনুগৃহীতৈঃ শব্দাদীন্ বিষয়ান্স্থূলান্ যদোপলভতে তদাত্মনো জাগরণম্ ॥ ২ ॥

টীকা। ওঁ বন্ধাদিমায়াপর্য্যন্তং লক্ষণং তৈত্তিরীয়কে। সর্ব্বোপনিষদাং সারঃ সপ্তবিংশে চতুর্দ্দশ ॥

ত্রয়োবিংশতেরর্থানামাদৌ স্বরূপ লক্ষণ প্রশ্নে বন্ধস্বরূপং তাবদাহ অ আত্মন ইতি। অনাত্মনঃ স্থূলত্বাৎ দেহেন্দ্রিয়াদীন্ আত্মত্বেন ব্রাহ্মণোহহং স্থূলোহহং গচ্ছামীত্যাত্মত্বেনাভিমন্যতে সোহভিমানো বন্ধঃ তৎত্যাগো মোক্ষঃ তৎকারিকা অবিদ্যা তন্নিবর্ত্তিকা বিদ্যা। মন আদীতি। মনোবুদ্ধিচিত্তাহংকারশ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুঃ রসনাঘ্রাণবাক্‌পাণি পাদপ যুপস্থাখ্যৈর্জ্ঞান কর্ম্ম করণৈঃ পুষ্কলৈঃ বহিরাবির্ভূতৈশ্চন্দ্রাচ্যুতশঙ্কর চতুর্ম্মুখদিগ্‌বাতার্ক প্রচেতোহশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রপ্রজাপতিভিরনুগৃহীতৈঃ সঙ্কল্পাধ্যবসায়চেতনাভিমানশব্দস্পর্শরূপ সগন্ধবক্তৃত্বাদানগমনবিসর্গানন্দান্ স্থূলান্ বহির্ভূতান্ যদোপলভতে তদা আত্মনো জাগ্রদ্ব্যবহারঃ ॥১ ২॥

ভাবার্থ।—কেমন করিয়া আত্মার বন্ধন হয় হয়,কেমন করিয়া মুক্তি হয়, অবিদ্যা কি, বিদ্যা কি, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত ও তুরীয়াবস্থা কি, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, ও আনন্দময় কোশ কাহাকে বলে, কর্ত্তা, জীব, ক্ষেত্রজ্ঞ, সাক্ষী, কূটস্থ, ও অন্তর্য্যামী কাহাকে বলে, প্রত্যগাত্মা, পরমাত্মা, আত্মা ও মায়া কি, এবং আত্মা কি রকমে ঈশ্বর বলিয়া উক্ত হয়? এই ত্রয়োবিংশতি অর্থযুক্ত স্বরূপলক্ষণ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া হইতেছে ॥১।

অনাত্মস্বরূপ দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্ম ভিমান অর্থাৎ 'আমি ব্রাহ্মণ,' "আমি স্থূল," "আমি যাইতেছি" ইত্যাদি অভিমানই আত্মার বন্ধন, দেহাদিতে আত্মাভিমানের নিবৃত্তি মোক্ষ। যাহা দেহাদিতে এই প্রকার মায়া জন্মাইয়া দেয় তাহার নাম অবিদ্যা। যদ্দ্বারা মায়ার নিবৃত্তি হয়, তাহার নাম বিদ্যা। চন্দ্র, অচ্যুত

শঙ্কর, চতুর্ম্মুখ, দিক্, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, বহ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, মিত্র ও ব্রহ্মা—এই সকল অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদ্বারা অনুগৃহীত, এবং বহিঃ প্রকাশিত মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, কর্ণ ত্বক্, চক্ষু, রসনা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই চতুর্দ্দশ জ্ঞান ও কর্ম্ম করণ দ্বারা যে অবস্থাতে যথাক্রমে সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, চেতনা, অভিমান, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ মুখবাদন, গমন, মলমূত্র ত্যাগ, ও আনন্দ এই সমস্ত স্থূল বিষয়গণের উপভোগ করা যায়, তাহাই আত্মার জাগ্রৎ অবস্থা ॥২।

তদ্বাসনারহিতশ্চতুর্ভিঃ করণৈ শব্দাদ্যভাবেঽপি বাসনাময়ান্ শব্দাদীন যদোপলভতে তন্মনঃ স্বপ্নম্। চতুর্দ্দশকরণোপরমাদ্বিষয় বিশেষ বিজ্ঞানাভাবাৎ যদা তদা আত্মনঃ সুষুপ্তম্। অবস্থাত্রয়াভাবাদ্ভাবসাক্ষি স্বয়ং,ভাবরহিতং নৈরন্তর্য্যং চৈতন্যং যদা তদা তত্তুরীয়ং চৈতন্যমিত্যুচ্যতে ॥ ৩ ॥

টীকা—তদ্বাসনারহিত ইতি। দেবতা-নিমিত্তে অদৃষ্ট নিমিত্তে চ স্বপ্ন ইতি বোদ্ধব্যম্ চিন্তাস্বপ্নে বাসনায়া নিমিত্তত্বাৎ। অতএব বাসনাময়ানিত্যুক্তম্, অরহিত ইতি বা ছেদঃ। দেবতাদৃষ্টকৃতে তু বাসনাদ্বয়ে বাসনাশব্দেন দেবেচ্ছা ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ ব্যাখ্যেয়ৌ। তন্মনঃ স্বপ্নমিতি। সা মনোবৃত্তি স্বপ্ন ইত্যর্থঃ। তদা আত্মনঃ স্বপ্নমিতি তু যুক্তঃ পাঠঃ জাগরণ সুষুপ্ত্যোরাত্মশব্দগ্রহণাৎ, চতুর্দ্দশেতি, স্বপ্নে তু দশানামেবোপরমঃ চতুর্ণামন্তঃ করণানাং ব্যাপারঃ, করণাভাবে বিষয়াণাং শব্দাদীনাং বিশেষতো জ্ঞানাভাবাৎ, যদা আত্মনোঽবস্থান মিতি শেষঃ,তদা আত্মনঃ সুষুপ্তং সুষুপ্তিরিত্যর্থঃ তন্মনঃ সুষুপ্তমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। তদা তন্মনঃ সুষুপ্তং উপরম্ ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। ভাবসাক্ষি ভাবানাং সাক্ষি সাক্ষাৎ দ্রষ্টৃ,সাক্ষিশব্দঃ সাক্ষাদ্দ্রষ্টৃবাচী, স্বয়ং ভাবরহিতং নির্লেপত্বাৎ। নৈরন্তর্য্যং স্বার্থে ভাবপ্রত্যয়ঃ, ব্যবধায়কবস্ত্বন্তর-রহিতং চৈতন্যং জ্ঞানমাত্রং যদা অবতিষ্ঠতে ইতি শেষঃ তদা তুরীয়ম্ ॥৩॥

ভাবার্থ।—যে সময়ে শব্দাদি বিষয়সমূহ উপস্থিত না থাকিলেও বিষয় বাসনাবাসিত মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই অন্তঃকরণ চতুষ্টয় দ্বারা শব্দাদি বিষয় সকলের উপলব্ধি হয় তাহাকে স্বপ্নাবস্থা বলে। যে সময়ে পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ করণ নিজ নিজ করণে লীন হয়, অতএব যে সময় বিষয়সমূহের উপলব্ধি হয় না, তাহার নাম আত্মার সুষুপ্তি। যখন আত্মা জাগ্রৎ স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় হইতে বিমুক্ত হয়েন এবং সমস্ত বিষয়সমূহ হইতে ভিন্ন থাকিয়া উহাদের সাক্ষিরূপে বিরাজমান থাকেন এবং যখন ইহার কোন প্রকার বস্তু, ব্যবধায়ক থাকে না, কেবলমাত্র চৈতন্যরূপে বিদ্যমান থাকেন, তখন আত্মার তুরীয়াবস্থা। ৩।

অন্নকার্য্যাণাং ষণ্ণাং কোশানাং সমুহোঽন্নময়ঃকোশ ইত্যুচ্যতে। প্রাণাদিচতুর্দ্দশ বায়ুভেদা অন্নময়ে-কোশে যদা বর্ত্ততে তদা প্রাণময়ঃ-কোশ ইত্যুচ্যতে। এতৎ কোশদ্বয়

সংযুক্তো মন আদিভিশ্চতুর্ভিঃ করণৈ-বাত্মা শব্দাদি বিষয়ান্ সঙ্কল্পাদি ধর্ম্মান্ যদা করোতি তদা মনোময়ঃ কোষ ইত্যুচ্যতে। এতৎ কোশ ত্রয়সংযুক্ত-স্তৎগত বিশেষাবিশেষজ্ঞো যদা ভাসতে তদা বিজ্ঞানময়ঃ কোশ ইত্যু-চ্যতে। এতৎ কোশ চতুষ্টয়স্বকারণ বিজ্ঞানে বটকণিকায়ামিব বৃক্ষোযদা বর্ত্ততে তদা আনন্দময় কোশ ইত্যু-চ্যতে ॥৪

টীকা—অন্নেতি ষট্‌কোশা যথা—অস্থি মজ্জা, মেদঃ ত্বঙমাংসশোণিতম্। ষাট্‌কৌশিক-মিদং প্রোক্তং সর্ব্বদেহেষু দেহিনাম্॥ ইতি। প্রাণাদিচতুর্দ্দশেতি। প্রাণাপানব্যানোদান সমান নাগকূর্ম্মকৃকরায়দেবদত্তধনঞ্জয়াদশ,প্রো-হন্যে বৈরম্ভণঃ স্থানমুখ্যঃ প্রদ্যোতঃ প্রাকৃতস্তথা। বৈরম্ভণাদয় স্তত্র বায়ু বশঙ্গতাঃ ইতি। এতে চতুর্দ্দশ বায়বো দেহে যদা কৃতাস্পদাঃ তদা প্রাণাময়ঃ কোশঃ এতদিতি। এতৌ অন্নময়-প্রাণময়ৌ কোশৌ, তয়োর্দ্ধয়ং তেন সংযুক্তঃ আত্মা শব্দাদিবিষয়ান্ শব্দাদয়ঃ পঞ্চ বিষয়া যেষাং তে তান্ সঙ্কল্পাদয়ো যে ধর্ম্মাস্তান্ এতদিতি। এতেন পূর্ব্বোক্তকোশত্রয়েণ সংযুক্তঃ তদ্‌গত বিশেষাবিশেষজ্ঞঃ তদ্‌গতঃ সঙ্কল্পাদিগতঃ বিশেষঃ ব্রাহ্মণত্বাদিঃ অবিশেষঃ মনুষ্যত্বাদিসামান্যং তয়োর্জ্ঞাতা সবিকল্পকল্পনাদি মান্, স্বকারণবিজ্ঞানে স্বস্য কারণীভূতং যদা এতৎ কোশ চতুষ্টয়ং পূর্ব্বোক্তং জ্ঞানং ব্রহ্ম তত্র বর্ত্ততে। তত্র দৃষ্টান্তঃ বটবীজে যথা বটোবর্ত্ততে, তদ্বৎ স চ নির্ব্বিষয়ে জাগ্রতি মনসি সুষুপ্তে ভবতি ॥ ৪ ॥

ভাবার্থ।—অস্থি, মজ্জা, মেদ, ত্বক্, মাংস ও শোণিত দ্বারা গঠিত এই দেহই অন্নময় কোশ। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকরায়, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়, এই দশটী এবং বৈরম্ভণ, স্থানমুখ্য, প্রদ্যোত ও প্রাকৃত এই ৪টী, এই চতুর্দ্দশ বায়ু যখন দেহে অবস্থান করে, তখন প্রাণময় কোশনামে অভিহিত হয়। যখন আত্মা অন্নময় ও প্রাণময় কোশদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া মন বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই অন্তঃকরণ চতুষ্টয় দ্বারা শব্দাদি বিষয় সমূহ ও সঙ্কল্পাদি বৃত্তি সকল উপলব্ধি করেন, তখন তাহাকে মনোময় কোশ বলা হয়। যখন আত্মা এই কোশত্রয় সংযুক্ত হইয়া এই কোশত্রয় গত সঙ্কল্পাদি বিশেষ এবং ব্রাহ্মণাদি অবিশেষ ধর্ম্মের উপলব্ধি করেন, তখন তাহাকে বিজ্ঞান-ময় কোশ বলা হয়। এবং যখন বটবীজে বট বৃক্ষের ন্যায় এই পূর্ব্বোক্ত কোশচতুষ্টয়ের কারণ স্বরূপ বিজ্ঞানে অবস্থিত থাকেন, তখন তাঁহাকে আনন্দময় কোশ বলা যায় ॥৪॥

সুখ-দুঃখ-বুদ্ধ্যাশ্রয়ো দেহান্তঃ কর্ত্তা যদা তদা ইষ্টবিষয়ে বুদ্ধিঃ সুখবুদ্ধিঃ অনিষ্ট বিষয়ে বুদ্ধির্দুঃখ-বুদ্ধিঃ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাঃ সুখ-দুঃখ হেতবঃ ॥৫॥

টীকা।—কর্ত্তালক্ষণমাহ সুখেতি। সুখং মে ভবতু দুঃখং মে মা ভূদিতি প্রবৃত্তঃ সুখ-দুঃখয়োরনুভবিতা দেহান্তঃ স্থূলসূক্ষ্মদেহোপাধি

কর্ত্তেত্যর্থঃ। যদাতদেতি পূর্ব্বেণ সম্বধ্যতে, যদা দেহোপাধিস্তদা কর্ত্তেত্যর্থঃ। সুখ দুঃখবন্ধ্যোর্লক্ষণে লক্ষণাঙ্গতয়া আহ ইষ্টেতি। ইষ্টানিষ্টবিষয়ানাহ শব্দেতি। অনুকূলবেদ্যাঃ সুখহেতবঃ প্রতিকূলবেদ্যো দুঃখ হেতবঃ ॥৫॥

ভাবার্থ।—কর্ত্তার লক্ষণ বলা হইতেছে। যখন আত্মা সুখ বুদ্ধির আশ্রয় অর্থাৎ আমার সুখ হউক, দুঃখ না হউক, এবম্বিধ বুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ সুখ ও দুঃখের অনুভাবক এবং স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ বিশিষ্ট হন, তখন তাহার নাম কর্ত্তা। সুখ ও দুঃখবুদ্ধি কাহাকে বলে, তদ্বিষয় বলা হইতেছে। ইষ্ট বিষয়ে যে বুদ্ধি, তাহার নাম সুখ বুদ্ধি এবং অনিষ্ট বিষয়িনী বুদ্ধির নাম দুঃখ বুদ্ধি, রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটী বিষয়ই সুখ ও দুঃখের কারণ ॥৫॥

ক্রমশঃ

শ্রীপার্ব্বতীচরণ দেববর্ম্মা।

লোক-চরিত্র।

(গল্প)

স্মর চেলাটকং গ্রামং স্মর গোদাবরী নদীম্।
স্মর মাদ্রীং চ ভদ্রীং চ স্মর বাসঃ শুষুঃ শুষুঃ ॥

স্বচ্ছ-সলিলা, বেগবতী স্রোতস্বতী 'গোদাবরী' তটিনি-তটে, 'চেলাটক' একখানি গ্রাম। এই ক্ষুদ্রাতিশয় গ্রামখানিতে উল্লেখযোগ্য এমন কোন বিষয় বা বস্তু নাই যদ্দ্বারা গ্রামটী মানবের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। কেবল মাত্র দুই চারিটী সামান্য প্রাচীন দেবমন্দির, আর একটী বহু প্রাচীন, বিশালকায়, বহু শাখা প্রশাখা সমন্বিত বটবৃক্ষ। এই স্মরণাতীত কালের বৃক্ষটী প্রায় দুই শত হস্ত পরিমিত মেদিনী অধিকার করত, নীরবে, আপন ভাবে আপনি মগ্ন হইয়া রহিয়াছে পরিদৃষ্ট হয়। বৃক্ষটীর উচ্চ শাখা-প্রশাখায় এবং কোটর প্রদেশে, নানাজাতীয় নীড়জ নীড় নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পরমসুখে বাস করে। 'চেলাটক' গ্রামে ব্রাহ্মণ জাতীয় মানবের বাস অতীব বিরল। তত্রত্য অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষিজীবী। প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তির সময়ে, অষ্টাহ কালব্যাপী, এই স্থানে একটী "চণ্ডীর মেলা" হইয়া থাকে। সন্নিহিত কয়েক খানি কৃষকপল্লী হইতে, অনেক ব্যক্তি, সেই সময়ে, এই মেলা দর্শনে আগমন করিয়া গ্রাম খানিকে অল্প দিনের জন্য মুখরিত করিয়া তুলে। এই ক্ষুদ্র মেলায় শিল্প-জাত সামগ্রী সামান্যই আমদানী হইয়া থাকে। কিন্তু পণ্য দ্রব্যের প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়। এ অঞ্চলে বিশিষ্ট ধনশালী মানবের সংখ্যা বিরল।

এই চেলাটক গ্রামটীর পশ্চিমোত্তর প্রান্তে রঘুবীর নামধারী কিশোর বয়স্ক জনৈক রজক বাস করিত। 'মাদ্রী' ও 'ভদ্রী' নাম্নী তাহার দুইটী গর্দ্দভী ছিল। রজক রঘুবীর প্রত্যহ

প্রভাতকালে, সেই দুইটী গর্দ্দভীর পৃষ্ঠদেশে বসনরাশি বোঝাই করিয়া, প্রফুল্ল চিত্তে গোদাবরী নদীতটে গমন পূর্ব্বক, তথায় সেই সকল বসনরাশি প্রক্ষালন করিত। রঘুবীর অত্যন্ত পরিশ্রমী, ক্লেশসহিষ্ণু, কার্য্যকুশল ও সুন্দরদর্শন ছিল। গোদাবরী নদীতীরে যে স্থলে সে ব্যক্তি বস্ত্রাদি প্রক্ষালন করিত, তাহার অনতিদূরে সুন্দরলাল সংযমী নামা জনৈক দেশপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকের একটী চতুষ্পাঠী ছিল। অনেকগুলি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শিষ্য সেই চতুষ্পাঠীতে সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শনশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র এবং জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। অধ্যাপক সুন্দরলাল সংযমী, নিরতিশয় যত্নসহকারে, সমাগত বিদ্যার্থীবৃন্দকে বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। শিষ্যনিচয়ের সুশিক্ষা বিষয়ে এই ধর্ম্মপ্রাণ পণ্ডিতের সবিশেষ লক্ষ্য ছিল। প্রত্যেক শিষ্যকেই তিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে যত্ন ও স্নেহ করিতেন। ছাত্রমণ্ডলীও, তাহাদিগের শিক্ষাগুরুকে যথোচিত সম্মান ও ভক্তি করিত। উক্ত ছাত্রবৃন্দকে প্রতিদিন যত্নসহকারে বিদ্যা শিক্ষা করিতে দেখিয়া, রজক কুমার রঘুবীরের হৃদয়ে বিদ্যা শিক্ষার বাসনা বিলক্ষণ বলবতী হইয়া উঠিল। সে ব্যক্তি উপর্য্যুপরি কয়েক দিবস, উক্ত অধ্যাপকের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া, বিনয়নম্র বচনে, কৃতাঞ্জলি পুটে স্বীয় মনোভাব জ্ঞাপন করিল। অধ্যাপক সুন্দরলাল সংযমী মহোদয় যাহাতে তাহাকে রজক বিধায় আন্তরিক ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা না করেন, এবং যত্নসহকারে শিক্ষা দান করেন তাহার নিমিত্ত সে ব্যক্তি বিশেষ ভাবে মিনতি করিতে লাগিল। পরম কারুণিক অধ্যাপক, প্রথমতঃ রজক বালকের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কিন্তু রঘুবীরের কাতরতা ও বিদ্যা শিক্ষায় একান্ত আগ্রহ পরিদৃষ্টে, পরিশেষে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, তাহাকে শিক্ষা-দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। উদার চেতার নিকট শিক্ষা দান বিষয়ে জাতি বিচার নাই। ক্ষুদ্র চেতারাই নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গকে পশুর সদৃশ অবলোকন করিয়া, সমাজ-উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। অধ্যাপক সুন্দরলাল সংযমী বঙ্গের ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাঁহার অপার অনুকম্পায়, রঘুবীরের হৃদয়ে অসীম আনন্দ প্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। পরম উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া, রজক রঘুবীর আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিল। রঘুবীরের শিক্ষা আরম্ভ হইল। তাহায় অসাধারণ মেধা ও বিদ্যা শিক্ষার যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। সে ব্যক্তি নিরতিশয় যত্ন, শ্রম, ও মনোযোগ সহকারে, শিক্ষা গুরুর সদন হইতে পাঠ শিক্ষা করিতে লাগিল। অধ্যাপক মহোদয়, এই রজক বালকের অধ্যবসায়, শ্রম, যত্ন, একাগ্রতা, এবং তাহার বিনয়াদি গুণগ্রামে বিশিষ্ট রূপে বিমুগ্ধ হইয়া, তাহাকে অতিশয় আয়াস ও যত্ন সহকারে নানা শাস্ত্র শিখাইলেন। এই রূপ কতিপয় অব্দ অতিবাহিত হইলে পর, রঘুবীর সর্ব্বশাস্ত্র শিক্ষা করত, একজন অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিল। চেলাটক ও তৎসন্নিহিত গ্রামমণ্ডলীর তাবল্লোকেই রঘুবীরের অলৌকিক পাণ্ডিত্যে চমৎকৃত হইতে লাগিল। ক্রমশই রজকপণ্ডিত রঘুবীরের বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা ও অসাধারণ বিচার-নিষ্পত্তিতে সকলেই মুগ্ধ হইতে লাগিল। তাহার পাণ্ডিত্যের কাহিনী, কুসুম সৌরভের সদৃশ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতি লাভ করিল। শ্রম, যত্ন, ও আয়াস সম্পূর্ণ সফলিত

পরিদৃষ্টে পণ্ডিত মহোদয় যৎপরোনাস্তি সুখ ও প্রীতি লাভ করিলেন; এবং সর্ব্বত্র, পুত্রাধিক প্রিয় শিষ্যের, যশঃ ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

রজক-কুল-তিলক রঘুবীর সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইল বটে,—কিন্তু নীচ জাতীয় জন বিধায়, সে ব্যক্তি মানব সমাজে তাদৃশ সমাদর প্রাপ্ত হইল না। চেলাটক ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহের ব্যক্তিবৃন্দ, রঘুবীরের বিদ্যাবর্ত্তার সম্যক্ সুখ্যাতি করিতে লাগিল বটে, কিন্তু রজক জাতীয় ব্যক্তি বিধায়, কেহই তাহাকে উচ্চ জাতির সম্মান প্রদান করিল না। সেই কারণ বশতঃ সে ব্যক্তি, সর্ব্বদা অত্যন্ত সন্তপ্তচিত্তে কাল হরণ করিতে লাগিল। রঘুবীর যখন দেখিল যে, তাহার স্বদেশবাসিগণ, এ অবস্থাতেও তাহাকে অবজ্ঞার নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছে, তখন সে ব্যক্তি স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বিদেশ গমনের সঙ্কল্প করিল, এবং বৃথা কাল বিলম্ব না করিয়া স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'চন্দ্রকোট' রাজ্যে গমন করিল। এবং অতি অল্প দিবসের মধ্যেই চন্দ্রকোট রাজ্যাধিপতি, প্রভু নারায়ণ সিংহের জনৈক সভাসদরূপে তথায় বাস করিতে লাগিল। চন্দ্রকোটাধিপতি প্রভু নারায়ণ সিংহ মহোদয় এক জন গুণগ্রাহী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। রজক বালক স্বীয় অসাধারণ বিদ্যাবলে ও বুদ্ধি কৌশলে অনতিবিলম্বেই নর-নায়কের অতি প্রিয়পাত্র ও স্নেহভাজন হইয়া উঠিল। বাস্তবিক, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চন্দ্রকোট রাজ্যাধিপতি, এই নবীন সভাসদের গুণগ্রামে একান্ত বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। রাজ সভার পণ্ডিত মণ্ডলীও বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন যে, নবাগত যুবক একজন অসাধারণ পণ্ডিত, বিলক্ষণ বুদ্ধিজীবি ও কার্য্যকুশল পুরুষ। রাজা প্রভু নারায়ণ সিংহ ক্ষত্রিয় ছিলেন। চতুর চূড়ামণি রঘুবীর, স্বীয় জাতি গোপন করিয়া, ক্ষত্রিয় পরিচয়ে রাজ-সংসারে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

ক্রমে দিন যতই অতিবাহিত হইতে লাগিল সুন্দর দর্শন ও গুণগ্রামবিমণ্ডিত রঘুবীরের প্রতিপত্তির প্রসার ততই পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে রাজ্যের তাবল্লোকেই রঘুর বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও কার্য্য-দক্ষতায় মুগ্ধ হইয়া পড়িল। নরপতি প্রভু নারায়ণ সিংহও রঘুকে যথেষ্ট যত্ন ও আদর করিতে লাগিলেন। এবং ক্রমে ক্রমে রাজকার্য্যের পরিচালন ভারও বহুল পরিমাণে তাহার উপর অর্পণ করিলেন। এবম্প্রকারে কতিপয় বর্ষ অতীত হইলে, রঘুবীর দেখিল যে, তদীয় যশঃ, খ্যাতি, সম্মান সম্ভ্রম, ও সমাদর বৃদ্ধির আর অবশিষ্ট নাই; তখন সে ব্যক্তি নরাধিপের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

অধীশ্বর প্রভু নারায়ণ সিংহের একটী মাত্র, পরম রূপবতী ও অশেষ গুণবতী দুহিতা ব্যতিরেকে আর কোনও সন্তান ছিলনা। সেই অলোকসামান্যা সুন্দরী কুমারীর পরিণয়কাল সমুপস্থিত হইলে, মহীক্ষিৎ? মহোদয় রঘুবীরের সহিত স্বীয় দুহিতার শুভ বিবাহ দিলেন। শুভ দিনে, শুভক্ষণে, শুভলগ্নে, শুভ বিবাহ (?) পরম সমারোহে সুসম্পন্ন হইল। এই বিবাহ উপলক্ষে, ভূভৃৎ মহোদয় অসংখ্য দীন দরিদ্র দিগকে বহু অর্থ দান করিলেন। বহু ব্রাহ্মণকে নিষ্কর ভূমি দান করা হইল, তাহারা বৃদ্ধ রাজা ও নব দম্পতীকে শত সহস্র শুভাশীর্ব্বাদ করিতে করিতে, আনন্দিত মনে স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিল। এ বিবাহে কাহাকেও নিরাশসন্তাপ

সহ্য করিতে হয় নাই। সকলেই আশাতিরিক্ত উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিধাতার বিধানে রজক রঘুবীর এক্ষণে রাজ জামাতা হইয়া, পরম প্রীতি লাভ করিল, এবং স্বীয় অদৃষ্টকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিল। আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিল। সে ব্যক্তি এক্ষণে পরম সুখে, (রাজ ভবনে) কালাতিপাত করিতে লাগিল। তাহার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ পথে উদিত হইলে, সে ব্যক্তি শিহরিয়া উঠিত বটে, কিন্তু এই ঘোরতর প্রবঞ্চনা প্রকাশের অলীক আশঙ্কাকে সে মনো মধ্যে স্থান দান করিত না। "জাতি" প্রকাশের আশঙ্কা যত বার তাহার মানসক্ষেত্রে উদিত হইত, রঘুবীর সাহস সহকারে তত বারই সেই আশঙ্কাটীকে তথা হইতে দূর করিয়া দিত। ক্রমে সে আশঙ্কা তাহার হৃদয় কন্দরেই বিলীন হইল। রজকের মনে যথেষ্ট দৃঢ়তা ও সাহস ছিল।

ভূভৃৎ প্রভু নারায়ণ সিংহের পুত্র বা অপর কোনও উত্তরাধিকারী না থাকায়, রাজার অন্তিম অবস্থা সমুপস্থিত হইলে, তিনি স্বীয় জামাতৃ করেই তাঁহার বিপুল সম্পত্তি সমর্পণ পূর্ব্বক, ভব সংসার হইতে চিরদিনের তরে বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাজ-জামাতা, রজক রঘুবীর, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অমাত্য ও পারিষদবর্গ সাহায্যে রাজ কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিল। কিন্তু, সে ব্যক্তির নীচজাতি-সুলভ নিকৃষ্ট স্বভাবের কিছুমাত্রও পরিবর্ত্তন হইল না। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই, রঘুবীর প্রজা পুঞ্জের প্রতি নিরতিশয় অসদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। সে ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিরীহ প্রজাবৃন্দ এতদূর উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতে লাগিল যে, প্রজানিবহ নবাধিপতির ঘোর অত্যাচারে কাতর হইয়া, দিবারাত্র আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সুনীতি ও সুশাসন অভাবে, রাজ্যমধ্যে, নানাপ্রকার অত্যাচার অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সমগ্র রাজ্য মধ্যে অত্যন্ত অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে দর্শন করিয়া, রাজপুরোবাসিগণও চিন্তিত, বিচলিত ও ভীত হইয়া উঠিল। সুবিজ্ঞ ও প্রাচীন বহুদর্শী সভাসদ্ বৃন্দের সুমন্ত্রণা ব্যর্থ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে প্রায় সকলেরই পীড়ন আরম্ভ হইল। রাজকন্যাও এ বিষম সঙ্কট হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে সমর্থা হইল না। সেই নিরপরাধিনী কোমলাঙ্গী অবলাকেও পতিপ্রহার যন্ত্রণা অহরহ ভোগ করিতে হইল। রাজ-দুহিতা একান্ত কাতর হইয়া জীবন্মৃতাবস্থায় দিন যামিনী যাপন করিতে লাগিল। তথাপি নির্দ্দয় ভর্ত্তার নিদারুণ অত্যাচারের পরিমাণ হ্রাস হইল না। বরং উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ঘোর যন্ত্রণায় অতীব অস্থির হইয়া, রাজনন্দিনী নিরন্তর পরম পিতা পরমেশ্বরকে আপন অসহনীয় মনোবেদনা জ্ঞাপন করিতে লাগিল। ঘোর চিন্তায়, কঠোর মনোকষ্টে, অনাহারে বা অল্পাহারে, অনিদ্রায় অলোকসামান্যা গুণবতী কামিনী অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিল। ধন্য অদৃষ্ট !!

এই ভাবে কিছু কাল অতিবাহিত হইলে পর, সৌভাগ্য ক্রমে,—রজক যুবকের শিক্ষা-গুরু, সেই গোদাবরী নদীতীর নিবাসীঅধ্যাপক সুন্দরলাল সংযমী মহোদয়, এক দিবস সহসা রাজ ভবনে উপনীত হইলেন। নব অধি-পতিকে নিরীক্ষণ করিবামাত্রেই তিনি তাহাকে তাঁহার পূর্ব্ব "শিষ্য রজক" বলিয়া চিনিতে

পারিলেন। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও বহুদর্শী অধ্যাপক মহাশয়, তৎকালে রজকরাজের সম্মুখবর্ত্তী না হইয়া এবং তত্রত্য কোন ব্যক্তিকেই আত্মপরিচয় প্রদান না করিয়া কেবলমাত্র 'দৈবজ্ঞ' পরিচয়ে রাজশুদ্ধান্তপ্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন। রাজশুদ্ধান্তের কোন এক পরিচারিকা দ্বারা রাজকুমারীকে আপন সমীপে আহ্বান করত, সমুদায় বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইলেন। অধ্যাপককে প্রকৃত উদাসীন, মহাজন ও সাধু দৈবজ্ঞ জ্ঞান করিয়া, রাজনন্দিনী, ইঁহার নিকট সকল বিষয়ই, অকপট চিত্তে প্রকাশ করিয়া কহিল—"মহাত্মন্! আমার ন্যায় মন্দভাগিনী, বোধ হয়, ইহ সংসারে আর নাই। আমি রাজদুহিতা হইয়া বাল্যকালাবধি অতীব আদর ও যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছি। কখনও কোন প্রকার ক্লেশ অথবা যন্ত্রণা বা মনস্তাপ সহ্য করি নাই। কিন্তু, সম্প্রতি নিষ্ঠুর, দুরাচার ও স্বেচ্ছাচারী স্বামীর করে নিপতিত হইয়া, আমাকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। পিতৃদেব আমার স্বামীর জাতি, কুল, বংশাদি সবিশেষ না জানিয়া, কেবল মাত্র স্বামীর বাক্যে নির্ভর ও প্রত্যয় করিয়া, তাঁহাকে জামাতৃ-পদে বরণ করিয়া গিয়াছেন। আমার শ্বশুরালয় যে কোথায় তাহা কেহই জ্ঞাত নহে। আমার স্বামী বহুবিদ্যায় বিভূষিত এবং সুপণ্ডিত হইলেও তাঁহার স্বভাব ইতর জাতীয় মনুষ্যের মত মন্দ। তাঁহার অন্তঃকরণও উদার নহে। এই অব্যবস্থিত চিত্ত ও নিষ্ঠুর স্বামীর হস্তে নিপতিত হইয়া, আমাকে অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। আমার মনোকষ্টের সীমা নাই। আপনি দৈবজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, এবং সকল বিষয়ই বিদিত আছেন, কৃপা করিয়া একবার আমার কররেখা গুলিন পরিদৃষ্ট করিয়া বলুন, আর কত কাল আমাকে এরূপ কঠিন ও নিদারুণ ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে। যদ্যপি কোনরূপ দৈব ক্রিয়ার সাহায্যে আমার এ দুর্গতি দূর করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে, সে কার্য্যে ব্রতী হউন। আমি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও সে কার্য্য সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি।" মহাত্মা সুন্দরলাল সংযমী সকল বিষয়ই সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইলেন। ব্যাপার বুঝিবার আর কিছু অবশিষ্ট রহিল না। সংযমী মহাশয়, আত্মসংযমী বলিয়া, কোন কথাই প্রকাশ করিলেন না। বাস্তবিক, কোন গুরুতর বিষয়, যাহার প্রকাশে ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই, বুদ্ধিমানে তাহা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হন। সংযমী মহাশয় যদি সহসা এই অতীব গুহ্য ও গুরুতর বিষয়ের তথ্য প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে, রাজ্য মধ্যে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইত, এবং রজক রাজের প্রাণ রক্ষা করাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত। অধ্যাপক দেখিলেন—যখন এই দুষ্কর কার্য্য, দৈব বিপাকে সংসাধিত হইয়াছে, তখন আর ফিরাইবার উপায় নাই। এক্ষণে সত্য কথা ব্যক্ত করিলে অনর্থক মহা অনর্থ সংসাধিত হইবে।

বুদ্ধিজীবী সংযমী মহাশয় বড়ই ব্যথিত হইয়া কাতর কণ্ঠে কহিলেন—"মা! আমি দৈবজ্ঞ আমার গুরুদেবের অপার অনুকম্পায়, আমি সকল বিষয় বিদিত আছি। তোমার কর-রেখা দর্শন করিতে হইবেনা। আমি বুঝিতে পারিতেছি, এত দিনে তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে। আর তোমার চিন্তা নাই। এতদিন পরে তোমার সুখের দিন উপস্থিত হইয়াছে।

আর বৃথা বিলাপ করিও না যাহা অদৃষ্টে ছিল তাহা ঘটিয়াছে। নিয়তির গতি রোধ করা সামান্য শক্তির কার্য্য নহে। অতঃপর তোমাকে আর কিছু মাত্রও ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না। নিরপেক্ষ বিধাতা কাহাকেও চিরদিন সমভাবে সুখ বা দুঃখ প্রদান করেন না। দুঃখের দিন অতিবাহিত হইলে, সুখের দিন সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখ! যে আকাশে অমাবস্যা হয়, সেই আকাশেই আবার পূর্ণিমার পূর্ণশশীর উদয় হইয়া থাকে। শিশির ঋতু গত হইলেই, সর্ব্বসুখের ঋতুরাজ বসন্ত আপন হইতেই আসিয়া থাকে, তাহাকে আহ্বান করিতে হয় না। বসন্ত সমাগমে প্রাণী মাত্রেই সুখানুভব করে, শিশিরের সর্ব্ব দুঃখ ভুলিয়া যায়। তোমার দুঃখ নিশার অবসান ও সুখের সুমধুর প্রভাতের আবির্ভাব হইয়াছে। এক্ষণে রোদন সংবরণ কর। আমি তোমাকে সর্ব্ব-সন্তাপ-বিনাশী একটী মন্ত্র শিখাইয়া দিতেছি; তাহার প্রভাবে তোমার যাবতীয় দুঃখ বিদূরিত হইবে। যৎকালে তোমার পামর ও নিষ্ঠুর স্বামী তোমাকে প্রহার করিতে বা কোনরূপ অসৎ আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তৎক্ষণাৎ তুমি এই সিদ্ধ মন্ত্রটী উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইবে। তাহা হইলে, তোমার পতি আর কখনও তোমার উপর কোন অত্যাচার করিবে না। মন্ত্রটী অতি সুস্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করিয়া তোমার পতিকে শুনাইবে।"—এই বলিয়া অধ্যাপক সুন্দরলাল সংযমী, রাজ-নন্দিনীকে, এই গল্পটীর শীর্ষোক্ত ঐ কবিতাটী শিখাইয়া দিয়া, রাজপুরী হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত হইলেন। শ্লোকটীতে চন্দ্রকোট রাজ্যের নবীন অধিপতির জাতি, ব্যবসায় ও পূর্ব্বাবস্থার বিষয়, অতি সুকৌশলে ও চতুরতার সহিত, কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া হইয়াছে। শ্লোকটীর অর্থ এই যে,—

"তোমার পূর্ব্ব নিবাস চেলাটক গ্রাম খানিকে একবার স্মরণ কর; গোদাবরী নদীটিকেও ভাল রূপ স্মরণ কর; মাত্রী ও ভদ্রী নাম্নী গর্দ্দভী দুইটীকেও একবার স্মরণ কর; আর—"শুষ্ শুষ্" শব্দ উচ্চারণ করিয়া, যে শত সহস্র জাতির মলিন বসনরাশি প্রক্ষালন করিতে, তাহাও একবার স্মরণ কর। এক্ষণে রাজ-পদ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বাবস্থা বিস্মৃত হইও না।"

রাজনন্দিনী, উক্ত শ্লোকটী, অতি উত্তম রূপে কণ্ঠস্থ করিল বটে, কিন্তু উহার অভ্যন্তরে যে গূঢ় অর্থ নিহিত আছে, তাহার বিন্দু বিসর্গও বোধগম্য করিতে সমর্থা হইল না।

অনন্তর কোন এক দিবস, রজক রঘুবীর তদীয় পরিণীতা পত্নীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, রাজবালা তৎক্ষণাৎ অধ্যাপক প্রদত্ত উক্ত শ্লোকটী অতীব আগ্রহ সহকারে, উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিল। রাজ-নন্দিনীর মুখ হইতে এই অদ্ভুত শ্লোকটী শ্রবণ করিবামাত্রই, রজক বাহাদুর সেই মুহূর্ত্তেই প্রহারে নিরস্ত হইল। তাহার মনে বিষম বিস্ময় ও অত্যন্ত শঙ্কার উদয় হইল। তাহার বদন বিশুষ্ক হইয়া গেল এবং কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল। সে ব্যক্তি মন্ত্রমুগ্ধ অহিরাজের ন্যায় অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়া, পরিশেষে ধীরে ধীরে, অতি

নম্র ভাবে ও মধুর বচনে স্বীয় পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি এই শ্লোকটী কাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ ?" রাজ-নন্দিনী বিস্ময় চিত্তে অবলোকন করিল যে ঔষধটী বেশ ধরিয়াছে, ইহার এক মাত্রাতেই রোগীর অবস্থা ফিরিয়াছে ; রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। রাজবালা তাহার স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে কহিল —"একজন পরম জ্ঞানী সন্ন্যাসী, এই শ্লোকটী আমাকে শিখাইয়া দিয়াছেন। তিনি সময়ান্তরে, পুনর্ব্বার আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া গিয়াছেন। তিনি আমাকে তাঁহার পরিচয় প্রদান করেন নাই। তিনি পুনরপি এখানে উপস্থিত হইলে তোমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে।" পত্নীর উত্তরে রাজা রঘুবীর সমুদায় বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিল। কিছু মাত্রও কাল বিলম্ব না করিয়া, রঘুবীর একাকী অতি সংগোপনে গোদাবরী নদী-তীরে, সেই অধ্যাপকের সদনে উপনীত হইল। সে ব্যক্তি স্বীয় গুরুদেবের চরণ যুগল পরিধারণ পূর্ব্বক, অতি বিনীত ভাবে, সকাতরে, কহিল —"গুরুদেব! এ দাসানুদাসের অপরাধ ক্ষমা করুন। এ অধম, এ হতভাগ্যকে জন্মের মত নষ্ট করিবেন না। আমার গুরুতর অপরাধ হইয়াছে; সামান্য রজক হইয়া, প্রতারণা অবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষত্রিয় রাজ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছি, এ পাপের এ দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত প্রাণ দণ্ড ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? শঠতা আশ্রয় পূর্ব্বক রাজ-জামাতা হইয়া রাজ্য লাভ করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে আর ফিরিবার উপায় নাই; যাহা হইবার হইয়াছে, এখন নিরুপায়। আপনি আমার পরম গুরু, শিক্ষা দাতা, আমার পিতৃস্থানীয়, আমি আপনার অবোধ সন্তান, আমাকে ক্ষমা করুন। আমার চাতুরী প্রকাশিত হইলে, আমার মস্তক দেহ-চ্যুত হইবে। এতদিনে আমার চৈতন্যোদয় হইয়াছে। আপনার পবিত্র পাদপদ্ম স্পর্শ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইতেছি যে, প্রাণান্তেও আর কখন নিষ্ঠুরাচরণ করিব না। সর্ব্বদা ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া সকল কার্য্য সমাধা করিব। রাজ্যের ও প্রজাপুঞ্জের যাহাতে হিত সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করিব। আর কখন কোন অন্যায় কার্য্য করিব না ; আপনি কৃপা পরতন্ত্র হইয়া একবার মাত্র আমাকে ক্ষমা করুন।"

রজকের কাতরতায়, অধ্যাপক সুন্দরলালের মনে করুণা সঞ্চার হইল। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—রাজনন্দিনীর সদনে তোমার জাতি, বা অবস্থার বিষয় বিন্দুমাত্রও বিবৃত করি নাই; তাহা করিলে এতক্ষণে তুমি জীবিত থাকিতে না। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে ; কিন্তু সাবধান! অদ্য হইতে তুমি আর কখনও অধর্ম্ম বা দুষ্কর্ম্মের পথে পদার্পণ করিও না যাহাতে সর্ব্ব প্রাণীর হিত সাধন হয়, সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার চেষ্টা করিবে। অমাত্য ও সভাসদ্ বর্গকে একান্ত সুহৃদ ও মিত্র জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের সহিত সর্ব্বদা সদ্ব্যবহার করিবে। এই মুহূর্ত্ত হইতে, তুমি কি স্ত্রী, কি দাস দাসী, কি অপর কোন ব্যক্তি, কাহাকেও প্রহার করিবে না ; কাহাকে উৎপীড়িত বা অকারণে কাহারও প্রতি কোন রূপ অসদাচরণ করিবে না। দয়া ও ধর্ম্মকে কদাচ উপেক্ষা করিও না। সর্ব্বদা আত্ম-সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বকার্য্য সাধন করিবে। যদি পুনর্ব্বার শুনিতে পাই যে, তুমি কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়াছ, তাহা

হইলে আমি সর্ব্বত্রই তোমার জাতি কুলের বিষয় প্রকাশ করিয়া দিব। কোন ক্রমেই তুমি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। পরিণামে তোমার ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে।" অতঃপর অধ্যাপক ব্রাহ্মণ এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া রঘুবীরকে শুনাইলেন। যথা :—

যঃ স্বভাবো হি যস্য স্যাং তস্যাসৌ দুরতিক্রমঃ।
শ্বা যদা ক্রিয়তে রাজা স কিং নাশ্নাত্যুপানহম্‌॥

ইহার ভাবার্থ এই যে,—যে ব্যক্তির যে প্রকার স্বভাব থাকে, সে ব্যক্তির সে স্বভাবের কদাচ অন্যথা হয় না। কুক্কুর রাজপদ প্রাপ্ত হইলেও, সে চর্ম্ম পাদুকা লেহন করিয়া থাকে; তাহার জাতীয় স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না।

পরম জ্ঞানী মহামতী সুন্দরলাল সংযমী মহাশয়ের মুখ হইতে উক্ত শ্লোকটী শ্রবণ করিলে পর, রজকের চৈতন্যোদয় হইল। সে ব্যক্তি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও পরম ভক্তিভাবে স্বীয় গুরু মহাশয়ের শ্রীচরণ-কমল-যুগলে শত শত প্রণিপাত করত, তাঁহার আদেশ ও উপদেশ সম্পূর্নরূপে শিরোধার্য্য করিয়া, তৎ প্রতিপালনার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। পরে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে, কোমল ব্যবহারে, প্রজাপালন ও রাজ কার্য্য পরিচালন করিতে লাগিল।

এই ঘটনার পর হইতে রঘুবীর আর তাহার বনিতা বা অপর কাহারও প্রতি, কোন রূপ অন্যায় অত্যাচার অথবা কাহাকেও অন্যায় রূপে পীড়ন করে নাই। কাহারও প্রতি, তাহার উৎপীড়নের কাহিনী আর শুনা যায় নাই।

উপসংহার।

নিকৃষ্ট অবস্থা হইতে, কালক্রমে উন্নত অবস্থায় উপনীত হইলে, লোকে প্রায়শঃ পূর্ব্বের হীনাবস্থার বিষয় বিস্মৃত হয়। উচ্চ বংশে সুশিক্ষিত এবং সুমার্জ্জিত জনগণের মধ্যেও এরূপ অনেক "রঘুবীর" দৃষ্ট হইয়া থাকে, যাহারা নিতান্ত নিকৃষ্ট দশা হইতে দৈবচক্রে সহসা 'বড়" হইয়া" এক্ষণে মানব জাতির অব্যবহিত পূর্ব্বজন্মের যে জীব* তাহার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী।

সমাপ্ত।

* Darwin's theory.

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন।

উক্ত সম্মিলনের ষষ্ঠাধিবেশনে দিনাজপুরাধিপ মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরজানাথ রায় বাহাদুরের অভিভাষণ।*

মা বাগ্বাদিনী বীণাপাণি! আজ অকৃতী সন্তানের হৃদয়-সরোজে উদিত হও মা। তোমার করুণাকণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তোমারই ভক্ত, তোমারই সেবক, তোমারই বরপুত্রগণের আবাহন করিতে যেন সমর্থ হই। আজ আমি ধন্য, আজ দিনাজপুরবাসিগণ ধন্য, আজ বীণাপাণির বরপুত্রগণের সমাগমে দিনাজপুর সারস্বত-তীর্থ বলিয়া গণ্য। হে সমাগত ও সাহিত্যানুরাগী সজ্জনবৃন্দ! এই গ্রীষ্মের নিদারুণ আতপতাপে সন্তপ্ত,তদুপরি অসাময়িক বর্ষায় উৎপীড়িত ও প্রবাসের নানা অসুবিধা অভাবের মধ্যে ক্লিষ্ট হইয়াও আপনারা যে এখানে পদার্পণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা কৃতার্থবোধ করিতেছি। কিন্তু প্রকৃত সাহিত্য সেবার উপচারে অনভ্যস্ত আমাদের ন্যায় অসাহিত্যিকের নিকট আপনাদের কতই

* এই অভিভাষণটী ওজস্বিণী ভাষায় লিখিত এবং ইহাতে দিনাজপুরের ন্যায় প্রাচীন-কীর্ত্তি-বিজড়িত স্থানের পূর্ব্ব ইতিহাস সন্নিবিষ্ট আছে বলিয়া আমরা সাদরে মুদ্রিত করিলাম। সম্পাদক।

অসমাদর, কতই অসুবিধা ও কতই কষ্ট হইতে পারে, আশা করি আপনাদের স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য্যগুণে আমাদের সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। এত অসুবিধা, এত অযোগ্যতার মধ্যেও আমরা আজ আপনাদিগকে কেন আহ্বান করিতে সমর্থ হইয়াছি, কেন আমরা এই দুঃসাহসের পরিচয় দিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহার কারণ আমরা জানি আপনাদের সেবা করিলে—আপনাদের পরিচর্য্যা করিলে বীণাপাণি সরস্বতীরই পূজা করা হয়। যাঁহারা উন্নত-চিন্তায় ও উদ্দাম আকাঙ্ক্ষায় মানস-আকাশে বিশ্বপ্রেম অনুভব করিতে পারেন, কল্পনার রাজ্যে যাঁহারা বাস্তবতা আনিতে উপযুক্ত, জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গমে যাঁহারা দেশভক্তি ও মাতৃভাষার বিকাশ করিতে সমর্থ, সংসারের কল্লোল-কোলাহলের মধ্যে অশান্তিকর বিষয়লিপ্সার পার্শ্ব দিয়াও যাঁহারা ভাবরাজ্যে, জ্ঞানরাজ্যে ও প্রেমরাজ্যে বিচরণ করিতে অধিকারী, খরতর জ্ঞানজ্যোতির মধ্যেও যাঁহাদের হৃদয়-সরসী প্রেমের শান্তিময় কুসুমসৌরভে আমোদিত,—তাঁহারা যে ভগবান্ পঞ্চাননের আত্মপ্রসাদের ন্যায় আমাদের পূজার উপযুক্ত সম্ভার না থাকিলেও সামান্য বিল্বদলে প্রীত ও হৃষ্ট হইবেন, এই বিশ্বাসে আজ দিনাজপুরবাসী তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অতিথি নারায়ণ, বিদুরের খুদেও নারায়ণ সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা আমরা ভক্তির সহিত ও আনন্দের সহিত বলিতে পারি।

আপনাদের শুভাগমনে আমাদের কতই স্মৃতি, কতই অতীত কীর্ত্তি, কতই আর্য্যগীতি স্মরণ হইতেছে। করতোয়া ও মহানন্দের মধ্যবর্ত্তী এই দিনাজপুর-ভূভাগ একদিন আর্য্য ও প্রাচ্যের মিলন-রঙ্গস্থলী বলিয়া ধন্য হইয়াছিল। এখানকার সদানীরা যদিও এখন বর্ষা ব্যতীত স্রোতস্বতী বলিয়া গণ্য নহে, কিন্তু স্মরণাতীত বৈদিক যুগে ইহাই নিত্য জলসিক্তা পবিত্রসলিলা 'সদানীরা' বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, ইহারই তীরে প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্য আর্য্য-সমাজের প্রথম মিলন হইয়াছিল। প্রাচীনকালে এই স্থানই জ্যোতিষিক ও কোটিবর্ষ বলিয়া পরিচিত ছিল। এই স্থানেই খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দে জৈন ও বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের কোটিবর্ষীয় নামক শাখার উদ্ভব হইয়াছিল। এই কোটি-বর্ষই বাণরাজাদিগের এক সময়ে লীলাস্থলী ছিল। বাণরাজবংশের যত্নে এখানকার শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহাদের যত্নে এখানে নানা স্থানে কতই দেবকীর্ত্তি—কতই দেবসৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাঁহাদের সেই কীর্ত্তিসৌধ কালের করালকবলে নিপাতিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সেই বিরাট্ ধ্বংসের মধ্যে অতীত শিল্পের যে উজ্জ্বল নিদর্শন রহিয়াছে, তাহা সভ্যজগতের নিকট গৌড়-শিল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে। সেই বাণবংশ ও গৌড়ের পালবংশের বহুকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ এই দিনাজপুর জেলার নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই বিরাট্ ধ্বংসাবশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পুরাতত্ত্ব-উদ্ধারের এত দিন উপযুক্ত আয়োজন হয় নাই। সম্প্রতি "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি" সেই গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কেবল গৌড়-বঙ্গবাসী বলিয়া নহে, প্রত্নতাত্ত্বিক ও সমস্ত শিল্পকলাবিদের ধন্যবাদের পাত্র ও আমাদের পরম কৃতজ্ঞতা-

ভাজন হইয়াছেন। এখানে যেমন অতি পূর্ব্বকালে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন হইয়াছে সেইরূপ এখানে তৎপরবর্ত্তী কালেও ভারতের বাহিরে পূর্ব্ব-উপদ্বীপের প্রান্তে সুদূর চীনসমুদ্র তটবর্ত্তী অধুনা কাম্বোডিয়া নামে পরিচিত সুপ্রাচীন কাম্বোজের রাজবংশেরও সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, অদ্যাপি দিনাজপুর রাজবাটীতে রক্ষিত সেই কাম্বোজান্বয়ের শিলালেখ হইতে তাহার স্পষ্ট নিদর্শন পাইতেছি। চীন-সমুদ্রকূলবর্ত্তী কম্বোজ হইতে বর্ম্মনৃপতিগণের শত শত শৈবকীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে (ক) সেই শৈব রাজবংশই সম্ভবতঃ কেহ কেহ এই দিনাজপুর অঞ্চলে আসিয়া শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার সহিত কাম্বোজীয় শৈবকীর্ত্তি স্থাপনের আয়োজন করিয়াছিলেন। সেই কাম্বোজ বংশই পরবর্ত্তী জনপ্রবাদে পরম শৈব বাণরাজ বংশ বলিয়া গণ্য হইয়াছে কিনা তাহা ঐতিহাসিক ও পুরাবিদ্‌গণের বিশেষ ভাবে চিন্তনীয় সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই আধিপত্যকালে ভারত বহির্ভূত প্রাচ্যভূভাগের বহুজাতি এই জেলায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। এখনও তাহারা এই জেলার নানাস্থানে বাস করিতেছে। এই সকল জাতির প্রকৃত তত্ত্বোদ্ধারও আপনাদের একটী কর্ত্তব্য। উক্ত কাম্বোজবংশের সমকালে বৌদ্ধপালরাজবংশেরও এখানে যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়াছিল, তাঁহাদের নিদর্শন এই জেলার নানাস্থানে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এখানকার বাদালস্তম্ভে উৎকীর্ণ দর্ভপাণির (খ) প্রশস্তি ও বিশাল মহীপাল দীঘী, আমাদিগকে পালবংশের কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এক সময়ে এখানে সর্ব্বত্রই মহীপালের গান গীত হইত (গ) চেষ্টা করিলে এখনও সেই অতীত বৌদ্ধ-গাঁথা বাহির হইতে পারে। এখানকার দেবকোটেই প্রথম মুসলমান রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতে এখানকার অতীতকীর্ত্তি ধ্বংসমুখে পতিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধ, জৈন ও শৈব প্রভাবের ন্যায় এখানেও মহাতান্ত্রিক শক্তি-সম্প্রদায়েরও প্রতিপত্তি প্রসারিত হইয়াছিল। এই জেলার প্রায় প্রতি গ্রামেই শক্তি-প্রভাবের নিদর্শন দেখিতে পাইবেন। আপনারা গোপীচাঁদের গানে হাড়িপা বা হাড়িসিদ্ধার নাম শুনিয়াছেন; এখনও এই দিনাজপুরের নানাস্থানে মহাশাক্ত হাড়িগণের সন্ধান পাইতেছি, তাহারাই স্বয়ং মহাকালীর পূজা করিয়া থাকে, স্বহস্তে বলি দিয়া থাকে, এমন কি কোন কোন গ্রামে তাহারা অগ্রে পূজা না করিলে অপর কেহ শক্তিপূজা করিতে পারে না। এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রভাবের ও অপূর্ব্ব শাক্তপ্রভাবের ইতিহাস অবশ্যই-

(ক) মনুর দশম অধ্যায়ে ৪৪ শ্লোকে যে সকল ক্ষত্রিয় বংশ ক্রীয়ালোপহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় তন্মধ্যে কাম্বোজবংশ অন্যতম্। সম্পাদক।

(খ) এই বাদাল স্তম্ভ প্রশস্তির অন্যতম্ নাম গরুড়স্তম্ভ লিপি, উক্ত প্রশস্তি হইতে নিম্নলিখিত ৪র্থ শ্লোকটী আমরা উদ্ধৃত করিলাম। এই প্রশস্তি অতি শীঘ্রই আমরা প্রতিভায় মুদ্রিত করিব। এই শ্লোকে উল্লিখিত দর্ভপাণির অন্যতম্ নাম দেবপাল।

বিদ্যাচতুষ্টয়ো মুখাম্বুরুহাস্বলম্মা
নৈসর্গিকোত্তমপদাধরিত ত্রিলোকঃ।
সূনুস্তয়োকমলযোনিরিব দ্বিজেশঃ॥
শ্রীদর্ভপাণিরিতিনামনিজং দধান॥

(গ) "ধান্ ভান্‌তে মহীপালের গীত" একটী প্রবাদ বচন বঙ্গের সর্ব্বত্রই আজিও প্রচলিত।

আপনাদের অনুসন্ধেয়। মুসলমান প্রভাবের সঙ্গে এখানে বহু মুসলমান সাধু আগমন করেন এবং তাঁহাদের পদার্পণে এই জেলার নানাস্থানে দারগা, মসজিদ ও তকৃত নির্ম্মিত হইয়াছে, এখনও তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, যেখানে মুসলমান পীরের আস্তানা, তাহারই নিকট প্রায় সুপ্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানে একটী প্রসিদ্ধ আস্তানার সংবাদ দিতেছি, পাঁচবিবি থানার উত্তরপূর্ব্বে পাহাড়পুর হইতে প্রায় ৫৷৷০ ক্রোশ উত্তরে তুলসীগঙ্গার ধারে নিমাইসা নামক এক পীরের আস্তানা এবং তাহারই নিকট বৃহৎ বৌদ্ধস্তূপ রহিয়াছে। উক্ত বৌদ্ধস্তূপের অর্দ্ধক্রোশ দূরে বৌদ্ধরাজ মহীপাল-স্থাপিত মহীপুর গ্রাম। উক্ত পাহাড়পুরের বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাহাড়পুরের ২৷৷০ ক্রোশ পশ্চিমে যোগীগুফা নামে একটী বিখ্যাত স্থান রহিয়াছে। ইহার চারিদিকেই বিস্তর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ আছে যে, ঐ স্থানে দেবপাল, দেবপালের মাতা ভীমাদেবী এবং চন্দ্রপাল, মহীপাল প্রভৃতির প্রাসাদ ছিল। এই স্থানের তিন ক্রোশ দূরে বাদলস্তম্ভে নারায়ণপালের সময়কার শিলালিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। পালরাজ দেবপালের নাম হইতে দেবকোট নাম হইয়াছে কি না, তাহাও আপনারা অনুসন্ধান করিতে পারেন। এইরূপে এই জেলার নানাস্থানে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিভিন্ন সময়ের বহু কীর্ত্তি নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সেই সমস্ত উল্লেখ করিয়া আপনাদের মহামূল্য সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না।

দিনাজপুরের রাজা গণেশের নাম আপনারা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে দিনাজপুর হইতেই রাজা গণেশের অভ্যুদয়। তিনি আমাদের উত্তররাঢ়ীয় কুলকারিকায় দত্তবংশীয় বলিয়া পরিচিত আছেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থে তিনি "দত্তখান" বলিয়া পরিচিত। সেই মহাত্মা মুসলমানপ্রভাব খর্ব্ব করিয়া সমস্ত গৌড়মণ্ডলে কেবল যে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার যত্নে গৌড়ীয় হিন্দুসমাজে বহু সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। শিল্প ও সাহিত্য উভয়েরই তিনি উৎসাহ-দাতা ছিলেন। বঙ্গের বাল্মীকি কৃত্তিবাস তাঁহারই নিকট পূজা পাইয়া, আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। সুতরাং আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন, এই দিনাজপুরের সহিত সমস্ত বঙ্গের ইতিহাসের এবং সমস্ত বাঙ্গালী জাতির বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। এই অতীতের মহাশ্মশানে আপনাদের দেখিবার, ভাবিবার ও আলোচনা করিবার অনেক জিনিস আছে বুঝিয়াই আপনাদিগকে আহ্বান করিতে আমরা সাহসী হইয়াছি।

আমি ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক নহি, অথবা সাহিত্যিকগণের মধ্যেও একজন সামান্য সেবক বলিয়া গণ্য হইবার অধিকার রাখি না। আপনাদের সমাগমে উৎসাহিত হইয়া যাহা বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি এবং আপনাদের আলোচনার ফলে যে সকল চিন্তা আমার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছে, কর্ত্তব্যবোধে সেই সকল কথাই আপনাদের নিকট নিবেদন করিলাম। আশা করি, আমার এই ধৃষ্টতা আপনারা নিজগুণে ক্ষমা

করিবেন। যে জিনিসটী যাহার ভাল লাগে, সেই জিনিসটী তাহার পরমাত্মীয়ের নিকট উপস্থিত করিতে চায়, তাই আজ কর্ত্তব্যবোধে আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম। ইহাতে যদি কিছু আমার ধৃষ্টতা হইয়া থাকে, আপনারা দোষ বর্জ্জন করিয়া গুণটুকু গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।

আজ অভ্যর্থনা-সমিতি আপনাদের নিকট আমার মনের কথা প্রকাশ করিবার অবসর দিয়া বাস্তবিক আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সকল স্থানের বঙ্গজননীর কৃতীসন্তানগণ আজ উত্তরবঙ্গের এই সাহিত্য-সম্মিলনে সম্মিলিত হইয়া আমাদের আতিথ্য-গ্রহণ করায় আমরা কৃতার্থ বোধ করিতেছি। এই শুভ-সম্মিলনে সাহিত্যিকগণের মিলন-বন্ধন দৃঢ় হউক, আমাদের উদ্দেশ্য সার্থক হউক, উত্তরবঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি হউক, বঙ্গবাসীর কল্যাণে আমাদের মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হউক, ইহাই পরম মঙ্গলময় ভগবানের নিকট ও আপনাদের নিকট একান্ত প্রার্থনা। ইতি।

উক্ত সম্মিলনে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল মহাশয় যে সুদীর্ঘ মুদ্রিত বক্তৃতা পাঠ করেন, তাহাতে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট আছে। আমাদের মিতাক্ষরা প্রতিভায় উক্ত সম্পূর্ণ বক্তৃতা মুদ্রিত করা অসম্ভব।

কিন্তু উহাতে যে সমস্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহীত রহিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। সর্ব্বপ্রথমেই যোগীন্দ্রবাবু সাহিত্য-পরিষদের এবং সম্মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি অতি সুন্দররূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"বঙ্গভাষাকে নানা উপায়ে পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিয়া ভাষার ও বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি কল্পেই সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু কেবল কলিকাতায় বসিয়া মুষ্টিমেয় সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির চেষ্টায় বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব নহে। এইজন্য প্রতিবৎসর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইতেছে। * * * * * বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কত নীরব সাহিত্যিক অজ্ঞাতভাবে কাল কাটাইতেছেন, যাহাদিগের বীণা একটু আঘাত প্রাপ্ত হইলেই মুখরিত হইয়া উঠিতে পারে। কত অতীত গৌরবের পুঞ্জীকৃত স্মৃতিচিহ্ন নানাস্থানে নিহিত রহিয়াছে যাহা হইতে বহু প্রাচীন ঘটনাবলীর প্রভূত ইতিহাস সংগ্রহ করা যাইতে পারে ইত্যাদি।" আমরা স্বীকার করি বর্ত্তমান সময়ে এই সম্মিলনগুলি অতি সংকীর্ণ ভাবে পরিচালিত হইতেছে। আজ বঙ্গে সাহিত্য সেবায় কত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি নিযুক্ত রহিয়াছে তাহার সংখ্যা কে করিতে পারে? কত গ্রন্থকর্ত্তা অর্থাভাবে তাঁহাদের গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে পারিতেছেন না। কত শত সহস্র হস্তলিপি, মুক্তাকাশতলে যাহার প্রতিপত্রে সূর্য্যকিরণ প্রতিবিম্বিত হইতে পারে, কীটদষ্ট অবস্থায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এই সকল লোকের সাহায্য ও সহানুভূতি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য। দিনাজপুর সাহিত্যিক সম্পদে বিশেষ গৌরবান্বিত না হইলেও প্রাচীন-কীর্ত্তি-বহুল স্থল সন্দেহ নাই। দিনাজপুর জেলার বিস্তৃতি ৪০০ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা প্রায় ১৭ লক্ষ। ইহার মধ্যে হিন্দু ৮ লক্ষ ৫৯ হাজার মুসলমান ৪ লক্ষ ২৮ হাজার ও বাকী অন্যান্য জাতি।

দিনাজপুর জেলায় শিক্ষার অবস্থা অতি শোচনীয়। শত করা ২৪ জন বালক ও ৩ জন বালিকা বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে। (ঘ) প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও ঐতিহাসিকের পক্ষে দিনাজপুর একটী মহাতীর্থ, অতীতের কত প্রাচীন স্মৃতি পুনর্ভবার ও "আত্রেয়ী" নদীর জলে অদ্যিও ভাসিয়া যাইতেছে। এই নগরীর দুই প্রান্তদেশে পুনর্ভবা বা পূর্ণভবা এবং গর্ভেশ্বরী নদীদ্বয় প্রবাহিতা। এই নগর হইতে ১২ মাইল উত্তরে বর্ত্তমানে যে স্থানে ৺কান্তজীউর মন্দির অবস্থিত এই স্থানটী বিরাট রাজার উত্তর গোগৃহ বলিয়া প্রসিদ্ধ। (ঙ) রাজারামপুর থানার অন্তর্গত বাণরাজের পুরাবৃত্ত আমরা অবগত নহি, তবে প্রবাদ আছে যে করদহতে শ্রীকৃষ্ণ বাণরাজার সহিত যুদ্ধ করেন। পার্ব্বতীপুর থানার অন্তর্গত হাবড়া গ্রামে বিরাটপাটে বিরাট রাজ্য তাঁহার সৈন্য রক্ষা করিতেন ইহার উত্তরে কীচকগড়ের ভগ্নস্তূপ আজিও রহিয়াছে। নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত সীতাকুণ্ড নামক স্থানে প্রবাদ আছে যে জনকনন্দিনী তদীয় নির্ব্বাসনকালে কতিপয় দিবস তথায় বাস করিয়াছিলেন। করতোয়ানদীর তীরে বাল্মীকি আশ্রম ও তর্পণ তীর্থ ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। বালুরহাট মহকুমার অন্তর্গত ঘাটনগর রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ এবং আগরা দেওনের হোরারাজবাটীর ভগ্নস্তূপ কতকালের ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছে কে বর্ণিতে পারে? * * * দিনাজপুরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল অসংখ্য প্রস্তরমূর্ত্তি, তাহা হইতে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজগণের রাজত্বকালে দিনাজপুর একটী প্রসিদ্ধস্থান ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির অধ্যক্ষ স্বদেশবৎসল শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয় পুরাতন-কীর্ত্তি আবিষ্কার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দিনাজপুরে কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। দিনাজপুরের উত্তর প্রান্ত গোবিন্দনগর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত দেবকোট পর্য্যন্ত যে সকল অসংখ্য কীর্ত্তিচিহ্ন পড়িয়া রহিয়াছে তাহার একটী ধারাবাহিক ইতিহাস উক্ত বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির নিকট পাইব আশা করি। কুমার শরৎকুমার ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় বঙ্গ সাহিত্যের যে সকল লুপ্ত উপাদান আবিষ্কার ও সংগ্রহ করিতেছেন তজ্জন্য বঙ্গের সাহিত্য-পরিষৎ চিরকাল ঋণী রহিবে সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিকের নিকট দিনাজপুরের যে সকল স্থান প্রসিদ্ধ তাহার কয়েকটীর উল্লেখ আমরা করিতেছি। বাণগড়ের বিষয় আগেই বলা হইয়াছে, মোল্লা আলাউদ্দীন সাহার মসজিদ্ ও দরগা, ধল দীঘি, কালদীঘি, তপন দীঘি, বখ্তিয়ার খিলিজির সেনানিবাস এবং গোরস্থান মহীপালদীঘি, ঘোড়াঘাটের নিকটবর্ত্তী বাদাল অথবা গরুড়স্তম্ভ, ভীমের পান্টি, পির বজরুদ্দীনের মসজিদ, এবং গোরস্থান ধীবর দীঘি, আগরা দুগুল প্রভৃতি বহুল পরিচিত ও অপরিচিত স্থানে হিন্দু বৌদ্ধ ও মুসলমান কীর্ত্তি আজিও ঘোষণা করিতেছে।",

(ঘ) শুনিয়াছি স্বাধীন জাপানে ৯৯ জন পুরুষ ও ৯৫ জন স্ত্রীলোক লেখাপড়া জানে।

(ঙ) পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণগঞ্জ মহকুমার মধ্যে লোকে একটী স্থান উত্তর-গোগৃহ ও কিচকগড় বলিয়া থাকে। এখানে ও আমি বিস্তৃত বাটীর ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছি।

সম্পাদক

দিনাজপুরের বর্ত্তমান রাজবংশের সহিত দিনাজপুরের ঐতিহাসিক বিবরণ বিশেষ ভাবে সংসৃষ্ট। মুসলমান রাজত্বের সময় এই রাজবংশের অভ্যুদয় হয়, মুসলমান রাজত্ব কালে ইহারা রাজ্যশাসন ও বিচারাদি স্বাধীন নরপতি দিগের ন্যায় করিতেন। দিনাজপুরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহাদিগের নির্ম্মিত মন্দিরাদি ও খণিত দীর্ঘিকাদি আজিও এই বংশের ধর্ম্মপ্রাণতা পরিচয় প্রদান করিতেছে, এই বংশের সুপ্রসিদ্ধ বিগ্রহ ৺কান্তজীউ দেবের মন্দিরটী বঙ্গদেশে একটী অতুলনীয় কার্ত্তি, এবং রাজ বংশের দেব ও অতিথি সেবায় আন্তরিকতার পরিচয় স্বরূপ আজিও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত গোবিন্দনগর, প্রাণনগর, গোপালগঞ্জ, আনন্দসাগর, মাতাসাগর, শুকসাগর, রামসাগর, প্রাণসাগর, সুদীর্ঘ দীঘিকা সকল প্রভৃতি এই রাজবংশের বহুকীর্ত্তি দর্শকগণকে আজিও চমৎকৃত করিতেছে। এই সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির আসন যিনি অলঙ্কৃত করিয়াছেন, এবং যাঁহার অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগের ফল স্বরূপ এই সাহিত্য সম্মিলন তাঁহার যত্ন ও চেষ্টা অতীব প্রশংসার্হ।

সাহিত্য-পরিষৎ যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে তাহাতে অর্থের প্রয়োজন। স্থান ও প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থ সকল রচনার কার্য্যটি অতিশয় ব্যয়সাধ্য। আজি দিনাজপুরাধিপতি মহারাজা বাহাদুরের উৎসাহ এবং দিনাজপুরের অন্যান্য ভূম্যধিকারিগণের উৎসাহ ও সহায়তা দেখিয়া প্রাণে আশা হয় যে অর্থাভাবে এই জাতীয় কার্য্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। দিনাজপুরের মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীগণ আমাদিগকে যে ভাবে উৎসাহিত করিতেছেন তাহাতে ও বোধ হয় অর্থাভাবে এই কার্য্যের অমঙ্গল হইবে না। সুদূরস্থিত মাড়োয়ার হইতে আগমন করিয়া বঙ্গদেশকে ইহারা আপন মাতৃভূমির ন্যায় করিয়া লইয়াছেন। আজি এই সাহিত্যসেবা প্রাঙ্গনে তাঁহারা যে প্রকার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা সহকারে এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় চিরকাল লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়াও তাঁহারা সরস্বতীর কৃপালাভের জন্য উৎসুক হইয়াছেন। ইহা দেশের মঙ্গলের কথা সন্দেহ নাই।

দিনাজপুরের ভাষা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে উহা রংপুর ও পূর্ণিয়ার ভাষায় একটী সংমিশ্রণ। বঙ্গদেশান্তর্গত হইলেও দিনাজপুরে বিহার প্রদেশের সহিত বিশেষ ভাবে সংসৃষ্ট এবং দিনাজপুরের পশ্চিমাঞ্চলবাসিগণ ভাঙ্গা খোট্টা ভাষা ব্যবহার করেন। আমরা দেখিতে পাই এ দেশের অনেক হিন্দু পরিবার মিতাক্ষরা আইন দ্বারা শাসিত এবং পূর্ণিয়া অঞ্চলের আচার বিশিষ্ট, দিনাজপুরের ভাষা নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিতদিগের মধ্যেই প্রচলিত, যাঁহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন তাঁহাদের মধ্যে এই ভাষায় কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

দিনাজপুরবাসী বিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে সর্ব্বশ্রেণীর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত এই সম্মিলনে যোগ দিয়াছেন। ছাত্রগণ অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনায় বিশেষ যত্ন করিতেছেন। বিদ্যায়, সৌজন্যে, রাজসম্মানে ও স্বদেশ ভক্তিতে যিনি সমগ্র বঙ্গদেশকে ভূষিত করিতেছেন সেই সৌম্যমূর্ত্তি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী আজ এই সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। দিনাজপুরবাসী তাঁহার নায়কত্বে এই সম্মিলনিতে উপস্থিত নানাস্থান হইতে সমাগত প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের নিকট বহু জ্ঞানলাভ করিতে উৎসুক হইয়াছেন, ভগবতী ভারতী তাঁহাদিগের এই আশা ফলবতী করুন এই আমাদের প্রার্থনা। ইতি—

দিনাজপুর সম্বন্ধে এই জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় অনেক কথা আছে তাহা পাঠকগণ আনন্দের সহিত পাঠ করিবেন।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনীতে নিম্নলিখিত কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ন এগারটা হইতে অপরাহ্ন দুই ঘটিকা—১। অভ্যর্থনা সঙ্গীত। ২। মঙ্গলাচরণ। ৩। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ। ৪। সভাপতি নির্ব্বাচন। ৫। সঙ্গীত। ৬। সহানুভূতিবিজ্ঞাপকগণের নামোল্লেখ। ৭। সভাপতির অভিভাষণ। ৮। স্বর্গগত সাহিত্যিকগণের নিমিত্ত শোকপ্রকাশ। ৯। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক-কর্ত্তৃক বিগতবর্ষীয় কার্য্যাবলীর উল্লেখ। ১০। বিষয়নির্ব্বাচন সমিতিগঠন। অপরাহ্ন ৪॥• ঘটিকা হইতে ৯॥• ঘটিকা রাত্রি—১। সঙ্গীত ২। অভ্যর্থনাসমিতির সম্পাদকের মন্তব্য। ৩। কামরূপ অনুসন্ধানসমিতির সম্পাদকের কার্য্যবিবরণী পাঠ। ৪। বিবিধ প্রস্তাব। ৫। প্রবন্ধ পাঠ। ৬। আলোকচিত্র প্রদর্শন ও বক্তৃতা। ৩১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার পূর্ব্বাহ্ন সাত ঘটিকা হইতে এগার ঘটিকা—১। সঙ্গীত ২। সাহিত্যিক প্রদর্শনী। ৩। প্রবন্ধ পাঠ। ৪। ধন্যবাদ। সম্মিলনীতে নিম্নলিখিত ৪টি গান তানলয় বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে গীত হয়,—

(১)

স্বাগত বঙ্গভূমি তনয় সকল।
ভারতের রত্ন সবে বিস্তার মঙ্গল।
হৃদয় ভূমিতে প্রীতির আসনে
সুখী কর বসি যত ভ্রাতৃগণে॥
ভক্তিপুষ্পে অর্ঘ্য পূতআনন্দাশ্রুজলে
ধর আশুতোষ!
ক্ষম আতিথ্য-দোষ। এস সবে মিলি
অমৃত বঙ্গবাণী-পদসেবা করি॥
সকলের হৃদয় ভরুক এক সুখে
সকলের ভেদবুদ্ধি যাক্ তাতে ঢেকে।
বিশ্বপতি দয়ারসে বঙ্গ রসনা।
গঙ্গাসম পূরাক কামনা॥

(২)

অয়ি নিখিল হৃদয় সাধনা!
মোদের হৃদয়ে হোক্ তোমারি
আরতি-গীতি রচনা।
আজি এ স্নিগ্ধ শীতল উষায়,
তরুণ রবির কিরণ মালায়,
সকল শূন্য পূর্ণ করিয়া উঠুক্ তোমারি বন্দনা।
অতীত-বরষ সুখ দুঃখ ভরা
হাসি-ক্রন্দন আবেগ মুখরা
তব পূজা ডালা এনেছি বহিয়া
লও মা মোদের অর্চ্চনা।
তব মন্দিরের সোপানে সুদূরে
অভয়-রাগিণী বাজিছে মধুরে,
হউক সফল আশীষে জননী
মোদের হৃদয়-কামনা॥

(৩)

পূজার মন্দিরদ্বারে আজি
মঙ্গল রাগিণী বাজে।
পূজার সঙ্গীত উঠে জাগি
ভক্ত হৃদয় মাঝে॥
লইয়া পূজার অর্ঘ্য
বাণীর চরণ তলে;
এসেছে সুযোগ্য সুত
মায়েরে পূজিব বলে,
ভরিয়া পূজার ডালা
সচন্দন শতদলে,

সাজিয়া এসেছে সবে
পবিত্র পূজারী সাজে॥
ধরি হাতে হাতে চল সাথে সাথে
থেক না আর মিছা কাজে
এস সেজে পুণ্য সাজে।
পূজার মন্দির দ্বারে আজি
মঙ্গল রাগিণী বাজে॥
দিগন্ত মুখরি উৎসব বাঁশরী
বাজিছে মধুর তান।
গীত-গন্ধ ভরা প্রাণ পূর্ণ করা
জাগিছে স্বর্গের প্রাণ।
কুমুদ কহ্লার পূজা উপচার
অঞ্জলি করহে দান।
সুললিত ছন্দে আবাহন মন্ত্রে
পুলক পূর্ণিত প্রাণ॥
ধরি হাতে হাতে চল সাথে সাথে
থেক না আর মিছা কাজে
এস সেজে পুণ্য সাজে।
পূজার মন্দির দ্বারে আজি
মঙ্গল রাগিণী বাজে॥

(৪)

জনম অবধি যে ভাষা শ্রবণে
ঢালিছে স্বরগ অমিয়া,
মরমে মধুর পশে যার সুর,
শোক, তাপ, দুঃখ মুছিয়া।
মায়ের প্রথম আহ্বান পুণ্য
যে ভাষায় শুনি শ্রবণ ধন্য
দয়াময় নাম সে যে যে ভাষায়
যার প্রেমে হিয়া প্লাবিয়া (গলিয়া)
সহস্র ভাষা এখানে না ভাষে।
আপনায় তুচ্ছ মানিয়া।
প্রাণ মুগ্ধ করা হেন মধুবাণী,
বিনা সাধনায় সিদ্ধি বিধায়িনী,
হরিষে বিষাদে আনন্দদায়িনী,
ধরায় মিলে না খুঁজিয়া,
শিরায় শিরায় শান্তিধারা বয়
যে বাণী শুনিয়া বলিয়া।
রাজ রাজেশ্বরী সকল ভাষার,
এ বঙ্গ ভারতী জননী আমার,
পূজিতে তাঁহারে আয়োজন এই
দীন উপচার লইয়া
ধন্য হইব বাণীর চরণ
বাণী সুতসনে পূজিয়া।
এস ধনী মানী জ্ঞানী সুধীজন,
এস দীন হীন এস অভাজন,
মায়ের সন্তান সবাই সমান,
এ সব ভেদ ভুলিয়া।
আজি ভাই ভাই মিলে একঠাঁই,
ধন্য হই মায়ে পূজিয়া॥

নায়কপত্রিকায় শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্মিলনের কার্য্য বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে দিনাজপুরের মহারাজা বাহাদুরের প্রতি যে কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহা পাঠে আমরা নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলাম। সম্মিলনের অধিবেশনের ১০।১২ দিন পূর্ব্ব হইতে অনবরত জলবর্ষণ জন্য ব্যক্তিগণের কষ্ট ও অভাব যাহা অপরিহার্য্য তাহা কে নিবারণ করিতে পারে। তথাপি মহারাজা বাহাদুর অতিথিগণের কষ্ট নিবারণ জন্য যতদূর সাধ্য প্রাণপণে কার্য্য করিয়াছেন। তিনি নগ্নপদে জলবর্ষণ মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া সভ্যগণের যে প্রকার যত্ন লইয়াছেন, তাহা দেখিয়া কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তি তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না।

আমরা আশা করি, ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত নামক পত্রিকায় তাঁহার ভ্রমসংশোধন করিবেন। ইতি।

নরোত্তম ঠাকুর।

প্রায় চারিশত বৎসর গত হইল, বর্ত্তমান রাজসাহী জিলার অন্তর্গত পদ্মানদীর অনতিদূরে গোপালপুরনামক নগরে পুরুষোত্তম ও কৃষ্ণানন্দ নামে দুই সহোদর বাস করিতেন। ইহারা দত্তকুলধুরন্ধর কনোজাগত মহাত্মা পুরুষোত্তম দত্তের অধস্তন বংশধর। "রায়" ইহাদিগের মুসলমানরাজ প্রদত্ত গৌরবব্যঞ্জক উপাধি। অথবা একতর ক্ষত্রিয়কায়স্থ বলিয়া রায়ান্ত নামে আত্মপরিচয় দেওয়াও ইহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। যেহেতু শাস্ত্রে আছে—

"শর্ম্মাদেবশ্চ বিপ্রস্য রায়োবর্ম্মা চ ক্ষত্রিয়।
ধনোবৈশ্যে তথাশূদ্রে দাসঃ শব্দঃ প্রযুজ্যতে॥"
(বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণম্)।

ব্রাহ্মণের নামের অন্তে শর্ম্মা ও দেব, ক্ষত্রিয়ের রায় ও বর্ম্মা, বৈশ্যের ধন এবং শূদ্রের নামের অন্তে দাস শব্দ প্রযুক্ত হইবে ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। (ক)

পুরুষোত্তম দত্তরায় জ্যেষ্ঠ, ইনি গৌড়াধিপ মুসলমানরাজের মাহামাত্র অর্থাৎ প্রধানের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন (১)। এখানে বলা আবশ্যক বিশেষ উপযুক্ত না হইলে কেহই প্রধান বা মহামাত্রের পদলাভ করিতে পারিতেন না। যেহেতু মহর্ষি উশনা লিখিয়াছেন,—

পুরোধাচ প্রতিনিধিঃ প্রধানঃ সচিবস্তথা।
মন্ত্রী চ-প্রাড়্বিবাকশ্চ পণ্ডিতশ্চ সুমন্ত্রকঃ।
অমাত্যোদূতইত্যেতা রাজ্ঞঃ প্রকৃতয়োদশ।
দশমাশ্চাধিকাপূর্ব্বং দূতান্তাঃ ক্রমশঃ স্মৃতাঃ।

* * *

পুরোধাঃ প্রথমং শ্রেষ্ঠঃসর্ব্বেভ্যোরাজরাষ্ট্রভৃৎ।
তদনুস্যাৎ প্রতিনিধিঃ প্রধানস্তদনন্তরম্।
সচিবস্ততঃ প্রোক্তোমন্ত্রীতদনুচোচ্যতে।
প্রাড়্বিবাকস্ততঃ প্রোক্তঃপণ্ডিতস্তদনন্তরম্।
সুমন্ত্রস্ততঃ খ্যাতো হ্যমাত্যস্ততঃ পরম্।
দূতস্ততঃ ক্রমাদেতে পূর্ব্ব শ্রেষ্ঠাচ যথাগুণাঃ।

* * *

সত্যং বা যদিবাসত্যং কার্য্যজাতঞ্চ যৎকিল।
সর্ব্বেষাং রাজকৃত্যেষু প্রধানস্তৎ বিচিন্তয়েৎ॥
(শুক্রনীতিসারে ২ অঃ)।

(ক) আমরা প্রতিভায় প্রমাণ করিয়াছি যে, শাস্ত্রসম্মত কায়স্থক্ষত্রিয়গণ "দেববর্ম্মা" শব্দ নামের শেষে ব্যবহার করিতে পারেন।
সম্পাদক।

(১) "পদ্মাবতীতীরবর্ত্তি গোপালপুরনিবাসি গৌড়াধিরাজ মহামাত্র শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত সত্তম তনুজঃ শ্রীসন্তোষ দত্তঃ সহি শ্রীনরোত্তম দত্ত সত্তম মহাশয়ানাং কণীয়ান্ পিতৃব্যজো ভ্রাতা শিষ্যস্তেন চ শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রকট লীলানুসারেণ লৌকিকরীত্যা পূর্ব্বরাগাদি বিলাসার্হং সঙ্গীতমাধবং নাটকং বিরচয্য নানাবস্ত্রাদি দানেনাস্মান্ পুরস্কৃত্য সমর্পিতোঽস্তি। স এব প্রস্তূয়তামিতি।"
(সঙ্গীতমাধব নাটক ১ম অঙ্কঃ)।

ইহার মর্ম্মার্থ এই—পুরোহিত প্রতিনিধি প্রধান (মহামাত্র), সচিব, মন্ত্রী, প্রাড়্‌বিবাক (বিচারপতি), পণ্ডিত, সুমন্ত্র, আমাত্য ও দূত এই দশজন রাজার প্রকৃতি। তন্মধ্যে পর পরটী হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্বটীর ক্ষমতা বা বেতন দশগুণ অধিক। ফলতঃ ইহাদের মধ্যে দূত অপেক্ষা অমাত্য, তদপেক্ষা সুমন্ত্র তদপেক্ষা পণ্ডিত, তদপেক্ষা বিচার পতি, তদপেক্ষা মন্ত্রী, তদপেক্ষা সচিব, তদপেক্ষা মহামাত্র, তদপেক্ষা প্রতিনিধি এবং প্রতিনিধি অপেক্ষা পুরোহিতের পদ শ্রেষ্ঠ। বলা বাহুল্য প্রধান বা মহামাত্রকে সমস্ত রাজকার্য্যের মধ্যে যাহা যাহা সত্য বা যাহা যাহা অসত্য তৎসমস্ত চিন্তা করিয়া দেখিতে হয়। এক কথায় রাজকীয় সমস্ত কার্য্যেই প্রধানের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক; তাঁহার অভিপ্রায় ভিন্ন কোন কার্য্যই হইতে পারে না। ফলতঃ গৌড়-রাজ্যের যিনি এইরূপ সর্ব্বেসর্ব্বা তিনি যে কিরূপ ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাহা বোধ হয় পাঠক মহোদয়গণকে বুঝাইতে হইবে না।

ইঁহার একটীমাত্র পুত্র। পুত্রের নাম সন্তোষরাম দত্ত রায়। ইনি একজন ভগবদ্ভক্ত বিদ্যোৎসাহী নরপতি (২)। কথিত আছে ইহারই উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে খণ্ডবাসী বৈদ্যবংশাবতংস চিরঞ্জীব সেনের কনিষ্ঠ পুত্র খ্যাতনামা গোবিন্দ কবিরাজ সঙ্গীতমাধব-নামক একখানি সংস্কৃত নাটক প্রণয়ন করেন।

(২) "মহাহৃষ্ট পুরুষোত্তম দত্তের তনয়।
শ্রীসন্তোষ দত্ত নাম গুণের আলয়।
শ্রীনরোত্তমের তিনি পিতৃব্য কুমার।
কৃষ্ণানন্দ দত্ত যারে দিলা রাজ্যভার।"

কনিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ বিপুল ভূসম্পত্তির অধিপতি। লোকে সচরাচর ইহাকে নৃপতি বা রাজা বলিয়াই বলিত (৩)। জ্যেষ্ঠের ন্যায় ইনি কোন রাজকীয় উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না সত্য; কিন্তু তাই বলিয়াই যে, ইনি একেবারেই অনুপযুক্ত ছিলেন তাহা নহে। পিতৃত্যক্ত বিপুলসম্পত্তির শাসনদণ্ড ইহারই হস্তে ন্যস্ত ছিল। এখানে ভাবিয়া দেখা উচিত বিপ্র প্রসাদই যদি কায়স্থজাতির অভ্যুদয়ের একমাত্র নিদান বলিয়া মনে করা যায় তাহা হইলে যিনি স্বীয় ঔদ্ধত্যের জন্য মহারাজ অ দিশূরের নিকট কৌলিন্য মর্য্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই সেই দত্তকুল ধুরন্ধর মহাত্মা পুরুষোত্তমের অধস্তন বংশধর কৃষ্ণানন্দ এত অল্প সময়ে কি কখন বিপুলভূসম্পত্তির অধীশ্বর হইতে পারিতেন? কবি বলিয়াছেন—
"ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ।"

অথবা রাজার জাতি হইয়া বৈদ্যগোবিন্দ কবিরাজ কখন কি, সেই কুশাসনভারমন্থর ভৃত্যসন্তান সন্তোষ রায়ের গুণকীর্ত্তনে (৪)

(৩) "কথোদিন পরে এক নৃপতি নন্দন।
হইবে তোমার শিষ্য নাম নরোত্তম।"
(নরোত্তম বিলাস ১ বি)।

(৪) "যোহন্ত প্রেমগুণৈ র্নিবদ্ধ্য যুগপৎ শ্রীরাধিকামাধবৌ
হৃৎপদ্মেন বহির্নিধায় জগতাং ভদ্রো-দয়ায় স্ফুটম্।
সাক্ষাদেব নিজালয়েচ বিদধে সেবাং সমস্তার্পণৈ
স্তস্মাদপ্যপরোঽস্তি কোঽত্রসুকৃতিং সন্তোষ দত্তাদলম্॥

পুনশ্চ—
অহো শ্রীগৌরাঙ্গো ব্রজদয়িত রাধারমণতঃ
সদা রাধাকান্ত প্রকট হরিদেহ ব্যতিকরাঃ

স্বীয় রসনাকে পবিত্র করিতে পারিতেন না? লোকে কথায় বলে,—

"আকরেপদ্মরাগানাং জন্মকাচমণেঃ কুতঃ।"

ইঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম নারায়ণী (৫) এই ভাগ্যবতীরমণী ১৪৭৮ শকে মাঘমাসের পূর্ণিমাতিথিতে বেলা ছয় দণ্ডের সময় একটী পুত্ররত্ন প্রসব করেন (৬)। পুত্রমুখ দর্শনে পিতামাতার আনন্দের অবধি রহিল না। চক্রবর্ত্তী নরহরি লিখিয়াছেন,—

"কিবা মাঘ-পূর্ণিমা দিবস দণ্ড ছয়।
সর্ব্বসুলক্ষণ হৈল প্রকট সময়।
বাঢ়িল মায়ের শোভা অতি চমৎকার।
পুত্রে দেখি নেত্রে বহে আনন্দাশ্রুধার।
ঝল মল করে দিব্য সুতিকামন্দির।
তথা যে ছিলেন সে আনন্দে নহে স্থির।
* * *
পুত্রমুখ দেখি আঁখি নারে ফিরাইতে।
কি অদ্ভুত সুখ হৈল কৃষ্ণানন্দচিতে।
শ্রীকৃষ্ণানন্দের পিতা পরম মহান্,
পৌত্রের কল্যাণে কৈলা বহু অর্থদান।
গায়ক বাদক সুত মাগধ বন্দিরে।
যৈছে তুষ্ট কৈলা তাহা কে বর্ণিতে পারে।
প্রকটের কালে যে হইল চমৎকার।
বাহুল্যের ভয়ে এথা নারি বর্ণিবার।
গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈতগণের সহিতে।
নৃত্য কৈলা নারায়ণী দেখিলা সাক্ষাতে।
* * *
পুত্রমুখ দেখি মাতা বিহ্বল সদায়।
ভাগ্যবন্ত কৃষ্ণানন্দ পাই পুত্ররত্ন।
প্রতিদিন বিপ্রেভুঞ্জাএেন করি যত্ন।
(নরোত্তম বিলাস ২ বি)।

সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া কৃষ্ণানন্দ পুত্রের নাম নরোত্তম রাখিলেন। ক্রমে এক দুই করিয়া পাচ মাস কাটিয়া গেল। ষষ্ঠ মাসে শুভদিন দেখিয়া কৃষ্ণানন্দ পুত্রের অন্নাশনের উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু অন্নাশনের সময় একটী চমৎকার ঘটনা ঘটিল। সেই ঘটনাটী এই,—

"অন্নপ্রাশনেরকালে হৈল যে প্রকার।
তাহা কহি যাতে হয় লোক চমৎকার।
পুত্রমুখে অন্ন দেন যতন করিয়া।
নাহি খায় অন্ন, রহে মুখ ফিরাইয়া।
অনেক প্রকার কৈল না কৈল গ্রহণ।
সবার হৈল মহা চিন্তাযুক্ত মন।
দৈবজ্ঞ কহেন ইথে চিন্তা না করিবে।
বিনা বিষ্ণু নৈবেদ্য এ কভু না ভুঞ্জিবে।
সেইক্ষণে বিষ্ণুর প্রসাদ অন্ন লৈয়া।
পুত্রমুখে দিতে তেঁহো খাইলা হর্ষ হৈয়া।
সেই দিন হৈতে রাজা কহিল সবারে।
কৃষ্ণের প্রসাদ বিনা না দিও ইহারে।"

দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর অতীত হইল। তৃতীয় বৎসরে রাজা কৃষ্ণানন্দ শুভ-

---

সত্তা কিং শোভা কিং কিমুৎ গুরুসেবা সমভব
ন্ন সন্তোষাদন্যঃ পরমহহ সন্তোষ ভবনম্॥"
(সঙ্গীতমাধব নাটকে ১ অঙ্কঃ)।

(৫) "নারায়ণী নাম হয় রায়ের ঘরণী।"
(প্রেম বিলাস ৯ বি)।

(৬) মতান্তরে শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতে গোধূলি সময়ে নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন।

তথাহি—
"দশ মাস দশ দিন আসি পূর্ণ হৈল।
এক দুই গণনাতে কৃষ্ণপক্ষ গেল।
শুক্লপক্ষ পঞ্চমীতে আইল শুভক্ষণে।
গোধূলি সময়ে আইল পুরুষ রতনে।
(প্রেম বিলাস ৯ বি)।

দিন দেখিয়া বিপুল আয়োজনে পুত্রের চূড়াকর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন। বালক নরোত্তম এখন স্থানীয় চতুষ্পাঠীতে। নরহরি লিখিয়াছেন,—

"কত দিন পরে কৈলা শ্রীচূড়াকরণ।
ব্যাকরণাদি করাইলা অধ্যয়ন।
নরোত্তমে যেই বিদ্যা যে জন পড়ায়।
তাহার সন্দেহ ঘুচে ইহার কৃপায়।
শ্রীনরোত্তমের চেষ্টা দেখি বিজ্ঞগণ।
পরস্পর নিভৃতে কহয়ে গুণগণ।"
(নরোত্তম বিলাস ২ বি)।

অনন্তর পুত্রকে কৃতবিদ্য ও বয়ঃপ্রাপ্ত দেখিয়া কৃষ্ণানন্দ বিবাহের জন্য লোক পাঠাইলেন।(৭)। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই নরোত্তমের বিষয়ে আসক্তি ছিল না। বিবাহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ হইতে হইবে ভাবিয়া নরোত্তম ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে সংসার পরিত্যাগের সংকল্প করিলেন। পুত্রের মনোগত ভাব বুঝিতে পিতা কৃষ্ণানন্দেরও বাকী রহিল না। তিনি বুঝিতে পারিয়া নরোত্তমের নিকট রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। নরোত্তম প্রকারান্তরে বন্দী হইলেন। চক্রবর্ত্তী নরহরি লিখিয়াছেন,—

এথা নরোত্তম প্রেমাবেশে সঙ্গোপনে।
কৃষ্ণ আরাধয়ে অশ্রুধারা দুনয়নে।
নিরন্তর পরম বৈরাগ্য ভাব চিতে।
রাজ ভোগাদিক বার্ত্তা না পারে সহিতে।
পুত্রের বৈরাগ্য ক্রিয়া দেখি ক্ষণে ক্ষণে।
কৃষ্ণানন্দ রায় মহা চিন্তাযুক্ত মনে।
নরোত্তম বিনা কিছু নাহি তায় আন।
তৈছে মাতা নারায়ণী পুত্রগত প্রাণ।
সতত রক্ষক রাখিলেন পুত্রপাশে।
তথাপিহ নিরন্তর চিতে শঙ্কা বাসে।
নরোত্তম বন্দীপ্রায় চিন্তে মনে মনে।
না দেখি উপায় গৃহ ছাড়িব কেমনে।
ঐছে চিন্তি চিত্তবৃত্তি না করে প্রকাশ।
কি হবে গৌরাঙ্গ বলি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।"

এমন সময় একদা নরোত্তম স্বপ্নে দেখিলেন ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যেন তাহার নিকটে আসিয়া বলিতেছেন,—

"ওহে নরোত্তম এই দেখ বিদ্যমানে।
ধরিতে নারি যে হিয়া তোমার ক্রন্দনে।
চিন্তা না করিহ শীঘ্র বৃন্দাবনে যাবে।
মোর প্রিয় লোকনাথ স্থানে শিষ্য হবে।
তেঁহো মহাহৃষ্ট হৈয়া দীক্ষামন্ত্র দিবে।
তোমার দ্বারাতে কার্য্য অনেক সাধিবে।"
(নরোত্তম বিলাস ২ বি)।

কিন্তু নরোত্তমের শ্রীধামবৃন্দাবন যাইবার উপায় নাই। সর্ব্বদা প্রহরী পরিবেষ্টিত। এইরূপে বন্দীদশায় কিছুকাল কাটিয়া গেল। এমন সময় একদিন রাজা কৃষ্ণানন্দ কোন কার্য্যোপলক্ষে গৌড়ে গমন করিলেন। নরোত্তম দেখিলেন এই আমার মাহেন্দ্রযোগ। অমনি কালবিলম্ব না করিয়া প্রকারান্তরে জননীর নিকট বিদায় লইলেন। অনন্তর রক্ষকদিগকে বঞ্চনা করিয়া ছদ্মবেশে নরোত্তম শ্রীধামবৃন্দাবনের দিকে ছুটিলেন। পাখী পলাইল। চক্রবর্ত্তী নরহরি লিখিয়াছেন,—

---

(৭) সর্ব্বপ্রকারেতে যোগ্য দেখিয়া পুত্রেরে।
বিচার করয়ে সদা আনন্দ অন্তরে।
বিভা করাইয়া আমি পুত্রে রাজ্য দিব।
মোর পিতা সম মুঞি নিশ্চিন্ত হইব।
ঐছে বিচারিয়া বিজ্ঞ কায়স্থবর্গেরে।
কহে বিবাহের কন্যা চেষ্টা করিবারে।"

এথা নরোত্তমের জনক অকস্মাৎ।
রাজকার্য্যে গৌড়ে গেলা বহুলোক সাথ।
নরোত্তম জানি শুভক্ষণ সেই ক্ষণে।
প্রকারে বিদায় হৈলা জননীর স্থানে।
পরম সুবুদ্ধি সর্ব্বমতে বিচারিলা।
রক্ষকে বঞ্চিয়া সঙ্গোপনে যাত্রা কৈলা।
নবদ্বীপ আদি স্থানে না করি ভ্রমণ।
লোকভয়ে বনপথে চলে বৃন্দাবন।
ঐছে বেশ ধারণ করিলা মহাশয়।
না চেনয়ে যদি কার সনে দেখা হয়।
পঞ্চদশ দিবসের পথ ছাড়াইয়া।
ঘুচিল উদ্বেগ কিছু চলে স্থির হৈয়া।"
(নরোত্তম বিলাস ২ বি)।

এইরূপে একাকী পদব্রজে বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া নরোত্তম অল্পদিনেই মথুরায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় উপনীত হইয়া প্রথমে বিশ্রামঘাটে যমুনার পবিত্র সলিলে অবগাহন করিলেন। পথশ্রমে নরোত্তম বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাজেই সেদিন আর কোথায়ও না গিয়া সেইখানেই পড়িয়া রহিলেন (৮)।

ক্রমে রাত্রি একপ্রহর অতীত হইল। এমন সময় মথুরার এক বৃদ্ধব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন নরোত্তম একাকী নির্জ্জনে বসিয়া নাম সংকীর্ত্তন করিতেছেন। বালক নরোত্তমের মুখে সুমধুর নাম সংকীর্ত্তন শ্রবন করিয়া বৃদ্ধের হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেমের উৎস উথলিয়া উঠিল। সে রাত্রে বৃদ্ধের আর গৃহে যাওয়া ঘটিল না। ভগবৎকথা প্রসঙ্গে প্রায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল।

এইরূপে রজনী প্রভাত হইল। প্রাতঃকালে নরোত্তমকে নিজগৃহে লইয়া যাইতে ব্রাহ্মণ অনেক যত্ন করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। নরোত্তমের আগ্রহাতিশয্য দর্শনে বৃদ্ধ তাহার সহিত জনৈক লোক দিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। নরোত্তম এখন বৃন্দাবনে।

নরোত্তম বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া শ্রীমজ্জীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। নরহরি লিখিয়াছেন,—

শ্রীজীব গোস্বামী সব শুনি হৃষ্ট হৈলা।
নরোত্তমে শীঘ্র পাঠারম্ভ করাইলা।
নরোত্তম করে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন।
অর্থের কৌশলে হরে সবাকার মন।"
(নরোত্তম বিলাস ২ বি)

অনন্তর নরোত্তমকে ভক্তিশাস্ত্রে কৃতবিদ্য দেখিয়া শ্রীধামবাসী প্রভুপাদগণের অভিপ্রায় অনুসারে শ্রীমজ্জীব গোস্বামী তাঁহাকে "ঠাকুর' এই গৌরব ব্যঞ্জক উপাধি ভূষণে পরিভূষিত করিলেন। চক্রবর্ত্তী নরহরি লিখিয়াছেন,—

"দেখি নরোত্তমের অদ্ভুত অধিকার।
শ্রীজীব গোস্বামী বুঝি সবার আশয়।
দিলেন পদবী শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্রীঠাকুর মহাশয় খ্যাতি মনোহর।
শুনি সর্ব্ব মহান্তের উল্লাস অন্তর।
যৈছে নরোত্তম তৈছে পদবী ইহার।
এই কথা সর্ব্বত্রই হইল প্রচার।"
(নরোত্তম বিলাস ২ বি)।

(৮) "সর্ব্বতীর্থ দেখি নরোত্তম অল্প দিনে।
মনের উল্লাসে প্রবেশয়ে বৃন্দাবনে।
প্রথমে শ্রীমথুরা বিশ্রামঘাট গেলা।
শ্রীযমুনা স্নান করি তথাই রহিলা।"
(নরোত্তম বিলাস ২ বি)।

এইরূপে কিছুকাল বহিয়া গেল। অনন্তর একদা শ্রীমজ্জীব গোস্বামী প্রমুখ প্রভুপাদগণ ভক্তিশাস্ত্র প্রচার জন্য শ্রীনিবাস আচার্য্যের সঙ্গে নরোত্তমকে বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দিলেন। নরোত্তম গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করিলেন (১)।

এখানে বলা আবশ্যক "জাতিতত্ত্ববারিধি" প্রণেতা আমাদের প্রিয় দাস-নন্দন যদি কিঞ্চিন্মাত্রও পুরাতত্ত্বের খবর রাখিতেন তাহা হইলে—"দ্বিজগণ পঠনপাঠনে অধিকারী, কায়স্থের সে বিষয়ে পূর্ব্বে সাদা। কায়স্থ কোন দিন অনুস্বার বিসর্গের আঁচড় পাড়িয়াছেন, ইহা ভারত জানে না। সত্যবাদী কায়স্থভ্রাতৃগণও অজ্ঞাত"—এই কথা বলিয়া স্বীয় নির্লজ্জতা ও মূর্খতা প্রকাশ করিতে অবশ্যই সঙ্কুচিত হইতেন। ফলতঃ পুরাকালে যে জাতি শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় দুরূহ গ্রন্থের অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন, চৈ'তে বা মৈত্রের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে সেই কায়স্থজাতি আজ শূদ্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না।

কায়স্থ-কুলতিলক শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর ন্যায় ইহার রচিত কোন সংস্কৃত গ্রন্থ আছে কি না, তাহা আমরা জানি না। না জানিলেও ইনি যে একজন সুকবি ছিলেন, তাহা আমরা সাহস করিয়াই বলিতে পারি। নমুনাস্বরূপ ইহার রচিত পদাবলী হইতে নিম্নে কয়েকটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তৎ যথা,—

ধানশী,—

রাই হেরল যব সোমুখ ইন্দু।
উছলল মন মহা আনন্দ সিন্ধু॥
ভাঙ্গল মান রোদন হি ভোর।
কানু কমল করে মুছাইল লোর॥
মানজনিত দুঃখ সব দূরে গেল।
দুহুঁ মুখ দরশনে আনন্দ ভেল॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুইজন।
নিকুঞ্জের মাঝে দুহুঁ কেলি বিলাস।
দূর হি দূরে রহুঁ নরোত্তম দাস॥

(পদকল্পতরু ১১। ৪৭৩)।

বিহাগড়া,—

রাই কানু পিরিতির বালাই লৈয়া মরি।
ক্ষণে করে আলিঙ্গন, ক্ষণে মুখ চুম্বন,
ক্ষণে রাখে হিয়ার উপরি॥
আলুয়া চাঁচর কেশ, করে বহুবিধ বেশ,
সিন্দুর চন্দন দেই ভালে।
মুখচাঁদে দেখি ঘাম, আকুল হইয়া শ্যাম,
মোছাইল বসন অঞ্চলে॥
দাসীগণ কর হৈতে, চামর লইয়া হাতে,
আপনে করয়ে মৃদু বায়।
দেখি রাই মুখশশী, সুধা ঝরে রাশি রাশি,
হেরি নাগর অনিমিখে চায়॥
ঐছন আরতি দেখি, রাইর সজল আঁখি,
বাহু পশারিয়া কয়ে কোরে।

---

(১) "হেন শ্রীআচার্য্যের অভিন্ন কলেবর।
শ্রীঠাকুর নরোত্তম গুণের সাগর।
প্রাণের অধিক প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গে।
শ্রীখেতরি গ্রামে বিলসয়ে প্রেম রঙ্গে।
শ্রীমদ্ভাগবত গোস্বামীর গ্রন্থগণ।
নিরন্তর শিষ্যেরে করান অধ্যয়ন।
ভক্তিগ্রন্থ ব্যাখ্যা শুনি কর্ম্মী জ্ঞানিগণে।
হইয়া বৈষ্ণব সে নিন্দয়ে কর্ম্মজ্ঞানে।
অন্য দেশী আসি বিপ্র বৈষ্ণব একত্র।
গোস্বামীর গ্রন্থ পড়ি পড়ান সর্ব্বত্র।"
(নরোত্তম বিলাস ৯ বি)।

দুহুঁ হিয়ায় দুহুঁ রাখি, দুহুঁ চুম্বে মুখশশী,
দুহুঁ প্রেমে দুহুঁ ভেল ভোরে ॥
নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে, সুতল কুসুম সেজে,
দুহুঁ দোহা বান্ধি ভুজ পাশে।
আর যত সখীগণ, সবে করে নিরীক্ষণ,
দূরে রহুঁ নরোত্তম দাসে ॥
(পদকল্পতরু ৮। ৬৬৬)।

কৌলিতক,—

বলি বলি যাত ললিতা আলি।
শ্যামগোরি মুখ, মণ্ডল ঝলকই,
ছবি উঠত অতি ভালি ॥ ধ্রু ॥
কুসুমিত কুঞ্জ কুটীর মনমোহন,
কুসুম সেজপর নয়ল কিশোর।
কোকিল মধুকর, পঞ্চম গায়ত,
নব বৃন্দাবন আনন্দ হিলোল ॥
রজনীক শেষে, জাগি শ্যামসুন্দরী,
বৈঠলি সঙ্গীগণ সঙ্গ।
শ্যাম বয়ান ধনী, করহি অগোরল,
কহইত রজনীক রঙ্গ ॥
হেরি ললিতা তব, মৃদু মৃদু হাসত,
পুলকে পূরল তনু ভোরি।
পীতবসন তনু, ঝাঁপলি সুন্দরী,
লাজে রহল মুখ মোরি ॥
যব মুখ মোরি রহল তব নাগরী,
কানু করল পুন কোর।
আনন্দ হিলোলে, দাস নরোত্তম,
হের ত যুগল কিশোর ॥
(পদকল্পতরু ১৯। ২৪৩৪)।

এখানে বলা আবশ্যক ঠাকুর নরোত্তম সর্ব্বত্রই আপনাকে শূদ্রবৎ দাসান্ত নামে পরিচিহ্নিত করিয়াছেন সত্য; কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে ব্রাহ্মণেতর বঙ্গের সমস্ত জাতিই আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া জানিতেন। জানিতেন বলিয়াই তাঁহারা আপনাদিগকে দাসান্ত নামে পরিচিত করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। প্রমাণস্বরূপ আমরা বৈদ্যকুলতিলক মুরারি গুপ্তের দুইটী পদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পদ দুইটী এই,—

প্রেমে মত্ত মহাবলী, চলে নিতাই দিগদলি,
ধরণী ধরিতে নারে ভার।
শ্রীঅঙ্গে সুন্দর, গতি অতি মন্থর,
কি ছার কুঞ্জর মাতোয়ার ॥
প্রেমে পুলকিত তনু, কনয়া কদম্ব জনু,
প্রেম-ধারা বহে দুটী আঁখে।
নাচে গায় গোরাগুণে, পূরব পড়েছে মনে,
ভাইয়ারে ভাইয়ারে বলি ডাকে ॥
হুহুঙ্কার মালসাটে, কেশরী গরব টুটে,
বুক ফাটে পাষণ্ডী বিমনা;
লগুড় নাচিক সাথে, অকণ কুঞ্জর হাতে,
হলধর মহাবীর বাণা ॥
কেবল পতিত বন্ধু, রঙ্গের রতন সিন্ধু,
অন্ধের লোচন পরকাশ।
পতিতের অবশেষে, রহিগেল গুপ্ত দাসে,
পুন নিতাই না কৈল তল্লাস ॥
(পদকল্পতরু ২৬। ২২৭১)।

ধানশী,—

একদিন মনে আনন্দ বাঢ়ল নিতাই গৌররায়।
হাসিতে হাসিতে কেহ নাহি সাথে,
বাজারে চলিয়া যায় ॥
হেন সময়ে একেক নাগরী জল ভরিবারে যায়।
পথে হৈল দেখা, রূপে নাহি লেখা,
দিঠি পেলাইল গোরা গায় ॥

কেহ কহে ইথে, গোকুল হইতে,
নাটুয়া আসিয়াছে পারা।
চল দেখিবারে, নাচিবে বাজারে,
মরুক মরুক জল ভরা॥
বাহে বাহে ছান্দা, জাহ্নবী সুকান্দা
ভরিল যতেক নারী।
হেরি গোরাপানে, ভুলিল নয়ানে,
কহয়ে দাস মুরারী॥

(পদকল্পতরু ৩। ২২৮৬)।

ফলতঃ ইহার পূর্ব্ব হইতেই যদি বঙ্গের ব্রাহ্মণেতর অন্য সমস্ত জাতিই আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া না জানিতেন; তাহা হইলে বৈদ্য ভরতমল্লিক কখনই স্বরচিত চন্দ্রপ্রভাতে "অস্তি দিষ্টং হি বৈদ্যস্য শূদ্রত্বং ক্ষত্রিয়াদিবৎ" অর্থাৎ বঙ্গের ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) গণ যেমন ক্রিয়ালোপে শূদ্রবৎ হইয়া পড়িয়াছেন, সেইরূপ বৈদ্যগণও সাবিত্রী ভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য এক বঙ্গ ভিন্ন অন্য কোথায়ও ক্ষত্রিয়গণ কখন সাবিত্রীভ্রষ্ট হন নাই। যাহা হইবার তাহা কেবল বল্লালের অত্যাচারে বঙ্গেই ঘটিয়াছিল। তাই ক্ষত্রিয় বলিলে এখানে বঙ্গের ক্ষত্রিয় অর্থাৎ কায়স্থগণকেই বুঝিতে হইবে।

এখানে বলা আবশ্যক কায়স্থগণ একতর ক্ষত্রিয় না হইলে, অথবা এই সময়ে বঙ্গের কায়স্থগণকে লোকে ক্ষত্রিয় বলিয়া না জানিলে, কায়স্থকুলভূষণ কেশব বসুকে বৈদ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ কখনই ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিতেন না। তৎ যথা,—

"কেশব ছত্রীরে (১০) রাজা বার্ত্তা পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল।"

(চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ১ পরিঃ)।

ফলতঃ বৈদ্যগণ (অম্বষ্ঠ) যখন মহাত্মা নরোত্তমের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই, তখন কায়স্থজাতি শূদ্র কি না তাহা বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী বিবেচনা করিবেন। আমরা অতঃপর প্রকৃতের অনুসরণ করি।

অনন্তর একদা সন্তোষাদি ভগবদ্ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া নরোত্তম গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। গঙ্গাতীরে গাম্ভীলাগ্রামে আসিয়া নরোত্তমের জ্বর হইল। জ্বরের প্রবল তাড়নায় নরোত্তম অস্থির হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌রোধ হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে প্রাণপাখী নরোত্তমের দেহ-পিঞ্জর হইতে উড়িয়া পলাইল। গঙ্গানারায়ণ প্রমুখ শিষ্যগণ তাহার জড়দেহ যথাবিধি চিতায় তুলিয়া দিলেন। এই উপলক্ষে চক্রবর্ত্তী নরহরি লিখিয়াছেন,—

"ঐছে দিন পাঁচ সাত রহি মহাশয়।
গঙ্গাস্নান যাইব সবার প্রতি কয়।
প্রভুর সেবাতে সবে সাবধান করি।
কথো জন সঙ্গে শীঘ্র আইলা বুধরি।
তথা হৈতে আইলা গাম্ভীলা গঙ্গাতীরে।
অকস্মাৎ জ্বর আসি ব্যাপিল শরীরে।
চিতা সজ্জা কর শীঘ্র এই আজ্ঞা দিয়া।
রহিলেন মহাশয় নীরব হইয়া।
অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন শিষ্যগণ।
সবারে করিলা স্থির গঙ্গানারায়ণ।

---

(১০) "আর শাখা কমলসেন যাদব কবিরাজ।
মনোহর বিশ্বাস শাখা কৃষ্ণ কবিরাজ।
আর শাখা বিষ্ণুদাস কবিরাজ ঠাকুর।
বৈদ্যবংশ তিলক বাস কুমার নগর।"
(প্রেম বিলাস ২০ বি)।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আইসে লৈয়া নিজগণে।
দেখা মাত্র হয় কথা নাহি কার সনে।
ঐছে মহাশয় তিন দিন গোঙাইলা।
লোক দৃষ্টি দেহ হৈতে পৃথক্ হইল।
মহাশয়ে স্নান করাইয়া সেইক্ষণে।
চিতার উপরে রাখিলেন দিব্যাসনে।
পরস্পর কহে মুখে ব্রাহ্মণ সকল।
বিপ্র শিষ্য কৈল যৈছে তার এই ফল।
গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম কিছু না কহিল।
বাক্যরোধ হইয়া নরোত্তম দাস মৈল।
গঙ্গানারায়ণ ঐছে পণ্ডিত হইয়া।
হইলেন শিষ্য নিজ ধর্ম্ম তেয়াগিয়া।
দেখিল গুরুর দশা হইল যেমন।
না জানি ইহার দশা হইবে কেমন।
পুনঃ পুনঃ গঙ্গানারায়ণে শুনাইয়া।
ঐছে কত কহে সবে হাসিয়া হাসিয়া।
পাষণ্ডীর বাক্যে দুঃখ উপজিল মনে।
গঙ্গানারায়ণ আইলা চিতা সন্নিধানে।
করযোড় করিয়া কহয় বার বার।
নিন্দে তোমা সবে দুঃখ পায়েন শুনিয়া।
গঙ্গানারায়ণের এই ব্যাকুল বচনে।
নিজ দেহে মহাশয় আইলা সেইক্ষণে।
রাধা কৃষ্ণ চৈতন্য বলিয়া নরোত্তম।
উঠিলেন চিতা হৈতে তেজঃ সূর্য্যসম।"

(নরোত্তম বিলাস ১১ বি)।

নরোত্তম সিদ্ধপুরুষ। সিদ্ধপুরুষ নরোত্তম ভক্তের গৌরব রক্ষার্থ মরিয়াও এ যাত্রায় আবার বাঁচিয়া উঠিলেন। দেখিয়া পাষণ্ডগণের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। তাহারা করযোড়ে নরোত্তমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বীতরাগ ভয়ক্রোধ নরোত্তম তাহাদিগকে অভয় দিয়া বলিলেন,—

"সবে আজ্ঞা কৈলা গঙ্গানারায়ণ স্থানে।
ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন কর সাবধানে।
কিছুদিন পরে সবে যাইব খেতরি।
অন্য আসি এথা হৈতে যাইব বুধারি।"

অনন্তর নরোত্তম যথাসময়ে "বুধরিতে" উপনীত হইলেন। বৈদ্যকুলতিলক গোবিন্দ কবিরাজ তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করতঃ পদযুগল বন্দন করিলেন (১১)। এই-খানে বলা আবশ্যক, কায়স্থ যে বৈদ্যের নমস্য এ কথা বোধ হয় "জাতিতত্ত্ববারিধি" প্রণেতা উমেশবাবু কূপের বাহির হওয়ার পূর্ব্বে অব-গত ছিলেন না। থাকিলে তিনি "কায়স্থ-ভ্রাতৃগণও আজীবন বৈদ্যকে নমস্য ও বড় বলিয়া অবগত আছেন" এ কথা বলিয়া গর্ব্ব করিতে অবশ্যই লজ্জিত হইতেন সন্দেহ নাই।*

(১১) "গোবিন্দ কবিরাজ আসি পড়িল চরণে।
উঠাইয়া কৈল তারে দৃঢ় আলিঙ্গনে।"
(প্রেম বিলাস ১৪ বি)।

* জাতীয় বিধানে কেহ কাহারও নমস্য হয় না। গুণকর্ম্ম সম্মানে হয়। যেমন উচ্চগুণ-কর্ম্মে মণ্ডিত বৈদ্য মহাশয় কায়স্থের নমস্য, তদ্রূপ গুণবান্ কর্ম্মবীর কায়স্থও বৈদ্য মহা-শয়দিগের নমস্য হইবেন ও হইতেছেন। ইহাই প্রত্যক্ষভাবে আমরা দেখিতেছি এবং তদনুসারে বৈদ্য ও কায়স্থ জাতীয় একতা সংস্থাপনে অগ্রসর হইতেছেন। যে মহৎ উদার বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রভাবে আজ ৪ শত বর্ষ অতীতের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য মহাত্মাগণের মধ্যে প্রেমবন্ধন অবিচ্ছিন্ন ছিল, অধুনা সেই কৃষ্ণচৈতন্য প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের শিথি-লতায় গৌড়ের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য মহা-শয়দিগের মধ্যে প্রেমের স্থানে হিংসা ও দ্বেষ আসিতেছে। আমরা শিক্ষিত ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য মহাশয়দিগকে সেই প্রেমধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। সম্পাদক।

যাহা হউক সে রাত্রে নরোত্তম সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে গোবিন্দ কবিরাজ ও কবিকর্ণপুর পরমানন্দ দাস প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া স্বভবনে গমন করিলেন। গৃহে আসিয়া নরোত্তম পূর্ব্ববৎ ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। অনন্তর একদা নরোত্তম গোবিন্দ কবিরাজ প্রমুখ ভগবদ্ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া পুনর্ব্বার "বুধারিতে" গমন করিলেন। নরহরি লিখিয়াছেন—

"কে বুঝে অন্তর অতি অধৈর্য্য হইয়া।
চলিলা বুধরি গোবিন্দাদি সঙ্গে লৈয়া।
বুধরিগ্রামেতে একদিন স্থিতি কৈলা।
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী আদি তথা আইলা।
অতি সুমধুর বাক্যে সবে প্রবোধিলা।
শ্রীনাম কীর্ত্তনে দিবা-রাত্রি গোঙাইলা।
বুধরি হইতে শীঘ্র চলিলা গাম্ভীলে।
গঙ্গাস্নান করিয়া বসিলা গঙ্গাজলে।
আজ্ঞা কৈলা রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণে।
মোর অঙ্গ মার্জ্জন করহ দুইজনে।
দোঁহে কিবা মার্জ্জন করিব পরশিতে।
দুগ্ধপ্রায় মিশাইলা গঙ্গার জলেতে।"
(নরোত্তম বিলাস ১১ বি)।

দেখিতে দেখিতে নরোত্তমের নবনীত দেহ গঙ্গার পবিত্র সলিলে মিশিয়া গেল। চারিদিক হইতে শিষ্যবৃন্দ হরিধ্বনিচ্ছলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। সব ফুরাইল। অতঃপর আমরাও হরিধ্বনি দিয়া আরব্ধ প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। ওঁ হরি বোঁ!!

শ্রীমধুসূদন রায়।

মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন।

পূজ্যপাদ প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের লিখিত কায়স্থ-প্রবর মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসন বিষয়ক নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী আমরা বৈশাখী সাহিত্য-পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে তাম্রশাসনে লিখিত প্রশস্তির পরিচয় আছে। প্রশস্তিটী আমাদের হস্তগত হয় নাই।

বাঙ্গালীর ইতিহাসের সহিত সম্পর্ক-সংযুক্ত যে সকল প্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সম সাময়িক বিবরণ উল্লিখিত থাকায়, অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। কিংবদন্তী অপেক্ষা এই সকল প্রমাণ যে অধিক নির্ভর-যোগ্য, তাহাতে সংশয় নাই। এই শ্রেণীর প্রমাণে জানিতে পারা গিয়াছে,—বাঙ্গালা দেশ যখন পাল-নরপালগণের শাসন-কৌশলে পরিচালিত হইত, তখন বাঙ্গালা দেশের চতুঃসীমার বাহিরেও অনেক দূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের শাসন-ক্ষমতার প্রবল প্রভাব অনুভূত হইত। তৎকালে পরাক্রমশালী সামন্তগণ আপন আপন সামন্ত-চক্রে স্বাধীন নরপালের ন্যায় শাসন-ক্ষমতা বিস্তৃত করিয়া, সার্ব্বভৌম নরপালের সহচর-

রূপে মর্য্যাদা লাভ করিতেন। সামন্ত-সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। ধর্ম্মপালদেবের [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে "মহা-সামন্তাধিপতি" উপাধিধারী রাজপুরুষের উল্লেখ আছে; সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" কাব্যে [৪।১৮] "মণ্ডলাধিপতি" উপাধিধারী এক রাজ-সুহৃদের উল্লেখ আছে; এবং "রাম-চরিতে"র টীকায় [২।৮] "মহামাণ্ডলিক"-উপাধিধারী কাহ্নুরদেব নামক রামপাল-দেবের মাতুল-পুত্রের উল্লেখ আছে। কিন্তু "মহামাণ্ডলিকে"র প্রকৃত পদমর্য্যাদা ও শাসন-ক্ষমতা কিরূপ ছিল, এ পর্য্যন্ত সে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার উপায় ছিল না।

সৌভাগ্যক্রমে সে কালের এক জন "মহা-মাণ্ডলিকে"র একখানি তাম্রশাসন বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির হস্তগত হইয়াছে। তাহা "মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন।" এই শাসনখানি বরেন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্গত [দিনাজপুর জেলার] মালদোয়ার নামে সুপরিচিত রাজষ্টেটের দপ্তরখানায় বহুকাল হইতে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে; ইহার সহিত মালদোয়ার ষ্টেটের ভূসম্পত্তির সম্পর্ক থাকিবার জনশ্রুতিও প্রচলিত আছে। মালদোয়ার ষ্টেট ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রথমবার কোর্টঅব-ওয়ার্ডসের অধীন হইবার সময়ে, এই তাম্র-শাসনখানিও তালিকাভুক্ত হইয়াছিল। মাল-দোয়ার ষ্টেটের বর্ত্তমান অধিকারী কুমার শ্রীযুক্ত ছত্রনাথ ও কুমার শ্রীযুক্ত টঙ্কনাথ চৌধুরী বি, এ, এই পুরাতন লিপির প্রতিকৃতি ও পাঠ পণ্ডিতসমাজে প্রকাশিত করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া, ইতিহাসানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; এবং বহু রহস্য-পূর্ণ বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্যের উদ্ধারসাধনের সহায়তা করিয়া, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতিকে চিরকৃতজ্ঞ করিয়াছেন।

তাম্রশাসনখানি সকল অংশ এক্ষণে বর্ত্ত-মান নাই; ঊর্দ্ধভাগের দক্ষিণাংশের কিয়দংশ এবং নিম্নভাগের দক্ষিণাংশের অল্পাংশ খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে যাহা ক্ষোদিত ছিল, তাহা আর দেখিবার উপায় নাই। কিন্তু বহুপূর্ব্বে তৈরভুক্ত পণ্ডিত বাচ্চা ঝা এই তাম্রশাসনে যেরূপ পাঠ মৈথিল-অক্ষরে লিপি-বদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও মালদোয়ার রাজষ্টেটের দপ্তরখানার রক্ষিত হইয়াছে। তাহার সকল শব্দ সকল স্থানে মূলানুগত না হইলেও, অধিকাংশ পাঠই শুদ্ধরূপে উদ্ধৃত। যে অংশের অক্ষর এক্ষণে আর দেখিতে পাই-বার উপায় নাই, সেই অংশের পাদ-পূরণ-কামনায় পূর্ব্বোদ্ধৃত পাঠই বন্ধনী মধ্যে সন্নি-বিষ্ট হইবে।

তাম্রপট্টের আয়তন $৯\frac{১}{২} \times ৮\frac{১}{২}$ ইঞ্চ। সম্মুখ পৃষ্ঠে ২২ পংক্তি, এবং অপর পৃষ্ঠে ২৫ পংক্তি সংস্কৃত-ভাষা-নিবদ্ধ গদ্যপদ্যাত্মক লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। তাহা "৩৫ সম্বতের ১ মার্গদিনে"র লিপি। মালদোয়ারে ইহা ৩৫ বিক্রম-সম্বতের লিপি বলিয়া পরিচিত। বলা বাহুল্য, এই লিপি সেরূপ পুরাতন হইতে পারে না। প্রতিকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করি-লেই তাহা সুব্যক্ত হইবে।

মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনের শীর্ষদেশে "শ্রীপরাক্রমমূলস্ত" এবং তন্নিম্নে "নি" এই কয়েকটী অক্ষর উৎকীর্ণ আছে, এবং একটী ছত্রের চিহ্নও ক্ষোদিত আছে। ইহাই "মুদ্রা" ছিল বলিয়া প্রতিভাত হয়।

"শ্রীপরাক্রমমূলস্ত" শব্দ কাহাকে সূচিত করিতেছে, লিপিমধ্যে তাহা উল্লিখিত নাই। এই শব্দের দক্ষিণ পার্শ্বেই ছত্রচিহ্ন ক্ষোদিত আছে। তাহা [মহামাণ্ডলিকের পরাক্রমের মূল] সার্ব্বভৌম রাজাধিরাজকে সূচিত করিতেছে কি না, সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন।

ঈশ্বর ঘোষের জাতি কি ছিল, তাহার উল্লেখ নাই। তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, এরূপ আভাষও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তিনি যে কুল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় শ্লোকে (চতুর্থ পংক্তিতে) তাহা "ঘোষকুল" বলিয়া উল্লিখিত আছে। তৎকালে তাহা "পৃথিবীতে প্রথিত" ছিল বলিয়া, জাতির উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। পাল-নরপালগণও তাঁহাদিগের শাসন-লিপিতে জাতির উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা প্রথম শ্লোকে তাঁহাদিগের বৌদ্ধমতানুরক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন। ঈশ্বর ঘোষ [তাঁহার তাম্রশাসনের ৩২ পংক্তিতে] ভগবান্ শঙ্করকে উদ্দেশ করিয়া দান করিবার উল্লেখ করিয়া, শৈব-মতানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

এই তাম্রশাসন সম্পাদিত করাইয়া, মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ, নিব্বোক শর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণকে [২৯ পংক্তি] একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। মালদোয়ারে জনশ্রুতি আছে,—নিব্বোক শর্ম্মা ঈশ্বর ঘোষের গুরুদেব ছিলেন। তিনি দান গ্রহণ করিয়া, তাম্রশাসন সহ গ্রামখানি তাঁহার গুরুদেবের চরণে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সেই গুরুবংশই মালদোয়ারের রাজবংশ। এই জনশ্রুতি মালদোয়ার-রাজবংশে পুরুষানুক্রমে প্রচলিত আছে। ইহা সত্য কি না, তদ্বিষয়ে কোনও লিখিত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

কোন্ সময়ে এই তাম্রশাসন সম্পাদিত হইয়াছিল, লিপি-বিচার করিয়াই তাহার মীমাংসা করিতে হইবে;—অন্য উপায় দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা এই শ্রেণীর লিপির পুনঃ পুনঃ পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার মীমাংসা করিতে পারিবেন। সকল স্থানে অবগ্রহ-চিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই; বর্ণবিন্যাসের ভ্রমপ্রমাদ বিরল; সংস্কৃত-রচনাও ব্যাকরণদুষ্ট নহে;—রেফের চিহ্ন মাত্রার উপর দক্ষিণ দিকে অঙ্কিত; ত-কারের আকার প্রণিধান-যোগ্য, এবং রেফ-সংযোগে বর্ণের দ্বিত্ব যে ভাবে সাধিত হইয়াছে, তাহাও বিচারযোগ্য এই সকল কারণে, ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনকে পাল-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়যুগের [খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর] লিপি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তৎকালে প্রাচ্যভারত পাল-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং ঈশ্বর ঘোষ যে পাল-সাম্রাজ্যের "মহামাণ্ডলিক" ছিলেন, তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়।

গৌড়েশ্বরগণের তাম্রশাসন যে "জয়স্কন্ধাবার" হইতে প্রদত্ত হইত, তাম্রপট্টে তাহার নাম উৎকীর্ণ থাকিত। ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনে "জয়স্কন্ধাবার" শব্দের উল্লেখ নাই; কিন্তু যে স্থান হইতে ইহা প্রদত্ত হইয়াছিল, [১০ পংক্তিতে] তাহার নাম উৎকীর্ণ আছে। সেই স্থানের নাম "ঢেক্করী"। পাল-নরপালগণের শাসনসময়ে "ঢেক্করী" একটী "সামন্ত-চক্র" বলিয়া পরিচিত ছিল। "রাম-

চরিতে"র টীকায় [২১৫] প্রতাপসিংহ নামক এক "ঢেক্করীয়"-রাজের উল্লেখ আছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ, "রামচরিতে"র ভূমিকায় ইংরাজীতে "ঢেক্করীয়" বলিয়া উল্লেখ করিলেও, মূল গ্রন্থের "ঢেক্করীয়" শব্দটি [মুদ্রাকর-প্রমাদে] গ্রন্থমধ্যে "ডেক্করীয়" রূপে নাগরাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী অজয়নদের অপর তীরে যে "ঢাকুরা" নামে স্থান আছে, তাহাই পুরাকালের "ঢেক্করীয়"। (১) "রামচরিতে"র টীকায় কযঙ্গলের রাজা "কযঙ্গলীয়রাজ" রূপে লিখিত থাকায়, ঢেক্করীয়-রাজকেও ঢেক্করীয় রাজা বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সুতরাং স্থানের নাম "ঢেক্করীয়" না বলিয়া, "ঢেক্করী" বলাই সঙ্গত। "ঢেক্করী" ঢেকুরা হইবার পক্ষে যে শব্দ-সাদৃশ্য বর্ত্তমান আছে, কেবল তাহার উপর নির্ভর করিয়া, উভয় স্থানকে এক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। কিন্তু ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনে প্রথম শ্লোক হয়ত কিয়ৎপরিমাণে শাস্ত্রী মহাশয়ের সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে পারিবে। (২) এই শ্লোকে ঈশ্বর ঘোষের বৃদ্ধ-প্রপিতামহের উল্লেখ আছে; কিন্তু তাঁহার নাম উল্লিখিত নাই। তিনি এক জন "অধিপ" ছিলেন। অক্ষর এখন কিছু অস্পষ্ট হইলেও, [বাচ্চা ঝা মহাশয়ের উদ্ধৃত পাঠের সাহায্যে] বুঝিতে পারা যায়,—তিনি "রাঢ়াধিপ" ছিলেন। তাঁহাকে "রাঢ়াধিপ" বলিয়া, তাঁহার পুত্রকে "নৃপবংশকেতু" এবং পৌত্র হইতে অধস্তন পুরুষগণকে "ঘোষকুল"-সম্ভূত, ও ঈশ্বর ঘোষকে "মহামাণ্ডলিক" বলায়, হয়ত প্রসঙ্গক্রমে এইরূপ ঐতিহাসিক তথ্যের ইঙ্গিত প্রকাশিত হইয়াছে যে,—ঈশ্বর ঘোষের ঊর্দ্ধতন চতুর্থ পুরুষের ব্যক্তি "রাঢ়াধিপ" ও স্বাধীন নরপতি ছিলেন; তাঁহার পর হইতে তদীয় বংশধরগণ "মহামাণ্ডলিক" হইয়াছিলেন; এবং রাঢ়ারাজ্য কালক্রমে পাল-সাম্রাজ্যের একটি "সামন্ত-চক্রে" পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ইহা অনুমানমাত্র। কিন্তু এই তাম্রশাসনখানি অনেক নিঃসন্দিগ্ধ ঐতিহাসিক তথ্যেরও আধার। ইহার প্রধান কথাই "ঘোষকুলে"র কথা,—সেই কুলের লোক এক সময়ে "রাঢ়াধিপ", এবং উত্তরকালে "মহামাণ্ডলিক" ছিলেন। এখন তাহার কিংবদন্তীও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। "রাঢ়াধিপ" থাকিবার সময়ে পদমর্য্যাদা কিরূপ ছিল, তাহা

(১) Pratapa Sinha, the king of Dhekhariya or Dhekura on the other side of the river Ajaya near Katwa.—Ramacharita, Introduction, p. 14.

(২) মহামণ্ডালকি ঈশ্বর ঘোষ (৩১ পংক্তি) "জটোদায়াং স্নাত্বা" এই তাম্রশাসনোক্ত ভূমি দান করিয়াছিলেন। "জটোদা"-শব্দটীতে লিপিকরপ্রমাদ না থাকিলে, তাহাই ঢেক্করী নামক স্থানের নিকটবর্ত্তিনী নদী ছিল বলিয়া প্রতিভাত হইবে, এবং তাহার সাহায্যে ঢেক্করীর প্রকৃত ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণীত হইতে পারিবে। পক্ষান্তরে, "জটোদা" অজয়ের পুরাতন নাম হইলে, অথবা "জটোদায়াং" লিপিকরপ্রমাদে "জটোদয়ায়াং" সূচিত করিতে পারিলে, তাহাকে গঙ্গার নামান্তর বলিয়া গ্রহণ করিয়া ঢেক্করীকে অজয়তীরবর্ত্তী ঢাকুরা বলা যাইতে পারে। ঢেক্করী কোথায় ছিল, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইতে না পারিলেও, তাহার সহিত রাঢ়া-মণ্ডলের সম্পর্ক ছিল বলিয়াই আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

জানিবার উপায় নাই। কিন্তু "মহামাণ্ডলিক" ঈশ্বর ঘোষের পদমর্য্যাদা বড় অল্প ছিল না। তাঁহার আজ্ঞা অশেষ রাজরাজন্যকগণকে পালন করিতে হইত। তাঁহারও সামন্ত-সহচর ছিল; তাঁহার অধীনেও "বিষয়পতি" ও "ভুক্তিপতি" ছিল;—তাঁহারও কোট্ট [দুর্গ] ছিল; সেনাপতি-কোট্টপতি ছিল;—এক জন রাজাধিরাজের প্রবল-প্রতাপ-বিজ্ঞাপক যে সকল "রাজপাদোপজীবী" থাকিত, "মহা-মাণ্ডলিক" ঈশ্বর ঘোষেরও সেই সকল "রাজপাদোপজীবী" ছিল। ঈশ্বর ঘোষকে কায়স্থ বলা যায় কি না, এবং আদিশূরের আমন্ত্রণে পঞ্চব্রাহ্মণের সঙ্গে যাঁহারা কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, ঈশ্বর ঘোষকে তাঁহাদিগের বংশধর বলা যায় কি না, বলিতে পারিলে, আদিশূরকে কোন্ শতাব্দীতে স্থান দিতে হইবে? এই সকল কথার বিচার করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইবে। কুল-শাস্ত্র-লেখকগণ বাঙ্গালার কায়স্থগণকে শূদ্র-বংশজ বলিয়া যে ত্রিবর্ণসেবক মর্য্যাদা দান করিয়া গিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার পূর্ব্বতন কায়স্থগণের তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আভিজাত্য-মর্য্যাদা বর্ত্তমান ছিল কি না, তাহার রহস্যভেদে সমর্থ হইলে, ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন বাঙ্গালীর ইতিহাসকে এক নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করিবে। যাঁহারা সে বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন এবং প্রবৃত্ত হইবার যোগ্য পাত্র, তাঁহাদিগের অবগতির জন্য মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনের প্রতিকৃতি-সংযুক্ত পাঠ ও সটীক বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইতেছে।

'মণ্ডল' শব্দ হইতে 'মহামাণ্ডলিক' শব্দ [পারিভাষিক অর্থে] ব্যবহৃত হইয়াছে। "বিশ্বে" মণ্ডল-শব্দের বিবিধার্থ-বিজ্ঞাপনার্থ যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে সে কালের 'মণ্ডল' নামক বিভাগের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা 'দ্বাদশ-রাজক' নামে কথিত হইত। যথা,—

সাম্যমণ্ডলে দ্বাদশরাজকে চ।
দেশে চ বিম্বে চ কদম্বকে চ॥

ভরত অমর-টীকায় ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মেদিনী-কোষেও মণ্ডল "দ্বাদশ-রাজক" বলিয়া উল্লিখিত আছে। মণ্ডলের শাসন-কর্ত্তা "মণ্ডলেশ", 'মণ্ডলাধিপতি", "মণ্ডলেশ্বর" প্রভৃতি নামে কথিত হইতেন; অভিধানে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কামন্দকীয় নীতিসারে [৮।১ দেখিতে পাওয়া যায়,—মণ্ডলাধিপেরও কোষ-দণ্ড-অমাত্য-মন্ত্রি-দুর্গাদি সহায় ছিল। যথা,—

উপেতঃ কোষদণ্ডাভ্যাং সামাতঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
দুর্গস্থ শ্চিন্তয়েৎ সাধু মণ্ডলং মণ্ডলাধিপঃ॥

ইহাতে মণ্ডলাধিপতি দুর্গস্থ থাকিয়া, মণ্ডল শাসন করিতেন বলিয়া পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম খণ্ডে [৮৬ অধ্যায়ে] দেখিতে পাওয়া যায়, "মণ্ডলেশ্বরে"র পদমর্য্যাদা নৃপ-শব্দ-বাচক সাধারণ রাজ-রাজন্যকের পদমর্য্যাদা অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। যথা,—

চতুর্যোজনপর্য্যন্ত মধিকারং নৃপস্য চ।
যো রাজা তচ্ছতগুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বরঃ॥

এই বচনের প্রমাণে, মণ্ডলেশ্বরও রাজ পদবাচ্য ছিলেন বলিয়াই বুঝিতে পারা যায় কিন্তু তাঁহার অধিকার সাধারণ রাজ-পদবাচ্য

ব্যক্তির অধিকার অপেক্ষা শতগুণ অধিক ছিল। মণ্ডলাধিপতিগণ, পরমেশ্বর-পরমভট্টারক রাজাধিরাজের সামন্ত-মধ্যে পরিগণিত ছিলেন, সে কালের শাসনব্যবস্থায় রাজাধিরাজ "পরম ভট্টারক" ছিলেন, তাঁহার পরেই মণ্ডলাধিপতির স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল।

মাণ্ডলিক-শব্দ এই মণ্ডলাধিপতি শব্দেরই রূপান্তরমাত্র। মধ্যযুগের গৌড়ীয় সাম্রাজ্যে মাণ্ডলিক ও মহামাণ্ডলিক শব্দ যে সত্য সত্যই প্রচলিত ছিল, রামচরিত কাব্যের যে অংশের টীকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। "কয়ঙ্গলীয়" মণ্ডলাধিপতি প্রভৃতি রাজপুরুষগণ [টীকায়] সামন্তাঃ বলিয়া স্পষ্ট উল্লিখিত থাকায়, বুঝিতে পারা যায়,—তৎকালে মণ্ডলাধিপতিগণ বা মাণ্ডলিকগণ রাজাধিরাজের সামন্ত মধ্যেই পরিগণিত হইতেন। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষও এইরূপ এক জন সামন্ত ছিলেন; কাহার সামন্ত ছিলেন, তাম্রশাসনে তাহার উল্লেখ নাই। সামন্তগণের স্বাধিকারে [স্বামী-ধর্ম্মের প্রচলিত নিয়মানুসারে] রাজাধিরাজের রাজ্যসম্বৎ প্রচলিত ছিল; কিংবা সামন্তগণের নিজের রাজ্যসম্বৎ প্রচলিত ছিল, তাহার মীমাংসা করিবার উপায় নাই।

খৃষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীতে "মাৎস্যন্যায়" প্রচলিত হইয়াছিল। তারানাথ লিখিয়া গিয়াছেন,—সমগ্র দেশের একচ্ছত্র অধিপতি না থাকায় সকলেই স্ব-স্ব প্রধান হইয়া, অরাজকতায় প্রশ্রয় দান করিতেছিল, ইহাতে বাহুবলই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, সবলের কবলে দুর্ব্বল-দল নিপীড়িত হইতেছিল। (৩) ধর্ম্মপালের [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে এবং তারানাথের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়,—সেই "মাৎস্যন্যায়" দূর করিবার উদ্দেশ্যে প্রকৃতিপুঞ্জ গোপালদেবকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। (৪) এইরূপে পাল-রাজগণের গৌড়ীয় সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল ঐতিহাসিক বিবরণ স্মরণ করিলে মনে হয়, যিনি মাৎস্যন্যায়ের বিপ্লবযুগে রাঢ়াধিপ ছিলেন, তিনি বা তাঁহার নৃপবংশকেতু পুত্র, গোপালদেবের নির্ব্বাচন সময়ে [দেশের কল্যাণকামনায়] স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিয়া, মহামাণ্ডলিক হইয়া সামন্ত-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। এরূপ অনুমানের অনুকূল স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলেও নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়,—এই তাম্রশাসনে ঘোষ-কুলের সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের যেরূপ সম্পর্ক বর্ত্তমান থাকা প্রকাশিত হইতেছে, তাহা উল্লেখযোগ্য গৌরবের সম্পর্ক;—একালের ঘোষকুল এ পর্য্যন্ত যত গৌরব লাভ করিতে পারিয়াছেন তাহার তুলনায়, অধিক বলিয়াই কথিতহইবার যোগ্য। গৌড়ীয় সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল প্রাচ্য-ভারতে প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিল। তৎকালে গৌড়জন, সাহিত্যে, শিল্পে, বাণিজ্যে ও রাজ্য-শাসনে, সর্ব্বত্র মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল। কেবল এক বর্ণের উন্নতিতে সমগ্র দেশের এরূপ উন্নতি সাধিত হইতে পারিত না। ইতিহাসের অভাবে সে কথা জনশ্রুতি হইতেও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য জ্ঞানোজ্জ্বল বিংশ শতাব্দীর অভ্যুদয়েও, সুশিক্ষিত ব্যক্তি-গণ সময়ে সময়ে কিরূপ সিদ্ধান্ত প্রচারিত

(৩) গৌড়রাজমালা।

(৪) গৌড়লেখমালা।

করিতেছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, ইতিহাসের অভাব সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অভাব বলিয়া অনুভূত হয়। অশেষ শ্রদ্ধাভাজন্ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম-এ, মহোদয় ইষ্ট এবং ওয়েষ্ট পত্রিকার প্রথম ভাগের ৪৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"We are already turning for inspiration and guidance not to the hereditary priests of the people or their descendants, but to our Pauls and Sarkars, our Dasses and Ghoses, our Boses and Mitras, men sprung from the lower castes, whose ancestors did not occupy an enviable position in ancient Hindu Society."

সন্ধ্যাকর নন্দীর কাব্য ও ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন, আধুনিক শিক্ষিত সমাজের এইরূপ ধারণা কিয়ৎপরিমাণে দূর করিতে পারিলে বঙ্গালীর পুরাতত্ত্ব বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিবে। ইংরেজী শিক্ষার স্পর্শমণি সংস্পর্শে আমাদের পাল-সরকার-দাস-ঘোষ-মিত্র মহোদয়গণ হঠাৎ সুবর্ণত্ব লাভ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিলে, রচনালালিত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারে কিন্তু বাঙ্গালীর পুরাতত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। গুণগ্রাহী প্রাচীন সমাজ গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দীকে "কলিকাল বাল্মীকি" উপাধি প্রদান করিয়াছিল; সন্ধ্যাকরের পিতা প্রজাপতি নন্দীকে সান্ধি-বিগ্রহিকের উচ্চপদ প্রদান করিয়াছিল, এবং ঘোষকুলোদ্ভব মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষকে রাজাধিরাজের দক্ষিণ বাহুর ন্যায় রাজ্যশাসনের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিল; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ "ভার্গব-সগোত্র-যমদগ্নি-ঔর্ব্ব--চ্যবন--আপ্নুবান্" প্রবর যজুর্ব্বেদাধ্যায়ী ভট্টশ্রীনিবোকশর্ম্মা ঈশ্বর ঘোষের মাতাপিতারও নিজের পুণ্যযশোভিবৃদ্ধি কামনায় উৎসর্গীকৃত ভূমিদান গ্রহণ করিয়া সমসাময়িক হিন্দুসমাজের সম্মুখে ঘোষকুলের সামাজিক আভিজাত্যের সাক্ষ্যদান করিয়াছিলেন, এ সকল বিবরণ সেকালের সামাজিক পদমর্য্যাদা-সম্ভোগের সংশয়শূন্য ঐতিহাসিক প্রমাণ। তাহার তুলনায় একালের পদগৌরব আধুনিক শিক্ষাসম্ভূত অজ্ঞাতপূর্ব্ব অভিনব গৌরব বলিয়া কথিত হইতে পারে কি না পাল, সরকার, দাস, ঘোষ, বসু, মিত্র, মহোদয়গণ তাহা ব্যক্ত করিতে পারিবেন। তাঁহাদিগের পূর্ব্বতন অবস্থা সম্বন্ধে আধুনিক রচনায় যে সকল কথা অবলীলাক্রমে উল্লিখিত হইয়া থাকে, তাহা বাঙ্গালীর ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন অপবাদ,—সমগ্র হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ। ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন তাহার কথঞ্চিৎ প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিবে; এবং গৌড় গৌরবযুগের যে সকল লিপি-প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারিবে। রামগঞ্জে প্রাপ্ত বলিয়া ইহা "রামগঞ্জ-লিপি" নামে অভিহিত হইল। (ক) (ক্রমশঃ)

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

(ক) বঙ্গীয় কায়স্থজাতি সম্বন্ধে মহাত্মা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রতিভার পাঠক মহোদয়গণের মনেযোগ আকর্ষণ করিতেছি। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয়ের "ইষ্ট এবং ওয়েষ্ট" পত্রিকায় যে ইংরেজী মন্তব্য প্রতিভার পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে তৎপ্রতি মৈত্র মহাশয় লিখিতেছেন,—"সন্ধ্যাকর নন্দীর কাব্য ও ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন, আধুনিক শিক্ষিত সমাজের ঐরূপ ধারণা কিয়ৎপরিমাণে দূর

করিতে পারিলে বাঙ্গালীর পুরাতত্ব বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিবে। ইংরেজী শিক্ষার স্পর্শমণি সংস্পর্শে আমাদের পাল, সরকার, দাস, ঘোষ, বসু, মিত্র মহোদয়গণ হঠাৎ সুবর্ণত্ব লাভ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিলে, রচনা লালিত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারে বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর পুরাতত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে, তদনন্তর মৈত্র মহাশয় সন্ধ্যাকর নন্দীর কলিকাল বাল্মীকি উপাধি, এবং ঘোষবংশ সম্ভূত মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের রাজাধিরাজের দক্ষিণ বাহুর ন্যায় রাজ্যশাসনের ক্ষমতা এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ "ভার্গব-সগোত্র--যমদগ্নি-ঔর্ব্ব--চ্যবন--আপ্নুবান্" প্রবর যজুর্ব্বেদাধ্যায়ী ভট্ট শ্রীনিব্বোক শর্ম্মা ঈশ্বর ঘোষের মাতাপিতার ও নিজের পুণ্য-যশোভিবৃদ্ধি কামনায় উৎসর্গীকৃত ভূমি দান গ্রহণ ইত্যাদি সংশয়শূন্য ঐতিহাসিক প্রমাণ সমূহ উল্লেখ করিয়া কায়স্থজাতির আভিজাত্য সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দান করিতেছে, তাহা অভিনয় গৌরব বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহোদয় উল্লিখিত ইংরেজী মন্তব্যে বঙ্গীয় কায়স্থ-জাতিকে নীচজাতি হইতে সম্ভূত (sprung from lower castes) লিখিয়া কায়স্থসাহিত্যে তদীয় অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বোধ হয় জানেন না যে, বঙ্গীয় ত্রয়োদশ লক্ষ কায়স্থ, ৯৫ লক্ষ ভারতীয় বিরাট কায়স্থ-জাতির একটী ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। শ্রীশ্রীচিত্র-গুপ্তদেবের বিভানুনামা পুত্রের বংশধর সূর্য্যধ্বজ হইতে ঘোষবংশ সমুদ্ভূত। এই মহামহিমামণ্ডিত ঘোষবংশের একটী শাখা আজ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে "শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ" বলিয়া সুপরিচিত। এই সূর্য্যধ্বজ বংশকে উল্লেখ করিয়া ভবিষ্য পুরাণকার লিখিতে-ছেন,—"চিত্রগুপ্তবংশ জাতানাং ব্রাহ্মণত্ব মাপ-স্যতে"। এই সূর্য্যধ্বজ বংশকে আমরা দ্রৌপদীর সয়ম্বরে উপস্থিত দেখিতেছি,—

সূর্য্যধ্বজো রোচমানো নীলশ্চিত্রায়ুধস্তথা॥১০॥
তদর্থমাগতাভদ্রে ক্ষত্রিয়াঃ প্রথিতাভুবি॥ ২৪॥
মহাভারত ১।১৮৬।

ইহা কৃষ্ণার প্রতি ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্বোধন (ক) আদিশূরের সভায় পঞ্চকায়স্থের মধ্যে দশরথ বসুর পরিচয় স্থলে ভট্ট কবি বলিয়াছিলেন—

"স চ চৈন্দ্রকুলাম্বুজঃ সূর্য্যসমোঃ গৌতম-গোত্রজঃ শ্রীদক্ষশিষ্য মহাত্মা।"

(শব্দকল্পদ্রুম)।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহোদয় তাঁহার "কায়স্থতত্ব নির্ব্বচন" গ্রন্থে লিখিতেছেন,—বঙ্গীয় ঘোষবংশ যেমন চন্দ্রবংশের একতর শাখা বসুবংশও সেই প্রকার চন্দ্রবংশের এক বিখ্যাত শাখা। বসুসম্বন্ধে মহাভারতে আছে—

সচেদি বিষয়ং রম্যং বসুঃপৌরব নন্দন।
ইন্দ্রোপদেশাজ্জগ্রাহ রমণীয়ং মহিপতি॥
মহাভার ১।৬৩।২।

অর্থাৎ হে রাজন্! পৌরব বংশীয় বসু ইন্দ্রের উপদেশানুসারে রমণীয় চেদি রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই স্থলের আধি-পত্য লাভ করিয়া, চৈন্দ্রনামে অভিরঞ্জিত হইয়াছিলেন। (খ) আমরা কাশ্মীরের ইতি-হাসে দেখিতে পাই যে,—"গোনন্দ বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা বালাদিত্য তাঁহার একমাত্র কন্যা অনঙ্গলেখাকে অশ্বঘোষ বংশীয় কায়স্থ দুর্ল্লভ বর্দ্ধনের সহিত বিবাহ দেন। আমরা কহ্লন্পণ্ডিত বিরচিত রাজতরঙ্গিণীতে দেখি—

হেতুং স্বরূপতা মাত্রং কৃত্বা জামাতরং নৃপঃ।
অথাশ্বঘোষ-কায়স্থকুক্রে দুর্ল্লভ বর্দ্ধনম্॥
প্রজ্ঞয়া দ্যোতমানং ত্বং প্রজ্ঞাদিত্য ইতি প্রথাম্॥

এই সমস্ত প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া কেহই কায়স্থকে নীচজাতি সম্ভূত বলিতে সাহস করিবেন না। ফলতঃ বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত তাহা আজ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

সম্পাদক।

(ক) ও (খ) পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রণীত "কায়স্থতত্ব নির্ব্বচন" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

লেখক।

ঐতিহাসিকের সম্বর্দ্ধনা।

রাজসাহীর বিখ্যাত উকিল ও ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্র মহাশয় বঙ্গীয় কায়স্থজাতির লুপ্তগৌরব উদ্ধার কামনায় যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতঃ ঐতিহাসিকতত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিতেছেন। "সাহিত্য" পত্রিকায় তাঁহার কয়েকটী উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং আরও হইবে। তজ্জন্য স্থানীয় কায়স্থসভার উদ্যোগে গত রবিবার মৈত্রেয় মহাশয়কে সম্বর্দ্ধিত করিবার বন্দোবস্ত রাজসাহী সাধারণ পুস্তকালয়ে করা হইয়াছিল। সহরস্থ যাবতীয় কায়স্থ এবং পূজনীয় শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত ভবানীগোবিন্দ চৌধুরী বি-এল, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী জমিদার, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন আচার্য্য বি-এল, শ্রীযুক্ত রামতারণ মুখোপাধ্যায় বি-এল, শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র রায় বি-এল, শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল রায়, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অশ্বিনী-কুমার মৈত্র বি এল, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় ডাক্তার প্রভৃতি ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ সভা-স্থল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

রাজসাহীর কায়স্থ-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে পূজনীয় শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী এম-এ-বি-এল, মহাশয় সভাপতিপদে বরিত হয়েন। তৎপর পূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্র মহাশয়কে সুন্দর পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করা হয়। তৎপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ রায় দেববর্ম্মা মহাশয় কর্ত্তৃক, সাহিত্য পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত "গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দী" ও বৈশাখ সংখ্যার "মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ" প্রবন্ধের কিয়দংশ পঠিত হয়।

কায়স্থের বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলন ও উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবার সুদিনে ব্রাহ্মণ-গণের সহিত যেরূপ মনোমালিন্য সংঘটিত হইতেছে, ব্রাহ্মণমহোদয়গণ অতঃপর যাহাতে অক্ষয়বাবুর প্রবন্ধগুলি পাঠ করতঃ কায়স্থ-জাতির পূর্ব্বলুপ্ত গৌরবের বিষয় অবগত হইয়া কায়স্থগণের এই উন্নতির অন্তরায় উপস্থিত না করেন, তদ্বিষয়ে পূজনীয় শ্রীযুক্ত ভবানী-গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তদন্তে শ্রীযুক্ত মুকুন্দনাথ ঘোষ বি-এল, মহাশয় অক্ষয়বাবুর নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ও গবেষণার জন্য সুন্দর বক্তৃতা করিলে সভাপতি পূজনীয় কিশোরীবাবু সভার উদ্দেশ্য ও প্রব-ন্ধের উপাদেয়ত্ব এবং যাহাতে ব্রাহ্মণ-কায়স্থের মধ্যে মনোমালিন্য বিদূরিত হয় এবং কায়স্থগণ হীনজাতি বলিয়া উপেক্ষিত না হয়েন তদ্বিষক একটী সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। পূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবুও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় কায়স্থের পূর্ব্বগৌরব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাগুলি বড়ই উপাদেয় ও সময়োচিত হইয়াছিল। বক্তাগণের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে সভা-পতি ও পুস্তকালয়ের সম্পাদক মহাশয়দ্বয়কে ধন্যবাদ করতঃ রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় "মধুরেণ সমাপয়েৎ" হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী।

কবিতাগুচ্ছ।

গুণ।

(সংস্কৃত হইতে অনূদিত)।

গুণ না থাকিলে উচ্চ আসনে কি হয় ?
উত্তমতা লভে সেই গুণ যা'র রয়।
কাক যদি হর্ম্ম্য-শিরে করে আরোহণ
গরুড় হইতে তবু পারে না কখন। ১।

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর।

অর্থ।

(সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত)।

মতা নিন্দা করে, পিতা করে না আদর,
ভ্রাতা না সম্ভাষে, ভৃত্য নিত্য রোষপর,
পুত্র বাধ্য নহে, পত্নী শুশ্রূষা না করে,
মিত্র না আলাপে অর্থ প্রার্থনার ডরে,
অর্থাভাবে মানুষের এই দশা হয়,
সুখের সংসার হয় দুখের আলয়।
অতএব কর সখে! অর্থ উপার্জ্জন,
অর্থে বশীভূত সদা রহে সর্ব্বজন। ২।

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর।

শীলতা।

(সংস্কৃত হইতে)।

সারল্যে সুহৃদ বশ, শৌর্য্যে শত্রুগণ,
ধনে লোভী, কর্ম্মে বিভু, আদরে ব্রাহ্মণ,
প্রণয়ে যুবতী, মিত্র সমতার বলে,
অতি উগ্রভাষী স্তুতি মিনতির ফলে,
প্রণতিতে গুরু আর মূর্খ মিষ্টভাষে,
পণ্ডিত বিদ্বান জ্ঞান-বিস্তার বিলাসে,
রসালাপে বশীভূত রসিক সুজন,
শীলতা-সদ্‌গুণে কিন্তু বাধ্য ত্রিভুবন। ৩।

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বঙ্গীয়কায়স্থসমাজের প্রতি আমাদের বিনীত নিবেদন।—কায়স্থ সমাজের মঙ্গলার্থে আজ ছয় বৎসরকাল আমরা নানাবিধ শোক-তাপ ও রোগের মধ্যে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা পরিচালিত করিতেছি। অদ্যাপি একসহস্র গ্রাহকের অধিক হইল না। প্রতি বৎসর শতাধিক নূতন গ্রাহক হন, কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, মূল্যের জন্য ভিঃ পিঃ হইলে প্রায় শতাধিক গ্রাহক কমিয়া যায়। এমতাবস্থায় মূল সংখ্যার বৃদ্ধি অসম্ভব। সম্বৎসরকাল প্রাণপণে গ্রাহক মহাশয়দিগের সেবা করিয়া আমাদের সামান্য বার্ষিক ভিক্ষা ১॥০ দেড় টাকা মাত্র পাইবার আশয়ে যখন তাঁহাদের দ্বারস্থ হইয়া "ভিক্ষাং ভবতি দেহি" বলিয়া বারংবার আবেদন করি, তখন অনেকেই প্রসন্নবদনে ভিক্ষা প্রদান করেন, কিন্তু কেহ কেহ আমাদের আবেদনে কর্ণপাত করেন না। সুতরাং তাঁহাদের দ্বার হইতে রিক্তহস্তে আমাদের ফিরিয়া আসিতে হয়। আমরা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে ভিঃ পিঃ করি, কারণ মনিঅর্ডার দ্বারা মূল্য প্রেরণের রীতি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভিঃ পিতে

আমাদের কত কষ্ট, কত ব্যয় ও কত পরিশ্রম তাহা আশা করি, গ্রাহক মহোদয়গণ একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন। গ্রাহক মহোদয়গণ প্রতিভার মূল্য যদি প্রতিবৎসর আশ্বিন মাসের মধ্যে প্রেরণ করেন, তবে আমাদের বিশেষ উপকার হয় ও এই পত্রিকাখানির উন্নতি হইতে পারে। আমরা পত্রিকার আকার বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু দুই সহস্র গ্রাহক না হইলে আমরা সাহস পাই না। যদি অবস্থাপন্ন শিক্ষিত কায়স্থমাত্রেই এই পত্রিকার গ্রাহক হন, তবে এক বৎসরের মধ্যে উক্ত সংখ্যা পূর্ণ হইতে পারে। আমরা আশা করি আমাদের এই কাতরোক্তি অরণ্যে রোদনের ন্যায় বিফল হইবে না।

১। কায়স্থ-পত্রিকা ও আমরা।—কায়স্থ-পত্রিকায় বিগত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় সাময়িক প্রসঙ্গের একস্থানে "বিচিত্র বিস্মৃতি" একটী প্রসঙ্গ আছে। আমাদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছেন,—"যাহারা অন্যের ভ্রম প্রমাদ সন্ধান করিয়া অনন্দানুভব করে, ভাল বিষয় প্রায়শ: তাহাদের দৃষ্টির মধ্যে আসে না। আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়ের ভাবও কতকটা এইরূপ।" কায়স্থসভার সুযোগ্য সম্পাদক মহোদয় মনে রাখিবেন যাঁহারা সাধারণের প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করেন ও ব্যয় করেন তাঁহাদের নিকট নিকাশ চাহিলে রাগ করা কি কর্ত্তব্য? আমরা চাঁদাদাতৃগণের পক্ষ হইতে আয়-ব্যয় ও গচ্ছিত টাকার সম্পূর্ণ হিসাব চাহিতেছি, যে পর্য্যন্ত উক্ত নিকাশ তিনি না দিবেন আমরা কোনমতেই ক্ষান্ত হইব না। কলিকাতা টাউনহলে যে বিরাট কায়স্থ সম্মিলন হইয়াছিল তাহার আয় ও ব্যয়ের কোনও হিসাব অদ্যাপি প্রদত্ত হইয়াছে আমরা জানি না। এই উৎসবে কতটাকা কাহার নিকট আদায় হয় ও কত টাকা কি কি বিষয়ে ব্যয় হয় ব্যয়ান্তে তাহার মজুত তহবিল কত আশা করি, সম্পাদক মহাশয় শীঘ্র এই হিসাবটী সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিবেন। আমরা চৈত্র সংখ্যা প্রতিভার ৫৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলাম,—"এই স্থানে (১৩১৯ সনের কায়স্থ-সভার কার্য্য-বিবরণীতে) লেখা কর্ত্তব্য ছিল কোন্ ব্যাঙ্কে কায়স্থ-সভার কত টাকা মজুত আছে। চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে এই বর্ষে ১৬০।০ জমা হইয়াছে, কিন্তু উক্ত ভাণ্ডারে কত টাকা জমা আছে ও উক্ত টাকা কোথায় আছে তাহা বিবরণীতে লিখিত হয় নাই। উক্ত ভাণ্ডারের অর্থ দ্বারা কতজন বিধবা, অনাথা ও দুস্থ কায়স্থ এই বর্ষে সাহায্য পাইয়াছে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। এই ভাণ্ডার হইতে সদ্ব্যয় না হইলে লোকে টাকা কেন দিবে? ফলতঃ সম্পাদক মহাশয়ের বিবরণী বড়ই অসম্পূর্ণ, ইহা হইতে কায়স্থসভার আর্থিক অবস্থা কিছুমাত্র জানা যায় না।" বড়ই দুঃখের বিষয় সম্পাদক মহাশয় আমাদের প্রতি কতকগুলি শ্লেষপূর্ণ কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মূল প্রশ্নের কিছুমাত্র উত্তর দিলেন না। আমরা বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি—(১) চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে কত টাকা জমা আছে? (২) এই টাকা কোন্ ব্যাঙ্কে কত সুদে জমা আছে? (৩) প্রতিশ্রুত চাঁদার মধ্যে কত টাকা আদায় হইয়াছে ও কত বাকী আছে। আমরা শুনি-

রাছি উক্ত ভাণ্ডারে ১২।১৩ হাজার টাকা মজুত আছে, শতকরা ৬৲ সুদে এই টাকার বার্ষিক আয় ৭২০৲ টাকা হইতে পারে। সম্পাদক মহাশয় এই ৭২০ টাকা বার্ষিক আয় সদ্ব্যয় করিলে অনেক বিধবা অনাথার উপকার হয়, অথচ মূলধনের কোন ক্ষতি হয় না। আমরা সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি এই সুদের টাকার সদ্ব্যয় তিনি কি জন্য করিতেছেন না? আজ এই পর্য্যন্ত। আমাদের প্রশ্নগুলির সদুত্তর প্রাপ্তির জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম। আমাদের চাঁদাদি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার উত্তর বারান্তরে প্রকাশ করিব।

২। ফরিদপুর জিলান্তর্গত শৈলডুবি গ্রামের আর্য্য-কায়স্থ সভার সম্পাদক—শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—"বিগত ২রা আষাঢ় সোমবার শৈলডুবী গ্রামে শ্রীযুক্ত ললিতকুমার গুহ রায় দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া ব্রাহ্মণদীনিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মজুমদার মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন। ১। শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুহ রায় বি-এ বি-এল, শৈলডুবী। ২। বিজয়কুমার সরকার, ঢেউখালী। ৩। মনোরঞ্জন বসু, ইশিবপুর। ৪। ব্রজেন্দ্রলাল ঘোষ গোপালপুর। এবং ৫। মণীন্দ্রলাল ঘোষ, গোপালপুর॥

৩। কায়স্থোপনয়ন।—নদীয়া জেলার অন্তর্গত সোমসপুরনিবাসী আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন,—"উক্ত জেলান্তর্গত হিজলাকর গ্রামে শ্রীযুক্ত রসিকলাল বিশ্বাস দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে বিগত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ অত্র সম্মিলনীর উদ্যোগে রাজসাহীর কায়স্থ-সভার কেন্দ্রাচার্য্য খোক্‌সানিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ বাচস্পতি মহাশয়ের আচার্য্যত্বে, শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এবং শ্রীযুক্ত দীননাথ ও শরচ্চন্দ্র মজুমদার মহাশয়দ্বয়ের সদস্যে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র-বিশ্বাস বয়স ৬৫ বৎসর; কুঞ্জলাল বিশ্বাস, মুকুন্দলাল বিশ্বাস, মাখনলাল বিশ্বাস, জানকীনাথ বিশ্বাস, রসময় বিশ্বাস, গৌরগোপাল বিশ্বাস, নিত্যানন্দ বিশ্বাস, শ্যামাচরণ দাষ, বয়স ৬০ বৎসর; কমলাপদ সরকার, সর্ব্বসাকিন হিজলাকর। হাসীমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও হেমন্তকুমার নন্দী।

৪। ক্ষত্রিয়াচারে শুভ বিবাহ।—ফরিদপুর জেলান্তর্গত হাটগ্রাম হইতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ বসু দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—"বিগত ১০ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার নদীয়া জেলান্তর্গত এতমামপুরে শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের সহিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের কন্যার শুভ বিবাহ ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত পুলিনবাবু যথাশাস্ত্রে উপনীত হইয়াছিলেন।

৫। আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ দেশহিতৈষী ফরিদপুরের জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ-বি-এল, মহাশয় ফরিদপুর হইতে আমাদিগকে লিখিতেছেন—"বৈশাখ মাসের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায়, ২৮নং ড্যালহাউসী স্কোয়ারস্থিতনজ গে

হুইলার কোম্পানীর মোজার কল কিনিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত কল পরীক্ষার জন্য একবর্ষ পূর্ব্বে একটী কল ঐ কোম্পানী হইতে কিনি। অগ্রিম টাকা পাঠাইয়া কত লেখালেখি করিয়া এমন কি কলিকাতার পুলিশ কমিশনার সাহেবকে পর্য্যন্ত লিখিতে হইয়াছিল—অনেক কাল পরে কল পাই। কিন্তু পরীক্ষায় দেখিলাম কেবল অর্থদণ্ডই সার হইয়াছে। এই কলে কার্য্য করা তত সুবিধাজনক নহে—তৈয়ারী মোজার দাম বেশী পড়ে, কারণ বেশী ওজনের সূতা ব্যতীত সূক্ষ্মসূতা এই কলে ব্যবহার করা চলে না। ঐ মোজা উক্ত কোম্পানী তাহাদের চুক্তিমত না হইলে বাজারে বিক্রী করা দুষ্কর। আমার যতদূর জানা আছে এবং আমি নিজে মোজা পাঠাইয়া যাহা জানিয়াছি তাহাতে এই কোম্পানী নানাবিধ আপত্তি করিয়া মোজা গ্রহণ করে না। এই কোম্পানীর কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকায় কিছু কিছু বাহির হইয়াছে। এই কোম্পানীর কল কিনিয়া এ দেশের অনেকেই ঠকিয়াছেন। আপনারা সদুদ্দেশ্যেই কল কিনিবার উপদেশ দিয়াছেন কিন্তু অবস্থানুসারে আমার স্বদেশবাসিগণ যেন এই কল কিনিয়া অর্থদণ্ড ও মনকষ্ট ভোগ না করেন তজ্জন্য আমি আশা করি, মহাশয় আমার পত্রখানি প্রতিভায় মুদ্রিত করিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিবেন।" হুইলার কোম্পানীর মোজার কল সম্বন্ধে দেশবিস্তৃত বিজ্ঞাপনের মহাড়ম্বরচ্ছটা দর্শন করিয়াই আমরা প্রতারিত হইয়াছিলাম। এইক্ষণে বন্ধুবরের পত্রে আমাদের সে ভ্রম অপনীত হইল।

৬। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ—কানপুর হইতে পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন,—"৺ গোঁসাইদাস সেন দেববর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশ দিবসে ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে। ৫০ জন কায়স্থ মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরালাল ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় শ্রাদ্ধক্রিয়ার তত্বাবধারন এবং জলপান আহারের যোগদানে ব্রাহ্মণোচিত উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। অনেকগুলি কান্যকুব্জ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ পাকা আহারে এবং লালা কায়স্থ-মহাত্মাগণ কাঁচা ভোজনে যোগদান করিয়াছিলেন।

সম্পাদক।

বৈবাহিক প্রসঙ্গ।

১। দক্ষিণ রাঢ়ীয় ভরদ্বাজ গোত্র কোণার পালিত বংশীয় একটী পাত্রীর নিমিত্ত একজন শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, মধ্যবিত্ত, অবস্থার পাত্রের প্রয়োজন। পাত্রীর পিতা যে কোনও শ্রেণীতে বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছেন। পাত্রীর পিতা অথবা অভিভাবকদিগের মতানুযায়ী বিবাহ প্রাচীনমতে অথবা ক্ষত্রিয়াচারে হইতে পারিবে। কন্যার বয়স দ্বাদশ বৎসর, তিনি বাঙ্গলা ভাষায় উত্তমরূপ ও ইংরাজী ভাষায় সামান্যরূপ শিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষা। কন্যা সুন্দরী ও অবয়ব সুগঠিতা। বিবাহপ্রার্থীগণ আমার নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দেববর্ম্মা সরকার।

Reg. No. C. 653.

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা

মাসিক কায়স্থপত্রিকা ও সমালোচনী।

[ষষ্ঠ বর্ষ—চতুর্থ সংখ্যা।]

১৩২০ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ মাস।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা বি-এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

কলিকাতা

১ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, প্রতিভা প্রেস,

শ্রীমোহিনীমোহন দত্তকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩২০ সাল।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার

নূতন নিয়মাবলী।

১। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার বার্ষিক মূল্য পোষ্টেজ সহিত সদর ও মফঃস্বল ১৷৷০ মাত্র ভিঃ পিঃ ডাকে ১৷৷/০ মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য পোষ্টেজ সহিত ৵৫।

২। পত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইবার সংবাদ সেই মাসের শেষ দিনের মধ্যে না পাঠাইলে আমরা সেই সংখ্যা পুনঃ পাঠাইতে দায়ী থাকিব না। এই সময়ের পরে সংবাদ দিলে উহার মূল্য ৵৫ হিসাবে প্রতি সংখ্যার জন্য দিতে হইবে।

৩। কোনও গ্রাহক স্থানান্তরিত হইলে তাহার সংবাদ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ না দিলে পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে আমরা দায়ী থাকিব না। অল্প দিনের জন্য স্থানান্তরিত হইলে পূর্ব্ব স্থানীয় পোষ্টাফিসকে জানাইলেই চলিবে।

৪। যিনি যে মাসে গ্রাহক হউন, সেই বৎসরের প্রথম অর্থাৎ বৈশাখ মাস হইতে, তাঁহাকে গ্রাহক হইতে হইবে। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় পত্রাদিতে ও টাকা পাঠাইবার সময় মণিঅর্ডার কুপনে নাম ধামাদি স্পষ্টরূপে লিখিবেন। এক নামে একের অধিক গ্রাহক থাকায় গ্রাহকের নম্বরটী দিলে আমাদের সুবিধা হয়।

৫। মনিঅর্ডারে "কার্য্যাধ্যক্ষ আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা ১নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট" এই ঠিকানায় লিখিবেন। ব্যক্তি বিশেষের নাম দিবার আবশ্যক নাই।

৬। পত্রাদি প্রবন্ধাদি, ও বিনিময় পত্রিকাদি "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা সম্পাদক ১নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট" ঠিকানায় লিখিবেন।

বিজ্ঞাপনের হার।

মলাটের সম্মুখের পেজ ও পত্রিকার প্রথম ও শেষ পেজের (Reading matter এর) সম্মুখস্থ পেজের প্রত্যেকের মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক পেজ মাসিক ৪৲ চারি টাকা অর্দ্ধ পেজ ৩৲ তিন টাকা এবং পেজের চতুর্থাংশ ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র। মলাটের প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না। মলাটের অন্যান্য পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। যে মাসে বিজ্ঞাপন বাহির হইবে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের হস্তলিপি না দিলে সেই মাসে বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে না। বিজ্ঞাপনের মূল্য নগদ দিতে হইবে। এক মাসের উর্দ্ধ সময়ের জন্য বিজ্ঞাপনের হার পৃথক্, তাহা ম্যানেজারের সহিত স্থির হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীবিজয়গোপাল সরকার দেববর্ম্মা।

১নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা। ১০ই বৈশাখ ১৩২০।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমাদের এত অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও প্রায় তৃতীয়াংশের একাংশ ভিঃ পিঃ ফেরত অসিয়াছে। গ্রাহক মহোদয়গণের উদারতা ও সহানুভূতি ভিন্ন এ রোগের আর ঔষধ নাই। পূজা নিকট আমাদের অনেক টাকার প্রয়োজন। ১৩২০ সনের মূল্যের জন্য আমরা ভিঃ পিঃ করিতেছি। আমাদের প্রার্থনা কেহই যেন ভিঃ পিঃ ফেরত দেন না। কেহ কোনও সংখ্যা না পাইয়া থাকিলে, আমরা পুনরায় তাহা দিতে প্রস্তুত আছি।

কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবিজয়গোপাল সরকার দেববর্ম্মা।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

শ্রাবণ মাস, ১৩২০।

বিবাহে কন্যার বয়স।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)।

গত প্রস্তাবে আমরা শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত বচনাবলী উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিয়াছি যে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র রজস্বলা দ্বিজবালিকার বিবাহ অবৈধ বলেন নাই,—এবং শ্রৌতমন্ত্র ও গৃহ্য-সূত্রের বিধানানুসারে বরঞ্চ প্রাপ্ত রজস্কা বালার বিবাহই উত্তম-কল্প বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গদেশে মহামহোপাধ্যায় ৺রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "তত্ত্ব গ্রন্থাবলী"র অন্তর্ভুক্ত "উদ্বাহ-তত্ত্ব" সম্বন্ধে গতবার আমরা কিছু বলি নাই। দেশাচারকে যাঁহারা সর্ব্বোপরি মান্য-বিধান বলিয়া গণনা করেন,—স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের তত্ত্বই তাঁহাদের প্রধান দুর্গ-স্বরূপ। এই দুর্গের ভিতর কিরূপ শতঘ্নী নালিক নারাচাদি অস্ত্র সজ্জিত আছে,—তাহা পাঠক মহোদয়দিগকে একবার দেখান উচিত বলিয়া মনে করি। এই নবীন স্মৃতিশাস্ত্রের জন্মদাতা পাঠান রাজত্বের সময়ে, শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারকালে আবির্ভূত হইয়া নিজ অসাধারণ প্রতিভা এবং বিদ্যাবলে "অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব" নামধেয় অপূর্ব্ব স্মৃতি-নিবন্ধ প্রণয়ন করতঃ তদানীন্তন বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের অসীম উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন।* বিবাহ সম্বন্ধে সেই সময় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজে দুই প্রকার "আপৎ" উপস্থিত

* বেদ এবং প্রাচীন আর্ষবাক্য বিদলিত করিয়া এই "অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব" যে দিন বঙ্গীয় অধ্যাপকসমাজে পরিগৃহীত হয়, সেই দিন ব্রাহ্মণেতর জাতিগুলির স্বাধীনতা বিনা মূল্যে ব্রাহ্মণের পাদমূলে বিক্রীত হইয়াছিল। হায়! হায়! আজ আমরা দীনের ন্যায়

হইয়াছিল। উহার মধ্যে প্রথম আপদটী কেবল ব্রাহ্মণসমাজে নহে, সমগ্র বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে ব্যক্ত ছিল এবং দ্বিতীয়টী প্রধানতঃ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজেই আবদ্ধ ছিল। মুসলমান রাজত্ব সময়ে, বিশেষতঃ পাঠান রাজাদিগের সময়ে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের উপর যে কিরূপ নির্য্যাতন হইতেছিল, তাহা ইতিহাস পাঠকদিগের অজ্ঞাত নাই। উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের গৃহে সুন্দরী এবং যুবতী অবিবাহিতা কন্যা পাইলেই, কোন কোন অবস্থায় ক্ষমতাদৃপ্ত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং ধর্ম্মো-ন্মত্ত মুসলমান রাজকর্ম্মচারিগণ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিতেন। যাঁহারা বঙ্গীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলীনদিগের "মেলথাক্" এবং 'ভাব' প্রভৃতির ইতিহাস অবগত আছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে, বঙ্গদেশে কত উচ্চ কুলীনপরিবার মুসলমানসংসর্গে দোষযুক্ত হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত তুলিয়া এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের স্মৃতিকে পুনরুদ্দীপিত করিতে ইচ্ছুক নহি। কৌতূহলী পাঠক ইচ্ছা করিলে জগদ্বিখ্যাত "বিশ্বকোষ" অভিধানের "কুলীন" "মেল" প্রভৃতি প্রস্তাব পাঠ করিয়া দেখিতে পারিবেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব পণ্ডিত কুলচূড়ামণি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুজ সিদ্ধান্ত-বারিধি মহাশয়ের সঙ্কলিত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" নামক বিরাট গ্রন্থের প্রথম ভাগের প্রথম অংশের প্রথম সংস্করণ পাঠ করিলেও অনেক সংবাদ পাওয়া যাইবে। মুসলমান-ধর্ম্মশাস্ত্রে বিবাহিতা রমণীকে হরণ এবং তাহার পুনঃ পাণিগ্রহণ নিষেধ করিয়াছেন, তজ্জন্য বালিকাদিগের অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া ভিন্ন এই অত্যাচারের হস্ত হইতে বাঙ্গালীর জাতি-কুল রক্ষার অন্য উপায় লক্ষিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ বল্লালপ্রচলিত কৌলীন্যপ্রথার উপর ঘটকচূড়ামণি দেবীবর মেলবন্ধনরূপ সংস্কার সম্পাদন করায় কুলীন-কুমারীদিগের বিবাহ এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল, এবং কুলীনদিগের গৃহে অনূঢ়া যুবতী-বৃন্দের সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছিল। এ দিকে শ্রোত্রীয় এবং বংশজ ব্রাহ্মণগণ পাত্রী অভাবে নির্ব্বংশ হইতে বসিয়াছিলেন। সমাজের এই ঘোর দুঃসময়ে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের আবির্ভাব, এবং তিনি স্মৃতিশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তাই তিনি বহু চিন্তার পর শিশু-বালিকাদিগের বিবাহ প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়া সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং তাঁহার চেষ্টা অনেক পরি-মাণে সফল হইয়াছিল। কেবল কুলীনগণ তাঁহার এই নবীনশাস্ত্রে আস্থাস্থাপন করিয়া কুলমর্য্যাদা নষ্ট করিতে সম্মত হন নাই। রঘুনন্দনের ব্যবস্থা কুলীনগণ কেন অমান্য করিলেন, তাহা আমাদের বুদ্ধিতে যেরূপ বুঝিয়াছি তাহা পরে বলিতেছি।

মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন যেরূপ বিপদ্-গ্রস্ত হইয়াই এই শিশু-বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিলে, তাঁহাকে দোষ দেওয়া দূরে থাকুক,—শতমুখে তাঁহার প্রশংসাবাদ করিতে হয়। আমরাও এই সম্বন্ধে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দোষ দেই না। দেশকালানুসারেই ধর্ম্ম নির্ণীত হয়, ইহা বহু প্রাচীন কথা। তবে এখন ত আর

আমাদের পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত সম্মান, বিদ্যা ও জ্ঞান পুনরুদ্ধার করিতে দ্বারে দ্বারে রোদন করিতেছি।

সম্পাদক।

সেই ঘোর "আপৎকাল" নাই। পরমদয়ালু ন্যায়ের সাক্ষাৎ বিগ্রহস্বরূপ ব্রিটীশরাজত্বে কোন সম্প্রদায়কর্ত্তৃক কাহারও উপর কোনও প্রকার অত্যাচার ত আর সম্ভব নহে; এখনও যে সকল স্মৃতিবিৎ পণ্ডিত রঘুনন্দনের দোহাই দিয়া সপ্তম কি অষ্টম বর্ষীয়া শিশুবালিকার বিবাহ দিবার নিয়ম বজায় রাখিতে চাহেন,—তাঁহাদিগকেই দোষ দেওয়া উচিত। এই ভট্টাচার্য্য মহাশয়রা বেদের অপৌরুষেয়তা এবং বেদবাণীর অনন্তসাধারণ সম্মান মুখে স্বীকার করিয়া থাকেন,—গৃহ্যকারদিগের সূত্রাবলীর অনুসরণ করেন বলিয়া প্রকাশ করেন, অথচ ব্যবহারে বেদাচারের ঘোরতর প্রতিকূলতা করেন। তাঁহারা বেদ এবং মানবধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধে অর্ব্বাচীন নিবন্ধগ্রন্থ "রাজমার্ত্তণ্ড" প্রভৃতি এবং কল্পিত অথবা যবন-জ্যোতিষের আধুনিক পুস্তক "শীঘ্রবোধ" প্রভৃতিকে দাঁড় করাইয়া নিজ নিজ ধর্ম্ম-শাস্ত্রাভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা একবার সরলচিত্তে বৈদিক মন্ত্রাবলী, গৃহ্যসূত্রসমূহ পাঠ করিয়া তাহাদের রহস্য অবগত হইয়া তদনুসারে লোকসংঘকে পরিচালিত করুন (ক)। এখন শাস্ত্রপাঠ আর কতিপয় লোকের মধ্যে নিবদ্ধ নাই,—অধিকার ও অনধিকারের ধুয়া ধরিয়া লোককে বুঝাইবার সময় আর নাই। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ কি অবগত নহেন কাহার দোষে "জজপণ্ডিত" পদটীর বিলোপ সাধিত হইল? আজ যে ইংরাজদিগের অনুবাদিত ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা অধ্যাপক ব্রাহ্মণদিগেরও গৃহবিবাদের মীমাংসা হইতেছে,—তাহাতে দোষ কাহার? এ সময়ে সরলতা অবলম্বনপূর্ব্বক অকপটহৃদয়ে, দেশকাল ও পাত্রানুযায়ী শাস্ত্র ব্যবস্থা ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলেই তাঁহাদের পূর্ব্বসম্মান বজায় থাকিবে।

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রজ এবং শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বসুজ প্রমুখ মহাত্মাদিগকে ধর্ম্মশাস্ত্রে অনধিকারী বলিয়া উপেক্ষা করিবার দিন, সে বহুদিন হইল চলিয়া গিয়াছে, তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে কেন?

যাহা হউক, এক্ষণে দেখা যাউক, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য নিজ "উদ্বাহতত্ত্বে" কি লিখিয়াছেন। এসম্বন্ধে তিনি অতি অল্পই লিখিয়াছেন,—অতএব সবটুকু তুলিয়া দিলাম।

বিবাহ কালঃ।

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজঃস্বলা॥
তস্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকাবুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষতঃ॥ (১)
কালদোষস্তু বিষয়ো রাজমার্ত্তণ্ডীয়ে ব্যক্তী ভবিষ্যতি॥১৮॥

বিবাহ কালাত্যয়ে দোষঃ।

যমঃ,—কন্যা দ্বাদশবর্ষাণি যাপ্রদত্তা গৃহেবসেৎ
ব্রহ্মহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বরয়েৎস্বয়ম্॥(২)

(ক) অধুনা লেখক মহাশয়ের এই প্রকার অনুরোধ রক্ষা করা বঙ্গীয় পণ্ডিতমহলে অসম্ভব, কেন না শতকরা ৯৫ জন অধ্যাপক বেদগ্রন্থ চক্ষে সন্দর্শন করিয়াছেন কি না সন্দেহ। বেদ বঙ্গদেশে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্পাদক।

(১) এই বাক্য কোন্ স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা লিখিত নাই। লেখক।

(২) যম ও অঙ্গিরা বাক্য বলিয়া এই দুই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথমটী যমসংহিতায় পাওয়া গেল না, দ্বিতীয়টী বৃহদ্‌যম এবং পরাশরে দেখা যায়। এখানে স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক যে, শ্লোকগুলি ঐ ঐ স্মৃতিতেই ছিল, পরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের সম্মান রক্ষিত হউক। লেখক।

অঙ্গিরাঃ,—প্রাপ্তে তু দ্বাদশেবর্ষে যদা কন্যা ন দীয়তে।
তদা তস্যাস্ত কন্যায়াঃ পিতা পিবতি শোণিতম্॥
রাজমার্ত্তণ্ডে,—
সম্প্রাপ্তে দ্বাদশবর্ষে কন্যাং যো ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥
যস্তাং বিবহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো মদ-মোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যো হ্যপাংক্তেয়ঃ স জ্ঞেয়ো বৃষলীপতি।
মহাভারতে,—
ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শাব্দাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাম্।
অতো২প্রবৃত্তে রজসি কন্যাং দদ্যাৎ পিতা সকৃৎ।
মহদেনঃ স্পৃশেদেন মন্যথৈষবিধিঃ সতাম্॥
নগ্নিকা,—
অনাগতার্ত্তবা। অন্যথাপ্রবৃত্তে রজসি।
অত্রি কাশ্যপৌ,—
পিতুর্গেহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত্যসংস্কৃতা।
ভ্রূণহত্যা পিতুস্তস্যাঃ সা কন্যা বৃষলীস্মৃতা॥
যস্তাং বরয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো জ্ঞান দুর্ব্বলঃ।
অশ্রাদ্ধেয় মপাঙ্ক্তেয়ং তং বিদ্যাদ্ বৃষলীপতিম্॥
যত্তু মনুবচনং,—
কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈ বৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥ ইতি, তৎ যোক্ত গুণহীন মাত্র সম্ভাব বিষয়ম্ অতএব গুণবতে হষ্টবর্ষন্যূনাপি দেয়েত্যাহ মনু,—
উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সহশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং কন্যাং তস্মৈদদ্যাদ্ যথাবিধি॥
অপ্রাপ্তাম্—অপ্রাপ্তবিবাহ প্রশস্ত কালাম্।

বিবাহ প্রশস্ত কালঃ।

স্মৃতিসারে,—
সপ্ত সংবৎসরমূর্দ্ধং বিবাহঃ সার্ব্ববর্ণিকঃ।
কন্যায়াঃ শস্যতে রাজন্নন্যথা ধর্ম্মগর্হিতঃ॥”

এইখানে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য এই বিষয় শেষ করিলেন। এই ব্যাপারেরই এত বহ্বাড়ম্বর, এখন আমরা এই বাক্যগুলির সমীক্ষা করিতেছি।

যাঁহারা আমাদের পূর্ব্বপ্রস্তাব (প্রতিভার গত চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত) দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে আমরা বাল-বিবাহের অনুকূলে যে সকল স্মৃতিবচন উদ্ধৃত করিয়াছি,—উদ্বাহতত্ত্বে তদপেক্ষা নূতন বা অধিক কিছুই নাই। তত্ত্বকার বৈদিক-সাহিত্যে কিরূপ অধিকার রাখিতেন জানি না, কিন্তু তিনি একটীও বৈদিকমন্ত্র এবং গৃহ্যসূত্র উদ্ধার করেন নাই দেখিয়া সন্দেহ হয়। তাঁহার উদ্ধৃত শাস্ত্রবাক্যগুলি আমরা প্রকৃত বচন বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, কিন্তু এ সম্বন্ধে মহাভারতীয় বলিয়া যে অনুষ্টুভ ছন্দের তিনটী পংক্তি উদ্ধার করিয়াছেন, তন্মধ্যে আমাদের কয়েকটী বক্তব্য আছে। আমরা অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত (কলিকাতা এবং বোম্বাইএর প্রকাশিত) অনুসন্ধান করিয়া ঐ পংক্তিগুলি পাই নাই। মহাভারতীয় অনুশাসনপর্ব্বের ৪৪ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত শ্লোক দেখিতে পাই,—

“ত্রিংশদ্বর্ষো দশবর্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেতনগ্নিকাম্।
একবিংশতিবর্ষো বা সপ্তবর্ষা মবাপ্নুয়াৎ॥১৪॥”

আর নারদস্মৃতিতে দেখি,—
যাবন্ত শ্চার্তবস্তস্যাঃ সমতীয়ুঃ পতিং বিনা।
তাবত্যো ভ্রূণহত্যাঃস্যুস্তস্য যো ন দদাতিতাম্॥
অতো২প্রবৃত্তে রজসি কন্যাং দদ্যাৎপিতা সকৃৎ
মহদেনঃ স্পৃশেদেনমন্যথৈষ বিধিঃ সতাম্।

কাজেই বলিতে হয় যে, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও “কহীঁকী ইঁট কহীঁকা রোড়া”

লইয়া নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য একত্র যোড়া দিয়াছেন।

যাহা হউক,—স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া "ষোড়শাব্দাং নগ্নিকাং" কেমন করিয়া লিখিলেন? তিনি কি আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের "দ্বাদশাদ্বৎসরাদূর্দ্ধমাপঞ্চাশৎ-সমাঃ স্ত্রিয়ঃ মাসি মাসি ভগদ্বারে প্রকৃত্যৈ-বার্ত্তবং স্রবেৎ।" এবং,—

"রসাদেবস্ত্রিয়ারক্তং রজঃসজ্ঞং প্রবর্ত্ততে।
তদ্বর্ষাদ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্॥"

বাক্যাবলী জানিতেন না? পৃথিবীর কোনও দেশেই ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী স্বাভাবিক অবস্থায় অনাগতার্ত্তবা থাকে না, পীড়ার কথা স্বতন্ত্র। মহাভারত দশবর্ষা বালিকাকে যে নগ্নিকা বলিয়াছেন, তাহা ঠিকই হইয়াছে, কেহ কেহ মুদ্রাকরের স্কন্ধে দোষভার অর্পণ করতঃ স্মার্ত্তকে নির্দ্দোষ বলিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার প্রসিদ্ধ টীকাকার ৺কাশীনাথ বাচস্পতি এবং বঙ্গানুবাদক ভট্টপল্লীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয়ের অব্যাহতি নাই। এত বড় একটা ভ্রম তাঁহাদের চক্ষুতে পড়া উচিত ছিল। আবার বঙ্গানুবাদে শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুজ "বঙ্গবাসী" পত্রিকার বিজ্ঞাপনমতে বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক এবং স্মার্ত্ত "শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ও সহায়তা করিয়াছেন দেখিতে পাই।" ষোড়শ বর্ষীয়া 'নগ্নিকা'কে অর্থাৎ অদৃষ্টরজস্কাকে বিবাহ করিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা এই অনুবাদ করিয়াছেন। এই পাঠ প্রকৃতপক্ষে মহাভারতের হইলে আমাদের পক্ষই সমর্থিত হইত। স্মার্ত্ত এ বচন কেন তুলিলেন তাহা বলিতে পারা যায় না। "অষ্টবর্ষা ইত্যাদির" পার্শ্বে "ষোড়শবর্ষীয়া নগ্নিকা" মানায় কি? আমাদের মনে হয় স্মার্ত্ত "দশবর্ষাং"ই লিখিয়াছিলেন, পরে লিপিকর প্রমাদ দ্বারা "ষোড়শাব্দাং" হইয়া টীকাকার দ্বারা ঐ ভ্রম চিরস্থায়ী হইয়াছে। অতঃপর শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অনুবাদ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন, আশা করা যায়।

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি যে, নিষেধাত্মক বাক্যগুলিকে যথাশ্রুত অর্থে গ্রহণ করিলেও—এবং মনুসংহিতার বিরুদ্ধে উঁহাদের মত গ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণজাতি ভিন্ন আর কোন দ্বিজাতির সম্বন্ধে ঐ সকল নিষেধ প্রযুক্ত হইতে পারে না। উদ্বাহতত্ত্বেও যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও সেই এক কথা। অর্থাৎ কোন ব্রাহ্মণ দৃষ্টরজস্কা কন্যাকে বিবাহ করিলে,—তিনি আর শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ-ভোজন করিতে পারিবেন না। ক্ষত্রিয় বৈশ্য সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই।

দেশাচারের ভক্ত আমাদের এই কথা কদাপি স্বীকার করিবেন না। তিনি বলিবেন,—"ঐ দেখ, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্মৃতিসারের কেমন প্রমাণ দিয়াছেন,—

"সপ্তসংবৎসরাদূর্দ্ধং বিবাহঃ সার্ব্ববর্ণিকঃ।
কন্যায়াঃ শাস্যতে রাজন্ নন্যথা ধর্ম্মগর্হিতঃ॥"

তাহাতে দেখিতেছ না যে, সকল বর্ণের পক্ষেই সাত বৎসরের পর কন্যার বিবাহবিধি সঙ্গত হইতেছে; এবং সে সময়ে বিবাহ না দেওয়া ধর্ম্মবিগর্হিত। এই প্রমাণ স্মার্ত্ত কেন তুলিয়াছেন, তাহা বুঝিলাম না। এই বাক্য যাঁহারই হউক,—তিনি ঋষি হউন আর না হউন,—তাঁহার কথা হিন্দুসমাজ কখনও শুনিবেন না; শুনিতে পারেন না। উদ্বাহ-

তত্ত্বকার মনুর প্রাধান্য অস্বীকার করিতে পারেন না,—হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলে মনুকে না মানিয়া উপায়ও নাই। উদ্বাহতত্ত্বেই তিনি বৃহস্পত্যুক্ত উপদশ বাক্য,—

"বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোস্মৃতম্।
মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে॥"

উদ্ধার করিয়াছেন। সেই মনু স্পষ্ট আজ্ঞা করিয়াছেন,—

"ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।"
৯।৯৪॥

এবং "ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতু মতী সতী।
উর্দ্ধং তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্॥৯।৯০॥"

অর্থাৎ ত্রিংশবর্ষ বয়স্ক বর দ্বাদশবর্ষ বয়স্কা সুন্দরী এবং মনোহভিমত কন্যাকে বিবাহ করিবেন। কুমারীকন্যা রজস্বলা হইয়া তিন বৎসর অপেক্ষা করতঃ সদৃশ পতিকে বরণ করিবে। এখানে পাঠক লক্ষ্য রাখিবেন,—ক্রিয়া পদে "বিধিলিঙ্" লকার প্রযুক্ত হইয়াছে। এরূপ স্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধে কোন হিন্দু স্মৃতিসারের কোন বচনকেই মান্য করিতে পারেন না।

আরও দেখুন, স্মৃতিসার সঙ্কলনকর্ত্তা "সার্ব্ববর্ণিক" কথা ব্যবহার করিয়া আর্যধর্ম্মশাস্ত্রে কি প্রকার শোচনীয় অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। সকলেই অবগত আছেন যে, গান্ধর্ব্ববিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মজনক বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে। মনুমহারাজ এই সম্বন্ধে স্পষ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন,—

গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব ধর্ম্মৌ ক্ষত্রস্য তৌ স্মৃতৌ॥
৩।২৬॥

মহাভারতীয় আদিপর্ব্বে শকুন্তলোপাখ্যানেও পাঠক দেখিবেন যে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গান্ধর্ব্ববিবাহের উপাদেয়তা উপদিষ্ট হইয়াছে। যদি কেহ এরূপ বলেন যে, তথায় নায়ক দুষ্মন্ত নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য গান্ধর্ব্বের গুণ গান করিয়াছেন,—তাহা হইলে যেস্থল হইতে স্বয়ং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন,—সেই স্থলই দেখুন,—

"শিষ্টানাং ক্ষত্রিয়ানাং চ ধর্ম্ম এস সনাতনঃ।
আত্মাভিপ্রেতমুৎসৃজ্য কন্যাভিপ্রেত এববঃ॥৫॥
অভিপ্রেতা চ যা যস্য তস্মৈ দেয়া যুধিষ্ঠির।
গান্ধর্ব্বমিতি তং ধর্ম্মং প্রাহুর্ব্বেদবিদো জনাঃ॥৬॥
অনুশাসনপর্ব্ব, ৪৪ অধ্যায়।

এতট্টীকায়াং শ্রীমন্নীলকণ্ঠ,—

"বরবধ্বোরন্যোন্য প্রীত্যা যো বিবাহঃ স গান্ধর্ব্বস্তৃতীয় আগ্নেতস্মাদি সার্দ্ধশ্লোক।"

ইহার অর্থ এই যে শিষ্ট ক্ষত্রিয়দিগের সনাতন ধর্ম্ম এই যে, পিতা নিজের অভিপ্রেত পাত্রকে পরিত্যাগ করিয়া কন্যার অভিপ্রেত পাত্রকেই তাহাকে দান করিবেন। বেদবিৎ পণ্ডিতগণ এই ধর্ম্মকে গান্ধর্ব্বধর্ম্ম বলেন। অশেষ বিদ্যাপারাবার ধুরীণ শ্রীমন্নীলকণ্ঠও টীকামুখে তাহাই বলিয়াছেন। কন্যা বয়স্থা না হইলে যে যোগ্যপাত্র বাছিয়া লইতে সক্ষম হয় না, তাহা কে না জানেন? পূর্ণযৌবনাবস্থায় পরস্পর মনোনয়নপূর্ব্বক বিবাহেরই নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ, এবং এই বিবাহ শিষ্ট ক্ষত্রিয়দিগের চিরাচরিত ধর্ম্মমূলক। নিতান্ত অর্ব্বাচীন না হইলে কি আর কেহ সর্ব্ববর্ণের লোককে সাত বৎসরের শিশু-কন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দিতে পারে? প্রাজাপত্য-বিবাহ ও যৌবন-বিবাহ,—তবে ইহাতে বর কন্যার মনোনয়নের পর তাঁহাদের অভিভাবকদিগের সম্মতির আবশ্যক। শ্রীমন্নীল-

কণ্ঠ এই প্রাজাপত্যবিবাহকেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পরমোপযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমনুমহারাজও তাহাই বলিয়াছেন। তবে স্মৃতিসারের কথা কে গ্রাহ্য করিবে?

যাঁহারা এই বিষয় মন দিয়া আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের নিকট আমার অনুরোধ এই যে তাঁহারা লক্ষ্য রাখিবেন যে, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য এই শিশু-বিবাহের অনুকূলে স্মৃতিশিরোমণি মনুসংহিতা হইতে কোন প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই। প্রকৃত কথা এই যে মনুসংহিতা গ্রন্থে তাঁহার অনুকূলে কোন বচন নাই। আমরা সমগ্র গ্রন্থখানি অনেকবার মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াও কুত্রাপি এরূপ বাক্য পাই নাই। আর এ পর্য্যন্ত যে যে পণ্ডিত এ সম্বন্ধে লেখাপড়া করিয়াছেন, কেহই মনুসংহিতা হইতে বাল্যবিবাহের অনুকূলে কোন প্রমাণ দিতে পারেন নাই। মনুসংহিতার যুগে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না।* সে সময়ে বর কন্যা উভয়েই নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য সেবনান্তর সমস্ত শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া পূর্ণযৌবনে সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। সেই জন্যই সকল গৃহ্যকারই বিবাহের চতুর্থ রাত্রিতে চতুর্থীকর্ম্ম (Consummation) অবশ্য করণীয় বলিয়া আজ্ঞা করিয়াছেন। (৩) সমাজের এই স্বাস্থ্যপূর্ণ সময়ে কখনই স্বাভাবিক এবং পরম উপযোগী যৌবন-বিবাহের নিন্দা থাকিতে পারে না। মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণের একটী দীর্ঘ তালিকা আছে,—উক্ত তালিকার মধ্যে দৃষ্টরজস্কা বালিকার বিবাহকারীর উল্লেখ নাই। সমগ্র মনুসংহিতার মধ্যে ঐরূপ রজস্বলা কন্যাদাতার অথবা গ্রহীতা কাহারও কোনও প্রকার পাপ কি তদ্ধেতু কোনও প্রকার প্রায়শ্চিত্তেরও উল্লেখ নাই। তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত প্রকার অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণের তালিকায় নিম্নলিখিত শ্লোকটী আছে যথা,—

"কুশীলবোহব কীর্ণীচ বৃষলীপতি রেব চ।
পৌনর্ভবশ্চ কাণশ্চ যস্য চোপপত্তি র্গৃহে॥
১৫৫॥" (৪)

ইহার মধ্যে "বৃষলীপতি" শব্দটীকেই আমাদের আবশ্যক। টীকাকার কুল্লূক ইহার অর্থ করিয়াছেন, "স্ববর্ণামপরিণীয় কৃতশূদ্রাবিবাহঃ" এবং "বঙ্গের প্রধান স্মার্ত্ত" শ্রীযুক্ত পঞ্চাননতর্করত্ন মহাশয় বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, "যিনি সবর্ণা বিবাহ না করিয়া শূদ্রাকে বিবাহ করিয়াছেন"। অনুবাদক মহাশয় নিজের কথা কিছুই বলেন নাই, টীকারের বাক্যটীই কেবল মাত্র বঙ্গভাষার সঙ্গে সজ্জিত করিয়া নিরাপদ হইয়াছেন। "বৃষলীপতি" অর্থ যে আর কিছু হইতে পারে তাহা মনুও জানিতেন না। টীকাকার ও অনুবাদকও তাহা ভাবেন

* ইহার প্রকৃত কারণ যে মনুসংহিতার যুগে উভয় বালক ও বালিকাগণ পঞ্চবিংশতি ও ষোড়শ বর্ষকাল পর্য্যন্ত যথাক্রমে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। অধুনা ব্রহ্মচর্য্য বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। সম্পাদক।

(৩) কেবল মাত্র গোভিল এ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ। এই জন্য অনেকে গোভিলবাক্যকে প্রক্ষিপ্ত বলিতেও ক্ষান্ত হন নাই।

(৪) কুশীলব=নর্ত্তনবৃত্তিঃ (কুল্লূক)। সে যুগে ব্রাহ্মণে নটবৃত্তি গ্রহণ করিলে অপাংক্তেয় হইতেন, আর এ কালে সেরূপ ব্রাহ্মণ অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যগণ দ্বারা সম্মানিত হইয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত,—নটবৃত্তি ৺মতিলাল রায় ও তাঁহার পুত্র। আধুনিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ এইরূপ অনেক স্থলেই শাস্ত্রকে অবাধে উল্লঙ্ঘন করিতেছেন। আজ কাল টোলের ছাত্রেগণও অভিনয় করেন। হায় যুগধর্ম্ম!

নাই। মনু ত রজস্বলা বালিকার বিবাহ কর্ত্তাকে কোন নিন্দা করেন নাই,—অথচ তাঁহাকে বিড়ম্বিত করিতে হইবে। এই গোলোকধাঁদায় পড়িয়া নব্যস্মৃতিকারগণ "বৃষলীপতির" নূতন এক পরিভাষা করিলেন যে যে ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত রজস্কা কন্যাকে বিবাহ করিবেন, তাহাকেই "বৃষলীপতি" বলিবে।—এই প্রকার নূতন পরিভাষার বলে এরূপ ব্রাহ্মণ অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া গেলেন।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য নিজমতের অনুকূলে মনু-সংহিতায় প্রমাণও দিতে পারেন নাই এবং মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের ৮৯ এবং ৯০ শ্লোকের স্বমতানুযায়ী কোন ব্যাখ্যাও দিতে পারেন নাই; (৫) কাজেই তাঁহার জ্ঞাতি গোত্র কুলীন ব্রাহ্মণেরা তাঁহার বাক্যে কোন আস্থা স্থাপন করেন নাই। কুলীন ব্রাহ্মণেরা এই নবতিতম শ্লোকের বলেই অনূঢ়া যুবতী কন্যাদিগকে রাখিতেছিলেন; উদ্বাতহত্বকার যে যুক্তি দ্বারা উহাকে উড়াইয়া দিতে গিয়াছেন, তাহা নিতান্ত দুর্ব্বল। অথচ ঐ শ্লোকের মূল নীতি (Principle) সর্ব্বপ্রকার দেশ-কালের পক্ষেই সমান উপযোগী। "গুণহীন পাত্রকে কন্যা দান করিবে না,—কদাচ না,—কন্যার বিবাহ না হয় সেও ভাল"। এই সরল সতেজ নীতিপূর্ণ বাক্যের প্রতিবাদ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ব নহে। আরাও এক কথা তিনি বন্দ্যঘটীয় গাঁই এবং বংশজ ব্রাহ্মণ ছিলেন,—কুলীনদিগের পদমর্য্যাদা চিরকালই বংশজগণের অপেক্ষা অনেক অধিক,—তখন সে কালে, আরও অধিক ছিল। পাছে কুলীনগণ কুলমর্য্যাদা হইতে বিচ্যুত হন,—এই ভয় তাঁহাদের খুব ছিল। রঘুনন্দনের এই কার্য্যে তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় সম্বন্ধেও কুলীনেরা সন্দিহান্ ছিলেন। তাই,—কুলীন-সমাজে এই "অষ্টবর্ষা" রঘুনন্দনী মত চলে নাই। আজও পূর্ব্ববঙ্গে কুলীন ব্রাহ্মণের গৃহে অনূঢ়া যুবতী দুর্লভ দর্শনা নহেন। যদি এই উদ্বাহতত্বধৃত স্মৃতিবাক্যানুসারে দৃষ্টরজস্কা কন্যার পিতার ভ্রূণহত্যা ও ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় এবং ঐরূপ কন্যার বিবাহ-কারী অপাংক্তেয় "বৃষলীপতি" বলিয়া গণ্য হয়,—তাহা হইলে, আমরা জিজ্ঞাসা করি,—সমগ্র রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে এই দোষ হইতে মুক্ত একটীও পরিবার বর্ত্তমান আছে কি?—যদি না থাকে, তবে আর এই "তত্ব" লইয়া এত আড়ম্বর কেন? সমাজের মুকুটকস্বরূপ ব্রাহ্মণের যখন এই দশা,—তখন আর অপরের কথায় কাজ কি?

কিন্তু এতাবতা আমরা যতদূর দেখিলাম, তাহাতে দেশাচারের ভক্ত পণ্ডিত মহাশয়গণ যাহাই বলুন, প্রকৃত আর্য্যধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে দৃষ্টরজস্কা ব্রাহ্মণ-বালিকার বিবাহ আদৌ অধর্ম্মজনক নহে; ক্ষত্রিয়-বৈশ্যবর্ণের বালিকাদের ত কথাই নাই। উদ্বাহতত্বকার পরম পণ্ডিত হইয়াও যখন বেদবাক্য, মনুসংহিতার প্রমাণ এবং গৃহ্য-সূত্রাবলীকে খণ্ডন করিতে অগ্রসর হন নাই, বুঝিতে হইবে যে ঐ সকল প্রমাণ প্রকৃতপক্ষে অখণ্ডনীয়। সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, রুক্মিণী প্রভৃতি আমাদের প্রাতঃ-

---

(৫) কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহেকন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈ বৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ॥৮৯॥
ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতু মতী সতী।
ঊর্দ্ধং তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্ ॥৯০॥

স্মরণীয়া মহিলারা সকলেই যৌবনে বিবাহিতা হইয়াছিলেন। ইতিহাস পুরাণ শাস্ত্র হইতে যদি কেহ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বর্ণের সপ্তম কি অষ্টম বর্ষীয়া বালিকার বিবাহের উদাহরণ দেখাইতে পারেন, তবেই উদ্বাহতত্ত্বের গৃহীত প্রমাণ গ্রাহ্য হইবে। নজীর না দেখাইতে পারিলে কেবল দুই চারিটী অনুস্বার বিসর্গযুক্ত বাক্যদ্বারা বেদ এবং গৃহ্যসূত্রগুলির খণ্ডন হইবে না। বারান্তরে আমরা প্রমাণের বলাবল এবং নজীর আলোচনা করিব। (খ)।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

(খ) বঙ্গদেশে বিবাহবিধিসংস্কার (marriage Reform) আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়াছে। "বিবাহে কন্যার বয়স" সম্বন্ধে এই প্রস্তাবদ্বয় পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও যুক্তিপরিপূর্ণ। বাল্যবিবাহে দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে। আমরা ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া বিবাহের বয়স ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত করিতেছি। আমাদের বোধ হয় সে সময় অতি নিকট যখন বালিকার বিবাহবয়স ষোড়শে কি পঞ্চদশে উপনীত হইবে।

সম্পাদক।

সর্ব্বোপনিষৎ সারঃ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি, (শেষ)।

পুণ্য পাপ কর্ম্মানুসারী ভূত্বা প্রাপ্তশরীর সম্বন্ধবিয়োগম্ অপ্রাপ্তশরীর সংযোগমিব কুর্ব্বাণো যদা দৃশ্যতে তদোপহিতত্বজ্জীবইত্যুচ্যতে ॥ ৬ ॥

টীকা।—সুখদুঃখহেতূন্ নিদর্শয়ন্ জীবলক্ষণমাহপুণ্যেতি। পুণ্যপাপানুসারিত্বং জ্ঞানসংস্কারয়োরপ্যুপলক্ষণং তমেতং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞাচ ইতিশ্রুতেঃ। প্রাপ্তস্য শরীরস্য যঃ সম্বন্ধঃ তস্য বিয়োগমিব কুর্ব্বাণঃ অপ্রাপ্তস্য শরীরস্য সংযোগমিব, ইব শব্দো বস্তুতোঽসঙ্গত্বাৎ। উপহিতত্বাৎ নানা শরীরোপাধিমত্বাৎ জীব ইত্যুচ্যতে। প্রাপ্তশরীর সন্ধিযোগমিতি পাঠে প্রাপ্তঃশরীরসন্ধিযোগোযেন সঃ, একশরীরত্যাগেন অপরশরীর গ্রহণম্। সন্ধিযোগমিতি অস্যৈব ব্যাখ্যানম্ অপ্রাপ্তশরীর সংযোগমিতি ॥৬॥

ভাবার্থ।—সুখ ও দুঃখের কারণসমূহ প্রদর্শনপূর্ব্বক জীবের স্বরূপ বলা হইতেছে। জ্ঞান ও সংস্কার পূর্ব্বকৃত পাপ ও পুণ্যানুসারে হইয়া থাকে। আত্মা দেহের সহিত সংযুক্ত না হইয়াও পুণ্য ও পাপানুসারে শরীরের সহিত সংযুক্ত ও বিযুক্ত হয়েন, অর্থাৎ নানা শরীরের উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া ইহলোক ও পরলোকে গমনাগমন করিয়া থাকেন। এইরূপ অবস্থায় আত্মা জীবআখ্যা প্রাপ্ত হন. ৬।

মন আদিশ্চ প্রাণাদিশ্চ সত্ত্বাদিশ্চ ইচ্ছাদিশ্চ পুণ্যাদিশ্চৈব পঞ্চবর্গা ইতি ॥ ৭ ॥

টীকা।—ক্ষেত্রজ্ঞং লক্ষয়িতুং লিঙ্গং লিলক্ষয়িষুঃ পঞ্চবর্গানাহ মনআদিরিতি। মনোবুদ্ধিশ্চিত্তমহঙ্কারশ্চ প্রাণাদিপঞ্চ বায়বঃ। সত্ত্বাদিত্রয়োগুণাঃ ইচ্ছাদিঃকামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতিহ্রীর্ধীর্ভীশ্চ পুণ্যাদিঃ

পুণ্যাপাপজ্ঞানসংস্কারাঃ পঞ্চএতেবর্গাঃ। ইতি বাক্যসমাপ্তৌ ॥৭॥

ভাবার্থ।—ক্ষেত্রজ্ঞের লক্ষণনির্ণয়ের জন্য লিঙ্গদেহ নির্ণয় আবশ্যক বোধে পঞ্চবর্গের বিষয় বল' হইতেছে। মন প্রভৃতি (মন-বুদ্ধিচিত্ত ও অহংকার), প্রাণাদি (প্রাণ আপন, সমান, ব্যান ও উদান), সত্ত্বাদি (সত্ব রজঃ ও তম) ইচ্ছাদি (কাম, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, শ্রী ও ভী) এবং পুণ্যাদি (পুণ্যপাপ জ্ঞান ও সংস্কার)—ইহাই পঞ্চবর্গ ॥৭।

এতেষাং পঞ্চবর্গাণাং ধর্ম্মো-ভূতাত্মজ্ঞানাদৃতে ন বিনশ্যতি। আত্মসন্নিধৌ নিত্যত্বেন প্রতীয়মান আত্মোপাধির্যস্তল্লিঙ্গ শরীরং হৃদয় গ্রন্থিরিত্যুচ্যতে ॥ ৮ ॥

টীকা।—লিঙ্গস্য মনআদিসঙ্ঘাতমাহ এতে ষামিতি। ধর্ম্মো ভূতাত্মজ্ঞানাৎ ভূতসিদ্ধো য আত্মা তস্য জ্ঞানং বিনা ন নশ্যতি আত্ম-জ্ঞানে তু নশ্যতি "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিরিত্যাদি-শ্রুতে।" ইদানীং লিঙ্গলক্ষণান্তর্ভূতমাত্মান্তর-মাহ আত্মসন্নিধিরিতি। আত্মনো নিত্যত্বধর্ম্ম-ধ্যাসাৎ নিত্যইব ভাসমান ইতি স্বরূপ কথনং এবম্বিধো য আত্মোপাধিঃ তস্য দ্বেসংজ্ঞেলিঙ্গং হৃদয়গ্রন্থিরিতি চ ॥৮॥

ভাবার্থ।—এই শ্লোকে লিঙ্গস্বরূপের নির্ণয় হইতেছে। আত্মজ্ঞান ব্যতীত এই পঞ্চবর্গের ধর্ম্ম বিনষ্ট হইতে পারে না। আত্মজ্ঞানের বিকাশ হইলেই তাহারা নাশ পায়। শ্রুতিতে আছে তাহা হইলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়। আত্মার উপাধি বিশেষ অনিত্য হইয়াও নিত্য আত্মার সন্নিধান বশতঃ নিত্যবলিয়া অবভাসিত হয়, সেই উপাধিকে লিঙ্গশরীর বলে, ইহার অপর নাম হৃদয়গ্রন্থি ॥৮॥

তত্র যৎ প্রকাশতে চৈতন্যং স ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যুচ্যতে। জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়—নামাবির্ভাব--তিরোভাবজ্ঞাতা স্বয়মেবমাবির্ভাব তিরোভাবহীনঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ স সাক্ষীত্যুচ্যতে। ব্রহ্মাদি পিপীলিকা পর্য্যন্তঃ সর্ব্ব-প্রাণি বুদ্ধিষ্ববিশিষ্টতয়োপলভ্যমানঃ সর্ব্বপ্রাণি বুদ্ধিস্থো যদা তদা কূটস্থ ইত্যুচ্যতে। কূটস্থাদ্যুপহিত ভেদানাং স্বরূপলাভ হেতুর্ভূত্বা মণিগণ সূত্র-মিব সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বনুস্যূতত্বেন যদা প্রকাশতে আত্মা তদান্তর্য্যামীত্যু-চ্যতে। সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত স্বর্ণ ধন বদ্বিজ্ঞান চিন্মাত্র স্বভাব আত্মা যদাবভাসতে তদা তমপদার্থ প্রত্য-গাত্মেত্যুচ্যতে ॥ ৯ ॥

টীকা।—যদর্থং লিঙ্গলক্ষণমুক্তং তল্লক্ষণমাহ তত্রেতি। জ্ঞাতা প্রমাতা জ্ঞানং চিত্তবৃত্তিং জ্ঞেয়াঃ বিষয়াঃ তেষামুৎপত্তিবিলয়ৌ জানাতি স্বয়মেবং জ্ঞাত্রাদিবৎ যস্ত তৌ নস্তঃ কিন্তু নির্ব্বিকারঃ স্বপ্রকাশশ্চ স সাক্ষাৎ অব্য-বধানেন তদ্দ্রষ্টৃত্বাৎ সাক্ষীত্যুচ্যতে। অবশিষ্ট-তয়া বিশেষ রহিতঃ, চেতনাকারেণ সর্ব্ব-প্রাণিবুদ্ধিস্থঃ ধ্যায়তীবলোলায়তীব সুধীরিতি শ্রুতেঃ কূটেবুদ্ধ্যাদৌ মিথ্যাভূতে তিষ্ঠতি কূটস্থ কূটস্থাদয়ো যে উপহিতা ভেদা উপাধিযুক্তা

বিশেষাঃ তেষাং স্বরূপলাভং প্রতিহেতুঃ সন্ মণিগুচ্ছস্থসূত্রবৎ সর্ব্বশরীরেষ্বনুগতত্বেন যদা ভাত্যাত্মা তদন্তর্য্যামিসংজ্ঞো ভবতি। তদুক্তং "অহং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রেমণিগণা ইব ইতি॥" ত্বম্পদার্থঃ—শোধিত ইতি শেষঃ নহ্যশোধিতে-ত্বম্পদার্থে সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তত্বাদিবিশেষণা গুণঃ ৮৯॥

ভাবার্থ।—এই লিঙ্গদেহোপহিত হইয়া যে চৈতন্য প্রকাশ পায়, তাহার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। যে চৈতন্য জ্ঞাতৃ, জ্ঞান অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি, এবং বিষয়ের উৎপত্তি ও বিলয় উপলব্ধি করেন, এবং স্বয়ং উৎপত্তি ও বিলয় রহিত এবং জ্যোতিঃস্বরূপ, তাঁহাকে সাক্ষী বলা যায়। ইনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমস্তের দ্রষ্টা তদ্ধেতু ইনি সাক্ষী। যখন চৈতন্য, ব্রহ্ম হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণিবুদ্ধিতে, অবশিষ্ট রূপে, অর্থাৎ বিশেষরহিত কেবলমাত্র চৈতন্যাকারে, প্রতীয়মান হন এবং তাবৎ প্রাণীর বুদ্ধিবৃত্তি অবলম্বনে অবস্থিতি করেন, তখন চৈতন্যকে কূটস্থ বলা হয়। সূত্রে যেমন মণিসমূহ গ্রথিত থাকে, এই প্রকার যে চৈতন্য সর্ব্বশরীরে অনুস্যূত রহিয়াছেন, যিনি কূটস্থাদি সমস্ত উপাধিযুক্ত বিশেষ বিশেষ অবস্থার স্বরূপ লাভের কারণ, তাদৃশা-বস্থায় আত্মাকে অন্তর্য্যামী বলা যায়। আত্মা যখন সকল উপাধিবিনির্ম্মুক্ত হইয়া বিজ্ঞান চিন্মাত্ররূপে অবভাসিত হন, সেই প্রকার অবস্থায় আত্মাকে প্রত্যগাত্মা বলা যায়। উহা তত্ত্বমসি বাক্যের 'ত্বং' পদের প্রতিপাদ্য বস্তু ॥৯॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তমানন্দং ব্রহ্ম সত্যমবিনাশিনাম দেশ-কাল-বস্তু নিমিত্তেষু বিনশ্যৎসু যন্ন বিনশ্যতি, তদবিনাশি জ্ঞানমিতি। উৎপত্তি বিনাশ রহিতং চৈতন্যং জ্ঞানমিত্য-ভিধীয়তে। অনন্তং নাম মৃদ্বিকারেষু মৃদিব সুবর্ণবিকারেষু সুবর্ণমিব তন্তু-কার্য্যেষু তন্তুরিব অব্যক্তাদি সৃষ্টি-প্রপঞ্চেষু পূর্ণং ব্যাপকং চৈতন্য মনন্তমিত্যুচ্যতে। আনন্দো নাম সুখ চৈতন্যস্বরূপোঽপরিমিতানন্দ সমুদ্রঃ। অবিশিষ্ট সুখ-স্বরূপশ্চ আনন্দ ইত্যুচ্যতে। এতদ্বস্তু চতু-ষ্টয়ং যস্য লক্ষণং দেশ-কাল নিমি-ত্তেষু ব্যাভিচারি স তৎপদার্থঃ পর-মাত্মা পরংব্রহ্মেত্যুচ্যতে। ত্বম্প-দার্থাদৌপাধিকাৎ তৎপদার্থাদৌ-পাধিকাদবিলক্ষণঃ আকাশবৎ সূক্ষ্মঃ কেবলঃ সত্তামাত্রস্তৎপদার্থস্যাত্মে-ত্যুচ্যতে ॥ ১০ ॥

টীকা।—পরমাত্মানং তৎপদার্থং বক্তুং ব্রহ্মণো রূপ চতুষ্টয়মাহ সত্যমিতি। চতুষ্টয়ং ক্রমেণ লক্ষয়তি সত্যমবিনাশীতি। অবিনা-শীতস্য কোঽর্থ ইত্যতমাহ নামেতি। নামাদি পঞ্চসুনষ্টেষ্বপি যৎ তত্ত্বং স্থিরং তদবিনাশী জ্ঞাতব্যমিতি শেষঃ। জ্ঞানপদার্থ মাহ, জ্ঞান-মিতি। আদ্যং জ্ঞানপদং প্রতীকং উত্তমর্থ নির্দ্দেশঃ। এবমনন্তানন্দয়োরপি দ্রষ্টব্যম্।

পূর্ব্বং কার্য্যাৎ প্রাগ্‌বর্ত্তমানং কার্য্যজাতস্য চ ব্যাপকং আচ্ছাদকং শুক্তিরিবরজতব্যাপিকা। সুখেতি। সুখাত্মকং যচ্চৈতন্যং তদ্রূপঃ ন তু জ্ঞানাদ্ভিন্নং সুখমস্তি। তস্য নিরবধিতামাহ অপরিমিতেতি। দৃষ্টিসুখং শ্রোত্রসুখমিতি-বৎ। বিশেষোঽত্র নাস্তীত্যাহ অবিশিষ্টেতি। লক্ষণমিতি। এতচ্চতুষ্টয়ং রূপমিত্যর্থঃ। অব্যভিচারি যদোপলভ্যমানং যদ্রূপং স তৎপদার্থ ঈশ্বর ইত্যুচ্যতে। তস্যৈব পুনর্নামদ্বয়মাহ পরমিতি। পরমিত্যুভয়ত্রাপ্যব্যয়ং তত্ত্বং পদলক্ষিতমর্থং লক্ষয়তি ত্বম্পদার্থাদিতি। তৎ পদার্থশ্চ তৎ পদার্থাদৌপাধিকাদ্বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ। আত্মা শুদ্ধং ব্রহ্মেত্যর্থঃ ॥১০॥

ভাবার্থ :—"তত্ত্বমসি" বাক্যের 'তৎ' পদার্থ প্রতিপাদ্য পরমাত্মার স্বরূপ নিরুপণের জন্য ব্রহ্মের চারিটী স্বরূপ বলিতেছেন। আত্মা সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, ও আনন্দ স্বরূপ। সত্য বলিলে অবিনাশী বুঝায় অর্থাৎ নাম, দেশ, কাল, বস্তু ও নিমিত্তের বিনাশ হইলেও যিনি বিনষ্ট হন নাই তিনি অবিনাশী। উৎপত্তি ও বিনাশরহিত চৈতন্যকে জ্ঞানস্বরূপ বলে। যেমন মৃত্তিকার বিকারভূত সমস্ত বস্তুতেই ব্যাপকভাবে মৃত্তিকা, সুবর্ণের বিকারভূত পদার্থে সুবর্ণ, এবং তন্তুর বিকারভূত দ্রব্যে তন্তু ব্যাপকভাবে বিদ্যমান থাকে, তেমন প্রধান হইতে সমস্ত সৃষ্টিপ্রপঞ্চে যে চৈতন্য ব্যাপকভাবে বিরাজমান আছেন, তাঁহাকে অনন্ত বলা হয়। যে চৈতন্য সুখস্বরূপ অর্থাৎ অপরিমিত আনন্দসাগর স্বরূপ, তাঁহার নাম আনন্দ। এই সত্যাদি চতুষ্টয় স্বরূপ দেশ, কাল, ও নিমিত্ত দ্বারা অব্যভিচারি, অর্থাৎ কোন দেশ, কোন কাল এবং কোন কারণে যাঁহার স্বরূপের অন্যথা হয় না, তাদৃশ চৈতন্যকে পরমাত্মা ও পরম ব্রহ্ম বলা যায়। যিনি ঔপাধিক 'ত্বং' পদার্থ ও তৎপদার্থ হইতে বিলক্ষণ, অকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম, সর্ব্বব্যাপী, ও কেবল সত্তামাত্র বস্তু, তিনি আত্মা, শুদ্ধ ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হন ॥ ১০ ॥

অনাদিরন্তর্ব্বর্ত্তী প্রমাণাপ্রমাণসাধারণা ন সতী নাসতী ন সদসতী স্বয়মবিকারাদ্বিকার হেতৌ নিরূপ্যমাণে অসতী অনিরূপ্যমাণে সতী লক্ষণশূন্যা সা মায়েত্যুচ্যতে ॥ ১১ ॥

ইতি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় সর্ব্বোপণিষৎ সারঃ সমাপ্ত।

টীকা।—মায়ালক্ষণ মাহ অনাদিরিতি। অনাদিঃ পূর্ব্বাবধিবিধুরা অন্তর্ব্বর্ত্তী গর্ভিণী কার্য্যোৎপাদনসমর্থা। অন্তবর্তীতি পাঠে কার্য্যরূপেণ নশ্বরা চিদ্রূপেণ কারণাত্মনা তু নিত্যৈব শক্তি শক্তিমতোরভেদাৎ। চিচ্ছক্তিত্বাচচাস্যাঃ কদাচিদপি ব্রহ্মণো জগজ্জন নাস্যসামর্থ্যাসম্ভবাৎ। স্বভাবহানি প্রসঙ্গাৎ প্রাগ্‌জ্ঞানাৎ সত্বাৎ সাস্তেতি সম্প্রদায়বিদঃ। প্রমাণেতি। উভয়োরতস্য বিষয়ত্বাৎ ব্রহ্মণঃ স্বপ্রকাশত্বেন প্রমাণাবিষয়ত্বাৎ ন সতী ব্রহ্মাতিরেকেণ না সতী উপলম্ভ বিরোধাৎ ন সদসতী বিরোধাৎ কিন্তু সদসদ্বিলক্ষণানির্ব্বচনীয়া জ্ঞানবাধ্যা ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ। বয়ন্তু ক্রমঃ ব্রহ্মরূপেণ সতী, কার্য্যরূপেণাসতী, তেনঃ সর্ব্বাত্মনা সতীনাপ্যসতী নাপি সদসতী সদ্রূপেণাসত্বাভাবাৎ অসদ্রূপেণ সত্বাভাবাৎ। এতদুপপাদিতং অধস্তাৎ স্বয়মধিষ্ঠানস্য ব্রহ্মণোঽবিকারাৎ। বিকারহেতৌ নিরূপ্যমাণে

অসতী আত্মানন্দর্শয়ন্তী ব্রহ্মাতিরেকেণানুপলভ্যমানা। অনিরূপ্যমাণে অবিবেকদশয়াং সতী স্বকার্য্যং দর্শয়ন্তী লক্ষণশূন্যা ঈদৃশী তাদৃশীতি নির্ব্বক্তুমশক্যা সা মায়া। মাশব্দো নিষেধে, যা শব্দ প্রাপ্তৌ, প্রাপ্তাপি সতী যা নাস্তি সা মায়া ॥ ১১ ॥

নারায়ণেন রচিতা শ্রুতিমাত্রোপজীবিনা। অস্পষ্টপদবাক্যানাং সর্ব্বোপনিষদ্দীপিকা ॥

ইতি সর্ব্বোপনিষৎ সারস্য দীপিকা সম্পূর্ণা।

ভাবার্থ।—মায়ার লক্ষণ বলা হইতেছে। যাহা আনাদি ও অন্তর্ব্বর্ত্তী অর্থাৎ কার্য্যোৎপাদনে সমর্থা। যাহা প্রমাণ ও অপ্রমাণ সাধারণ ভাবে যাহাকে সতী, অসতী, সদসতী বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যায় না, যাহা লক্ষণশূন্যা। তাহার নাম মায়া অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বয়ং অধিকারী, মায়া বিকারের হেতু। এইরূপ নির্দ্ধারিত হইলে মায়া অসতী বলিয়া নিদৃষ্ট হয়। এবং যতক্ষণ এইরূপ নির্দ্ধারিত না হয়, ততক্ষণ সতী, সুতরাং মায়াকে লক্ষণশূন্যা বলিতে হয়। তাহাকে কোন প্রকারেই নিদৃষ্ট করা যায় না ॥ ১১ ॥

ইতি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় সর্ব্বোপনিষৎসারের ভাবার্থ সমাপ্ত।

শ্রীপার্ব্বতীচরণ দেববর্ম্মা।

আমাদের জননী।

বিলাতে রাজনৈতিক অধিকারের জন্য রমণীকুল বিসম আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। সে আন্দোলনের পরিণতি ও ফলাফল দেখিতে জগতের লোক উৎসুক। আমরা ভগবতীর অংশরূপিণী বিলাতী সুন্দরীগণের উদ্দেশ্যের প্রশংসা করি, আর নাই করি, সংবাদপত্রে তাঁহাদের সাধনপ্রণালী ও উপায়ের কথা পাঠ করিয়া বিশেষ কৌতুক ও আমোদ লাভ করি। আমাদের এই সতীত্বের দেশে, পতিপ্রাণা অবলার দেশে ও শক্তিরূপিণী মহামায়াদিগের ভ্রূকুটির কথা পুরাণেতিহাসকারগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যে সতী পতিনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনিই আবার দশমহাবিদ্যার বিভীষিকা দেখাইয়া পিত্রালয়ে যাইতে মহাদেবের অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরপার্ব্বতীর কোন্দল আমাদের দেশে চলিত বাক্যে পরিণত হইয়াছে। যে গিরিসুতা দুর্গা দেবাধিদেবকে পতিরূপে লাভ করিবার আশায় মহাতপস্যায় নিমগ্না হইয়া "অপর্ণা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারই চরণতলে শিব রণরঙ্গিণী কালিকার পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য। আমাদের দেশের রাই 'রাজা' তাঁহার আরাধ্য প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ তাঁহার দ্বারে স্বেচ্ছাসেবক দ্বারী। আমাদের মহামায়ার মহাশক্তি তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও বিভবজাল বিস্তার করিয়া কাশীতে

অন্নপূর্ণা, প্রকৃতির মায়ামুগ্ধ পুরুষ তাঁহার দ্বারে ভিখারীবেশে বিশ্বেশ্বর! আমাদের আদর্শে স্ত্রী প্রকৃতি শক্তি, সংসারের সর্ব্বত্র তাঁহারই জয়। পুরুষ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম, সংসারে পরাজয়ই তাঁহার অঙ্গের ভূষণ। এই জন্ত পুরুষের ধর্ম্মকর্ম্ম, জীবনব্রত অসিদ্ধ, নিস্ফল, যদি তাঁহার বামে শক্তিবিরাজ না করে। আমাদের শাস্ত্রের আদেশ "সস্ত্রীকং ধর্ম্মমাচরেৎ।" রমণীর মতামত আমাদিগের জীবন পরিচালিত করে, সুতরাং গৃহিণীর ভ্রূকুটি, হাসি, বিষণ্নতা ও প্রসন্নতার দিকে চাহিয়া আমাদিগকে সাবধান ও উৎগ্রীব হইয়া চলিতে হয়। রমণীর কটাক্ষের ইতর বিশেষে আমাদের জীবনে তিলেকে প্রলয় উপস্থিত হয়। সে কথা অন্যে বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারে না। ভবানীর ভ্রূকুটীভঙ্গী ভবই জানেন, মাধব কি বুঝিবেন। স্ত্রীচরিত্র বুঝিতে এত ব্যগ্র হইয়াছিলাম বলিয়াই আমরা হতাশ হইয়া লিখিয়াছিলাম, "স্ত্রীণাং চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং" ইত্যাদি।

আমাদের রাজনীতিতে মন্ত্রণাগৃহে বিষ্ণুর পার্শ্বে লক্ষ্মী, হরের পার্শ্বে গৌরী। আমাদের সমরনীতিতে মহিষাসুর বধে দুর্গাকে আহ্বান, শুম্ভ নিশুম্ভ বধে কালিকার অভ্যুত্থান। আমাদের সমাজ ও সাধনায়, ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও উপাসনায় স্ত্রীলোকের অধিকার ষোলআনা।* যে গৃহে নারী পূজিতা হয় না, সে গৃহের উন্নতি অসম্ভব, লক্ষ্মী তথায় ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারেন না। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের সম্মান ও অধিকার পুরুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রদান করিয়াছে। সেজন্য সাফ্রেগিষ্ট আন্দোলনের প্রয়োজন হয় নাই। এমন কোন পূজা আছে যাহাতে দেবের সহিত দেবীর আরাধনা হয় না? এমন কোন তীর্থ আছে যেখানে পুরুষদেবতার পার্শ্বে শক্তির মন্দির প্রতিষ্ঠিত নাই? আমাদের দেশে অধিকার লাভের জন্য পুরুষের বিরুদ্ধে স্ত্রীলোকের সমর ঘোষণার প্রয়োজন হয় নাই; মলিনবেশ, অশ্রুজল, ছিন্নহার, রুক্ষকেশ চিরকালই পুরুষের কঠিনপ্রাণ বিগলিত করিয়াছে। "বালানাং রোদনং বলম্।" এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া কৈকেয়ী অযোধ্যার রাজনীতি উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

বিলাতের রমণীগণ সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অধিকার দাবী করিতেছেন, তাঁহারা ছিন্নমস্তা না বগলা? আমাদের অবলাগণ অধুনা সমাজের অবিবেচনায় ব্যথিতা হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতেছেন, ইহারা কমলা না ভুবনেশ্বরী? গত জ্যৈষ্ঠমাসের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় পাইখন্দ নিবাসিনী চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্কা শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা ঘোষ "মুখ ফুটিয়া" যে সকল কথা কহিয়াছেন তাহাতে আমাদের মুখ হেট হইয়াছে। আমাদের দেশে স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মানের যে আদর্শ ছিল, জননীজাতির প্রতি যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল, তাহা এখন আছে কি? আমরা আমাদের বংশধরদিগের জন্য জননী সংগ্রহ করিতে যাইয়া, বরণ করিয়া গৃহে কুললক্ষ্মী আহ্বান করিতে যাইয়া পৈশাচিক অর্থগৃধ্নুতার বশবর্ত্তী হইয়া, বালিকার প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার করিতেছি স্মরণ

* ষোল আনা ছিল—সে ত আমাদের স্বাধীনতার মহামহিমময় যুগে, অধুনা তাহার মধ্যে ছয় আনা আছে কি? আজ স্ত্রীজাতি বঙ্গে অশিক্ষিতা, বেদমন্ত্র হইতে বিচ্ছিন্না, পুরুষপার্শ্বে দাসীর ন্যায় অবস্থিতা। হিন্দুস্থানে বিশেষতঃ বঙ্গে মহিলাগণের অবনতি অতি ভীষণ। সম্পাদক।

করিয়া আমাদের বংশধরগণ কখনও গর্ব্বিত হইবেন না। আমাদের যুবকগণ দেশের আশা ভরসার স্থল এবং ভবিষ্যৎ জাতিগঠনের উপাদান, বীরত্ব, পুরুষত্ব, ও আত্মসম্মান ভুলিয়া, রমণীর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা ভুলিয়া, শিভালরী (Chivalry) ও কর্ত্তব্যজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া ধর্ম্মপত্নী ও গৃহলক্ষ্মীকে ব্যবসায়ের মূলধন-স্বরূপ মনে করিয়া, শ্বশুরের অপরাধি শ্বশুর-কন্যার মস্তকে তাঁহারা যে নিগ্রহ ও নির্য্যাতন বর্ষণ করিতেছেন, তাহাতে আমাদের দেশ চির-কলঙ্ককালিমায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। (খ) অনেক বৈশ্ববৈশ্বালয়িক উপাধিধারী জীব ক্ষুদ্র২ বিষয়ে মতান্তর হইলে ধর্ম্ম-পত্নীর প্রতি যে পৈশাচিক ব্যবহার করে তাহা বর্ণনা করাও পাপ। বিবাহসমস্যা দিন দিন যেরূপ জটিল হইতেছে, স্ত্রীলোকের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের দিন দিন যেরূপ লাঘব হইতেছে, তাহাতে পিতামাতার মনে "কন্যারত্ন" লাভ বিড়ম্বনা বলিয়া প্রতীয়-মান হয়, নির্ম্মলার ন্যায় বুদ্ধিমতী যুবতীও দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে পারেন, "বঙ্গে রমণীজীবন পাপ।" হায়! যে দেশে জন-নীর জীবন পাপ, সে দেশের জাতীয়জীবন কি শোচনীয়। সে দিন আমার শ্রদ্ধাস্পদ ও পূজনীয় আত্মীয় রায়সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও কন্যাবিবাহে বরপক্ষের অবিবেচনার প্রসঙ্গে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলেন,—"যে দেশে জননীজাতির এই দশা, সে দেশে কিরূপ সন্তান জন্মগ্রহণ করিতে পারে?" আমরা যদি শিক্ষা দ্বারা উন্নত হইতে চাই, আমাদের দেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি যদি আমাদের কামনার বিষয় হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে রমণী-জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যতদিন তাহা না হইবে, ততদিন এই জাতির কল্যাণ, সমাজের উন্নতি, নীতির প্রতিষ্ঠা আকাশ-কুসুম। বিদ্যাসাগরের জননী ভগবতী দেবী, অভিমন্যুর জননী সুভদ্রা, আর সমষ্টিভাবে বঙ্গালীজাতির জননী কে? যে জননীর জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবন এক সুদীর্ঘ অপমান, নিগ্রহ, নির্য্যাতন, উপেক্ষা, ধিক্কার ও দীর্ঘনিঃশ্বাসের সূত্র, তাঁহার গর্ভপ্রসূত সন্তানগণ বঙ্গভূমির মুখোজ্জ্বল করিতে পারিবে কি? ধিক্ আমাদের দেশ, ধিক্ আমাদের জাতি! হতভাগ্য আমরা হতভাগ্য আমাদের বংশধরগণ!

কুমারী নির্ম্মলাবালার প্রবন্ধ আমরা সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তিনি অন্যান্য যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার আলোচনা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। কেবল একটী কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের দেশে পূর্ব্বে নিয়ম ছিল অভিভাবকগণ পাত্রী দেখিয়া বধূনির্ব্বাচন করিতেন। বন্ধুবান্ধব ও অভিভাবকগণ সর্ব্ব-সুলক্ষণা "বধূ" ভবিষ্যৎ মঙ্গলের বীজরূপে গৃহে আনিয়া ধন্য হইতেন। "পাত্র" দেখিবার ভার ছিল কন্যার অভিভাবকদিগের হস্তে। বরপক্ষ দেখিতেন কন্যার রূপ আর তাঁহার লক্ষ্মীশ্রী। কন্যাপক্ষ দেখিতেন বরের বিদ্যা-বুদ্ধি, বিত্তসম্পদ ও চরিত্র। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ মানবজীবনের তিন প্রধান ঘটনা ছিল। ঐ

(খ) অহো! আজ বরপণযন্ত্রণা-নিপীড়িত কন্যা-কর্ত্তাগণের উচ্চ রোদনধ্বনি, হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গে প্রতিহত হইয়া কুমেরিকা-ধৌত বারিধি আলোড়িত করিতেছে। সম্পাদক।

তিন ঘটনায় মানুষের হাত ছিল না, বিধাতা জন্মের পূর্ব্বে কর্ম্মসূত্র ধরিয়া তাহা স্থির করিয়া রাখিতেন। অথবা ষষ্টির দিন বিধাতা পুরুষ আসিয়া শরের কলমে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শিশুর কপালে তাহা লিখিয়া যাইবেন। বিলাতী কবিও বলিয়াছেন,—"marriages are made in heaven" অথবা (hanging and wiving go by destiny) বিবাহই এই ঘটনাত্রয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। অনাদি অনন্তকালের স্রোতে আগত দুইটী বংশধারা ও জীবন-স্রোত পাপপুণ্য গুণদোষের প্রবাহ, বিধির বিধানে কর্ম্মসূত্র বলে বর ও কন্যারূপে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনসন্ধিতে নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত করিতে উত্থিত হইয়াছে। এই মিলনই বিবাহ। ইহা তুচ্ছকথা নয়, অবহেলার বিষয় নয়, ব্যবসায় বাণিজ্যের কড়া গণ্ডার হিসাব নয়। ইহা সৃষ্টিরহস্য, জীবনসমস্যা, বংশপ্রবর্ত্তনা, ধর্ম্মভিত্তি, প্রতিভা প্রকাশের আয়োজন।

এখন সময়ের গতিতে আমাদের সামাজিক জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কন্যা দেখিবার ভার পড়িয়াছে পাত্রের ইয়ারবন্ধুদিগের হস্তে। ইংরেজদিগের অনুকরণে ব্রাহ্মসমাজ কোর্টসিপ্-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুকরণে হিন্দুসমাজে পাত্র স্পষ্ট ও ব্যক্তভাবে পাত্রী দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পাত্রীপক্ষও এমতবস্থায় অসন্তুষ্ট নহেন। কন্যার জননী এবং পাত্রীও এই সুযোগে "বর" দেখিয়া মতামত গঠন করিবার সুযোগ পাইবেন বলিয়া এই নূতন প্রথা ধীরে ধীরে আমাদের সমাজদেহে কুসুমকীটের ন্যায় প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু ইহার ফলাফল ও সঙ্গতি আমরা বিবেচনা করি নাই। আমাদের শিক্ষিত বাবুবৃন্দ ও শিক্ষিতা গৃহিণীরাও তাহা বিবেচনা করিয়াছেন কি না সন্দেহ। মহিলারা বিবেচনা করিলেও কেহ আজ পর্য্যন্ত মুখ ফুটিয়া আসল কথা প্রকাশ করেন নাই। শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা সর্ব্বপ্রথম সেই কথা ধরিয়াছেন। অন্ধসমাজ এ বার চক্ষু মেলিতে পারিবে কি? কথটা একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে চেষ্টা করিব। যে দেশে কোর্টসিপ্-প্রথা প্রচলিত, সে দেশে কন্যা "স্বয়ংবরা" হয়, পাত্র "স্বয়ংবর" হয় না। সে দেশে স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। সুতরাং যে কার্য্য ও ব্যবহার দ্বারা কিছুমাত্রও স্ত্রীজাতির আত্মসম্মানে আঘাত লাগিতে পারে সামাজ তাহা অনুমোদন করে না। যাহাতে পুরুষের ব্যবহারে স্ত্রীজাতির মানের খর্ব্বতা না হইতে পারে সমাজ সে দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টি প্রকাশ করে। বিবাহে পুরুষ আসিয়া স্ত্রীর নিকট প্রস্তাব করিবে (অবশ্য পিতামাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া), প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমতা পাত্রীর হস্তে। বিফল হইবার দুঃখ পুরুষকে ভোগ করিতে হয়; স্ত্রীলোক মনে মনে কাহাকেও স্বামীত্বে বরণ করিতে চাহিলেও তাহা প্রকাশ করেন না। ইহাই তাঁহাদের আত্মমর্য্যাদা। সাহেবেরা আমাদের দেশে আসিয়া প্রথম প্রথম যেরূপ নারিকেল ভক্ষণ শিক্ষা করিয়াছিলেন, আমরাও বিলাতী অনুকরণে সেইরূপ "স্বয়ংবর" প্রথা শিক্ষা করিয়াছি। ইন্দুমতীর "স্বয়ংবর" যে দেশে প্রচলিত ছিল, কালিদাসের অমরলেখনী পুরুষের নিরাশদগ্ধ হৃদয়ের অবস্থা যে দেশে অপূর্ব্ব যথাযথভাবে

চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই ভারত-ভূমিতে আজ এই অপরূপ কুৎসিৎ বরকর্ত্তৃক পাত্রীনির্ব্বাচন-প্রথা কিরূপে প্রচলিত হইল ভাবিয়া বিস্মিত হই। হায় অনুকরণ, তোমার কি মহিমা! পাত্র স্বয়ং কন্যা দেখিয়া তাহাকে কুৎসিতা বলিয়া উপেক্ষা করিলে যুবতীর প্রাণে যে কি নিদারুণ আঘাত লাগে, তাহার আত্মসম্মানে যে কতদূর অপমান বোধ ও লাঞ্ছনার ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা ললনাজাতি ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারে না। আমরা জানি কোন কোন স্থানে নির্লজ্জ বর বন্ধুবান্ধববেষ্টিত হইয়া "বধ্যস্থলে নীত ছাগের ন্যায় কম্পমানা" কন্যাকে নানাপ্রকার প্রশ্নজাল বর্ষণ করিয়া তাহার বিদ্যাবুদ্ধির পরীক্ষা করিয়া হাস্যপরিহাসের অবতারণা দ্বারা বাক্যবাণে লজ্জায় ম্রিয়মাণা কন্যার কোমলহৃদয় বিদ্ধ করিয়া পশুর ন্যায় তাহার পিতার সহিত "দরদস্তুর করিতে" আরম্ভ করেন। পরে কথায় বনিল না বলিয়া অথবা কন্যা কুরূপা বা তাহার বংশ হীন বলিয়া প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া অপদার্থতার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করে। সমাজ স্ত্রীজাতির প্রতি এত অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও অপমান অম্লানবদনে সহ্য করিতেছে বলিয়াই আমাদের দেশেও কুমারী-ঘোষ 'সফ্রেগিষ্ট' আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। ইহার নাম প্রকৃতির পরিশোধ। কিন্তু এ আন্দোলনে বিলাতের ন্যায় বীভৎস অশান্তি, মারামারি, বিপ্লববাদ নাই; ইহাতে আছে কেবল অশ্রুজল, দীর্ঘনিশ্বাস ও করুণ আর্ত্তনাদ। দ্রৌপদীর একবিন্দু অশ্রুজলে কুরুকুল ধ্বংশ হইয়াছিল। জননীকুলের দীর্ঘনিশ্বাসে বঙ্গদেশ যায় যায়। কুম্ভকর্ণ-সমাজ! এখনও কি ঘুমঘোরে অচেতন রহিবে?

শ্রীরসিকলাল রায়।

ভগবচ্ছরণ স্তোত্রম্।

সচ্চিদানন্দরূপায় ভক্তানুগ্রহকারিণে।
মায়া নির্ম্মিত বিশ্বায় মহেশায় নমো নমঃ ॥১॥

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎ শরণ স্তোত্র।

[কঠিন ব্যাধির সময় এই স্তোত্র পঠিত হইত, এবং উপশম হইলে জনৈক ছাত্রের সাহায্যে সঙ্গীতের জন্য বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হয়]।*

(১)

সচ্চিদানন্দ তুমি হে, প্রভু ভক্তজনের গতি।
তোমার মায়ায় বিশ্বরচা, তোমায় করি নতি ॥

* এই বাঙ্গানুবাদ ছন্দোবন্ধে পদ্যের নিয়মে লিখিত হয় নাই। ইহাতে অক্ষরের সংখ্যা যতি ইত্যাদি রক্ষিত হয় নাই। সাধারণ গানের আকারে লিখিত হইয়াছে।

সম্পাদক।

রোগা হরংতি সততং প্রবলাঃ শরীরং কামাদয়োঽপ্যনুদিনং প্রদহংতি চিত্তম্।
মৃত্যুশ্চ নৃত্যতি সদা কলয়ন্দিনানি তস্মাত্ত্বমত্র শরণং মম দীনবংধো ॥২॥
দেহো বিনশ্যতি সদা পরিণামশীলশ্চিত্তং চ খিদ্যতি সদা বিষয়ানুরাগি।
বুদ্ধিঃ সদা হি রমতে বিষয়েষু নাংতস্তস্মাত্ত্বমত্র শরণং মম দীনবংধো ॥৩॥
আয়ুর্বিনশ্যতি যথামঘটস্থতোয়ং বিদ্যুৎপ্রভেব চপলা বত যৌবনশ্রীঃ।
বৃদ্ধা প্রধাবতি যথা মৃগরাজপত্নী তস্মাত্ত্বমত্র শরণং মম দীনবংধো ॥৪॥
আয়াদ্ব্যয়ো মম ভবত্যধিকো বিনীতে কামাদয়ো হি বলিনো নিবলাঃ শমাদ্যাঃ।
মৃত্যুর্যদা তুদতি মাং বত কিং বদেয়ং তস্মাত্ত্বমত্র শরণং মম দীনবংধো ॥৫॥
তপ্তংতপো নহি কদাপি ময়েহ তন্বা বাণ্যা তথা নহি কাদাঽপি তপশ্চ তপ্তম্।
মিথ্যাভিভাষণপরেণ ন মানসং হি তস্মাত্ত্বমত্র শরণং মম দীনবংধো ॥৬॥
স্তব্ধং মনো মম সদা নহি যাতি সৌম্যং চক্ষুশ্চ মে ন তব পশ্যতি বিশ্বরূপম্।
বাচা তথৈব ন বদেন্মম সৌম্যবাণীং তস্মাত্ত্বমত্র শরণং মম দীনবংধো ॥৭॥

(২)

সদা প্রবলরোগে দেহের করে ক্ষয়,
সদা রিপুর তেজে চিত্তদাহ হয়।
দিন যত যায় ততই যে
মৃত্যুউঠে নাচিয়া হে,
দীনবন্ধো তাইত আমার
শরণ তুমি আজি হে!

(৩)

সদা মরণশেষ শরীর—ঝরে পড়ে,
সদা বিষয় রাগে চিত্ত খেদ করে,
বুদ্ধি সদা নানান্ ভাবে
বিষয় রসে মজিছে;
দীনবন্ধো তাইত আমার
শরণ তুমি আজিহে!

(৪)

ঘটস্থ জলের মত আয়ু হয় ক্ষয়,
রূপযৌবন সব তড়িৎ সম লয়,
দ্রুতগামী সিংহীসমান
বার্দ্ধক্য যে আসিছে,
দীনবন্ধো তাইত আমার
শরণ তুমি আজি হে!

(৫)

মোর আয়ের চেয়ে ব্যয়ের ভাগ বাড়া,
মম কামাদি বলী, শমাদি বলহারা।
মৃত্যু আমায়—বলবো, কিবা
যে প্রকারে বহিছে,
দীনবন্ধো তাইত আমার
শরণ তুমি আজি হে!

(৬)

দেহ মম তপ প্রভো করেনি কখন,
করিনি কখন আমি বাক্-সংযমন।
মন কি তপে বসে প্রভো?
মিথ্যা কথায় রতি যে,
দীনবন্ধো তাইত আমার
শরণ তুমি আজি হে!

(৭)

না পায় সমতা মমসদা স্তব্ধ মন,
আঁখি নাহি করে বিশ্বরূপ দরশন,

সত্বং ন মে মনসি যাতি রজস্তমোভ্যাং বিদ্ধে তদা কথমহো শুভকর্ম্মবার্ত্তা।
সাক্ষাৎপরংপরতয়া সুখসাধনং তৎ তস্মাত্বমদ্য শরণং মম দীনবংধো॥৮॥
পূজা কৃতা ন হি কদাঽপি ময়া ত্বদীয়া মন্ত্রং ত্বদীয়মপি মে ন জপেদ্রসজ্ঞা।
চিত্তং ন মে স্মরতি তে চরণৌ হ্যবাপ্য তস্মাত্বমদ্য শরণং মম দীনবংধো॥৯॥
যজ্ঞো ন মে ঽস্তি হুতিদানদয়াদিযুক্তো জ্ঞানস্য সাধনগণো ন বিবেকমুখ্য।
জ্ঞানং ক্ব সাধনগণেন বিনা ক্ব মোক্ষস্তস্মাত্বমদ্য শরণং মম দীনবংধো॥১০॥
সৎসংগতির্হি বিদিতা তব ভক্তিহেতুঃ সাঽপ্যদ্য নাস্তি বত পংডিতমানিনো মে।
তামং তরেণ নহি সা ক্ব চ বোধবার্ত্তা তস্মাত্বমদ্য শরণং মম দীনবংধো॥১১॥
দৃষ্টির্নভূতবিষয়া সমতাভিধানা বৈষম্যমেব তদিয়ং বিষয়ীকরোতি।
শাংতিঃ কুতো মম ভবেত্সমতা ন চেৎস্যাত্তস্মাত্বমদ্য শরণং মম দীনবংধো॥১২॥

কণ্ঠ নাহি আলাপ করে
সৌম্যবাণী কভু হে,
দীনবন্ধো তাইত আমার
শরণ তুমি আজি হে!

(৮)

সত্বপুণ্যময় পথে নাহি চলে মন,
রজস্তম মন্দ কার্য্যে ব্যস্ত অনুক্ষণ।
সুখসাধন ও শুভকর্ম্মে,
কেমনে মন পশিবে?
দীনবন্ধো তাইত আমার
শরণ তুমি আজি হে!

(৯)

কখন করিনি প্রভো! তোমার পূজন,
কখন করেনি জিহ্বা নাম উচ্চারণ।
স্মরণ করেনি চিত্ত আমার
পাইতে চরণ রাজি হে,
দীনবন্ধো তাইত আমার
শরণ তুমি আজি হে!

(১০)

নাহিক যজ্ঞমোর হোমদান দয়াভরা,
জ্ঞানের সাধনমোর নহেক বিবেকগড়া।
সাধন বিহনে জ্ঞান ও মোক্ষ
কেমনে হৃদয়ে রাজিবে?
দীনবন্ধো তাইত আমার
শরণ তুমি আজি হে!

(১১)

প্রভো! সৎসঙ্গমে জন্মে তোমার ভক্তি,
আমি জ্ঞানাভিমানী নাহি তাহে অনুরক্তি।
সঙ্গছাড়া ভক্তি কি-মিলে?
আত্মজ্ঞান হারা আমি যে,
দীনবন্ধো তাইত আমার
শরণ তুমি আজি হে!

(১২)

হায়! সকলভূতে সমান দৃষ্টি নাই,
তাই বৈষম্যে পড়ি বিষয়ে বদ্ধ হই।
কেমনে পাব শান্তি আমি
সমতা মম নাই যে,
দীনবন্ধো তাইত আমার
শরণ তুমি আজি হে!

মৈত্রী সমেষু ন চ মে ঽস্তি কদাপি নাথ দীনে তথা ন করুণা মুদিতা চ পুণ্যে।
পাপেঽপ্যুপেক্ষণবতো মম মুৎকথং স্যাত্তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবংধো॥১৩॥
নেত্রাদিকং মম বহির্বিষয়েষু সক্তং নাংতর্মুখং ভবতি তামবিহায় তস্য।
ক্বাংতর্মুখত্বমপহায় সুখস্য বার্ত্তা তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবংধো॥১৪॥
ত্যক্তং গৃহাদ্যপি ময়া ভবতাপশাংত্যৈ নাসীদসৌ হৃতহৃদো মম মায়য়াতে।
সা চাধুনা কিমু বিধাস্যতি নেতি জানে তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবংধো॥১৫॥
প্রাপ্তা ধনং গৃহকুটং বগজাশ্চদারা রাজ্যং যদৈহিকমথেংদ্রপুরশ্চ নাথ।
সর্ব্বং বিনশ্বরমিদং ন ফলায় কস্মৈ তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবংধো॥১৬॥
প্রাণান্নিরুদ্ধ্য বিধিনা ন কৃতো হি যোগো যোগং বিনাঽস্তি মনসঃ স্থিরতা কুতো মে।
তাং বৈ বিনা মম ন চেতসি শাংন্তিবার্ত্তা তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবংধো॥১৭॥
জ্ঞানং যথা মম ভবেৎ কৃপয়া গুরুণাং সেবাং তথা ন বিধিনাকরবং হি তেষাম্।
সেবাঽপি সাধনতয়া বিদিতাঽস্তি চিত্তে, তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবংধো॥১৮॥

(১৩)

হায়! সমতাসনে নাহিক মম মতি,
তথা করুণাদীনে, পুণ্যে পরম প্রীতি।
পাপে কভু উপেক্ষা নাহি যার,
কেমনে সুখী হবে সে?
দীনবন্ধো তাইত আমার
শরণ তুমি আজি হে!

(১৪)

মোর নয়ন আদি বাহির পানে ধায়,
হায়! বিষয় ত্যজি অন্তরে নাহি যায়।
অন্তরমুখী হবে না যদি
কোথায় সুখে মজিবে?
দীনবন্ধো তাইত আমার
শরণ তুমি আজি হে!

(১৫)

আমি ভবের তাপে ছেড়েছি গৃহ দারা,
তবু হয় না শান্তি; মায়ায় আত্মহারা।
আমি নাহি জানি প্রভো!
কি বিপত্তি ঘটাইবে।
দীনবন্ধো তাইত আমার
শরণ তুমি আজি হে!

(১৬)

দিয়াছ ত তুমি নাথ! গজবাজী ধনজন,
কতই ঐহিক সুখ ইন্দ্রের ভবন।
হায়, নশ্বর এ সব
নাহি কোন ফল যে,
দীনবন্ধো তাইত আমার
শরণ তুমি আজি হে!

(১৭)

নিরোধিয়া প্রাণ করিনি যোগ কখন,
কেমনে হইবে প্রভো, মনের সংযম।
মানস সংযম বিনা
কিরূপে শান্তি লভিবে,
দীনবন্ধো তাইত আমার
শরণ তুমি আজি হে!

(১৮)

গুরুর কৃপায় জ্ঞান হইবে অর্জ্জন,
গুরু সেবা ভিন্ন ফল না হবে কখন।

তীর্থাদি সেবনমহো বিধিনা হি নাথ নাকারি যেন মনসো মম শোধনং স্যাৎ।
শুদ্ধিং বিনা ন মনসোঽবগমাপবর্গো তস্মাত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবংধো ॥১৯॥
বেদাংতশীলনমপি প্রমিতিং করোতি ব্রহ্মাত্মনঃ প্রমিতি সাধনসংযুতস্য।
নৈবাঽস্তি সাধনলবো ময়ি নাথ তস্মাত্তস্মত্ত্বমদ্য শরণং মম দীনবংধো ॥২০॥
গোবিন্দ শঙ্কর হরে গিরিজেশোমেশ শংভো জনার্দ্দন গিরীশ মুকুংদ সাম্ব।
নান্যা গতির্মম কথংচ ন বাং বিহায় তস্মাৎপ্রভো মম গতিঃ কৃপয়া বিধেয়া ॥২১॥

গুরু সেবা লব্ধ জ্ঞান
তাও আমার নাহি যে,
দীনবন্ধো তাইত আমার
শরণ তুমি আজি হে!

(১৯)

আমি তীর্থাদি সেবা করিনি কোন দিন,
তাই মানস মম বিমল শুদ্ধি হীন।
শুদ্ধিবিনা কভু কি মনে
জ্ঞান ও মুক্তি রাজিবে?
দীনবন্ধো তাইত আমার
শরণ তুমি আজি হে!

(২০)

বেদান্তের পাঠে আত্মজ্ঞানের সঞ্চার,
ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধকের তাহে অধিকার।
সে সাধনের কণিকাও
লভিনি আমি কভু হে,
দীনবন্ধো তাইত আমার
শরণ তুমি আজি হে!

(২১)

গোবিন্দ শঙ্কর নারায়ণ গিরিজেশ হরি,
শম্ভু জনার্দ্দন শিব সাম্ব মুকুন্দমুরারি,
অগতির গতি নাই
তোমার চরণ বিনে হে,
দীনবন্ধো তাইত আমার
গতি তুমি আজি কর হে॥

শ্রীহেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মণঃ।

কবিতাগুচ্ছ।

পৈতাদ্বেষী ব্রাহ্মণের বিলাপ ॥১॥

(১)

আমি গৌড়বাসী পৈতাদ্বেষী ব্রাহ্মণ আখ্যায়,
কায়েতের পৈতা দেখে শিউরে উঠে কায়।
এই দেখি সে দাঁড়াইয়া,
যজ্ঞ-সূত্র গলে দিয়া,
স্নান করিছে নদ-নদীতে পুকুর দীর্ঘিকায়।
দিন দু'পরে সন্ধ্যা প্রাতে
মন্ত্র পড়ে কতই ঠাটে,
ইষ্ট পূজে নিষ্ঠাভরে বিহ্বল বাসনায়।
পৈতা নিয়াছে কায়েতেরা বছর কয়েক যায়।

(২)

আমি বঙ্গবাসী কায়েতদ্বেষী সুবেবাঙ্গলায়,
কায়েতের পৈতা দেখ্‌লে চমকে উঠে কায়।
এইখানে সে পড়্‌তো ভুঁয়ে,
মাথা থুয়ে আমার পায়ে,
নেড়া মাথায় শুভ্র পৈতায় তরল মমতায়।
এখন সে গায়ত্রী জপে,
পূজে এবে বিশ্বভূপে,
ভুলে গেছে আমার পূজা প্রবল প্রতিভায়,
আমি গৌড়বাসী কায়েতদ্বেষী বিপ্র আখ্যায়।

(৩)

আমি বরেন্দ্রবাসী পৈতাদ্বেষী ব্রাহ্মণ আখ্যায়।
পৈতাধারী কায়েত দেখে উছুট লাগে পায়।
মর্ম্ম হ'তে চর্ম্ম টানে,
মরে আছি অভিমানে,
বজ্রসম ব্রিটিশ-শাসন গর্জ্জে গরিমায়।
তা' না হ'লে দেখ্‌তো সবে,
কেমন ক'রে এই ভবে,
পৈতাধারী কায়েতজাতি প্রাণে বেঁচে রয়।
আমি জীবনমৃত দ্বিজ এক সুবেবাঙ্গলায়।

(৪)

আমি গাড়োদেশী পৈতাদ্বেষী বিপ্র আখ্যায়
পৈতা নিচ্ছে কায়েতজাতি তাও কি প্রাণে সয়?
তাই করেছি অভিমান,
যায় যাবে প্রাণ মান
কায়েতবাড়ী যা'ব নাকো যা'ব ডাইনে বাঁয়।
নাপিত ধোপা বন্ধ ক'রে,
শ্রাদ্ধ শান্তি পণ্ড করে,
ব্রহ্মশক্তি দেখাইব প্রবল প্রতিভায়।
আমি গৌড়বাসী সপ্তসতী বিপ্র আখ্যায়।

(৫)

আমি পৈতাদ্বেষী বিপ্র এক সোণার বাঙ্গলায়
মরে আছি মনের ক্ষোভে বছর কয়েক প্রায়।
জজ মিত্র ঘোষ বুড়া,
দেখি সদা আছে খাড়া,
কায়েত জাগায় মধুর তানে মধুর বেদনায়।
আজো দেখি বাড়ী গেলে,
শতকার্য্য কর্ম্ম ফেলে,
ডুবে আছে মনে প্রাণে তরল মমতায়।
আর ফরিদপুরের ডিপুটীটা দিচ্ছে তাতে সায়।

(৬)

এদের বলে কায়েতেরা পৈতা লইতে ধায়
ব্রাত্যদোষ দূর করিছে বুঝ্‌তে পারা দায়।
হিংসা দ্বেষ কতই আসে,
মরে আছি মনের ক্লেশে,
তীব্র ভাষা আস্‌ছে এবে কোমল রসনায়।
নাহি এবে পরশুরাম,
বিপ্র প্রতি বিধি বাম,
তাই কামার কুমার তেলী মালীর সমবেদনায়
রাখ্‌বো মোরা ব্রহ্মশক্তি রৌপ্য-প্রতিমায়।

(৭)

আমি গৌড়বাসী দ্বিজ এক সুবেবাঙ্গলায়
শত্রু মিত্র আমার কথা কেউ ভুলেনি হায়!
কেন যে ঐ পৈতা রেখা,
অমনি ক'রে দেয় গো দেখা?
স্তরে স্তরে দহে মোরে তীব্র বেদনায়।
আমার হিংসা আমার দ্বেষে,
কায়েত মর্‌বে মনের ক্লেশে,
রাহুগেলা শশী যেন আকাশ নীলিমায়
আমি জীবনমৃত দ্বিজ এক সোণার বাঙ্গলায়।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা।

দাদা ॥২॥

কোথায় গিয়াছ দাদা, ছিঁড়িয়া স্নেহের ডোর?
এসে দেখ সবাকার, ঝরিছে নয়নে লোর।
তত ভালবাসা ভু'লে, আছ বা কেমন ক'রে!
একটু ভাবনা তব, হয় না মোদের তরে?
ভাবো দেখি, কতদিন, ছেড়ে গেছ এ সংসার,
পিতা মাতা ভাই বোন্, মনে কি পড়েনা আর?
তোমারে হইয়া হারা, দেখ না বাবার মোর
প্রফুল্ল অন্তরে আহা! সদাই বিষাদ ঘোর।
প্রশস্ত ললাট তাঁর ঢেকেছে শোকের ছায়,
সুবিশাল আঁখিযুগে প'ড়েছে কালিমা হায়!
করুণারূপিণী, আহা! স্নেহময়ী মা আমার,
তোমা বিনে দেখিছেন দশ দিক অন্ধকার!
ঝর ঝরে দু'নয়নে সদা ঝরে অশ্রুধার,
তোমা বিনা এ যাতনা কভু কি ঘুচিবে মার?
স্নেহের পুতুল তব, হয়েছে একটী ভাই,
তুমি যে আগেই গেছ, তাহারে ত দেখ নাই!
দিনে দিনে বাড়িতেছে শুক্লপক্ষে শশীসম,
দেখ এসে কিবা শোভা হইয়াছে অনুপম।
যে স্বরগে সুখধামে আছ তুমি প্রভুপাশে,
গিয়াছেন পিতামহী আনন্দে সে দেববাসে।
তোমার দারুণ শোক সহিল না প্রাণে তাঁর,
গেলেন তোমার পাশে তেয়াগি সংসার ছার।
সকলি ফুরা'য়ে গেল, কিশোর বয়সে তব,
অকালে ঝরা'ল কলি! এ দুঃখ কাহারে ক'ব,
নহ তুমি পৃথিবীর, ছিল না মলিন মন,
তাই বুঝি ছেড়ে গেলে, স্বার্থময় এ ভুবন?
সুখে আছ, ভাল আছ, পরম পিতার ঠাঁই,
তাই আমাদের বুঝি, কোন কথা মনে নাই!
যদি ভাই সেই দেশে, এত শান্তি, এত সুখ,
তবে কেন আমাদের রেখে গেলে দিতে দুখ?
ভালবাসা ভগবান্, নাহি ত মরণ তার,
ইহলোকে পরলোকে, তুল্যরূপ অধিকার;
তাই দাদা, ভগিনীর রাখ এই আবদার,
অন্তিমে দেখা'য়ে পথ, নিও কাছে আপনার।

শ্রীনির্ম্মলাবালা ঘোষ।

বাঙ্গালীর মেয়ে ॥৩॥

এতটুকু স্নেহ প্রীতি ভালবাসা পেলে,
সরলা বাঙ্গালীবালা সোহাগেতে গলে।
বাঁধে মুক্ত-কৃষ্ণ-কেশ মুখে মৃদু হাসি,
ধরায় উদয় যেন পূর্ণিমার শশী।
এতটুকু অবহেলা কিংবা অনাদরে,
চির-অভিমানী বলি ভাবে আপনারে।
অভিমানে আত্মহারা নেত্রে গঙ্গাজল,
অশ্রুমুখী স্বর্ণলতা লোটায় ভূতল।
গৃহ-সাম্রাজ্যের নারী স্নেহবতী রাণী,
মাতা সুতা পত্নী কিংবা ভগিনীরূপিণী।
স্নেহ প্রীতি প্রেমে সবে তোষে অনিবার,
জগদ্ধাত্রী রূপে তাঁর মুগ্ধ এ সংসার।
সুষমায় লাজ পায় মেনকা উর্ব্বশী,
ইচ্ছা হয় দেবীজ্ঞানে পূজি দিবা-নিশি।
পর-শুশ্রূষায় করি আত্ম-বিসর্জ্জন,
সার্থক হইল ভাবে রমণী-জীবন।
রন্ধনেতে অন্নপূর্ণা সেবাশীলাদাসী,
দেব-দ্বিজে ভক্তিমতী পুণ্য অভিলাষী।
কভু পরি বহুমূল্য বস্ত্র-অলঙ্কার,
ভুবন মোহিনীরূপে উজলে সংসার।
অলক্তকে রাঙাপদ, তাম্বূলে অধর,
ললাটে সিন্দুর বিন্দু পরম সুন্দর।
বৈধব্যেতে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম-সনাতন,
ত্যজে প্রিয়-কেশগুচ্ছ রত্ন-আভরণ।

কভু বা শ্মশানে সতী পতির কারণ,
জলন্ত চিতায় করে আত্ম-বিসর্জ্জন।
মূর্ত্তিমতী সাধ্বীসতী বাঙ্গালী রমণী,
যাঁর পুণ্য স্পর্শে ধন্ত বিপুলা ধরণী।

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা।

মরণ-সঙ্গীত ॥৪॥

ছিঁড়িয়াছে বীণা মোর ছিন্ন হৃদি তার,
গাহিতে মরণ-গীতি নাহি সাধ্য আর।
সুখ-আশা অস্তমিত, বিষাদ অন্তর,
অতৃপ্ত স্নেহের শুধু স্মৃতি নিরন্তর।
জ্বলিছে এ পোড়া হৃদে শ্মশান অনল,
শান্তির জাহ্নবীবারী না করে শীতল ॥১॥
ছিল যত এ দীনের অমূল্য-রতন,
প্রাণের অনন্ত তৃপ্তি শান্তি-প্রস্রবণ।
ছিন্ন করি স্নেহ-পাশ অস্তমিত সব,
করিল নিষ্ঠুর কাল ভৈরব-তাণ্ডব।
উথলিল শোক-সিন্ধু নিনাদে ভীষণ,
অভ্রভেদী তরঙ্গের ভীম আস্ফালন ॥ ২॥
যৌবনের মধুময় বাসন্তী উষায়,
প্রদানিলা দেববালা বরমাল্য হায়!
ভেবেছিনু প্রেমের সে পবিত্র-বন্ধন,
দৃঢ়তর হ'য়ে কণ্ঠে রবে আজীবন।
সহকার মাধবীর যথা সম্মিলন,
সে রূপে কাটিবে ভবে দাম্পত্য-জীবন।
হেনকালে নিয়তির বিষম-গর্জ্জন,
অকালে হরিলা কাল দরিদ্র-রতন ॥৩॥
অনাসক্ত কর্ম্মে রত যোগীর মতন,
কাটিল তিনটী বর্ষ মুহূর্ত্ত যেমন।
মোহের ছলনে ভুলি পুনঃ মৃতপ্রায়,
কামিনী-কাঞ্চনে মুগ্ধ রহিনু ধরায়।
বিধাতা-করুণা বারি হ'ল বরিষণ,
লভিনু অচিরে শিশু অমূল্য রতন।
বিগত মুহূর্ত্ত সবে, স্বপনের প্রায়,
ঝরিল সে পারিজাত বৈশাখের বায়।
ললিত মাধুরী হেম গোলাপেতে ভরা,
নয়ন-রঞ্জিনী বালা ছিল মনোহরা।
কভু "রমা" কভু "টুনী" "প্রফুল্ল আমার,"
বলি কত ডাকিতাম স্নেহে অনিবার।
সহসা কালের ভেরী বাজিল অমনি,
মুহূর্ত্তে হারানু মম হৃদয়ের মণি ॥৪॥
"শ্রীবিভুরঞ্জন" পুত্র হৃদয়রঞ্জন,
ললিত মাধুরী ভরা বুক-যোড়া-ধন।
"সুধীরে" মুহূর্ত্তকাল না হেরিলে হায়,
স্নেহবশে হইয়াছি উন্মত্তের প্রায়।
কতদূরে সুরপুরে এখন তাহার,
অস্তিত্ব খুঁজিয়া শ্রান্তি হয় কল্পনার ॥৫॥
না শুকাতে সেই অশ্রু, হৃদয় বেদন,
বাড়াইতে কাল পুনঃ করিল গর্জ্জন।
পার্থিব দেবতা পিতা করুণার খনি,
চলিগেলা অকস্মাৎ শোক-শেল হানি।
তাঁহার নিস্বার্থ স্নেহ করিলে স্মরণ,
ভক্তিঅশ্রু অনিবার হয় বরিষণ ॥৬॥
ছিলেন পার্থিব দেবী করুণা-আগার,
প্রীতিভক্তি সান্ত্বনার আশ্রয় আমার।
শোকসিন্ধুনীরে মোরে করি নিমগন,
স্বরগে জননী মোর ক'[illegible] গমন।
অভাগার শেষ শান্তি ঘুচিল এবার,
মুহূর্ত্তে হেরিনু বিশ্ব ঘন অন্ধকার ॥৭॥
জননী শ্মশান-বহ্নি না হ'তে নির্ব্বাণ,
উঠিল গগনভেদী মরণের গান।
প্রভাত কুসুম শিশু "হরিনারা[illegible]"
অকালে দেবের দেশে করিলা গমন।

শোকে দুঃখে পুনঃ হায় হইনু বিকল,
শুষ্ক আঁখি, না ঝরিল এক বিন্দুজল ॥৮॥
রুদ্ধ মম কণ্ঠ হায়, শুষ্ক-আঁখি-ধার,
হয়েছে এ দগ্ধ হৃদ চিতার অঙ্গার।
হৃদয়ে জলিছে সদা রাবণ-শ্মশান,
সে দাবাগ্নি এজীবনে না হবে নির্ব্বাণ।
শোক-পিশাচের নৃত্য বক্ষঃ অনিবার,
মরণ-সঙ্গীত এবে কি গাহিব আর ॥৯॥
মঙ্গল নিলয় প্রভু শ্রীমধুসূদন,
অভাগার উষ্ণ অশ্রু কর বিমোচন।
তোমার আশীস্ রূপ নির্ঝরের জল,
ঢালি কর শোক-দগ্ধ হৃদি সুশীতল।
মরণ-সঙ্গীতে করি চির-বিসর্জ্জন,
নিশিদিন স্মরি হরি রাতুল চরণ ॥১০॥

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা।

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন ॥৫॥

(১)

শ্রেণীচতুষ্টয় ভাঙ্গি একত্রী-করণ,
শূদ্রাচার ত্যাগ আর ক্ষত্রত্ব গ্রহণ,
বহিতে বিরত যদি এই কার্য্যভার,
তবে কেন বৃথা তুমি ধর ক্ষত্রাচার?

(২)

স্বজাতি কলঙ্ক যদি না পার মুছাতে,
সমাজ-কল্যাণে স্বার্থ না পার ত্যজিতে,
সকলে না হের যদি সোদর সমান,
কেন তবে কর ভাই এ পথে প্রয়াণ?

(৩)

না পার করিতে যদি স্বধর্ম্ম বিস্তার,
বিপ্রপদাঙ্কিত এই সমাজে তোমার,
তবে কেন বৃথা আর করিয়া যতন
ক্ষত্রিয় ধরম পুনঃ করিছ গ্রহণ?

(৪)

সুদূর পল্লীতে আর দেশ দেশান্তরে
অচেতন তব জাতি মোহ নিদ্রা ঘোরে.
এই মোহ ঘুম যদি ভাঙ্গিতে নারিবে?
সূত্র গলে দিলে শুধু কি লাভ হইবে?

(৫)

স্বার্থপর অর্থলোভী ভদ্র-দস্যুগণ
করিছে বিবাহ ব্যাজে স্বজাতি-পীড়ন,
প্রতিকার যদি তার কভু নাহি হয়
কেমনে ক্ষত্রিয় বলি দিবে পরিচয়?

(৬)

হাজার বরষ পূর্ব্বে বল্লাল সুজন,
যে স্বর্ণ শৃঙ্খলে সবে করেছে বন্ধন,
পদাঘাতে ছিন্ন তারে না পার করিতে
"ক্ষত্রিয় হইব" আশা কেন তবে চিতে?

(৭)

মাসাশৌচ শূদ্র ধর্ম্ম জানে সর্ব্বজন,
তোমরাও যদি তাই করিবে পালন,
কেন তবে যজ্ঞসূত্র করেছ গ্রহণ?
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

(৮)

বঙ্গজ বারেন্দ্র রাঢ় উত্তর দক্ষিণ,
সকলে সমান বড় কেহ নহে হীন,
সকলে মিলিয়া কর স্বধর্ম্ম পালন,
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসু দেববর্ম্মা।

কায়স্থ দ্বাদশক ॥৬॥

বলো না বলো না বৃথা এ জীবন।
ধারণা করো না নিশির-স্বপন ॥১।
জাগরণ দিনে ভাব মনে মনে।
উন্নতি করিতে হবে এ জীবনে ॥২।
উন্নতি কারণ জনমি আমরা।
উন্নতি মোদের ললাটেতে ধরা ॥৩।
চেষ্টা ও যতন থাকিলে নিশ্চয়।
উন্নতি হইবে এই সবে কয় ॥৪।
উত্থান পতন বিধির নিয়ম।
পতনের পর উত্থান সুগম ॥৫।
যতনের গুণে অদম্য চেষ্টায়
অসভ্য ও সভ্য হয় এ ধরায় ॥৬।
আমরা কায়স্থ কি কর্ম্মের ফলে।
থাকিব নিষ্প্রভ অবনীমণ্ডলে ॥৭।
ধর্ম্ম বিদ্যা গুণে ভূষিত হইব।
সমগ্র জগতে সম্মান পাইব ॥৮।
হতাশ হয়ো না জাগ পুনরায়।
ধর্ম্মের আশ্রয়ে হও পূর্ণকায় ॥৯।
বিরাট-কায়স্থসভা উপজিল।
ভারত-আকাশে বিজলি খেলিল ॥১০।
বঙ্গজ বারেন্দ্র রাঢ়ি ভ্রাতৃগণ
ত্যজ শংকা কর বিবাহ মিলন ॥১১।
বিলম্বে কি কাজ করহ সত্বর।
কর্ত্তব্য পালনে হও তৎপর ॥১২।

শ্রীবিহারীলাল বসু বর্ম্মা।

উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম-এ

মহোদয়ের অভিভাষণ।

দিনাজপুরের মহামান্য শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুরের বাটীতে সম্প্রতি উত্তর বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনী সভায় অধিবেশন হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। ঐ সভার সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, প্রত্যেক বাঙ্গালীর উহা পাঠকরা উচিত। দুঃখের বিষয় দেশের সুবৃহৎকায় সাপ্তাহিক সংবাদপত্রগুলি এই অভিভাষণ প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। নবপ্রকাশিত "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রে অভিভাষণটী সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে, আমাদের প্রতিভাতে উহা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত করিবার উপায় নাই, সেই জন্য আমরা উহা হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।*

মাননীয় ও মনস্বী শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয় অতি গম্ভীররূপে, বৈদিক ঋষিগণ-গীত স্তোত্রাবলী উচ্চারণ করতঃ স্বীয় অভিভাষণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি এই ভাবে আরম্ভ করিয়াছেন,—

"প্রাচীন ঋষিরা সভাসমিতিকে প্রজাপতি-দুহিতা বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। এই সভা তাঁহাদিগের স্তুতিচ্ছন্দের সম্পূর্ণ উপযুক্ত

* সাধারণতঃ আবশ্যক বিষয়গুলি প্রায়ই এই সংগ্রহে সঙ্কলিত হইয়াছে।

যদিচ আমি তাহা উচ্চারণ করিবার যোগ্য নহি। তবে আজ পরিষদের অনুগ্রহে সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছি বলিয়া, সেই দ্যুতিমতী ভাষায় আপনাদিগের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবার অধিকার আছে।

সভা চ সমিতিশ্চ অবতাম্ প্রজাপতে দুহিতরৌ সম্বিদানে।
চেনা সংগচ্ছে উপমা স শিক্ষাৎ চারুবদানি পিতর সঙ্গতেষু॥
বিদ্মাতে সভানাম্ নরিষ্টা নাম বৈ অসি
যে তে কে চ সভাসদস্তে তে মম সন্তু সবাচসঃ॥
এষামহং সমাসিনাং বচৌ বিজ্ঞান মাদতে।
অস্যাঃ সর্ব্বস্যাঃ সংসদো মামইন্দ্র ভগিনং কৃণু॥
যদ্বোমনাঃ পরাগতং যদবদ্ধং ইহ বেহবা।
তদাবর্ত্তায়ামাস ময়ি বো রমতাং মনঃ॥

এই সভা আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হউন। আমি যেন উপস্থিত পিতৃদিগের আশীর্ব্বাদে উপস্থিত সভাস্থলে চারুবাদী হইতে পারি।

এই সভার অর্থ, আমি জ্ঞাত আছি, ইহার অন্যতম নাম অক্ষুণ্ণা। সভাসদেরা যেন আমার সহবাচী হয়েন।

আমি যেন তাঁহাদিগের তেজ ও জ্ঞানের গৌরব প্রাপ্ত হই।

এই সংসর্গের সৌভাগ্য আমি যেন লাভ করিতে পারি।

যদি এই সভায় কাহারও মন পরাগত হইয়া থাকে, কিংবা ইতস্ততঃ আবদ্ধ থাকে, যেন এই স্থানে আবর্ত্তিত হইয়া আমার মনেতে অনুরক্ত হয়।

যে দেবভাষায় আপনাদিগকে অভিভাষণ করিলাম, তাহাতে আমার অধিকার নাই। স্বীকার করি। সেই জ্যোতির্ম্ময়ীভাষা আদি কবিদিগের হৃদয়ের ভাষা, সকলের তাহাতে অধিকার নাই! অধিকার সত্বেও আমরা অধিকারভ্রষ্ট। পূর্ব্বের অধিকার কিসে যে রক্ষা করিয়াছি তাহা জানি না। নিজের ভিটা ছাড়িয়া আবর্জ্জনাস্তূপের উপর স্থান গ্রহণ করিয়াছি। উচ্ছৃঙ্খল জীবন অবলম্বন করিয়াছি। ধর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছি, সমাজের বন্ধন অবজ্ঞা করিয়াছি, প্রাণের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে। হৃদয়ে অনার্য্য ভাব, জিহ্বাগ্রে অনার্য্যভাষা। গ্রামে গৃহস্থ নাই, দেবমন্দিরে জাগ্রত দেবতা নাই, নিজের ঘর ছাড়িয়া, পরের দ্বারে উপজাচক আমরা। আমাদের কিসে অধিকার আছে? নির্ম্মল হৃদয় নির্ব্বাক্, অথচ আমরা বহুবাচী, অত-এব সত্যের প্রতি লক্ষ্যশূন্য। নির্ভীক আত্মা হিরণ্যবর্ত্মিনী, পঙ্কিলপদে সে পথে চলা যায় না। গৃহে আলোক নাই, অথচ "মুস্কিল আশান" সাজিয়া, পরের কল্যাণ কামনা করিয়া বেড়াইতেছি। যদি তাহাতেই কিছু পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইতে পারি। শূন্য হস্তে আশীর্ব্বাদ করিতে শিখিয়াছি। ভিক্ষার ধন লইয়া দান করিতে বসিয়াছি। সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বে আমরা পরাঙ্মুখ হইয়া আছি।"

এই প্রকারে সভাপতি মহাশয় মুখবন্ধ করিয়া বৈদিক-ঋষিদিগের সত্যপূতা বাণীর মহিমা কীর্ত্তন করতঃ বলিতেছেন,—

এই সত্যের তেজোবলেই তাঁহাদিগের কাব্য তেজোময়। আমাদিগের হৃদয়ে যে দিন এইরূপ বল আসিবে, আমাদিগের কবিতাও ওজস্বিনী হইবে। সাহিত্যের মূলে সত্য ও সাহস চাই।(১) এ বল আসিবে কিসে? ধর্ম্মের

(১) অহো! কি ভীষণ সত্য, জিজ্ঞাসা করি পরাধীন

পথ অবলম্বন না করিলে, সামাজিক গ্রন্থি দৃঢ় না করিলে, অসত্য উপেক্ষী না হইলে, এ শক্তির কখনও সঞ্চার হইবে না। আপনার পারিচর্য্যে আপনাহারা হইয়া চিরদিন রহিতে হইবে। একদিন ঘরেরদিকে চোক পড়িয়াছিল, অবসন্ন আত্মা গৃহদেবতাকে জাগ্রত দেখিতে পাইয়াছিল, নূতনভাব মনে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, নূতন আলোকে আপনার হৃদয় দেখিতে পাইয়াছিলাম, বহুদিনের কথা নহে কিন্তু সে আলোক স্তিমিত প্রায়, সে অঙ্কুর বিকাশের পূর্ব্বেই তাহা যেন শুকাইয়া গেল, দেবতা শিলাখণ্ডে পরিণত হইল, দৃষ্টি আবার বাহিরের জঞ্জালের উপর নিক্ষিপ্ত হইল—ভাগ্যের দোষ দিই না,—বালকত্ব না ঘুচিতেই আমরা পিতা, শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিতেই আমরা শিক্ষক, মাত্রাশুদ্ধ না হইতেই আমরা লেখক। সাধ্যাতীতের সাধনা অপচয় মাত্র, তাহাতে অকল্যাণ ভিন্ন কল্যাণ হইতে পারে না। যাহা আয়ত্তাধীন তাহাতেই বলের পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকার যতই আমরা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিব, আমরা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া পড়িব। জাতীয়তার অবতারণা রাজসূয়যজ্ঞ, সহজে সে যজ্ঞের অধিকারী হওয়া যায় না। শুদ্ধ, সংযমী প্রশান্তচেতা হওয়া চাই। আমার হৃদয় আমারই রাজ্য অনুভব করা চাই, আমি আছি না বুঝিলে আপনার কি অপরের চিনিয়া লইবে কি প্রকারে? আদর্শভ্রষ্ট আমরা, পণ্যস্ত্রী বারবনিতার অঞ্চল ধরিয়া মার অনুসন্ধানে চলিয়াছিলাম। প্রথমে আপনার ঘরের ভিতর আপনার স্থান কর, পরে পৃথিবীর কোন্ খণ্ডে বাসা বাঁধিয়াছ তাহা বুঝিতে পারিবে, বিশ্বের সহিত কি সম্বন্ধ তখন উপলব্ধি হইবে! ঋত্বিকেরাই আহুতি দিতে সক্ষম; আহুতি ভেদে মেধ কি দানব যজ্ঞক্ষেত্র অধিকার করে।*

"আদি-কবিই আর্য্যাবর্ত্তে আদি-পুরোহিত গুরু, শিক্ষক ছিলেন, সেস্থান আজ কে অধিকার করিতে পারে? আমরা নিজের খেয়ালে, আপন আপন ধর্ম্ম গড়িয়া লইতে শিখিয়াছি, কখনও বা ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি, কি করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, আমরা বিজ্ঞানের দোহাই দিতে শিখিয়াছি, ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম মাপ জোক করিতে পারি, জগৎ-কারণ অপরিমেয় বলিয়া তাঁহার ধ্যান করা নিষ্ফল মনে করি। আমরা দেবতার ধার ধারি না, দেবালয়ের পাশদিয়া চলিনা আমরা কি বলের উপর নির্ভর করিয়া অপরকে বল দান করিতে পারি? আপনি অবলম্বন রহিত,—কি ভরসায় তোমায় অবলম্বন করিব? তাই বলি চিত্তশুদ্ধ করিতে শিক্ষা কর, নিজের গৃহ পরিষ্কার করিয়া লও। ঘরের আঁধার কোণে বসিয়া জগতের আঁধার অনুভব করা সহজ, কিন্তু অবারিত দ্বারে না দাঁড়াইলে জগতের বিস্তীর্ণ আলোক দেখা যায় না। তাই বলি হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত কর। বিশ্বের প্রাণের ভিতর স্থান না পাইলে বায়ু বিতাড়িত বাষ্পের ন্যায় শূন্যে

জাতির কি নৈতিক সাহস সম্ভবে? প্রাচীন ভারতে স্বাধীনতার দিনে ঋষিগণের সাহস ছিল। সম্পাদক।

* এই সকল দারুণ সত্য কথা গ্রহণ করিবার শক্তি কি আমাদের আছে? হায়! আমরা যে এখন আত্মপ্রবঞ্চক নিতান্ত শঠ হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের আত্মবোধ কবে মা জাগাইবেন, তিনিই জানেন।

লেখক।

মিলাইয়া যাইবে। সমাজে প্রাণ নাই, বিশ্বের প্রাণ অনুসন্ধান নিষ্ফল।

"স্বাধীনচেতার হস্তে লেখনী আলামুখী হয়। দেবীতমা সরস্বতী সূর্য্যালোকাবৃতা, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ভিন্ন স্থূল দৃষ্টিগোচরা নহেন। এই দৃষ্টি সাধনায় মেলে। যখন বলিতে পারিবে, My mind to me a Kingdom is, তখন সে রাজ্যে দেবীতমার পূর্ণোপচারে পূজা সম্ভব। মিথ্যার পূজা ঘাড়ে লইয়া সমাজ গড়া যায় না। দেবীর পূজা সোলার ফুল দিয়া হয় না। সত্যই জীবনের ভিত্তি, মানবহৃদয়ের সাহস। ধর্ম্ম বল, কাব্য বল, সবই সত্যের উপর নির্ভর করে। সমাজে লুকোচুরি করিতে করিতে মন জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মুখে যাহা কাজে তাহা যে জাতি করিতে অশক্ত কোন্ আশা তাহার ফলবতী হইবে? বক্তা বাঙ্গালী বাহিরে বীর, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেই মার্জ্জার হইয়া পড়েন। ধর্ম্মাচার্য্য বাঙ্গালী আপনার গৃহমধ্যে অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হন না, পরের কোষ্ঠী কাটিতে অনুমাত্র সঙ্কোচ করেন না। কানাকানি করিয়া গালাগালি দিতে ছাড়ি না। সকলেই প্রায় অনাচারী, কিন্তু সকলেই আচারের গণ্ডীর ভিতর আছি বলিয়া বুঝাইতে চাই। মিথ্যার হাটে মূর্ত্তি কেনা বেচা চলিতে পারে, দেবী পাওয়া যায় না।"

সভাপতি মহাশয়ের এই কথাগুলি সকলেরই মন দিয়া শুনা উচিত, উহাদের মর্ম্মগ্রহ করতঃ তদনুসারে আমাদের সামাজিক, পারিবারিক এবং সাহিত্যিক উত্তম ও কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে প্রকৃত উন্নতি অনিবার্য্য। কপটতারূপ মরিচায় আমাদের জীবনযন্ত্র বিকল করিয়া ফেলিতেছে; সামাজিক নেতৃবৃন্দের সাবধান হওয়া উচিত, সন্দেহ নাই। মিথ্যা এবং কপটতা লইয়া কোনও ব্যক্তি বড় হইতে পারে না,—কোন জাতিও না। ইহার পর সুবিদ্বান্ সভাপতি মহাশয় ইংরাজী এবং ফ্রেঞ্চ ভাষার অভ্যুদয় কেমন করিয়া সাধিত হইল, তাহার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করতঃ বলিতেছেন,—

"আমি তাই বলি, মাতৃভাষার আদর না জানিলে, নিজ সমাজের সমাদর করিতে না শিখিলে, মিথ্যার মধ্যে সত্যের রূপ না দেখিতে পাইলে, সাহিত্য শেখা বৃথা। আমাদের ভাষায় আদর করা কি এতই কঠিন? যে ভাষায় মাকে আহ্বান করিতে শিখিয়াছি, তাহার যদি সম্মান করিতে না জানি, নরকেও আমাদের স্থান হইবে না। আজ কাল মনে হয়, এ কথাটি আমরা বুঝিয়াছি। তবে দুটি কথা বলিতে পারি কি? নিজের মা থাকিতে পরের গৃহিণীকে মা বলিও না। আর নিজের মাকে বিদেশী জামাজোড়া পরাইও না। প্রথমটি স্বতঃসিদ্ধ, দ্বিতীয়টির অর্থ বুঝাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি?

"একস্থানে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালার পায়ে এক সময় সোণার শৃঙ্খলে ভূষিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু আজ কাল আমরা দেবদেবীর প্রতিমা জর্ম্মাণ ডাকের সাজে সাজাই, দেবীর পূজায় হোটেলের খানা দিয়া ভোগ দিই। আর্য্য-সঙ্গীত হার্ম্মোনিয়মের সাহায্য ভিন্ন চলে না। তেমনই ঘরের কথাগুলিকে বিদেশীরূপ না দিলে, আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালা ভাষার তেজ হয় না। তাই আজ কাল দেখি বর্ণশঙ্কর ও

জারজ কথার ছড়াছড়ি। জিজ্ঞাসা, বাঙ্গালা লিখিয়া যদি তাহার পার্শ্বে ইংরেজি Phrase এ, কি Sentence এ তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিতে হয়, সেটা কি উচিত? বাঙ্গালীর ছেলেকে বাঙ্গালা লিখিয়া বুঝাইতে পারিলাম না ইহা লজ্জার কথা। যে ইংরাজি ভাবটি (চৌর্য্যবৃত্তিলব্ধ) বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে হয়, করুন, কিন্তু এমন কথা প্রয়োগ করিয়া অনুবাদ করিবেন না, যাহার পাশাপাশি ইংরাজি কথাগুলি না বসাইয়া দিলে বোধগম্য হয় না। আজকাল দেখিতে পাই ইংরেজি এক আধটি কথা মাত্র নহে, সমগ্র পদ এবং Sentence পর্য্যন্ত না বসাইয়া দিলে অর্থ-বোধ সঙ্কট। সংস্কৃত যে ভাষার মাতা, তাহার অভাব কি? (২) তবে সংস্কৃত সাহিত্য পড়ি না, জোর করিয়া শব্দ গড়াইতে বসি। ইংরেজি ভাব, সংস্কৃত ধাতু অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করা সহজ নহে, কিন্তু, আমরা যেন এ কথাটি ভুলিয়া না যাই যে, শব্দমাত্রেরই জীবনের ইতিহাস আছে। পৃথিবীতে যেমন Geological periods আছে, শব্দেরও সেইরূপ। মানুষের যেমন উন্নতি অবনতি আছে, শব্দেরও সেই-রূপ। সুব্যবহারেই শব্দ গৌরবান্বিত, অসাধু প্রয়োগে তাহার অগৌরব। শব্দের প্রাণ পিঞ্জরাবদ্ধ করা বড় কঠিন। সে একের নহে, কোটী প্রাণের ধন, অগণ্যকণ্ঠে উচ্চারিত। তবে যিনি মৃত কথার জীবন দিতে পারেন, কিংবা নূতন কথা সৃজন করিতে পারেন, তিনি সঞ্জীবনীমন্ত্রজ্ঞ ঋষিপুরুষ, তিনি দেবতুল্য। তবে আমরা নাকি সকলেই গঙ্গা-মৃত্তিকা লইয়া শিব গড়িতে বসিয়াছি, তাহাতেই মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়। কি গড়িয়া তুলিতে গিয়া কি গড়িয়া বসি। ভাস্করহস্তে দেবমূর্ত্তি বিকশিত হয়। হাতুড়িপেটা কথা সংজে চলে না।

"বাঙ্গালা সাহিত্য জটিল হইয়া পড়িতেছে। ইংরেজি না জানিলে অনেক সময় লেখকের মনের ভাব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইংরেজি ভাষা জারজ, Froude বলেন mongrel তাহার শব্দার্থে অনেক বৈচিত্র আছে। পরের ঘর হইতে মেয়ে আনিয়া নিজের ঘরের করিয়া লইতে সময় লাগে। অনেক সময় একেবারেই নিজের ঘরের হয় না। হৃদয়ে অনুরাগ না জন্মাইলে একপ্রাণ হইতে পারে না। ক্ষেত্রতত্ত্ব না বলিয়া জ্যামিতি বলা, রসায়নশাস্ত্রকে কিমিতি নিমিতি বলাতে পাগলামী আছে। জোর করিয়া Geometry ও Chemistry র জাতিত্ব স্থাপন করা বিধেয় মনে করি না। কুলভণ্ডামীতে গৌরব নাই। এক সময় শিক্ষিত বাঙ্গালী-সম্প্রদায় নিজের নামেও বিদেশীয় রূপ দিয়াছিলেন, তাহা মনে করিলে হাসি পায়। হিন্দু দেবীর "কালী" নামের পরিবর্ত্তে Colli স্কচ্ কুকুরের নামে আনন্দ বহন করিতে দেখা গিয়াছে। সেইরূপ

(২) এই সব কথা কঠিন সত্য, কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালাভাষার এতদূর পুষ্টিসাধন আজিও হয় নাই যে ইংরেজী ভাব সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। তাহা যদি হইত তবে সভাপতি মহাশয়কে এই অভিভাষণে বারংবার ইংরেজী ভাষার সাহায্য লইতে হইত না। যথা—Geological periods বাঙ্গালায় ভৌগোলিক ক্রম যুগ হইতে পারে কিন্তু Geologicalএর সমগ্র অর্থ ভৌগোলিকে ব্যক্ত হয় না, তাই ইংরেজী শব্দ বন্ধনীর মধ্যে ব্যবহার করা নিয়ম হইয়াছে। কিন্তু এ প্রণালী ভাল নহে, ইহাতে ভাষার পূর্ণতা হয় না। সভাপতি মহাশয় এই গুরুতর বিষয়ে সাহিত্যিকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ভালই করিয়াছেন। সম্পাদক।

নিজের দেশের কথাকেও বিলাতী চেহারা দেওয়া হেয় জ্ঞান করি। যাহারা নিজের হাট বাজারে পরের জিনিষ লইয়া বেচা কেনা করে, তাহাদের পক্ষে ভাঁড়ানই প্রয়োজন। তবে সাহিত্য পণ্যজগতের নহে, সাহিত্যের গৌরব যদি রক্ষা করিতে চাহ, বিলাতি সজ্জা দূর করিবার চেষ্টা কর। বুঝি, কথার অভাব পড়ে;—ভাষাতে নূতন ভাব বিকাশের সহিত নূতন কথার প্রয়োজন। France এর Academy যেমন নূতন কথার উপর, কথার নূতন ব্যবহারের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখে, আমাদিগের পরিষদের সেইরূপ কর্ত্তব্য। একবার বসিয়া বাঙ্গালার অভিধান ঝাড়িয়া বাছিয়া লওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আর সহ্য করিতে পারি না, আধ আধ ভাষা, সে ভাষা অপোগণ্ড শিশুর মুখে ভাল লাগিতে পারে, মানুষের মুখে নহে। আজ কাল কবিতাতে এইরূপ কথার ছড়াছড়ি দেখিতে পাই,—মুখানি, আলো, জোছনা, দিঠি, ইত্যাদি।* "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।" চিরদিন কি আমরা সৌখীন কবিতা লিখিয়া সময় কাটাইব? তরুলতা, জাতি-যূথি, সোণার আলো, সাঁজের বেলা, জোছনা রাতি, সবই অতি সুন্দর, কিন্তু এই সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে ক্লান্তি কি কখনও হয় না। স্বীকার করি, বাঙ্গালী কবি এই সৌখীন কাব্যজগতে অদ্বিতীয়। বাঙ্গালাভাষার মত মধুর ভাষা কাব্যজগতে নাই; বাঙ্গালীর মুক্তার হার গাঁথা সহজ। তবে "জোছনা" দেখিতে দেখিতে মনে হয়, বলি,—

"আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে?"

রাহুর পায়ে ধরিয়া বলিতে ইচ্ছা করে,—যদি চন্দ্র গ্রাস করিলেন, তবে অত সহজে তাহাকে ছাড়িবেন না। আমরা এই অবসরে গঙ্গাস্নান করিয়া লই,—আঁধারের মাহাত্ম্য একটু বুঝিয়া লই। মনে হয় না কি—মনে হয় না কি, কি কারণে "মহাকাব্য" লিখিতে বসিয়া বাঙ্গালী কবি লিখিতে পারিলেন না। তোড়-যোড়ের অভাব হয় নাই। তবে, বাঙ্গালা ঢাল-তলওয়ার লইয়া বেহাত হইয়া পড়েন। মাতৃ-দুগ্ধ পিপাসু বালিকার হৃদয়ের দুলাল, দুধে আল্‌তা দেওয়া সরস ভাষার পক্ষপাতী। আমাদের দেশেই রাই রাজা। আমাদের কবি শৈশব-যৌবনের মিলনের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ, সন্ধিস্থলে মোহমুগ্ধ হইয়া কতদিন যাপন করিবে? † তোমার মদন-মনোহর বেশ ত্যাগ করিতে বলি না,

* সভাপতি মহাশয় ধোঁয়া ধোঁয়া আবছায়া ঢাকা বিধি-লিপির মত দুর্ব্বোধ কবিতার ভাষা এবং আজকালকার উপন্যাস বা নভেলজাতীয় পুস্তকের ঐরূপ হেঁয়ালীর ভাষার সম্বন্ধে কিছু বলিলেন না কেন? "ঠাকুরবাড়ী" হইতে এই প্রকার ভাষা বহির্গত হইয়া এখন যে দেশ জয় করিতে বসিয়াছে। লেখক।

† কেবল বাঙ্গালী লেখকের অপরাধ নহে,—সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র ও পৌরাণিক সাহিত্য এ সম্বন্ধে প্রথম নম্বর আসামী। পাঠক দেখুন পুরাণে রাধামাতাঠাকুরাণীর বর্ণনা,—

শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং শরদিন্দু সমাননাম্॥২১॥
কোটীচন্দ্র প্রতীকাশাং শরদম্ভোজ লোচনাম্।
বিম্বাধরাং পৃথুশ্রোণীং কাঞ্চীযুত নিতম্বিনীম্॥২২॥
কুন্দপংক্তি সমানাভদন্তপংক্তি বিরাজিতাম্।
ক্ষৌমাম্বর পরীধানাং বহ্নিশুদ্ধাংশুকান্বিতাম্॥২৩॥
ঈষদ্ধাস্ত প্রসন্নাস্তাং করিকুম্ভযুগস্তনীম্।
সদা দ্বাদশবর্ষীয়াং রত্নভূষণ ভূষিতাম্॥২৪॥
শৃঙ্গারসিন্ধুলহরীং ভক্তানুগ্রহকাতরাম্।
মল্লিকামালতী মালা কেশপাশ বিরাজিতাম্॥২৫॥

ঐ বেশে তুমি অতি সুন্দর স্বীকার করি। আমার বিশ্বাসে ত তুমি অন্ত বেশেও সুন্দর। তোমার মত ধীশক্তি জগতে বিরল, তোমাতে অসাধারণ কল্পনার প্রতিভা আছে, তুমি সরস্বতীর বরপুত্র, তবে রতি-মন্দিরে দিন যাপন করিও না। সহস্র নির্ঝরপ্রসূত মন্দা-কিনী-বারি-ধৌত সাহিত্যের প্রাণ মহাসাগরে লীন হইয়া আছে। এই সাগর মন্থন করিবার শক্তি, সাধনায় মেলে। আমি একস্থানে বলিয়াছি সত্যজগতে "অহং" এর স্থান নাই। ইহাতে প্রকৃত আমার যাহা বলিবার ইচ্ছা তাহা পরিস্ফুট হয় নাই। সত্যে কাহারও বিশেষ অধিকার নাই। একজনের মনে সত্য আবিষ্কার হইতে পারে, কিন্তু সত্য আবিষ্কৃত হইবামাত্র সমগ্র জগতের ধন হইয়া যায়: সত্যে কোন ব্যক্তি কিম্বা কোন সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অধিকার নাই। সাহিত্য এবং ধর্ম্ম, বহির্জ্জগতের সহিত অন্তর্জ্জগতের যে সম্বন্ধ আছে, ভিন্ন পথে তাহারই আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়া থাকে ; সেই জন্ম কবি ও ঋষি সময়ে একই ছিলেন। Prophet, poet, Vates and seer অনেক ভাষাতেই এক নাম। সাহিত্য সেই জন্ম 'সাধনা'। সত্যের অব-তারণাতেই সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও সাহিত্যের শক্তি।

"জাতীয় জীবনের ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহাস একই। এই জীবন পরিস্ফুট না হইলে সাহিত্যেও তেজ ও বল দেখা যায় না। মধ্যে মধ্যে বড় বড় লেখক জন্মাইতে পারে কিন্তু যথার্থ সাহিত্য যাহাকে বলে, তাহার জন্মগ্রহণ হয় না। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের ইতিহাসে এই কথার সত্যতা সপ্রমাণ হয়, এবং এই দুই দেশের সাহিত্য দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে জাতীয় ইতিহাস সাহিত্যের কতটা সহায়।

"সুকুমার সাহিত্যে বাঙ্গালীর বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। তবে সুকুমার সাহিত্যে যে "সাধনা"র কথা আমি বলিলাম, তাহার উপযোগী নয়। যেমন চন্দ্রালোক সুন্দর, প্রচণ্ড সূর্য্যালোকও সুন্দর। চন্দ্রালোকে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে পারে, কিন্তু জীবনের উল্লাসের জন্ম রৌদ্র-তেজের প্রয়োজন। (৩)

"আমি পূর্ব্বে একস্থানে বলিয়াছি যে জাতীয়ভাষার সাহায্য ভিন্ন জাতি কখনও গঠিত হয় না। নিজের হৃদয়ে, নিজের দেশের ভাষা ভিন্ন অন্ত ভাষারই স্থান সঙ্কীর্ণ। সাহিত্যকে বিদেশী সাজে সাজাইলে কখনই সুন্দর হইতে পারে না। যেমন ভাষা জারজ হয়, সেই রকম বিভিন্ন ভাব মিশ্রণে ভাবের বর্ণশঙ্করের উৎপত্তি হয়। Burns, আপনারা সকলেই জানেন, Scotland এর মহাকবি ; তিনি ইংরাজীতেও অল্প-স্বল্প কিছু কবিতা

সুকুমারাঙ্গলতিকাং রাসমণ্ডলমধ্যগাম্।
বরাভয়করাং শান্তাং শশ্বৎ-সুস্থির যৌবনাম্ ॥২৬॥
রত্নসিংহাসনাসীনাং গোপিমণ্ডলনায়িকাম্।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকাং বেদবোধিতাং পরমেশ্বরীম্ ॥২৭॥
শ্রীশ্রীদেবীভাগবতপুরাণে নবম স্কন্ধে পঞ্চাশধ্যায়ঃ।

(৩) আমরা পূর্ব্বে একদিন সাহিত্যিকগণের উদ্দেশে আবেদন করি যে সুকুমার সাহিত্যে, Effiminate literature এ দেশব্যাপিয়া গেল, বঙ্গে বীর বীভৎস ও রৌদ্ররসের আদর নাই, আমাদের নরনারীগণ যেন আদি ও করুণ রসে নিম-জ্জিত। ইতিহাস বিজ্ঞান লোকে ভালবাসে না, অধ্যয়নের শক্তিও নাই। সম্পাদক।

লিখিয়াছিলেন, তাহার সবগুলিই প্রায় অপাঠ্য। French কবি Musset, Italian এ কবিতা লিখিয়াছিলেন, Heine French এ, সেইগুলিও প্রায়ই অপাঠ্য। এ কথাটি বিশেষ করিয়া বলার আমার উদ্দেশ্য আছে। বাঙ্গালায় বিদেশী ভাষার ছাঁদ আমার কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত মনে হয়।* আমি ইংরেজ-নবীশ সম্প্রদায়ের মধ্যে "অমুকে আমার উপর ডাকিয়াছিলেন" (অর্থাৎ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন) ইংরাজীতে Called on me র অনুবাদে ব্যবহার দেখিয়াছি। এ ভাষা কি নিতান্ত ঘৃণাজনক নয়? তাঁহারা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন না বলিয়া আমাদের ডাকিয়াছেন বলিতে শুনিয়াছি; (অর্থাৎ They have asked me) এইরূপ ভাষা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, কিন্তু যাঁহারা এইরূপ ভাষা ব্যবহার করেন, তাঁহাদেরই এই দোষ দি বা কি করিয়া? মাতৃ-দুগ্ধ-পালিত শিশু ও Mellins food প্রভৃতি পায়ী শিশুতে প্রভেদ আছে। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় যদি বাঙ্গালা না শিখিয়া অন্য ভাষা শিখিবার জন্য আমরা সকলেই প্রাণপণ প্রয়াসী হই, তাহা হইলে শিখিবার শক্তির কত অপচয় হয়? আমাদের শিক্ষার এইটি মৌলিক দোষ। এই দোষ যতদিন পর্য্যন্ত রহিবে, ততদিন বাঙ্গালীর জাতীয়তা লাভ করিবার আশা স্বল্পমাত্র। নিজের দেশের ভাষায় অর্থ যতখানি বুঝাইব, পরের ভাষাতে তাহা বুঝাইতে পারা যায় না। বিমাতা মাতা হইয়াও মাতা নহেন। সৌভাগ্যের ফলে আমরা এখন পর্য্যন্ত বিমাতা প্রাপ্ত হই নাই, তবে কপালে কি আছে বলিতে পারি না। কথার রূপ আছে। সেইরূপ সম্যক্ উপলব্ধি না হইলে তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করা কঠিন ও তাহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া কঠিন। ইংরাজী শিক্ষারগুণে আমাদের মানসিক অনেক উপকার হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের সাহিত্য ও বলীয়ান্ হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে ইউরোপীয় সাহিত্য ইহুদীয় আদর্শ ও গ্রীক্ মনোবিজ্ঞানের আদর্শের উপর সংগঠিত। এই ইহুদীয় প্রভাবটুকু আমরা পাশ্চাত্য (?) † বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সেই খানেই যাহা কিছু সামঞ্জস্য আছে। বাইবেলের ভাষা ও ভাবে অনেক স্থলে আমাদের আর্য্য ঋষিদিগের ভাষা ও ভাবের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের বৈচিত্র্যের কারণ বহুতর, তাহাদিগের সমাজ একেবারে স্বতন্ত্র। তবে মানুষের হৃদয়-মাত্রই এক এবং সেই নিমিত্ত গীতিকাব্য প্রায় সব দেশেরই সমান। এক জন ফ্রেঞ্চ মহাকবি বলিয়াছেন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলিয়া থাকে, কিন্তু অমর জগতের ভাষা একই। "এই বিষয় উল্লেখ করিবার

* অধুনা অসংখ্য মাসিকপত্রের স্তম্ভে অগণ্য কবিতা এবং উপন্যাস এই বিদেশীভাষার ছাঁদে লিখিত হয়, এবং উহার ভাব ইংরাজীতে অজ্ঞ, খাঁটি বাঙ্গালা-নবীশ বাঙ্গালীর নিকট পস্তু কি পহ্লবীভাষার ন্যায় দুর্ব্বোধ। সাময়িক সাহিত্যপত্রের সম্পাদক মহাশয়গণ সাহিত্যের মা বাপ, অথচ তাঁহারাই এবম্বিধ রচনাদুষ্ট কবিতা এবং উপন্যাস প্রকাশ করিয়া এরূপ ভাষা-প্রচারে প্রশ্রয় দেন। তাঁহারা কৃপা করিলেই বঙ্গ সরস্বতী এই বিষম কর্শেটবডিশ গাউনের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। আমরা এ সম্বন্ধে তাঁহাদের কৃপা করুণদৃষ্টি ভিক্ষা করিতেছি। লেখক।

† পাশ্চাত্য না প্রাচ্য? পরের লেখা দেখিলে "প্রাচ্যই" যেন অসঙ্গত বোধ হয় না? লেখক।

এই উদ্দেশ্য যে একভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদ একপক্ষে উন্নতির কারণ হইতে পারে, তেমনই অপরপক্ষে সাহিত্যের প্রাণ যাহা তাহা ক্রমশঃ লোপ পায় ;—অর্থাৎ জাতীয় বিশেষত্ব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সেই জন্য সাহিত্যে আমি অনুবাদের পক্ষপাতী নহি *। যতদিন ইংল্যাণ্ডে Russian কিংবা Danish উপন্যাস অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছে, ততদিন হইতে ইংল্যাণ্ডে কোন বিশেষ বড় নভেল প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহাদের জীবনের বৈচিত্র্য এবং সকলে নিয়ত বিবিধ ব্যাপারে ব্যাপৃতথাকার দরুণ আজ কাল ইংলণ্ডে চিন্তার সময় কম হইয়া পড়িয়াছে। দেশ বিদেশের কথা এবং দেশ বিদেশের বিভিন্ন সমাজের প্রয়োজনোদ্ভূত নূতন উত্তেজনার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, সাধারণ সাদা সিধা কথায় ও দৈনিক সামাজিক চিত্রে মনের উত্তেজনা পায় না বলিয়া বাহিরের উত্তেজনার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া থাকে। তাহার জন্য আজ কালকার ইংরাজী সাহিত্যে ইংরাজ জাতীয় বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। ফরাসী দেশের সাহিত্যের প্রথম উদ্ভাসের সময় Les chausons de geste এবং পরে Chanta fables এর দরুণ অর্থাৎ জাতীয় গীতি-কবিতার বলে সাধারণের মধ্যে সাহিত্য প্রচারিত হইয়া পড়ে। আমাদের দেশের ও সাহিত্যের প্রথম অবস্থায় মাণিক চাঁদের গীত প্রভৃতি গম্ভীরা চণ্ডী ইত্যাদির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আজ কাল কিসের বলে সাহিত্য গড়িয়া তুলিবেন ? বাঙ্গলায় ইতিহাসের আলোচনার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই ইতিহাস যদি উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদিগের সাহিত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, আমার বিশ্বাস। সেই জন্য আনন্দ ও উৎসাহের সহিত বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির কার্য্য এখানে উল্লেখ করিতেছি। যাঁহাদের যত্নে এবং চেষ্টায় সমিতি সংগঠিত হইয়াছে ও সংরক্ষিত হইতেছে, তাঁহাদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া উপসংহারে বাল্যবন্ধু দ্বিজেন্দ্রলালের কথা দু একটা বলিতে চাই। তাহার বিয়োগে আমার মনে অত্যন্তই আঘাত লাগিয়াছে। অনেক বৎসর ধরিয়া আমরা একত্রে ছিলাম, চিরকাল তাহাকে আমার নিজের ভাইএর মত দেখিয়া আসিয়াছি সেও আমাকে বড়ভাইএর মত শ্রদ্ধা করিত এবং ভাল বাসিত। অতি বাল্যকালে তাহার সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়াছি ; তাহাও অদ্য মনে পড়িতেছে। সে যদি "আমার দেশ" ও "আমার জন্মভূমি" এই দুইটী গান মাত্র রচনা করিয়া রাখিয়া যাইত, তাহার কীর্ত্তি চিরদিন অক্ষয় থাকিত। সে যেখানে গিয়াছে, সেখানে অনেকের স্থান নাই, অনেকের স্থান কখন

* সংস্কৃত-সাহিত্য হইতে ও নহে ? এরূপে একেবারে সকল প্রকার অনুবাদ রহিত করা যদি বক্তার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমরা কখনই তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি না। ইংরাজী অথবা মারকিন্ ডিটেকটিভ গল্প কিংবা প্রেমের বা কামের অতিবর্ণনাদুষ্ট কথা গ্রন্থের অনুবাদ না হওয়াই অবশ্য বাঞ্ছনীয়। নচেৎ সাহিত্যের বিবিধ উচ্চাঙ্গের গ্রন্থাবলী বিদেশী ভাষা হইতে—এবং অবশ্যই সংস্কৃতভাষা হইতে অনূদিত না হইলে আমাদিগের সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি হইবে না। গ্রীক্ রোমীয় ফ্রেঞ্চ এবং জার্ম্মাণ ভাষার গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া ইংরাজী সাহিত্য কিরূপ পুষ্টি লাভ করিয়াছে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। আমাদের মনে হয় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া যথেচ্ছ অনুবাদের বিরুদ্ধেই সভাপতি মহাশয় রায় দিয়াছেন।

হইবেও না। তাহার পার্শ্বে বসিবার আমাদের মধ্যে অনেকের স্থান হবে না। কিন্তু তাহার স্মৃতি চিরদিন আদরের সহিত রক্ষা কবিব। এই প্রার্থনা করি আমাদের ছেলে-মেয়েরা সে যে চক্ষে নিজের দেশকে সুন্দর দেখিয়াছিল, তাহারাও যেন সেই দেশের ছেলে-মেয়ে বলিয়া গৌরবান্বিত মনে করে। স্বর্গ হইতে হে দ্বিজেন্দ্র! তুমিও তাহাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করিও।"

অচির-প্রসূত "ভারতবর্ষ" পত্র হইতে এই অভিভাষণ সঙ্কলিত করিয়া প্রতিভার পাঠকদিগকে উপহার দিলাম। এই মুদ্রণে কতকগুলি ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ এবং বর্ণাশুদ্ধি আছে। আমরা কেবল মুদ্রাকরের ত্রুটিবশতঃ যে বর্ণাশুদ্ধিগুলি নিতান্ত চখে পড়ে, তাহাই পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি আর সকল যেমন তেমনই আছে। শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয় নানা ভাষায় বিদ্বান্, অথচ চিন্তাশীল এবং স্বদেশ ও মাতৃভাষার পরম ভক্ত। সাহিত্যের এই উন্নতির মুখে, তাঁহার কথাগুলি প্রত্যেক সাহিত্য সেবীরই মনদিয়া শ্রবন ও মনন করা উচিত। এরূপ চিন্তাপূর্ণ সারবান্ অথচ স্পষ্ট সরল উপদেশ বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য। (৪)

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

(৪) এই অভিভাষণের ১৭১ পৃষ্ঠায় যে ৪টী বৈদিক শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতে কতকগুলি বর্ণাশুদ্ধি প্রুফ্ সংশোধনের দোষে ঘটিয়াছে। পাঠক মার্জ্জনা করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নিম্নলিখি শ্লোক পাঠ করিবেন।

সভা চ সমিতিশ্চ অবতাম্ প্রজাপতের্দুহিতরৌ সংবিদানে।
যেনা সংগচ্ছে উপমা স শিক্ষাৎ চারুবদানি পিতর সঙ্গতেষু॥
বিদ্মা তে সভানাম নরিষ্টা নাম বৈ অসি
যে তে কে চ সভাসদস্তে তে মে সন্তু সবাচসঃ॥
এষামহং সমাসীনানাং বর্চ্চো বিজ্ঞান মাদদে।
অস্যাঃ সর্ব্বস্যাঃ সংসদো মামিন্দ্র ভগিনং কৃণু॥
যদ্বোমনঃ পরাগতং যদবদ্ধং ইহ বেহ বা।
তদ্বা আবর্ত্তয়ামসি ময়ি বো রমতাং মনঃ॥

গরুড়স্তম্ভ-লিপি।

প্রস্তাবনা।

দিনাজপুর জেলায় পত্নীতলা থানার অন্তর্গত বুদালগ্রামে ভূতপূর্ব্ব ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটী বাণিজ্যালয় ছিল। তাহার অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরেজী অনুবাদক সুপণ্ডিত চার্লস্ উইলকিন্স সাহেব ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মঙ্গলবারিনামক হাটের নিকট একটী প্রস্তরখণ্ডে ২৮টী সংস্কৃত শ্লোক খোদিত দেখিতে পাইয়া ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে "এসিয়াটিক্-রিসার্চ" নামক মাসিক পত্রিকায় তাহার একটী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে অধ্যাপক কিল্‌হর্ণের উদ্যোগে সংশোধিত পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। পণ্ডিত-প্রবর হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত স্তম্ভ-লিপির যথাসাধ্য পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন।

স্তম্ভটী এইক্ষণও উক্ত স্থানে বর্ত্তমান আছে। স্তম্ভটীর উপরে যে গরুড় মূর্ত্তি ছিল, তাহার অধিকাংশই বজ্রাঘাতে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। দেশীয় লোকেরা উহাকে মঙ্গলবারি স্তম্ভ বলিয়া থাকে। ইহার ৩০০ ফিট উত্তরে একটী পুরাতন দেবায়তনের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। তাহার নিকট একটি আধুনিক মন্দিরে হরগৌরীর পুরাতন প্রস্তর মূর্ত্তির অর্চ্চনা এখনও প্রচলিত আছে। দক্ষিণে অনতিদূরে দেওয়ানবাড়ী নামক গ্রামে এবং তাহার অনতিদূরে ধুরইলনামক স্থানে বহুসংখ্যক দীর্ঘিকা সরোবর ও পুরাতন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। বরেন্দ্র-তত্ত্বানুসন্ধান সমিতির অধিনায়ক রাজ-কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বাহাদুর এম-এ এই সকল স্থান হইতে নানাবিধ কীর্ত্তিচিহ্ন সংগ্রহ করিয়াছেন। গরুড়স্তম্ভ লিপি বরেন্দ্র ভুমিতে বর্ত্তমান থাকিলেও ইহার বিবরণ অনেকেই জানেন না। ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে ধর্ম্মপাল, দেবপাল, শূরপাল ও নারায়ণ পালের নানা কাহিনী উল্লিখিত আছে। সূত্রধর বিষ্ণুভদ্র কর্ত্তৃক এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বিজয়সেন প্রশস্তি সানুবাদ সান্বয় মুদ্রিত করিয়া কায়স্থ-সেনবংশের যশোরাশি আমরা কীর্ত্তন করিয়াছি। এইক্ষণ গরুড়স্তম্ভ-লিপি দ্বারা কায়স্থ-পালবংশের কীর্ত্তিকাহিনী আমরা আর্য্য কায়স্থ-প্রতিভার পাঠক ও পাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। উক্ত স্তম্ভস্থিত অষ্টাবিংশতি শ্লোকের মধ্যে প্রথম ৫টী শ্লোকের সংস্কৃত ব্যাখ্যা পণ্ডিতপ্রবর কাশিমবাজার মহারাজার সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার মহোদয় এবং উঁহাদের অন্বয় পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত রামগোপাল স্মৃতিতীর্থ মহোদয় দ্বারা লিখিত হইয়াছে। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা তাঁহাদিগের নিকট চিরঋণী রহিল।

এই লিপি সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন,—

"পালবংশীয় নৃপতিগণ, অর্থাৎ ধর্ম্মপাল, দেবপাল, শূরপাল, নারায়ণদেব পাল ক্ষত্রিয়-সম্ভূত রাজা ছিলেন। গুরবমিশ্র এই পাল-বংশীয়দের মন্ত্রী ছিলেন। তিনিই গরুড়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া, তাঁহার প্রভু ক্ষত্রিয়-রাজাদিগের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ব্রাহ্মণ পরিচয়ও দিয়াছেন। পাল রাজগণের তাম্রশাসনে তাঁহাদের জাতির উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা যে ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে,—

(১) দেবপালদেবের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—দ্বিতীয় পালরাজা ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজ শ্রীপরবলনামক নরপালের" কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে দেবপাল জন্মগ্রহণ করেন।

(২) শ্রীনারায়ণ পালের তাম্রশাসনে লিখিত আছে—রাজা বিগ্রহ পালদেব হৈহয় রাজকন্যা লজ্জাদেবীকে বিবাহ করেন। ইহার গর্ভে শ্রীনারায়ণ পালদেব জন্মগ্রহণ করেন। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে জানা যায় পালরাজগণ সূর্য্যবংশীয় ছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত মতে ইহারা সিন্ধুকুলোদ্ভূত। সুতরাং ইহারা যে সূর্য্যবংশজাত সিন্ধুদেশীয় ক্ষত্রিয় তাহা নিশ্চয়। শাণ্ডিল্য গোত্রজ জমদগ্নিকুলোৎপন্ন ব্রাহ্মণ গুরবমিশ্র এই গরুড়স্তম্ভ

লিপি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন, ইহাতে রাজা ও উক্ত মন্ত্রী উভয় বংশেরই পরিচয় আছে।"

কোন্ শ্লোকে মন্ত্রীর ও কোন শ্লোকে রাজার পরিচয় আছে তাহা এই স্তম্ভ লিপিতে বিমিশ্রভাবে লিখিত থাকিলেও আমারা বিভিন্ন করিয়া দেখাইয়াছি।

প্রশস্তি পাঠ।

ধর্ম্মঃ শাণ্ডিল্যবংশেভূদ্বীরদেব স্তদন্বয়ে।
পাঞ্চালোনাম তদেগাত্রে গর্গ তস্মাদজায়ত ॥১॥

অন্বয়ঃ।

শাণ্ডিল্যবংশে ধর্ম্মঃ (ধর্ম্মপালনাম রাজা) অভূৎ। তদন্বয়ে বীরদেবঃ (বীরদেবনাম রাজা অভূৎ)। তদেগাত্রে পাঞ্চালোনাম (রাজা অভূৎ)। তস্মাৎ গর্গঃ (গর্গোনাম রাজা) অজায়ত।১। (১)

বঙ্গানুবাদ।

শাণ্ডিল্যগোত্রবংশে ধর্ম্মপালনামক (ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়) রাজা ছিলেন। তাঁহার বংশে বীর দেবপালনাম রাজা ছিলেন। উক্ত গোত্রে পাঞ্চাল ও গর্গনামধেয় রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।১।

শক্রঃ পুরোদিশিপতির্নদিগন্তরেষু,
তত্রাপি দৈত্যপতিভির্জ্জিত এব শশ্বৎ।
ধর্ম্মঃ কৃতস্তদধিপ স্ত্বখিলাসু দিক্ষু,
স্বামীময়েতিবিজহাস বৃহস্পতিং যঃ ॥২॥

অন্বয়ঃ।

পুরোদিশিপতিঃ শক্রঃ ন দিগন্তরেষু, দৈত্য পতিভিঃ তত্রাপি শশ্বৎ (পাঠান্তরং যুদ্ধে) জিতএব। ধর্ম্মঃ অখিলাসু দিক্ষু তু ময়া (রাজলক্ষ্মা) স্বামীকৃত ইতি বৃহস্পতিং যঃ (ধর্ম্মপালঃ) বিজহাস।২। (২)

---

(১) টীকা।—ধর্ম্ম ইত্যেকদেশেন ধর্ম্ম-পাল নৃপতেরভিধানমায়াতি, নামৈকদেশ গ্রহণেন নাম মাত্র গ্রহণমিতি নিয়মাৎ ভীম-ইত্যনেন ভীমসেন গ্রহণবৎ। শাণ্ডিল্যবংশে ধর্ম্মপালনামা নৃপতি রাসীৎ এবং বীরদেবাদী-নামপি তদ্বংশে সমুৎপত্তিঃ পাদত্রয়েনাভিহিতা ইত্যর্থ। পালবংশীয় কায়স্থ (ব্রহ্মক্ষত্রিয়) নৃপতি-দিগের বিবরণ এই গরুড়স্তম্ভের অষ্টাবিংশতি শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে। এই শ্লোকে ধর্ম্মপাল, বীরদেব পাল, পাঞ্চালদেব পাল ও গর্গদেবপাল এই চারিটী রাজার নাম আমরা পাইতেছি। ছন্দ—অনুষ্টুপ্। স্তম্ভে এই শ্লোকের প্রথম অক্ষর দ্বয় বিলীন হওয়াতে দ্বিতীয় শ্লোক হইতে "ধর্ম্ম" শব্দ যোজনা করা হইয়াছে।

(২) টীকা।—ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকস্য ধর্ম্মপালস্য গুণান্ স্তৌতি শক্র ইত্যাদিনা। শক্র—ইন্দ্রঃ, পুরঃ—পূর্ব্বদিক্ তস্যাং পতিঃ ষষ্ঠী সপ্তম্যো-রর্থস্যাভেদাৎ পূর্ব্বস্যাঃ দিশোঽধিপতিরিত্যর্থঃ, ন দিগন্তরেষু নাগ্নেয়াদি দিক্ষু তত্রাপি আধি-পত্যেপি দৈত্যপতিভিরসুরৈঃ জিত পরাজিতঃ। ময়েতি মা লক্ষ্মী, ইন্দিরালোক মাতা ইত্যমরাৎ, তয়া যো ধর্ম্মপাল স্বামীকৃত স অখিলেষু দিক্ষু স্বামীকৃতঃ, লক্ষ্মীরত্র রাজলক্ষ্মীঃ যং বব্রে স সর্ব্বাসাং দিশামধিপঃ অনেন ইন্দ্রাপেক্ষয়া তস্য রাজ্ঞাঃ প্রাধান্যমাবেদিতং। বৃহস্পতিং বিজ-হাস, চ পাণ্ডিত্য মহিম্না বৃহস্পতি মুপহাসিত-বান্ ॥২॥ এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের শেষশব্দ স্তম্ভে বিলীন হওয়াতে "শশ্বৎ" শব্দ যোজনা করা হয়। কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন যে, 'শশ্বৎ' শব্দ স্থলে 'যুদ্ধে' শব্দ দিলে ভাল হয়। আমি উভয় শব্দই দিলাম। ইন্দ্র একটীমাত্র দিকের রাজা তথাপি পরাজিত, ধর্ম্মপাল সকল

বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্র কেবল পূর্ব্বদিকের অধিপতি সমস্ত দিকের নহে, তথাপি অসুরগণকর্তৃক সর্ব্বদা পরাজিত (পাঠান্তরে যুদ্ধে পরাজিত) কিন্তু রাজলক্ষ্মীর কৃপায় ধর্ম্মপাল অখিলদিকের অধিপতি হইয়াও (অপরাজিত) এবং পাণ্ডিত্যবলে ধর্ম্মপাল, বৃহস্পতিকেও উপহাস করিয়াছিলেন।২।

পত্নীচ্ছানাম তস্যাসীদিচ্ছেবান্তর্বিবর্ত্তিনী।
নিসর্গ নির্ম্মল স্নিগ্ধা কান্তিশ্চন্দ্রমসো যথা ॥৩॥

অন্বয়ঃ।

তস্য ইচ্ছানাম পত্নী আসিৎ, অন্তর্বিবর্ত্তিনী। ইচ্ছেব। যথা চন্দ্রমসঃ নিসর্গ নির্ম্মল স্নিগ্ধা কান্তিঃ।৩। (৩)

বঙ্গানুবাদ।

সেই ধর্ম্মপালের ইচ্ছানাম্নী পত্নী ছিলেন। তিনি ইচ্ছার ন্যায় রাজার মানসবিহারিণী ছিলেন। তিনি চন্দ্রের স্বভাব-নির্ম্মল-কমনীয় কান্তির ন্যায় লাবণ্যবিশিষ্টা ছিলেন।৩।

বিদ্যাচতুষ্টয় মুখাম্বুরুহাস্য লক্ষ্মা,
নৈসর্গিকোত্তম পদাধরিত ত্রিলোকঃ।
সূনুস্তয়োঃ কমলযোনিরিবদ্বিজেশঃ,
শ্রীদর্ভ পাণিরিতি নামনিজং দধানঃ ॥৪॥

অন্বয়ঃ।

(যঃ) বিদ্যাচতুষ্টয় মুখাম্বুরুহাস্যলক্ষ্মা, নৈসর্গিকোত্তম পদাধরিত ত্রিলোকঃ। তয়োঃ কমলযোনিরিব সূনুঃ দ্বিজেশঃ শ্রীদর্ভ পাণিঃ ইতি নিজং নাম দধানঃ।৪। (৪)

দিকের রাজা ও অপরাজিত। ইহা কবির একটী অলঙ্কার বিশেষ। এই উৎপ্রেক্ষা অর্থালঙ্কারে মহাকবি ভারত গাহিয়াছিলেন,—

চন্দ্র সবে ষোল কলা, হ্রাস বৃদ্ধি পায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায় ॥
ছন্দ—বসন্ততিলক।

(৩) টীকা।—তস্য ধর্ম্মপালস্য ইচ্ছানাম পত্নী আসীৎ, সা অন্তর্বিবর্ত্তিনী মানস ব্যাপার সাধিনী ইচ্ছাইব, মানবাঃ যথা বিনাভিলাষং দৃষ্টাদৃষ্টকার্য্য জাতানি সাধয়িতুং ন শক্নুবন্তি তথা তয়া বিনাপি। নিসর্গেতি যথা চন্দ্রমসঃ কান্তিঃ স্বভাব নির্ম্মলা স্নিগ্ধা চ ইয়মপি-তথেত্যর্থঃ। নৈসর্গিক কমনীয় তয়া চন্দ্র কান্তিরিব সর্ব্বেষামীক্ষণ প্রীতিং জনয়তিস্ম॥ মানুষ যেমন ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া কার্য্যজাত সম্পাদন করে তদ্রূপ ইচ্ছাও রাজার মানসমন্দিরে বিহার করিতেন ও সকল কার্য্যের সহায়তা করিতেন। পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় তাঁহার স্নিগ্ধ শুভ্র কান্তি সকলের মনপ্রাণ হরণ করিত। চন্দ্রমস্ শব্দ ষষ্ঠী চন্দ্রমসঃ, চন্দ্রের। ছন্দ—অনুষ্টুপ্।

(৪) টীকা।—বিদ্যাচতুষ্টয় সম্পন্ন মুখপদ্ম মেবাস্যলক্ষণ যস্য সঃ এতেনাধীত বেদবিদ্যাচতুষ্টয়ত্বং তস্য সূচিতং। নৈসর্গিক যদুত্তম পদং সাম্রাজ্যং তেনাধরিতঃ পরাজিতঃ ত্রিলোকঃ যেন সঃ তথা। তয়োঃ—ধর্ম্মপাল তৎপত্ন্যোঃ সূনু পুত্রঃ ব্রহ্মাইব দ্বিজেশঃ ক্ষত্রশ্রেষ্ঠ শ্রীদর্ভপাণিরিতেনিজংনাম দধানঃ। এই শ্লোকটীর ভাবার্থ এই যে ধর্ম্মপাল ও ইচ্ছার একটী পুত্র হয়, তাহার নাম শ্রীদর্ভপাণি। বেদচতুষ্টয় এই পুত্রের কণ্ঠে ছিল, ইনি চরিত্রবলে সকলকে পরাজিত করিতেন। ইনি ব্রহ্মার ন্যায় ব্রহ্মগুণসম্পন্ন ছিলেন। দ্বিজেশ শব্দ সাধারণতঃ ব্রাহ্মণকেই প্রযুক্ত হয়, কিন্তু পাঠক মনে

বঙ্গানুবাদ।

বেদচতুষ্টয় যাঁহার মুখপদ্মের প্রধান লক্ষণ, যে স্বভাবোত্তম চরিত্রবলে ত্রিলোকও পরাজিত হয়, ধর্ম্মপাল এবং তদীয় পত্নীর পুত্র ব্রহ্মার ন্যায় দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীদর্ভ পাণি নাম ধারণ করিয়াছিলেন।৪।

আরেবাজনকান্মতঙ্গজমদস্তিম্যচ্ছিলা সংহতে-
রাগৌরীপিতুরীশ্বরেন্দুকিরণৈঃ পুষ্যৎসিতিম্নোগিরেঃ।
মার্ত্তণ্ডাস্তময়োদয়ারুণ জলাদাবারিরাশিদ্বয়াৎ,
নীত্যা যস্য ভুবং চকার করদাং শ্রীদেবপালো নৃপঃ ॥৫॥

অন্বয়ঃ।

আরেবা জনকাৎ মতঙ্গজমদস্তিম্যচ্ছিলা সংহতে আগৌরী পিতুঃ পুষ্যৎ সিতিম্নোগিরেঃ ঈশ্বরেন্দু কিরণৈঃ, আবারিরাশিদ্বয়াৎ, মার্ত্তণ্ডাস্তময়োদয়ারুণ জলাৎ যস্য, নীত্যা শ্রী দেবপাল নৃপঃ ভুবং করদাং চকার।৫। (৫)

বঙ্গানুবাদ।

উত্তরে হিমালয়, যাহার প্রস্তর রাশি মত্তমাতঙ্গদিগের মদক্ষরণে সর্ব্বদা আর্দ্রীভূত। যিনি পার্ব্বতীর জনক। যাহার চিরতুষারাবৃত শিখরমালা মহাদেবের ভালোজ্জ্বলিত অর্দ্ধেন্দু কিরণে সতত দেদীপ্যমান। দক্ষিণে নর্ম্মদা নদীর জনক অর্থাৎ বিন্ধ্যপর্ব্বত। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সমুদ্রদ্বয় যাহার বারিরাশি উদয় ও অস্তকালীন সূর্য্য-কিরণে অরুণবর্ণ ধারণ করে, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন আর্য্যাবর্ত্তদেশ শ্রীদেবপালনামক রাজা অধিকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহাকেই লোকে দুর্ভপাণি বলিত।৫।

রাখিবেন, গরুড়স্তম্ভ-লিপি একটী প্রশস্তি অতিশয়োক্তি ইহার প্রধান দোষ। এই শ্লোকে "দ্বিজেশ" দর্ভপাণিকে প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠ (ব্রহ্মক্ষত্রিয়)। ছন্দ বসন্ততিলক।

(৫) টীকা।—আরেবা ইতি। রেবা দাক্ষিণাত্য নদী নর্ম্মদাঃ। সা চ বিন্ধ্যপাদ পরিব্যাপ্ততয়া বিন্ধ্যাচলে তজ্জনকতা উপলক্ষ্যতে আরেবা জনকাৎ বিন্ধ্যাচলাৎ। মতঙ্গজস্য হস্তিনো যো মদস্তেন স্তিম্যতী আর্দ্রীভূতা উপসংহতিঃ প্রস্তর রাশি যস্য তস্মাৎ আগৌরী পিতুঃ গৌর্য্যাঃ পার্ব্বত্যাঃ পিতুর্জনকাৎ। ঈশ্বরস্য শিবস্য ইন্দোরর্দ্ধ চন্দ্রস্য কিরণৈঃ পুষ্যন্ দেদীপ্যমানঃ সিতিমা যস্য তস্মাৎ গিরেঃ হিমালয়াৎ। মার্ত্তণ্ডস্য সূর্য্যস্য অস্তময়োদয়াভ্যাম্ অরুণ বর্ণানি জলানি যস্য বারিরাশিদ্বয়স্য তস্মাৎ আবারিরাশিদ্বয়াৎ পূর্ব্বাপর সমুদ্রাৎ যস্য দর্ভপাণে (দেবপালস্য) রীদৃশীং ভুবং আর্য্যাবর্ত্তরূপাং করদাং চকার স আসীদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ এতেনার্য্যবর্ত্তাধীশ্বরত্বং তস্য সূচিতং। আরেবা জনকাৎ—বিন্ধ্যাচল হইতে। রেবা নর্ম্মদানদী। মেঘদূত পূর্ব্বমেঘ (১৯ শ্লোক) "রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং।"

অর্থাৎ স্বচ্ছসলিলা রেবানদী বিন্ধ্যাচলের উন্নতানত প্রস্তরস্তূপের উপর দিয়া ক্ষীণাঙ্গী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে দেখিবে। স্তিম্যৎ+শিলা=স্তিম্যচ্ছিলা। আর্দ্রীভূত প্রস্তর। আগৌরী পিতুঃ—দুর্গার পিতা হিমালয় হইতে। সিতিম্নোগিরেঃ সিতিমা, সিতিমা অর্থাৎ শুভ্রবর্ণ পর্ব্বত হইতে। আবারিরাশিদ্বয়াৎ উভয়দিগের সাগর হইতে। আর্য্যাবর্ত্তের পরিমাণ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন,—

অসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥২২॥

২য় অধ্যায়। ছন্দ শার্দ্দূলবিক্রীড়িত। ইতি। (ক্রমশঃ)

অপূর্ব্ববার্ত্তা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, ১৩১৯ কাৰ্ত্তিক মাসের ১৯৩ পৃষ্ঠা হইতে)।

সময়-নির্ণায়ক-যন্ত্র বা ঘড়ী ॥৯॥

সময়-নির্ণায়ক-যন্ত্র বা ঘড়ী বর্ত্তমানযুগের অধুনাতন সভ্য-সমাজের একটী প্রধান উদ্ভাবিত পদার্থ-মধ্যে পরিগণিত। অতি প্রাচীন কালে, 'সূর্য্যঘড়ী' 'বালীঘড়ী' 'জলঘড়ী' প্রভৃতির দ্বারা সময় নিরূপণ-ক্রিয়া সুন্দররূপে সমাহিত হইলেও, বর্ত্তমান কালের অনুরূপ ঘটিকাযন্ত্র যে তখন কল্পনার অতীত স্বপ্নের অগোচরছিল, তাহা অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। এখন এদেশে সাধারণতঃ দুইপ্রকার ঘড়ীই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে—এক, ছোট বা ট্যাক্‌ঘড়ী (Watch) এবং অপর বড় বা ক্লকঘড়ী (Clock) কিন্তু এই ক্লকঘড়ী সময়ে সময়ে এমন বৃহদাকারে নির্ম্মিত হয়, উচ্চ-ধর্ম্মমন্দির প্রকাণ্ড অট্টালিকা কি প্রসিদ্ধ প্রাসাদাদির শীর্ষদেশে এরূপ বিরাটকায় ঘড়ী সকল সংস্থাপিত হইয়া থাকে যে, শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। লণ্ডনের পার্লিমেণ্ট (Parliament) মহাসভার ক্লক-টাওয়ার (Clock Tower) নামক তিনশত বিংশতি ফুট বা কিঞ্চিদূন দুইশত সার্দ্ধ ত্রয়োদশ হস্ত উচ্চ অট্টালিকার উপরিভাগে এক প্রকাণ্ড ঘড়ী বিদ্যমান আছে। ঘড়ীটী উৎকৃষ্ট সময় রক্ষক—এক অহোরাত্রে অর্থাৎ মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বড় অধিক চারি সেকেণ্ড এবং কখনও কখনও তিন ও কদাচিত একসেকেণ্ড সময়েরও অল্প তারতম্য বিশিষ্ট ধীর বা দ্রুত গতি Slow and fast হইয়া থাকে। ইহাতে সাধারণ ক্লকঘড়ীর ন্যায় দুই প্রকার দম দিতে হয়, এক প্রকার চলার ও অন্য প্রকার বাজার। এরূপ দম্ দিতে হয় আবার সপ্তাহে দুইবার আর তদ্দ্বারা অর্থাৎ দুই প্রকার দমে দুই বারে যে সময় ব্যয়িত হইয়া থাকে তাহার পরিমাণ ১০ দশ ঘণ্টা ২০ বিংশতি মিনিট! এই ঘড়ীর প্রধান শঙ্কু, বড় বা মিনিটের কাটাটীর দৈর্ঘ্য ১১॥০ সার্দ্ধ একাদশ ফুট বা প্রায় ৮ আট হাত আর বিগ্ বেল (Big Bell) নামক ঘণ্টাটীর ওজন ৩৮০৲ তিনশত আশী মণের ন্যূন নহে!! এই গুরুভার বিরাট ঘণ্টার গভীর নির্ঘোষ বহুদূর হইতেই শ্রুত হয়। গভীর নিস্তব্ধ রাত্রিতে সমগ্র লণ্ডননগর যেন তদ্দ্বারা প্রতিধ্বনিত, শব্দায়মান হইয়া উঠে! এরূপ বৃহদাকার গুরুভার ঘটিকা-যন্ত্র পৃথিবীতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর অপরিজ্ঞাত ভূভাগ ॥১০॥

এই বিশাল ধরিত্রীর প্রায় সর্ব্বাংশেই মানবজাতির গতিবিধি হইয়াছে। বহু য়ুরোপীয় নাবিক ও পর্য্যটক জল ও স্থল পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ ও পর্য্যটন করিয়া প্রায় সকল স্থানের সমস্ত মহাদেশ, দেশ, প্রদেশ, নগর,

পল্লী প্রভৃতির পরিদর্শন ও আবিষ্কার করিয়া আসিয়াছেন। এঅবস্থায় স্বভাবতঃই আমাদিগের মনে এই ধারণা বা বিশ্বাস বদ্ধমূল হইতে পারে যে এখন আর এই পৃথিবীর কোনও অংশ, কোনও দেশ-প্রদেশ, দ্বীপ-উপদ্বীপ প্রভৃতিই মনুষ্যের অগম্য অপরিজ্ঞাত নাই। কিন্তু সে ধারণা বা বিশ্বাস ভ্রমাত্মক কোনও অংশেই যথার্থ নহে। যে হেতু এখনও ভূমণ্ডলের প্রভূত অংশ মনুষ্যসমাজের অজ্ঞাত, অবিদিত রহিয়াছে। সেই অনবগত, অবিজ্ঞাত অংশের পরিমাণ; ত্রয়োবিংশবর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র পৃথিবীর প্রায় অষ্টমাংশ ছিল কিন্তু বহু ব্যক্তির বহুবর্ষব্যাপী প্রাণপণ যত্ন, অনুসন্ধান ও আবিষ্ক্রিয়া ফলে ক্রমশঃ উহার যথেষ্ট ন্যূনতা সংসাধিত হইতে থাকিলেও যাহা অবশিষ্ট আছে—এখনও মেরুপ্রদেশে যে বিশাল ভূভাগ পৃথিবীবাসীর অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে তাহার পরিমাণও অত্যধিক—সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রায় এক-পঞ্চাশৎ অংশের ন্যূন নহে !! পৃথিবীর ৩৯,০০,০০০ উনচত্বারিংশ লক্ষ বর্গ মাইলেরও অধিক ভূভাগ অদ্যাপি মনুষ্যজাতির অপরিজ্ঞাত !!

সর্ব্বপ্রথম রেলপথ ॥১১॥

অধুনা রেলপথে প্রায় সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। এমন দেশ নাই, পৃথিবীর পঞ্চ মহাদেশের মধ্যে এরূপ স্থান দেখিতে পাওয়া যায় না, যেখানে রেলপথ প্রস্তুত না হইয়াছে। রেলপথের উপকারিতা যে কত অধিক তাহা ইহাতেই, রেলপথের এই বিস্তৃতির দেশ ব্যাপকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়। অতএব এহেন মহোপকারী লৌহবর্ত্মের প্রথম সূচনা যে কোথায় হইয়াছে, কোন্ দেশের কোন্ রেলপথ যে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম রেলপথ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য কাহার না আগ্রহ জন্মিয়া থাকে ? সুসভ্য ইংরাজ-জাতিই লৌহবর্ত্মের প্রথম প্রবর্ত্তক সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মাতা আর তাঁহাদিগের দ্বারা প্রস্তুত, মেঞ্চেষ্টার হইতে লিভারপুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে রেলপথ, তাহাই এই পৃথিবীর আদি বা প্রথম রেলপথ। এই রেলপথে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে প্রথম গাড়ী চলিতে আরম্ভ হয়।

গীত, বাদ্যাদির পারিশ্রমিক ॥১২॥

পাশ্চাত্য দেশে গায়ক, বাদক ও অভিনেতা অভিনেত্রীগণ যেরূপ অত্যধিক পারিশ্রমিক বা মূল্য লাভ করিয়া থাকেন, সেরূপ আর কোনও দেশেই নহে। এদেশে বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশে তাহা একরূপ কল্পনার অতীত, স্বপ্নের অগোচর বলিলেও বোধ হয় অধিক বলা হয় না। কেবল মাত্র এক মিনিটকাল সঙ্গিতালাপ করিয়া, ম্যাডাম্ টিট্রাজিনী, ম্যাডাম্ মেল্বা এবং ম্যাডাম্ পেটী যথাক্রমে ১৮০ একশত আশী, ২১০ দুইশত দশ এবং ৩০০ তিনশত টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন ! এক সময়ে দুই, তিনটী মাত্র গান গাহিয়া কুবেলিক্ ২,৭০০ দুই হাজার সাতশত টাকা পারিশ্রমিক পাইয়াছিলেন !! প্যাডিরিউস্কী এক সময়ে মাত্র বিংশতি মিনিটকাল বাদন করিয়া ৮,০০০ অষ্টসহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন

করেন!! এক এক রাত্রি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া ম্যাক্‌রিডী ৭৫০, সাত শত পঞ্চাশ, শ্রীমতী সিডন ৭৫০, সাত শত পঞ্চাশ, ক্যাম্বোল ৯০০, নয় শত, গ্যারিক্ ১,৫০০, এক হাজার পাঁচ শত, আভী ১,৮০০, এক হাজার আট শত, ককেলিন্ ২,১০০, দুই হাজার এক শত এবং শ্রীমতী সারাবার্নার্ড ৩,০০০, তিন হাজার টাকা লাভ করিয়াছেন! প্রতি সপ্তাহের অভিনয়ে মিস্‌কিসী, লক্‌টাস্ ও মড্‌এলান ৪,৫০০, চারি হাজার পাচ শত, লিটলটিস্ ৭,৫০০ সাত হাজার পাচ শত টাকা পাইয়াছিলেন। মিষ্টার হাবিল্‌ডার অভিনয় করিয়া সপ্তাহে ১২,০০০ দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা পাইয়া থাকেন!! প্রতীচ্য দেশবাসীর সঙ্গীতানুরাগ যে কিরূপ প্রবল, কতদূর অনন্য-সাধারণ তাহা এই অত্যধিক পারিশ্রমিক প্রাপ্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়!

দেশভেদে সময়ভেদ ॥১৩॥

এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই, সকল দেশেই একদিনে এক বার,—একদিনে এক তারিখ—ইহাই সকলের ধারণা, এইরূপ সমস্ত লোকের বিশ্বাস। কিন্তু তাহা ঠিক নহে - পৃথিবীর অনেক স্থানে একদিনে এক বার, এক তারিখ হইলেও, কয়েকটী মাত্র দেশে বারের ও তারিখের বিভিন্নতা, ন্যূনতা পরিলক্ষিত হয়। সেই ন্যূনতা আবার একদিনের, দুই দিনের নহে,—একেবারে দ্বাদশ দিনের! এ পার্থক্য কিন্তু পূর্ব্বে ছিল না—পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বার ও তারিখের সামঞ্জস্য ছিল, একদিনে এক বার ও তারিখ বলিয়াই গণ্য হইত। তার পর ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কিছু কিছু পার্থক্য ঘটিতে ঘটিতে, শেষে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এই দ্বাদশ দিবসের ন্যূনতা সংঘটিত হইয়াছে! ইউরোপের যে সকল দেশে গ্রিক্-চর্চ্চ (Greek Church) ধর্ম্মমত প্রচলিত, সেই সকল দেশে অর্থাৎ গ্রিস্ ও রুসিয়া প্রভৃতি রাজ্যেই এই ন্যূনতা বিদ্যমান!! এ জন্য গ্রিস্ ও রুসিয়ার লোকে যে দিবসকে ১লা জানুয়ারী বলিয়া স্থির করেন, ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা সেই দিবসকে ১৩ই জানুয়ারী বলিয়াই গণ্য করিয়া থাকেন!! (ক্রমশঃ)

শ্রীঅঘোরনাথ বসু।

ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন।

(প্রশস্তি পাঠ)।

শ্রীপরাক্রমমূলস্থ। ছত্রচিহ্ন।

নি

ওঁ স্বস্তি।

বভূব রাঢ়াধিপ-লব্ধজন্মাতিগ্মাংশু-চণ্ডো নৃপবংশকেতুঃ।

শ্রীধূর্ত্তঘোষো নিশিতাসিধারানির্ব্বাপিতারিব্রজ-গর্ব্বলেশঃ ॥১॥

অন্বয়ঃ।

(যেন) নিশিতাসিধারানির্ব্বাপিতারিব্রজ-গর্ব্বলেশঃ (স) তিগ্মাংশুচণ্ডঃ, নৃপবংশকেতুঃ শ্রীধূর্ত্তঘোষঃ রাঢ়াধিপ লব্ধজন্মা বভূব। ১। (১)

বঙ্গানুবাদ।

যাঁহার শাণিত অসিধারায় শত্রুকুলের গর্ব্বলেশ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় যাঁহার প্রতাপ, সেই নৃপকুলকেতন শ্রীধূর্ত্তঘোষ রাঢ়দেশের অধিপতি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১।

---

(১) বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের "সাহিত্য" হইতে আমরা প্রশস্তি পাঠ সংকলিত করিলাম। প্রশস্তিমুদ্রণে যে কয়েকটী ভ্রম সাহিত্যে হয়, আষাঢ়ের সংখ্যায় তাহা সংশোধিত হইয়াছে। আমরা সংশোধিত পাঠই উদ্ধৃত করিলাম। প্রতিভায় গত আষাঢ় সংখ্যায় ১৩৩ পৃষ্ঠায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় বলিতেছেন "তাম্রশাসনের শীর্ষদেশে "শ্রীপরাক্রম-মূলস্থ" এবং তন্নিম্নে "নি" এই কয়েকটী অক্ষর উৎকীর্ণ আছে এবং (শ্রীপরাক্রম মূলস্থ পদের দক্ষিণে) একটী ছত্রচিহ্ন খোদিত আছে ইহাই মুদ্রা (মোহর) বলিয়া প্রতিভাত হয়। "শ্রীপরাক্রম মূলস্থ" শব্দ কাহাকে সূচিত করিতেছে লিপি মধ্যে তাহা উল্লিখিত নাই। তাহা মহামাণ্ডলিকের পরাক্রমের মূল সার্ব্বভূম রাজাধিরাজকে সূচিত করিতেছে কি না সুধীগণ তাহার বিচার করিবেন।" আমরা মনে করি যে ছত্রচিহ্ন মহামাণ্ডলিকের উপরিস্থ রাজাধিরাজকে নির্দ্দেশ করিতেছে। মূল তাম্রশাসনে যে সকল স্থান লুপ্ত হইয়াছিল, এবং যাহা পণ্ডিত বাচ্চা ঝা মৈথিল অক্ষরে লিপিবদ্ধ করেন, তন্নিম্নে আমরা সরল রেখা অঙ্কিত করিলাম। মূল প্রশস্তিতে ঐ সকল কথা ছিল কিনা তাহা কে বলিতে পারে? লব্ধজন্মা—উপার্জ্জিত জন্ম যাঁহার, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফল সূচিত করিতেছে। তিগ্মাংশু, চণ্ডাংশু ইত্যাদি সূর্য্যের একার্থবোধক। চণ্ড ও তিগ্ম অর্থে তীক্ষ্ণ। রাঢ়াধিপের নাম ধূর্ত্তঘোষ কেন হইল? ধূর্ত্ত শব্দের সাধারণ অর্থ শঠ প্রবঞ্চক ইত্যাদি ইহার অন্যার্থ দ্যূতক্রীড়ায় নিপুণ, ইহা দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব সূচিত করিতেছে। রাজসাহী হইতে শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ

আসীত্ততোপি সমরব্যবসায়সারবিস্ফূর্জ্জিতাসি-কুলিশ-ক্ষত-বৈরিবর্গঃ।
শ্রীবালঘোষ ইতি ঘোষ-কুলাব্জজাতমার্ত্তণ্ড-মণ্ডলমিব প্রথিতঃ পৃথিব্যাং ॥২॥

অন্বয়ঃ।

ততঃ অপি সমরব্যবসায়সারবিস্ফূর্জ্জিতাসি-কুলিশ-ক্ষত-বৈরিবর্গঃ, ঘোষ-কুলাব্জজাতমার্ত্তণ্ড মণ্ডলমিব প্রথিতঃ পৃথিব্যাং শ্রীবাল ঘোষ ইতি আসীৎ। ২। (২)

বঙ্গানুবাদ।

তাঁহা হইতে শ্রীবাল ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সমরের মূল উপাদান তদীয় প্রদীপ্ত অসি, যাহার বজ্রপ্রহারে শত্রুকুল ক্ষত-বিক্ষত হইত। এবং যিনি ঘোষকুল কমল সমূহ মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল বলিয়া পৃথিবীতে প্রথিত হইয়াছিলেন। ২।

তস্যাবভদ্ধবলঘোষ ইতি প্রচণ্ড দণ্ডঃ সুতো জগতি গীত-মহাপ্রতাপঃ।
যেনেহ যোধ-তিমিরৈকদিবাকরেণ বজ্রায়িতং প্রবল-বৈরি কুলাচলেষু ॥৩॥

অন্বয়ঃ।

তস্য প্রচণ্ড দণ্ডঃ জগতি গীত মহাপ্রতাপঃ ধবলঘোষ ইতি সুতঃ অভবৎ। ইহ যোধ তিমিরৈক দিবকরেণ যেন প্রবল বৈরি কুলাচলেষু বজ্রায়িতম্ ॥ ৩। (৩)

চৌধুরী মহাশয় লিখিতেছেন—"মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন প্রকাশিত হইবার পর আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। "জনৈক কায়স্থ আপন নাম অপ্রকাশিত রাখিয়া অমৃতবাজার পত্রিকায় একটী আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে—"শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের ইছাই গোয়ালা এবং তাম্রশাসনের ঈশ্বর ঘোষ অভিন্ন ব্যক্তি হইবার বাধা কি?" শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত পাঁচালী গ্রন্থ। যদিও কেহ কেহ তাহাকে ইতিহাস বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন তথাপি তাহার আদৌ ঐতিহাসিক মূল্য আছে কি না জানি না। তাহাতে যে ইছাই গোয়ালার আখ্যায়িকা আছে, সেই ইছাই ঘোষের পিতা সোমঘোষ রাজকর পরিশোধে অসমর্থ হইয়া রাজপুরুষগণের নিকট লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে তাম্রশাসনের ঈশ্বর ঘোষ রাজবংশপ্রসূত, ধবল ঘোষের পুত্র এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ রাঢ়াধিপতি ছিলেন। এমতস্থলে উভয়ে একই ব্যক্তি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। ছন্দ—ইন্দ্রবজ্রা।

(২) সমরব্যবসায় সারঃ—এই পদটী অসির বিশেষণ। শত্রু বশীকরণ জন্য রাজাদিগের ভেদাদি যে উপায় আছে তন্মধ্যে দণ্ডই তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল। তিনি তাঁহার সুতীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা এই দণ্ড বিধান করিতেন। ভেদাদি কূটনীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। বিস্ফূর্জ্জিত—বজ্রের ন্যায় নির্ঘোষসম্পন্ন। ঘোষকুলাব্জজাত ঘোষকুলের পদ্মসমূহ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মনীষাসম্পন্ন মহাত্মাগণের মধ্যে। ছন্দ—ইন্দ্রবজ্রা।

(৩) বৈরিকুলাচলেষু—ভারতের নানাস্থানে ৭টী কুলপর্ব্বত আছে; প্রত্যেকে পর্ব্বতশ্রেণী, যথা সহ্যদ্রি, বিন্ধ্যগিরি, মলয়পর্ব্বত, শুক্তিমান্, ঋক্ষমালা, মহেন্দ্র পর্ব্বত, (হিমালয়ের অংশবিশেষ) এবং পারিক্ষাত্র। সৃষ্টির আদি হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এই কুলপর্ব্বত সকল সমভাবে দণ্ডায়মান আছে। ইহারা অবিনাশী কেবল মধ্যে মধ্যে বজ্রপতনে বিদীর্ণ য়। ছন্দ—বসন্ততিলক।

বঙ্গানুবাদ।

তাঁহার প্রচণ্ড শাসনশালী ধবলঘোষনামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তদীয় প্রবল প্রতাপ জগতীতলে গীত হইত। তিনি শত্রুসেনা ধ্বান্তরাশিকে দিবাকরের ন্যায় বিনাশ করিতেন। এবং প্রবল বৈরিকুল-পর্ব্বতের নিকট বজ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেন। ৩।

ভবানীবাপরা মূর্ত্ত্যা সীতে ব চ পতিব্রতা।

সদ্ভাবা নাম তস্যাভূদ্ ভার্য্যা পদ্মেব শার্ঙ্গিণঃ ॥৪॥

অন্বয়ঃ।

সীতেবপতিব্রতা, শার্ঙ্গিণঃ চ (ভার্য্যা) পদ্মেব, মূর্ত্ত্যা অপরা ভবানী ইব তস্য সদ্ভাবা নামঃ ভার্য্যা অভূৎ।৪। (৪)

বঙ্গানুবাদ।

সীতার ন্যায় পতিব্রতা, বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীর ন্যায় এবং গৌরীর দ্বিতীয় মূর্ত্তির ন্যায় সদ্ভাবা-নাম্নী তাঁহার ভার্য্যা ছিল ॥৪॥

তস্যা ঈশ্বরঘোষ এষ তনয়ঃ সপ্তাংশুধামা জয়ত্যেকো-

দুর্দ্ধর-সাহসঃ কিমপরং কান্ত্যা জিতেন্দ্রদ্যুতি।

যস্য প্রোর্জ্জিত-শৌর্য্যনির্জ্জিত-রিপোঃ প্রৌঢ়-প্রতাপশ্রুতেরাস্য-

স্বাপ্পজলপ্রণালমলিনং শত্রুস্ত্রিয়ো বিভ্রতি ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।

তস্যা দুর্দ্ধর সাহসঃ সপ্তাংশুধামা, অপরং কিম্, কান্ত্যা জিতেন্দ্রদ্যুতিঃ এষ এক তনয়ঃ ঈশ্বরঘোষঃ জয়তি। শত্রুস্ত্রিয়ঃ যস্য প্রোর্জ্জিত শৌর্য্য নির্জ্জিতরিপোঃ প্রৌঢ় প্রতাপ শ্রুতে বাষ্পজল প্রণাল মলিনং আস্যং বিভ্রতি ॥ ৫। (৫)

বঙ্গানুবাদ।

সেই ভার্য্যার গর্ভে দুর্দ্ধর্ষ সাহস, সূর্য্যের ন্যায় বীর্য্যবান্ এই ঈশ্বর ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। অধিক কি বলিব, দৈহিক লাবণ্যপ্রভায় তিনি ইন্দ্রের কান্তি-প্রভাকে পরাভূত করিয়াছিলেব। তাঁহার দিগন্তপ্রসারিত, শত্রুগণের বীর্য্য-বীনাশকারী পূর্ণপ্রতাপ শ্রবণে শত্রুরমণীগণ অশ্রুধারায় মলিন বদনমণ্ডল ধারণ করিতেন। ৫।

(৪) ছন্দ অনুষ্টুপ্, অর্থ সহজ। ঈশ্বর ঘোষের মাতার গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে। সীতা যেমন সুখ-দুঃখে রামময়জীবিতা ছিলেন। সদ্ভাবা সেই প্রকার পতিব্রতা ছিলেন। তিনি গৌরীর ন্যায় লাবণ্যময়ী ও পদ্মালয়া লক্ষ্মীর ন্যায় ভাগ্যবতী ছিলেন।

(৫) সপ্তাংশুধামা—শাস্ত্রে কথিত আছে সূর্য্যের ৭টি কিরণ। চারিদিকে ৪টী, উর্দ্ধে এক ও নিম্নে এক ও মধ্যদেশে এক। উক্ত সাতটী রশ্মির আধার বলিয়া সূর্য্যকে সপ্তাংশুধাম বলিয়া থাকে। প্রণাল—ধারা। প্রোর্জ্জিত—সম্প্রসারিত। ছন্দ—শার্দ্দূল বিক্রীড়িত।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ।

১। রৌপ্যপদক পুরস্কার।—বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার 'বিবাহব্যয় সংক্ষেপ বিষয়ক প্রস্তাবের পোষকে, 'পণপ্রথার অপকারিতা' সম্বন্ধে যে কায়স্থছাত্রের প্রবন্ধ সর্ব্বোচ্চোস্থান অধিকার করিবে, তাঁহাকে রৌপ্যপদক পারিতোষিক প্রদান দ্বারা উৎসাহিত করা হইবে। আগামী ৩০শে আশ্বিন মধ্যে প্রবন্ধ নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর হস্তগত হওয়া চাই। লেখক স্পষ্টাক্ষরে নাম ধাম লিখিবেন। প্রবন্ধের উৎকৃষ্টাপকর্ষ বিচারভার শ্রীযুক্ত গোষ্টবিহারী মজুমদার এম, এ, হেডমাষ্টার, শ্রীযুক্ত মুকুন্দনাথ ঘোষ বি, এল, ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ, রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক মহাশয়গণের উপর অর্পিত হইল। প্রবন্ধ সাধারণ চিঠির কাগজের বার পৃষ্ঠার অধিক না হয়। কাগজের একপৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। মনোনীত প্রবন্ধটী কয়েকখানি মাসিক এবং সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হইবে, ও পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া কায়স্থ-ছাত্রগণের মধ্যে বিতরিত হইবে। লেখকগণ অপরের সাহায্য না লইয়া প্রবন্ধ লিখিবেন, এবং অন্যের বিনা সাহায্যে লিখিয়াছেন এই মর্ম্মে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা কলেজের একজন অধ্যাপকের সার্টিফিকেট পাঠাইবেন। আগামী গুডফ্রাইডের বন্ধের সময় উল্লিখিত সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে যে সভা আহূত হইবে ঐ সভায়, সম্পাদককর্ত্তৃক পদক প্রদত্ত হইবে।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী।
ঘোড়ামারা, রাজসাহী।—

২। কায়স্থোপনয়ন।—মণিপাড়া কোন্নগর হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিতেছেন,—বর্ত্তমান ১৩২০ সালের, বিগত ২৮শে বৈশাখ, রবিবারে হুগলি জেলার অন্তঃপাতী কোন্নগরগ্রামে, মন্দির-বাটীর ৺কালীবাটীতে, স্বধর্ম্মনিরত, কায়স্থ শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্রের ৩৬ বৎসর বয়সে, ও তদীয় তৃতীয় সহোদর শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ মিত্রের ৩৩ বৎসর বয়সে শুভ উপনয়নসংস্কার সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ ঘটক ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী, মহাশয়দ্বয় কর্ত্তৃক আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। মিত্রকুলপঙ্কজ-রবি নন্দবাবুর জয় হউক। ইতি

৩। কাশীমবাজার রাজষ্টেটের তহশিলদার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় মহাশয় ধুবড়ী অন্তর্গত পাঠামারি মাদারগঞ্জ কাছারি হইতে লিখিতেছেন—কাশিমবাজারাধিপতি শ্রীল-শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর শ্রীল শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুরের জন্মদিন ২০শে জুন ৬ই আষাঢ় শুক্রবার তরফ বল্লভার খাসের পাটশালাসমূহের ছাত্র-বৃন্দকে সন্দেশ মেঠাই পরিতোষরূপে ভূরিভোজন করাইয়া লাট-দম্পতীর দীর্ঘজীবন ও মঙ্গলকামনায় জয়-গীতি করাইয়াছেন।

৪। কায়স্থোপনয়ন।—রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পাটুলগ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন,—

"২১শে বৈশাখ, ১৩২০। রাজসাহী জেলার নাটোর সবডিভিসনের অন্তর্গত বাঁশীলাগ্রামে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ হোড় মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে নিম্নলিখিত বারেন্দ্র কায়স্থগণ কলিকাতা কায়স্থসভার আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন স্মৃতিরঞ্জন মহাশয়ের আচার্য্যত্বে যথাশাস্ত্র যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক উপনয়ন গ্রহণ কবিয়াছেন :—শ্রীযুক্ত কেদাবনাথ মজুমদার, জয়ধন মজুমদার সাকিন পাটুল, যতীন্দ্রনাথ দত্ত সাং ঠাকুরলক্ষ্মীকোল; জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ হোড় ডাক্তার সাং বাঁশিলা। উক্ত কেন্দ্রে বাঁশিলা, পাটুল, পিপরুল, প্রভৃতি গ্রামের উপবীতি অনুপবীতি কায়স্থগণকে নিমন্ত্রণ কবা হয়। সকল গ্রাম হইতেই তাঁহাবা যথাসময় পৌঁছিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন।"

৫। কায়স্থোপনয়ন।—জেলা মাইমনসিংহ হইতে আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন গুহ রায় এম এ, বি-এল মহাশয় লিখিতেছেন—"উক্ত নগরে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহাত্মাগণ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরকুমার ঘোষ সাং উজীরপুর, বরিশাল। ২ জিতেন্দ্রনাথ গুহ সাং মালখানগর। ৩। বিভুকুমার গুহ ব্রাহ্মণগাঁও। ৪। শচীন্দ্রনাথ গুহ। ৫। বীরেন্দ্রলাল গুহ। ৬। ধীরেন্দ্রলাল গুহ। ৭। ররবীন্দ্রলাল গুহ। ৮। রোহিণীকুমার বসু সাং বজ্রযোগিনী।

চট্টগ্রামে কায়স্থসভা।—বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ন ৩ টার সময় শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা মহাশয়ের চন্দনপুরাস্থ বাটীতে উক্ত নামধেয় প্রথম সভা চট্টগ্রাম সহরে প্রতিষ্ঠিত হইল।

সভ্যমহাশয়দিগের নাম।

শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা, বি, এল। সভাপতি।
" প্রসন্নকুমার দত্ত দেববর্ম্মা গবর্ণমেণ্ট পেন্সেনার, সাং ডেঙ্গাপাড়া। সম্পাদক
" বিপিনবিহারী চৌধুরী বি, এল, সাং ধলঘাট।
" নগেন্দ্রকুমাব দাস বি, এল, সাং ধলঘাট, সহযোগী সম্পাদক।
" রাজচন্দ্র দত্ত, সাং ছনহরা।
" মহিমচন্দ্র দাস, সাং ভাটিখাইন।
" উমেশচন্দ্র দত্ত, সাং কোকদণ্ডী।
" হরিশচন্দ্র বিশ্বাস, সাং কেলীসহর। সহকারী সম্পাদক
" নিশিচন্দ্র মজুমদার, সাং আমিরাবাদ।
" যাত্রামোহন বিশ্বাস দেববর্ম্মা, সাং গৈবলা। কোষাধ্যক্ষ
" প্রাণকৃষ্ণ বল সাং ধোরলা। সহকারী কোষাধ্যক্ষ
" কালীপদ সিংহ, সাং পাটনীকোঠা।
" সারদাচরণ চৌধুরী, সাং পাটনীকোঠা।
" ক্ষেমেশচন্দ্র ঘোষ সাং পাটনীকোঠা।
" প্রসন্নকুমার দত্ত, সাং কোকদণ্ডী।
" অপর্ণাচরণ দত্ত, সাং ঐ
" জগবন্ধু গুহ দেববর্ম্মা সাং চক্রশালা।
" নবীনচন্দ্র গুহ দেববর্ম্মা সাং ঐ

সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত তিনটী প্রস্তাব গৃহীত হইল।

১ম প্রস্তাব—হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী কায়স্থগণ

যে প্রকৃত ক্ষত্রিয়বর্ণ তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত, অস্মদ্দেশীয় কায়স্থগণ কোন বিশেষ কারণে অনেক বৎসর যাবৎ সাবিত্রী গ্রহণ করেন নাই। সাবিত্রীবর্জ্জিত অবস্থায় এ দেশীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়োচিত আচার এবং ক্রিয়াদি সম্পাদন করিতে অসমর্থ হইয়া স্বধর্ম্মোচিত কার্য্যাদি করিতেছেন না বিধায় এই সভা সাবিত্রী গ্রহণ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া নিদ্ধারণ করিতেছেন এবং এতদ্দেশীয় সমস্ত কায়স্থমহোদয়গণকে সাবিত্রীগ্রহণের জন্য সবিনয়ে আহ্বান ও অনুরোধ করিতেছেন।

২য় প্রস্তাব—অসমর্থ ক্ষত্রিয়-কায়স্থগণকে সাবিত্রীগ্রহণ উপলক্ষে সাহায্যার্থে চট্টগ্রাম ক্ষত্রিয়-কায়স্থ-ভাণ্ডারনামক একটী ভাণ্ডার স্থাপিত হওয়া নিতান্তই প্রয়োজনবিধায় অদ্যই ঐ ভাণ্ডারের সূচনা হইল। এই সভার সভ্যগণ স্বকীয় সামর্থ্যানুযায়ী বার্ষিক উর্দ্ধসংখ্যা ৩৲ তিন টাকা করিয়া এই ভাণ্ডারে জমা দিবেন ও অপর ক্ষত্রিয়কায়স্থগণ হইতে এতদুপলক্ষে অর্থসাহায্য পাওয়ার জন্য যত্নপর হইবেন।

৩য় প্রস্তাব—অত্র ক্ষত্রিয়-কায়স্থ-সভার শাখা-সমিতি প্রত্যেক গ্রামে স্থাপন করার জন্য চট্টগ্রামস্থ ক্ষত্রিয় কায়স্থগণকে এই সভা অনুরোধ করিতেছে।

৭। ঢাকা জিলান্তর্গত মুন্‌সিগঞ্জ হইতে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ চন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—"বিগত ২রা শে আষাঢ় বিক্রমপুর রাউৎভোগগ্রামে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ মহাশয় বাটীর কেন্দ্রে, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আচার্য্যত্বে উক্ত গুহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বঙ্কিমচন্দ্র গুহ যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন।"

৮। কন্যাভারগ্রস্থ কায়স্থমহাত্মাগণ পাত্র অভাবে ও পাত্র-মহাশয়গণ শিক্ষিতা পাত্রী অভাবে অনেক সময়ে, সুবিস্তীর্ণ বঙ্গদেশে, ব্যতিব্যস্ত হন। তাঁহাদের উপকারার্থে সমাজসেবিকা আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা বিনামূল্যে পাত্র ও পাত্রীর বিবরণ বিজ্ঞাপন স্তম্ভে মুদ্রিত করিতে প্রস্তুত আছে। গ্রাহকমহোদয়গণ কায়স্থ-সমাজের সকলকেই এই বিষয় জানাইবেন। আমাদের নিবেদন বিজ্ঞাপনটী যতদুর সম্ভব কম অক্ষরে লিখিবেন।

৯। কায়স্থোপনয়ন।—জিলা রাজসাহী, নাটোরান্তর্গত পাটুলগ্রামে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দেব মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থমহাত্মাগণ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দেব, বয়স ৫৫ বৎসর। সুরেন্দ্রনাথ দেব, মাধবচন্দ্র দেব বয়স ৫৫ বৎসর। আনন্দচন্দ্র সেন, বয়স ৭৬ বৎসর। বৈদ্যনাথ দত্ত, বয়স ৬২ বৎসর। রাজকুমার মজুমদার, বয়স ৭০ বৎসর। ললিতমোহন দেব। সতীশচন্দ্র দেব। প্যোরিমোহন দাস। মহেশচন্দ্র পাইন বয়স ৬০ বৎসর। সর্ব্বসাকিন পাটুল। শ্রীযুক্ত হরমোহন কুণ্ড, বয়স ৬০ বৎসর। হরেন্দ্রনারায়ণ কুণ্ড, বয়স ৪৫ বৎসর। কিশোরীমোহন দাস। সতীশচন্দ্র চাকী। ভিক্ষুনাথ দেব। চন্দ্রনাথ দেব। সর্ব্বসাকিন সেনভাগলক্ষ্মীকোল। শ্রীযুক্ত রাধিকানাথ দত্ত বয়স ৬৬ বৎসর। নরেন্দ্রনাথ দত্ত। সর্ব্বসাকিন ঠাকুরলক্ষ্মীকোল শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দেব, বয়স ৫৫ বৎসর। গোবিন্দচন্দ্র সরকার। গোকুলানন্দ দেব। সর্ব্বসাকিন পিপ্‌রুল। বাঁসিলা নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ হোড় দেববর্ম্মা মহাশয় যিনি উক্ত সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন তিনি লিখিতেছেন—"রাজসাহী জিলান্তর্গত কোনও কেন্দ্রে একযোগে এতগুলি বয়োবৃদ্ধ কায়স্থ কখনও উপবীতী হন নাই। আশা করি রাজসাহীবাসী কায়স্থবৃন্দ অচিরাৎ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করতঃ রাজসাহীর শূদ্রাপবাদ মোচন করিবেন ইতি।

সম্পাদক।

বৈবাহিক প্রসঙ্গ।

১। দক্ষিণ রাঢ়ীয় ভরদ্বাজ গোত্র কোণার পালিত বংশীয় একটী পাত্রীর নিমিত্ত একজন শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, মধ্যবিত্ত, অবস্থার পাত্রের প্রয়োজন। পাত্রীর পিতা যে কোনও শ্রেণীতে বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছেন। পাত্রীর পিতা অথবা অভিভাবকদিগের মতানুযায়ী বিবাহ প্রাচীনমতে অথবা ক্ষত্রিয়াচারে হইতে পারিবে। কন্যার বয়স দ্বাদশ বৎসর, তিনি বাঙ্গলা ভাষায় উত্তমরূপ ও ইংরাজী ভাষায় সামান্যরূপ শিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষা। কন্যা সুন্দরী ও অবয়ব সুগঠিতা। বিবাহপ্রার্থীগণ আমার নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

২। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের দৌহিত্রীর জন্য একটী পাত্রের প্রয়োজন। কন্যাটী সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দেববর্ম্মা সরকার।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার

নূতন নিয়মাবলী।

১। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার বার্ষিক মূল্য পোষ্টেজ সহিত সদর ও মফঃস্বল ১॥০ মাত্র ভিঃ পিঃ ডাকে ১॥/০ মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য পোষ্টেজ সহিত ৵৫।

২। পত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইবার সংবাদ সেই মাসের শেষ দিনের মধ্যে না পাঠাইলে আমরা সেই সংখ্যা পুনঃ পাঠাইতে দায়ী থাকিব না। এই সময়ের পরে সংবাদ দিলে উহার মূল্য ৵৫ হিসাবে প্রতি সংখ্যার জন্ম দিতে হইবে।

৩। কোনও গ্রাহক স্থানান্তরিত হইলে তাহার সংবাদ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ না দিলে পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে আমরা দায়ী থাকিব না। অল্প দিনের জন্ম স্থানান্তরিত হইলে পূর্ব্ব স্থানীয় পোষ্টাফিসকে জানাইলেই চলিবে।

৪। যিনি যে মাসে গ্রাহক হউন, সেই বৎসরের প্রথম অর্থাৎ বৈশাখ মাস হইতে, তাঁহাকে গ্রাহক হইতে হইবে। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় পত্রাদিতে ও টাকা পাঠাইবার সময় মণিঅর্ডার কুপনে নাম ধামাদি স্পষ্টরূপে লিখিবেন। এক নামে একের অধিক গ্রাহক থাকায় গ্রাহকের নম্বরটী দিলে আমাদের সুবিধা হয়।

৫। মনিঅর্ডারে "কার্য্যাধ্যক্ষ আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা ১নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট" এই ঠিকানায় লিখিবেন। ব্যক্তি বিশেষের নাম দিবার আবশ্যক নাই।

৬। পত্রাদি প্রবন্ধাদি, ও বিনিময় পত্রিকাদি "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা সম্পাদক ১নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট" ঠিকানায় লিখিবেন।

বর্ত্তমান আশ্বিন মাসে কোনও গ্রাহক মহোদয়ের নিকট ভিঃ পিঃ হইল না। এই মাসে আমাদের বহু অর্থের প্রয়োজন। যিনি দয়া করিয়া যাহা পাঠাইবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। সম্পাদক।

সূচীপত্র।

১৩২০ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন মাস।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

কলিকাতা

১ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, প্রতিভা প্রেস,
শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
সন ১৩২০ সাল।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

আশ্বিন মাস, ১৩২০।

শ্রীশ্রীশারদোৎসব।

বোধন।

ওঁ ভূ ভু্র্বঃ স্ব মহালক্ষ্ম্যৈচ বিদ্মহে সর্ব্ব শক্ত্যৈচ ধীমহি।
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ॥

মা গো,

বিপদ-সাগরে নিমগ্ন সন্তান "মা মা" ব'লে যবে ডাকে।
সে রব শ্রবণে পশিলে, জননী নীরব কভু কি থাকে?
ভোজনে অথবা শয়নে স্বপনে,
সন্তানের কথা জননীর মনে,
জাগে অনুক্ষণ, জানে সর্ব্বজনে,—
পশু কিংবা পাখী, করুণ ক্রন্দনে আহ্বানে যখনি মাকে,
শত কাজ ফেলি দ্রুত ধেয়ে আসে কাতর ছেলের ডাকে।

(২)

জগজ্জননি, তুই কি পাষাণী?—তোর চ'খে এত ঘুম!
সন্তানের মাঝে এদিকে লেগেছে মরণের মহাধূম।

ছেলে মেয়ে তোর দেখ শত শত,
আত্মহীন ঠিক অনাথের মত,
"মা মা" বলি সবে কাঁদিতেছে কত,
পশে না কি তোর কাণে?
ত্রিলোক-ঈশ্বরী জননী থাকিতে,
কে করে সাহস এত দুঃখ দিতে ?
ক্ষুদ্র দামোদর হাসিতে খেলিতে
সর্ব্বস্ব লইল বানে!
সেই সর্ব্বনেশে জলের হুঙ্কার,
প্রাণভীত পশু শিশুর চীৎকার,
বুক ভাঙ্গা সেই ঘোর হাহাকার,
শুনিলে না তুমি একবার কাণে,—একি মা তোমার ঘুম ?
কার আজ্ঞাবলে তোমার বাঙ্গালা,—হ'য়ে গেল মরুভূম !

(৩)

কাঙ্গালী বাঙ্গালী কি করেছে কালি ! তোমার চরণে দোষ ?
যাহার তরেতে তা'দের পরেতে করেছ এমন রোষ!
অথবা মা তুমি কাল-স্বরূপিণী,
ভীম ভৈরবের হৃদয়মোহিণী,
শবাসনা শ্যামা শ্মশানরঙ্গিণী ;
শ্মশান ভূমিতে ধে ধেই নাচিতে সদা তব পরিতোষ!
তাই চামুণ্ডার জিহ্বার সমান,
দেশব্যাপি এই বহাইলে বান,
সোনার বাঙ্গালা করিলে শ্মশান ;—
ক্ষম ক্ষেমঙ্করি, কর সংবরণ সন্তোষ অথবা রোষ ;
অবোধ আমরা করিতেছি মা গো নিত্য নিত্য কত দোষ,
লক্ষ অপরাধে মা কি কভু করে ছেলের উপরে রোষ ?

(৪)

লক্ষ পুত্রকন্যা কাঁদিতেছে তব শুনগো জগদীশ্বরি,
জাগৃহি, জাগৃহি, ওগো মহামায়া, মায়া-নিদ্রা পরিহরি ;
ভীমা চামুণ্ডার অট্ট অট্ট হাস,
হেরিয়া হৃদয়ে পাইয়াছি ত্রাস,
পুরাও অভাগা সন্তানের আশ,

দেখাও তোমার অভয়া মূরতি জননি করুণা করি,
সেই তব "সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ সৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।"

(৫)

"সে হাসি ফুটিলে অধরে তোমার ঝরিবে অমিয় সুধার ধারা,
শস্যরাজি স্থলে, শতদল জলে, সুনীল আকাশে ফুটিবে তারা;
শত ফুল ফুল শোভি মনোহর,
প্রকৃতি পরিয়া দুকুল অম্বর,
সুমৃণাল ভুজে কাশের চামর
লইয়া তোমারে করিতে বীজন ভাবেতে হইবে আপনাহারা;
মুগ্ধা দিগ্বধূ বিহঙ্গের স্বরে ঢালিবে সঙ্গীত সুধার ধারা;
আকাশে বসিয়া দেববালাগণ
এ অপূর্ব্ব শোভা করি দরশন
করিবে দু'হাতে পুষ্প বরিষণ,—
তোমার কৃপায় আবার ধরণী হবে সুবেশ স্বরগপারা;
মায়ানিদ্রা ত্যেজি উঠ মহামায়া জগতারিণী তুমি গো তারা॥
শরণাগতদীনার্ত্ত পরিত্রাণপরায়ণে!
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

শ্রীঅখিল।

আগমনী।

ওঁ নমঃ শ্রীশ্রীচণ্ডিকায়ৈ নমঃ॥

২

প্রভাতকালে গিরিরাণী
দাসীরে বলেন বাণী,
"ব'লে গেছেন্ 'মা'রে আনি"
এলেন নাকো কেন রাজন্?
"একে তিনি মহাচল,
অচল তাঁর দলবল,
কেমনেতে চল্‌বে বল
দীর্ঘপথ শত যোজন?

"হয় হস্তী সোণার স্যন্দন
আছে, কেবা করে গণন?
তা'তে কেন হ'লনা মন
কৈলাসেতে গমন তরে?
"একে বৃদ্ধ বয়স রাজার,
দেহ ভাল নহে আবার,
তা'তে কষ্ট পথ ক্লাটার
আহা! স'বেন তিনি কেমন ক'রে?"

৩

দাসী বলে "ওগো রাণি,
ভেবো নাকো একটুখানি,
মহামায়ার বাবা যিনি
তাঁর কি হয় গো কষ্ট ?
নাতি নাতিনী দুহিতে
ভূত প্রেত সহিতে
এখনি পাবে দেখিতে,—
শুন গো শুন ওই 'পষ্ট !—

৪

ওই শোনা যায় মত্তমাতঙ্গ*
সিংহের সহ করিতেছে রঙ্গ !
বেটার ময়ূর, বাপের ভুজঙ্গ
বুড়ো ষাঁড় আর মূষিকে
"বৃংহিত উচ্চ, উচ্চ হুঙ্কার,
ফণীর ফোঁ ফোঁ, কেকীর চীৎকার,
ষাঁড়ে খোঁড়ে মাটি,—ওই শুন তার
উঠিয়াছে রোল চৌদিকে।

৫

"এসো এসো রাণি, এস গো ত্বরিত,
ওই দেখো উমা এসে উপস্থিত,
সোণার গণেশ কার্ত্তিক সহিত
ঐরাবত মত হাতীতে।"
"কই কই ?" ব'লে রাণী এলো ছুটে,
রতন-অঞ্চল পায়ে প'ড়ে লুটে
অলকা জড়িত মাথার মুকুটে
আত্মহারা দ্রুতগতিতে !

৬

স্নেহে অন্ধ রাণী ডাকে "কোথা উমা ?"
ছেলে মেয়ে কোলে উমা ডাকে "মা মা"
কার্ত্তিক গণেশ ডাকে "মা, মা, মা, মা,"
উঠিল "মা, মা" কল্লোল ;
জগতের জীব এসো আগুসরি
ভাই ভাই বোনে বোনে গলা ধরি,
ডাক "মা মা" বলি উচ্চে প্রাণ ভরি,
অখিল ডাকুক "মা, মা, মা," বোল।

শ্রীঅখিল।

* এবার দেবীর গজে আগমন। আগমনের ফল পশ্চিমবঙ্গে এবং উড়িষ্যায় ফলিয়াছে।

পূজা-শেষে।

(সমস্ত অজন্ত শব্দের অন্ত্য অ উচ্চারিত হইবে)।

চড়ি মাতঙ্গে, সমর-রঙ্গে আসিলে বঙ্গে, জননি,
পাদ পঙ্কজ-রেণু-পরশে হরষে জাগিল ধরণী;—
কাশমণ্ডিত তটিনী তীর,
পদ্মশোভিত সরসী নীর,
কুসুম কুল হীরক তুল্য, শোভিল কত অমনি !

দশ করে দশ আয়ুধ তব,
বদনে দীপ্ত যৌবন-নব,
বালতপন মতন বরণ নেত্রে ভাসিল তখনি ;
সর্ব্বজগত ক্ষুদ্র মহত প্রণতি করিল অমনি॥

২

প্রতি বরষে তুমি মা এসে বোধিত কর বঙ্গে,
হাসি উল্লাস কতই আশ আন মা তুমি সঙ্গে;
বামে দক্ষিণে ভারতী কমলা,
দুঁহে দুই পাশ করেগো উজলা,
স্কন্দ গণেশ শম্ভু রমেশ আসে গো তব সঙ্গে;
তিন দিন মাতঃ তোমার তরেতে,
স্বর্গ সম্পদ নেহারি মরতে,
আনন্দ কত স্রোতের মত বহিয়া যায় বঙ্গে!
প্রতি বরষ কত হরষ লুইয়ে আস বঙ্গে॥

৩

তোমার স্পর্শে অমিতু হর্ষে উঠিল যেই নাচিয়া,
শবের মত চেতনাহত আজি সে দেখ পড়িয়া।
তুমিও গিয়াছ গিয়াছে আনন্দ,
নাহিক কুসুম, নাহি মকরন্দ,
উৎসাহ আশ হাসি উল্লাস সকলি গেছে চলিয়া।
অন্ন অভাব দারিদ্র্য যাতনা,
বজ্র কঠিন দাসত্ব বেদনা,
মর্ম্মপীড়ার শল্যদহন উঠিছে হৃদে জ্বলিয়া!
ছিনু যে তিমিরে পুন সে তিমিরে রয়েছি হের চাহিয়া॥

শ্রীঅখিল।

আশ্বিন মাস, বাড়ে।

আকাশ হ'য়েছে সুনির্ম্মল,
মাঠে ঘাটে শুকায়েছে জল;
এবে সঙ্কুচিত কায় দামোদর ব'হে যায়
তড়াগেতে ফুটেছে কমল॥

২

প্রলয় প্লাবনে এই দেশ
ধরিয়াছে শ্মশানের বেশ!
যে দিকে ফিরাই নেত্র, শস্যশূন্য সব ক্ষেত্র,
ফাটে বুক হেরি দুঃখ ক্লেশ!
প'ড়ে গেছে বাড়ী ঘর, পশু পাখী নারী নর,
জীবন্মৃত, দেহ অবশেষ!

৩

বিস্তারিয়া করাল বদন
ঘরে ঘরে ফিরিছে শমন;
অন্নাভাবে নারীনর, অতি কৃশ কলেবর
দুগ্ধাভাবে শীর্ণ শিশুগণ;
শস্পশ্যাম মাঠ যত, মরুভূমে পরিণত,
বালুকায় পূরিত ভুবন।
কোথা খাদ্য পাবে আর? হ'য়েছে কঙ্কাল সার!
কেমনেতে বাঁচিবে গোধন?
তাহে পুন যমচর নানা ব্যাধি ভয়ঙ্কর
সকলের হরিছে জীবন!

৪

গৃহস্থ গৃহিণী দুই জনে
ভাবিছেন বিষণ্ণ বদনে,
আসিছেন দশভুজা কি দিয়ে মায়ের পূজা
করিবেন এবার ভবনে।

৫

"এক দুই, দুই নয়, দশ,
ক্রমাগত ত্রিশত বরষ—
এ বাড়ীতে দুর্গোৎসব, মহোৎসব কলরব;
চারিদিকে আছে নাম যশ।

৬

"শারদে বরদে শুভঙ্করি
ব'লে দে মা কি উপায় করি,—
তোরি মুখ না হেরিলে, প্রাণে সব ছেড়ে গিলে,
দামোদরে ঝাঁপ দিয়ে মরি।"

রাঢ়-নিবাসী।

আগমনী।

গম্যতাং স্বগৃহে দেবি অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ।
পূজাং গৃহাণ বিধিবৎ সর্ব্বকল্যাণকারিণি॥

ভগবতী আনন্দময়ীর বঙ্গে আগমনকাল প্রত্যাসন্ন। "সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা" বঙ্গমাতা রমণীয় বেশে সুসজ্জিতা হইয়া আনন্দময়ীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রকৃতি সতী শরৎকালীয় অনুপম লাবণ্যপ্রভা বিকাশ করিতেছেন। আকাশ ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল হইতেছে, সুনীল শূন্যে জ্যোৎস্নাময় পুণ্যের প্রভায় দিগ্বধূগণ প্রমোদিত, সূর্য্যরশ্মি তরলিত সুবর্ণে পরিণত, সচ্ছসলিলে বর্ষাপ্লাবিত কমলবন বিকসিত, এবং শরৎকালিয় ফলফুলে পাদপরাজি সুশোভিত হইয়াছে। নব জলাগমে পূর্ণকায়া স্রোতস্বতীগণ প্রিয়সম্ভাষণে বহু দূরান্ত প্রদেশ হইতে সাগরোদ্দেশে খরতর বেগে প্রবাহিত হইতেছে। এই প্রকার মনোনয়ন তৃপ্তিকর সময়ে আনন্দময়ী বঙ্গে আগমন করিয়া, নরনারীগণের মনে অপূর্ব্ব আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে মাতৃভূমির দুর্দ্দশাবলোকনে আমাদের হৃদয়ে আনন্দ নাই, বাহুতে শক্তি নাই, ভগ্নকণ্ঠে "আগমনী"র মঙ্গল গীত গাহিবার সামর্থ্য নাই। কোনও স্থানে অতি বর্ষণ জন্য ভীষণ জল-প্লাবন, কোথাও বা জলাভাব বশতঃ শস্যের অল্পতা, গৃহে গৃহে অন্নাভাব ও ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব। কোথায় বা দস্যুদিগের উৎপীড়নে নরনারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত ও সন্ত্রস্ত। এ বৎসর প্রায় সকল স্থানেই আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখে প্রজাবৃন্দ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মায়ের আগমনে আমাদের মন আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে না। সকলেই যেন শোকভারে ম্রিয়মান।

বঙ্গে আমরা শক্তি উপাসক। উপাসনা প্রণালী বিভিন্ন হইলেও প্রতি গৃহে শক্তির উপাসনা চলিতেছে। দশভূজা 'অষ্টাভি শক্তিভি' সহ আমাদের গৃহে আসিতেছেন। শ্রীদুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী, শ্রীরাধিকা, গঙ্গা, মনসা, সুবচনী, মঙ্গলচণ্ডী, অন্নপূর্ণা ইত্যাদি সমস্তই শক্ত্যংশ। এত শক্তির উপাসনা করিয়াও আমরা শক্তিহীন। গৃহে গৃহে চণ্ডীপাঠের সময় আমরা মাতার নিকট

প্রার্থনা করিয়া থাকি, "রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষোজহি" কিন্তু আমাদের রূপ; জয় ও যশ কোথায়? এমন একতা, স্বাধীনতা শূন্য পরমুখাপেক্ষী জাতি পৃথিবীতে আর কুত্রাপি নাই।

ষোড়শোপচারে আমরা মায়ের পূজা করিয়া থাকি, কিন্তু দুঃখের বিষয় "বলিদান" তাহার অঙ্গীভূত নহে। বলিদান ভিন্ন মায়ের পূজা কি হয়!! নির্দ্দোষ পশুরক্তে বঙ্গভূমি কলঙ্কিত করাই আমাদিগের বলিদান এবং সেই "বলিদান" স্বার্থ স্বার্থ দগ্ধোদর পরিপূর্ণার্থে। প্রাচীন ভারতে, যখন স্বাধীনতার সুবর্ণরশ্মি প্রতি গৃহে প্রতিবিম্বিত হইত, তখন স্বার্থের বলিদানই প্রকৃত বলিদান বলিয়া গৃহীত হইত। সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য যে প্রকারে মায়ের পূজা করিয়া স্বাথ স্বার্থ অভিষ্ট লাভ করিয়াছিলেন তাহা চণ্ডী-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। আর চণ্ডী পাঠ করেন নাই এমন শিক্ষিত বঙ্গবাসী কেহ আছেন কি? তাঁহারা উভয়ে,—

নিরাহরৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌবলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্॥

অর্থাৎ—কখনও নিরাহারে, কখনও স্বল্লাহারে একমনে সমাহিত অবস্থায়, নিজ গাত্র হইতে রক্ত গ্রহণ করতঃ বলি দিয়াছিলেন। এই প্রকারে বর্ষত্রয় পূজা করিলে, জগদ্ধাত্রী পরিতুষ্টা হইয়া বরদাত্রী হইয়াছিলেন। আমরা যদি নিজ স্বার্থকে বলিদান দিয়া মাতাকে পূজা করিতে পারি, তবে অল্প দিনের ভিতর আমাদের মধ্যে বিবাদ কলহাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে, আমরা একতা সমন্বিত হইয়া জাতীয়তা (Nationality) লাভ করিতে পারিব। এবম্প্রকার পূজায় মাতা আমাদিগের প্রতি পরিতুষ্টা ও বরদাত্রী হইবেন।

মাতার পূজাপ্রণালী তাঁহার প্রতিমায় সুবর্ণাক্ষরে চিত্রিত রহিয়াছে। সরস্বতী-পূজার মূলমন্ত্র জ্ঞানচর্চ্চা, শিক্ষা ও দীক্ষার বলে জ্ঞান লাভ না করিলে কোনও জাতি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠাসন লাভ করিতে পারে না। গণেশের পূজা শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের উপাসনার নামান্তর মাত্র। কৃষিবাণিজ্যের উৎকর্ষে ধনসঞ্চয় করাকে লক্ষ্মীপূজা বলে। আমাদের ন্যায় দরিদ্র জাতি পৃথিবীতে আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রায় সকল গৃহেই ধনাভাব, অন্নাভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। অলক্ষ্মী প্রতি গৃহেই লক্ষ্মীপূজা হয়। বর্ত্তমান বর্ষে বর্ষণের অসামঞ্জস্যবশতঃ অনেক গৃহে হাহাকার উঠিয়াছে। অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষা লাভ করাই ষড়াননের পূজা। আত্মসম্মান রক্ষা করিতে হইলে, অস্ত্রবিদ্যার অভিজ্ঞতা নিতান্ত প্রয়োজন। ধর্ম্মবল লাভার্থেই ভগবতীর পূজা। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে—

তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃনাং ভবতি মুক্তয়ে॥
সা বিদ্যা পরমামুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধন হেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥

এতাবতা দশভূজা মূর্ত্তি যাহা আমরা বঙ্গে উপাসনা করি, তাহার প্রকৃত উপাসনার বল ৪টী—ধর্ম্মবল, বাহুবল, ধনবল ও জনবল। শ্রীভগবানও গীতায় বলিয়াছেন,—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

গুণ ও কর্ম্মবিভাগে ৪টী বর্ণ আমিই সৃষ্টি করিয়াছি, যথা—ব্রাহ্মণ ধর্ম্মবল, ক্ষত্রিয় বাহুবল, বৈশ্য ধনবল ও শূদ্র লোকবল। যেমন

বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিবিধ ধাতুর সমতাতেই মানব-শরীর রক্ষিত হইতেছে, তদ্রূপ উক্ত ৪টী বলের সামঞ্জস্যেই সমাজ রক্ষিত হইতেছে, ইহার কোন বলের প্রাধান্য কি অভাবে সমগ্র সমাজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, ইহাই প্রকৃতি দেবীর অনিবার্য্য নিয়ম। আমাদের মধ্যে এই চারিটী বলের অসমতা ও অভাব, তাই আমরা পরাধীন ও 'পরমুখাপেক্ষী।' আর্য্যঋষিগণের চাতুর্ব্বর্ণ বিধানের গূঢ়ার্থ আমরা বুঝিতে না পারিয়া, সমাজ মধ্যে নিজ নিজ প্রাধান্য রক্ষার্থে বিবাদ বিসংবাদের সৃষ্টি করিতেছি, হিন্দুসমাজ শনৈঃ শনৈঃ অধঃপাতে যাইতেছে।

"অনেকেই আমাদের এই "আগমনী" পাঠ করিয়া আমাদিগকে দোষদর্শী (Pessimist) বলিয়া নিন্দা করিবেন। কিন্তু আমরা কেবল দোষদর্শী নহে, সমাজের মঙ্গলকামনায় প্রণোদিত হইয়া, আমরা দোষ গুণ উভয়েই দেখিয়া থাকি। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের মধ্যে ধর্ম্মবলের পুনরুদ্দীপনা যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা প্রায় সকলেই বুঝিয়াছেন। সত্য আচরণ, সত্য ভাষণ ও সত্য চিন্তা, সংযম, জিতেন্দ্রিয়তা, সমাজ মধ্যে শিক্ষা ও দীক্ষার গুণে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিতেছে, চরিত্র যে মানুষের পরম ধন আমরা বুঝিয়াছি। আত্মত্যাগ ভিন্ন, পরোপকারব্রত পালন ভিন্ন, সমাজের উন্নতি অসম্ভব তাহাও বুঝিয়াছি, জ্ঞান লাভের জন্য সকলেই যেন ব্যতিব্যস্ত; নেতাগণ সমাজের মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন, এই সকল শুভ চিহ্ন সন্দেহ নাই। বড়ই আনন্দের কথা বিজাতীয় ধর্ম্ম ত্যাগ ও স্বধর্ম্মে মতি হইতেছে। ধনে-মানে বিদ্যায় বঙ্গবাসিগণ ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায় মধ্যে যে শ্রেষ্ঠাসন লাভ করিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। একতাইয়ে ভারতীয় সমস্ত জাতি যে মিলিত হইবে এবং পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির স্রোত প্রবাহিত হইবে সে সময়ও প্রত্যাসন্ন।

আসুন ভ্রাতৃগণ! আমাদের আনন্দময়ী মাতা আসিতেছেন, আমরা সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার অর্চ্চনা করি। যিনি দেশকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছেন, তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারিলে, তিনিই সেই শ্মশানকে পুষ্পোদ্যানে পরিণত করিবেন। আসুন! মাতৃপূজার গূঢ়ার্থ আমরা সম্যকরূপে উপলব্ধি করি। এই পূজা প্রতিনিধিদ্বারা কখনই হইবে না, নিরাহারে সংযতমনে সাত্ত্বিকভাবে মায়ের পূজা করিতে হইবে। নির্দ্দোষ পশুরক্তে পবিত্র যজ্ঞভূমি কলঙ্কিত করিবেন না। আর কায়স্থভ্রাতাগণ! আপনারা শ্রেষ্ঠ ক্ষাত্রয়জাতি, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া সুরথ রাজার ন্যায় মাতার পূজা করিয়া আপনাদের অভিষ্টবর লাভ করুণ। সুরথ রাজার ন্যায় আপনারা ক্ষত্রিয়ের রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম কীর্ত্তনকালে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"দানমীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্মস্বভাবজম্"

অর্থাৎ—দান ও ঈশ্বরভাব ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম্ম। অ:হা! আপনারা বঙ্গসমাজের ঈশ্বর, নিয়ামক হইয়াও দাসের ন্যায় শূদ্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন কেন? আপনাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দশভুজার আগমন সময়ে, সেই নিরুপমা ক্ষত্রিয় রমণীর সম্মুখে আপনাদের স্বধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হৃদয়নিহিত

রক্তের দ্বারা? মাতার পূজা করুন, মাতার কৃপা হইলে বঙ্গ সমাজের রাজত্ব পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন।

আনন্দময়ীকে পরিতুষ্টা করিতে পারিলে আমরা সকলেই সুখ ও আনন্দলাভ করিতে পারিব। আমরা মাতার নিকট গললগ্নীকৃত-বাসে প্রার্থনা করিতেছি—আমাদের হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে উচ্ছ্বসিত ভক্তি-প্রেমবিজড়িত উপাসনা গ্রহণ করিয়া বঙ্গের নরনারীগণকে সুখ সম্পদ প্রদান করুন। আমাদের পূজা ও "আগমনী" গীত সার্থক হউক। ইতি।

ওঁ শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং।

শুঙ্গবংশ।

(মগধের শুঙ্গ রাজবংশ সম্বন্ধে পৌরাণিক প্রমাণ সংগ্রহ)।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, শেষ)।

ক্রমশঃ শ্রাদ্ধ গড়াইয়া গেল। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র পুণ্যশ্লোক অশোকবর্দ্ধন আপনি. বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন;—বৌদ্ধধর্ম্ম রাজধর্ম্মে পরিণত হইল। রাজকুমার মহেন্দ্র এবং রাজকুমারী সংঘমিত্রা, সন্ন্যাসী সন্নসিনী বেশে, ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত জীবন সমর্পণ করিলেন। ধর্ম্মপ্রচার জন্ম রাজকোষ হইতে স্বর্ণমুদ্রা বর্ষার বারিধারার ন্যায় অজস্র বর্ষিত হইতে লাগিল। সমগ্র এসিয়া, ইয়ুরোপের এবং আমেরিকারও কিয়দংশ ভাগে এই ধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়া পড়িল, ভারতের ত কথাই নাই। বেদাবহিত সকাম যজ্ঞাদি একরূপ বন্ধ হইয়া গেল—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম একপ্রকার লোপ পাইয়া গেল। সর্ব্বত্র "ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" মন্ত্র ধ্বনিত হইতে লাগিল। রামকৃষ্ণের ন্যায় বুদ্ধও ক্ষত্রিয় রাজকুমার; ক্ষত্রিয় বর্ণের প্রায় সকলেই, এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, বৈশ্যবর্ণেরও প্রায় সকলে এই ধর্ম্ম গ্রহণ কবিলেন,—আব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে কুকুরাদপি অধম শূদ্রবর্ণ ত সাগ্রহে. প্রাণের দায়ে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও অনেক ভাবুক ব্যক্তি হিংসাপ্রবল বৈদিক কার্য্যকর্ম্মের অসারতা উপলব্ধি করতঃ নির্ব্বাণ মুক্তির আশায় নব ধর্ম্মে প্রবেশ করিলেন। স্থানে স্থানে ধর্ম্মোপজীবি, কর্ম্মকুশল, শাস্ত্রের নিতান্ত আজ্ঞাবহ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি অবরুদ্ধ দুর্গে আবদ্ধ সৈন্যগণের ন্যায় অতি সাবধানে ধর্ম্মশাস্ত্রের কঠিন হইতে কঠিনতর গড়খাই সকল নির্ম্মাণ করতঃ কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। মৌর্য্যবংশীয় অশোকবর্দ্ধন এবং তাঁহার অধস্তন নৃপতিদিগের সময়ে ভারতের এই অবস্থা। সভ্যতায়, জ্ঞানে, সম্পত্তিতে, বিদ্যা, বুদ্ধি, বাণিজ্যে, ভারতের এই যুগই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতির যুগ। কিন্তু পৌরাণিকদিগের চক্ষুতে এই যুগ

সর্ব্বনাশের যুগ। তাঁহারা এই জন্য বৌদ্ধ-সম্রাট্‌দিগকে শূদ্রপ্রায় ও অধার্ম্মিক বলিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই দেশে শত শত বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় রাজবংশ বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁহারা দুইচক্ষু মুদিয়া নিখিল ক্ষত্রিয়ের অভাবের কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন। এই জন্য আজিও সেই যুগের পৌরাণিকদিগের স্থলাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তারস্বরে বলিয়া থাকেন,—

"যুগে জঘন্যে দ্বেজাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এবচ।"

হরি, হরি, তাহা হইলে সূর্য্য-চন্দ্রবংশীয় কুরুপাণ্ডব, যাদব, বাহর্দ্রথ প্রভৃতি সকল প্রসিদ্ধ রাজাই শূদ্র হইয়া যান! ভীষ্ম যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণও বাদ পড়েন না! কথায় বলে "গরজ বড় বালাই!"

এই স্থলে ছোট একটী অবান্তর কথা বলিয়া লইব। হিন্দুমাত্রেই স্বীকার করেন যে, অষ্টাদশ মহাপুরাণ ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের লেখনীপ্রসূত, তিনি ত চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি মৌর্য্যদিগের সময়ের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী,—তাঁহার তুলনায় ভগবান্ বুদ্ধ ত সেদিনকার বালক,—তবে তিনি এই বৌদ্ধবিপ্লব এবং তাহার ফল লক্ষ্য করিয়া পুরাণ লিখিলেন কিরূপে? এই প্রশ্নের একটা সমাধান না করিয়া মূল বিষয়ে আর অগ্রসর হওয়া যায় না। আমাদের এই সম্বন্ধে দুইটী উত্তর আছে। প্রথম উত্তর, সরল সোজা কথা। অষ্টাদশ পুরাণ মহাভারতকার ব্যাসদেবের রচনা নহে, এমন কি উহা একজন লোকেরও লেখা নহে। এই পুরাণগুলির সকলগুলিই, অন্ততঃ যেগুলি আজ কাল আমরা দেখিতে পাইতেছি, বুদ্ধাবতারের অনেক পরে,—খ্রীষ্টীয় শক আরম্ভ হইবার পরে রচিত। কোন কোন পুরাণের অংশবিশেষ ৩০০। ৪০০ বৎসরের মধ্যেও রচিত হইয়াছে। এই উত্তরের সম্বন্ধে যুক্তি তর্ক দিয়া প্রবন্ধ বাড়াইবার ইচ্ছা নাই। আমরা ৺বঙ্কিমবাবুর সহিত এ সম্বন্ধে মূলতঃ একমত। যে সকল পাঠক আমাদিগের ন্যায় মতাবলম্বী তাঁহারা এখন বুঝিবেন যে পুরাণে যখন শক, যবন, অন্ধ্র, হূন, আভীর, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি রাজাদিগের নাম এবং প্রত্যেকের রাজত্বের বর্ষ-সংখ্যা পর্য্যন্ত রহিয়াছে, তখন ও গুলি—অন্ততঃ সেই সেই অংশগুলি—ঐ ঐ রাজগণের অভ্যুদয়ের ও তিরোভাবের পরবর্ত্তী সময়ের রচনা। তাই পুরাণে বৌদ্ধাবতারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

শ্রীমদ্ভাগবতে, ইক্ষ্বাকুবংশ বর্ণনে,—

"বৃহদ্রাজস্তু তস্যাপি বর্হিস্তস্মাৎ কৃতঞ্জয়ঃ।
রণঞ্জয়স্তস্যসুতঃ সঞ্জয়ো ভাবিতা ততঃ॥১৩॥
তস্মাচ্ছাক্যোঽথ শুদ্ধোদোলাঙ্গলস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ।
ইত্যাদি— ৯ম স্কন্ধ, ১২ অধ্যায়।

বায়ুপুরাণে—

"ভবিতা সঞ্জয়শ্চাপি বীরো রাজা রণঞ্জয়াৎ।
সঞ্জয়স্য সুতঃ শাক্যঃ শাক্যাচ্ছুদ্ধোদনোঽভবৎ॥ ২৮৮॥
শুদ্ধোদনস্য ভবিতা শাক্যার্থে রাহুলঃ স্মৃতঃ।
ইত্যাদি— বায়ুপুরাণ ৯৯ অধ্যায়।

মৎস্যপুরাণ—

"সঞ্জয়স্য সুতঃ শাক্যঃ শাক্যাচ্ছুদ্ধোদনো নৃপঃ।
শুদ্ধোদনস্য ভবিতা সিদ্ধার্থঃ পুষ্কলসুতঃ॥১২॥
ইত্যাদি— ২৭১ অধ্যায়।

গরুড়পুরাণ—

"কৃতঞ্জয়ো—রণঞ্জয়ঃ সঞ্জয়ঃ শাক্য এবচ ॥৭॥
শুদ্ধোদনোরাহুলশ্চ সেনজিৎক্ষুদ্রকস্তথা।
ইত্যাদি— পূর্ব্বখণ্ড, ১৫০ অধ্যায়।

সত্য বটে, এই পুরাণগুলিতে বৌদ্ধাবতারের কথা ভবিষ্যদ্ঘটনারূপে লিখিত আছে, কিন্তু তাহার কারণ এই যে, পুরাণগুলির রচনা বা প্রচারের একটী কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ অভিমন্যুতনয় পরীক্ষিতের সভায় এবং বায়ু ও মৎস্যপুরাণ পরীক্ষিতের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ মহারাজ অধিসামকৃষ্ণের রাজত্বকালে নৈমিষারণ্যে মুনিসংসদে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে; সুতরাং পুরাণকারকে বাধ্য হইয়াই পরের রাজগণের আবির্ভাবাদি ঘটনা ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াযোগে লিখিতে হইয়াছে। পুরাণের শৈলীই এইরূপ, তাহা ভুলিলে চলিবে না। প্রকৃতপক্ষে পুরাণসমূহের মধ্যে প্রাচীনগুলি গুপ্তসাম্রাজ্যের অভ্যুদয়কালে লিখিত হইয়াছিল। মহাভারতের রচনাকাল সম্বন্ধে সুবিখ্যাত ৺বঙ্কিমবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহার উপর আর বলিবার কিছুই নাই। তবে যে সকল আধুনিক লেখক (১৭) বলিয়া থাকেন, কালিদাস পদ্মপুরাণ হইতে শকুন্তলার উপাখ্যান এবং শিবপুরাণ হইতে কুমারসম্ভবের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন,—তাঁহারা সাহসী ব্যক্তি। যে পদ্মপুরাণ আচার্য্যদেব শ্রীমচ্ছঙ্করের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করিয়াছেন,—তিনি কবি কালিদাস অপেক্ষা কত অর্ব্বাচীন, তাহা বলা বাহুল্য। এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা অনাবশ্যক, এবং ক্ষুদ্রপ্রবন্ধে তাহার স্থানই বা কোথায়?

আর যে সকল মহাত্মা নিজহৃদয়ে প্রকৃত বিশ্বাস করেন যে সমস্ত মহা ও উপপুরাণই ভগবান্ পারাশর বেদব্যাসের প্রণীত তাঁহাদেরও আশঙ্কার কারণ নাই। কারণ, তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন, যে অশ্বত্থমা, বলি, ব্যাস, হনুমান্, বিভীষণ, কৃপাচার্য্য এবং পরশুরাম চিরজীবি। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের সহিত ব্যাসদেবের সাক্ষাৎ ও বাক্যালাপের কথাও ছাপার অক্ষরে দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং বৌদ্ধাবতার এবং তাহার ও পরের ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহ অমর ব্যাসদেব কেন লিখিবেন না? বোম্বাই হইতে প্রকাশিত ভবিষ্যপুরাণে নাকি লিখিয়াছে যে ইংলণ্ডদেশের লণ্ডন নগর নিবাসী ম্লেচ্ছরাজণ্যবর্গ পার্লামেণ্ট (অষ্টকৌশল্যা) দ্বারা ভারত শাসন করিবেন। ব্যাসদেব যখন চিরজীবি এবং সর্ব্বজ্ঞ তখন তিনি অর্ব্বাচীন ঘটনাগুলি লিখিবার সময় ভবিষ্যৎ কালের পরিবর্ত্তে অতীত কালের প্রয়োগ করিলেও "ভক্ত" হিন্দুপাঠকের কোন আপত্তির কারণ থাকিত না। কোন একখানি তন্ত্রের আধুনিকতা সম্বন্ধে আক্ষেপ করিলে আমাদের একজন মাননীয় সুহৃদ্ (বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর এম এ, কোন গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক) একটু রুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—"কেন দোষ কি? শিব-দুর্গা কি মরিয়া গিয়াছেন যে আর নূতন নূতন তন্ত্র প্রণীত হইবে না?" ইহা ব্যঙ্গ নহে, সুহৃদ্ নিতান্ত ভক্ত তান্ত্রিক। এরূপ অবস্থায় পুরাণভক্ত হিন্দুপাঠক মহাশয়গণ পুরাণে বৌদ্ধাবতার ও যবন, হূন্, শকাদি

---

(১৭) বঙ্গবাসীর ভূতপূর্ব্ব মুদ্রাকর এবং (বোধ হয়) বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় বলিয়াছেন যে কালিদাস শকুন্তলা নাটকের আখ্যানভাগের নিমিত্ত পদ্মপুরাণের নিকট ঋণী। বোম্বাই হইতে প্রকাশিত একখানি কুমারসম্ভবের ভূমিকায় এক অজ্ঞাতনামা কবিকে শিবপুরাণের নিকট ঋণী বলিয়াছেন। এসব কথা নিতান্তই অগ্রাহ্য।

রাজার নাম দেখিয়া বিস্মিত কেন হইবেন?

এখন আমরা আবার প্রকৃতের অনুসরণ করি। আমরা দেখিলাম, পুরাণগুলি বৌদ্ধাবতার এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক মৌর্য্যগণের অনেক পরে রচিত। এই কারণেই পৌরাণিকগণ মৌর্য্যনৃপতিদিগের উপরে খড়্গহস্ত। এই জন্যই তাঁহাদের মিত্র বা সামন্তরাজগণও তাঁহাদিগের লাঞ্ছনা হইতে মুক্তি পান নাই। এই জন্তই পৌরাণিকগণ শৈশুনাগ বংশীয় শেষ নরপতির পর ভারতে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় রাজবংশের অভাব কল্পনা করিয়া আমাদিগকে অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

যতদূর দেখিতে পাইলাম, তাহাতে বুঝিতে পারিলাম যে, শুঙ্গবংশ শাকদ্বীপী অথবা অপর কোন দ্বীপ অথবা উপদ্বীপী ব্রাহ্মণ নহেন,—তাঁহারা ভারতীয় ক্ষত্রিয়। এইবার আমরা আরও একটু অগ্রসর হইব, আমরা বলিব যে শুঙ্গবংশ কায়স্থ ক্ষত্রিয় বংশ। সেনাপতি পুষ্যমিত্র অথবা পুষ্পমিত্রের পুত্র মহারাজ অগ্নিমিত্র মগধের প্রথম কায়স্থসম্রাট্। কেন যে আমরা তাঁহাকে কায়স্থ মনে করিয়াছি, তাহা নিবেদন করিতেছি। তবে প্রথমেই বলিয়া রাখি যে তখন কায়স্থক্ষত্রিয় মূলক্ষত্রিয় হইতে একেবারে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন নাই,—তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান চলিত। এই বংশকে কায়স্থ বলিয়া মনে করিবার কারণ,—

প্রথমতঃ—ইহাদের নাম ও উপাধি। বিষ্ণুপুরাণের তালিকা দেখুন,—ইহাদের নাম অথবা উপাধির মধ্যে ঘোষ, বসু এবং মিত্র, বঙ্গীয় সম্রান্ত কায়স্থদিগের প্রধান-তিনটী উপাধি আছে। চেদিপতি উপরিচর বসুর "বসু" এবং গাধিরাজ বিশ্বামিত্রের "মিত্র" আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের বংশে পুরুষানুক্রমে ঐ উপাধি গৃহীত হয় নাই। অপরপক্ষে এই বংশে পুষ্যমিত্র, অগ্নিমিত্র, বসুমিত্র, এবং বজ্রমিত্র এই চারিজনের "মিত্র" উপাধি এবং বসুজ্যেষ্ঠ, (মৎস্যপুরাণের দ্বিতীয় নাম—বিষ্ণুপুরাণে 'ব' পড়িয়া "সুজ্যেষ্ঠ" হইয়াছে, ভাগবত বিষ্ণুপুরাণকে নকল করিয়াছেন, এবং বায়ুপুরাণে "ব" ও "সু" দুইই গিয়া কেবল "জ্যেষ্ঠ" রহিয়াছে), বসুমিত্র, এবং ঘোষবসু, এই তিনজনের নামে "বসু" নাম বা উপাধি এবং ঘোষ বা ঘোষবসু এক জনের নাম রহিয়াছে। যদি এক বিশ্বামিত্র হইতে মিত্রবংশের গোত্র প্রবর্ত্তক বিশ্বামিত্রকে আদি পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিবার এবং বসুবংশের "উপরিচরবসুকে" তাঁহাদের বীজপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে এই শুঙ্গবংশ হইতে পৌত্র বা দৌহিত্র পর্য্যায়ে ঘোষ, বসু এবং মিত্র এই তিন বংশের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিবার কি আপত্তি থাকিতে পারে? সকল বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অবগত আছেন যে ব্যক্তিগত নাম হইতেই বংশগত নাম বা উপাধিগত নামের সৃষ্টি হয়। এদেশেও এই নিয়ম, ইউরোপেও এই নিয়ম। কায়স্থকারিকায় দেখা যায়,—

"চন্দ্রার্দ্ধাৎ করণোজাতঃ রবিদাসাচ্চ দত্তকঃ।
মৃত্যুঞ্জয়স্ত গৌড়াচ্চ কথ্যতে গ্রন্থকারকৈঃ।
দাসকোনাগনামোচ করণাচ্চ সমুদ্ভবাঃ।
মৃত্যুঞ্জয়সুতোজাতঃ দেবঃ সেনশ্চ পালিতঃ॥"

এক করণ হইতে নাগ, নাথ ও দাস এবং এক মৃত্যুঞ্জয় হইতে দেব, সেন এবং পালিত

বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। উপাধিগুলি প্রথমতঃ ব্যক্তিবিশেষের নাম ছিল তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। আর উল্লিখিত দৃষ্টান্তে এক বীজপুরুষ হইতে তিনটী বংশের উদ্ভব হওয়াও জানিতে পারা যাইতেছে। যযাতি-নন্দন এক যদু হইতে ভোজ, হৈহয়, অন্ধক, বৃষ্ণি, শূরসেন, কুকুর প্রভৃতি অসংখ্য শাখা বা বংশের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা পুরাণ-প্রসিদ্ধ। আমরা তাই অনুমান করি, মহারাজ অগ্নিমিত্র হইতে বঙ্গের সম্ভ্রান্ত ঘোষ, বসু, এবং মিত্র এই তিন কায়স্থবংশের উদ্ভব হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ—ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করিয়াছেন, বৌদ্ধ প্রাধান্যের সময়ই মহারাজ চক্রবর্ত্তী অশোক, প্রাদেশিক রাজ-কার্য্য কায়স্থদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। যে বিচার কার্য্যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও অধিকার ছিল না, অশোকের সময় তাহাও ব্রাহ্মণের হস্তচ্যুত হইয়া কায়স্থের করতলগত হইয়াছিল। এই সময়েই রাজকার্য্যে ব্রাহ্মণ-প্রভুতা খর্ব্ব হইয়া কায়স্থের অভ্যুদয় সাধন হয়। প্রধান সেনাপতি, প্রধানামাত্য, মহাসান্ধি বিগ্রহিক, প্রাড়বিবাক্ প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ পদগুলি কায়স্থকে দেওয়া হয়। অশোকের শৈলশাসন সমূহে তিনি তাঁহার নিতান্ত প্রিয়পাত্র এবং বিশ্বাসভাজন রাজুক বা লাজুক (রাজবল্লভ, দিবির বা কায়স্থ) দিগের হস্তে রাজ্যের সমস্ত ভার অর্পন করতঃ নিরুদ্বেগ হইয়াছিলেন,—স্পষ্টভাষায় উৎকীর্ণ আছে। আমরা একটীর অনুবাদ গতবৎসর "কায়স্থপত্রিকায়" সঙ্কলন করিয়া দিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণেরা এই সময়েই শক্তিচ্যুত হইয়া নির্ব্বিষ ভুজঙ্গমের ন্যায় কায়স্থদিগের বিরুদ্ধে খুব তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়াছেন। সেই তর্জ্জনের প্রতিধ্বনি, আজিও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়, ও ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রে, ও নানাবিধ উদ্ভট কবিতার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তাই মৌর্য্যবংশের শেষ নরপতি বৃহদ্রথের সময় কায়স্থ সেনাপতি-পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় প্রায়ই একার্থক ও একধর্ম্মী ছিলেন বলিয়া পুরাণে কি নাটকে তাঁহাকে কায়স্থ বলিয়া পৃথক পরিচিত করেন নাই।

তৃতীয়তঃ—শ্রীযুক্ত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বলিতেছেন—"খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী প্রারম্ভে তাঁহারা (পুষ্যমিত্রগণ) এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের ভয়ে গুপ্ত-সাম্রাজ্যলক্ষ্মী পর্য্যন্ত বিকম্পিত হইয়াছিল (লেন)।" বসুজ মহাশয় শিলালিপি, তাম্র-শাসন কি মুদ্রাদির সাহায্যে এই প্রমাণ উদ্ধার করিয়া থাকিবেন,—এবং তাহার সত্যতায় সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখি না। কিন্তু আমরা পুরাণে দেখি যে কৈঙ্কিল বা কিলকিল যবনরাজবংশের পরে (ইহারা হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া হিন্দুনাম গ্রহণ ও বাজপেয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন)—তিনজন বাহ্লীক একজন মাহিষিক মগধের রাজা হন; তাহার পরে আবার পুষ্পমিত্র এবং পট্টমিত্র প্রভৃতি এই বংশের ত্রয়োদশজন রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহা গুপ্তদিগের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে। মগধে বিশ্বস্ফানি নামক একজন মহাবল পরাক্রান্ত সম্রাটের পর গুপ্তদিগের অভ্যুদয় হইয়াছিল, পুরাণে পাওয়া যায়। যথা—

বায়ুপুরাণে—

"বিন্ধ্যকানাং কুলেঽতীতে নৃপা বৈ বাহ্লীকাস্ত্রয়ঃ॥
সুপ্রতীকোনভীরস্ত (?) সমা ভোক্ষ্যতি ত্রিংশতম্॥৩৭৩॥ (ক)
শক্যমানথ বৈরাজা মাহিষীণাং মহীপতিঃ।
পুষ্পমিত্রা ভবিষ্যন্তি পট্টমিত্রাস্ত্রয়োদশ॥৩৭৪॥

* * * *

মাগধানাং মহাবীর্য্যো বিশ্বস্ফানি ভবিষ্যতি॥৩৭৭॥

* * *

অনুগঙ্গং প্রয়াগঞ্চ সাকেতমগাধাংস্তথা।
এতাঞ্জনপদান্ সর্ব্বান্ ভোক্ষ্যন্তে গুপ্তবংশজাঃ॥
৩৮৩॥৯৯ অধ্যায়।

এই সকল মহাজটিল ও কুজ্ঝটিকাময় পৌরাণিক আখ্যান হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য বাহির করা বিশ্বকোষ সম্পাদক মহাশয়ের কার্য্য। আমরা আশা করি তিনি মহাবল-পরাক্রান্ত, নূতন ক্ষত্রিয়বংশ প্রচলনকারী এই বিশ্বস্ফানি সম্রাটের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার যশ আরও বৃদ্ধি করিবেন। আমাদের কথা এই যে দ্বিতীয়বার রাজত্বকালে এই শুঙ্গবংশ একেবারে পাকাপাকি মিত্র উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। কায়স্থ ভিন্ন সম্ভ্রান্তজাতির মধ্যে মিত্র উপাধি আর কাহারও নাই।

তৃতীয়তঃ—বঙ্গের পাল রাজবংশ খাটি এদেশের এদেশী রাজা অর্থাৎ বসনবংশের মত দাক্ষিণাত্যের লোক নহেন। ইহারা কোথা হইতে আসিলেন? ইহারা যে কায়স্থ ছিলেন, তাহা সকলে স্বীকার না করিলেও নিরপেক্ষ অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। কোনও প্রাচীন বংশের সহিত ইহারা নিশ্চয়ই সংযুক্ত ছিলেন। আমাদের অনুমান—ইহারা প্রাচীন মিত্র বংশের (বা শুঙ্গবংশ) আত্মীয় কুটুম্ব ছিলেন। শূরবংশও তাহাই। একটী সম্ভ্রান্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইলে, তথায় নানাদেশ হইতে সম্ভ্রান্ত স্বজাতি-বর্গ আকৃষ্ট হইয়া বসবাস করেন, ইহা সকলেই জানেন। আধুনিক ইংলণ্ডের রাজ-পরিবারের মত তৎকালীন স্বাধীন নরপতিদিগেরও বিদেশে বৈবাহিক সম্বন্ধ হইত। পৌরাণিক কাল হইতে উহার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৌর্য্যবংশীয় নৃপতিদিগের মধ্যে দুইজন রাজার "পালিত" উপাধি ছিল, পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় (১৯)। এই "পালিত" হইতে বঙ্গের "পালিত" উপাধিধারী কায়স্থবংশের যে উদ্ভব হয় নাই তাহা কে বলিতে পারে? পঞ্চনদ প্রদেশেও "পাল" উপাধিধারী রাজবংশের অস্তিত্ব ইতিহাস-বিদিত কথা। আমাদের মনে হয় এই পাল বংশ মগধের বা গৌড়ের মিত্রবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া আসিয়াছিলেন; পরে সময় ও সুবিধা বশতঃ গৌড়ের রাজ-মুকুট অধিকার করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই শুঙ্গবংশীয় রাজাদিগকে কায়স্থ বলিয়া স্বীকার করিলে বাঙ্গালার শূর, পাল এবং সেন বংশের আগমন ও রাজত্বলাভ করিবার

(ক) বিন্ধ্যকানাং—কৈঙ্কিলযবনের পুত্র বিন্ধ্যশক্তির বংশধরদিগের। সুপ্রতীক আভীর কি?—আমি "যথাদৃষ্টং তল্লিখিতং করিয়াছি।"

(১৯) বন্ধু পালিত ও ইন্দ্র পালিত অশোক হইতে তৃতীয় এবং চতুর্থ সম্রাট্। বায়ুপুরাণ, ৯৯ অধ্যায়। মৌর্য্যবংশীয় নৃপতিগণও যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশ তাহা এখন সুবিদিত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের মাতা "মুরা" ক্ষত্রিয়কন্যা ছিলেন। বৌদ্ধবিদ্বেষী পৌরাণিকগণের হাতে পড়িয়া মৌর্য্যবংশ শূদ্রত্বাপবাদগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঐ পৌরাণিক আখ্যানই বৃহৎ-কথা এবং কথাসরিৎসাগরে, এবং তথা হইতে মুদ্রা-রাক্ষস নাটকে গৃহীত হইয়াছে।

প্রহেলিকার সমাধান খুব সরল হইয়া পড়ে সন্দেহ নাই।

প্রবন্ধ বড় বাড়িয়া যাইতেছে, এখানেই ইহার উপসংহার করা হউক। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টী বড় গুরু, আমাদের ইহার সমাধানের উপযুক্ত সকল উপকরণেরই অভাব। তথাপি এসম্বন্ধে পুরাণের সাহায্য যতদূর জানিতে পারিয়াছি এবং নিজে যাহা ভাবিয়াছি, তাহা পাঠক মহাশয়গণের নিকট সবিনয়ে নিবেদন করিলাম। আমার প্রার্থনা এই যে উপযুক্ত শক্তিমান লেখক এই বিষয়ে অনুসন্ধান করুন এবং তাহার ফল সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করুন। আমরা সর্ব্বদাই ভ্রমপ্রমাদ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। সর্ব্বশেষে বসুজ মহাশয়ের নিকট নিবেদন, তিনি যেন ইহা তাঁহার উক্তির প্রবাদরূপে গ্রহণ না করেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা শিক্ষার্থী,—শিক্ষক নহি।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

লেখক ও সম্পাদক।

যস্মিন্বুদ্বুদসংকরা ইব বহুব্রহ্মাণ্ডখণ্ডাঃ ক্বচিৎ
ভাতিক্বাপি চ শীকরা ইব বিরিঞ্চাদ্যাঃ স্ফুরন্তিভ্রমাৎ।
চিদ্রূপা লহরীব বিশ্বজননীঃ শক্তিঃ ক্বচিদ্দ্যোততে
স্বানন্দামৃতনির্ভরং শিবমহাপাথোনিধিং তং নুমঃ॥

ভগবতী বাগীশ্বরীর প্রসাদে এবং দয়ালু গভর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত শিক্ষার ফলে বঙ্গদেশে আজি আর সাময়িক সাহিত্যের অভাব নাই। দেশের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান নগর হইতেই এক বা ততোধিক মাসিকপত্র বাহির হইতেছে, আর নগরাধিশ্বরী বঙ্গরাজধানী কলিকাতা নগরীর ত কথাই নাই। আমরা অবশ্য আমাদের পূজনীয়া মাতৃসমা মাতৃভাষার কথাই বলিতেছি। বিবিধ সম্প্রদায়, সভাসংঘ, এবং জাতিসমূহের মুখপত্রস্বরূপে প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যাও অল্প নহে। মাসিকপত্রের এই সংখ্যা বাহুল্য দৃষ্টে প্রথমেই আমাদের মনে হয় যে বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের খুব উন্নতি হইতেছে; কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ভিতরের কথাগুলি তলাইয়া বুঝিলে এই উন্নতির সম্বন্ধে একটী সন্দেহ আসিয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করে। কেন আমাদের মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হয়, তৎসম্বন্ধে সাধারণ ভাবে একটু আলোচনা করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

যদিও প্রায় ন্যূনাধিক দুইশত (?) মাসিকপত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে, তথাচ নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা এবং বিচার করিয়া

দেখিলে, তাহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক পত্রই প্রকৃত সাময়িক-সাহিত্য পদ-বাচ্য হইতে পারে। আমাদের যতদূর মনে আছে,—তাহাতে আমরা স্পষ্ট বলিতে পারি যে অনেক গুলি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মাসিকপত্র অকালে তিরোহিত হইয়াছে। ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রচারিত "বিবিধার্থ সংগ্রহ", ৺রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর প্রচারিত "বঙ্গদর্শন" এবং "প্রচার", ৺যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রচারিত "আর্য্যদর্শন" এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রকাশিত "নবজীবন" পত্রের নাম আমরা দৃষ্টান্তস্থলে উল্লেখ করিতে পারি। এই পাঁচখানি পত্র যে খুব তেজের সহিত চালিত হইয়াছিল এবং ইহাদিগের দ্বারা বাঙ্গালী পাঠকবৃন্দের শিক্ষা এবং বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতি যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই,—তাহা একপ্রকার সর্ব্ববাদি সম্মত কথা। ইহাদের পাঠকসংখ্যা যে নিতান্ত অপ্রচুর ছিল, তাহাও নহে;—এবং দেশে ইহাদের আদর, সম্মান এবং প্রতিপত্তিও ছিল। তথাচ ইহারা অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইল না।

মাসিকপত্রের এই অপমৃত্যুর কারণ কি? ইহার কারণ অনুসন্ধান করা বিশেষ কষ্ট বা গবেষনা সাপেক্ষ নহে। ইহার একমাত্র বা প্রধান কারণ এই যে এদেশে মাসিকপত্রের প্রতিষ্ঠা স্থায়ীভিত্তির উপর স্থাপিত হয় নাই, অর্থাৎ ব্যবসায়ের হিসাবে উহাদের প্রচলন হয় না;—কেবলমাত্র কোন এক ব্যক্তিবিশেষের চরিতার্থতার নিমিত্তই আমাদের দেশে মাসিক পত্রিকা স্থাপিত হইয়া আসিতেছে। তবে দুই তিন খানি পত্রিকাদ্বারা তাহাদের সম্পাদকদিগের জীবিকানির্ব্বাহ কিছু স্বচ্ছল হইয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ সকল পত্রও সম্পাদকদিগের নিজের সম্পত্তি;—সুতরাং তাঁহাদিগের কোনরূপ অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিলে উহাদেরও জীবনান্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ফলতঃ এদেশে মাসিকপত্রের পরমায়ু তাহার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মহাশয়ের অবস্থা পরিবর্ত্তনের উপর একান্ত নির্ভর করে। একমাত্র "বামাবোধিনী" পত্রিকাই উহার জন্মদাতা সম্পাদক ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনান্তের পরও জীবিত আছে, বলিয়া শুনিতে পাই; কেমন ভাবে তাহার জীবন চলিতেছে, তাহা আমরা অবগত নহি। সম্প্রতি কলিকাতার প্রসিদ্ধ বাঙ্গলা পুস্তক ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিমিটেড্ কোম্পানী খুলিয়া "ভারতবর্ষ" নামক নূতন মাসিকপত্র বাহির করিয়াছেন। ভরসা করি, এই নূতনপত্র ব্যবসায়রূপে সফল হইয়া আমাদের সাময়িক সাহিত্য-ক্ষেত্রে এক নূতন যুগ আনয়ন করিবে। তবেই যতদূর দেখা গেল, তাহাতে এদেশে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মহাশয়ই মাসিক পত্রিকার জীবন; তিনি বিবেচক, সুপণ্ডিত, কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং ধনবান্ হইলে পত্র বেশ চলে,—আর তাঁহার মানসিক, শারিরীক কি বৈষয়িক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহার পরিবর্ত্তন অথবা জীবনান্ত ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান সকলগুলি মাসিকের সম্বন্ধে এই কথা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও অধিকাংশ পত্রের সম্বন্ধে ইহা যে অতি সত্য কথা, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না।

এখন প্রশ্ন এই যে,—বঙ্গদেশে যতগুলি মাসিক চলিতেছে,—সকলগুলির সম্পাদক সমান যোগ্য কি না? তাহা হইতেই পারে না। কারণ দুইজন মানুষ একরকম পাওয়া যায় না,—তখন প্রায় চারি পাঁচশত লোক একরূপ যোগ্য কিরূপে পাওয়া যাইবে? সুতরাং প্রথমতঃ সম্পাদক মহাশয়দিগের যোগ্যতার তারতম্য নিবন্ধন, আমাদের মাসিকপত্রগুলির মধ্যে ভালমন্দ এবং চলন-সই সকল প্রকারই আছে। আমাদের দেশে,—দেশে নহে,—আমাদের জাতির মধ্যে একটা বিশেষত্ব (দুর্ব্বলতা বলিব কি?) আছে যে আমরা সকল ব্যাপারেই নেতৃপদ গ্রহণে খুব অগ্রসর। রাজনৈতিক বিষয়েই হউক, কি সামাজিক ব্যাপারেই হউক,—অথবা সাহিত্য ক্ষেত্রেই হউক,—আমরা কর্ত্তা সাজিতে বড় লালায়িত। এমন কি একটা ভোজের উৎসবেও আমাদিগকে কর্ত্তা করিয়া ভাণ্ডারের চাবিটা না দিলে আমাদের মন উঠে না। আর, অন্য জাতিরা গড়িতে জানে, আমরা ভাঙ্গিতে খুব পটু। একটা দলকে দুই বা ততোধিক দলে পরিণত করিতে আমাদের মত দক্ষ আর দ্বিতীয় নাই। কংগ্রেস হইতে যাত্রার দল পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া আমরা "ভাঙ্গাদল" করিতে বেশ মজবুত। এই সকল কারণ-পরম্পরা আমাদিগের সম্পাদকের দল এবং তদ্ধেতু সঙ্গে সঙ্গে মাসিক পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। দেশের আবশ্যক বুঝিয়া, সাহিত্যের উন্নতি-কামনায় প্রণোদিত হইয়া সম্পাদকের কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া এবং সর্ব্বোপরি যোগ্যতা লইয়া যাঁহারা সম্পাদকের সিংহাসনে বসিয়াছেন তাঁহাদের চেষ্টা সার্থক হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের পরিচালিত পত্রও সুপাঠ্য ও সাহিত্যপদবাচ্য হইয়াছে। নতুবা গায়ের জোরে দ্বেষ বা ঈর্ষ্যার বশবর্ত্তী হইয়া কিংবা খেয়ালের ঘোরে বা সুলভ জীবিকার্জ্জনের লোভে যাঁহারা এই বিষম দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য লইয়াছেন, তাঁহাদের সে যত্ন নিস্ফল হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মাসিক পত্রের বাহুল্য শোথরোগীর স্থৌল্যের ন্যায় আমাদের সাহিত্য শরীরের অপচয় করিতেছে বলিয়া মনে হয়।

সম্পাদক সুযোগ্য হইলেও লেখকের অভাবে অনেক পত্র নিতান্ত হীনদশাগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। টাকা খরচ করিয়া প্রবন্ধ সংগ্রহ করিতে পারেন, এমন সম্পাদক দেশে কয়জন আছেন জানিনা। তবে একথা বেশ জোরের সহিত বলিতে পারি যে সাময়িক সাহিত্যের সেবাদ্বারা এদেশে জীবিকা চলিবার উপায় নাই। অন্য সুসভ্য দেশে এই প্রকার সাহিত্যসেবা অথবা Journalism ব্যবসারূপে অবলম্বন করিয়া শত শত নরনারী বেশ স্বচ্ছন্দে নিজ নিজ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে-ছেন। এদেশে এই প্রকার সাহিত্যসেবা "অনাহারী" সেবা। অতি অল্পমাত্র কএক-জন সৌভাগ্যশালীব্যক্তি, সরস্বতীর না হউক কমলার বরপুত্রদিগের আরাধনার ফলে, সাহিত্যসেবাদ্বারা ধন, মান এবং উপাধি অর্জ্জন করিয়াছেন বটে, তাঁহাদের সংখ্যা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। সকলেই জানেন যে "অনাহারী" সেবা কখনই প্রথম শ্রেণীর হইতে পারে না; কারণ আর কিছুই নহে, সেই "অনাহারী" সেবককে আহারের জন্য যে কাজ করিতে

হয়, তাহাতেই তাহার "জীবন যৌবন" সমস্ত সপিয়া দিতে হয়। যদি বঙ্কিম ও নবীনকে কলামূলাচোরের শাস্তির জন্য এবং লোহিত-বদন প্রভুর (নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ নিশ্চয়ই) মন যোগাইবার জন্য অহোরাত্র ব্যস্ত থাকিতে না হইত—যদি হেমচন্দ্রকে হাকিমের মেজাজ বুঝিবার জন্য প্রায় সমগ্র প্রতিভাটুকু ব্যয় করিতে না হইত—তাহা হইলে আমাদের বঙ্গ-ভাষা আজি যে কতদূর উন্নতিতে উন্নত হইতেন, তাহা কল্পনাতেও আনা অসম্ভব। তাই,—"অনাহারী" লেখক নিজ নিজ ওকালতী, মাষ্টারী, ডাক্তারী, কি অন্য চাকুরী, যাহা কিছু ঝক্‌মারিদ্বারা নিজ নিজ উদরান্নের জন্য সংগ্রহ করেন, আগে সেই সেই বিষয়ে তাঁহার যাবতীয় শক্তি বিনিয়োগ অবশ্যই করেন;—তাহার পর, কেহ সখের খাতিরে, কেহ নামের খাতিরে, কেহ খাতিরের খাতিরে, এবং অতি অল্পসংখ্যকই অকপট মাতৃভাষাপ্রেমের খাতিরে, অতি অল্পমাত্র সময়ই সাহিত্যসেবায় অর্পণ করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় মহারথ-দিগের রচনাও মনোহারিণী হওয়ার সম্ভাবনা অল্প, আর অস্মদৃশ অর্ব্বাচীনদিগের কথায় প্রয়োজন কি? বঙ্গভাষার সাহিত্য-ক্ষেত্রে "সম্রাট্" একজন বই ত আর হইতেই পারেন না,—(Treason বা রাজদ্রোহ সম্ভব কিনা) কিন্তু মহারথই বা কয়জন আছেন? আমাদের সুপ্রবীন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "ভারত-বর্ষের" অনুষ্ঠানপত্রে, মহারথ, অর্দ্ধরথ ও অল্পরথ, গণ্য, মান্য ও নগণ্য,—জ্ঞাত, সুজ্ঞাত ও অপরিজ্ঞাত, প্রাচীন, প্রৌঢ় এবং অর্ব্বাচীন অর্থাৎ বঙ্গ-সাহিত্য-সাগরের তিমি তিমিঙ্গিল হইতে সফরী পর্য্যন্ত যাবতীয় লেখকের নাম জানাইয়াছিলেন,—তাহাতে দেশে যে দুই চারিশত মাসিকপত্র চলিবার উপযুক্ত লেখক সুলভ, এমন ত কিছুতেই মনে হয় না। অবশ্য সেই তালিকায় অনেক প্রকৃত সুবিদ্বান্ ও সুলেখক ব্যক্তির নাম ধৃত হয় নাই, সত্য বটে; কিন্তু, আবার সত্যের খাতিরে বিবেচনা করিলে ঐ তালিকা হইতে নির্ব্বিবাদে যে অনেকগুলি নাম কাটিয়া দেওয়া যায় তাহাতেও সন্দেহ নাই। সুতরাং মোটের উপর লেখ-কের সংখ্যা যে বড় বেশী তাহা নহে। আমা-দের ত মনে হয়, বাঙ্গালা সাহিত্যে যে কয়জন প্রকৃত সুলেখক আছেন, তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও দশখানার অধিক মাসিকপত্র কদাপিও সুচারুরূপে চলিতে পারে না। দশ-খানার স্থলে দুই তিন বা চারিশত পত্রিকা হইয়াছে,—অগত্যা লেখকদুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে ফল এই হইয়াছে যে সম্পাদক মহাশয়গণ বাধ্য হইয়া নিজ নিজ কাগজে কেবল অপদার্থ রাবিশ দিয়া পূর্ণ করিয়া পাঠক মহাশয়দিগকে উপহার দিতেছেন। বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, শিক্ষিত, অশিক্ষিত,—যিনিই লেখনি ধরিলেন তিনিই লেখক হইলেন। সম্পাদক মহাশয় ত প্রবন্ধের অভাবে চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতেছেন, যা পাইলেন, পরম কৃতজ্ঞচিত্তে পত্রস্থ করি-লেন। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রবন্ধগুলির দোষ-গুণ বিচার এবং প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনপ্রথা এক-রূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও হয়। লেখকের অভাব নিবন্ধন নিতান্ত অযোগ্য প্রবন্ধ অধিকাংশ পত্রেই নিত্য প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং প্রকৃত গুণগ্রাহী পাঠকের নিকট বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকার

সংখ্যাধিক্য আনন্দের পরিবর্ত্তে ভয়ের উৎপাদন করিতেছে।

বঙ্গদর্শনাদি পত্রিকার সময়েও লেখকেরা এইরূপ "অনাহারী" ছিলেন বটে,—কিন্তু তখন লেখকের একটা সম্মান ছিল। সম্পাদক মহাশয়ও সেই সম্মানের মূল্য বুঝিতেন,—লেখক মহাশয়েরাও তাহার মূল্য বুঝিতেন। এখন পত্রিকার সংখ্যা অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায় সেই সম্মানের ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন যেন লেখকেরা কৃপা করিয়া নিজ নিজ প্রবন্ধ পাঠাইয়া থাকেন এবং সম্পাদক মহাশয় কৃপাপাত্র বলিয়া বিবেচিত হন। সম্পাদক প্রবন্ধ গ্রহণ করিলে লেখক আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন না,—বরং যদি সম্পাদক কোনও কারণে কোন লেখকের প্রবন্ধবিশেষ নিজ পত্রিকায় মুদ্রিত না করেন, লেখক মহাশয় তজ্জন্য নিজ অন্তরাত্মাকে নিতান্ত অবমানিত মনে করেন এবং তদ্ধেতু নিজ অথবা অপর কোন আত্মীয়বন্ধু দ্বারা সম্পাদককে তিরস্কার করেন এবং অবশেষে যদি সেই অপরাধী সম্পাদক নিজ ত্রুটি স্বীকার করতঃ প্রত্যাখ্যাত প্রবন্ধটী মুদ্রিত না করেন, লেখক ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া সেই পত্রিকা এবং তাহার সম্পাদককে "বয়কট" করেন। এরূপ আচরণদ্বারা সম্পাদক অপেক্ষা লেখক মহাশয়েরই যে ক্ষতি অধিক হয়, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। ইহার কারণ এই যে এরূপ লেখক স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া লিখিয়া থাকেন এবং নীতিশাস্ত্র বলিয়াছেন "স্বার্থ দোষং ন পশ্যতি।"

সম্পাদক এবং লেখকদিগের অযোগ্যতার নিমিত্তই আমাদের মাসিক সাহিত্যের এইরূপ দুর্দ্দশা হইতেছে। ইহার উপর আর একটী তুমুল বিপদ আছে। এই বিপদ আত্মকলহ। মাসিকপত্রগুলির লেখকদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা কেবলমাত্র আত্মপ্রতিষ্ঠা বা Self-advertisementএর জন্যই লিখিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন যে সংসারে তাঁহাদিগের মত বিদ্যাবুদ্ধি অপর কাহারই নাই,—সুতরাং সংসারের নামযশেও অপরের অধিকার নাই। তাঁহারা এই জন্য পত্রিকার যশস্বী লেখকদিগকে আক্রমণ করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে থাকেন। যদি দৈবক্রমে কোন সুপ্রতিষ্ঠ লেখকের পদস্খলন হয়, অমনি তাঁহারা নিজ নিজ অগাধ* বিদ্যার ভাণ্ডার খুলিয়া সেই লেখককে অপদস্থ করিতে প্রবৃত্ত হন। অতি সামান্য বিষয় লইয়া,—কোন এক শব্দের কোন পারিভাষিক বা অপ্রচলিত অর্থবিশেষ লইয়া, অথবা কোন সম্প্রদায়বিশেষের কোন এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম একটী নিয়মের প্রয়োগ লইয়া, তাঁহারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রবন্ধ লিখিয়া ক্ষুদ্রকায় পত্রিকার কলেবর মাসের পর মাস পূর্ণ করিতে থাকেন। পুনঃ পুনঃ বাদবিবাদের প্রাচুর্য্য বশতঃ, বাদ শেষে রীতিমত কলহে

* পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে যাঁহারা গত বৎসরে "প্রতিভায়" "শ্যাম" শব্দের পারিভাষিক অর্থ লইয়া কতিপয় সুবিখ্যাত সুবিদ্বান্ লেখকের মধ্যে কিরূপ বাদ-প্রতিবাদের তুমুল তরঙ্গ উঠিয়াছিল দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদের কথার সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন। প্রতিভার প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় অবশেষে কি উপায়ে তাঁহার নিতান্ত আদরের প্রতিভাকে সেই তরঙ্গের গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার আভাস তিনি চৈত্রসংখ্যা "প্রতিভার" সম্পাদকীয় মন্তব্যে দিয়াছেন। তথাপি আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে দুই একজন লেখক সম্পাদক মহাশয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।　　　লেখক।

পরিণত হইয়া থাকে। সম্পাদক নিরুপায় হইয়া এই সকল তীব্র শ্লেষোক্তি এবং বিদ্রূপপূর্ণ প্রবন্ধ মুদ্রিত করিতে থাকেন, তাহাতে কেবল লেখকবিশেষের হৃদয়ে অকথ্য বেদনার আবির্ভাব ভিন্ন আর কোন ফল হয় না। খুব ভাল বিষয় লইয়াও অধিকতর বিতণ্ডা করা কোন ক্রমেই উচিত নহে;—নীতিশাস্ত্র স্পষ্ট বলিয়াছেন,—

অত্যন্তমন্থনকদর্থনমুৎসহন্তে
মর্য্যাদয়া নিয়মিতাঃ কিমুসাধবোঽপি।
লক্ষ্মীসুধাকর সুধাহৃপনীয়শেষে
রত্নাকরোঽপি গরলং কিমু নোজ্জগার? ॥

"সমালোচনা" বড় কঠিন কার্য্য,—বিতণ্ডা বা কলহ করা খুব অনায়াসসাধ্য ব্যাপার। বিখ্যাত ইংরেজ কবি পোপ তাঁহার লিখিত "Essey on Criticism" শীর্ষক পদ্যময় প্রস্তাবে সমালোচনার কতকগুলি সংকেত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা অপরের বহুপরিশ্রমজাত পুস্তক অথবা প্রবন্ধের সমালোচনা করিতে অগ্রসর হন, ঐ প্রস্তাব তাঁহাদের একান্তপাঠ্য। আর একজন সুবিখ্যাত ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন—"The two notes of the critic are sympathy and knowledge. Sympathy and knowledge must go hand in hand through the field of criticism. As neither sympathy nor knowledge can ever be complete, the perfect critic is an impossibility. It is hard for a reviewer to help being ignorant, but he need never be hypocrite. Knowledge certainly seems of the very essence of good criticism and yet judging is more than knowing. Taste, delicacy, discrimination,—unless the critic has some of these, he is naught. Even knowledge and sympathy must own a master. That master is sanity. Let sanity for ever sit enthroned in the critic's armchair.* আমাদের সমালোচক মহাশয়েরা অনেকস্থলে জ্ঞান এবং সহানুভূতিশূন্য, এবং যদিই বা কোন কোন স্থলে জ্ঞান ও সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় Sanity কে একেবারেই অনুপস্থিত দেখা যায়। তাই কোথাও নিতান্ত লজ্জাকর তোষামোদ, আবার অপরস্থলে বিষাক্ত বিদ্রূপ সমালোচনার অঙ্গ কলঙ্কিত করে। বিদ্বেষযুক্ত সমালোচনারও অভাব নাই। প্রাচীন কবি বাণভট্ট যে দুঃখোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন,—

অকারণাবিষ্কৃতবৈরদারুণাদসজ্জনাৎ
কস্য ভয়ং ন জায়তে?
বিষং মহাহেরিব যস্য দুর্ব্বচঃ সুদুঃসহং
সংনিহিতং সদামুখে॥

তাহার কারণ অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। পৃথিবীতে দোষশূন্য মানব নাই,—সুতরাং মানবের কৃত কোন বস্তুই দোষশূন্য হইতে পারে না; এবম্প্রকার অবস্থায় সমালোচক মহাশয়দিগের হৃদয় লেখকদিগের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ না হইলে, সে সমালোচনা কখনই মঙ্গলের কারণ হয় না। কুসংস্কারপূর্ণ,

* The Rt. Hon' ble Augustine Birrell. M. P. on "The Critical Faculty."

বিদ্বেষ-জনিত বাদ প্রতিবাদ দ্বারা কেবল কলহেরই বৃদ্ধি হয় মাত্র।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাঙ্গালা মাসিকপত্র-লেখকদিগের মধ্যে বাদ প্রতিবাদের খুব আধিক্য দেখা যায়। ইহাতে বাদী এবং প্রতিবাদী যতই কেন সন্তুষ্ট হউন না, সাধারণ পাঠক কখনই প্রীতিলাভ করেন না। অথচ পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন। এই বিষয়ে আমাদের একটী প্রস্তাব আছে। কোন কোন ইংরাজী প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে "Open Forum" শীর্ষক একটী অধ্যায় বা Section থাকে। উহার প্রথমেই এই মর্ম্মে একটী সম্পাদকীয় মন্তব্য থাকে যে পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন প্রবন্ধের প্রতিবাদ প্রকাশিত হইলে, মূল প্রবন্ধলেখক মহাশয় তাহার সম্বন্ধে একটী মন্তব্য প্রকাশিত করিবেন, তাহার পর ঐ বিষয়ে আর কোন প্রতিবাদ প্রকাশ হইবে না। আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালা মাসিক পত্রগুলিতেও এই নিয়ম প্রচলিত হইলে প্রতিবাদ কমিয়া যায় এবং কোন প্রবন্ধ প্রকাশ না করার নিমিত্ত সম্পাদক মহাশয়কেও প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় না। ভরসা করি, বাঙ্গালা মাসিকপত্রের সম্পাদক মহাশয়গণ আমাদের এই প্রস্তাবটী সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে কোন পক্ষেরই অসুবিধা নাই। কোন মূল্যবান নূতন কথা বলিবার থাকিলে, বাদ প্রতিবাদের কচ্‌কচিতে না গিয়া, মূল প্রস্তাবরূপে উহা অনায়াসেই প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য। (ক)।

শেষ কথা, প্রবন্ধ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে যথোপযুক্ত কঠিনতা সহকারে প্রবন্ধ নির্ব্বাচন না করিলে কোন পত্রই সুখ্যাতি পাইতে পারে না। "ভিক্ষার চাউল" বলিয়া প্রাপ্ত যে কোন রাবিশ ছাপাইলে পত্রের অধোগতি নিশ্চিত। উপর্য্যুপরি দুই তিন সংখ্যায় যদি সুখপাঠ্য প্রবন্ধের একান্ত অভাব ঘটে তাহা হইলে পত্রের দুর্দ্দশা যে অবশ্যম্ভাবী তাহা না বলিলেও চলে। কাগজ চালাইতে কাগজের মূল্য এবং মুদ্রণের ব্যয় যেমন দিতেই হয়, যদি সেইরূপ প্রতিমাসে ১০।২০ টাকা প্রবন্ধের জন্য দেওয়া হয় তাহা হইলে বোধ হয়, সে টাকা অপব্যয় হয় না। দাম দিয়া জিনিষ কিনিতে গেলে ক্রেতা নিশ্চয়ই জিনিষের ভালমন্দ দেখিবেন। সুতরাং সাধারণ প্রবন্ধের নিমিত্ত যদি আপাততঃ ৫৲ টাকা মূল্য বা honorarium নির্দ্দিষ্ট করা যায় এবং প্রাপ্ত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে অন্ততঃ ৪টীও নির্ব্বাচনযোগ্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে ২০৲ কুড়ি টাকা মাসে খরচ করিলে ছোটখাট এক খানা কাগজ একরূপ বেশ চলিয়া যাইতে পারে। আর যে সকল মহাত্মা বা উদারচিত্ত লেখক প্রকৃত দেশ বা জাতির সেবা কি সাহিত্যানুশীলনের নিমিত্ত নির্লোভভাবে প্রবন্ধ দিবেন, তাঁহারাও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনার প্রতিযোগিতা নিবন্ধন নিজ নিজ রচনার প্রতি অধিকতর মনোযোগ না দিয়া পারিবেন না। সকলেই অবগত আছেন যে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটগণ যে রায় দেন, আপীল আদালত হইতে তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অনুগ্রহ

(ক) "শ্যাম" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদের তুমুল কলহের অবসানে আমরা প্রতিভায় উক্ত নিয়ম অবধারণ করিয়াছি। সম্পাদক।

প্রদর্শিত হয় না। বৈতনিক এবং অবৈতনিক উভয়প্রকার কর্ম্মচারীর কার্য্য ঠিক একই যোগ্যতার পরিমানযন্ত্রে মাপ করা হয়। অবৈতনিক সাহিত্য সেবকের সম্মান বৈতনিক বা পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্য সেবকের সম্মান অপেক্ষা কোনও অংশে কম নহে; বরঞ্চ অধিক হওয়ারই সম্ভাবনা। যাহাই হউক, "আমি পুরস্কার লই না বলিয়া আমার লিখিত ছাইভস্ম সমস্তই সম্পাদককে ছাপাইতে হইবে" এরূপ আবদার পবিত্র সাহিত্যক্ষেত্রে কদাপি শোভনীয় নহে। যাহাতে আমাদের মাতৃভাষা এবং বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি হয়, যাহাতে আমরা এই সাহিত্যসহায়ে স্বদেশ এবং স্বজাতির সেবা ভাল করিয়া করিতে পারি,—সেই উদ্দেশ্য লইয়াই আমরা এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি। এদেশে সম্পাদক-সমিতি নাই,—সুতরাং প্রত্যেক সম্পাদককে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ গন্তব্যপথ স্থির করিয়া লইতে হয়। মাসিকপত্র পরিচালন এখনও ব্যবসার হিসাবে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই, তথাচ যাহাতে ধীরে ধীরে উহা সেই পথে অগ্রসর হইতে পারে, তজ্জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেক সাহিত্যিকের অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। "আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা" বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের প্রতিভা বিস্তারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের বিনীত প্রার্থনা যে প্রতিভাবান্ কায়স্থমহোদয়গণ এই শুভকার্য্যে সম্পাদক মহাশয়কে যথোচিত সাহায্য করুন। তাঁহারা কৃপা করিলেই, এই পত্রিকা অতি অল্পসময়ের মধ্যেই নিজ কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া ধন্য হইবে। (খ)

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

(খ) লেখকমহাশয়ের এই বিনীত প্রার্থনা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি। সারবান প্রবন্ধ অভাবে অনেক সময়ে আমরা কষ্টানুভব করিয়া থাকি। আশা করি কায়স্থ সাহিত্যিকগণ আমাদের প্রতি কৃপা বিতরণ করিবেন। সম্পাদক।

শ্রাদ্ধে নল-দানসাগর।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, শেষ)।

ন্যায়রত্ন চূড়ামণি প্রভৃতি দস্তবাটী পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই দামিনীর ন্যায় ক্ষিপ্রগতিতে রত্নপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে প্রচারিত হইল যে, ঈশ্বরীপ্রসাদের শ্রাদ্ধ তাঁহার পুত্রেরা করিবে না, স্পষ্ট এমন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এমন দেশহিতৈষী মহাত্মা, অতুল ঐশ্বর্য্য ও উপযুক্ত পুত্রদ্বয় বর্ত্তমান থাকিতেও তাঁহার জল-পিণ্ড লোপ হইল, সবই কর্ম্মফল। যে যাহার দেখা পাইল, সেই তাহার সন্নিধানে এই নূতন মর্ম্মান্তিক সংবাদ না বলিয়া থাকিতে পারিল না, দেখিতে দেখিতে কথাটা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া গেল।

(৫)

ধনেশবাবুর কনিষ্ঠ দীনেশবাবু যখনই

বাটীতে থাকেন গ্রামবাসী প্রত্যেকের গৃহে গৃহে যাইয়া, কে কেমন আছে না আছে তাহার খোঁজ খবর লইয়া থাকেন। দারুণ পিতৃশোকে তপ্তহৃদয় লইয়াও তিনি সে কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। তিনি গ্রামময় তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ সম্বন্ধে নানা কথা শুনিতে লাগিলেন, কেহ তাঁহার সাক্ষাতে ও কেহ অসাক্ষাতে বলিতে লাগিল, পরোক্ষে ও অপরোক্ষে নানাবিধ কথা শ্রুত হইয়াও সেদিনকার ন্যায়রত্ন মহাশয়দের নিকট দাদার শ্রাদ্ধ সম্পর্কে ব্যক্ত-অভিপ্রায় অবগত হইয়া দীনেশবাবু মর্ম্ম-বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। বড় ভাইকে সাহস করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিলেন না। অঘোর বাবু রংপুর জজকোর্টে ওকালতী করেন। ঈশ্বরী-প্রসাদবাবুর লোকান্তর সংবাদ ধনেশবাবুর পত্রে জ্ঞাত ছিলেন। শ্রাদ্ধের ২।৪ দিন পূর্ব্বে বাটী আসিবেন এরূপ অভিলাষ ছিল।

হঠাৎ দীনেশের টেলিগ্রাম পাইয়া তিনি উদ্বিগ্নচিত্তে গৃহাভিমুখে ছুটিলেন। গৃহে উপস্থিত হইয়া সমস্ত অবগত হইলেন। ধনেশ বাবু যে শ্রাদ্ধের কোন আয়োজনই করেন নাই ইহাতে বিস্মিত হইলেন,—বেদনানুভব করিতে লাগিলেন। অনেকেই ধনেশবাবুর সঙ্কল্প স্খলন করিতে পারেন নাই, তাঁহাকেই শেষ চেষ্টা করিতে হইবে, দীনেশ ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ আশা করেন। কিন্তু তিনি কতটা কৃতকার্য্য হইবেন বুঝিতে পরিতে-ছিলেন না। নানাবিধ চিন্তা করিয়া অঘোর বাবু ধনেশবাবুর সমীপে উপনীত হইলে ধনেশ অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, অঘোরও রোদন করিতে লাগিলেন। উভয়েই শোক-সিন্ধুতে কিছুক্ষণ ডুবিয়া রহিলেন। কর্ত্তার অভাবে দেশের ক্ষতি ও আপনাদের ক্ষতি সম্বন্ধে নানা কথা হইল। অতঃপর ধনেশ বলিলেন,—অঘোর! কাজকর্ম্ম বন্ধ রেখে হঠাৎ বাড়ী এলে কেন? শ্রাদ্ধের ২।৪ দিন পূর্ব্বে আস্‌বারই ত কথা ছিল।

অঘোর। তুমিই তো আনালে, আমি সাধ করে কি এসেছি?

ধনেশ। সে কি রকম, আমি আনায়েছি?

অঘোর। তুমিই তো আনায়েছ। দেশের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র, তুমি পুত্র হয়ে তাঁর পিণ্ডলোপ কর্‌তে বসেছ। দেশবাসী তোমার আচরণে ব্যথিত ও বিস্মিত হয়েছেন।

ধনেশ। শ্রাদ্ধের সমস্ত আয়োজনই হইতেছে, প্রেতাত্মার উদ্ধারকল্পে অনুষ্ঠেয় বৃষোৎসর্গও হবে। শাস্ত্র-সম্মত—চির-প্রচলিত দানসাগর করতে আমি অসম্মত—এই আমার অপরাধ। তাই দেশময় আমার অপযশ কীর্ত্তিত হচ্ছে। সমাজ ও দেশ-হিত-কল্পে আমি যে দান করিতে ইচ্ছা করেছি, তাহাই আমার নব-দান-সাগর। তোমাদের হাতী, ঘোড়া দানকে আমি দানসাগর নাম দিতে পারি না, উহার দান-গোষ্পদ নামের যোগ্য। দানের অব্যবহিত কিছু দিনের মধ্যে উহা শুকাইয়া যায়, চিহ্ন মাত্রও থাকে না। আমার কল্পিত দানসাগর সহজে শুকাইবার নহে। সলিল রাশি বক্ষে লইয়া সাগর যেমন জীব-জগতের মহান্ উপকার সংসাধন করিয়া থাকে, আমার দানসাগরও তেমনি সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর উপকার সাধনে নিরত থাকিয়া স্বর্গস্থ পিতার পুণ্য-পূত-নাম চিররক্ষণীয় করিবে।

অঘোর। কি ভাবে কতটাকা দানের মানস করেছ।

ধনেশ। পঞ্চাশ হাজার টাকা দানের সংকল্প করেছি। কোন্ বিষয়ে কত টাকা দান কর্‌বো আজ রাত্রে ন্যায়রত্ন, চূড়ামণি মহাশয়, মাষ্টার বাবুর, খুড়া মহাশয় প্রভৃতিকে ডাকাইয়া তুমি, আমি ও দীনেশ তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির কর্‌বো।

অঘোর। খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত কিরূপ কর্‌বে?

ধনেশ। তা, আমাদের বাড়ীর শ্রাদ্ধে বরাবর যেমন হয়ে থাকে তদ্রূপই হবে। সে বিষয় কৃপণতা কর্‌তে চাইনা। কাঙ্গালী বিদায়ও পূর্ব্ববৎ হবে।

অঘোর। ব্রাহ্মণপণ্ডিত পূর্ব্বের ন্যায় নিমন্ত্রণ কর্‌বে ত?

ধনেশ। ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিমন্ত্রণ কর্‌বো নিশ্চয় কিন্তু পূর্ব্ববৎ অত পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করা হবে না। একশত নির্ম্মল-চরিত্র, সমাজ-হিত-কামী, অক্রোধী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করা স্থির করেছি। বিদ্বেষী, ক্রূরমতি, স্বার্থপর, সমাজের শত্রু, পণ্ডিত নামধারী, অপণ্ডিত-দিগের নিমন্ত্রণ স্থগিত রাখ্‌বো, মনে করেছি। সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন-ব্রাহ্মণপণ্ডিত তোমার পরিচিত যাহারা আছেন, তাঁদিগকে নিমন্ত্রণ-চিঠি লিখিয়া দাও।

অঘোর। এরূপ কর্‌লে ব্রাহ্মণ সমাজ চটে যাবেন।

ধনেশ। চটে যান ত যাবেন, উপায় নাই। কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহাতে সমাজের উপকার হবে। প্রকৃত পণ্ডিতের আদর বাড়্‌লে সমাজ অচিরে বহু পণ্ডিতে শোভিত হবে, আবর্জ্জনা দূর হবে।—ধনেশবাবুর সহিত কথাবার্ত্তায় অঘোরবাবুর কতগুলি সংস্কারের মূলোৎপাটিত হইল; তিনি অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন, দীনেশবাবু, ধনেশবাবু ও অঘোরবাবুর তর্কবিতর্ক নীরবে শুনিলেন; তিনি বুঝিলেন "দাদা শ্রাদ্ধে ব্যয়কুণ্ঠার পরিচয় দিবেন না। শ্রাদ্ধও করিবেন, ভোজন ব্যাপার ও কাঙ্গালী বিদায়েরও কোন অঙ্গ হানি হইবে না; তবে শাস্ত্রীয় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বৃষোৎসর্গ পর্য্যন্ত। তাহাতে তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। দাদা যে উচ্চসঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে পিতার নাম বাস্তবিকই চিরস্মরণীয় হইবে।" দীনেশের মনের ক্ষোভ দূর হইয়া গেল। অঘোরবাবু ধনেশবাবুর মতপরিবর্ত্তন করিতে যাইয়া স্বীয় মতপরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন।

(৬)

যথাসময় ঈশ্বরী প্রসাদ দত্তের শ্রাদ্ধক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া গেল। ধনী জমিদারের ন্যায় কোন আড়ম্বরই হইল না। সামান্য গৃহস্থ-ভবনে যেরূপ বিনা জাকজমকে শ্রাদ্ধ হয়, গ্রামের সমৃদ্ধ দত্তবাবুদের বাড়ীও তদপেক্ষা অধিক কিছুই হইল না। গ্রাম্য কৃষক হইতে ভদ্র শ্রেণীর লোকেরা পর্য্যন্ত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থিরভাবে দাড়াইয়া থাকিয়া দেখিতে লাগিল ও ভাবিতে লাগিল—একি! ফলতঃ দেশবাসীর বিস্মিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। তাহারা বড়লোকের ভবনে এরূপ শ্রাদ্ধ কখনও দর্শন করে নাই। বড়লোকেরা লোকনিন্দার ভয়ে বা আপনাদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া বড় রকমের শ্রাদ্ধই করিয়া থাকে। ঈশ্বরী-প্রসাদবাবুর শ্রাদ্ধে আত্মকৃত্য, গুরু-পুরোহিতের

প্রাপ্য কতিপয় ক্ষুদ্রদান ও বৃষোৎসর্গ ব্যতীত আর কোনরূপ ক্রিয়া কলাপই আচরিত হইল না। যে দত্তবাড়ীর সামান্য কোন কার্য্যেও জন কোলাহলে গ্রাম প্রতিধ্বনিত হইত, সেই দত্তবাড়ীর প্রধান ব্যক্তির শ্রাদ্ধ নীরবে সম্পাদিত হইল। এ শ্রাদ্ধে সাধারণের দর্শনীয় ও আনন্দপ্রদ কিছুই ছিল না। সুতরাং দলেদলে লোক আসিতেছে, যাইতেছে, হাসিতেছে, নাচিতেছে, নানা কথা কহিতেছে; এ শ্রাদ্ধে সেরূপ দৃশ্য অদৃশ্যই হইয়াছে। যে ঈশ্বরীপ্রসাদ বাবু, দেশের সর্ব্বশ্রেণীর প্রিয় ছিলেন, যাঁহার দর্শনে লোকের বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হইত, তাঁহার শ্রাদ্ধ দর্শনে দেশবাসীর মুখ মলিন। বোধ হইতেছে, আজ শ্রাদ্ধদিনে যেন ঈশ্বরীপ্রসাদের স্মৃতি দেশবাসীর হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া শোক কালিমায় তাহাদের মুখ-চন্দ্রিমা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। ধনেশবাবু, সামান্যভাবে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে শ্রাদ্ধক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া তৃতীয় প্রহরের সময় গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য জাতীয় ব্যক্তিবর্গকে তাঁহার অনুষ্ঠিত 'নব-দানসাগর' অবলোকনার্থ আহ্বান করিলেন। ধনেশবাবুর প্রতি পিতৃ-শ্রাদ্ধ-সূত্রে অনেকেই অশ্রদ্ধারভাব পোষণ করিলেও যে কারণেই হউক গ্রামবাসী সকলেই প্রায় আসিলেন। লোকসমাগমে ধনেশবাবুর বৃহৎ বহির্ব্বাটীখানা পরিপূর্ণ হইয়া গেল, সকলেই 'নব-দানসাগর' কিম্ভূত কিমাকার তাহা দর্শনার্থ উৎসুকচিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বিদেশ ও স্বদেশের সমাগত ধনেশবাবুর মনোনীত পণ্ডিতগণ সভাস্থ হইলেন। গ্রামবাসী সর্ব্বশ্রেণীর ব্যক্তিগণ ও ধনেশবাবুর গ্রামান্তরের আত্মীয়গণ যথাস্থানে উপবেশন করিলেন।

তৎপর অঘোরবাবু, সভাস্থ পণ্ডিতগণ, সম্ভ্রান্তগণ ও সাধারণ জনগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আজ আপনারা রত্নপুরের রত্ন ঈশ্বরী প্রসাদ দত্তের শ্রাদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া নিশ্চয়ই শ্রাদ্ধের অনাড়ম্বর প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইতেছেন—তাঁহার পুত্রদ্বয়কে কার্পণ্য দোষদুষ্ট মনে করিতেছেন। আপনাদের আশানুরূপ শ্রাদ্ধ না হওয়ায়; বড়লোকের বিশেষ দত্তবংশের প্রথা বহির্ভূতরূপে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ায় আপনাদের এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন, তাঁহার পুত্রদ্বয় একেবারেই কৃপণ নহেন—বদান্যতাগুণে দেশবাসীর পরম শ্রদ্ধাভাজন—সমাজের প্রকৃত হিতৈষী ও বংশের মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান। আমার বাক্যাবসান হইলেই সকলে দেখিতে পাইবেন তাঁহারা দেশ ও সমাজের কল্যাণকল্পে কিরূপ চিন্তাশীল। শ্রাদ্ধে অর্থহীন ব্যয় বাহুল্য করিলে দেশের ও সমাজের স্থায়ী কোন উপকার হয় না; ইহা তাঁহাদের বিশ্বাস। তাহাতেই তাঁহারা সামান্যরূপে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদিত করিয়া দেশবাসীর নানা অভাব দূরীকরণার্থ ন্যায়রত্ন মহাশয়, চূড়ামণি মহাশয় মাষ্টারবাবু, গিরিজাবাবু ও আমি অঘোরনাথ বসু এই পঞ্চজন সম্মিলিত কমিটীর হস্তে স্বর্গীয় পিতৃদেবের পবিত্র নাম সংযোগে পঞ্চাশহাজার টাকা সম্প্রদান করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এবং কোন্ বিষয়ে কত টাকা ব্যয় করিতে হইবে তাহাও নির্দ্দেশিত হইয়াছে। আমি বিষয়ভেদে দানের পরিমাণ আপনাদের সমক্ষে উল্লেখ করিয়াই বক্তব্য শেষ করিব। ভরসা করি, ধনেশ ও দীনেশবাবুর দৃষ্টান্ত ধনী-নির্ধন

সকলেরই অনুকরণযোগ্য হইবে।" অঘোরবাবু ইহার পর দানের তালিকা পাঠ করিলেন। বিষয়ভেদে দানের তালিকা এইরূপ ;—

১। জলকষ্ট নিবারণার্থ পুষ্করিণী, কূপাদি খনন জন্য ... ... ১০০০০৲

২। বাণিজ্য সৌকর্য্যার্থ স্থানে স্থানে খাল পরিষ্কার জন্য ... ... ৫০০০৲

৩। গ্রাম্য স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ জন্য ৫০০০৲

৪। ঈশ্বরীপ্রসাদ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনার্থ ... ... ১৫০০০৲

৫। স্বজাতীয় দরিদ্র বালকের শিক্ষা সাহায্যার্থ ... ... ১০০০০৲

৬। টোলের সাহায্যার্থ ... ১০০০৲

৭। হিন্দু নিরুপায় বিধবার সাহায্যার্থ ৩০০০৲

৮। নিম্নশিক্ষা বিস্তার কল্পে গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণার্থ ... ... ১০০০৲

একুনে ৫০০০০৲ টাকা

দানের তালিকা পাঠ করতঃ অঘোরবাবু উপবেশন করিলেন। অতঃপর ধনেশ ও দীনেশবাবু, সভাস্থলে পঞ্চাশহাজার টাকা পঞ্চ মেম্বরের সমক্ষে রাখিলেন। চূড়ামণি মহাশয় বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। বৈদিক মন্ত্রে ভ্রাতৃদ্বয় সানন্দমনে পিতার নামে দেশবাসীর মঙ্গলার্থ নানাকার্য্যে পঞ্চাশহাজার টাকা উৎসৃষ্ট করিলেন। মেম্বরগণের অভিপ্রায়ানুসারে ন্যায়রত্ন মহাশয় দেশবাসীর প্রতিনিধি রূপে মন্ত্রোচ্চারণে উহা গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিতবর্গ ও চিন্তাশীলব্যক্তিবৃন্দ জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধনেশবাবুর সঙ্কল্পিত 'নবদান সাগর' সুচারুরূপে নিষ্পাদিত হইল। সাধারণে এ 'দানসাগরের' উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। তাহারা উহাতে প্রশংসার কোন হেতুই খুঁজিয়া পাইল না। ব্রাহ্মণসমাজের অনেকে যে সন্তুষ্ট হইলেন না তাহাও সত্য, কিন্তু সমাজ চিন্তায় ব্যাপৃত ব্যক্তিগণের কেহই যশোগান না করিয়া পারিলেন না। কাশীধামের ত্রিগুণাকর দ্বিবেদী মহাশয় স্পষ্টই বলিলেন—"ধনেশবাবু, দানের যে পদ্ধতি সৃষ্টি করিলেন ; ইহা অতি উত্তম। প্রত্যেক ক্রিয়াকাণ্ডে শুধু শ্রাদ্ধে নহে—প্রত্যেকেই যদি সাধারণ ব্যয় বাহুল্য একটু সঙ্কোচ করিয়া যাঁহার যাহা সাধ্য, দেশের ও সমাজের হিতকল্পে দান করেন, তবে দেশের নানাবিধ অবনতি অচিরেই বিলুপ্ত হইতে পারে। সত্যবটে, এ প্রণালীতে দান করিলে আমাদের ব্রাহ্মণ জাতির স্বার্থে অল্পাধিক আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা তাহা হইলেও, আমি বলিতে বাধ্য, এরূপ দান বর্ত্তমানের অত্যন্ত উপযোগী। সম্প্রদায় বিশেষের কতিপয় ব্যক্তির স্বার্থ বিঘ্ন ঘটাইয়া যদি সমগ্র জাতির উপকার সম্ভাবনা থাকে, তবে সে কার্য্য কখনি নিন্দার্হ হইতে পারে না। তারপর কথা এই, যে ব্রাহ্মণ সমাজ পূর্ব্বেরন্যায় এখন সম্পূর্ণরূপে হিন্দুসমাজের কৃপার উপর নির্ভর করে না। তাহারাও অন্যান্য জাতিরন্যায় নিজের উপর নিজে দাঁড়াইতে শিখিয়াছে। গুরুদেবের পুত্র ডিপুটীবাবু, পুরোহিত ঠাকুরের পৌত্র জজকোর্টের উকিল ; এরূপ উদাহরণ বিরল নহে। কাযেই গুরু পুরোহিতের দানের উপযোগিতা যে অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই আমি সকলদিক্ বিবেচনা করিয়া মুক্তকণ্ঠে, ধনেশ বাবুকে ধন্যবাদ নাদিয়া থাকিতে পারিতেছি না।"

ধনেশবাবু, দান সাফল্যে পরম পুলকিত হইলেন। নিমন্ত্রিত পণ্ডিত মহাশয় দিগকে পাণ্ডিত্যের প্রগাঢ়ত্ব, স্থানের দূরত্ব প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া ১০০৲ টাকা হইতে আরম্ভ-করিয়া নিম্নসংখ্যা ৫০৲ টাকা হারে বিদায় প্রদান করিলেন। তাঁহারা প্রসন্নচিত্তে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ধনেশবাবু, নব-দানসাগরে নানারূপেই নূতনত্ব দেখাইলেন।

(৯)

শ্রাদ্ধের পরদিন যথারীতি ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অপর জাতীয় লোক দিগকে রসনা তৃপ্তিকর নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যের দ্বারা ভূরিভোজন করান হইল। বহুসংখ্যক কাঙ্গালী ভোজন ও বিদায় প্রদান করা হইল! নানাবিধ আহারীয় দ্রব্যের আয়োজনে যেমন কোন ক্রটী ছিল না; তেমনি তদ্বির তালাফীর ও বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল! তথাপি সাধারণ লোক আহারে তৃপ্তিবোধ করিল না; নিন্দা গাহিতে কুন্ঠিত হইল না! ইহার কারণানুসন্ধান করিয়া ইহাই জানা গেল, যে শ্রাদ্ধের আড়ম্বর দর্শনে বঞ্চিত হওয়ায় তাহাদের প্রাণে যে ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল ধনেশ বাবুর প্রতি ক্রোধোদ্রেক হইয়াছিল; তাহা প্রবলাবস্থায় থাকায় নানা প্রকার রুচিকর আহার্য্যেও তাহাদের অতৃপ্তি বিদূরিত করিতে পারে নাই। হৃদয়ই তৃপ্তি অতৃপ্তি উপলব্ধি করিয়া থাকে; কোন দ্রব্যেই তৃপ্তি অতৃপ্তি মাখান নাই। হৃদয় বিকৃতাবস্থায় থাকিলে কোন দ্রব্য বা ব্যবহারই সন্তোষ বিধানে সক্ষম হয় না; ইহা তাহার একটী জলন্ত প্রমাণ। সাধারণ লোকেরা অনেকেই বলিতে লাগিল "কর্ত্তাবাবুর শ্রাদ্ধও যেমন হল, খাওয়া দাওয়াও তেমনই হল। কর্ত্তাবাবুর বড় ছেলের ত খৃষ্টানীমত—শ্রাদ্ধও করতে চাহেন নাই—কাহাকে খাওয়াতেও ইচ্ছাছিল না। ছোটছেলের পিড়াপীড়িতে অঘোর বাবুর উপরোধ অনুরোধে অগত্যা নামমাত্র শ্রাদ্ধও করেছেন; নাম মাত্র খাওয়া দাওয়াও হয়েছে। বড় ঘরেও এমন কৃপণ মানুষ জন্মে। আমাদের যদি অত টাকা থাকৃত, তাহলে আমরা যা কেহ কখনও করে নাই, পিতৃ-শ্রাদ্ধে তাই করতাম।" অনেক লোকের মুখে ঐরূপ উক্তি শ্রবণ করে একজন ভদ্রলোক তাহাকে বলিলেন—"যা কেহ কখনও করে নাই, ধনেশবাবুওত তাই করলেন, তবু তার নিন্দা কর কেন? নিন্দা করাই তোমাদের স্বভাব" ভদ্রলোকটীর কথাশুনিয়া লোকটী ভীত হইল ভাবিল যদি ধনেশবাবুর কাণে যায় তবে কি জানি কি হয়। সে ভদ্রলোকটীকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল "মাপ করবেন। হঠাৎ একটা কথা বলে ফেলা হয়েছে। তা কর্ত্তা বাবুর শ্রাদ্ধ আর মন্দ হয়েছে কি? আপনারা ভদ্রলোকেরা যখন সুখ্যাতি করছেন, তখন নিশ্চয়ই খুব ভাল শ্রাদ্ধ হয়েছে। আমরা কি বাবু, ভাল-মন্দবুঝি। আমরা বরাবর যা যেখানে দেখি, তা না দেখ্‌লেই নিন্দাকরে বসি।" ভদ্রলোকটী হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন "তুমিই যে শুধু বলিতেছ, তা নয়। অনেকেই বলিতেছে, ইহা তোমাদের দোষ নহে—দেশের দোষ—সমাজের দোষ। কোন নূতন কার্য্য দেখিলেই বিনা চিন্তায় কুধারণা পোষণ করে অপযশ ঘোষণা করে ইহা: বড় অবনতির লক্ষণ।" শ্রাদ্ধান্তে ১০

১৫ দিন নানাস্থানে নানারূপে শ্রাদ্ধের আলোচনা, ঈশ্বরীপ্রসাদবাবুর অদৃষ্টের সমালোচনা—ও ধনেশবাবুর অদ্ভুত চরিত্রের বর্ণনা চলিতে লাগিল। অতি অল্প সংখ্যক লোক ভিন্ন কাহারও নিকটেই ধনেশবাবুর কৃতকর্ম্ম যশস্বররূপে গৃহীত হইল না। তিনি সমগ্র দেশের সাধারণ লোকমতের বিরুদ্ধে দেশের কল্যাণ কামনায় আপন শিরে অসহ্য নিন্দার পশরা বহন করিয়া একটা নূতনতর আদর্শস্থল হইলেন। ভাবীসমাজ, তাঁহার আদর্শের অনুকরণ করিয়া লাভবান হইবে কি না তাহা কে জানে?

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

কবিতাগুচ্ছ।

আগমনী।১।

(একাদশ পদাবলী)।

এস মা! বঙ্গের গৃহে হেরম্ব-জননি!
মা তোরে আসনদিতে
ধরণী উৎফুল্ল চিতে
সজ্জিত করিছে অঙ্গ যতনে আপনি।
তোমার পূজার ছলে
কমল সরসী জলে
তরুণ অরুণ ভালে দুলিছে কেমনি।
শাখী শোভে ফুলফলে
পাখীডাকে কুতূহলে
সবেমিলি গায় মাগো! তব "আগমনী।"
স্বাগত দাসের বাসে জগত-জননি॥

(২)

এস মা! শৈলেশ বালা! সহ শক্তিদল,
তোমার আসার আশে
কত সাধ্বী আছে ব'সে
সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু অঙ্গে পরিমল।
একটী বরষ পরে
প্রাণেশ ফিরিবে ঘরে
হেরিবে সে প্রিয়মূর্ত্তি প্রাণেপা'বে বল।
তুমি না আসিলে হেথা
প্রাণে তারা পা'বে ব্যথা
নয়নে ঝরিবে আহা! শোকঅশ্রু জল।
এস মা করুণাময়ি! এস ধরাতল॥

(৩)

এস মা এ প্রেতভূমে শ্মশান-বাসিনি,
নরনারী শত শত
ধনধান্য গৃহ যত
নাহিমা চিহ্নটী তার দেখাতে পাষাণি!
কত যে স্বরগ-স্মৃতি
প্রেমের পবিত্র-মূর্ত্তি
ছিলমাগো বঙ্গভূমে মানস-মোহিনি!
নাহি তার কোন চিহ্ন
সকলি হয়েছে ছিন্ন
প্লাবন-আঘাতে মাগো! প্লাবন-রঙ্গিণি!
এস মা শ্মশান-গৃহে মহিষ-মর্দ্দিনি॥

(৪)

এস মাতঃ ! অন্নপূর্ণে ! অন্নশূন্ত ঘরে,
পবিত্র প্রসূন-সম
নরনারী নিরুপম
অন্নাভাবে কাঁদে সদা সকরুণ স্বরে।
রোগে শোকে একে জীর্ণ
তাহে অনশনে শীর্ণ
দুয়ারে দুয়ারে ফিরে মুষ্টিভিক্ষা তরে।
অন্নরূপে এলে হেথা
ঘুচিবে তাদের ব্যথা
তাই মা আহ্বানি তোরে সদা যোড়করে।
এস মাতঃ অন্নপূর্ণে ! অন্নশূন্ত ঘরে ॥

(৫)

এস মা দুর্গতি-হরা ! এস ধরাতল,
সারাবর্ষ শূন্ত প্রাণে
আছি চেয়ে পথপানে
হেরিবারে দেবারাধ্য চরণ কমল।
জরা ব্যাধি অনশন
শোকদুঃখ অগণন
ভুলিব, পাইব প্রাণে অমরের বল।
এস মা ! অভাগা গেহে
পূজিব পবিত্র দেহে
ধোয়াইব পাদ পদ্ম দিয়া অশ্রুজল।
এস মা দুর্গতিহরা ! এস ধরাতল ॥

(৬)

এস মা শঙ্কটহরা শঙ্কর-গেহিনি।
ভক্তি ভরে দুর্গাবলি
স চন্দন পুষ্পাঞ্জলি
দিব মা চরণে তব জগত-তারিণি !
শ্রীচরণে রাখি মাথা
ভুলিব সকল ব্যথা
মরতের যতদুঃখ দুঃখ-বিনাশিনি।
আগমনে অভয়ার
ভয় না রহিবে আর
নির্ভয়ে বেড়াব মাগো ! দিবস যামিনী
এস মা দাসের বাসে পতিতোদ্ধারিণি ॥

(৭)

রূপং দেহি যশোদেহি দেহি ধনজন,
নাজানি মা স্তুতি ভক্তি
নাহি আছে পূজা শক্তি
জানি না কি উপচারে তুষ্ট তবমন।
নয়নে নেহারি যাহা
দিয়াছ ত তুমি তাহা
তবদত্ত দ্রব্যে তব করিব পূজন।
হৃদয়ের রক্ত তুলি
ষড়রিপু দিববলি
নশ্বর এ দেহ হ'বে যজ্ঞের ইন্ধন
রূপং দেহি যশোদেহি, দেহি ধনজন ॥

(৮)

আবির্ভূতা ধরাতলে জগত-জননী,
আয় বোন্ আয় ভাই
সবে মিলি একঠাঁই
সমস্বরে গাই মোরা শুভ "আগমনী"
আগমনে অন্নদার
শোক-সিন্ধু হব পার
অনন্তে বিলীন হবে হাহাকার ধ্বনি।
ভজন জ্ঞানের আলো
হৃদয়ে সকলে জ্বাল
হাসিবে সুখের হাসি ভাই ও ভগনী।
আবির্ভূতা ধরাতলে জগত-জননী ॥

(৯)

প্রসীদ পরমেশ্বরি জগত-জননি,
প্রণমি মা মহাশক্তি
অধমে শিখাও ভক্তি
পতিতে উদ্ধার কর পতিত-পাবনি।

ভুলাও অতীত স্মৃতি
অন্তরে নিবেস প্রীতি
বহুক এ শুষ্কহৃদে সুধা-সঞ্জীবনী।
ধনধান্যে মনোহরা
হাস্যময়ী হ'ক ধরা
শান্তির পবিত্র স্রোতে ভাসাও অবনী
আনন্দ উচ্ছ্বাসে বিশ্ব নাচুক আপনি ॥

কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মা।

শরৎ।২।

বর্ষা গেল, বর্ষ পরে শরৎ এল ফিরে,
হর্ষ ভরে, রূপের প্রভায় জগত উজ্জল ক'রে।
নাই গগণে ঘনঘটা, দামিনীর সেই দীপ্তছটা,
দিবা নিশি মুষল ধারায় বারি নাহি ঝরে।
বর্ষা গেল, বর্ষ পরে শরৎ এল ফিরে।১

পেয়ে রবির রত্ন কিরণ, অনেক দিনের পরে,
সুখে নাচে হরিণশিশু, কণক মাঠের ধারে,
শাখী শাখায় দলে দলে, বিহগগুলি কুতূহলে
পঞ্চমে গায় কণ্ঠ খুলে, প্রাণ মাতান সুরে।
বর্ষা গেল, বর্ষ পরে শরৎ এল ফিরে।২

দুকুল ভাঙ্গা প্রবল স্রোতে যমুনা নদী আর,
তর তর তর বহে যায় রজত শুভ্র ধার,
বুকে প্রেমের বীচিমালা, বায়ুর সনে করে খেলা,
দুলে দুলে চলে তরী, রজত পা'লের ভরে।
বর্ষা গেল, বর্ষ পরে শরৎ এল ফিরে।৩

সরসীতে স্বচ্ছ নীরে, রূপে ঢল ঢল,
শোভে শত লোহিত শুভ্র ফুল্ল শতদল,
হেথা হোথা পাতার আড়ে, কুন্দবালা উঁকি মারে
কমল বনে মরাল দলে সুখে ক্রীড়া করে, ;
বর্ষা গেল, বর্ষ পরে শরৎ এল ফিরে।৪

শ্যামল কুঞ্জের অমল শোভা সুমঞ্জুল ফুলে,
মধু লোভে পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জে অলিদলে,
বিকসিত সেফালী যাতি, সৌরভে প্রাণ উঠেমাতি
সুবাস বহি শীতল সমীর বহে ধীরে ধীরে,
বর্ষা গেল, বর্ষ পরে শরৎ এল ফিরে।৫

চাষীর মুখে ফুট্‌লো হাসি মাঠের দেখে শোভা,
সকল দিকে হরিৎ শুধু, নয়ন মনোলোভা,
কনক প্রভা ধানের ঝাড়ে, সারাটি মাঠ গেছে ভ'রে,
ঢেউ খেলে ধান সোণার বরণ মন্দ সমীর ভরে,
বর্ষা গেল. বর্ষ পরে শরৎ এল ফিরে।৬ *

এস ও গো ধরার শোভা! প্রিয় শরৎ রাণি
এতদিন কোন্ বিজনপুরে লুকিয়ে ছিলে ধনি!
আজ সাজিয়ে মোহন বেশে, পাঠালে যে তোমায় কে সে?
ভক্তিতে যাঁর কার্য্য দেখে পরাণ উঠে ভ'রে।
বর্ষা গেল, বর্ষ পরে এস শরৎ ফিরে।৭

এস রাণি! মা আসিবেন তুমি এলে পরে,
মায়ের তরে ব্যাকুলচিত্ত তাই ডাকি তোমারে,
সাজাও এসে ধরাখানি, নয়ন জুড়ান রত্ন আনি,
রচিয়া রাখ মায়ের পূজার অর্ঘ থরে থরে।
এস ও গো শোভাময়ি! এস বর্ষপরে।৮

শ্রীমোহিনীমোহন সরকার।

আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা।৩।

অমনিসা অন্তে যথা উদিত তপন
আপন জ্যোতিতে দূর করে অন্ধকার
জগতের, হে প্রতিভে! তুমিও তেমন
বঙ্গাকাশে সমুদিত পত্রিকা আকার॥

---

* বর্ত্তমান বর্ষে বঙ্গের অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সম্পাদক।

(২)

ছড়াইয়া দীপ্তি রাশি এই বঙ্গভূমে
জাগা'তেছ নব-ভাব ক্ষত্রিয় হৃদয়ে।
নিদ্রিত যাঁহারা এবে সদা মোহঘুমে
ধরিছ পুরাণ-চিত্র তাঁ'দের নয়নে॥

(৩)

নিদ্রাঘোরে অবহেলে অতীত-গৌরব
যাহার অভাবে এবে এই আর্য্যভূমি।
হারা'য়ে ফেলেছে হায়! সে পূর্ব্ব বিভব,
ক্ষত্রিয় প্রভাব সমগ্র ভারতে তুমি
করহ প্রচার, সবে করুক দর্শন
প্রতিভা-প্রতিভা হেরি, প্রতিভা আপন॥

শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসু দেববর্ম্মা।

মজলিস আউলিয়া।

মজলিস আউলিয়ার প্রকৃত নাম মজলিস আবদুল্লা খাঁ। ইনি সাধুসন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেন, তাই লোকে আউলিয়া নামে ডাকিত। তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট মজলিস আউলিয়া বা আউলিয়াসাহেব নামেই বিখ্যাত। মজলিস আউলিয়া কোন্ দেশের লোক, কত দিনের লোক, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য এবং তাঁহার বংশবৃত্তান্ত ও জীবনবৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে তমসাচ্ছন্ন। তবে সুখের বিষয় তাঁহার অতুল কীর্ত্তি পাথরাইলের সুবৃহৎ দীর্ঘিকা ও দীঘির পশ্চিমপাড়স্থ অতি প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন এক সুরম্য মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ ও পাথরাইল হইতে দক্ষিণে নিলখী ও পশ্চিমে থানমাত্তা পর্য্যন্ত দুইটী সুপ্রশস্ত রাস্তা, কালের কবলে কবলিত হইতে বসিয়া এখনও আউলিয়ার গৌরবময়ী স্মৃতি মানব মনে জাগ্রত করিয়া দিতেছে। মজলিস আউলিয়ার দীঘির ন্যায় সুবৃহৎ দীর্ঘিকা ফরিদপুর জেলায় দ্বিতীয় আর একটী আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। ফরিদপুর জেলায় ভাঙ্গা চৌকীর অধীন পাথরাইল নামক স্থানই আউলিয়ার প্রধান কীর্ত্তিস্থল হইলেও পশ্চিমে থানমাত্তা দক্ষিণে দোলকুণ্ডী ও উত্তরে আর্য্য দত্তপাড়া পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে সুপ্রশস্ত বহু পুষ্করিণী ও মৃত্তিকা গর্ভে সুপ্রাচীন ইষ্টক স্তূপ তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। জনরব বলে, তিনি এতদঞ্চলের সুবাদার ছিলেন। পরিশেষে সংসারের প্রতি বিরাগ বশতঃ আউলিয়া হন। ইহা অসম্ভব মনে হয় না। শ্রীহট্ট অঞ্চলে সা জালাল নামক এক ফকীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন ব্যপদেশে গমন করিয়াও পরবর্ত্তী সময়ে সাধারণে সাধুসন্ন্যাসীর সম্মানই লাভ করিতে পারিয়া ছিলেন। মজলিস আউলিয়াও আজ এ প্রদেশে হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলের নিকট পূজা লাভ করিতেছেন। তাহার সমাধি স্থানে অনেকেই ভক্তিভরে নানাবিধ ফলমূল, দুগ্ধ ও মিষ্টান্নাদি প্রদান করিয়া থাকে। যেমন বাগেরহাটে খাঁ জাহান আলীর দরগায় লোকে মানস করে; মনোভীষ্ট পূর্ণ হইলে মানসিক

দ্রব্যজাত দিয়া থাকে, এখানেও তেমনই দেয়। লোকের বিশ্বাসের উপর কথা বলা চলেনা। শুনিলাম মজলিস আউলিয়ার কবর ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছিল—দোলকুণ্ডীর রায় দুর্গাদাস ধর বাহাদুরের (সুপ্রসিদ্ধ ভূতপূর্ব্ব এ, কে, ইঞ্জিনিয়ার) কোন মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ায় তাহা পুনঃ সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। অদ্যাপি তাহা লোকলোচনের গোচরীভূত হইতেছে। মজলিস আউলিয়া সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করা অসাধ্য হইলেও ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, তিনি সচ্চরিত্র শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তাহা না হইলে তাঁহার নামে পুরুষানুক্রমিক ভক্তির ভাব মানবহৃদয়ে সঞ্চিত হইতে পারিত না। তাহার অলৌকিকতা সম্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত আছে। সে সব উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। কেন না প্রত্যেক ফকীর সন্ন্যাসীর নামেই ঐ শ্রেণীর গল্প সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া থাকে। মজলিস আউলিয়ার প্রধান কীর্ত্তি উক্ত দীর্ঘিকার আয়তন প্রায় ৩৫৪ শত বিঘা হইবে। তাহার চারি পাহাড়ীতে বর্ত্তমানে আন্দাজ তিনশত ঘর গৃহস্থ বসবাস করিতেছে। পশ্চিম পাড়ের কতকস্থান মাত্র তাঁহার নির্ম্মিত মসজিদ ও তাঁহার নিজের ও শিষ্যদের সমাধিস্থানে অধিকৃত আছে। পরিতাপের বিষয় দীঘিতে বর্ত্তমানে বারমাস জল থাকে না। প্রায় সমভূমিতে পরিণত হইয়া দীর্ঘিকা, তাহার অস্তিত্ব ও মজলিস আউলিয়ার নাম অচিরেই বিলুপ্ত হইবে। জনসাধারণকে এইরূপ ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে। সুদৃশ্য ফল-ফুল লতাপাতা অঙ্কিত মনোরম ইষ্টকাবলী দ্বারা সুগঠিত ধ্বংসাবশেষ মসজিদটীও ক্রমে ক্রমে কালের ক্রোড়ে আশ্রয় পাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ১৫০ হাত প্রস্থে ৫০ হাত ও উচ্চতায় ৪১ হস্তের কম হইবে না। ইহার দশটী গম্বুজ ছিল। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বেও কয়টা গম্বুজ বিদ্যমান ছিল, ইহাশ্রুত হওয়া গেল। মসজিদের সম্মুখে পাঁচটী দরজা তন্মধ্যে একটী বৃহৎ। উত্তর ও দক্ষিণপার্শ্বে দুটী করিয়া দরজা আছে, মসজিদের সম্মুখভাগে ঠিক মধ্যস্থলে দুখানা প্রস্তর গ্রথিত আছে। উহাতে কি যেন আরবীতে লেখাছিল। আজ তাহা এত অস্পষ্ট ভাব ধারণ করিয়াছে, অনেক মৌলবী চেষ্টা করিয়াও কিছু পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই। একজন বৃদ্ধ মুসলমান বলিলেন—প্রায় ৪০ বৎসরের কথা বিখ্যাত দুধুমিঞা* একবার লেখা পড়িবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে এই পর্য্যন্ত স্থির করেন যে এই মসজিদ ৭০০ বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। যদি ইহা সত্য হয়, তবে মজলিস আউলিয়া দাস রাজ শ্রেণীর সময়ের লোক। কুতুবউদ্দিন ও বলবনের সময় সমগ্র ভারত, তাঁহাদের শাসনাধীন হইয়াছিল। তাহাদের প্রতিনিধিরূপে মজলিস আবদুল্লাখার এ অঞ্চলে আগমন অসম্ভব না হইতে পারে। ইহা আমাদের আনুমানিক কথামাত্র। আমরা পুরাতত্ত্বজ্ঞ নহে। ঐতিহাসিক সত্য নির্দ্ধারণ তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতেছে। আবদুল্লাখা যে একজন শাসন কর্ত্তা ছিলেন তাহার একেবারে প্রমাণভাব

* ইনি পূর্ব্বাঞ্চলস্থ মুশলমান সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা ও ধর্ম্মগুরু ছিলেন। ইহার বংশধরেরা অদ্যাপি সেই স্থান অধিকার করিয়া আছেন। লেখক।

নহে। আর্য্যদত্তপাড়ার কায়স্থ মহলানবীশ ও দোলকুণ্ডীর ব্রাহ্মণ তপাদার এই দুইবংশে বহুদিন হইতে এই বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে যে, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ মজলিস আউলিয়ার অধীনে চাকরী করাতেই ঐ ঐ উপাধির অধিকারী হইয়াছিলেন। তবে এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহারা কোন প্রাচীন কাগজ পত্র প্রদর্শন করিতে অবশ্য পারেন না।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই—মজলিস আবদুল্লাখাঁ শাসনকর্ত্তা হউন বা আউলিয়াই হউন তিনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার লুপ্ত-প্রায় কীর্ত্তি তাঁহার শক্তি ও মহত্বের পরিচয়ই দিতেছে। কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তি লোপ হইতে দেওয়া সমীচীন নহে, উদার গবর্ণমেণ্ট পুরাতন কীর্ত্তি রক্ষায় যত্নশীল—দেশবাসীর নিকট আমরা কোন আশা রাখি না—যদি গবর্ণমেণ্ট মজলিস আউলিয়ার অতুল কীর্ত্তি দীর্ঘিকাটীর ও মসজিদটীর সংস্কার সংসাধন করিয়া দেন, তাহা হইলে দেশবাসীর নিশ্চয়ই ধন্যবাদ ভাজন হইবেন, এবং কর্ত্তব্য-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করায় ভগবানের আশীর্ব্বাদ শিরে বর্ষিত হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

মরণের প্রতীক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, ২য় প্রস্তাব)।

ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে আমার কৈশোর বারাসতে অতিবাহিত হয়। আমার বয়স যখন ৭ বর্ষ তখন দত্তকরূপে গৃহীত হইয়াছিলাম। আমি পিতার প্রিয়দর্শন ও মাতার হৃদয়মণি হইলাম। সহসা দারিদ্র্য হইতে বিলাসাঙ্কে সৌভাগ্য-মণ্ডিত হইলাম। পঞ্চ কপর্দ্দক মূল্যের ঘৃতের স্থলে ভাণ্ডপূর্ণ সুগন্ধী ঘৃত আমার জন্য রাখা হইত। তৎ কালে বারাসতে (১৭৭৩ শকাব্দা) একটী উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী-বিদ্যালয়ছিল। প্রসিদ্ধ শিক্ষাদাতা (Educationist) প্যারীচরণ সরকার মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এই সময়ে বালকগণের ইংরেজী শিক্ষারজন্য সরকার মহাশয় (First book of reading)নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। লেথব্রিজ সাহেবের কর্ত্তৃত্বে এই পুস্তিকা শতাধিক সংস্করণ হইয়া গিয়াছে।

তৎকালে বারাসত একটী ক্ষুদ্র জিলা ছিল। কলিকাতার সান্নিধ্য স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া অনেক ইংরেজ কর্ম্মচারী এই স্থানে থাকিতে ভালবাসিতেন। মহীশূরের হাইদার আলীর বংশধরগণের জন্য এইস্থানে একটী প্রকাণ্ড রাজ-প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়, কাল ক্রমে তাঁহারা স্থানান্তরিত হইলে, উক্ত গৃহ মাজিষ্ট্রেটের বাসজন্য নির্দ্ধারিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে এই আদর্শ পল্লী, বিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর এবং নানাবিধ ফলফুলে সুশোভিত পাদপশ্রেণী মধ্যস্থ সুরম্য প্রাসাদে মাজিষ্ট্রেট

মহোদয় বাস করেন। এই উদ্যান মধ্যে সোপান শ্রেণী নিবদ্ধ ২টী বিমল সলিলপূর্ণ পুষ্করিণী ও একটী সুদীর্ঘ ঝীল বর্ত্তমান আছে। মহীসুরের নবাব বংশধরদিগের চিত্তবিনোদনার্থে এই উদ্যান বাটী বহুঅর্থব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছিল।

বর্ষদ্বয় বাঙ্গালা পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়া ইংরেজী পাঠার্থে ইংরেজী-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করি। কিন্তু একাদশবর্ষ অতীত হইতে না হইতে আমার শরীর ম্যালেরিয়া বিষে আক্রান্ত হয়, প্লীহা-যকৃতের দোষ ও জ্বররোগে আমাকে কষ্ট দিতে লাগিল। তৎকালে পিতার যত্ন ও অর্থব্যয় ও মাতার স্নেহ শতধারায় বর্ষিত না হইলে আমার জীবন রক্ষা হইত না: প্রায় ২মাস কাল একজন বিচক্ষণ কবিরাজকে কেবল আমার চিকিৎসার্থে আমাদের বাটীতে রাখা হয়। তিনি ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়া আমাকে চিকিৎসা করেন। তাঁহার চিকিৎসাধীনে আমি নিরোগ হইলাম। একাদশ ও দ্বাদশ বর্ষ আমার নিকট অতি দীর্ঘকাল বোধ হইয়াছিল। জ্বরের যন্ত্রণা ও রোগের তাড়নায় আমি সর্ব্বদাই অস্থির থাকিতাম, মাতা সর্ব্বদাই আমার নিকট থাকিতেন ও নানাবিধ উপায়ে আমার দৈহিক যন্ত্রণা অপনোদনের চেষ্টা করিতেন। আমার খুল্লতাত মৃত ঈশানচন্দ্র সরকার মহাশয়ের পুত্রহীনা বিধবাপত্নী তৎকালে বারাসতে বাস করিতেন। আমার মা ও খুড়ীমা উভয়েই আমাকে সযত্নে লালন পালন করিতেন। আমার খুড়ীমা অধিক দিন জীবিত ছিলেন না, তথাপি তাঁহার ২। ১টী কথা আমার হৃদয়ে চিরাঙ্কিত রহিয়াছে। আমি সময়ে সময়ে তাঁহার কোলে উঠিয়া তাঁহার আপাদ-বিলম্বিত কেশরাশি ধরিয়া, তাঁহাকে যন্ত্রণা দিতাম। সেই সময় তিনি আমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া যে প্রকার আদর করিতেন, তাহা মনে হইলে এইক্ষণ কষ্ট হয়। তাঁহার মুখাকৃতি আমার মনে পড়ে না কিন্তু তাঁহার সুদীর্ঘ কেশরাশি এবং স্ফুট গৌরবর্ণ আমার আজিও প্রত্যক্ষবৎ মনে আসিতেছে। এই অসূর্য্যম্পশ্যা ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-ধারিণী রমণী চিত্রকলা নৈপুণ্যে অদ্বিতীয়া ছিলেন: আমার মাতা ও আমার খুড়ীমাতার অঙ্কিত চিত্রপটে আমাদের গৃহ প্রাচীরগাত্র সুশোভিত থাকিত। তাঁহারা উভয়ে যখন নানাবিধ সুরম্য বর্ণাধার, বর্ত্তিকা, চিত্রপট আদি বেষ্টিত হইয়া তুলিকা দ্বারা চিত্রপট অঙ্কিত করিতেন, তৎকালে আমি তাঁহাদের বিলক্ষণ উৎপাত করিতাম।

ত্রয়োদশ বর্ষে যখন বারাসত স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি, তখন ২৪ পরগণা অন্তঃর্গত পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় মহাশয়ের পুত্র উমানাথ রায় আমার সহিত অধ্যয়নার্থে বাসকরিতে লাগিলেন। আমার পিতার সহিত কৃষ্ণদেব রায় মহাশয়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যখন ভারতের নানা স্থানে বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে রাজবিদ্রোহী সিপাহি দিগের সহিত ইংরেজ দিগের ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছিল, তখন উমানাথ বারাসতে আসিয়া আমাদের সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিল। সেই সময় ধীশক্তি সম্পন্ন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মাননীয় অ্যাস্লী ইডেন সাহেব বারাসত জিলার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

একদা গভীর রাত্রিতে আমি মাতার অঙ্কে নিদ্রাভিভূত ছিলাম, গৃহ প্রাঙ্গণে অনেক লোক ও আলোক দর্শনে আমি উঠিলাম। দেখিলাম শয্যাশূন্য মাতাপিতা কেহই নাই। আমাদের বাসার সামনে স্বয়ং মাজিষ্ট্রেট ইডেন সাহেব একখানি অশ্বযানে একজন বিদ্রোহীকে রুদ্ধ করিয়া কলিকাতায় যাইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রহরী-পূর্ণ আরও ২।৩ খানা ঘোড়ারগাড়ী। আমার পিতাকে উপদেশ দিয়া তিনি কলিকাতা চলিয়া গেলেন। ইহার কয়েক দিন পরে আমরা শুনিলাম সামরিক বিচারে (Court martial) তাহার ফাঁসীর আদেশ হইয়াছে। (ক)

উমানাথ আমার ২বৎসরের জ্যেষ্ঠ হইলেও আমরা উভয়ে সমপাঠী ছিলাম। সর্ব্বপ্রকারে উমানাথ আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহার দৈহিক শ্রী ও বল ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির নিকট আমি সর্ব্বদা পরাজিত হইতাম, কিন্তু স্মরণশক্তি ও অধ্যবসায়ে সে আমার সমকক্ষ ছিল না। একত্রে আহার বিহার অধ্যয়নে তাহার সহিত আমার একটু মধুর বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল। উমানাথের নৈতিক চরিত্র অসৎসঙ্গে পাপপথে প্রধাবিত হইল। উচ্চবংশ ও জমিদারের বংশধর বলিয়া সে অহঙ্কার করিত, এই অভিজাত্যের অভিমানই তাহার সর্ব্বনাশের কারণ হইল। চতুর্দ্দশবর্ষে আমার বিবাহ হয়। আমার স্ত্রী শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী তৎকালে পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা। এই তরল প্রভাময়ী মূর্ত্তি বসুধাতল হইতেই উৎপত্তি হইয়া কবিবাক্যের অসারতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাহার পিতা মাতার কমনীয় অঙ্ক হইতে অতি কষ্টে বিচ্ছিন্ন করিয়া একমাত্র ধাত্রীর সহিত তাঁহাকে বারাসতে আনা হয়। তৎকালে তিনি আমাকে তাঁহার খেলার সাথী বলিয়াই জানিতেন। এই স্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধ-অনভিজ্ঞা সরলা বালিকার চাপল্যে সময়ে সময়ে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইতাম। আমাকে ২।৪টী চপেটাঘাত করিয়া সুদূরে দণ্ডায়মান থাকাই তাঁহার আনন্দ ছিল। আমি মাতার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলে, তিনি বালিকাকে প্রস্থানের ইঙ্গিত করিয়া আমাকে ধরিয়া আনিতে উপদেশ দিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দৌড়িয়া তাহার সহিত পারিতাম না। অতিদ্রুত ধাবনে বালিকা প্রসিদ্ধা ছিল। উভয় পিতা মাতা আমাদের মধ্যে এই প্রকার আমোদ ও কৌতুক দেখিতে বড় ভাল বাসিতেন। ফলতঃ অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া ইহাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রমণী পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পারাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আজিও আমার জীবধনর্ম্ম পবিত্র করিতেছেন।

অধ্যয়ন ব্যতীত বিদ্যালয়ের অন্তেবাসিগণের অন্য কোনও কর্ত্তব্য ছিল তাহা আমরা তৎকালে জানিতাম না। স্বদেশ সেবার মহীয়সী ধারণা তৎকালে আমাদের হৃদয়ে জাগরিত হয় নাই। বঙ্কিমোত্তেজিত বন্দেমাতরমের মধুর-নীতি ছাত্র-জীবনে অপরিচিত ছিল। ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক অপরিজ্ঞাত নবভাব যুবকগণের হৃদয় অধিকার করিতেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল-স্বরূপ খৃষ্টধর্ম্ম মনোহর

(ক) এই হিন্দুস্থানী বারাসতে জেল প্রহরী ছিল। তৎকালে বারাকপুরে এক রেজীমেণ্ট সিপাহি মধ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। একদা রাত্রিযোগে যখন সিপাহিগণ গঞ্জিকা সেবন করিতেছিল তখন উক্ত হিন্দুস্থানী রাজবিদ্রোহ সূচক উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল।

যেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আহ্বান করিতেছিল, উনবিংশতি শতাব্দি বঙ্গে ধর্ম্মপরিবর্ত্তনের একটী মহাযুগ। তৎকালে হিন্দুকলেজ হইতে ত্রিবিধ দলের আবির্ভাব হইতেছিল। প্রথম দল আমেরিকা বাসী টম্‌পেইন প্রবর্ত্তিত নিরীশ্বর ধর্ম্ম। এই কামচারীদল কোন ও প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র মানিতেন না। ঈশ্বর প্রদত্ত বিবেক (Reason) তাঁহাদের পথ প্রদর্শক ছিল। দ্বিতীয় দল—রাজা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্মের মূলমন্ত্র "একংসৎবিপ্রা বহুধা বদন্তি"র প্রথমাংশ গ্রহণ করিয়া অপরাংশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তৃতীয় দল—রেভেরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রমুখ খৃষ্টধর্ম্ম। খৃষ্টিয় ১৮২০ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত পঞ্চাশত বর্ষ কাল এই তিন দলের বিষম সংঘর্ষ হয়। অবশেষে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়পতাকা বঙ্গাকাশে সমুদিত হইয়াছিল।

এই তিন দলের ক্রিয়াকলাপ যথা সময়ে আমরা কীর্ত্তন করিব। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলাম। উমানাথ অকৃত কার্য্য হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। এই সময়ে তাহার পিতার মৃত্যু ও তাহার জ্ঞান চর্চ্চার পরিসমাপ্তি হয়।

কৃষ্ণদেব রায় একজন বিখ্যাত ভূম্যধিকারী ছিলেন। রাজদ্রোহী তিতুমীরের "গোলা খা ডালা" যুদ্ধে, কৃষ্ণদেব রাজকর্ম্মচারীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এইস্থলে তিতুমীরের কাহিনী অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বারাসত জিলার অন্তর্গত চণ্ডীপুর নামক ক্ষুদ্র গ্রামে নাশীর আলির জন্ম হয়। এই নাশীর আলিই পরজীবনে তিতুমীর নাম ধারণ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৮১৫ সনে নাশীর আলি কলিকাতায় কুস্তিগীর ব্যবসায় অবলম্বন করে। কিছুদিন পরে কোনও জমিদারের অধীনে লাঠিয়াল হয়, এবং একটী মকদ্দমায় তাহার মেয়াদ হয়। কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া একজন ধনীলোকের সহিত মক্কা সরিফে তীর্থযাত্রা করে। তথায় সৈয়াদ আহম্মদ নামক একজন প্রসিদ্ধ ওহাবীবীরের সহিত তাহার পরিচয় হয়। ওহাবীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াও তিতুমীর নাম ধারণ করতঃ নাশীর আলি চণ্ডীপুরের সান্নিধ্য হাইদারপুর নামক স্থানে আসিয়া বাস করিতে থাকে। ওহাবী ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের "স্বাধীনতা" মূলমন্ত্র। তাহারা পীর পয়গম্বর দিগের ধর্ম্মানুশাসন মানে না, উপাসনার উপকারিতা স্বীকার করে না, কেবল মাত্র কোরাণের বাক্যমান্য করে। ২।৩ বৎসরের মধ্যে ৩।৪ শত শিষ্যদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তিতুমীর নায়ক-ওহাবী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিল। দাড়ির কোনও অংশ ছাটিতে হইবে না। (Don't mar the corners of thy beard) কোরাণের এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী মুসলমানগণই ওহাবীবলিয়া চিহ্নিত হইল। ওহাবীগণ রক্তরেখান্বিত কচ্ছশূন্য বস্ত্র পরিধান করিত, ও নারিকেলবাড়ীয়ানামক স্থানের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বদা বিচরণ করিত। অশিক্ষিত বহিষ্টকায় মুসলমানগণ দলে দলে এই জঘন্য হিতাহিত বিবেক শূন্য ওহাবী দলের পুষ্টিসাধন করিতে লাগিল। কিন্তু জমিদারগণ ও স্বধর্ম্মপরায়ণ মুসলমানগণ ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন

করিত। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব মালিক নামক জনৈক ওহাবী মহরমের সময় মুসলমান দিগের একটী মশজিদ্‌ঘর ভগ্ন করায় জমিদার কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়াছিল। এই ঘটনার এক বৎসর পরে পুঁড়ার দুর্দ্দান্ত জমিদার কৃষ্ণদেব রায় ওহাবীদিগের প্রত্যেকের দাড়ীর উপর বার্ষিক ২॥০ টাকা কর নির্দ্ধারিত করিয়া তাঁহার অধীনস্থ পাইকগণদ্বারা কর আদায় করিতে লাগিলেন। ওহাবীগণ তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিল। কৃষ্ণদেব রায়ের অত্যাচার হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য তিতুমীর সরিতুল্লা প্রভৃতি ওহাবী নায়ক গণ-কতকগুলি লাঠীয়াল সহ সরফ্রাজপুর গ্রামে যাইয়া উক্ত জমিদারের পাইকগণ যৎকালে শ্মশ্রুকর আদায় করিতে ছিল, তাহাদিগকে ধৃত করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিল। কৃষ্ণদেব রায় এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র তিন-চারিশত সৈন্য লইয়া ওহাবীগণকে উক্ত গ্রামে আক্রমণ করিলেন। উভয় দলের সঙ্ঘর্ষ একটী ক্ষুদ্র সংগ্রামে পরিণত হইয়া উভয় পক্ষীয় লোক আহত হইল, কএকখানি গ্রামে লুণ্ঠিত হইল এবং উভয় পক্ষই থানায় যাইয়া অভিযোগ উপস্থিত করিল। বারাসতের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারে প্রমাণাভাবে উভয় পক্ষ মুক্ত হইল।

আদালত কর্ত্তৃক কোন প্রতিকার না পাইয়া তিতুমীর ও অন্যান্য ওহাবীগণ ইংরেজ রাজের বিরুদ্ধে ধর্ম্ম যুদ্ধ। (Jehad) ঘোষণা করিয়া দিল। পিপীলিকার পক্ষোৎ—ভেদ যেমন মরণের নিমিত্ত মাত্র হইয়া থাকে তদ্রূপ ওহাবীগণের উদীয়মান শক্তি তাহাদিগকে মরণের পথে লইয়া চলিল। এই সময় প্রসিদ্ধ ওহাবী মিশকিন্‌ সাহা ফকীর সহস্রাধিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নারিকেলবাড়ীয়া গ্রামের মৈজদ্দী বিশ্বাসের বাটীতে আসিয়া তিতুমীরের সহিত মিলিত হইল। ওহাবীগণ যুদ্ধের উপাদান সংগ্রহ করিতে লাগিল। কৃষ্ণদেব রায় সম্মুখে বিষম বিপদ দেখিয়া বারাসতের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আত্মরক্ষার্থে আবেদন করিলেন। কিন্তু উক্ত সাহেব বাহাদুর ফুৎকারে তাঁহার আবেদন উড়াইয়া দিলেন। ১৮৩২ নবেম্বর মাসে তিতুমীরের প্রায় ৫।৬ শত লোক গোলাম মাসুমের অধিনায়কত্বে পুঁড়া গ্রামে উপস্থিত হইল। তথায় একজন ব্রাহ্মণকে হত্যা এবং গোরক্তে কালী-মন্দির কলঙ্কিত করিয়া বাজারের দোকান লুণ্ঠন করতঃ নদীয়া জেলান্তর্গত নৌঘাটা গ্রামে: প্রবেশ করতঃ গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন ও দগ্ধ করিতে লাগিল। এই সময় শাসন কর্ত্তাদের চৈতন্যোদয় হইল। কলিকাতা হইতে আলেকজাণ্ডার সাহেবের অধিনায়কত্বে ১৩০ জন বন্দুকধারী রাজপুত সৈন্য আসিয়া তিতুমীরের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। তৎকালে তিতুমীরের সহস্রাধিক সৈন্য নারিকেল বাড়ীয়া গ্রামে একটী সুদৃঢ় বাঁশের দুর্গ মধ্যে (Bambu Stockade) অবস্থিত ছিল। বিনা রক্তপাতে উক্ত দুর্গ দখল করিয়া বাহাদুরী লইবার অভিপ্রায়ে আলেকজাণ্ডার সাহেব গুলী না ভরিয়া খালি বন্দুক (Blank cartridges) ছাড়িতে আদেশ করিলেন। তিতুমীরের ২।৩ শত লোক মুক্ত তরবারী হস্তে ইংরেজের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলে, রাজ-

পুতগণ খালী বন্দুক ছাড়িতে আরম্ভ করিল। তখন বিদ্রোহীগণ মনে করিল যে, তিতুমির এবং মিশ্‌কিন্ সাহ ফকীরের ক্ষমতে রাজপুতদিগের বন্দুকের গুলি তাহাদের শরীরে প্রবিষ্ট হইতেছে না। তিতুমীর চীৎকার করিয়া বলিল যে, "হাম্ গোলা খা ডালা।" তখন তিতুমীরের সৈন্যগণ উৎফুল্লচিত্তে রাজপুতদিগকে আক্রমণ করিয়া প্রায় ৭০ ৮০ জন নিহত করিল। আলেক্‌জাণ্ডার প্রস্থান করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র নদীয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার অধীনস্থ কতকগুলি সৈন্য লইয়া বিদ্রোহীগণকে আক্রমণ করিলেন। বিদ্রোহীগণ তাহাদিগকে পরাস্ত করিলে কলিকাতা হইতে এক সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য ৩।৪টী কামান লইয়া উপস্থিত হইল। একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধে তিতুমির ও তাহার দলের তিন চারি শত লোক নিহত হইলে, অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করিল। এই প্রকারে "গোলা খা ডালা যুদ্ধ" সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

সম্পাদক।

গরুড়স্তম্ভ লিপি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, (২)।

মাদ্যন্নানাগজেন্দ্রস্রবদনবরতোদ্দামদান প্রবাহো—
ন্মৃষ্ট ক্ষৌণী বিসর্পিপ্রবলঘনরজঃ সংবৃতাশাবকাশং।
দিক্‌চক্রায়াত ভূভৃৎ পরিকর বিসরদ্বাহিনী দুর্ব্বিলোক- .
স্তস্থৌ শ্রীদেবপালোনৃপতিরবসরপেক্ষয়া দ্বারিযস্য ॥৬॥

অন্বয়ঃ।

দিক্‌চক্রায়াত ভূভৃৎ পরিকর বিসরদ্বাহিনী দুর্ব্বিলোকঃ শ্রীদেবপালঃ নৃপতিঃ অবসর অপেক্ষয়া যস্যদ্বারি (তস্থৌ)। মাদ্যৎ নানা গজেন্দ্র স্রবৎ অনবরত উদ্দাম দান প্রবাহ উন্মৃষ্ট ক্ষৌণী বিসর্পি প্রবল ঘনরজঃ সংবৃতাশাবকাশং (যথাস্যাৎ তথা) তস্থৌ ॥৬॥ (৬)

বঙ্গানুবাদ।

মদস্রাবী অসংখ্য হস্তীর অনবরত উচ্ছ্বসিত মদজলে সিক্ত ভূপৃষ্ঠ হইতে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত ঘনরজে দিঙ্মণ্ডল আবরিত হওয়াতে, শ্রীদেবপাল নরপতি, তদীয় দিক্‌চক্রে বিস্তৃত পর্ব্বতগণ মধ্যস্থিত সৈন্যসকল অবলোকন করিতে না পারিয়া ধূলীপটলের তিরোধান অপেক্ষায় শত্রুর দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৬॥

---

(৬) এই শ্লোকে কবি, দেবপাল নৃপতির সামরিক দক্ষতা, পদাতিক সৈন্যদলের ও মদস্রাবী রণ-হস্তির সমাবেশ বর্ণনা করিতেছেন। সম্মুখ সংগ্রামে দেবপাল নরপতি, শত্রুকে পরাজিত করিয়া, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যগণ সহ শত্রুর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন। নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতগণ মধ্যে তদীয় সৈন্য

দত্ত্বাপ্যনল্পমুড়ুপচ্ছবিপীঠমগ্রেযস্যাসনং নরপতিঃ সুররাজকল্পঃ।
নানানরেন্দ্রমুকুটাঙ্কিত পাদপাংশুঃসিংহাসনং সচকিতঃ স্বয়মাসসাদ ॥৭॥
তস্য শ্রীশঙ্করাদেব্যামত্রেঃ সোমইব দ্বিজঃ।
অভূৎ সোমেশ্বরঃ শ্রীমান্ পরমেশ্বর বল্লভঃ ॥৮॥

অন্বয়ঃ।

সুররাজকল্পঃ নানানরেন্দ্র মুকুটাঙ্কিত পাদপাংশুঃ নরপতিঃ অপি যস্য (দেবপালস্য) অনল্পং উড়ুপচ্ছবি পীঠং আসনং অগ্রে দত্ত্বা, স্বয়ং সচকিতঃ (সন্) (নিজ) সিংহাসনং আসসাদ ॥৭॥ (৭)

বঙ্গানুবাদ।

ইন্দ্রের ন্যায় বিক্রমশালী নরপতি ও যাঁহার পদরজ রাজন্যগণের মুকুটদ্বারা সুশোভিত হইত, তিনি ও শ্রীদেবপাল নৃপতিকে তদীয় মনোরম চন্দ্রকান্তি বিশিষ্ট আসন সর্ব্বাগ্রে প্রদান করিয়া সভয়ে নিজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতেন ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।

তস্য (শ্রীদেবপালস্য ; শ্রীশর্করাদেব্যাং (পত্ন্যাং) অত্রেঃ সোমইব পরমেশ্বর-বল্লভ শ্রীমান্ সোমেশ্বর দ্বিজ অভূৎ ॥৮॥ (৮)

বঙ্গানুবাদ।

অত্রি মুনি হইতে যেমন চন্দ্রের উৎপত্তি, তদ্রূপ সেই শ্রীদেবপালের পত্নী শ্রীমতী শর্করাদেবীর গর্ভে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র শ্রীমান্ সোমেশ্বর দ্বিজের (পালের) জন্ম হয় ॥৮॥

সুসজ্জিত রহিয়াছে। মদমত্ত হস্তিগণের মদজলে কর্দ্দমিত মৃত্তিকা করিশুণ্ডাঘাতে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হওরাতে দিঙ্মণ্ডল তমসাচ্ছন্ন হইয়াছিল। দেবপাল সসৈন্যে এই তমিস্রার অবসান অপেক্ষা করিতেছিলেন। দিক্‌চক্রায়াত দিঙ্মণ্ডলে বিস্তৃত, পরিব্যাপ্ত। ভূভৃৎ পর্ব্বতসকল। পরিকর—মধ্যস্থ। বিসরৎ দুর্ব্বিলোকঃ বাহিনী—বিস্তৃত দুর্জ্জয় সৈন্যদল। মাদ্যৎ+নানা=মাদ্যন্নানা, মাদ্দৎ—মদমত্ত, নানা—অসংখ্য। গজেন্দ্র—শ্রেষ্ঠহস্তী। স্রবৎ+অনবরতঃ=স্রবদনবরতঃ, অনবরত ক্ষরিত। উদ্দাম—উচ্ছ্বসিত। দানপ্রবাহ—হস্তীর মদজল স্রোত। উন্মৃষ্টক্ষৌণী—অভিষিক্ত ধরাতল। বিসর্পি—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। প্রবল ঘনরজঃ—অসংখ্য ঘনীভূত ধূলীকণা। সংবৃতাশাবকাশং—সংবৃতা—সমচ্ছাদিতা। আশা+অবকাশং—আশাবকাশং—আকাশ মণ্ডল পরিস্কার হইবার আশায়। ছন্দ-শার্দ্দূল বিক্রীড়িত।

(৭) নরপতিগণের মধ্যে শ্রীদেবপাল কীদৃশ সম্মানিত ছিলেন কবি তাহাই কীর্তনকরিলেন। প্রধান প্রধান নৃপতিগণ সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে আসন প্রদান করিয়া ভয়ে ভয়ে নিজ সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। কেন না দেবপাল ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিতে পারেন। অর্থাৎ সমগ্রনৃপতি ভয়ে তাঁহার দ্বারস্থ ছিলেন। পাদপাংশু—পদধূলী। অনল্পং—অতিশয়ং। উড়ু+নক্ষত্র, উড়ুপ—নক্ষত্রপতি, চন্দ্র। ছবি—কান্তি। আসসাদ—আং+সদ ধাতু পরোক্ষা—উপবিষ্ট হইয়াছিলেন! অনল্পং+উড়ুপচ্ছবি+পীঠং—মনোরমচন্দ্র কান্তি বিশিষ্ট আসন। ছন্দ—বসন্ততিলক।

(৮) কথিত আছে অত্রির নেত্র হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি, সেই জন্য চন্দ্রের একটী নাম অত্রিনেত্রজ। এই উপমাটী পূর্ণ উপমা নহে। অত্রির নেত্র হইতে জন্ম হইলেও অত্রি চন্দ্রের পিতৃস্থানীয়, কিন্তু শ্রীমতী শর্করাদেবী সোমেশ্বর পাল নরপতির মাতৃস্থানীয়া। বিশেষতঃ দেব্যাং সপ্তম্যন্ত ও অত্রে পঞ্চম্যন্ত বিভক্তি। ছন্দ—অনুষ্টুপ।

ন ভ্রান্তং বিকটং ধনঞ্জয়তুলামারুহ্য বিক্রামতা
বিত্তান্যর্থিষু বর্ষতা স্তুতিগিরোনোদ্গর্ব্বমাকর্ণিতাঃ।
নৈবোক্তা মধুরং বহুপ্রণয়িনঃ সংবল্গিতাশ্চশ্রিয়া
যে নৈব স্বগুণৈর্জ্জগদ্বিসদৃশৈশ্চক্রে সতাংবিস্ময়ঃ ॥৯॥
শিবইব করং শিবায়া হরিরিব লক্ষ্ম্যা গৃহাশ্রম প্রেপ্সুঃ।
অনুরূপায়া বিধিবৎরল্লা দেব্যাঃ স জগ্রাহ ॥১০॥

অন্বয়ঃ।

(যেন) ধনঞ্জয় তুলামারুহ্য বিক্রামতা বিকটং ন ভ্রান্তং, (যেন) অর্থিষু বিত্তানি বর্ষতা স্তুতি গিরঃ উৎগর্ব্ব ন আকর্ণিতাঃ। (যেন) চ শ্রিয়া সং বল্গিতা বহুপ্রণয়িনঃ মধুরং নৈব উক্তাঃ, যেন জগৎ বিসদৃশৈঃ স্বগুনৈঃ সতাং এব বিস্ময় চক্রে ॥৯॥ (৯)

বঙ্গানুবাদ।

যিনি বিপুল বিক্রমে অর্জ্জুনের সমকক্ষ হইয়াও ভ্রান্ত হন নাই, যিনি প্রার্থীগণকে প্রচুর অর্থ বিতরণ করিয়াও স্তুতিপাঠকের গর্ব্বিত তোষামোদ বাক্য শ্রবণ করিতেন না, যিনি তাঁহার বহুধনশালী বন্ধুগণকেও নিরর্থক মিষ্টবাক্যে সন্তুষ্ট রাখিতেন না, এই প্রকার অনন্তসাধারণ বিপরীত গুণাবলীতে শ্রীসোমেশ্বর পাল নরপতি সাধুদিগেরও বিস্ময়োৎপন্ন করিয়াছিলেন ॥ ৯॥

অন্বয়ঃ।

শিবইব শিবায়াঃ করং, হরিইব লক্ষ্ম্যা (করং) (যথা জগ্রাহ তথা) গৃহাশ্রম প্রেপ্সুঃ স (রাজা) অনুরূপায়া রল্লা দেব্যা করং বিধিবৎ জগ্রাহ ॥১০॥ (১০)

বঙ্গানুবাদ।

মহাদেব যেমন পার্ব্বতীর ও বিষ্ণু যেমন লক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, গৃহাশ্রমপ্রার্থী উক্ত শ্রীসোমেশ্বর পাল নরপতি রল্লা দেবীনাম্নী নিজসদৃশী পত্নীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

---

(৯) কবি এই শ্লোকে সোমেশ্বর পাল নরপতির চরিত্র মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কবিতেছেন। স্বভাবতঃ লোকের যে গুণ থাকিলে, তাহার মনে যে ভাবের উদয় হয় তাহার বিপরীত ভাবে শ্রীসোমেশ্বর পাল অনুপ্রাণীত হইতেন। অর্থাৎ বিক্রমে ধনঞ্জয়ের সমকক্ষ হইলেও অত্যন্ত গ্রর্ব্বিত হইতেন না, সাধারণতঃ বিক্রমশালী মহাত্মাগণ অত্যন্ত গর্ব্বিত হন, কিন্তু সোমেশ্বর তদ্রূপ হয়েন নাই। দানশৌণ্ড মহাত্মাগণ তোষামোদ বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্ট হন, কিন্তু সোমেশ্বর পাল তাদৃশ স্তাবকের বাক্য শ্রবণ করিতেন না। লোকে ধনশালী মিত্রগণকে মধুর বাক্যে আপ্যায়িত করে, তাঁহার ধনবান অনেক মিত্র ছিল, কিন্তু সে বিষয়েও তিনি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতেন। সোমেশ্বর পালের এবম্প্রকার বিপরীত ভাবাপন্ন গুণাবলী সন্দর্শনে সাধু ব্যক্তিগণ ও আশ্চর্য্য হইতেন। তুলামারুহ্যবিক্রামতা—বিক্রমে তুলাদণ্ডে আরোহণ করিয়াও, সাহসে অর্জ্জুনের সমকক্ষতা লাভ করিয়াও। বিকটং ন ভ্রান্তং—অতীব গর্ব্বিত। শ্রিয়া সংবল্গিতা বহু প্রণয়িনঃ—লক্ষ্মীর বরপুত্র অনেক বন্ধুগণকে। সংবল্গিতা—আবদ্ধা। ছন্দ—শার্দ্দুল বিক্রীড়িত।

(১০) কবি, এই শ্লোকে রল্লা দেবীর সহিত সোমেশ্বর পাল নরপতির বিবাহ কীর্ত্তন করলেন ছন্দ—আর্য্যা।

দাল্‌ভ্য-বাদ।

(২য় প্রস্তাব)।

কায়স্থ-সভা সৃষ্টির অল্পকাল পরে, কায়স্থ পত্রিকা প্রাকাশ হইতে আরম্ভ হইলে আমরা কায়স্থোৎপত্তি সম্বন্ধে তিনটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।১। মিত্রবাদ।২। চিত্রবাদ।৩। দাল্‌ভ্যবাদ। এই শেষোক্ত প্রবন্ধটী কায়স্থ-পত্রিকার ২য় বর্ষের কার্ত্তিক সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধের একস্থলে লিখিত হইয়াছে "দাল্‌ভ্য আর কেহই নহেন দর্ভের পুত্র রথবীতি। তিনি মুনি নহেন রাজা। তাঁহার স্ত্রী সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন, আমাদের কন্যার ঋষিবংশে ভিন্ন বিবাহ হয় না, এজন্য হোতা অর্চ্চনানো ঋষির পুত্র শ্যাবাশ্বকে মরুদগণের স্তব শিক্ষা করিয়া ঋষি হইতে হইয়াছিল। তৎপরে তিনি দাল্‌ভ্যের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিয়া ছিলেন।" কায়স্থ-পত্রিকা ২য় বর্ষ ১৩১০ কার্ত্তিক ১৬৩ পৃঃ আমি ঐ প্রবন্ধে যে ঋকের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। তাহা এই ;—

হে রাত্রি! আমার স্তব করহ বহন
দার্ভ্যরথবীতি কাছে ; বহয়ে যেমন
রথী, তথা বহ মম এ সব বচন।

বেদসংহিতা ১ম ৫।৬১।১৭

প্রায় ১০ বৎসর পরে "দাল্‌ভ্যের প্রকৃতনাম ও জাতি নির্ণয়" নামক প্রবন্ধে কায়স্থ-সভার সুযোগ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী মহাশয় ঐ ঋকের সংস্কৃত মূল উর্দ্ধৃত করিয়া আমাদের উপরোক্ত মতেই উপনীত হইয়াছেন। আমরা দাল্‌ভ্য-বাদ প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম "দাল্‌ভ্যবাদ ঐতিহাসিক নহে।" মিত্র মহাশয় ও সেই কথাই বলিয়াছেন "উহা কেবল ক্ষত্রিয়দিগকে প্রবোধ দেওয়ার নিমিত্ত চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করা হইয়াছে মাত্র।" কাঃ পঃ ১৩১৯ আষাঢ় ৯৯ পৃঃ।

আমরা এই প্রবন্ধে এই মাত্র বলিতে চাই যে, যাঁহারা দাল্‌ভ্যবাদে বিশ্বাস করিয়া ক্ষত্রিয়-জাতির অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছেন না, কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি অলীক বলিয়া মনে করিতেছেন, তাঁহারা একবার পরশুরামের সময়টা অবধারণ করিতে চেষ্টা করুণ।

আমরা ঋষিযুগ প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি ও অন্যান্য একই যজ্ঞে উপস্থিত থাকিয়া পুরোহিতের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহারা সমসাময়িক। ইহার মধ্যে জমদগ্নির পুত্র জামদগ্ন্য যাহার প্রখ্যাত নাম পরশুরাম শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য সময়ে কুরু-সভায় উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

"জামদগ্ন্য ইদং বাক্য মব্রবীৎ কুরুসংসদি।" ইহাও আমরা ঐ প্রবন্ধে বলিয়াছি। তবেই বুঝিতে হইবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত এই বীরপুরুষ পরশুরামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তিনি যৌবনে অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া ছিলেন, তখন তাঁহার পিতৃসহচর বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র জীবিত ছিলেন। তিনি মধ্যবয়সে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন তিনি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কোন যোদ্ধার সহিত কুরু-

ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া ছিলেন? ফলে তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনেক পূর্ব্বে, এমন কি কুরুবালকগণের অস্ত্র শিক্ষার কেবল প্রাক্‌কালে, বৃদ্ধতাবশতঃ তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি ব্রাহ্মণ দিগকে দান করিয়াছিলেন এবং অবশেষে যুদ্ধাস্ত্রগুলি দ্রোণাচার্য্য ভিক্ষার্থী হইলে, তাঁহাকে দিয়া সম্পূর্ণই কর্ম্মজীবন হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কথা কেহ বলিতেছেন না। কিন্তু কুরুক্ষেত্র সমরের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ক্ষত্রিয় বিনাশে তাঁহার কিছুমাত্র হাত ছিল, তাহাও কোন শাস্ত্রগ্রন্থ বলিতেছে না। সুতরাং পরশুরাম একবিংশতি বার ধরাকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন, এজন্য ক্ষত্রিয়াগর্ভবতী কোন মহিলাকে দাল্‌ভ্য মুনির আশ্রয়ে গিয়া রহিতে হইয়াছিল ইত্যাদি গল্পগুলি আক্ষরিক ভাবে বুঝিতে গেলে একটা প্রকাণ্ড মিথ্যাবাদ। কেন না পরশুরামের কর্ম্মজীবন অতীত হওয়ার পরও বহু ক্ষত্রিয় (রুস-জাপ যুদ্ধে একত্রিত সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা বহুতর সৈন্য সংখ্যা) ভারতবর্ষে সশরীরে বিদ্যমান ছিলেন।

তবে কি পরশুরামের উপখ্যান একেবারেই ভিত্তিহীন? এমন কথাও বলা চলে না। পরশুরাম চরিত্রে পৌরাণিকেরা ব্রাহ্মণ্য নীতির ইতিহাস নিবদ্ধ করিয়াছেন। অর্থাৎ পরশুরামের জীবনকালে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শতাধিকবর্ষ পূর্ব্ব হইতে, ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য অর্থাৎ পুরোহিত-প্রাধান্য ও ক্ষত্র-প্রাধান্য অর্থাৎ রাজকীয়া শক্তির প্রাধান্য—ও উভয়ের যে ঘাতপ্রতিঘাত চলিতেছিল তাহাই পরশুরাম চরিত্রের বর্ণনীয় বিষয়। ইহাতে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইলেও পরিশেষে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধান্তে প্রভাবশালী হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ্যনীতি ভারতে চিরজীবিনী ও চিরবিজয়িনী হইয়া রাজন্য শক্তির সম্পূর্ণ বিনাশ সাধন করিয়াছে একথা ধ্রুব সত্য।* ইউরোপে মধ্যযুগে পৌরোহিত্য এইরূপ প্রভাবশালী হইতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই; হইলে ইউরোপেও রাজন্য শক্তি ভারতের ন্যায় সম্পূর্ণ বিনাশ প্রাপ্ত হইত।

সুতরাং পরশুরাম-উপাখ্যান ভারত বাসীর পক্ষে বড় শিক্ষাপ্রদ। যাহারা ক্ষত্রজীবনের পুনরুন্মেষের চেষ্টা করিতেছেন, দ্বিতীয় স্থান লাভে যে গৌরব আছে সেই আশায় মুগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা যেন হিন্দুজাতির উজ্জ্বল পরিণাম ভবিষ্যতের অতল আঁধারে ডুবাইয়া না দেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা॥

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

---

* পরম শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয়ের এই উক্তি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। বর্ত্তমান সংখ্যায় "আগমনী" প্রস্তাবে ২৪৮ পৃষ্ঠায় আমরা বলিয়াছি,—"ইহার (৪টী বলের) কোনও বলের প্রাধান্যে সমগ্র সমাজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবেক." ভারতে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যে প্রাচীনকাল হইতে আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়া আসিতেছে আজিও করিতেছে, ইহাকে অপর তিনটী বলের সহিত সমতা না করিতে পারিলে আমাদের মঙ্গল নাই। সম্পাদক।

সমালোচনা।

পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারি রায় প্রণীত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক মালোপাড়া রাজসাহী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১॥৹ মাত্র! এই ২১৪ পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তক খানির কাগজ ও ছাপা সুন্দর। আমরা পুস্তকখানি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়াছি এবং সুপ্রতিষ্ঠ "প্রবাসীর" সহিত একমত হইয়া বলিতেছি "এই পুস্তকের বিষয় সকলের যাথার্থ্য মীমাংসা বা যাচাই করিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি আমাদের নাই, কিন্তু বিনোদ বাবুর লিখিবার প্রণালী এমন সুন্দর যে ইহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। বুঝা এবং যাচাই করা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।"

জ্যোতীষ, ভূতত্ত্ব এবং বেদকে এ ভাবে একসূত্রে গাঁথা যায় একথা কেহ কখন ভাবিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। বৈদিক কালের আর্য্যগণ যে জানিতেন, পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া থাকে তাহা বিনোদ বাবুই প্রথম দেখাইলেন। বেদ যে শুধু কৃষকের গান নহে, বেদ যে আমাদের শুধু আমাদের কেন—পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতির গৌরবের ও আদরের জিনীস তাহা ইহাতে সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে।

এতকাল শুনিয়া আসিতেছি—কালদীয় ও বাবিলোনীয় জ্যোতিষীগণই প্রথমে ১২টী রাশি কল্পনা করিয়াছিলেন। কি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, কি অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ সকলেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন বৈদিক যুগের আর্য্যগণ রাশি বিভাগ জানিতেন। এই বিষয়টী শব্দার্থদ্বারা তিনি এমন সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন যে পড়িতে পড়িতে মন আনন্দরসে আপ্লুত হয়, গর্ব্বে বক্ষস্ফীত হয়।

আর্য্যগণের অব্দগণনা প্রণালী, ঋগ্বেদ ও জ্যোতিষের সাহায্যে যে ভাবে আবিষ্কার করিয়াছেন ইহা সম্পূর্ণ নূতন। এই পুস্তকের অব্দগণনার প্রণালী অনুসারে যে কোন শাস্ত্রোক্ত নক্ষত্র ও ক্রান্তিপাত দ্বারা লিখিত সময় অতি সহজে ঠিক করা যায়। জ্যোতিষ ভূতত্ত্ব এবং বেদের সাহায্যে অবতার-বাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা যায় তাহা গ্রন্থকার এই প্রথম দেখাইলেন। কে জানিত যে আর্য্যগণ ভূতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব সহ ঐক্য রাখিয়া নক্ষত্র ও রাশির নামকরণ করিয়াছিলেন।

যুগের অর্থও অতি বিচিত্র। এ পর্য্যন্ত এরূপ অর্থ দেখা যায় নাই। ঋতু সম্বন্ধীয় আলোচনা ও অপূর্ব্ব। ডারুইনের অভিব্যক্তি—বাদ এখন খণ্ডিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই পুস্তকে যে ভাবে খণ্ডিত হইয়াছে তাহা এই নূতন। জ্যোতিষের সাহায্যে কাল নির্ণয় ও প্রাচীন গ্রন্থের বর্ণনার সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টায় গ্রন্থকার বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচীন কালের সৌরকেন্দ্রিক জ্যোতিষ কিরূপে ভৌমকেন্দ্রিক হইয়াছে তাহা বেশ স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইয়াছে।

মধুকৈটভের যুদ্ধ ও বধ বৃত্তান্ত যে বৈজ্ঞানিক অর্থদ্বারা বিবৃত হইয়াছে তাহা বস্তুতঃই মনোরম।

প্রত্যেক স্কুলের পুস্তকালয়ে এবং প্রত্যেক সাধারণ পাঠাগারে এই পুস্তক রাখা উচিত। ইহা বাঙ্গালীর একটি বিশেষ গৌরবের জিনীস। সুতরাং গ্রন্থকারকে উৎসাহ দেওয়া প্রত্যোকেরই কর্ত্তব্য। এই পুস্তক আরও ৪ খণ্ড প্রকাশিত হইতে বাঁকি আছে।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী দেববর্ম্মা।

সম্পাদকীয় সমালোচনা।

সময়াভাবে সমালোচনা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। বিনিময় পত্রিকার সম্পাদক মহোদয়গণ ও অন্যান্য গ্রন্থকর্ত্তা আমাদিগকে ক্ষমাকরিবেন। অদ্য নিম্নে কয়েকটি সমালোচনা করিলাম।

(১) কবিতা-প্রসূন। ফরিদপুর জেলান্তর্গত রাজবাড়ী নিবাসী খ্যাতনামা লেখক ও কবি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের রচিত কাব্য-গ্রন্থ ১০৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত মূল্য ৷৵০ মাত্র। কাব্যখানি পাঠ করিয়া আমারা নিরতিশয় আনন্দানুব করিয়াছি। কবির লেখনী-প্রসূত কবিতা প্রতিভার গ্রাহকগণ মধ্যে মধ্যে পাঠ করিয়া থাকেন। ইহাতে ৫৯টী কবিতা সন্নিবিশিষ্ট হইয়াছে। এপ্রকার উত্তেজনাময়ী প্রাঞ্জল সরল ভাষায় লিখিত ছন্দোবন্ধে রচিত কবিতা, বঙ্গীয় কাব্য জগতে ও বিরল; নমুনা স্বরূপ ২।১টী দিলাম।

ভারত সম্রাটের আবাহন।

কিদিব তোমারে দেব! কি আছে মোদের,
বাঙ্গালী জীবন-ব্রত বড় বিষাদের।
গণক লেখক ব'লে
রাজকার্য্য রাজবলে,
ভারতের চক্ষু ছিল
কত রশ্মি ছড়াইল।
নিবেছে দেউটী তার আঁধার রজনী।
রাহুগ্রাসে শশধর নিস্তেজ যেমনি॥

ভারত-ভূমি।

চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারা, এখানে সুষমাভরা,
কোথা আছে হেন হ্রদ-সরোবর
নদনদী মাঠ তরু মহীধর?
* * *
বৈদ্যনাথ কাশী গয়া, বিন্ধ্যাচল হিমালয়া,
স্তবকে স্তবকে কোথা আছে আর।
মাতাকন্যা-পত্নীভ্রাতা, ভগ্নিবন্ধুপতি পিতা,
কোথাআর হেন দয়ার আধার?
কৃষ্ণভীষ্ম শাক্যমুনি, ভবে মরকত মণি,
কোথায় তাদের নাহিক উপমা।
অসি বর্ম্মেচর্ম্মে কোথা হেন রমা?

আদ্যোপান্ত এই প্রকার সুন্দর, অতিসুন্দর কবিতায় এই কবিতা-প্রসূন সুসজ্জিত। গুণ-কর্ম্ম সর্ব্বত্রই সমাদৃত, আশাকরি বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজ এই নবীন কবিকে উৎসাহিত করিবেন।

(২) সত্যনারায়ণের পুঁথি। বৈদিক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেব

বর্ম্মা মহাশয় কর্তৃক বিরচিত। ১৬ পৃষ্ঠায় ক্ষুদ্র পুস্তিকার মূল্য এক আনা মাত্র। সরল পয়ার ও ত্রিপদীছন্দে বৈদিক ভাবে এই সুন্দর পুস্তিকা খানি রচিত। সত্যনারায়ণের পূজা প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে হইয়া থাকে আশাকরি সকলেই পূজার সময় এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ফরিদপুরে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ।—অনেক দিন পরে বাটী আসিয়া দেখিলাম কোনও কোন স্থানে ব্রাহ্মণ দিগের অত্যাচার বশতঃ আমাদের দেশে পূজাদি যাগযজ্ঞ ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। ব্রাহ্মণগণ দলবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে উপবীত ধারী কায়স্থ দিগের বাটী যাগ যজ্ঞাদি করিবেন না। তাঁহাদিগের এই প্রকার—প্রতিজ্ঞা যে নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ ও "অনার্য্যজুষ্টমসর্গ্যামকীর্ত্তিকর" তৎপ্রতি সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি তাঁহারা জ্ঞান ও বিবেক বলে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান সম্যক্ বুঝিয়া লইবেন।

২। **বরদারাজ্যে পুরোহিত-পরীক্ষা বিষয়ক নূতন আইন।**—বড়োদা রাজ্যে পুরোহিত গণের পরীক্ষা সম্বন্ধে এক নূতন আইন প্রস্তুত হইতেছে। রাজ্যের ব্যবস্থা-সচিব (Lawmember) মহাশয়ের হস্তাক্ষর সহিত এই আইনের এক মুসাবিদা সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পাণ্ডুলিপি দেখিয়া রাজ্যের ব্রাহ্মণগণ বড় বিচলিত হইয়াছেন। গত ৬ই জুলাই তারিখে প্রায় এক সহস্র কি দ্বাদশ শত ব্রাহ্মণ একত্র হইয়া এক সভা করিয়া ছিলেন। এই সভায় শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতবর্গ এবং বিখ্যাত উকীল মোক্তারগণও উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ছোটুজী মহারাজ শাস্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আইন দ্বারা ব্রাহ্মণসমাজের কত ক্ষতি হইবে, তাহা শাস্ত্রী যত্নরাম জীবন রামজী সভায় উপস্থিত সজ্জন সমূহকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, এই আইনে, প্রথমতঃ সমুদায় জাতির লোককেই এই পুরোহিত পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার অধিকার দেওয়া হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক শাসন-দ্বারা শাসিত কোনব্যক্তি সমাজচ্যুত হইলেও, তাহার আহ্বান অবজ্ঞা করিবার অধিকার কোন পুরোহিতের থাকিবেন না; তৃতীয়তঃ ধর্ম্মকার্য্য এবং কর্ম্মকাণ্ড প্রভৃতির নিমিত্ত পুরোহিতের প্রাপ্য ফিস্ (Fees) বা দক্ষিণা বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। আইনের এই সকল বিধান দ্বারা ব্রাহ্মণ সমাজের প্রভূত ক্ষতি হইবে। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে যাজন এবং প্রতিগ্রহে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের অধিকার নাই;—এক্ষণে সেই অধিকার অপর বর্ণকে দিলে ব্রাহ্মণজাতির উপর অন্যায় ব্যবহার করা হইবে। সমাজ বহিষ্কৃত ব্যক্তির বাটী যদি পুরোহিত কর্ম্মকাণ্ড করিবার জন্য যাইতে বাধ্য হন,—তাহা হইলে পুরোহিতের ধর্ম্মহানি হইবে এবং সামাজিক শাসনের আর কোন মূল্য থাকিবে না। আর, ডাক্তার এবং উকীলদিগের যখন ফিস্ বাঁধা নাই,—একই শ্রেণীর উকীল বা

ডাক্তারের মধ্যে কেহ দুই টাকা গ্রহণ করেন, কেহ বা দুইশত টাকায়ও কার্য্য করেন না,—তখন পুরোহিতের দক্ষিণার বাঁধাবাঁধি করা উচিত নহে। কার্য্যের গুরুতা ও যজমানের শক্তিসামর্থ্যানুসারে দক্ষিণার যে অনুপাত আছে, তাহাই শাস্ত্র ও সমাজানুমোদিত। অপরাপর বক্তৃগণ এই পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া এই আইনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ এবং যজমানগণের মিলিত একটী কমিটি স্থাপিত করিবার এবং উভয় সম্প্রদায়ের লোকের হস্তাক্ষর সম্বলিত একখানি প্রার্থনাপত্র ন্যায়মন্ত্রী মহাশয়ের সমীপে প্রেরণ করিবার পরামর্শ দিলেন।

অবশেষে সভাপতি মহাশয়ও প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করতঃ যাহাতে এই আইন প্রচলিত না হয়, তৎসম্বন্ধে ন্যায়মন্ত্রী মহাশয়কে উপদেশ দিলেন।

"হর হর মহাদেব" ধ্বনির সহিত সভা ভঙ্গ হইল এবং পুনশ্চ এ সম্বন্ধে আর একটী বৃহত্তর সভার অধিবেশন হইবার সংবাদ সূচিত হইল। ঐ সভায় সকল জাতির লোক সম্মিলিত হইবে এবং যাহাতে যাজন এবং প্রতিগ্রহে ব্রাহ্মণেতর বর্ণকে অধিকার দেওয়া না হয়, সমাজচ্যুত ব্যক্তির পৌরোহিত্য করিবার নিমিত্ত কাহাকেও বাধ্য করা না হয়, এবং পুরোহিতের দক্ষিণা বাঁধিয়া দেওয়া না হয়, এই মর্ম্মে একখণ্ড আবেদনপত্র ব্যবস্থাসচীবের নিকট পাঠান হইবে,—স্থিরীকৃত হইল।

বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হিন্দী-সাপ্তাহিক ১৮।৭।১৩ তাং "শ্রীবেঙ্কটেশ্বর সমাচার" পত্রিকা হইতে সংকলিত।

(An abridged report of a meeting of Brahmans of Baroda State).

৩। কায়স্থোপনয়ন।—রাজসাহী অন্তর্গত বাশিলাগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্র-নারায়ণ হোড় দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—"বিগত ৬ই ভাদ্র উক্ত গ্রামে শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন স্মৃতিরঞ্জন মহাশয়ের আচার্য্যত্বে শ্রীযুক্ত গঙ্গাগোবিন্দ চাকী ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র-নারায়ণ হোড় মহাশয়দ্বয় যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন।

৪। শ্রীবৃন্দাবনধামে কায়স্থের ক্ষাত্র-সংস্কার।—১৩১৬ সনের ২৪শে চৈত্র তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত। জিলা যশোহরের অন্তর্গত চৌগাছা থানার অধীন বেড়গোবিন্দপুর গ্রামনিবাসী মৃত দ্বারকানাথ ঘোষ মহাশয়ের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ আশু-তোষ ঘোষ, বিগত ১৩১৬ বঙ্গাব্দা ১৭ই চৈত্র বৃহস্পতিবার শুক্লাপঞ্চমী দিবসে তদীয় দীক্ষা-গুরু শ্রীমন্মাধ্য গৌড়েশ্বরাচার্য্য পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী প্রভুপাদ মহাশয়ের নিকট শ্রীবৃন্দাবন ধামে ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত প্রভুপাদ মহাশয় তাঁহাকে যজ্ঞোপবীত ও ব্রহ্মগায়ত্রী প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী মহোদয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচৈতন্য গোস্বামী মহাশয়দ্বয় সংস্কার যজ্ঞে অধ্বর্য্যু ও সদস্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। পারস্কর গৃহ সূত্রানুসারে উক্ত সংস্কার সম্পাদিত হয়। সংস্কার অন্তে উক্ত মাণবক পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম আলিঙ্গন করিলে যোগনিরত উক্ত প্রভুপাদ মহোদয় তাঁহাকে শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী নাম দিয়াছিলেন। অধুনা এই প্রকার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গ্রহণ অতীব বিরল।

আমরা আশা করি, বৈষ্ণব জগতের শ্রেষ্ঠ মহাত্মা শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী মহাশয়ের পদানুসরণ করিয়া প্রত্যেক কায়স্থ মাণবক উপনয়নান্তে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গ্রহণ করিয়া বেদ অধ্যয়নে নিরত হইবেন।

৫। কলিকাতা স্বদেশী-মেলা।—কলিকাতা ১৭২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীটে উক্ত স্বদেশী-মেলার তৃতীয় সাম্বাৎসরিক অধিবেশন হইয়াছে। বিগত ২০শে ভাদ্র শুক্রবারে বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল মহোদয় সপার্ষদ এই বিরাট মেলার কার্য্য উদ্বোধন করেন। তৎকালে অনেক স্বদেশবৎসল মাতৃভূমির প্রিয় সন্তান সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ যোগ্য। এই সকল মহাত্মা এই মেলার মুখ্য-কার্য্যে ধন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২। " কৃষ্ণকুমার বসু।
৩। " এইচ্ বসু।
৪। " কুমারকৃষ্ণ মিত্র।
৫। " শ্রীকালী ঘোষ।
৬। " ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়।
৭। " শিবচন্দ্র বসু। ইত্যাদি—

আগামী ১৩ আশ্বিন পর্য্যন্ত এই মেলার কার্য্য চলিবে। প্রায় ৬ বিঘা জমি নানাবিধ বিচিত্র পণ্যপূর্ণ বিপণি দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। মোট ২৩০টী পণ্যশালা, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে এই অপূর্ব্ব স্বদেশী পণ্য-প্রদর্শনী মাতৃ-ভূমির কীদৃশ শিল্পোন্নতি সম্প্রসারিত করিতেছে।

১। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয়ের পরিচালিত কলিকাতায় রাসায়নিক দ্রব্যাগার (Chemical Pharmaceutical works) নানাবিধ ঔষধ, অস্ত্রাদি, কলের পাখা ও বিবিধ সুগন্ধি-দ্রব্যজাত ইত্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। ডাক্তার পি, সি, রায় কে না জানেন ভারতে এমতলোক অতি বিরল। পারদের গুণ-ক্রিয়া অবলম্বনে কতকগুলি নূতন রাসায়নিক দ্রব্যের তিনি আবিষ্কারক। ইনি ভীষ্মের ন্যায় চির-কৌমারব্রতধারী মহাপুরুষ, তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থ দরিদ্র ছাত্রগণের জন্য ব্যয়িত হয়। তিনি কেবল কায়স্থজাতির নহে, বিশ্বেরসমগ্র জাতির গৌরব, অধুনা বৈজ্ঞানিক জগতে ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু ও ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, ইঁহারা উভয়েই কায়স্থ।

২। দাস এবং কোম্পানী। নানাবিধ উৎকৃষ্ট লোহার সিন্দুক তালা চাবী নির্ম্মিতা। গভর্ণমেণ্ট আফিসের সিন্দুকাদি ইহারাই সরবরাহ করিয়া থাকেন।

৩। ঘোষ-দাস এণ্ড কোং। নানাবিধ লোহার সিন্দুকাদি প্রস্তুত করেন।

৪। পি, এন দত্ত এবং কোঃ। ইহাদের নির্ম্মিত বাল্তী (Galvanized buckets) বিলাতী বাল্তীর সমকক্ষতা লাভ করিয়াছে।

৫। ইউ ঘোষ এবং ভ্রাতাগণ। ইহাদের প্রস্তুত নিব্ বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

৬। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় (পি, সি রায়) জাপান ও জার্ম্মেনী হইতে বিবিধ শিল্পে সুশিক্ষিত। বন্দেমাতরম্ ম্যাচ্ ও বোতাম প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

৭। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ জাপান

প্রত্যাগত। বিবিধ চিরুণী ও মাদুর প্রদর্শন করেন। ইহার তত্ত্বাবধানে যশোহরে একটি কারখানা আছে।

৮। এক্ এন্ গুপ্ত নানাবিধ নিব্।

৯। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সুগন্ধি তৈল ও দন্তমাজ্জন।

১০। কলিকাতা ছিগারেট কোম্পানী শ্যামবাজারে ইহাদের কারখানা আছে।

১১। একটী ব্রাহ্মণ কারখানা হইতে উৎকৃষ্ট জুতার কালী প্রদর্শিত হইয়াছিল।

১২। হাওড়ার বরণ কোম্পানী। ইহাদের রাণিগঞ্জ কারখানা হইতে মৃণ্ময় খাপরা, (Tiles) কলস, পুতুল ইত্যাদি।

১৩। এ ঘোষের সাবানের কারখানা হইতে নানাবিধ সুগন্ধি সাবান প্রদর্শিত হইয়াছিল।

১৪। সন্তোষের জমিদার রাজা প্রমথনাথ চৌধুরীর কারখানা হইতে নানাবিধ উৎকৃষ্ট সাবান।

১৫। জাপান হইতে প্রত্যাগত এস্ গুহ দ্বারা পরিচালিত সাবান-কারখানা।

১৬। বঙ্গলক্ষ্মী-কটন মিল হইতে প্রদর্শিত নানাবিধ বস্ত্র।

১৭। শ্রীযুক্ত কাত্তিকচন্দ্র বসুর কারখানা হইতে প্রদর্শিত কৃত্রিম পা (artificial leg) ঔষধ এবং বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র।

১৮। কলিকাতা কুমারসজ্জা (Pottery works) মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত। বিবিধ চা-পানের সামগ্রী ও পুতুল, থালা, গ্লাসাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল।

১৯। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহোদয়ের যত্নে স্থাপিত কলিকাতা চামড়ার কারখানা নানা প্রকার জুতা ও ব্যাগ প্রস্তুত হইতেছে।

২০। বঙ্গদেশীয় পেনসিল, কারখানা হইতে প্রস্তুত পেনসিল।

আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রধান প্রধান সামগ্রীর তালিকা দিলাম। ইহা ব্যতীত নিম্নলিখিত স্বদেশজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল।

আম্র ও নিচু রক্ষিত (Preserved) চর্ব্বিবাতী (Candles) চুল্লী (ovens) ছুরী, ক্ষুর, আদি। মুদ্রণ জন্য কালী। ঢাকাই কাপড় নানাবিধ। রেসমী বস্ত্র। হস্তীদন্তনির্ম্মিত জিনীসাদি। বিবিধ কারুকার্য্য সমন্বিত জয়পুরে নির্ম্মিত পিত্তলের জিনীস। নানাবিধ চিত্রপট। কাষ্ঠনির্ম্মিত জিনীস। ইত্যাদি। অতি প্রাচীনকাল হইতে শিল্পকলা বিত্তায় ভারতবর্ষ প্রসিদ্ধ ছিল। যদিও অনেক বিষয়ে বিদেশীগণের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ও অত্যাচারে ভারতীয় শিল্পের অবনতি হইয়াছে, তথাপি আজি যাহা আছে তাহার শতাংশের একাংশ এই মেলায় প্রদর্শিত হয় নাই। ইহার কারণ (১) অন্ততঃ ২। ৩ মাস মেলার অধিবেশনের পূর্ব্বে সংবাদ ভারতমণ্ডলের সর্ব্বত্র বিঘোষিত করা উচিত, (২) দূরদেশ হইতে বণিকগণ ইহাতে যোগদান করিবার কোন প্রলোভন নাই। (৩) ইহার স্থায়িত্ব দুই মাসের কম করা উচিত নহে। আমরা আশা করি এই মেলা শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর করিবে।

সম্পাদক।

বৈবাহিক প্রসঙ্গ।

১। দক্ষিণরাঢ়ীয় ভরদ্বাজ গোত্র, কোণার পালিতবংশীয় একটী পাত্রীর নিমিত্ত একজন শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, মধ্যবিত্ত অবস্থার পাত্রের প্রয়োজন। পাত্রীর পিতা যে কোনও শ্রেণীতে বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছেন। পাত্রীর পিতা অথবা অভিভাবকদিগের মতানুযায়ী বিবাহ প্রাচীন-মতে অথবা ক্ষত্রিয়াচারে হইতে পারিবে। কন্যার বয়স দ্বাদশ বৎসর, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় উত্তমরূপ ও ইংরেজী ভাষায় সামান্যরূপ শিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষা। কন্যা সুন্দরী ও অবয়ব সুগঠিতা। বিবাহপ্রার্থীগণ আমার নিকট পত্রাদি লিখিবেন। শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা।

২। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর কুষ্টিয়ার প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ মজুমদার, ইতিহাসে অনর সহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে এম-এ পড়িতেছেন। ইংলণ্ডে পাঠার্থে যাইতে চান। ইহার ব্যয় বহন করা হৃদয়বাবুর সাধ্যাতীত। এই ব্যয় বহন করিতে পারেন এই প্রকার কোনও সম্ভ্রান্ত কায়স্থের কন্যার সহিত শ্রীমানের বিবাহ দিতে চান। বিবাহপ্রার্থীগণ হৃদয়বাবুর নিকট পত্রাদি লিখিবেন। কুষ্টিয়া, (নদীয়া)।

৩। বঙ্গজ কায়স্থ মৌলিক আত্মীয় সকলেই গুহ, ঘোষ, মিত্র; বয়স ২২।২৩ বৎসর। বি-এ পড়ে, অবস্থা ভাল এই পাত্রের জন্য ভালবংশের সুন্দরী কন্যা দরকার। টাকী কিম্বা অন্য সমাজে আপত্তি নাই। শ্রীরামচন্দ্র সরকার মোক্তার, সেরাজগঞ্জ পাবনা।

৪। শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় সাঃ খামারকান্ত বাগ পোষ্ট দিনাজপুর রাজবাটি; জেলা দিনাজপুর উত্তররাঢ়ীয় শ্রেণীর পাত্র ও পাত্রীর প্রয়োজন। পাত্রটি এণ্ট্রান্স শ্রেণীতে পড়ে। পাত্রী সুন্দরী সুশিক্ষিতা। উভয়ই মৌদ্গল্য গোত্র বহড়ালের দাসবংশ।

৫। বৰ্দ্ধমান জিলান্তর্গত দাঁইহাট গ্রাম ও পোষ্ট। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দেববর্ম্মা মহাশয়ের দ্বাদশ বর্ষীয়া সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা কন্যার জন্য একটি পাত্র চাহি। দক্ষিণরাঢ়ী শ্রেণী। যে কোন শ্রেণীতে বিবাহ দিতে পারেন।

৬। আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর জমিদার বসু মজুমদার, সমাজপতি বঙ্গজ কুলীন মহাশয়ের সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা একটি কন্যার জন্য পাত্র চাই। কন্যার পিতা বরাভরণ এবং অলঙ্কারাদি জন্য ১৫০০ টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। অপর শ্রেণীতে ভাল পাত্র পাইলে আপত্তি নাই। আমার নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বর্ম্মা সরকার।

৭। মিত্রবংশ ২২।২৩ বৎসর বয়স, ডাক্তারী পাশ। পাবনা মফঃস্বল বাড়ীতে ব্যবসা করে। অবস্থা মধ্যম ঘোষ, বসু, গুহের কন্যা, সুন্দরী দরকার।

শ্রীরামচন্দ্র সরকার।

মোক্তার—সেরাজগঞ্জ, পাবনা।

৮। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীর জন্য একটী পাত্র আবশ্যক। কন্যাটী সুন্দরী ও গৃহকার্য্যে সুনিপুণা, সামান্য বাঙ্গালা লেখা পড়া জানে।

শ্রীললিতমোহন পাল, গোয়ালন্দ।

হাঃ মোঃ তিনসুকিয়া, আসাম।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার

নূতন নিয়মাবলী।

১। আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার বার্ষিক মূল্য পোষ্টেজ সহিত সদর ও মফঃস্বল ১৷৷০ মাত্র ভিঃ পিঃ ডাকে ১৷৷/০ মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য পোষ্টেজ সহিত ৵৫।

২। পত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইবার সংবাদ সেই মাসের শেষ দিনের মধ্যে না পাঠাইলে আমরা সেই সংখ্যা পুনঃ পাঠাইতে দায়ী থাকিব না। এই সময়ের পরে সংবাদ দিলে উহার মূল্য ৵৫ হিসাবে প্রতি সংখ্যার জন্য দিতে হইবে।

৩। কোনও গ্রাহক স্থানান্তরিত হইলে তাহার সংবাদ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ না দিলে পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে আমরা দায়ী থাকিব না। অল্প দিনের জন্য স্থানান্তরিত হইলে পূর্ব্ব স্থানীয় পোষ্টাফিসকে জানাইলেই চলিবে।

৪। যিনি যে মাসে গ্রাহক হউন, সেই বৎসরের প্রথম অর্থাৎ বৈশাখ কিংবা কার্ত্তিক মাস হইতে, তাঁহাকে গ্রাহক হইতে হইবে। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় পত্রাদিতে ও টাকা পাঠাইবার সময় মণিঅর্ডার কুপনে নাম ধামাদি স্পষ্টরূপে লিখিবেন। এক নামে একের অধিক গ্রাহক থাকায় গ্রাহকের নম্বরটী দিলে আমাদের সুবিধা হয়।

৫। মনিঅর্ডারে "কার্য্যাধ্যক্ষ আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা ১নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট" এই ঠিকানায় লিখিবেন। ব্যক্তি বিশেষের নাম দিবার আবশ্যক নাই।

৬। পত্রাদি প্রবন্ধাদি, ও বিনিময় পত্রিকাদি "আর্য্য কায়স্থ-প্রতিভা সম্পাদক ১নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট" ঠিকানায় লিখিবেন।

বর্ত্তমান কার্ত্তিক মাসে গ্রাহক মহোদয়ের নিকট ভিঃ পিঃ হইতেছে। ভিঃ পিঃ কেহ যেন ফেরত না দেন ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

সম্পাদক।

সূচীপত্র।

১৩২০ বঙ্গাব্দ, কার্ত্তিক মাস।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

কলিকাতা

১ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, প্রতিভা প্রেস,

শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩২০ সাল।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

কার্ত্তিক মাস, ১৩২০।

অনাসক্তি।*

নমোস্তু নীরদ স্বচ্ছ বপুষে পীতবাসসে।
যাস্তাস্তেন্দু সুধাংবংশী পপোশব্দ স্বরূপিনী॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥

এক দিন আমি বহির্ব্বাটী গৃহে বসিয়া আছি, আর কেহ নাই, কিন্তু চিন্তা আমার চির-সঙ্গিনী। এক মুহূর্ত্ত আমি তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না, সেও পারে না। আমাকে নির্জ্জনে পাইয়া, সে আমার সঙ্গে ভারি চপলতা আরম্ভ করিল। এমন সময় গৃহ সম্মুখস্থ বাঁধা-বটবৃক্ষ-মূলে, একটি বালক গাহিল,—

"একটী সত্য কর মাগো একটী সত্য কর।
নন্দঘোষ হয় তোমার পিতা যদি আমায় মার।"

কথা কয়টী কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিল। চিন্তা অমনি চপলতা পরিত্যাগ করিয়া, আবার সেই মধুর গীত শুনিবার জন্ম উৎকর্ণ হইয়া রহিল। প্রাণে যেন কোন অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দিয়া এক অভূতপূর্ব্ব ভাবে অভিভুত করিল। মানস নেত্রে দেখিতে লাগিলাম,—লীলা-ময়ের সেই মধুর-বৃন্দাবন-লীলা। গোপাল, গোপাঙ্গনা-গণের গৃহে নবনীত চুরি করিয়াছেন, দধি দুগ্ধের ভাণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন। ব্রজবাসিনী গোপ রমণীগণ,—নন্দরাণীর নিকট অভিযোগ করিয়াছেন। যশোদার নিজের ঘরে, গোপাল ইহা অপেক্ষা বেশী অপচয় করিলেও কোন কথা হইত না। গোপাল অপেক্ষা অধিক

* রাজসাহী বৈষ্ণব সভায়পঠিত।

আদরের বস্তু তাঁহার কিছুই নাই। কিন্তু প্রতিবেশিনীদের বড় অন্যায়, তাঁহার মত তাহারা গোপালকে দেখেনা। সামান্য একটু ননী খাইয়াছে তাই সহ্য হয় নাই, নালিশ করিতে আসিয়াছে। যশোদার বড় রাগ হইয়াছে। প্রতিবাসিনীর প্রতি ক্রোধ গোপালের মস্তকে ন্যস্ত হইল। রোষকষায়িত-লোচনে যষ্টিহস্তে কৃষ্ণকে প্রাহার করিতে ধাবিত হইলেন। দুরন্ত বালক দৌড়িয়া কদম্বের গাছে উঠিয়াছেন। বেগতিক দেখিয়া যশোদা তখন শান্তভাবে নামিতে বলিতেছেন গোপাল নামিতেছেন না। বৃক্ষোপরি হইতেই বলিতেছেন, "একটী সত্য কর মাগো একটী সত্য কর। নন্দঘোষ হয় তোমার পিতা যদি আমায় মার।" দুধের ছেলের মুখে এমন কথা! যশোদা মুখে অঞ্চল দিয়া হাস্যবেগ সম্বরণ করিতেছেন। উচ্ছ্বসিত বাৎসল্য রসে, হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। মনে হইতেছে ধরিয়া কোলে লইয়া মুখচন্দ্রমায় একটী চুম্বন দিতে পারিলে বাঁচি। কিন্তু প্রকাশ্যে গোপালের কথার উত্তরে বলিতেছেন,—

"এই সত্য করি আমি এই সত্য করি।
নন্দঘোষ হয় তোমার পিতা যদি তোমায় মারি॥"

খোকা ভুলানো কথাই বটে! কি চমৎকার ভাব! গোয়ালার মেয়ের কি ভাগ্যের জোর! অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্ট, পুষ্ট ও বিনষ্ট হইতেছে;—যাঁহার মায়ায় এই জগৎ সংসার ভুলিয়া রহিয়াছে,—তাঁহাকেই কিনা আজ যশোদা সামান্য বালকের ন্যায় ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তুমি আমি বলিতে পারি, যশোদা চিনিতে না পারিয়া, ঈশ্বরগণেরও যিনি ঈশ্বর তাঁহার সহিত এই ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু যশোদা ও সব অলক্ষণে কথা শুনিবেন কেন? তাঁহার গোপাল চিরদিনই তাঁহার দুধের গোপাল,—বাৎসল্যের ধন। যমলার্জ্জুন ভঙ্গ, শকট ভঞ্জন মৃত্তিকা ভক্ষণ ছলে বদন মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন, এ সকল কাণ্ডে আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার ঐ বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আনিতে পারে নাই, বরং ও সকল কোন ভৌতিক ব্যাপার বিবেচনায় গোপালের কোন অনিষ্ট না হয় সেজন্য তন্ত্র মন্ত্র কত কি করিয়াছেন। ধন্য যশোদা, তুমিই ধন্য! তুমি কত জন্মের সাধনার ফলে বাৎসল্য সেবায় সিদ্ধিলাভ করিয়া স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভগবানকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছে।

যশোদার কথা ভাবিতে ভাবিতে বৃন্দাবন বিলাসিনী শ্যাম-সোহাগিনী গোপ রমণীগণের কথা মনে পড়িল। তাঁহাদের পুণ্যবল বুঝি যশোদার অপেক্ষাও অধিক। কেন না যশোদা কেবল ভগবানের দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই তিনটী সেবার অধিকারিণী। কিন্তু গোপাঙ্গনাগণ এ তিনটী রসোপভোগের অধিকারিণী তো বটেই, সর্ব্বোপরি রস শ্রেষ্ঠ মধুর ভাবে ভজনেরও এক মাত্র অধিকারিণী তাঁহারাই। কান্তভাবে ভগবানের সেবায় অধিকার লাভ কি কম সৌভাগের কথা?—সাধারণ পুণ্যের ফল? ধন্য গোপাঙ্গনাগণ!

ব্রজলীলার সবই মাধুর্য্যময়। তাই ব্রজের ভাবে ভজনই, আমাদের পতিত-পাবন শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ ভজন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কেননা বিষয়মত্ত, দুর্ব্বলচিত্ত কলির জীবের পক্ষে

বিষয় বাসনা ত্যাগ করিয়া ভগবানে মনোনিবেশ করা দুঃসাধ্য। তাই বৈষ্ণবশাস্ত্র বলেন,—তুমি বিষয় ত্যাগ করিতে পারিতেছ না, না পারিলে বিষয় সংসর্গে থাকিয়াই ভজন কর। ভগবান্ নিজ মুখেই বলিয়াছেন 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' তাঁহাকে যে, যে ভাবে ভজনা করে, তিনি সেইভাবেই তাহার বাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। তুমি দাসত্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছ, প্রভু-সেবা না করিলে তোমার চলে না, তা কর। কিন্তু মনে রাখিও তোমার লৌকিক প্রভুর সেবায় সেই জগৎ প্রভুরই সেবা করিতেছ, তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়া সেই ভগবানেরই পূজা করিতেছ। তুমি মনের মত সখা চাও? সেই শ্রীদাম, সুবল, অর্জ্জুন সখাকে সর্ব্বদা স্মরণ কর, তিনি তোমার সখার শাধ পূর্ণ করিবেন। তুমি অপত্য স্নেহে অভিভূত, সন্তানের স্নেহ বা মায়া ত্যাগ করিতে পারিতেছ না, না পারিলে, তোমার ঐ অপত্য স্নেহ সেই নন্দ দুলাল গোপালের দিকে লইয়া যাও;—তোমার ঐ অপত্য পালনের ভিতর দিয়া সেই গোপালের সেবাই দেখিতে অভ্যাস কর, অপত্য রূপেই তিনি তোমার বাসনা পূর্ণ করিবেন। আর তুমি ইন্দ্রিয়ের দাস, আসঙ্গলিপ্সা তোমার বড় বলবতী—তোমার লালসা ত্যাগ করিতে পারিতেছ না?—না পারিলে ঐ লালসাটী ভগবানের প্রতি অর্পিত কর। সেই গোপিকা-বল্লভকে হৃদয়বল্লভ করিয়া লও তিনিই একমাত্র পতি, জগতের আর সমস্তই প্রকৃতি। অতএব প্রকৃতি ভাবাপন্ন হইয়া, সেই বৃন্দাবন বিলাসিনী কৃষ্ণ-হৃদয়-রঞ্জিনী, ভক্তিরূপিনী গোপরমণীর প্রেম, আদর্শ করিয়া প্রাণ-বল্লভের সেবায় মন প্রাণ সমর্পিত কর। তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় লালসা নিবৃত্তি হইবে; নিত্য নূতন রাস-রসোল্লাসে বিমল আনন্দ উপভোগ করিবে। মোট কথা,—পতি, পুত্র, সখা বা প্রভু, যে ভাবে তোমার ইচ্ছা সেই ভাবেই ভগবানকে তোমার আপনার জন করিয়া লইয়া নিষ্কাম ভাবে তাঁহাকে ভজনা কর।

এই যে, দাস্য সখ্যাদি ভাবে ভগবানের সেবা, ইহাই বৈষ্ণব শাস্ত্রে রসভজন নামে অভিহিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে আবার মধুর প্রেমই রস শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণীত। যাঁহারা গোপীঘটিত কৃষ্ণপ্রেমের কথায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁহাদের বুঝা উচিত যে ইহা সামান্য নরনারীর ইন্দ্রিয় লালসা জনিত প্রেম নহে। গোপী প্রেম ও প্রাকৃত নর নারীর প্রেম স্বর্গ নরক প্রভেদ। শ্রীরূপ গোস্বামী এই প্রেম সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

সর্ব্বথা ধ্বংস রহিতং সত্যেহপি ধ্বংস কারণে।
যদ্ভাব বন্ধনংযুনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥

ধ্বংসের কারণ থাকিলেও যাহা ধ্বংস রহিত এই রূপ যে যুবক যুবতী দিগের ভাব, তাহাকেই প্রেম বলে। তাহার লক্ষণ কি?

"সম্যঙ্মসৃণিত স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ সএব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমানিগদ্যতে॥"

যাহা হইতে চিত্ত সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল হয়, এবং যাহা অতিশয় মমতা সম্পন্ন, এরূপ ভাব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই পণ্ডিতগণ তাহাকে প্রেম বলেন।

নৈকট্য, দর্শন ও গুণ শ্রবণাদি ব্যতীত পূর্ব্ব রাগ বা প্রণয় সঞ্চার হওয়া লৌকিক

দৃষ্টান্তে বিরল। প্রণয়সঞ্চার হইলে পর প্রণয়ীর নাম শ্রবণেও উদ্বেগ উপস্থিত হয় বটে। কিন্তু দর্শনাদি না করিয়াও কেবল নাম শ্রবণেই যে পূর্ব্বরাগ ইহা কেবল গোপীতেই দেখিতে পাই। ভক্তকবি চণ্ডিদাস সে চিত্র অতি সুন্দররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। যথা:—

সই কে শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যামনামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বশতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয়॥

ইহাই কি ইন্দ্রিয়লালসাজনিত ক্ষণবিধ্বংসী প্রাকৃত প্রেম? এখন আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব যে, বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত এই রস ভজনার মূলে কি তত্ত্ব নিহিত আছে। জীব-মাত্রেই কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, আবার সদসৎ যে কর্ম্মই করা যায়, তাহার ফলভোগও অবশ্যম্ভাবী। অতএব বিনা কর্ম্মত্যাগে জন্ম মৃত্যুরূপ সংসার যাতনা হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় নাই। কিন্তু কর্ম্মত্যাগ কি জীবের পক্ষে সম্ভব? তাহা হইতে পারে না। সুতরাং ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত কর্ম্মকর, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ। কিন্তু কর্ম্ম করিয়া তাহার ফলাকাঙ্ক্ষা না করিলেই কি সে কর্ম্ম ফলপ্রদ হইবে না? জাগতিক নিয়মে আমরা দেখিতে পাই, একখানি তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের ধারাল অংশ কোন কোমল বস্তুর উপর নিক্ষেপ করিলে আমার কাটিরবার ইচ্ছা না থাকিলেও যেমন সেই আঘাত ক্রিয়ায় কর্ত্তন রূপ ফল হইবেই হইবে, সেইরূপ আমি যদি কোন দরিদ্রকে একটী পয়সা দান করিয়া বলি যে, আমি ইহার ফল চাই না, তথাপি ঐ দানের ফল ভোগ করিতে হইবেই হইবে। তবেই ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিলেই যে, কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে না, ইহা কিরূপে হইতে পারে? ভগবান্ গীতায় ইহার মীমাংসা করিয়াছেন,—

"যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্ম-ভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥৭॥"
৫ম অধ্যায়।

যিনি যোগযুক্ত, শুদ্ধচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্ব ভূতের আত্মায় যাঁহার নিজাত্মভাব, তিনি কর্ম্ম করিলেও তাহাতে নির্লিপ্ত। এখন আমরা বুঝিলাম এই যে, যতক্ষণ আমি অন্যকে দান করিলাম অপরকে উপকার করিলাম, এ জ্ঞান থাকিবে ততক্ষণ আমাকে ঐ কৃতকার্য্যের ফলভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যখন অপরে ও নিজে অভেদ জ্ঞানে ঐ কার্য্য করিব, তখন আর আমাকে দানাদি কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে না। তার পর ভগবান্ বলিলেন,—

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥১০॥
৫ম অধ্যায়।

কর্ম্মফল কামনা ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মাত্র পরমেশ্বরার্থেই যিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, কমলদলস্থ জলের ন্যায় তিনি কর্ম্মে লিপ্ত হন না।

ইহাদ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে, বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত রসভজনের মূলেও এই তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। ভগবানের সহিত সখ্য বাৎসল্যাদি সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া অর্থাৎ ভগবানেরই সংসার পাতিয়া তাঁহার সংসারে সেবকরূপে তাঁহার প্রীত্যর্থেই সমস্ত কার্য্য করিতেছি এই ভাবে ভাবিত হইয়া কর্ম্ম করিলে তাহা ভগবানেই পর্য্যবসিত হইবে এবং তাহাতেই জীবকর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি-লাভ করিয়া পরমাগতি লাভ করিবে। ইহাই বৈষ্ণব শাস্ত্রের উপদেশ। বিষয়াশক্ত দুর্ব্বল কলির জীবের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সহজ ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে?

"ইন্দ্রিয় সংযমই চিত্ত শুদ্ধির মূল এবং সেই চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে ভগবানের কৃপা লাভেও সমর্থ হওয়া যায় না। সংসারে থাকিয়া সেই চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না।" একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের মতের সহিত আমরা ঐক্য হইতে পারি না। কেননা সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস করিলেই যে, ইন্দ্রিয় সংযত হয়, আর তাহা না করিলে হয় না ইহার কোন যুক্তি নাই। বরং শাস্ত্রালোচনা করিলে ইহার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। বিশ্বামিত্র ঋষি কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত, দেবতাদিগের বিশেষতঃ দেবরাজ ইন্দ্রের বড় ভয় হইল, পাছে তাঁহার দেবরাজ্য কাড়িয়া লয়। তিনি মন্ত্রণা করিয়া যোগভঙ্গার্থ মেনকাকে অপ্সরা প্রেরণ করিলেন, তাহাকে দেখিয়াই বিশ্বা-মিত্রের বহুদিনের যোগ তপ ভস্মে পরিণত হইল। বেদব্যাসজনক বৃদ্ধপরাশর আজন্ম নির্ব্বিঘ্নে যোগ সমাধি করিয়া জীবনের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছেন, একদা সুন্দরী ধীবর কন্যার রূপে মোহিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। আবার অন্য দিকে দেখি, সংসারী জনক রাজ্যৈশ্বর্য্যের মধ্যে থাকি-য়াও নিষ্কাম নির্লিপ্ত। কত শত মুনিঋষির তিনি শিক্ষাগুরু! মহাবীর ভীষ্ম সংসারে থাকিয়া নির্ব্বিকার জিতেন্দ্রিয়। রাজাধিরাজ দশরথ-তনয় শ্রীলক্ষ্মণ, ভ্রাতৃ প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া রামচন্দ্রের সহিত বনে গিয়াছেন দণ্ডকারণ্যে রাক্ষসী সুর্পনখা তাঁহাকে দেখিয়া কামমুগ্ধা হইল। সে অতুলনীয়া সুন্দরী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যুবক লক্ষণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। লক্ষ্মণ তাহার বাসনা পূর্ণ করা দূরে থাকুক অস্ত্রাঘাতে নাসিকা ছেদন করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। এ সকল পৌরাণিক উপাখ্যান, বর্ত্তমানযুগে (ক) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাতেও এইরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ছোট হরিদাস, কোন প্রাচীন স্ত্রীলোকের হস্তে ভিক্ষা লইয়া ছিলেন, সেই অপরাধে মহাপ্রভু তাহাকে জীবনের মত ত্যাগ করিলেন, আর রাজ সম্মানে সম্মানিত সংসারী রামানন্দ রায়, যিনি যুবতী বারাঙ্গনাগণদ্বারা কৃষ্ণলীলায় অভিনয় করাই-তেন এবং তাহাদের দ্বারা পরিচর্য্যা করাইতেন সেই রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর পরম অন্তরঙ্গ ভক্ত। অদূরদর্শী অভক্তগণ হয় ত এই ব্যাপারের রহস্য উদ্ঘাটনে অসমর্থ, তাই মহাপ্রভুর চরিত্রের আদর্শতার সঙ্কোচ করিতে

(ক) সংসারে থাকিয়া ও প্রসিদ্ধ কায়স্থ বিজ্ঞানা-চার্য্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় (Dr P. C. Ray) ভীষ্মের ন্যায় চিরকৌমারব্রতধারী মহাপুরুষ। সম্পাদক।

পারেন। কিন্তু সেই লীলাময়ের রহস্য অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবে কেমনে বুঝিবে। প্রভু আমার সর্ব্বান্তর্যামী। তিনি বাহির দেখেন না, জীবের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া তবে করুণা করেন। হরিদাস তাঁহার ভক্ত বটে কিন্তু চিত্ত এখনও বোধ হয় দুর্ব্বল, প্রবল পরাক্রান্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তির সহিত প্রতিযোগীতায় উহা সহজেই পরাস্ত হইতে পারে। সেই জন্যই স্ত্রী সংসর্গে সতর্কজন্য হরিদাসের প্রতি এইরূপ কঠোর শাসন। এ দিকে রাম রায়ের চিত্ত তিনি বিষয়ের কষ্টিপাথরে বেশ করিয়া কসিয়া দেখিয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র ময়লা মাটী নাই। ইন্দ্রিয় সংগ্রামে তাহা এমনি অজেয় হইয়াছে যে কোন প্রলোভনেই তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিবে না। তাই রায় রামানন্দ তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত। বাস্তবিক পক্ষে অপক্ক মৃৎপাত্র যেমন যতক্ষণ জল সংস্পর্শ না হয়, ততক্ষণ অবিধ্বস্ত থাকে, কিন্তু জল সংস্পর্শ হওয়া মাত্র বিগলিত হইয়া যায়, সেইরূপ বিষয় সমূহের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উপাদান সমূহ হইতে দূরে থাকিয়া আপাততঃ মনে করা যাইতে পারে বটে যে, আমি ইন্দ্রিয় সংযম করিয়াছি,—কিন্তু প্রলোভনের সামগ্রীর সংশ্রবে আসিলে পতন হইবার সম্ভাবনা। বিষয় সমূহের সংসর্গে থাকিয়াও তাহার অসারতা বুঝিয়া যে "অনাসক্তি" তাহাই প্রকৃত ইন্দ্রিয় সংযম। এইরূপ একটী অনাসক্ত ভক্তের কথা বলিত।

কোন গ্রামে রামা ও রামি নামে ভক্ত-দম্পতি বাস করিতেন। তাঁহারা অত্যন্ত নির্ধন, কিন্তু ভক্তি ধনে ধনী। দরিদ্র হইলেও তাঁহাদের মনে কোন কষ্ট নাই। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাঁহারা প্রত্যহ স্ত্রী পুরুষে বনে যান শুষ্ককাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করেন। সেই অর্থে যে দিন যে কিছু আহার্য্য পান, তাহা রন্ধনাদি করিয়া প্রথমে অতিথি সৎকার করিয়া পরে উভয়ে আহার করেন। আর সমস্ত দিন ভগবানের নাম কীর্ত্তনাদি করিয়া পরমানন্দে কাল-যাপন করেন।

সেই গ্রামের অদূরে বিজন বনে একটী যোগী বাস করিতেন। যোগী সিদ্ধ পুরুষ তিনি প্রত্যহ এ ভক্ত দম্পতির ব্যবহার দেখিতেন। ভক্তের দারিদ্র্য দুঃখে তাঁহার মনে বড় ব্যথা লাগিত। তাই এক দিন তিনি যোগ সমাধিতে ভগবানের সাক্ষাৎকার পাইয়া বলিলেন, "প্রভো! তোমার অভি-প্রায় আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না ঐ রামা-রামি তোমার একান্ত ভক্ত তোমা ভিন্ন উহারা আর কিছুই জানে না। কাষ্ঠ বেচিয়া কোনরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। থাকিবার একখানি জীর্ণ তৃণের ঘর, এতকষ্টের মধ্যেও অহর্নিশি তোমার নাম কণ্ঠে লাগিয়াই আছে। এক মুহূর্ত্ত তোমাকে ভুলিতে পারে না। অথচ তুমি তাহাদের প্রতি একটুকুও দয়া করিতেছ না। কিছু অর্থদিলেই তো তাহাদের জীবিকার উপায় হয়, এবং নিশ্চিন্তে তোমাকে ভজন করিতে পারে।" ভগবান্ একটু মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "উহারা অর্থ চায় না, বরং তাহা অনর্থের হেতু বলিয়া মনে করে। যে যাহা চায় না, তাহাকে কেন আমি তাহা দিব? যে যাহা চায় তাহাকে দিয়া থাকি। উহারা কেবল আমাকেই চায়,

সুতরাং আমাকে প্রাপ্তিরূপ যে পরমাগতি তাহাই উহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। যদি ইহা প্রত্যক্ষ করিতে চাও, তবে কল্য প্রাতে তাহাদের বন গমনকালে পথেরধারে অন্তরালে থাকিয়া দেখিও।" এই বলিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন, পর দিন প্রাতে রামা রামি, কাষ্ঠ আহরণার্থ বনে চলিয়াছেন, অগ্রে রামা পশ্চাতে রামি। অনেকটা ব্যবধান কিন্তু দৃষ্টিচলে, যাইতে যাইতে রামা দেখিলেন পথিমধ্যে দুইটী টাকার তোড়া পড়িয়া আছে। ভাবিলেন ইহা হয় ত কোন ধনীর টাকা, শকট যোগে লইয়া যাইতে পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার মনে ও বিষয়ে আর কোন আন্দোলন স্থান পাইল না। পূর্ব্বমত চলিতে লাগিলেন, কিন্তু দুই চারি পা গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া তোড়া দুইটী রাস্তার ধূলা দ্বারা তাড়াতাড়ি আবৃত করিয়া আবার বনপথে যাইতে লাগিলেন। দূর হইতে রামি তাঁহার স্বামীর ঐ কার্য্য দেখিতে পাইলেন, কিন্তু কি করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি দ্রুতপদে স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। রামা প্রথমে "কিছু নয়" বলিয়া কথাটা চাপাদিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পত্নীর নির্ব্বান্ধাতিশয়ে শেষে বলিতে বাধ্য হইলেন। টাকার কথা বলিয়া বলিলেন, "তোমার পাছে উহা দেখিয়া লোভ হয়, এই আশঙ্কায় আমি ধুলা দিয়া চাপিয়া রাখিয়াছি।" শুনিয়া রামি বলিলেন "স্বামিন্ তুমি কি এখনও এত ভ্রান্ত যে, ধূল্যাকে ধুলা দিয়া ঢাকিয়াছ! যাহাদ্বারা যাহা ঢাকিয়াছ ঐ দুইটী বস্তুতে প্রভেদ কি? আমিতো উহা একই বস্তুবলিয়া মনে করি।" সজল নয়নে গদ গদ কণ্ঠে রামা বলিলেন, রামি! তুমিই ধন্য! তুমিই যথার্থ অনাসক্ত এতদিনেও আমি তোমার মত হইতে পারি নাই। আজ তুমি আমার শিক্ষাগুরু হইলে।

এদিকে অন্তরাল হইতে যোগী সমস্ত ব্যাপার দেখিলেন, দেখিয়া ভক্তচরিত্রে নিতান্ত মুগ্ধ হইলেন। ইহার পর তাঁহারা যেরূপে ভগবানকে সাক্ষাৎ লাভ করিয়া উত্তমা গতি প্রাপ্ত হইলেন, সে সকল কথা লিখিয়া আর প্রবন্ধ বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

মোট কথা গৃহেই থাক আর অরণ্যেই যাও, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়াভিমুখী স্বাভাবিকী গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া ভগবানোন্মুখী করিতে হইবে। কিন্তু একেবারে তাহা হইতে পারে না, ক্রমে ক্রমে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর: প্রবর্ত্তিত রস ধর্ম্মই এই কলি কলুষিত দুর্ব্বল-জীবের ক্রমাভ্যাসের এক মাত্র উপায় ও প্রকৃষ্ট পথ। তাহার মূলে বিশ্বাস ও ভক্তি থাকা একান্ত প্রয়োজন। জপবল, তপবল, যোগবল, তপস্যাবল, বিনা ভক্তিতে সকলই নিষ্ফল। ভক্তি থাকিলে প্রেমের উদয় হয়। যাহার প্রেম হইয়াছে, ভগবানের কৃপা লাভে তাঁহার বিলম্ব নাই। যে মহাপুরুষ চিরদিনের অনর্পিত ব্রজের রস, এবং নাম প্রেম ও ভক্তি বিতরণ করিয়া কলি কলুষিত অধম জীবের উদ্ধারের পথ দেখাইয়াছেন, সেই করুণাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণে কোটী কোটী নমস্কার। জয় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জয়॥

বৈষ্ণব দাসানুদাস

শ্রীমথুরাকান্ত মিত্র।

ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

বিবাহে কন্যার বয়স।

(প্রথম প্রস্তাব গত বৎসর চৈত্র সংখ্যায় এবং দ্বিতীয় প্রস্তাব বর্ত্তমান বর্ষের শ্রাবণ সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে)।

আমরা গত দুই প্রস্তাবে শ্রুতি এবং স্মৃতি গ্রন্থ হইতে বিবাহে কন্যার বয়স সম্বন্ধে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া, আলোচনা করিয়াছি। প্রতিভা স্বল্পকায়া, তজ্জন্য সমস্ত প্রমাণ উদ্ধার করি নাই। পণ্ডিতেরা বলেন, অন্ন সুসিদ্ধ হইয়াছে কিনা পরীক্ষার নিমিত্ত সুদক্ষ পাচিকা বা গৃহিণী যেমন পাত্রের সমস্ত অন্ন ঢালিয়া পরীক্ষা করেন না, উপর হইতে দুই একটী তণ্ডুল পরীক্ষা করিলেই সমুদয় অন্নের অবস্থা বুঝিতে পারেন, সেইরূপ কোন বিষয় সপ্রমাণ করিতে হইলে বহুদৃষ্টান্ত দেখাইবার আবশ্যক হয় না, ২।১টী দেখাইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। আমরাও সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া এই প্রস্তাব রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তবে পাঠকমহাশয়দিগের তৃপ্ত্যর্থ শ্রুতি হইতে আরও দুই চারিটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিব। সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি বেদ যে যৌবনবিবাহের পক্ষপাতী, তাহা আগেও দেখাইয়াছি,—আরও দেখুন,—

"তমস্মেরা যুবতয়ো যুবানং মর্ম্মৃজ্যমানাঃ পরিযন্ত্যাপঃ।
স শুক্রেভিঃ শিক্বভী রেবদস্মে দীদায়ানিধ্মো ঘৃতনির্ণিগপ্সু॥

ঋগ্বেদ দ্বিতীয় মণ্ডল, ৩৫ সূক্ত ৪র্থ মন্ত্র।

অন্বয়ঃ।—মর্ম্মৃজ্যমানাঃ যুবতয়ঃ আপঃ অস্মেরাঃ তম্ যুবানম্ পরিয়ন্তি সঃ শুক্রেভিঃ শিক্বভিঃ অস্মে রেবৎ দীদায় অপ্সু ঘৃতনির্ণিক্ অনিধ্মঃ।

ভাবার্থ।—নদী যেরূপ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ রূপগুণ এবং পরিপূর্ণ যৌবনবতী নারীগণ নিজ নিজ অভীপ্সিত যুবাপতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর অন্তরীক্ষ অথবা সমুদ্রে যেরূপ জলের শুদ্ধকারিণী বিদ্যুৎ বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ বিদ্যাব্রহ্মচর্য্যাদি যুক্ত যুবা শুদ্ধ-গুণ এবং বীর্য্যাদিযুক্ত হইয়া নিজ অভীপ্সিত ও সদৃশী গুণবতীও যৌবনবতী ভার্য্যা লাভ করিয়া থাকেন।

বিবাহান্তে চতুর্থীকর্ম্ম প্রকরণে "উদীর্ষ্বাতো বিশ্বাবসো" ইত্যাদি মন্ত্রটি আমরা সায়নভাষ্য সহ প্রথমপ্রস্তাবে (৫৪৭ পৃষ্ঠা; চৈত্র সংখ্যা, প্রতিভা) উদ্ধৃত করিয়াছি। আরও দুইটী মাত্র সভাষ্য উদ্ধৃত করিতেছি;—

তাং পূষঞ্ছিব তমামেরয়স্ব যস্যাং বীজং মনুষ্যা বপন্তি।

যা ন ঊরূ উশতী বিশ্রয়াতে যস্যামুশন্তঃ প্রহরেম শেফম্।"

ভাষ্য। তামিতি। হে পূষন্, যস্যাং মনুষ্যাঃ বীজং বপন্তি শুক্রং ত্যজন্তি, তাম্ মে শিবতমাম্ অনকুলতমাং কৃত্বা এরয়স্ব প্রেরয়স্ব। ভার্য্যাং মে প্রোৎসাহয়েত্যর্থঃ। ভার্য্যায়াং হি বীজং বপন্তি। অন্যত্র নিষেধাৎ। সা বিশেষাতে। যা নঃ "অস্মদো দ্বয়োশ্চ" ইত্যেকস্মিন্ বহু বচনম্। নঃ মহ্যং ঊরূ, উশতী কামরমানা,

বিস্রয়াতে বিশ্রয়াতে, শকারস্য সকার ছান্দসঃ। পঞ্চমো লকারঃ। বিশ্রয়েত বিশ্লিষ্টৌ কুর্য্যাৎ। যথা যোনি বিবৃতা ভবতি। যস্যাংচ এবং ভূতায়াং উশন্তঃ কাময়মানাঃ ভূত্বা, শেফং শিশ্নং, প্রহরেম প্রক্ষিপেম। পূর্ব্ববৎ বহুবচনম্।

(২) শেষং সমাবেশনে জপেদন্তোবৈনা মভিমন্ত্রয়েত,—

"আরোহোরুমুপবর্হস্ব বাহুং পরিষ্বজস্য জায়াং সুমনস্যমানঃ।
তস্যাং পুষ্যতং মিথুনৌ সযোনী বহ্বীং প্রজাং জনয়ন্তৌ সরেতসা॥"

ভাষ্য। অথ সমাবেশনকালে জপঃ। অন্তোবৈনাম ভমন্ত্রয়েত——আরোহোরুমিতি, জপপক্ষে তাবদাত্মন্ এব অগ্নমন্তরাত্মনঃ প্রৈষঃ। হে মদীয় শরীরান্তরাত্মন্! অস্যা উরুং আরোহ। আরুহ্য চ আত্মনো বাহুং বাহু উপবর্হস্ব। উপবর্হণমালিঙ্গনম্। ইহতু তদর্থং প্রসারণম্। আলিঙ্গনায় বাহু প্রসারয়। প্রসার্য্য চ পরিষ্বজস্ব জায়াম্। তস্যাং সুমনস্যমানঃ প্রিয়মানো ভূত্বা। তথা হি প্রজা রূপাদিসমৃদ্ধা ভবতি। পুষ্যতমিত্যাদি জায়য়া সহাভিধানম্। হে জায়ে, হে মদীয় শরীরান্তরাত্মন্! যুবাং পুষ্যতং পুষ্টৌ ভবতম্, মিথুনৌ মিথুনীভূতৌ, সযোনী সংগতোপস্থেন্দ্রিয়ৌ, বহ্বীং প্রজাং জনয়ন্তৌ, সরেতসা সরেতসৌ চিরকালমবিচ্ছিন্নেন্দ্রিয়ৌ। এবৈবানয়োঃ পুষ্টিঃ। যদুত প্রজা সমৃদ্ধিঃ। অভিমন্ত্রণপক্ষে তস্যামিত্যস্যং পত্ন্যুরভিমন্ত্রণম্। শিষ্টং দ্বয়োঃ॥ (ক)

আর আমরা প্রমাণ উদ্ধার করিব না। বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজ যদি একেবারে স্বাধীন চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃতই গতানুগতিক ন্যায় অবলম্বন করিয়া থাকেন,—তাঁহাকে বুঝান আমাদের সাধ্যাতীত। আমরা কিন্তু তাহা মনে করি না। আমরা বেশ জানি, সমাজে ধর্ম্মভীরু ও শাস্ত্রভীরু অনেক সাধুপুরুষ আছেন যাঁহারা দেশাচারানুমোদিত "অষ্টবর্ষা" গৌরী বিবাহই শাস্ত্রানুমোদিত অত্যুৎকৃষ্টকল্প বলিয়া মনে করেন এবং অবিবাহিতা অবস্থায় কন্যা রজোদর্শন করিলে ধর্ম্মভয়ে নিতান্ত ভীত হন। তাঁহাদের জন্যই আমাদের এই প্রয়াস। আমরা জানি গোঁড়া নিতান্তই অবুঝ। অবুঝকে বুঝান দেবতারও সাধ্যাতীত। আমাদিগের কথায় আছে,—

"অবুঝকে বুঝা'ব কত, বুঝ নাহি মানে!
ঢেঁকীকে বুঝাব কত, নিত্য ধান ভানে॥"

যাহা হউক, আমরা শ্রুতি হইতে প্রমাণ করিয়াছি যে, রজস্বলা ব্রাহ্মণবালার বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ ত নহেই, বরঞ্চ অরজস্কার বিবাহই নিষিদ্ধ। স্মৃতি এবং পুরাণশাস্ত্র শ্রুতি বাক্যেরই অনুবাদ মাত্র। শ্রুতির আদেশ অধিকতর স্পষ্টরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত স্মৃতির সৃষ্টি এবং সেই আদেশ বা নীতি বিবিধ লৌকিক বা অলৌকিক দৃষ্টান্ত সহকারে বিশদভাবে প্রকট করিবার জন্যই পুরাণের প্রয়োজন। শ্রুতিবিরোধী স্মৃতি গ্রাহ্য নহে তাহাও আমরা দেখাইয়াছি। এক্ষণে আর এক উপায়ে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিব।

আমরা বর্ত্তমান প্রচলিত আদালতের কার্য্য সমূহ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই

(ক) সংস্কৃত পাঠকগণ দেখিবেন যে এই ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ দিবার উপায় নাই। প্রকাশ্য মাসিকপত্রে, যাহা অতি অল্প বয়স্ক বালক বালিকারাও পাঠ করিয়া থাকে এই ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা অসম্ভব। আমরা মূল ভাষাই নিতান্ত দায়ে পড়িয়া প্রকাশ করিতেছি। জানিনা "অষ্টবর্ষা" দলের পক্ষপাতি মহাশয়গণ ইহার বিরুদ্ধে কি বলিবেন।

যে চারিটি উপায়ে আইনের উদ্দেশ্য বুঝিতে হয়। প্রথমতঃ আইনের স্পষ্ট বিধান,—দ্বিতীয়তঃ বিখ্যাত পণ্ডিতগণ সেই বিধান কিরূপ বুঝিয়াছেন, তৃতীয়তঃ সেই বিধানের মূলনীতি কি এবং লৌকিক ব্যবহারে সেই বিধান কিরূপ ভাবে কার্য্য করিতেছে। ইংরাজী ভাষায় সাধারণতঃ উহাদিগকে (১) Statutory Law (২) Commentary (৩) Principles of Jurisprudence (৪) Case Law বলে। আমাদের দেশেও (১) শ্রুতি, স্মৃতি এবং পুরাণের প্রমাণ, ২) উহাদের ভাষ্য এবং টীকা এবং (৩) পুরাণ ইতিহাস কাব্য নাটকাদিতে ঐ সকল প্রমাণের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ অপৌরুষেয়, উহা কোন Lawmember প্রণয়ন করেন নাই আর ঋষিগণ স্মৃতি ও পুরাণ প্রণয়ন করিলেও সেকালে জন সাধারণকে বুঝাইবার জন্য স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক বিধান সমূহের মূলনীতি বা কারণ নির্দ্দেশের আবশ্যকতা না থাকায়, সেরূপ কিছু লিখিয়া যান নাই। আমরা কিন্তু চেষ্টা করিলে অনেক বিধানেরই মূলনীতি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারি। এই ভাবে, আমরা আমাদের বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিব।

(১) শ্রুতিবাক্য যে যৌবন বিবাহের পক্ষপাতী তাহা আমরা দেখাইয়াছি। স্মৃতির সংখ্যা অসংখ্য, তাহাদের মধ্যে যেগুলি কন্যার অষ্টবর্ষ হইতে দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে বিবাহ দিবার পক্ষপাতী, সেগুলিও কেবল যে ব্রাহ্মণ বালিকার সম্বন্ধেই এই নিয়ম প্রচলন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ যে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অতিশ্রেষ্ঠকল্প তাহা সকল স্মৃতিকারই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। মহাভারতকার ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহার মহাগ্রন্থের বিবিধস্থানে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রাক্ষস ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ-বিধি ধর্ম্ম্য, শ্রেষ্ঠ, সনাতন, বলিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবে (প্রতিভার গত শ্রাবণ সংখ্যা, ১৫০ পৃষ্ঠা) অনুশাসন পর্ব্ব হইতে আমরা তাঁহার বাক্য উদ্ধার করিয়াছি। যদি পাঠকগণ মনে করেন, উহা ব্যাসবাক্য নহে, পরন্তু ভীষ্মবাক্য তাহা হইলেও কোন দোষ নাই। ভীষ্মের বাক্য মানিব না ত কি তর্করত্নের কথা মানিব! যাহা হউক এবার আমরা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের বাক্যই তুলিয়া দিতেছি। সুভদ্রা হরণের পর শ্রীবলভদ্র দাদা যখন বড়ই রাগ করিতেছিলেন, অর্জ্জুনকে "পাষণ্ড" "পামর" প্রভৃতি কটুবাক্যে গালাগালি দিয়া তাঁহার প্রতি শাস্তি প্রদান করিবেন বলিয়া আস্ফালন করিতেছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনের শক্তিসামর্থের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে শাসন করা বড় সহজ কার্য্য নহে—ইত্যাদি বুঝাইয়া দিয়া দাদাকে শান্ত করিয়াছিলেন। ঐ দীর্ঘ বক্তৃতা তুলিবার স্থান আমাদের নাই,—তবে ভগবান্ কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে যে নীতির কথা বলিয়াছেন, সেইটুকুই পাঠকগণ দেখুন,—

"প্রদানমপি কন্যায়াঃ পশুবৎ কোঽনুমন্যতে॥"

আদিপর্ব্ব, ২২১ অধ্যায়, ৪র্থ শ্লোক।

পশুর স্বামী যেমন,—যাহাকে ইচ্ছা নিজের পশু দান করিতে পারে, তদ্রূপ কন্যার "দান" কোন্ পুরুষ অনুমোদন করিতে পারেন? অর্থাৎ তাঁহাদের বীরা ভগিনী যে স্বয়ংবর করিয়াছেন, তাহাই যোগ্য হইয়াছে,— আর

অর্জ্জুন যে বীরপুরুষের মত সেই পতিংবরা কামিনীকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও অর্জ্জুনের উপযুক্তই হইয়াছে। শ্রীভগবান্ স্বয়ংত এই রূপেই স্বয়ংবরা শ্রীমতী রুক্মিণী দেবীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ ক্ষত্রিয়ের কন্যার অষ্টমবর্ষে বিবাহ প্রাচীন ভারতবর্ষে কেহ কখনও শ্রবণও করেন নাই। বৈশ্য মহাশয়দিগের জন্য শাস্ত্র "আসুর" বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমনুমহারাজ শূদ্রের জন্যও আসুরের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন কিন্তু যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের তাহা সহ্য হইল না। প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার John D. Mayne সাহেব যে অধম পৈশাচ বিবাহকে "বনমানুষের প্রেম" (Orang Outang's lust) বলিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্য শূদ্রের জন্য একমাত্র সেই পৈশাচ বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া শূদ্রজাতির প্রতি তাঁহার অপার কৃপার পরিচয় দিয়াছেন। (খ) সুতরাং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য প্রমুখ পণ্ডিতগণের অবলম্বিত স্মৃতিবাক্য দ্বারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের কন্যাদিগের বিবাহ শাসিত হইতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা দেখিতেছি,—ব্রাহ্মণ বালিকার বিবাহও ঐ সকল বাক্য দ্বারা বাধিত হইতে পারে না।

রজস্বলা ব্রাহ্মণ বালিকার বিবাহ যে শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে, পরন্তু শাস্ত্রসম্মত তৎসম্বন্ধে প্রমাণ।

(১) বিবাহ-বিধি সম্বন্ধে শ্রুত্যুক্ত মন্ত্র সমূহ।

(২) গোভিল ও গোভিলপুত্র ভিন্ন অন্য যাবতীয় গৃহ্যকারের সূত্রাবলী। যে সূত্রে চতুর্থীকর্ম্ম অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

(৩) মনুসংহিতার বিধান।

(১) বিবাহের মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে যুবতী কন্যার ভিন্ন শিশু কন্যার বিবাহ ঐ সকল মন্ত্রের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। (২) চতুর্থী কর্ম্ম এবং উপসংবেশন (Consummation) অষ্টবর্ষা বা দ্বাদশবর্ষা কন্যার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। (৩) মনুসংহিতায় কুত্রাপি রজস্বলা কন্যার পিতা বা গ্রহীতার পাপ লিখিত হয় নাই। বিশেষতঃ প্রাজাপত্য বিবাহ ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে প্রশস্ত বলায়, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যৌবন বিবাহেরই ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। মাতা পিতার সম্মতি-সাপেক্ষ যৌবন বিবাহের নামই প্রাজাপত্য (গ) আর ঐরূপ সম্মতি-নিরপেক্ষ বিবাহের নামই 'গান্ধর্ব্ব।' উভয়প্রকার

(খ) আসুরং বৈশ্য শূদ্রয়োঃ ।২৪। তৃতীয় অধ্যায় মনুসংহিতা। আসুর বিবাহের লক্ষণ, মেয়ে কিনিয়া বিবাহ করা। (৩১ শ্লোক তৃতীয় অধ্যায় মনু) পৈশাচ বিবাহের লক্ষণ বাঙ্গলা ভাষায় বলা অসাধ্য, যথা—
"সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ ।৩৪।
তৃতীয় মনু।

অবশ্য "বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় এই কথা নাই, কিন্তু গরুড় পুরাণকার যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিবাক্য নিজপুরাণে উদ্ধার করিয়াছেন। উহাতে আছে।

"চত্বারো ব্রাহ্মণস্যাদ্যা স্তথা গান্ধর্ব্বরাক্ষসৌ।
রাজ্ঞস্তথাসুরোবৈশ্যে শূদ্রেচান্ত্যস্ত গর্হিত ।১১।
পূর্ব্বখণ্ড, ৯৫ অধ্যায়। শ্রীযুত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত অনুবাদ" * * আসুর বিবাহ বৈশ্যের এবং গর্হিত পৈশাচ বিবাহ শূদ্রজাতির পক্ষে জানিবে।" বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী বসুজ মহাশয়েরা এই শাস্ত্রবাক্য দেখিয়াছেন কি?

(গ) সহোভৌচরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ ।৩০।
মনুসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়।

বিবাহেই যুবক যুবতী পরস্পরের মনোভিমত হওয়া চাই। দ্বিতীয় প্রস্তাবে উদ্ধৃত মহাভারতীয় অনুশাসন পর্ব্বের বচনে "আত্মাভিপ্রেত বৃৎসৃজ্য" ইত্যাদি বচনে উভয়প্রকার বিবাহেরই লক্ষণ করা হইয়াছে।

ঋগ্বেদের সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য বিবাহে প্রযোজ্য ঋঙ্‌মন্ত্রগুলির যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহার পরিচয় পাঠকগণ পাইয়াছেন। তাহাতে স্পষ্ট দেখা গিয়াছে তিনি যৌবন বিবাহই শ্রুতিসম্মত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। সায়নাচার্য্য সর্ব্ববিদ্যায় সুপণ্ডিত ভারতপ্রসিদ্ধ, ভারত প্রসিদ্ধ নহে, জগৎ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। যাঁহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা বেদের সায়নভাষ্য মানেন না,— এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিও নাই, শুনিও নাই। এই সায়নাচার্য্যই পরাশরভাষ্য করিয়াছেন, যাহা দাক্ষিণাত্যে এখনও একাধিপত্য করিতেছে। "মাধবাচার্য্য" ইঁহারই নামান্তর। ইনিই সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ নামে প্রসিদ্ধ দর্শন শাস্ত্রের গ্রন্থ এবং "পঞ্চদশী" নামে প্রসিদ্ধ বেদান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। "বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর" ইঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম। ইনি যৌবনে মহারাজ বুক্কের প্রধানামাত্য ছিলেন জ্ঞানে, যোগে ও কর্ম্মে এরূপ ব্যক্তি দুর্লভ। ইনি বলিতেছেন বেদ যৌবন-বিবাহের উপদেশ দিয়াছেন।

যজুর্ব্বেদ ও ঋগ্বেদের অন্যতম ভাষ্যকার কলিকালে বেদের পুনঃ প্রচারে উৎসৃষ্ট-জীবন, বিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য এবং জ্ঞানের সাক্ষাৎ বিগ্রহস্বরূপ পরম-তেজস্বী বাল-ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রী দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীজী পরিব্রাজক পরমহংস মহারাজ অন্যান্য অনেক বিষয়ে বেদার্থ সম্বন্ধে সায়নের প্রবল প্রতিবাদ করিয়াছেন, সত্য। কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে তিনিও বলিতেছেন যে বেদ যৌবন-বিবাহেরই উপদেশ দিয়াছেন, বেদে কদাপি শিশুবিবাহের ব্যবস্থা নাই। তাঁহার প্রণীত "সত্যার্থ প্রকাশ" "সংস্কার বিধি" প্রভৃতি পুস্তকে নিজমত নির্ভীকভাবে প্রচারিত করিয়াছেন।

বেদবিদ্যায় অসাধারণ নিপুণ এবং বর্ত্তমানকালে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদিক পণ্ডিত সামবেদের ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত তুলসীরাম স্বামী মহারাজও শ্রীশ্রীদয়ানন্দ স্বামীজীর সম্পূর্ণ পদানুগত। তাঁহার মত "ভাস্কর প্রকাশ" গ্রন্থে ও তৎসম্পাদিত "বেদ-প্রকাশ" পত্রে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, স্থানাভাবে আমরা এই সকল মত উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

বেদহীন বঙ্গদেশে যিনি সামবেদ প্রচার করিয়া আমাদের ব্রাহ্মণকুলের দুর্নাম অপনোদনে সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন, সেই স্বর্গীয় পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ৺সত্যব্রতী সামাশ্রমী মহাশয় স্বীয় মাসিক পত্রিকা "উষা"র ১৮:৩ শকাব্দীয় জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় স্পষ্টভাবেই লিখিয়াছেন যে বেদ স্মৃতিশাস্ত্র এবং সাদাচার সর্ব্বদাই যৌবন বিবাহের বিধান সমর্থন করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় প্রধানতঃ "সোমঃ প্রথমো বিবিদে" ও "সোমোদদদ্‌গন্ধর্ব্বায়" ইত্যাদি ঋঙ্‌মন্ত্র প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত করিয়া স্মৃতিবাক্যের সহিত উহাদের একবাক্যতা করিয়া রজস্বলা বালার বিবাহের শাস্ত্রসিদ্ধতা প্রতিপাদিত করিয়াছেন।

এতদ্‌ভিন্ন জগদ্‌বিখ্যাত পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জজ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গ, জজ

রাণাডে, জজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রাবরকর, উকীল আনন্দ চার্লু, জজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রমুখ ভারতের সুসন্তানগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে শ্রুতি, স্মৃতি এবং সদাচার যৌবন বিবাহেরই পক্ষপাতী। ভারতের বর্ত্তমান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতভাষাবিদ জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতবর সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয়ের অভিমতের কিয়দংশ তুলিয়া এই অংশের উপসংহার করিতেছি—

"It admits of no question whatever that 'girls' were married after they came of age. The religious formulas that are repeated on the occasion of marriage cremonies even at the present day, can be understood only by mature girls. The bridegroom has to say to his bride that she has become his friend and companion and that together they would bring up a family. It is impossible that a girl of below the age of twelve can understand such expressions allth is necessarily implies that the girl had arrived at maturity before the marriage cere mony was performed. Mohamohapadhya Dr. Sir Ramkrishna Gobinda Bhandharkur PH. D. K.C.I.E. on social reform &. &.

(৩) আমরা দেখিলাম যে কন্যার বিবাহের উপযুক্ত বয়স সম্বন্ধে শ্রুতি বা স্মৃতি যে বিধান দিয়াছেন তাহা এবং উহার ভাষ্য উভয়ই যৌবন বিবাহের অনুকূল, এক্ষণে সদাচার অথবা নজীর (Case-law) দেখাইতেছি :—

রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে আমাদের মহিলাগণের আদর্শস্থানীয়া সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, শকুন্তলা, রুক্মিণী, মদালসা, লোপামুদ্রা, সুকন্যা, দেবযানী, প্রভৃতি অগণ্য অসংখ্য আর্য্য-ললনা পূর্ণযৌবনে বিবাহিতা হইয়াছিলেন। এক দেবযানী ব্যতীত আর সকলেই ক্ষাত্রিয়-কন্যা বটে, এবং ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যৌবন বিবাহ যে সনাতন ধর্ম্ম ও প্রশস্ততমকল্প তাহা একাধিক বার উল্লিখিত হইয়াছে। তথাচ একটী কথা আছে। দেবযানী প্রসিদ্ধ আচার্য্য এবং নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্ শুক্রের কন্যা। তিনি ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ। পাঠকগণ অবগত আছেন যে দেবযানী দেবীর সহিত মহারাজ যযাতির বিবাহের অনেকপূর্ব্বে দেবগুরু বৃহস্পতি-নন্দন কচের প্রতি তিনি কিরূপ অনুরাগবতী হইয়াছিলেন। এখন, জিজ্ঞাস্য এই যে পরমজ্ঞানী শুক্রাচার্য্য কিরূপে এতবড় অবিবাহিতা কন্যা গৃহে রাখিয়াছিলেন? শকুন্তলাও কণ্বঋষির পুত্রী বলিয়াই পরিচিত ছিলেন, তবে মহর্ষি কণ্বই বা কেমন করিয়া, কোন সাহসে এরূপ যুবতী কন্যাকে অনূঢ়াবস্থায় রাখিয়াছিলেন? মহর্ষি সৌভরি, চ্যবন, যমদগ্নি, অগস্ত্য, গৌতম প্রমুখ অসংখ্য ব্রাহ্মণ পূর্ণযুবতী রাজকন্যাদিগকে বিবাহ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা কি "উদ্বাহতত্ব" ধৃত স্মৃতবাক্য প্রমাণে স্বসমাজে অসম্ভাষ্য এবং অপাংক্তেয় অবস্থায় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন? তবেই দেখা যাইতেছে, যে প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণেরা,—যেমন তেমন চাটার্জ্জি, মোকার্জ্জি, কি ভাদুড়ী বাগচি ব্রাহ্মণ নহেন, দেবনরপূজিত মহর্ষিগণ,—রজস্বলা যুবতী

কন্যা বিবাহ করিয়া বৈদিক বিধানের অনুকূলে সুস্পষ্ট নজীর রাখিয়া গিয়াছেন। (ঘ)

পুরাণের পরই মহাকবিদিগের সম্মান সর্ব্ববাদিসম্মত। কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, বাণভট্ট, কুমারদাস প্রভৃতি মহাকবিগণ তাঁহাদের প্রণীত কাব্য ও নাটকাদিতে যে সকল নায়ক নায়িকার কার্য্যকলাপ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের সমসাময়িক সমাজের প্রচলিত আচার ব্যবহারের দ্যোতক বলিয়াই পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। কালিদাসচিত্রিত অনূঢ়া গৌরীর চিত্র পাঠকবর্গ স্মরণ করুন আমাদের স্থানাভাব, মূলশ্লোকাবলী উদ্ধার করিবার ক্ষমতা নাই। তাঁহার শকুন্তলা ও মালবিকা, ভবভূতির সীতা এবং মালতী, ধাবক কবির সাগরিকা, শ্রীহর্ষের দময়ন্তী বাণভট্টের মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী, কুমার দাসের সীতা এই সকল চিত্র পাঠক স্মরণ করুন,—দেখিবেন সকল কন্যাই পূর্ণযৌবনে পরিণীতা হইয়াছেন। আমাদের উল্লিখিত কবিদিগের মধ্যে এক কুমারদাস ব্যতীত আর সকলের নামই বাঙ্গালায় সুপরিচিত মহাকবি কুমারদাস অবশ্য সেরূপ পরিচিত নহেন। তিনি কালিদাসের পরম বন্ধু,—সিংহলের মহারাজা। রঘুবংশ কাব্যের অনুকরণে রচিত তাঁহার "জানকীহরণম্" মহাকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে এই রাজ কবির যশঃ চিরস্থায়ী করিয়াছে। অনূঢ়া সীতার সম্বন্ধে এই কবির বর্ণনার একটু নমুনা দেখুন:—

"কৃষ্ট্বা নিতান্তং কৃশবৃত্তিমধ্যং
মাস্মচ্ছিনচ্ছ্রোণিরিতি প্রচিন্ত্য।
গুর্ব্বী তদূরুদ্বয়শাতকৌম্ভ—
স্তম্ভদ্বয়েনেব ধৃতা বিধাত্রা ॥৮॥
স্তনৌ নু কুম্ভপ্রতিমৌ সুদত্যা
নিঃশেষবক্ষস্তটবদ্ধ বিম্বৌ।
পিণ্ডৌ নু পীনৌ নবযৌবনস্য
ন্যস্তৌ শরীরাদতিরিক্তবস্তৌ ॥১০॥"
জানকীহরণে সপ্তমসর্গে।

যাহারা ইহাকে কবিকল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিবেন, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে কোন কবিই অসামাজিক অথবা অসম্ভব বিষয়ের বর্ণনা করিতে পারেন না। আধুনিক কোন বঙ্গীয় লেখক ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ ঘরের কোন অনূঢ়া কন্যার এবম্বিধ বর্ণনা করিতে পারেন কি? করিলে তিনি উপহসিত হইবেন না কি?

প্রাচীন কালের কথা পরিত্যাগ করিলে চলিবে না,—কারণ আমাদের সমুদায় শাস্ত্র বিধানই প্রাচীনকালের। তথাপি অর্ব্বাচীন যুগে এমন কি এখনও আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ক্ষত্রিয় বা রাজপুত্রবংশীয় রাজকুলের অথবা সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যাদিগের যৌবন-বিবাহ প্রচলিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বঙ্গদেশে রাঢ়ীয় কুলিনদিগের, আর্য্যাবর্ত্তে কনৌজীয়া ব্রাহ্মণদিগের এবং দাক্ষিণাত্যে মালবার প্রদেশে নাম্বুরী ব্রাহ্মণদিগের কন্যাগণের পূর্ণযৌবনাবস্থায় বিবাহ হইতেছে। ঐ সকল ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞানে, পদমর্য্যাদায় ও

(ঘ) কেহ কেহ বলেন যে সীতাদেবী অত্যল্পবয়সেই পরিণীতা হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা প্রকৃতকথা নহে। বিবাহ সময়ে তাঁহার বয়স অষ্টাদশবর্ষ ও শ্রীরামচন্দ্রের বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসর ছিল। গত ১৩১৮ বঙ্গাব্দের "সাহিত্য সংহিতা" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সত্যবন্ধু দাস মহাশয় বাল্মীকি প্রণীত "রামায়ণ" এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতেই এই বিষয় সুন্দররূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

সামাজিক সম্মানে নিজ নিজ সমাজে বরণীয় রহিয়াছেন। যৌবন দশা উপস্থিত হইলেও ব্রাহ্মণকন্যাদিগের রজোদর্শন হয় না, এরূপ কথা কি কেহ বিশ্বাস করিবেন? ব্রহ্মতেজের নিকট প্রকৃতি দেবী কি পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন? (৬)

(৪) পাঠক মহাশয়গণ দেখুন, নজীরও আর্য্যবালার যৌবন বিবাহের পক্ষপাতী বটে। এ সম্বন্ধে আরও অধিক দৃষ্টান্ত তুলিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। কৌতূহলী পাঠক মহাশয় ইচ্ছা করিলে পুরাণ ইতিহাস সংস্কৃতকাব্য নাটকাদি হইতে বিস্তর নজীর সংগ্রহ করিতে পারিবেন। এক্ষণে এই যৌবন বিবাহ বিধানের মূলনীতি সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিতেছি।

বিবাহের উদ্দেশ্য কি? স্ত্রীর আবশ্যকতা কি? অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের নিকট যাহাই হউক,—আমাদের বিবাহের উদ্দেশ্য গৃহ-ধর্ম্ম পালন। এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমনুমহারাজ সংক্ষেপে বলিতেছেন—

"উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্॥২৭॥
অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৄণামাত্মনশ্চ হ॥২৮॥
নবম অধ্যায়।"

সন্তানোৎপাদন, ধর্ম্মকার্য্য, শুশ্রূষা, সন্তোষ এবং নিজের ও পিতৃপুরুষের স্বর্গ স্ত্রীর অধীন। হিন্দুর স্ত্রী সহধর্ম্মচারিণী। ধর্ম্মশাস্ত্রের আজ্ঞা এই যে—

"ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকংব্রতম্।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব চ॥১॥
বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদংবাপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ॥২॥"
মনু, তৃতীয় অধ্যায়।

তবেই দেখুন, সেকালে কচি খোকার 'নেড়ামাথায়' বিবাহ হওয়ার উপায় ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অর্থাৎ দ্বিজবালক মাত্রকেই ছত্রিশ, আটারো, অন্ততঃ নয় বৎসর গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে এবং ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে হইত এবং সমাবর্ত্তনের পর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াই তাঁহাকে গৃহস্থের কর্ম্ম পঞ্চযজ্ঞ নিত্য সম্পাদন করিতে হইত। পূর্ণযুবক গৃহস্থের সহধর্ম্মচারিণী কি নগ্নিকা কচিখুকী হইতে পারে? গৃহস্থকে দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হয়। পুত্রোৎপাদনই পিতৃঋণ হইতে মুক্তি পাওয়ার উপায়। কাজেই গৃহ্যকারদিগের লিখিত অনগ্নিকা অর্থাৎ পূর্ণ যুবতী কন্যারই পাণিগ্রহণ আবশ্যক। পুত্রের জননী হওয়া, জাতপুত্রের প্রতিপালন করা, অগ্নিহোত্রে স্বামীর সাহায্য করা, গৃহের ব্যয় নির্ব্বাহ করা, এবং অতিথিদিগের সেবা করা বালিকার কার্য্য নহে। এই দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সম্পাদনের নিমিত্ত শিক্ষা ও সময় উভয়েরই

(৬) আমাদের কবিবর রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র বীর রসময় "বিদ্যাসুন্দর" কাব্যে দায়ে পড়িয়া এই অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়াছেন। দেশাচার মতে রজস্বলা কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ, অথচ নায়িকা বিদ্যাকে "অষ্টবর্ষা" গৌরী করিলে তাঁহার কাব্য মারা যায়! মালিনী বিদ্যার বয়স সম্বন্ধে সুন্দরকে বলিতেছেন—
"বৎসর পনের ষোল হৈল বয়ক্রম।"
অথচ কবিবর বিদ্যাসুন্দরের গান্ধর্ব্ব বিবাহের পর নায়িকার "পুষ্পোৎসব" বর্ণনা করিয়াছেন। নিরঙ্কুশ কবি দেশাচারের অনুশাসনে সত্যকে বিপর্য্যস্ত করিবার প্রয়াস পাইতেও সঙ্কুচিত হন নাই।

আবশ্যক। এই নিমিত্তই মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বলিয়াছেন—

"অজ্ঞাত পতিমর্য্যাদামজ্ঞাত পতিসেবানাম্।
নোদ্বাহয়েৎপিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥১০৭॥
অষ্টম উল্লাসে।"

এক্ষণে বুঝিতে পারা গেল যে বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত যুবতী কন্যারই বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র কি বলিতেছেন, দেখুন—

"চতস্রোঽবস্থাঃ শরীরস্য বৃদ্ধির্যৌবনং সম্পূর্ণতা কিঞ্চিৎ পরিহাণিশ্চেতি। আষোড়শাদ্ বৃদ্ধিরাচতুর্ব্বিংশতে র্যৌবনমাচত্বারিংশতঃ সম্পূর্ণতা ততঃ কিঞ্চিৎ পরিহাণিশ্চেতি। চরকে সূত্রস্থানে।"

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তক শারীরশাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী রাজর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন।

"পঞ্চবিংশে ততোবর্ষে পুমান্ নারীতু ষোড়শে।
সমত্বাগতবীর্য্যৌতো জানীয়াৎ কুশলোভিষক্॥"
সুশ্রুতে সূত্রস্থানে ৩৫ অধ্যায়।

কবি জয়দেব বলিয়াছেন,—

"অষোড়শাদ্ ভবেদ্ বালা তরুণী ত্রিংশকা মতা"
রতিমঞ্জরী

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম না হইলে নারীদেহ সম্পূর্ণরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। এই নিমিত্ত কন্যার বিবাহ ষোড়শবর্ষের নিম্নে দেওয়া কদাপি বিধেয় নহে। এই দেখুন রাজর্ষি সুশ্রুত তাহাই বলিয়াছেন,—

"অথাস্মৈ পঞ্চবিংশতি বর্ষায় ষোড়ষবর্ষাং পত্নীমাবহেত। পিত্র্যধর্ম্মার্থকাম প্রজাঃ প্রাপ্স্যতীতি॥" (চ)

অর্থাৎ পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় যুবককে ষোড়শবর্ষীয়া কন্যাদান করিবে। কেন? রাজর্ষির মুখেই উত্তর শুনুন,—

"ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরংজীবেজ্জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥"
শারীরস্থানে, দশম অধ্যায়।

শারীর-তত্ত্ব শাস্ত্রের পণ্ডিত বর্গের শীর্ষালঙ্কার সদৃশ রাজর্ষি সুশ্রুতের এই দুইটী শ্লোক প্রত্যেক শিক্ষিত যুবক যুবতীর কণ্ঠস্থ থাকা উচিত। বাল্যবয়সে বিবাহ কেন দোষাবহ;—এই শ্লোক দুইটীতে তদুত্তর পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত। দেখুন পাঠক, রাজর্ষি বলিতেছেন,—"যদি পঞ্চবিংশ বৎসর অপেক্ষা অল্পবয়স্ক কোন পুরুষ ষোড়ষবর্ষ অপেক্ষা অল্পবয়স্কা কোন নারীর গর্ভাধান করেন, সে গর্ভ জননী জঠরেই বিপন্ন হয়, অর্থাৎ সে গর্ভস্রাব হইয়া যায়। যদিই বা বিশেষ যত্ন এবং সুশ্রুষাবলে কোনক্রমে জীবিত সন্তান উৎপন্ন হয়,—শীঘ্রই ঐ শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে;—আর যদিই বা কোনও উপায়ে ঐরূপ শিশুকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব হয়,—তাহা হইলেও সে আমরণ দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইয়া বাঁচিয়া থাকে। তাই শাস্ত্রের আদেশ, কদাপি ষোড়শবর্ষ অপেক্ষা ন্যূনবর্ষ বয়স্কা বালিকাতে গর্ভাধান করিবে না।" হায় দেশাচার! অধুনা যদি কাহারও পুত্রবধূ ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত পুত্রমুখ সন্দর্শন করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে শাশুড়ী ঠাকুরাণী বধূর বন্ধ্যাত্ব দোষ খ্যাপন পূর্ব্বক পুত্রের পুনশ্চ বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করেন। সাধে কি সাহেবেরা আমাদিগকে Baby-born nation বলিয়া উপহাস করেন?

(চ) মুদ্রিত অনেক "সুশ্রুত সংহিতা"তে "ষোড়শবর্ষাম্" স্থলে "দ্বাদশবর্ষীয়াং" আছে, উহা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। পরাশরাদির ধৃত বাক্যের সহিত মিল রাখার জন্য এই দুষ্কার্য্য করা হইয়াছে কিন্তু তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। কেন হয় নাই, পরে উদ্ধৃত সুশ্রুতবাক্য পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে।

সুশ্রুত এই প্রকার বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমাদের শত্রুর অন্ত নাই। যদিও আয়ুর্ব্বেদ চিরকালের নিমিত্তই বর্ত্তমান আছেন, তথাচ পরাশর সংহিতার অনুকরণে (ছ)

"অত্রিঃ কৃতযুগে চৈব ত্রেতায়াং চরকোমতঃ।
দ্বাপরে সুশ্রুতঃ প্রোক্তঃ কলৌ বাগ্‌ভটসংহিতা॥"

শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রতিপক্ষ যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন। তাহারা বলেন "এখন কলিযুগে, সুশ্রুতের বাক্য আমরা মানিব না, আমাদিগকে সংহিতা 'বাগ্‌ভট' হইতে প্রমাণ দেখাও।" যদিও উদ্ধৃত শ্লোকটী কোন্ গ্রন্থের তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই দেখাইতে পারেন নাই এবং আজিও কৃতবিদ্য বৈদ্যমাত্রেই চরক এবং সুশ্রুত সংহিতা হইতেই রোগনিরূপণ এবং চিকিৎসা করিয়া ধনবান্ ও যশস্বী হইতেছেন, সুতরাং আমরা ঐ শ্লোকটীকে অনায়াসে অবজ্ঞার সহিত পরিত্যাগ করিতে পারি,—তথাচ তাহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা অবগত আছি যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও বাগ্‌ভটাচার্য্যও একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কদাপি "অষ্টবর্ষা" গৌরীর বিবাহ অথবা একাদশবর্ষ দেশীয়া বালিকার সন্তানোৎপাদন আয়ুবিজ্ঞান সম্মত বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। তিনিও বলিয়াছেন,—

"পূর্ণ ষোড়শবর্ষাস্ত্রী পূর্ণ বিংশেন সঙ্গতা।
শুদ্ধে গর্ভাশয়ে মার্গে রক্তে শুক্রেঽনিলে হৃদি॥
বীর্য্যবন্তং সুতং সূতে ততোন্যূনাব্দতঃ পুনঃ।
রোগ্যল্পায়ুরধন্যো বা গর্ভো ভবতি নৈব বা॥"

সূত্রস্থানে।

ইহার অনুবাদ অনাবশ্যক। বিজ্ঞ পাঠক দেখিবেন, উক্ত আচার্য্য রাজর্ষি সুশ্রুতের উক্তিরই অনুবাদ নিজগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কেবল পুরুষের পক্ষে "পঞ্চবিংশ" স্থলে" পূর্ণ বিংশ" বৎসর—এই মাত্র পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর সমস্তই ঠিক রাখিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কন্যার বয়স সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছি,—সুতরাং বাগ্‌ভটও ষোড়শবর্ষের নিম্নে কন্যার পক্ষে "পতিসংযোগ" সঙ্গত বলেন নাই দেখিলাম।

আর্ষ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের মত দেখিলাম, এক্ষণে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে উন্নতিশীল য়ুরোপীয় আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের মত ও অনুশীলন করিয়া দেখিতেছি। এসম্বন্ধে নববিধান সমাজের প্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃস্মরণীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন গত ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে তদানীন্তন কলিকাতা এবং বোম্বাই নগরীর যাবতীয় প্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় এবং ভারতীয় চিকিৎসকদিগকে এতৎ সম্বন্ধে এক সার্কুলার পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। (জ) এই বিখ্যাত পত্রের উত্তরে যে সকল চিকিৎসক যেরূপ মত প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে দিলাম।

১। ডাক্তার এস, গুডিভ চক্রবর্ত্তী এম ডি ঐ ১লা এপ্রিল তারিখেই মত দিয়াছিলেন!

(ছ) কৃতেতু মানবোধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ॥২৩॥
পরাশর সংহিতা, প্রথম অধ্যায়।

(জ) এই পত্রে দেশ, কাল, আর বায়ু ইত্যাদি কারণ সমূহ এবং চিকিৎসক দিগের ভূয়োদর্শনের উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় বালিকাদিগের প্রথম রজোদর্শন কাল ও ন্যূনকল্পে তাহাদের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে প্রশ্নকরা হইয়াছিল। লেখক।

তিনি ১৩ হইতে ১৪ বৎসর প্রথম রজোদর্শনের সাধারণ সময় এবং ২১ বৎসর বিবাহের উপযুক্ত বয়স বিবেচনা করিয়াছেন। (ঋ)

২। ডাক্তার জে. ফেরার এম্, ডি, সি, এস, আই,। তাঁহার মতে ১৬ বৎসরের কমে কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত নহে,—এবং ১৮ কিংবা ২০ বৎসরে বিবাহ দেওয়া উত্তম কল্প।

৩। ডাক্তার জে, ইউয়ার্ট এম, ডি, (৫ই এপ্রিল ১৮৭১) বলিয়াছিলেন। যথা ১৬ বৎসরের ন্যূন বয়সে হিন্দু বালিকাদের বিবাহ দেওয়া উচিত নহে, আর ১৮ কি ১৯ বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বিবাহদিলে জাতিটার উন্নতি হইবে। (ঞ)

৪। ডাক্তার চন্দ্রকুমার দে এম, ডি, ৬ই এপ্রিল ১৮৭১ তারিখে তাঁহার মত দিয়াছিলেন।

আমার মনেহয় আমাদের দেশের বালিকারা ১১$\frac{১}{২}$ হইতে ১৩ বৎসর বয়সের মধ্যে প্রথম রজোদর্শন করে। ১৪ বৎসরের কমে তাহাদের বিবাহ দেওয়া অনুচিত।

(ঋ) লেখক মহাশয় ইংরেজী অভিমত গুলি দিয়াছিলেন, কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ আমরা তাহা দিতে পারিলাম না। প্রার্থনা আমাদের অপরাধ তিনি মার্জ্জনা করিবেন।

সম্পাদক।

(ঞ) অন্যান্য ডাক্তারগণ ও ঠিক এই কথা বলিয়াগিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে রজোদর্শন হইলেই বালিকার দৈহিক অবস্থা জননী হইবার অনুকূল হয় না। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুষ্ট হইবার পূর্ব্বে বালিকা জননী হইলে জাতবালক যেরূপ ক্ষীণজীবী হয়, অকালপ্রসবের জন্য বালিকা মাতার দেহ ও তদ্রূপ হয়।

লেখক।

৫। ডাক্তার নরম্যান চেভার্স, এম, ডি, ভারতীয় Medical jurisprudence শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা ৮ই এপ্রিল ১৮৭১ তারিখে এই মর্ম্মে বলিয়াছিলেন—

১৮ বৎসরের নিম্নে বালিকাদের বিবাহ দেওয়া অনুচিত, তবে বিশেষ কোন কারণে ১৬ বৎসরে দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু ইহা ব্যতিরেক মাত্র। ১৬ বৎসরের কমে কোন বালিকারই বিবাহ দেওয়া যাইতেপারে না।

৬। এইরূপ ডাক্তার ডি, বি, স্মিথ এম, ডি মহাশয়ও ১৬ বৎসরের নিম্নে বালিকার বিবাহ আদৌ দেওয়া যাইতে পারে না বলিয়াছেন। তাঁহার মতেও ১৮ বা ১৯ বৎসরে বিবাহ দেওয়াই উচিত।

৭। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার টি, ই, চার্লস এম, ডি,মহাশয় ঠিক ঐ প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন।

৮। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এম ডি, সি, আই, ই মহাশয়ও ঐ প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন।

৯। খানবাহাদুর ডাক্তার তমীজউদ্দীন খাঁও ঠিক এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন।

১০। ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ বসু এম, ডি, মহাশয়ও ঠিক এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন।

১১। ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরাঙ্গ মহাশয় ২০ বৎসরের নিম্নে কোন বালিকার বিবাহ হওয়া অন্যায় ও অসঙ্গত বলিয়াছেন।

১২। বোম্বাই মেডিকাল কলেজের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক ডাক্তার এ, ডি, হোয়াইট মহাশয় ও বলিয়াছেন যে ১৫ বা ১৬

বৎসরের নিম্নে কদাচ কোন বালিকার বিবাহ দিবে না। ১৮ বৎসরে বিবাহ দেওয়াই শ্রেষ্ঠকল্প।

স্থানাভাবে আমরা এই সকল বহুদর্শী ও বিজ্ঞ চিকিৎসক মহাশয়দিগের অভিমত অংশতঃও উদ্ধার করিতে পারিলাম না। পাঠকগণ এই সকল অভিমত মনোযোগ দিয়া অধ্যয়ন করিলে অনেক নূতন তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন। অনেকেরই ধারণা ছিল এবং এখনও আছে যে আমাদের উষ্ণ প্রধান দেশে বালিকারা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে যৌবন-ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মাননীয় ৺কেশবচন্দ্র সেনের পত্রেও তাহার আভাস আছে। এই সকল জগদ্বিখ্যাত চিকিৎসকদিগের মত পাঠ করিয়া জানা যায় যে ঐ ধারণা ভ্রমাত্মক। তবে আমাদের দেশে বালিকাগণ যে সাধারণতঃ ইংলণ্ড কি ফ্রান্স দেশীয় বালিকাগণ হইতে অল্পবয়সে রজোদর্শন করে, তাহার কারণ দেশের জলবায়ু নহে, কিন্তু বাল্যবিবাহই দায়ী। Medical jurisprudence শাস্ত্রের গ্রন্থকর্ত্তা দিগের মধ্যে টেলর সাহেবের নাম ও যশঃ বিশ্বব্যাপিনী। তিনিও নিজগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এই কথারই সমর্থন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ডাক্তার দের মত উদ্ধৃত করিতে গেলে স্বতন্ত্র একখানি পুস্তক হইয়া যায়। কৌতুহলী পাঠক ইচ্ছাকরিলে Midwifery or medical Juris pru dence এর কোনও একখানি পুস্তক পাঠ করিলে অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন, সংক্ষেপে আমরা এইমাত্র বলিতেছি যে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইল, তাহাতে ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ কি য়ুরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্র উভয়েই স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ কদাপি দিবে না তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই। পৃথিবীর সমুদায় স্থানেই নরনারীর শারীরিক গঠন একপ্রকার মানসিক ভাবনিচয়ও প্রায় একরূপ

এক্ষণে এই সকল প্রমাণ হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে কেন আর্য্যশাস্ত্রকারগণ নরনারীর যৌবন বিবাহ অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত বিধান পৌরাণিক আদর্শ, ঋষিকল্প পণ্ডিতগণকৃত ভাষ্য ও টীকা এবং ঐ সকল বিধানের মূলে যে সার্ব্বজনীন উদার বিশ্বব্যাপক মূলনীতি বর্ত্তমান আমরা সকলই দেখাইয়াছি। এখন পাঠক সকল বিষয় ধীরভাবে আলোচনা করিয়া বলুন যে, বিবাহে কন্যার বয়স কত নির্দ্দিষ্ট হওয়া শাস্ত্রের অভিপ্রেত। আমরা দেখাইয়াছি যে সর্ব্ববিধ প্রমাণে রজোদর্শনের পর বালিকার দেহ মন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইলে তবে তাহার বিবাহ দেওয়া উচিত। ভরসা করি,—যিনি নিরপেক্ষভাবে শাস্ত্রাদেশ যুক্তি সহকারে বিবেচনা করিবেন, তিনি আমাদের সহিত একমত হইবেন। সাধারণ পাঠক এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কি বিবেচনা করেন তাহা জানিবার জন্য আমাদের বিশেষ কৌতুহল রহিল। শাস্ত্রদর্শী নিরপেক্ষ সুধিগণের সমালোচনা আমরা অতিশয় বিনয়ের সহিত আহ্বান করিতেছি। আমাদের এই নিবেদন যে যাঁহারা এই বিষয়ের আলোচনা করিবেন, তাঁহারা যেন কৃপা করিয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর এই উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি প্রয়োজ্য বিধানগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া

ইহার আলোচনা করেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অব্রাহ্মণের পক্ষে কুত্রাপি কোন শাস্ত্রে দৃষ্টরজস্কা কন্যার দান বা গ্রহণ প্রতিষিদ্ধ হওয়ার সঙ্কেতমাত্র ও নাই। (ট)

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

(ট) সাধারণতঃ কোন বিষয়ের কর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতে হইলে আমরা প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া থাকি। সুবিদ্বান্ শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয় ৩টী প্রবন্ধে প্রাচীনহিন্দু আর্য্যগণের মধ্যে যৌবন বিবাহ প্রচলিত থাকার যথেষ্ট শাস্ত্র প্রমান উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই সময় হিন্দুগণ কিপ্রকার বল-বীর্য্যশালী ছিলেন তাহা আমরা ইতিহাস পুরাণ, রামায়ণ এবং মহাভারতে দেখিতে পাই। সংহিতাকারগণের মতানুসরণ করিয়া প্রায় সহস্রাধিক বর্ষকাল বঙ্গে বাল্য-বিবাহ চলিতেছে, তাহার ফলস্বরূপ বঙ্গবাসিগণ ক্রমে ক্রমে খর্ব্বকায়, দুর্ব্বল, অল্পায়ু হইয়া যাইতেছেন। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ ব্যাপার আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। যেমন তরু-জীবনের উৎকর্ষ ক্ষেত্র ও বীজের পূর্ণতায় নির্ভর করিতেছে, তদ্রূপ সন্তানের শ্রেষ্ঠতা নবনারীদিগের পূর্ণতার প্রতি কারণ কেন হইবে না? এই সম্বন্ধে আমার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় যৌবনবিবাহ যে শ্রেষ্ঠকল্প এই ধারণা দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। মানবী সৃষ্টিমধ্যে প্রকৃতি রাণী অব্যাহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেছেন। তাঁহার বিধান কোনও প্রকারে উল্লঙ্ঘন করিলে তাঁহার ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়। গর্ভের অপূর্ণাবস্থায় বীর্য্য ধারণ করিয়া পারিবারিক কত প্রকার অশান্তির উৎপত্তি হইতেছে তাহা পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন। বাল্যবিবাহ সমাজে বহুবিধ অনর্থ আনয়ন করিতেছে, তাহাও সকলেই স্বীকার করিবেন। এমতাবস্থায় অষ্টাদশবর্ষীয়া কন্যার সহিত পঞ্চবিংশতি বর্ষ যুবকের বিবাহ যে শ্রেষ্ঠকল্প তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সম্পাদক।

মহাবাক্য।

পরিবর্ত্তনশীল সংসারে কিছুই স্থায়ীদৃষ্ট হয় না। আজ যাহা আছে, কাল তাহা নাই আজ যাহা প্রীতিরচক্ষে অবলোকন করিতেছ, কাল তাহার অনাদর। আজ যাহা উন্নতির শিখরদেশে অধিরূঢ়—কাল তাহা অবনতি-অস্তাচলের গুহাবলম্বী। আজ যাহা পূর্ণ বিকশিত—কাল তাহা বিশুষ্ক। আজ যাহাকে তোমার বলিয়া ভালবাসার আকর্ষণে টানিয়া আনিতেছ—কাল দেখিবে সে তোমার নহে, অন্যের। আজ যাহার প্রাধান্য, কাল তাহার অন্তর্দ্ধান। জগতের এতাদৃশ পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক—এ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই মহাবাক্য প্রণবের বিমলজ্যোতিঃ আজ নিষ্প্রভ। যে প্রণব বৈদিককাল হইতে ভারতে পূজিত, যে প্রণবকে হিন্দুমনীষিগণ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—জ্ঞানবৃদ্ধ হিন্দুগণ কিছু লিখিবার প্রারম্ভে লেখ্যপত্রের শিরোভাগে যে প্রণব না লিখিয়া লিখন আরম্ভ করিতেন না—যে প্রণবপুটিত সামগানে নারায়ণ হইতে পতিতপাবনী

দ্রবময়ী গঙ্গার উৎপত্তি, আজ আর সে প্রণবের আদর নাই। প্রণবের মাহাত্ম্য আজ আর লোকমুখে বিঘোষিত হয় না! লেখ্যপত্রে প্রণবের স্থান আজ হরি দুর্গা কালী প্রভৃতি নামে অধিকার করিয়াছে। মেষশৃঙ্গে যেমন হীরকধারের দুর্দ্দশার বিষয় শ্রবণ করা যায় আজ ভারত-বাসীর নিকট প্রণবের ঠিক তেমি দশা হইয়াছে। সর্ব্ববীজাধার মূলমন্ত্র প্রণব আজ অনাদৃত। তাই বলিতেছিলাম জগতে কাহারও গৌরব, কাহারও আদর, চিরদিন সমভাবে থাকে না।

স্বরপ্রণালী ও উচ্চারণ বিধির তারতম্যানুসারে শব্দার্থের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। একই বাক্য বিভিন্ন স্বরসংযোগ ও উচ্চারণ প্রণালীতে উচ্চারিত হইলে, লোকের মনে হর্ষবিষাদাদি বিভিন্ন ভাবের আবির্ভাব হয়, ইহাকেই শব্দের শক্তি বলে! স্বরপ্রণালী ত্রিবিধ—"উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতোঽমী ত্রয়ঃ স্বরাঃ।" ইতিজটাধরঃ। অর্থাৎ স্বরত্রিবিধ, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। "উচ্চৈরুচ্চারয়ণা দুদাত্তঃ নীচৈরনুদাত্তঃ সমাহারঃ স্বরিতঃ।" ইতি ভরতঃ। যে শব্দ উচ্চৈস্বরে উচ্চারিত হয় তাহার নাম উদাত্ত। যে শব্দ নীচস্বরে উচ্চারিত হয় তাহার নাম অনুদাত্ত। উচ্চ নীচের সমাহারে যে শব্দ উচ্চারিত হয় তাহার নাম স্বরিত। শব্দ উচ্চারণের জন্য এই ত্রিবিধ স্বর সাধন করিতে হয়। হিন্দুগণের সেই একদিন ছিল যে দিন উদাত্তানুদাত্তাদি স্বরক্রমে বৈদিক মন্ত্রগুলি উচ্চারিত হইয়া গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনিত হইত। সেই এক দিন ছিল—যে দিন বৈদিক বীজমন্ত্র প্রণব স্বরপ্রণোদিত হইয়া হিন্দুগণের হৃদয়ে পরব্রহ্ম ভাব জাগাইয়া দিত। সে দিন আর নাই—তাদৃশ স্বরসংযোগ সহকারে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের ক্ষমতা নাই, এমন কি কোন্ প্রণালীতে উহা অভ্যাস করিতে হয় তাহাও জানা নাই। আছে শুধু বৃথা পাণ্ডিত্যের বাগাড়ম্বরপূর্ণ বাক্য। সুতরাং প্রত্যক্ষ শক্তিশালী বৈদিকমন্ত্রাদি আজ শক্তিহীন—তাই লোকে আজ বৈদিক মন্ত্র ফলহীন মনে করিতেছেন,—তাই মন্ত্ররাজ প্রণবের জ্যোতিঃ আজ বিমলিন।*

আজ কাল যেমন দেশে তান্ত্রিক মন্ত্রের প্রাধান্য—আজ কাল যেমন হরি, দুর্গা, শিব প্রভৃতি দেবতাগণের নাম লোকে ভক্তিভাবে উচ্চারণ করিয়া থাকে—এমন দিন ছিল, যে দিন বৈদিক মহামন্ত্র প্রণব, লোকের হৃদয়ে ঐরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তখন ভারতে বেদের আদর ছিল—লোকে যত্ন ও প্রয়াসপূর্ব্বক স্বরাভ্যাস করিত—তখন বৈদিক রহস্য অবগতির জন্য লোকে পাণিনিব্যাকরণ, বেদ নির্ঘণ্ট প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিত। ক্রমে ভারতে যতই বিলাসিতা ও আলস্যের প্রশ্রয় পাইতে আরম্ভ হইল, ততই লোকে অল্পায়াসেই মুক্তি, জ্ঞান, ও পাণ্ডিত্য লাভের আশায় সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। বৈদিক কর্ম্মের কঠোরতায় লোকে ব্যতিব্যস্ত হওয়ায় পঞ্চমকারাদিজনিত সরস তান্ত্রিক ক্রিয়ার উপর সকলের দৃষ্টি পতিত হইল—ক্রমে পাণিনিব্যাকরণের পরিবর্ত্তে কলাপ, মুগ্ধবোধ, হরিনামামৃতব্যাকরণ, প্রভৃতির প্রচলন হইল। এইরূপে লোকে যতই আলস্যপরায়ণ

* যাঁহারা শব্দ সম্বন্ধে বিশেষ অবগত হইবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শব্দশক্তি প্রকাশিকা ও মিমাংসাদর্শন আলোচনা করিবেন। লেখক।

ও পাণ্ডিত্যহীন হইতে লাগিল, ততই মনে করিতে লাগিল যে, শুদ্ধাশুদ্ধ বা উচ্চারণগত তারতম্যে কোন ক্ষতি হয় না, ভগবান্ ভাবগ্রাহী সুতরাং "শুদ্ধং বা শুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত রহিতং তাবয়েত্তোব সত্যং।" শুদ্ধ ভাবেই হউক বা অশুদ্ধ ভাবেই হউক, ভগবানের নাম লইলেই মুক্তি। এই সুযোগে হরেকৃষ্ণ প্রভৃতি নাম ভারতবাসীর হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিল। এই সময় হইতেই প্রণবের অবনতি—এই সময় হইতেই ওঁকারের সুবিমল জ্যোতিঃ বিমলিন—এই সময়েই প্রকৃত পক্ষে বেদের পতন হইল।

প্রাচীনকাল হইতে ভারতে দুইটী সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। এক সম্প্রদায়ীগণ ব্রহ্মকে নির্গুণ, নিষ্কল, অদ্বৈত প্রভৃতি নঞ্ সংযুক্ত পদার্থ বলেন, অপর সম্প্রদায়ীগণ পরব্রহ্মকে অপ্রাকৃত স্বরূপানুবন্ধী গুণবিশিষ্ট বলেন। পূর্ব্বসম্প্রদায় নিরাকারবাদী—শেষ সম্প্রদায় সাকারবাদী। সাকারবাদিগণ প্রণবকে কেহ শব্দব্রহ্ম, কেহ পরব্রহ্মের শরীর, কেহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কেহ 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' কেহ বা বলরাম, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পাতঞ্জল দর্শনকার বলিয়াছেন—'তস্য বাচকঃ প্রণব।' অর্থাৎ প্রণব পরব্রহ্মের অন্তরঙ্গ নাম। বেদান্ত দর্শনের ১ম অধ্যায়ে ৩য় পাদের ১৩শ সূত্রের গোবিন্দ ভাষ্যোদ্ধৃত শ্রুতিতে দেখিতে পাই—'এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যোঽয়ং ওঙ্কারঃ।' ছান্দোগ্য উপনিষদে—'ওমিত্যেতদক্ষর মুদ্গীথমুপাসীত;' প্রভৃতির ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন:—"ওমিত্যেতদক্ষরমুপাসীত। ওমিত্যেতদক্ষরং পরমাত্মনোঽভিধানং নেদিষ্টং। তস্মিন্ প্রযুজ্যমানে স প্রসীদতি। প্রিয়নামগ্রহণেইব লোক তদিহেতি পরং প্রযুক্তং অভিধায়কত্বাত্যাবর্ত্তিতং শব্দস্বরূপমাত্রে প্রতীয়তে। তথা চার্চ্চাদিবৎ পরস্যাত্মনঃ প্রতীকং সম্পদ্যতে॥" অর্থাৎ ওঁ এই অক্ষর উপাসনা করিবে। ওঁকার পরমাত্মার নাম। অন্যনামাপেক্ষা এই নাম তাঁহার অতি প্রিয়। লোকে যেমন প্রিয়নামে ডাকিলে সন্তোষ লাভ করে, এই সর্ব্বমন্ত্রময় প্রণবে পরব্রহ্মকে ডাকিলে, তিনিও তদ্রূপ সন্তোষ লাভ করিয়া সাধকের প্রতি প্রসন্ন হন। এস্থলে ওঁএর পর 'ইতি'শব্দ থাকায় ওঁ যে শব্দরূপ, শব্দাভিধেয় নহে তাহা স্পষ্টানুভব হয়। প্রতিমাদি মূর্ত্তির ন্যায় ওঁ পরব্রহ্মের শরীর, সুতরাং—'দেহদেহীবিভাগোঽয়ংনেশ্বরে বিদ্যতে কচিৎ।" কূর্ম্মপুরাণের এই বচনানুসারে পরমেশ্বরের দেহদেহীর বিভেদ না থাকায় ওঁ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ওঁকার মাহাত্ম্যে আছে"ওমিত্যেতে ত্রয়োদেবাস্ত্রয়ো লোকাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ। বিষ্ণুক্রমাস্ত্রয়শ্চৈব ঋকসামাণিযজুংষি চ॥" অর্থাৎ ওঁ কারের অ+উ+ম্ তে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বিরাজিত। উহা হইতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য পাতাল এবং ঋক্ সাম যজুর্ব্বেদের উদ্ভব। এই নিমিত্ত তন্ত্র প্রণবকে—'আদিবীজং বেদসারো বেদবীজমতঃপরম্। অক্ষরং মাতৃকাসূশ্চানাদিদৈবত মোক্ষদো॥" অর্থাৎ প্রণব আদিবীজ, সর্ব্ববেদের সারভূত, বেদ প্রসবিতা, মাতৃকাক্ষর, আদি দেবতা ও মোক্ষপ্রদানকারী বলিয়াছেন। প্রণব হইতে যে বেদের উৎপত্তি, প্রণব যে বেদের নিদান তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণউদ্ধব সংবাদে—'ওঁকারাদ্ব্যঞ্জিতস্পর্শ।' ইত্যাদি শ্লোকে

শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই প্রকাশ করিয়াছেন। * সুতরাং উপরোক্ত ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থাদি আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে প্রণব শ্রীভগবানের স্বরূপ—প্রণব সর্ব্ববেদের নিদান ও অভিধেয়—প্রণব সর্ব্বজগতের একমাত্র আশ্রয়। প্রণবের এতাদৃশ মাহাত্ম্য থাকায় প্রণবই মহাবাক্য।

একার্থবাচক বর্ণ সমুদয় অথবা বিভক্তি-যুক্ত শব্দের নাম পদ। যেমন 'রামঃ।' তিঙ্-ন্তচয়, সুবন্তচয় এবং কারকান্বিতক্রিয়া, অথবা পদ সমুদয়ের নাম বাক্য যথা—"দেবদত্তো গ্রামং গচ্ছতি।" যে বাক্যের অন্তর্গত বর্ণনীয় সমুদয় বিষয় অন্তর্নিবিষ্ট থাকে, তাহাকে মহাবাক্য বলে, যেমন রামায়ণ। উপক্রমাদি ষড়্বিধ লিঙ্গদ্বারা বেদের তাৎপর্য্য নির্ণয় হয় যথা উপক্রম ও উপসংহার, অভ্যাস বা পুনঃপুন কথন, অপূর্ব্বতা, ফল বা প্রয়োজন, অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসা; উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তি। সুতরাং উপক্রম উপসংহারাদিদ্বারা সমুদয় বেদের তাৎপর্য্যার্থ যে বাক্যে নির্দ্ধারিত হয় তাহার নাম মহাবাক্য। রামায়ণ মহাবাক্য, কেননা এক রামায়ণ অধ্যয়নে সমুদয় রামচরিত্র ও শ্রীরামের স্বরূপ ও কার্য্যাদি বিশেষ ভাবে অবধারিত হয়। সকল বেদের তাৎপর্য্য এক প্রণবে থাকায় এক প্রণবের বিজ্ঞানে সমুদয় বিজ্ঞান হয়। সুতরাং সর্ব্বাশ্রয় পরমেশ্বর ও তৎকার্য্যাদি বিশেষরূপে প্রকাশ করায় প্রণবই মহাবাক্য। (১)

* এই শ্লোকটী শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্দের ২১শ অধ্যায়ে দেখিবেন।　　লেখক।

(১) যাঁহারা 'মহাবাক্য' সম্বন্ধে আরও বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা 'সাহিত্যদর্পনের, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দেখিবেন।　　লেখক।

এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে যদি পদসমূহের নাম বাক্য হয়, তবে প্রণবকে মহাবাক্য বলা যায় কিরূপে? কেননা গীতায় শ্রীভগবান্ 'ওঁ' কে স্পষ্টই একাক্ষর বলিয়াছেন যথাঃ—ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম।' অর্থাৎ ওঁ ইতি একাক্ষর ব্রহ্ম; যাহা একাক্ষর তাহাকে বাক্য বা মহাবাক্য বলা যায় কিরূপে? এতাদৃশ আশঙ্কা সমীচান নহে। প্রথমতঃ দেখুন, 'একাক্ষর' পদটী কাহার বিশেষণ! ওঁ এর না ব্রহ্মের? একাক্ষর পদটী যদি ব্রহ্মের বিশেষণ হয় তবে কোন সন্দেহ থাকে না, আর উহা যদি 'ওঁ' এর বিশেষণ হয়, তবে কথাটী বিবেচ্য বটে। সুতরাং এ সম্বন্ধে টীকাকারগণ কে কি বলিয়াছেন পূর্ব্বে তাহাই দেখিতে হইবে। টীকাকার আনন্দগিরি বলেন—"একঞ্চ তদক্ষরং চেতি একাক্ষরমোমিত্যেবং রূপং তৎকথং ব্রহ্মেতি বিশিষ্যতে।" শ্রীধর স্বামী বলেন—'ওমিত্যেকং যদক্ষরং তদেব-ব্রহ্মবাচকত্বাৎ ব্রহ্মপ্রতিমাদিবদ্ব্রহ্মপ্রতীকত্বাদ্বা ব্রহ্ম।' মধুসূদন সরস্বতী বলেন—"ওমিতি ব্যাহরণ্ একাক্ষরং একমদ্বিতীয়মক্ষরমবিনাশী সর্ব্বব্যাপকং ব্রহ্ম।" গীতায় অষ্টমাধ্যায়ের—'যদক্ষরং বেদবিদোবদন্তি' শ্লোকের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্কর বলিয়াছেন—"ন ক্ষরতীতি অক্ষর অবিনাশী।" ভাষ্যকার রামানুজ বলিয়াছেন—'যদক্ষরং অস্থূলত্বাদিগুণং।' সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উপরোক্ত ভাষ্য ও টীকাকারগণের সকলেই একবাক্যে অক্ষর শব্দের অর্থ 'অবিনাশী' বলিয়াছেন—অক্ষর শব্দে কেহই 'বর্ণ' বলেন নাই। এক শব্দের অর্থ অদ্বিতীয়। সুতরাং মূলোক্ত একাক্ষর শব্দের অর্থ 'এক ও অবিনাশী।' বিচক্ষণ পাঠক! 'একাক্ষর'

শব্দ ওঁএরই বিশেষণ হউক বা ব্রহ্মেরই বিশেষণ হউক তাহাতে কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ওঁ যখন ব্রহ্মস্বরূপ, তখন 'এক ও অবিনাশী' বিশেষণদ্বয় উভয়কেই বিশেষ করিতে পারে বিশেষতঃ অ+উ+ম্ এই কয়েকটী অক্ষর যোগে 'ওঁ' হইয়াছে, সুতরাং তাহাকে একটী অক্ষর বলা যায় কিরূপে? 'প্রণূয়তে স্তূয়তে অনেন ইতি প্রণবঃ।' ইহাদ্বারা স্তব করা যায় জন্য ইহার নাম প্রণব। ভগবান বলিয়াছেন নিখিল বেদ আমারই গান অর্থাৎ স্তব করে। অতএব প্রণব অল্পাক্ষর বিশিষ্ট হইলেও 'বিশ্বতোমুখ।' শ্রুতিতে আছে—ওঁকারস্য ব্রহ্ম ঋষিঃ যস্য বাক্যং স ঋষিঃ। ওঁকারের ঋষিব্রহ্ম ব্রহ্ম। যাঁহার বাক্য তাঁহাকে ঋষি বলে; সুতরাং বেদবীজবাক্য ওঁকার পরব্রহ্মের আদিবাক্য। সুতরাং ওঁকারে সমুদয় বেদেরতাৎপর্য্য ও অসাধারণ মহত্ব থাকায় প্রণবই আদি মহাবাক্য।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদী ভাষ্য প্রণয়নের সময় হইতে তন্মতাবলম্বী শিষ্যগণের স্বীয় গুরুর ভাষ্যসম্মত মতের সম্প্রসারণকালে ওঁকারের ক্ষীণজ্যোতি আরও ক্ষীণতর হইল। তাঁহারা ওঁকারকে মহাবাক্য না বলিয়া তত্ত্বমস্যাদি বাক্য চতুষ্টয়কে মহাবাক্য বলিয়া ঘোষনা করিতে লাগিলেন। ঐ মতাবলম্বী ভারতীতীর্থ স্পষ্টই বলিয়াছেন— 'অহং ব্রহ্মাস্মি' অয়মাত্মাব্রহ্ম ইত্যাদি মহাবাক্যৈস্তত্ত্ববিদ আত্মত্বেনৈব ব্রহ্মগৃহ্নন্তি। তথা তত্ত্বমসি ইত্যাদি মহাবাক্যৈঃ স্বশিষ্যান্ গ্রাহয়ন্ত্যাপি॥" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানিগণ 'আমিই ব্রহ্ম' 'এই আত্মাব্রহ্ম' ইত্যাদি মহাবাক্যদ্বারা ব্রহ্মকে আত্মারূপে গ্রহণ করেন, এবং তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্যদ্বারা শিষ্যগণকে গ্রহণ করান। এই সময়ে তত্ত্বমস্যাদিবাক্যের অভ্যুত্থান ও প্রকৃত পক্ষে প্রণবের পতন হইল। তখন দেশের অধিকাংশ লোক বৌদ্ধধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন শঙ্করাচার্য্যের বিচার কৌশলে পরাভব হইয়া দলেদলে লোক আবার স্বধর্ম্মে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। তাই শঙ্করানুবর্ত্তীদল শিষ্যাদি পরম্পরায় পুষ্ট হইলে, ঐ মত আদৃত হইয়া তত্ত্বমস্যাদিই মহাবাক্যরূপে প্রাধান্য লাভ করিল। এদিকে বীরাচারী বামাচারী প্রভৃতি তান্ত্রিকগণ তন্ত্রের অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া দেশে নূতনমত—নূতনধর্ম্মসাধন প্রণালী প্রচার করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের আচরণে ভোগতৃষ্ণা মিটাইতে লোকে বৈদিক মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তান্ত্রিক মন্ত্র গ্রহণ করিতে লাগিল—এই সময় হইতেই প্রণবের ক্ষীণতর জ্যোতি ঘোরতমসাবৃত হইল।

'তত্ত্বমসিশ্বেতকেতো।' ছান্দগ্যোপনিষদে ষষ্ঠ প্রপাঠকে গুরু, প্রসঙ্গক্রমে শিষ্যকে উপদেশ দিয়াছেন। ছান্দগ্যোপনিষদ সামবেদের একদেশ। ঐ উপনিষদের উপক্রম উপসংহারাদিতে ব্রহ্মেরই উদ্দেশ্য আছে—জীব ও পরমাত্মার ঐক্য নির্দ্দেশ নাই। তত্ত্বমসি বাক্যটী বেদের একদেশ বাক্য, সুতরাং বেদান্তর্গত প্রযুক্ত উহা সর্ব্ববেদের বীজস্বরূপ প্রণবের কার্য্য। বিশেষতঃ তৎ+ত্বং+অসি না তস্য+ত্বং+অসি এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে, কেন না অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এই উভয় মতের পরিপোষক প্রমাণাদি বেদে যথেষ্ট পাওয়া যায়! এমতাবস্থায় 'তত্ত্বমসি' বাক্যটী জীবব্রহ্মের অভেদ কি ভেদ নির্দ্দেশক তাহার স্থিরতর নাই। সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণ স্ব স্ব

মতের অনুকূলে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। যাহা-হউক সর্ব্বাশ্রয় প্রণবের আশ্রিত প্রযুক্ত প্রণবের ন্যায় তত্ত্বমসি বাক্যের মহত্ব নাই। সুতরাং তত্ত্বমসি একদেশী বাক্যে সকল বেদার্থের সমন্বয় না থাকায় এবং প্রণবের ন্যায় ঈশ্বরাদি পদার্থসমূহের বোধক না হওয়ায় উহাকে কোন ক্রমেই মহাবাক্য বলা যায় না। তত্ত্বমসি প্রাদেশিক বাক্য—প্রণবই মহাবাক্য।

হিন্দুগণের অমূল্য সম্পত্তি হারাইয়া আজ তাহারা পথের ভিখারী।—বীর্য্যপ্রদ ওঙ্কার তত্ব ভুলিয়া আজ তাহারা শক্তিহীন। হিন্দুগণ যে দিন হইতে প্রণব সাধনা পরিত্যাগ করিয়াছে সেই দিন হইতে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান ছাড়িয়া শৌর্য্যবীর্য্য হারাইয়া শক্তিহীন হইয়াছে। যে জাতির বিন্দু পতনে পলে-পলে মরণ ঘটিতেছে যে জাতির সাধনার উপকরণ নাই, সাধনা নাই তাহাদের অদৃষ্টে কখনও কি সিদ্ধিলাভ ঘটিতে পারে? ফলতঃ বৈদিকমন্ত্র সাধনা, ও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুর অবনতি। জানি না ভারতে আবার কতদিনে সেই বৈদিক যুগ ফিরিয়া আসিবে, জানি না আবার কতদিনে হিন্দুগণের গৃহে গৃহে উদাত্তাদি স্বরে সামগান উচ্চারিত হইয়া দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিবে, জানি না কতদিনে প্রণবমাহাত্ম্য অবগত হইয়া প্রণব সাধনায় নিযুক্ত হিন্দুগণ আবার স্বীয়শক্তি ফিরিয়া পাইবে! এমন সুদিন ভারতের ভাগ্যে আর আসিবে কিনা কে বলিতে পারে? উপাসনা না করিলে প্রণবের মাহাত্ম্য বাক্যদ্বারা বুঝাইবার ক্ষমতা কাহারও নাই। সুখের বিষয় আজ কাল পাশ্চাত্যগণও প্রণব ধারণার অসীম ক্ষমতার বিষয় স্বীকার করিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রণব-মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছেন। তাই আবার প্রণবের ক্ষীণজ্যোতি দেখা যাইতেছে। এস বৈদিক যুগ—আবার ভারতবর্ষে তপোবনের সৃষ্টি কর, এস হিন্দুগণের চির সাধনার ধন প্রণব—আবার মুখে মুখে প্রতিধ্বনিত হইয়া ভারতবাসীর মনে ব্রহ্মভাব জাগরিত করিয়া দাও। উন্নতি আকাঙ্ক্ষী হিন্দুগণ! যদি স্বীয় লুপ্ত শৌর্য্যবীর্য্য ফিরিয়া চাও, যদি হৃদয়ে ব্রহ্মভাব জাগাইতে ইচ্ছা কর, যদি ঐহিক পারত্রিকের মঙ্গল কামনা করিয়া দেশের উন্নতি করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে বৈদিক মহাবাক্য প্রণব সাধনায় নিযুক্ত হও, তবে সকলে একবাক্যে শ্রীচৈতন্যের অমূল্য উপদেশ ভারতে ঘোষণা করিয়া বল :—

"প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ব্ববিশ্বধাম॥" *

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী।
উখলী

* অদ্য বিজয়াবসানে পূজ্যপাদ কায়স্থ-সমাজের পরম হিতৈষী পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের মহাবাক্য শীর্ষক পরমোপাদেয় প্রবন্ধটী আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার শিরোদেশে সন্নিবিষ্ট হইল। গোস্বামী মহোদয়ের প্রণব সম্বন্ধে উপদেশ স্বর্ণাক্ষরে প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয়-অনাহতে ক্ষোদিত থাকা উচিত। আসুন কায়স্থভ্রাতৃগণ! বৈদিক আচার পুনঃ প্রবর্ত্তনের সঙ্গে মহাবাক্য ওঁকার প্রণবের সাধনায় নিযুক্ত হউন। সম্পাদক।

শ্রীশ্রীবিজয়ার সম্ভাষণ।

ওঁ শ্রীশ্রীদুর্গা ॥

ওঁ গণেশো গিরিজাকৃষ্ণঃ চন্দ্রাদিত্যৌ মহেশ্বরঃ।
পিতা-গুরুঃ পরব্রহ্ম চিত্রগুপ্তো নমোঽস্তুতে ॥
যা বিদ্যেত্যভিধীয়তে শ্রুতিপথে শক্তিঃ সদাদ্যাপরা
সর্ব্বজ্ঞা ভববন্ধছিত্তিনিপুণা সর্ব্বাশয়ে সংস্থিতা।
দুর্জ্ঞেয়া সুদুরাত্মভিশ্চ মুনিভির্ধ্যানাস্পদং প্রাপিতা
প্রত্যক্ষা ভবতীহ সা ভগবতী বুদ্ধিপ্রদাস্যাৎ সদা ॥

পরাৎপরা পরব্রহ্মস্বরূপিণী মহাশক্তি মায়ের আরাধনা এবং পূজারপর কিছুকালের নিমিত্ত কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিশ্রাম লাভ করিয়া আজ আবার আমরা আমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সমাজ সেবার যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইতেছি। আজ তাই সর্ব্বাগ্রে আমাদের পূজ্যপাদ গুরুজনকে, প্রেমাস্পদ বন্ধুগণকে এবং স্নেহাস্পদ কল্যাণভাজন ব্যক্তিদিগকে, আমাদের সহায়কসঙ্ঘকে, পৃষ্ঠপোষক সাধুসজ্জন সমূহকে, পরমোপকারী ও কর্ম্মক্ষেত্রের কুশলী সহায় সুযোগ্য লেখক বর্গকে এবং আমাদের সকল সেবার মূলস্বরূপ গ্রাহক, অনুগ্রাহক পাঠক এবং উপপাঠক মণ্ডলীকে—অর্থাৎ সকলকে আমাদের এই শুভবিজয়ার যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার, অভিনন্দন, স্নেহাশীর্ব্বাদ এবং প্রেমালিঙ্গন জানাইতেছি। বৎসরের মধ্যে, কার্য্যব্যপদেশে, জ্ঞানতঃ হউক অথবা অজ্ঞানতঃ হউক, হয়ত আমরা কত জনের, কত শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবর্গের কতপ্রকার মনঃকষ্টের কারণ হইয়াছি! হয়ত ভ্রমবশতঃ অনেকের সাধুসংকল্প বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের মত কে অগ্রাহ্য করিয়াছি, হয়ত তাঁহাদিগের প্রেমের দান প্রত্যাখ্যান করিয়াছি আমাদের বিনীত নিবেদন,—আজি এই শুভদিনে তাঁহারা আমাদিগের সকল ত্রুটি, সকল অপরাধ, মার্জ্জনা করিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের যথাযোগ্য শুভাশীষ এবং প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া আপ্যায়িত এবং অনুগৃহীত করুন। তাঁহাদের সহিত এই শুভমিলনে আমাদের উৎসাহ শতগুণে বর্দ্ধিত হউক,—তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক বল, তাঁহাদের শুভেচ্ছা আমাদিগের হৃদয়ে সঞ্চারিত হউক,—তাঁহাদিগের শুভমিলনের দৈববলে আমরা বলীয়ান্ হইয়া যেন তাঁহাদিগেরই সেবা, অর্থাৎ সমাজ সেবা, সুষ্ঠুরূপে সাধন করিতে পারি। শক্তীশ্বরী মা জগদম্বার নিকট এই বর পুনঃ পুনঃ

প্রার্থনা করিতেছি। আমাদিগের ঐকান্তিকী প্রার্থনা,-আমাদিগের হিতেচ্ছু প্রত্যেক ব্যক্তি এই শুভদিনে, আমাদিগের সহিত একযোগে মহাশক্তিস্বরূপা সেই ব্রহ্মময়ীর নিকট যাচ্ঞা করুণ,—

ওঁ। সহনাববতু সহনৌভুনক্তু
সহবীর্য্যংকরবাবহৈ।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥*

২। যে মহাশক্তির মহাপূজাবসানে আমরা জাতীয়মিলন পথে অগ্রসর হইতেছি, আসুন পাঠকগণ! সেই শক্ত্যুপাসনার গূঢ়ার্থ আমরা হৃদয়ে ধারণা করিয়া ইহার পরোক্ষানুভব করিতে সমর্থ হই। আমরা অনেকেই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কি শক্তি উপাসনা করিয়া থাকি! আমাদের সমাজের বামাঙ্গ স্ত্রীজাতিগণই আমাদের প্রকৃত শক্তি দেবতা। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুজাতির স্ত্রীলোকগণ কি প্রকার অবস্থায় সমাজে অবস্থান করিতেছেন তাহাই আজ বিজয়াবসানে আমাদের মূল চিন্তার বিষয়। ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীজাতির কোনও অধিকার দেখা যায় না, কিন্তু প্রাচীন সময়ে বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশে তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ভাগবতে "স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা"শ্লোকার্দ্ধ আমরা পাঠকরি, আমরা ইত্যগ্রে দেখাইয়াছি যে এই চরণদ্বয় প্রক্ষিপ্ত, কেননা চারি বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থমধ্যে কোনও স্থানেই এই মর্ম্মের প্রমাণ পাওয়া যায় না, পরন্তু ইহার বিপরীত অর্থের বহুপ্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী ও গার্গিকে যাজ্ঞবল্ক্যাদি ব্রহ্মর্ষিগণ নিরন্তর ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করিতেন। পুরাকালে পুরুষের ন্যায় মহিলাগণও উপযুক্ত বয়সে উপনীত হইয়া ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করত ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতেন তাহার প্রমাণ উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ও বেদের সংহিতাভাগে যথেষ্ট পাওয়া যায়। (ক)

৩। কোনও একটী সমাজে স্ত্রী জাতির অবস্থা অনুরাগ, ও শক্তি বিষয়ে অনুশীলন করিলেই উক্ত সমাজের প্রকৃত অবস্থা অবধারণ করা যায়। উহা না হইবার কোনও কারণ নাই, কেন না প্রকৃত সমাজ মাতৃঅঙ্কেই বিনির্ম্মিত হয়। শৈশবে যে শিক্ষা ও দীক্ষা মানুষের মনে প্রবেশ করে, তাহাই শনৈঃ শনৈঃ

---

* ব্রহ্মময়ি, (ব্রহ্ম ও ব্রহ্মময়ীর কোন পার্থক্য আমরা স্বীকার করি না) মা সর্ব্বশক্তিশালিনি! তোমার কৃপায় যেন আমরা পরস্পরে পরস্পরের সহায়ক এবং রক্ষক হইয়া সকলে মিলিত হইয়া পরমৈশ্বর্য্য ভোগ করি, আমরা যেন পরস্পরে পরস্পরের তেজোবীর্য্য বর্দ্ধিত করিতে পারি, আমরা যেন পরস্পর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান এবং বিদ্যাপ্রাপ্ত হই; যেন তোমার কৃপায় আমাদের মধ্যে কেহ কাহারও প্রতি বিদ্বেষ না করে। মা! তোমার কৃপায় আমাদের আধিভৌতিক আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ তাপ দূরীভূত হউক এবং আমরা পরাশান্তিলাভ করি।

(ক) এবংদ্বিবিধাঃস্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ, তত্র ব্রহ্মবাদিনীনামুপনয়নমগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভিক্ষাচর্য্যা। ইত্যাদি হারীত বচনং। অর্থাৎ পুরাকালে স্ত্রীজাতি ২ প্রকারছিল, ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ। ব্রহ্মবাদিনী উপনয়ন অগ্নিহোত্র ও নিজগৃহে ভিক্ষাদি করত ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন। অপর সদ্যোবধূ বিবাহকালে উপনয়ন গ্রহণ ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন।

সম্প্রসারিত হইয়া সমাজের মাংসাস্থিমর্জ্জা প্রস্তুত করিয়া থাকে। বঙ্গদেশীয় হিন্দু সমাজে যে ধর্ম্মানুরক্তি, পারিবারিক আত্মীয়তা, দাম্পত্যপ্রেম পরিলক্ষিত হয় তাহা আমরা আমাদের স্ত্রীজাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। পক্ষান্তরে দৈহিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা ও একতার অভাব, ত্যাগস্বীকারে অক্ষমতা, ও বিলাসিতা যাহা আমাদের সমাজকে উৎসন্ন দিতেছে তাহাই আমাদের স্ত্রী-চরিত্র, ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৫৫ সূক্ত ১৬ শ্লোকে আমরা দেখি,—

আ ধেনবোধুনয়ং তামশিশ্বীঃ সবর্দুঘাঃ
শশয়া অপ্রদুগ্ধাঃ। নব্যানব্যা-যুবতয়ো
ভবন্তীর্ম্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥

ইহার ভাবার্থ—কুমারী যুবতী বিদুষী কন্যাকে পূর্ণযুবা বিদ্বান বরের সহিত বিবাহ দিবে, অল্পবয়স্কা কন্যার বিবাহের বিষয় মনে ও করিবে না। এই প্রকার অনেক প্রমাণ দ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে বৈদিক ও পৌরাণিক সময়ে ষোড়শীর সহিত পঞ্চবিংশতি যুবার বিবাহ হইত। এই প্রথা যতদিন হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত ছিল ততদিন বোধ হয় ভারতমাতা বীর-প্রসবিনী ছিলেন। শৈশব পরিণয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমাদের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। অধুনা বৈদিকাচার প্রবর্ত্তনে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ বিশেষ উদ্যোগী ও অভিলাষী হইয়াছেন। বৈদিক সমাজে যে প্রকার বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা অনুসরণ করা কায়স্থ সমাজের কর্ত্তব্য। যদি দীর্ঘজীবী, বলিষ্ঠ সন্তানোৎপাদন বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে পূর্ণাঙ্গী যুবতীর সহিত পূর্ণবয়ঃ যুবার মিলন নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

৪। উক্ত ৫৫ সূক্তের ১৬ শ্লোকের শেষাংশ "মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং" এই অপূর্ব্ব শ্লোকাংশ ৫৫ সূক্তের আদ্যোপান্ত অনুপ্রাসিত হইয়াছে, দ্বাবিংশবার অনুস্যূত হইয়া দেবতা সমাজের ইন্দ্রাদি ২২টী দেবতায় একত্বভাব ঘোষণা করিতেছে। এই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মানুরক্ত বিবিধ সমাজান্তর্গত সর্ব্বদেবতার অসুরত্বের একত্ব আজ দাসত্ব প্রপীড়িত ছিন্নভিন্ন ভারতবর্ষে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক অহো! সেই সনাতন, শাশ্বৎ বৈদিক সমাজের অপূর্ব্ব মিলন ও এক-প্রাণতা সেই সমাজের অপূর্ব্ব বিশেষত্ব। উক্ত ঋগাংশের অর্থ ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য "অসুরত্বং প্রাবল্যমিতি" করিয়াছেন। রমেশ দত্ত "দেবগণের মহৎবল একই।" মোক্ষমূলার ভট্ট-অর্থ করিয়াছেন,—"The great divinity of gods is one" এই একতা প্রভাবে (খ) আর্য্যগণ তৎকালে জগজ্জয়ী ছিলেন। তাঁহাদের বিজয়বৈজয়ন্তী ভারতবর্ষের অনেক স্থলে ও পৃথিবীর নানাস্থানে এমন কি সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান হইয়াছিল। সেই একতায় অভাবেই আমাদের এই দুরবস্থা এবং সেই একতার আবির্ভাবে আমাদের সুখসূর্য্য ভারতাকাশে পুনরুদিত হইবে।

সম্পাদক।

(খ) বেদসংহিতা (বঙ্গানুবাদ) শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার প্রণীত।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজাপদ্ধতি

১। আচমন।

প্রথমতঃ হস্ত-পদাদি বিমল সলিলে ধৌত করতঃ করতলে মাষ-পরিমান জল গ্রহণ করিয়া তিনবার পান করিবে, পরে হস্ত পুনঃ ধৌত করিয়া মস্তকোপরি জল সিঞ্চন করিবে। পরে যথা রীতি আচমন করিয়া—

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ। ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদাপশ্যন্তিসূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরা ততম্‌॥

২। যজুর্ব্বেদী স্বস্তিবচন।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃপূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমীঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥

ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি॥

৩। যোড় হস্তে—

আতব তণ্ডুল নিক্ষিপ্ত করিতে ২—ওঁ সূর্য্যঃ সোমো-যমঃকালঃ সন্ধ্যেভূতান্যহক্ষপা। পবনো-দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরা মরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্‌॥ ওঁ তৎসৎ অয়মারম্ভঃশুভায় ভবতু॥

৪। সঙ্কল্পকুর্য্যাৎ—বিষ্ণুরোম্‌ তৎসদদ্য কার্ত্তিকেমাসি শুক্লেপক্ষে তুলারাশিস্থে ভাস্করে দ্বিতীয়ান্‌তিথৌ অমুক গোত্রস্য সদারাপত্যস্য শ্রীমৎ চিত্রগুপ্তো বংশোদ্ভবঃ শ্রীঅমুক দেব-বর্ম্মণঃ সর্ব্বাপচ্ছান্তি পূর্ব্বকং চিত্রগুপ্ত প্রীতি কামনয়া যথাশক্তিগণপত্যাদি দেবতা পূজাপূর্ব্বকং শ্রীমৎ চিত্রগুপ্তপূজাহোম কর্ম্মাহং করিষ্যামি। (ক)

৫। সঙ্কল্পসূক্ত—ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদুসুপ্তস্য তথৈ বৈতি। দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মেমনঃ শিবসঙ্কল্প মস্তু॥

৬। সূর্য্যার্ঘ্য-মন্ত্র—ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্‌ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে। এহিসূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর। এষোঽর্ঘ্যঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ॥

৭। ঘটস্থাপন—সুলক্ষণ ঘটে ধান্য, দূর্ব্বা পুষ্প, সিন্দূর ও চন্দন দিয়া পাঠ করিবে—

১। ভূমি—ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বস্য ভুবনস্য ধাত্রীং পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃংহ পৃথিবীং মা-হিংসীঃ॥

২। ধান্য—ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্‌ ধিনুহি যজ্ঞং ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্‌॥

৩। ঘটে—ওঁ আজিঘ্রকলসং মহ্যাত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব সানঃ সহস্রং-ধুক্ষোরুধারাঃ পয়স্বতীঃ পুনর্ম্মাবিশতাদ্রয়িঃ॥

৪। জলে—ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্যস্কম্ভ সর্জ্জনীস্থঃ বরুণস্য ঋতসদন্যসি বরুণস্য ঋত সদনমসি বরুণস্য ঋত সদনীমাসীদ॥

(ক) যখন নিজে পূজা করিবেন, "করিষ্যে" শব্দ ব্যবহার করিবেন।

৫। পল্লব—ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিঞ্জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদোজয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতু ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম॥

৬। ফল—ওঁ যাঃ ফলিনী যা অফলা অপুষ্পাযাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ॥

৭। সিন্দুর—ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনেৎ শূঘনাসোবতে শ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি জহ্বা। ঘৃতস্য ধারা অরুষহন বাজী কাষ্ঠা ভিন্দন্মুর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ॥

৮। দূর্ব্বা—ওঁকাণ্ডাৎকাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি পুরুষঃ পুরুষঃ পরি। এ বানো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ॥

৯। পুষ্প—ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণিরূপমশ্বিনৌ ব্যাপ্তম্ ইষ্ণন্নিষাণ মুন্মময়ীশান সর্ব্বলোকম্ময়ীশান॥

১০। গন্ধ—ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্য পুষ্টাং করীষিনীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং স্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥

১১। বস্ত্র—ওঁ যুবাসুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ সউ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তদ্ধীবাসঃ কবয়া উন্নয়ন্তি সাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ॥

স্থিরীকরণ—ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেব-সমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠদেবগণৈঃ সহ॥ স্থাং স্থীং স্থিরোভব বীড়ঙ্গ আশুর্ভব বাযর্ব্বন্ পৃথুর্ভব সুষদস্তমগ্নে পুরীষ বাহন॥ অনন্তর ব্রহ্মগায়ত্রীপাঠ করিবে॥

ঘটের চারিদিকে কাণ্ড (তীর) চতুষ্টয় আরোপণ করিয়া লালবর্ণের সূতাদ্বারা বেষ্টন করিবে।

কাণ্ড আরোপণের মন্ত্র,—

ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি পুরুষঃ পুরুষঃ পরি। এ বানো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ॥

৮। আসনশুদ্ধি—

আসনের নিম্নে ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া তদুপরি একটী পুষ্পদিয়া পাঠ করিবে—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে নমঃ (এই ক্রমে) ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। আসন ধারিয়া পাঠ করিবে—

ওঁ মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ॥ অনন্তর জোড়হস্তে পাঠ করিবে—ওঁ পৃথ্বিত্বয়া ধৃতা-লোকা দেবীত্বং বিষ্ণুণাধৃতা। তঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্॥

৯। সামান্যার্ঘ্য—

ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে।

ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। তৎপরে "ফট্" এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালন করিয়া ত্রিপদিকার উপর স্থাপন করিবে। পাত্রটী জলপূর্ণ করিয়া পূজা করিবে মং বহ্নি মণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, অং সূর্য্য মণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ। পরে পাত্রস্থ জল ত্রিভাগ করিয়া গন্ধ, পুষ্প ও দূর্ব্বা দিয়া ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ, মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন ও অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা সেই জলে তীর্থ সকল আবাহন করিবে—

ওঁ গঙ্গেচ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিংকুরু॥

তৎপরে "ওঁ" মন্ত্র অর্ঘ্য পাত্রের উপর দশবার জপ করিয়া মস্তকে জলের ছিটা দিবে।

১০। পুষ্পশুদ্ধি—পুষ্পগুলি স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে—

ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুঁ ফট্ স্বাহা॥

১১। জলশুদ্ধি—অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা কোশার জলে তীর্থ আবাহন করিয়া ওঁ গঙ্গেচ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

১২। করশুদ্ধি—"ঐং" মন্ত্রদ্বারা একটী রক্তবর্ণ পুষ্প গ্রহণ করিয়া "ওঁ" মন্ত্রে উক্ত পুষ্প করদ্বারা পেষণ করত "হংসৌ" মন্ত্রে উক্ত পুষ্প ঈশানকোণ দেশে প্রক্ষেপ করিবে।

১৩। ভূতশুদ্ধি।—নিম্নের মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠান্তে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবতাকে ভাবনা করিলেই ভূতশুদ্ধি হয়।—

ওঁ ভূতশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্না পথেনজীবশিবং পরম শিবপদে যোজয়ামি স্বাহা॥১॥

ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা॥২॥

ওঁ রং সঙ্কোচ-শরীরং দহ দহ স্বাহা॥৩॥

ওঁ পরমশিব সুষুম্না পথেন মূল শৃঙ্গাট মুল্লসোল্লস জল জল প্রজ্বল প্রজ্বল সোঽহং হংস স্বাহা॥৪॥

১৪। ভূতাপসারণ।—শ্বেত সরিষা বা আতপ-তণ্ডুল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়া পাঠ করিবে।

ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবিসংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তেনশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥

১৫। মাতৃকান্যাস।—অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীছন্দো মাতৃকা সরস্বতি দেবতা হলোবীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ।

উক্ত মন্ত্রদ্বারা মাতৃকান্যাসের ঋষ্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার যোগে ন্যাস (স্পর্শ) করিবে। শিরশি ওঁ ব্রহ্মঋষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ মাতৃকা সরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ওঁ হলেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ, পাদয়োঃ ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে ওঁ ক্লীং কীলকায় নমঃ।

১। করন্যাস। ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।

২। অঙ্গন্যাস। ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং। ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রাভ্যাং বৌষট্। ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।

১৬। চক্ষুর্দ্দান।—ঘৃতের দ্বারা বিল্বপত্রে কাজল প্রস্তুত করিয়া বিল্বপত্রের বোঁটাদ্বারা সেই কাজলদিয়া শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবতার গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক চক্ষুর্দ্দান করিবে। গায়ত্রী যথা—

ওঁ চিত্রগুপ্তায় বিদ্মহে যমানুজায় ধীমহি তন্নোচিত্রঃ প্রচোদয়াৎ॥

১৭। প্রাণপ্রতিষ্ঠা—দূর্ব্বা ও আতবতণ্ডুল লেলিহানমুদ্রাদ্বারা শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের হৃদয়ে ধারণ করিয়া বামহস্তে ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে নিম্নের মন্ত্র পাঠ করিবে—

ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হং হৌং সঃ চিত্রগুপ্ত দেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং সঃ চিত্রগুপ্ত দেবতায়াঃ জীব ইহস্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হং হৌং সঃ চিত্রগুপ্ত দেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হং হৌং সঃ চিত্রগুপ্ত দেবতায়াঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুস্তক্ শ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্যসুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। ওঁ মনোজ্যোতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিদং তনোতু অরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বদেবা স ইহ মাদয়ন্তামোম প্রতিষ্ঠ॥ অস্মৈ প্রাণা প্রতিষ্ঠন্তু অস্মৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্মৈ দেবত্ব সংখ্যায়ৈ স্বাহা॥

১৮। প্রাণায়াম।—দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাশাপুট রুদ্ধকরিয়া ওঁ অথবা অক্ত মূলমন্ত্র ১৬ বার জপিতে জপিতে বাম নাসাপুট দিয়া বায়ু পুরণ করিবে, পরে অনামিকা দ্বারা বামনাসাপুট রুদ্ধ করিয়া ৬৪ বার উক্ত মন্ত্র জপ করিতে করিতে কুম্ভক করিবে, তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ নাসা হইতে তুলিয়া উক্ত মন্ত্র ৩২ বার জপিতে জপিতে শনৈঃ শনৈঃ বায়ু রেচন করিবে। বামহস্তের কররেখায় জপের সংখ্যা রাখিবে। শ্বাস ত্যাগের পর বিপরীত ভাবে অর্থাৎ দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা পূরক, উভয় নাসা রুদ্ধ করিয়া কুম্ভক এবং বামনাসা দ্বারা রেচক করিবে। এই প্রকারে পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবে। প্রাণায়ামের প্রথমাবস্থায় উক্ত সংখ্যা জপে অশক্ত হইলে ৪।১৬।৮ এবং ৮।৩২।১৬ বার জপ করিলেও হয়।

১৯। গণেশেরধ্যান।—পুষ্পলইয়া ধ্যান করিবে।

ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদর সুন্দরম্
প্রস্যন্দন্মদগন্ধ লুব্ধ মধুপ ব্যালোল গণ্ডস্থলম্।
দন্তাঘাত বিদারিতারি রুধিরৈঃ সিন্দূর শোভাকরম্
বন্দেশৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু॥ (খ)

উক্ত মন্ত্র পাঠান্তে পুষ্পটী মস্তকে রাখিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবে।

এষঃ গন্ধ ওঁ গণেশায় নমঃ
এতৎ পুষ্পং ওঁ গণেশায় নমঃ
এষঃ ধূপ ওঁ গণেশায় নমঃ
এষঃ দীপ ওঁ গণেশায় নমঃ
এতন্নৈবেদ্যং ওঁ গণেশায় নমঃ

পরে ওঁ গণেশায় নমঃ দশ বার জপ করিয়া জপফল গোযোনিমুদ্রাযোগে নিম্নের মন্ত্র পাঠ করিবে।

গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর॥

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করিবে।

ওঁ দেবেন্দ্র-মৌলি মন্দার-মকরন্দ-কণা-করুণাঃ বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজরেণবঃ॥

২০। আবরণ পূজা শিবাদি পঞ্চদেবতা। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিক্-পালেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ॥

২১। বিষ্ণু পূজা।—কূর্ম্মমুদ্রা যোগে

(খ) ছন্দ শার্দ্দূল বিক্রিড়িত।

পুষ্প গ্রহণ করত নারায়ণের ধ্যান করিবে যথা,—

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনঃ সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী হারী হিরণ্ময় বপুর্ধৃত শঙ্খ চক্রঃ॥

গণেশের ন্যায় পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া উক্ত গুহ্যাতি মন্ত্রে গোযোনি মুদ্রা-যোগে জপ সমাধা করত প্রণাম করিবে—

নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
ওঁ পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহিমাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপ হরোহরি॥

২২। শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের ধ্যান।—

একটী পুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রা যোগে,—

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং সুকান্তিং শশধর বদনং দক্ষিণে সানুজাতম্।
সেবাং ভূপৈরশেষৈরসি মুষলকরং শান্তমূর্ত্তিং সুকেশম্॥
মস্যাধারে সুরম্যে সতত ধৃতিধরং লেখনী পাণি ভূষম্।
ক্ষাত্রস্থাঙ্গং সুবেশং চতুর্ব্বাহুমতুলং চিত্রগুপ্তং সুধীরম্॥ (গ)

২৩। মানস পূজা।

এই পূজা অতিশয় কঠিন, কেন না এই মানস-পূজায় সাধকের সমাধি আবশ্যক। এই পূজায় সাফল্য লাভ করিতে পারিলে অভিষ্ট দেবতা তুষ্ট হন। প্রার্থনা মুদ্রা দ্বারা করণীয়। হৃদ্‌পদ্ম মধ্যে সুধাসমুদ্র চিন্তা করিবে। তন্মধ্যে রত্নদ্বীপ মধ্যগত কল্প-তরুমূলে চিত্রগুপ্তদেবের মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া, সাধকের হৃদ্‌পদ্মে আসন প্রদান করিয়া শুভাগমন জিজ্ঞাসা করিবে। এবং লিঙ্গমূলস্থ কুলকুণ্ডলিনী চক্রস্থিত, জল-রূপ পাদ্য, মনোরূপ অর্ঘ্য, মস্তকাস্থিত সহস্র-দল পদ্ম হইতে বিগলিত সুধারূপ আচমনীয় ক্ষিত্যাদি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব রূপ, গন্ধ, দয়াদ রূপ পুষ্প, প্রাণরূপ ধূপ, তেজোরূপ দীপ, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নৈবেদ্য, সুধাসমুদ্রের জলরূপ পানীয়, হৃদ্‌পদ্মস্থ অনাহত চক্রের ধ্বনীরূপ বাদ্য, এই সকল মনে মনে প্রদান করিবে। পরে মনে মনে "ওঁ নমঃ চিত্রগুপ্তায়" এই মূল মন্ত্রে যথাশক্তি জপ, প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিবে।

২৪। আবাহন।

অবাহনী মুদ্রাযোগে দুইবার "ইহাগচ্ছ" স্থাপনী মুদ্রাযোগে দুইবার "ইহতিষ্ঠ" সন্নিধা-পনী মুদ্রা দ্বারা "ইহসন্নিধেহী" সম্বোধিনী মুদ্রা দ্বারা "ইহসন্নিরুধ্যস্ব" সম্মুখীকরণ মুদ্রা দ্বারা "অত্রাধিষ্ঠানং কুরু" এবং করযোড়ে "মম পূজা গৃহাণ" বলিবে॥

২৫। দশোপচারে পূজা।

গণেশের পঞ্চোপচারে পূজায় গন্ধাদি পঞ্চ উপচারের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ব্যতীত আরও পঞ্চ উপচারে পূজা করিতে হইবে। যথা,—

এতৎপাদ্যং ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ
এষঃ অর্ঘ্য ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ
ইদং আচমনীয় জলং ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ
ইদং স্নানীয় জলং ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ
ইদং পুনরাচমনীয় জলং ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ

(গ) গ্রন্থধরা।

২৬। প্রণাম।

মসিভাজন সংযুক্ত সদা চরসি ভূতলে।
লেখনীচ্ছেদনীহস্তশ্চিত্রগুপ্ত নমোঽস্তুতে॥
চিত্রগুপ্ত নমোস্তভ্যং নমস্তে ধর্ম্মরূপিণে।
তেষাং ত্বং পালকো নিত্যং নমঃ শান্তিংপ্রযচ্ছমে
উৎপত্তৌ প্রলয়ে চৈব ভোগ্য দানে কৃতাকৃতে।
লেখকস্ত্বং সদা শ্রীমাংশ্চিত্রগুপ্ত নমোঽস্তুতে॥
শ্রিয়াসহ সমুৎপন্ন সমুদ্র মথনোদ্ভবঃ।
চিত্রগুপ্ত মহাবাহো! মমাস্ত বরদোভবঃ॥

২৭। পরে চিত্রগুপ্ত গায়ত্রী পাঠ করিবে।

চিত্রগুপ্তায় বিদ্মহে যমানুজায় ধীমহি তন্নো-চিত্রঃ প্রচোদয়াৎ।

ক্ষমা—

ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনম্।
বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব কুলপূর্ব্বজ॥

২৮। হোম।

তান্ত্রিক হোমবিধি সকল পুরোহিতই অবগত আছেন, ইহার বিবরণ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত পুরোহিত দর্পণের ৫৩ পৃষ্ঠা হইতে ৫৫ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। আমরা তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিলাম না। প্রথমতঃ হোমকুণ্ড অথবা স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়া বীক্ষণাদি সংস্কার করিবে, পরে মূল-মন্ত্র (শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের গায়ত্রী) উচ্চারণ করিয়া ওঁ কুণ্ডায় নমঃ মন্ত্রে স্থণ্ডিলের পূজা করিয়া ওঁ মুকুন্দায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিবে। অতঃপর অগ্নিদেবতার পূজা বেদ মন্ত্রে করিবে। সর্ব্বশেষে মূলমন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিয়া দক্ষিণা ও পূর্ণপাত্র উৎসর্গ এবং অগ্নির বিসর্জ্জন ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে॥

২৯। দক্ষিণান্ত।

কাঞ্চন, রৌপ্যখণ্ড, তাম্রখণ্ড, অথবা হরীতকী টাটের উপর রাখিয়া বামহস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা-এতে গন্ধপুষ্পে রজতখণ্ডায় নমঃ মন্ত্রে তিনবার অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য কার্ত্তিকেমাসি শুক্লপক্ষে তুলারাশিস্থে ভাস্করে দ্বিতীয়ান্ তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেববর্ম্মা কৃতৈতৎ শ্রীশ্রীচিত্র গুপ্তদেব পূজাকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং রজতখণ্ডমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথা সম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদামি॥

৩০। আরত্রিক।—কোশার বামে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি দীপ রাখিয়া তিনবার "আরত্রিক দীপায় নমঃ" মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে। পরে "চিত্রগুপ্তায় নমঃ" মন্ত্র দশবার জপ করিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় যথারীতি আরাত্রিক (আরতি) করিবে। দেবতার পদতলে ৪ বার নাভিদেশে ২ বার মুখমণ্ডলে ৩ বার ও সর্ব্বগাত্রে ৭ বার মোট ষোড়শবার পঞ্চপ্রদীপ, অর্ঘ্যপাত্র, ধৌতবস্ত্র, বিল্বপত্র, কর্পূরালোক, ধূপ ধূম ইত্যাদি যথা-বিধি ঘুরাইয়া আরতি করিবে। আরত্রিককে নীরাজন বলে।

৩১। বিসর্জ্জন।—আবরণ দেবতাগণ সমস্তই শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবতার শরীরে বিলীন হইয়াছেন এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে "চিত্রগুপ্ত ক্ষমস্ব" এই মন্ত্রে বিসর্জ্জন দিবে। সংহারমুদ্রা যোগে নির্ম্মাল্য গ্রহণের সহিত সুষুম্না পথে উক্ত পুষ্পের গন্ধের সহিত দেবতার তেজ নিজহৃদয় পদ্মে আনয়ন করিবে। পরে 'তেজশ্চণ্ডায় শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবায় নমঃ' বলিয়া অর্চ্চনা করিয়া ঘটে জল দিবে।

৩২। শান্তি। (তান্ত্রিক)

ওঁ সুরস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবাদয়ঃ।

বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণোবিভুঃ ॥১॥
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায়তে।
আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমোবৈ নৈঋতস্তথা ॥২॥
বরুণঃপবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষ স্তথাশিবঃ।
ব্রহ্মণাসহিতঃশেষো দিক্‌পালাঃপান্তুতে সদা ॥৩॥
ওঁ কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা শ্রদ্ধাপুষ্টিঃক্ষমামতিঃ।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃশান্তিস্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ ॥৪॥
এতাস্ত্বা মভিষিঞ্চন্তু দেবপত্ন্য সমাগতাঃ ॥৫॥
আদিত্যশ্চন্দ্রমাভৌমো বুধজীব সিতার্কজাঃ।
গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্ত রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ ॥৬॥
ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেব মাতরএব চ।
দেবপত্ন্যোধ্রুবা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাংগণাঃ ॥৭॥
অস্ত্রাণি সর্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ।
ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে ॥৮॥
সরিত সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ।
দেবদানব গন্ধর্ব্বা যক্ষ রাক্ষস পন্নগাঃ ॥
এতেত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্ম কামার্থ সিদ্ধয়ে ॥৯॥
ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।
ইতি শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজাপদ্ধতি শেষ।

ওঁ শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং।

আমরা আশা করি, প্রত্যেক ভারতীয় কায়স্থগৃহে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা যথাবিধি সম্পাদিত হইবে। প্রত্যেক কায়স্থের চিত্রগুপ্তদেবের ধর্ম্ম পালন করা আবশ্যক। যাহারা আজিও যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন নাই, শূদ্রাচারী হইয়া সমাজে বাস করিতেছেন, তাঁহারা কি প্রকারে "কায়স্থ" বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন? তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। নবগুণান্বিত কুলীন মহাশয়দিগের প্রধান ও প্রথম লক্ষণ "আচার" এই আচার বৈদিক আচার অর্থাৎ উপনয়ন। বর্ত্তমান বর্ষের বিজয়াবসানে আমরা আশা করি, বঙ্গীয় সমগ্র কায়স্থসমাজ যুগান্তরীয় নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া "উপনয়ন" গ্রহণান্তর আমাদের আদিদেব শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পবিত্র ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন।

সম্পাদক।

কবিতাগুচ্ছ।

বরের বাজার।১।

(স্ত্রীর নিকট স্বামীর রিপর্ট)

স্বামী—করিলাম কত চেষ্টা, ঘুরিলাম কত স্থান,
ভাবি নাই ঝড় বৃষ্টি, গণি নাই অপমান।
যেখানে পেয়েছি তত্ব, ছুটেছি উরধ শ্বাসে,
কি হ'বে সকল কথা বলিয়া তোমার পাশে।
সকলের এক কথা, "টাকা চাই টাকা চাই,
বাজার বেজায় কড়া, গরীবের চারা নাই।
নগদে এত হাজার, যৌতুকে এত হাজার,
হাজারের নীচে যেন অঙ্ক কোন নাহি আর।

হাকিম, কেরাণী, কিংবা সদাগার, জমিদার,
টোলের পণ্ডিত, কিংবা ইস্কুলের মাস্টার।
গ্রামের গোমস্তা কিংবা সহরে দোকানদার,
নাড়ী টেপা বদ্যি কিংবা পাশ করা ডাক্তার।
ছোট, মেজ, বড় যত উকিল কি ব্যারিষ্টার,
গ্রাজুয়েট প্রোফেসার, সুবিখ্যাত এডিটার।
লীডার প্লীডার কত দেখিলাম এইবার
টীচার প্রীচার সবে টাকারই শুধু ক্রীচার।
ছাপ মারা গোঁড়া হিন্দু লম্বা টিকি চটি সার,
নব্য সংস্কারক বাবু, এর বেলা একাকার।
মাসিকে ও সাপ্তাহিকে লেখেন লম্বা "প্রবন্ধ",
বক্তৃতায় মুখ হ'তে ঝরে কত মত ছন্দ।
ও সব কিছুই নয়, সব ফাঁকি সব ফাঁকি,
কেবল শিখান বুলি বলে সব "পড়াপাখী॥"

(২)

কি আর দুঃখের কথা বলিব তোমারকাছে,
এমন লজ্জার কথা আর কি দ্বিতীয় আছে।
গেলাম ভবানীপুরে, বাবু খাসা চমৎকার,
শুনিনু পণ্ডিত খুব, এমে পাশ প্রফেসার।
দেশের দশের তরে তাঁহার উদার প্রাণ,
কাঁদে নাকি দিবানিশি, ফেটে হয় শতখান।
বিশেষ নারীরদুঃখ করিবারে প্রতীকার,
বিলাতে কি সভাআছে, হয়েছেন সভ্যতার।
মেয়েটি কালেজেপড়ে, ইত্যাদি শুনয়া আমি,
ভাবিনু এবার দয়া করিলেন অন্তর্য্যামী।
পাত্রটী ভাগিনা তাঁর, তাঁহারি বাড়ীতেবাস,
মায়ে পোয়ে বাপনাই কাজ কি সে ইতিহাস।
প্রথমে সাক্ষাৎকালে খুব ভদ্রব্যবহার,
হেঁটহ'য়ে হাতযুড়ে দিব্বি এক নমস্কার।
খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা, বিনয়ের পারাবার,
পাড়িতে আসল কথা, করিলেন মুখভার।
বেজায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন "মহাশয়,
সহরেতে চেষ্টাকরা ভাল পরামর্শনয়।
আপনি আমার কাছে এসেছেন তাই কই,
সহরের লোকে আর জানে নাক টাকা বই।
যেখানে যাবেন শুধু, শুনিবেন 'টাকা, টাকা',
গরীবের জাতকুল হইয়াছে ভার রাখা।
ভাগিনা আমার এই পড়িতেছে বিএ ক্লাসে,
আমিত নেবোনা কিন্তু তাতে কিবা যায় আসে।
কতলোক করিতেছে উমেদারী কতরূপ,
অন্দরে অন্দরে কথা দেখেশুনে আছি চুপ।
এখনি প্রস্তুত দিতে নগদে পঞ্চহাজার,
তার পর, কত আছে সে কথা কি ক'বআর।
টাকানিয়ে সাধাসাধি করিতেছে দলে দলে,
কাঞ্চনের প্রলোভনে মুনিদেরও মন টলে।
থাকুক সে বাজেকথা আমিত বলেছি ঠিক,
'ছেলে বেচে টাকা নেওয়া' ধিক্ শত ধিক্।
একটি পয়সা আমি নেবনা নেবনা কভু,
যে কথা সে কাজ আহা শেষ টা শুনুন তবু।
বলেইছি আমি মামা, দিদি মা বরের যিনি,
চারি দিকে দেখেশুনে কত কথা কন তিনি।
জানেন ত, হতভাগা আমাদের এইদেশ,
নারীকুল অশিক্ষিত, দুর্দ্দশার এক শেষ।
দিদি চান, কেমনেতে সে কথা ফেলিবঠেলে,
তিনিইত বরের মা, তা'তে এই এক ছেলে।
স্ত্রীলোক হাজার হোক কত বুদ্ধি হবে আর,
চান তিনি, ভালমেয়ে রূপেগুণে চমৎকার।
গহনা যা দেন, তবে, গা'সাজান প্রয়োজন,
জানেনত সহরেতে জড়োয়ারই প্রচলন।
নগদের কথা থাক থাকিতে আমার প্রাণ,
কে নেবে বরের পণ তবে যৌতুকের দান।
কাঁসা পিতলেরদ্রব্য উঠেগেছে একেবারে,
দেখুন না, ঘর ছাওয়া কতরূপ ফর্ণিচারে।
এসব দিতেই হ'বে, (আর) টেবিল চেয়ার খাট,

দেরাজ, অল্মারী, বাকস,—ছেলেটি যে ফিট্‌ফাট্।
টয়লেট্ একসেট্, টি সেট্,—আর ডিনার,
ইংরেজী বিছানা গদী যেমন দস্তুর যার।
পোষাক ফ্যাসান সই, সিল্ক কোট ট্রাউসার্,
রুমাল, কলার, টাই ছাইভস্ম কতআর।
ওহো হো হীরার আংটি ঘড়ি চেন জড়োয়ার,
ওসব কি থাকে মনে দেখুন কি অত্যাচার।
কলিকালে হয়েগেছে এসব দেশাচার,
সকলেই ব্যস্তলয়ে তুচ্ছচীজ দুনিয়ার।
তারপর ফুলশয্যা, বরের তত্ত্বতালাস,
আমিকর্ত্তা শুধুনামে, তাতেই ব'লেখালাস।"
পণ্ডিতটি চেরাবালি, কথার বাঁধুনী খুব,
শিবরাত্রি উপবাসে জলখান দিয়ে ডুব।
তুলসীর মত পাতা প্রকৃত বিছুটি বৃক্ষ,
উপরে মেষের চর্ম্ম, ভিতরে ব্যাঘ্র ঋক্ষ।
মূর্খত্ব ইহার চেয়ে শতগুণে শ্রেয়স্কর,
"মণিনাভূষিতঃ সর্পঃ" প্রকৃতই ভয়ঙ্কর।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

উদ্দীপনা ।২।

(বিজয়াবসানে)

অন্ত্যজ অস্পৃশ্য অতি, নাহি আর কোন গতি,
দ্বিজ-পদ সেবা যার ধর্ম্ম সনাতন।
জীর্ণ-বস্ত্র পরিধান, স্কন্ধে বহে দ্বিজ-যান,
উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে করে জীবন ধারণ।
তুমি কি কায়স্থ সেই শূদ্রের নন্দন! ॥১॥
বিবাহ ব্যতীত যার, নাহি অন্য সংস্কার,
শাস্ত্রহীন ভ্রষ্টাচার অধম দুর্জ্জন।
নাহি জানে বেদমর্ম্ম, বর্ণাশ্রম যজ্ঞধর্ম্ম,
শ্বা শ্বপচ সম যার ঘৃণিত জীবন।
তুমি কি কায়স্থ সেই শূদ্রের নন্দন? ॥২॥
যজ্ঞের হবিতে যার, মন্ত্রে নাহি অধিকার
রয়েছে উদ্যত সদা শাস্ত্রের বচন।
অজ্ঞাতে স্পর্শিলে কেহ, অশুদ্ধ হইবে দেহ,
যাহার সংস্রব দ্বিজপাতিত্য কারণ।
তুমি কি কায়স্থ সেই শূদ্রের নন্দন? ॥২॥
অকার্য্য অখাদ্য তার, নাহি ভেদাভেদ যার।
জঘন্য যাহার অন্ন রুধির মতন।
বৃষল জঘন্য দাস, অবরজ দ্বিজদাস,
অভিধানে রহিয়াছে গৌরব এমন।
তুমি কি কায়স্থ সেই শূদ্রের নন্দন? ॥৪॥
যারে উপদেশ দিলে, যার উপদেশ নিলে,
ব্রাহ্মণের হয় ধ্রুব নিরয়ে গমন।
দ্রব সীশা কর্ণতলে, উষ্ণঘৃত ঢালিগলে,
যাহার পাপের শাস্তি দিবে বিপ্রগণ।
তুমি কি কায়স্থ সেই শূদ্রের নন্দন ॥৫॥
সম্পদ-সঞ্চয় যার, নাহি শাস্ত্রে অধিকার,
সবলে কাড়িয়া বিপ্র নিবে শূদ্রধন।
শূদ্র চির-বিপ্রদাস, কিছুতে দাসত্ব পাশ,
ছিন্নতার এজনমে হবেনা কখন।
তুমি কি কায়স্থ সেই শূদ্রের নন্দন? ॥৬॥
কখনও কল্পনায়, করে যদি অভিপ্রায়,
লইতে ব্রাহ্মণ সনে সমান আসন।
কি ভীষণ শাস্তি বাপ, জলন্ত লৌহের ছাপ,
নিতম্বে দাগিয়া দিবে চিরনির্ব্বাসন।
তুমি কি ঘৃণিত সেই শূদ্রের নন্দন? ॥৭॥
জানি না কি ছলনায়, শূদ্রত্বে ডুবেছ হায়,
ভাবি দেখ আপনার জন্মবিবরণ।
চিত্রগুপ্ত বংশধর, ছিলে রাজ-রাজেশ্বর,
ক্ষত্রিয় কুলের তুমি উজ্জ্বল-রতন।
তুমি শূদ্র কোন মূর্খ বলে এবচন ॥৮॥
মোহ নিদ্রা পরিহরি, উঠ ভগবান্ স্মরি,

আত্ম-অধিকার ত্বরা করহ গ্রহণ।
নবতেজে নববেসে, কর্ম্মভূমি পশ এসে,
ক্ষত্রিয়ের শৌর্যবীর্য্য কর প্রদর্শন।
শত্রুমুখে চুনকালী, মিত্রদিবে করতালি,
লক্ষ লক্ষ ভাই দিবে স্নেহ-আলিঙ্গন।
মুগ্ধহবে আত্মশক্তি নেহারি তখন॥৯॥

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা।

শম্বূক ও সাগর।৩।

(সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত)।

শম্বূক—

কিগুণে, হে সিন্ধো, তব এত অহঙ্কার?
অধম শম্বূক আমি, আশ্রয়ে তোমার
নারিনু হইতে শঙ্খ! ধন্য সে মলয়ে—
ধুস্তূর চন্দন হয় যাহার আশ্রয়ে!

সাগর—

সত্য হে শম্বূক তাহা, কিন্তু বেণুগণ
থাকিয়ে মলয়ে কভু নহেত চন্দন।
নহিলে যোগ্যতা শুধু আশ্রয়ে কি ফল?
অন্তঃসার-বিহীনের সহায় নিষ্ফল!

শ্রীঅঘোরনাথ বসু।

মৃত্যু।৪।

(সংস্কৃত হইতে অনূদিত)।

পতির বিরহে সতী সাধ্বীর মরণ,
মানভঙ্গে মৃত্যুগণে সদা মানিগণ,
জনরবে সুজনের মরণ বিহিত,
নিগ্রহে সতত মৃত্যু মানে সুপণ্ডিত,
পরস্ত্রী দর্শনে মরে কুটিল যে হয়,
নিগুণের মৃত্যু যদি দেশান্তরে রয়,
ভৃত্যাভাবে মৃত্যুভাবে ধন শালিজন,
ধর্ম্মযা'র নাহি তা'র জীবন (ই) মরণ।

শ্রীঅঘোরনাথ বসু।

পত্নীবিয়োগে।৫।

(জন্ম ১২৯১ লক্ষ্মীপূর্ণিমা মোচনা, ফরিদপুর। মৃত্যু ১৩২০ ৫ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার রাজবাড়ী, ফরিদপুর)।

(১)

সতীলক্ষ্মী স্বরূপিণী,
আমার হৃদয়-রাণী,
ঢলিয়া পড়েছে কালকীটের দংশনে।
সেই বিষণ্ণ বদন,
সেই মুদিত নয়ন,
স্তিমিত চন্দ্রমা যেন প্রভাত গগণে।
হায়রে কুসুম হেন,
দাগিবে অনলে কেন,
সুবর্ণ-প্রতিমা কেন তীব্র হুতাশনে?

(২)

মূর্ত্তিময়ী পবিত্রতা,
দয়া, মায়া, উদারতা,
স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা জন্মের মতন,
অই চিতানলে হায়!
ভস্মীভূত হ'য়ে যায়,
জীবন-সর্ব্বস্ব মোর অমূল্য রতন।

(৩)

কি দুঃখে কি ক্ষোভে হায়,
অহো! হৃদি ফেটেযায়,
পাঁচটী অবোধ শিশু ফেলিয়া হেথায়,
কোথায় চলিলে প্রিয়ে! শারদ উষায়?

(৪)

স্নেহভুলে, মায়াভুলে,
ভাসাইয়া অশ্রুজলে,
প্রেয়সিরে! একাকিনী চলিলে কোথায়,
একক ও অসহায় ফেলিয়া আমায় ?

(৫)

জানিতাম আগে যদি,
কাঁদিতাম নিরবধি,
দেখাতেম হৃদয়ের প্রতিকক্ষ খুলে,
মরমে যাতনা কত কি যে স্মৃতিজ্বলে।

(৬)

দেখিতাম প্রাণভ'রে
এ জীবনে চিরতরে,
প্রণয়-মাধুরী-মাখা লাবণ্য তোমার,
পীযুষ বচন তব শুনিতাম আর।

(৭)

অতৃপ্ত প্রাণের ভাষা,
সেই সাধ সেই আশা,
রহিবে মরমে মোর করিতে দহন,
কাঁদিবে পরাণ স্মরি তব বিসর্জ্জন।

(৮)

করিয়াছি দৃঢ়পণ,
ভুলিবনা কদাচন,
সেই তব পূতমূর্ত্তি—বিষণ্ণ বদন,
সেই দীর্ঘশ্বাস সেই সংরুদ্ধ লোচন।

(৯)

মূঢ় ভ্রান্ত, আমি নর,
তাই কাঁদি নিরন্তর,
জন্ম তব মৃত্যু তরে নহে কদাচন,
এতোনহে অভিশাপ—নির্ম্মম মরণ।

(১০)

যেথানে বিধাতা কাছে,
জনক জননী আছে,
শ্বশুর শ্বাশুড়ী সদা বিরাজে যথায়,
সেই স্থানে গে'ছ তুমি,
ত্যজিয়া এ পাপভুমি,
শান্তিময় দিব্যধামে পুণ্য প্রতিভায়॥

(১১)

কর্ম্মফল ফুরাইলে
আমিও যাইব চলে,
অচিরে আমিও তব হ'ব সহচর,
মিটিবে মনের সাধ—জুড়া'বে অন্তর।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা।

কাকসংবাদ।

সম্পাদক মহাশয়! নমস্কার, দীর্ঘকাল আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। স্বভাবের প্রভাবে আমরা পক্ষিবৃন্দও আপনাদের ন্যায় শোক-দুঃখের অধীন। অধুনা মন, শোকে দুঃখে অন্ন-চিন্তায় শত বৃশ্চিক দংশন অনুভব করিতেছে। মন অসুস্থ থাকিলে দেহও অবসন্ন হথয়া পড়ে কর্ত্তব্যকর্ম্মেও প্রবৃত্তি থাকে না। কত দিন

মনে করিয়াছি, আপনার সঙ্গে দেখা করিয়া এ অশান্তিময় জীবনকে আপনার উপদেশামৃত পান করাইয়া কার্য্যক্ষম করি, ভাবিয়াছি বটে, কিন্তু ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। বর্ত্তমানে আমার মানসিক অবস্থা শোচনীয় হইলেও, আমি কায়স্থাখ্য ক্ষত্রিয়জাতির কথা, জন্মাবধি স্নেহাস্পদা কায়স্থ প্রতিভার কথাও প্রতিভার প্রেমময় প্রবীণ সম্পাদকের কথা বিস্মৃত হই নাই। বুঝিবা এজীবনে বিস্মৃত হইবার সাধ্যও নাই। আজ আমি বহুদিন পরে কোথায় আপনার সহিত মধুর সম্ভাষণ করিব, না কতগুলি অপ্রিয় কঠোর সত্য বলিতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি। আপনাদের মানবীয় নীতিশাস্ত্রে "সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে অপ্রিয় সত্য বলিবে না" এই যে নিষেধ বাক্য আছে; আমাদের পক্ষিসমাজে ঐ নীতি বাক্যের মর্য্যাদা কতটা রক্ষিত হয়, বলিতে পারি না; তবে আমাদের বায়স কুলে যে উহা চির-উপেক্ষিত তাহা অনেকেই জানেন। অপ্রিয় সংবাদ প্রদান করাই যখন আমাদের কুল-ধর্ম্ম, তখন উল্লিখিত উচ্চ নীতির আমরা সম্পূর্ণ অনধীন তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। প্রতিভা দীর্ঘজীবন লাভ করুক—দিনে দিনে তাহার কলেবর পরিপুষ্ট হউক—সকলেই তাহাকে ভালবাসুক, দেখিয়া পরমা তৃপ্তি লাভ করি, ইহাই হৃদয়গত বাসনা। প্রতিভা নিন্দনীয়া হইলে—সাধারণের বিদ্বেষের পাত্রী হইলে—কুরুচির আশ্রয়স্থল হইলে—স্বীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃতি সাগরে ডুবাইলে বাস্তবপক্ষেই হৃদয়ে যে অশান্তির উদ্রেক হয়, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। প্রতিভার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ অনেক থাকিতে পারে, তাহা অগ্রাহ্য করা সকলের পক্ষেই সহজ—'ছয় বছরের; বালিকা বইত নয়!' পরন্তু প্রতিভা গায় পড়িয়া (ক) কলহাগ্নি প্রজ্বালিত করিলে ঝগড়াটে মেয়েকে কে ভালবাসিবে? এবিষয়ে প্রতিভার জনকের শাসন-শক্তি ও বিবেচনা-শক্তি তুল্য রূপে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। আমরা দেখিতেছি প্রতিভার জনক মহাশয়, বার্দ্ধক্যে সন্তান লাভে কৃতার্থ পিতার ন্যায় সন্তানের সর্ব্ববিধ আবদার অবিচারিত চিত্তে পালন করিয়া ভদ্র সমাজে নিন্দার্জ্জন করিতেছেন।

(ক) প্রতিভা কাহারও সহিত কখন ও "গায়পড়িয়া কলহাগ্নি প্রজ্বলিত" করে না, কাকমহাশয় কোন্ সুদূরস্থ কাননে মধুর ফলাস্বাদনে নিযুক্তছিলেন, জানি না সভ্যজগতের বিষয় তিনি না জানিয়া এই প্রকার অন্যায় দোষ প্রতিভার স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন। "শ্যামবর্ণ" সম্বন্ধে যে প্রকার সুদীর্ঘ সমালোচনা ও তর্ক বিতর্ক বাদবিতণ্ডার একটী প্রবল ঝটিকা প্রতিভার মস্তকোপর প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা প্রতিভার পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী মহাশয়ের "সমালোচনা" শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায় বিশারদ মহাশয়ের "গোড়ায় গলদ" ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের "শ্যামবর্ণ" শীর্ষক ৩টী প্রবন্ধ আমরা প্রত্যাখ্যান করিয়া কলহাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছিলাম। কয়েকমাস পরে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার প্রতিবিধিৎসা চরিতার্থে মানভূম পত্রিকায় মাসাবধি ক্রমান্বয়ে ৫টী দীর্ঘ প্রবন্ধে প্রতিভার সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত মহাশয়কে আক্রমণ করিয়া যথোচিত সৎকার করিয়াছিলেন। ইহার একটী প্রবন্ধও কাকমহাশয় পাঠ না করিয়া আমাদিগকে কোনকথা জিজ্ঞাসা না করিয়া অকস্মাৎ এই কাক সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন। বিবাদাগ্নি পুনঃ প্রজ্বলিত হইবে আশঙ্কায় আমরা উহা মুদ্রিত করিনাই। কিন্তু কাক মহাশয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়া তিনি আমাদের পরম হিতৈষী বন্ধু বলিয়া আমরা নিতান্ত অনিচ্ছায় উহা এবং উহার কৈফিয়াত মুদ্রিত করিলাম এই সম্বন্ধে আর কোনও প্রবন্ধ আমরা মুদ্রিত করিব না।

সম্পাদক।

ছেলে-মানুষের ভাল মন্দ জ্ঞান থাকে না, তাহাকে যে যাহা দেয়, সে তাহাই আদরে তুলিয়া লয়—কাঁচ কাঞ্চনের পার্থক্য সে বুঝে না। প্রতিভার অভিভাবক মহোদয় কি তাহার কৃতকার্য্যের জন্য দায়ী নহেন? প্রতিভার জন্ম সমাজ-সেবার উদ্দেশ্যে—সমাজে বিরোধানল প্রজ্বলিত করিয়া সমাজ ধ্বংসের জন্য নহে! এ কথা অভিভাবক মহাশয়ের সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। বিগত ভাদ্র মাসের প্রতিভা "আত্ম-বিলাপ" নামে শিষ্টাচারবর্জ্জিত, পীড়াদায়ক, দুর্গন্ধময় একটা কবিতা বক্ষে ধারণ করতঃ সমাজ-হিতৈষী, সুরুচিপ্রিয়, ব্যক্তিমাত্রকেই ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। ঐরূপ কবিতা প্রকাশে জঘন্য রুচির ও কলহ-প্রিয়তার পরিচয় প্রদান ভিন্ন যে কি লাভ আছে, তাহা আমরা বুঝি না। "শ্যামবর্ণ" মীমাংসা জন্য আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রজ্ঞ কতিপয় কায়স্থ বন্ধু, প্রতিভাবক্ষে দীর্ঘকাল বাদ-প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী অন্যতম। বিচারে কে জয়ী, কে পরাজিত, তাহা সুধী পাঠকেরা বুঝিয়াছেন। যদি স্বীকার করা যায়, শাস্ত্রী মহাশয়ই পরাস্ত হইয়াছেন, তাহাতেই বা কি আসে যায়! তাঁহাকে অভদ্রোচিত ভাবপূর্ণ ভাষায় আক্রমণ করিয়া যে কি বীরত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা আপনারাই বলিতে পারেন। বাদ প্রতিবাদের সময় শাস্ত্রীমহাশয় যদি দাম্ভিকতা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তখনই তাহার উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। আজ দীর্ঘকাল পরে বিনা প্রয়োজনে নির্ব্বাপিত অগ্নি পুনঃ জ্বালাইয়া কায়স্থসমাজে আত্মবিচ্ছেদের আত্মকলহের বন্যা ছুটাইয়া ফল কি? ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রকাশের স্থান প্রতিভা নহে। ভূতপূর্ব্ব খেউর প্লাবিত বঙ্গদেশে খেউরের অস্তিত্ব একেবারে যাইবার নহে; "আত্ম-বিলাপ" কবিতাটী তাহা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছে! আমরা বিশ্বাস করি, সুবুদ্ধি শাস্ত্রীমহাশয়, এ কবিতাটী হাসিয়াই উড়াইয়া দিবেন—কোনও প্রত্যুত্তর দিবেন না। তাঁহার প্রতি অবিচার ও কায়স্থসমাজ এবং প্রতিভার অপকার হইতেছে মনে করিয়াই আপনাকে জানাইলাম। আশা করি, অতঃপর ব্যক্তিগত অথবা কুৎসিৎ আক্রমণসূচক কোন প্রবন্ধ বা কবিতা স্পর্শে প্রতিভার নির্ম্মল অঙ্গ কলুষিত করিবেন না। প্রতিভার মঙ্গল, আপনার সম্মান ও সমাজের কল্যাণ অব্যাহত রাখার সঙ্কল্পেই এত কথা বলিলাম,—রুষ্ট হইবেন না। এতক্ষণ প্রতিভার সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলিলাম; এখন আপনার সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলিয়াই আমি আজকার মত চলিয়া যাইব। আপনি কায়স্থজাতির ব্রাত্যত্ব বিনাশ জন্য শেষজীবন নিয়োগ করিয়াছেন; ইহা জানি। আপনার অক্লান্ত পরিশ্রমে কায়স্থজাতির কিয়দংশ যে ব্রাত্যতা হীন হইয়া জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে; তাহাও কাহারও অজ্ঞাত নহে। বার্দ্ধক্যে যৌবনের উদ্যমশীলতা আপনার মধ্যেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যতদিন আপনার দেহে প্রাণ থাকিবে, ততদিন আপনার নিকট কায়স্থসমাজ অনেক আশা রাখে। বর্ত্তমানে আমরা দেখিতেছি, জাতীয় কার্য্যে কেহই বড় ব্রতী নহেন,—কার্য্যে যেন ভাটা ধরিয়াছে। কাগজে কলমে যতটা হয়, তাহাই হইতেছে। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ভ্রমান্ধকারে নিমজ্জিত স্বজাতিবৃন্দকে

আলোক প্রদানের জন্য, কই কাহাকেই ত আর তেমন উৎসাহের সহিত আত্ম-নিয়োগ করিতে দেখিতেছিনা। কায়স্থ-নেতৃগণ কি মনে করিতেছেন; তাঁহাদের ধৃতব্রত উদ্যাপিত হইয়া গিয়াছে। আপনিও মফঃস্বলের মুক্ত বায়ু পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার অস্বাস্থ্যকর বদ্ধবায়ুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। স্বজাতির কথা যেন ক্রমেই ভুলিতেছেন। অশক্ত দেহ লইয়া গ্রামে গ্রামে পর্য্যটন করা আপনার পক্ষে কষ্টকর হইলেও বর্ষার সময় ত মফঃস্বলে যাতায়াত ক্লেশকর থাকে না। আপনি একবার মাত্র কোন স্থানে গেলে যে কায হয়, অন্য দশ জনের দ্বারা তাহা নিষ্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। অনেকেই আপনার কলিকাতা-বাসে বলিতেছে যে,—কালীপ্রসন্ন বাবুও ক্রমশঃ অন্য বাবুদের ন্যায় স্বজাতিহিতৈষী হইয়া উঠিতেছেন। দিন কত তাঁহার হৃদয়ে যেমন অকৃত্রিম স্বজাতিপ্রেম উছলিয়া উঠিয়া সন্নিহিত হৃদয় মাত্রেই প্রভাব বিস্তার করিয়া জাতীয় কার্য্য অনেকটা প্রসারিত করিয়াছিল, আজ যেন তাহা অদৃশ্য প্রায়! তিনি বহু স্বজাতিকে "গাছে তুলিয়া মই কাড়িয়া লওয়ার ন্যায়" উপবীত গ্রহণ করাইয়া সামাজিক লাঞ্ছনার হাত হইতে উদ্ধারের উপায়বিধান না করিয়া শুধু বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। উপবীতীর সংখ্যা বর্দ্ধনের চেষ্টা না করিলে অল্প সংখ্যক উপবীতী যে কিরূপ সামাজিক বিড়ম্বনা ভোগ করে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহই বুঝিতে পারে না। (খ এ সমস্ত কথা অর্থশূন্য কি না, তাহার বিচার করিতে আমি আসি নাই। যাহা শুনিতে পাই, তাহাই আপনার সন্নিধানে প্রকাশ করিলাম। মফঃস্বল ত্যাগ করায় লোকে ঐরূপ বলিতেছে। আপনি মফঃস্বলের কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া থাকিলে আপনার অঙ্গুলি হেলনে যে জাতীয় কার্য্য হইত; আপনার সহরবাসে আপনার আনুকুল্য বঞ্চিত শত জনের দ্বারা সেরূপ কার্য্যের আশা করা যায় না। ব্যক্তি-বিশেষের বাক্যের ও কার্য্যের এমনতর বিশেষত্ব থাকে, যাহা সকল ব্যক্তিতে সম্ভবে না। যে যাহাই বলুক, এ বৃদ্ধ বয়সে "মরণের প্রতীক্ষায়" ভাগীরথী তীরে বসাই সমীচীন। কে তাহা অস্বীকার করিবে? তবে মধ্যে মধ্যে মফঃস্বলে যাতায়াত করিলে জাতীয়-কার্য্য—আপনার জীবনের আরব্ধ বিশেষ কার্য্য যে অনেকটা সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে পারে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। কৃত্রিম স্বজাতিহিতৈষণায় ভরপুর বাবুদের ন্যায় শুধু কাগজে কলমে, স্বকার্য্য ব্যপদেশে মফঃস্বলে গমন করিয়া দুই একটা বক্তৃতায়, আপনি কখনি জাতীয় কার্য্য করিতে চাহেন নাই;

(খ) প্রচার সম্বন্ধে কাক মহাশয় যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য, আমি পূর্ব্বে পূর্ব্বে বর্ষার সময় নৌকাযোগে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংস্থাপিত কৃষিব্যাঙ্ক পরিদর্শন উপলক্ষে ফরিদপুর জিলার নানাস্থানে ভ্রমণ করিতাম, আমার দৈনিক ব্যয় প্রায় চারি টাকা কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাকে পাথেয় বলিয়া দিতেন। আজ ২ বৎসর হইল উক্ত কার্য্যে অন্যলোক নিযুক্ত হইয়াছে আমার আর্থিক অবস্থা এমন নহে যে দৈনিক উক্ত টাকা ব্যয় করিয়া ভ্রমণ করি। যদি কোন ধনবান্ কায়স্থ মহোদয় দয়া করিয়া উক্ত হারে অন্ততঃ এক মাসের ব্যয় ১২০, আমার পরম বন্ধু ও কায়স্থ সমাজের প্রকৃত হিতৈষী ৮।১নং খালধার চিৎপুর কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের নিকট প্রদান করেন, তবে উক্ত ঘোষ মহাশয়ের এক সঙ্গেই আমি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া কায়স্থমহোদয়গণকে উত্তেজিত করিয়া কাক মহাশয় লিখিত অপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারি।

সম্পাদক।

কৃত্রিমতা আপনাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাই কেবল মাত্র আপনাকে কাগজ পরিচালনে সমগ্র মন-প্রাণ সমর্পণ করিতে দেখিয়া প্রচার কার্য্যে একেবারে উদাসীন দর্শনে জাতীয় অপচয় উপলব্ধি করত অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিলাম; নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন। ভাবিয়া দেখুন,—আপনার প্রচার-ক্ষেত্রে, আপনার অভাবে জাতীয় কার্য্য এক পদও অগ্রসর হইয়াছে কি না। উপবীতীগণ ক্রমেই যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছেন। বিরোধী ব্রাহ্মণেরা যেমন নির্য্যাতনের শত উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন; সাহায্যকারী ব্রাহ্মণেরাও ক্রিয়াকাণ্ডের সহায়তা ব্যপদেশে চাপ দিয়া উপবীতী যজমানের নিকট অতিরিক্ত অর্থ শোষণ করিতেছেন। এ নির্য্যাতন উপবীতীর সংখ্যা বর্দ্ধন ব্যতীত যাইবার নহে। আমি বিনীতভাবে আপনাদের ন্যায় নেতাদের কাছে প্রার্থনা করি, আপনারা আর একবার সমগ্র মন প্রান দিয়া জাতীয় সংস্কার কার্য্যে নামিয়া পড়ুন। বর্দ্ধমানের জলপ্লাবনের মত আপনাদের হৃদয়স্থ স্বজাতি-প্রেমের প্লাবনে বঙ্গীয় কায়স্থের হৃদয় ডুবাইয়া ব্রাত্যতা কলঙ্ক ধুইয়া ফেলুন। প্রেমপ্লাবন ফলে শূদ্রতা মরিয়া যাক্—কায়স্থজাতি ধন্ত হউক। আপনারা কাকের কথা শুনিবেন কি? অনেক বলিলাম—আর না,—আজ তবে চলিলাম। (গ)

বিনীত,
শ্রীকাক।

(গ) এই কাকসংবাদের "কৈফিয়াত" আগামী মাসে বাহির হইবে।

সম্পাদক।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

সতী কাহিনী।—আনন্দবাজার পত্রিকায় আমরা একটী সতীদাহের বিবরণ পাঠ করিলাম। জেলা ২৪ পরগণান্তর্গত পাণিহাটী গ্রামের ঘোষপাড়ানিবাসী আনন্দপ্রসাদ হালদার মহাশয় ৫০ বৎসর বয়সে বিগত ৯ই আশ্বিন তারিখে পরলোক গমন করেন। পতিগত-প্রাণা স্ত্রী স্বামীর শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া প্রাণপণে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। চিকিৎসক বলিলেন মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই। এই কথা শুনিয়া সতী আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া, নিঃশব্দে গৃহের ছাদের উপর যাইয়া কেরোসিনতৈল-সিক্ত বস্ত্রে সমস্ত অঙ্গ আবৃত করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযুক্ত করিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, নিকটস্থ লোক সকলে আসিয়া অগ্নি নির্ব্বাপণ করিল, কিন্তু তখন সাধ্বীর পবিত্রাত্মা বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিয়াছে। ঠিক সেই সময়েই আনন্দপ্রসাদেরও মৃত্যু হওয়াতে পতি-পত্নীর যুগলদেহ পুষ্পমাল্যে সুশোভিত হইয়া একই চিতায় পাশাপাশি ভস্মীভূত করা হয়।

২। বঙ্গীয় কায়স্থসভার চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার।—প্রতিভার পাঠক মহোদয়গণ অবগত আছেন

যে, আজ বৎসরাবধি চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার সম্বন্ধে আমরা প্রশ্নত্রয় কায়স্থ পত্রিকার শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের নিকট উপস্থিত করিতেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার কোনও সদুত্তর না পাওয়াতে বিগত বিজয়াবসানে পত্র দ্বারা প্রশ্নত্রয়ের উত্তর-প্রার্থনা করি। সম্পাদক মহাশয় তদুত্তরে ভাদ্র সংখ্যার কায়স্থপত্রিকার ২১৯ পৃষ্ঠায় আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

"তৃতীয় প্রস্তাব।—বিবিধ। (খ)।——

চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে সংগৃহীত অর্থ বাঙ্কে দেওয়া,—সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, সম্পাদক, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ই যে ভাবে সাধারণ তহবিলের টাকা Thacker Spink & Co.র নিকট জমা দিয়াছিলেন এ ভাণ্ডারের টাকাও সেই ভাবে উক্ত ব্যাঙ্কে fixed deposit করিবেন। কিন্তু এখন জমা না দিয়া পূজার সময় দেওয়া হইবে। কারণ এখন সকল ব্যাঙ্কেই সুদ কম দিতেছে।"

আমাদের প্রশ্নত্রয় ছিল,—১। চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডারে কত টাকা জমা আছে,—২। উক্ত টাকা কোন্ ব্যাঙ্কে, কত টাকা সুদে জমা আছে। ৩। উক্ত সুদের টাকা দ্বারা দরিদ্র কায়স্থ বালক ও বিধবা স্ত্রীলোকদিগের সাহায্য কেন দেওয়া হইতেছে না। আমরা হিসাব করিয়া বলিয়াছিলাম যে, শতকরা মাসিক আট আনা সুদে (যাহা অনায়াস-লভ্য) ১৩ তের হাজার টাকার বার্ষিক সুদ ৭৮০৲ টাকা হয়। এই টাকা সৎকর্ম্মে ব্যয় না করিলে, লোকে চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে টাকা কেন দিবে? এই ত্রিবিধ প্রশ্নের মধ্যে দ্বিতীয় প্রশ্নটীর উত্তর আংশিকভাবে পাইলাম। কায়স্থ পত্রিকায় যাহা লিখিত আছে তাহাতে জানিলাম যে সম্পাদক মহাশয় গত পূজার মধ্যে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিবেন। ফলতঃ উক্ত টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে কি না তাহা আমরা জানি না। সম্পাদক মহাশয় উক্ত সংবাদটী সত্বর কায়স্থ পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন। আমাদের আরও কয়েকটী বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে। বিষয়গুলি কায়স্থ সমাজের মঙ্গলার্থে ও কায়স্থ-সভার সততা ও সুনামের জন্য নিতান্ত আবশ্যক। (ক) আমরা যতদূর জানি Thacker Spink & Co.র ব্যাঙ্কে উক্ত মিত্রজ মহাশয়ের নিজ নামে ও নিজের টাকার একটী হিসাব আছে। কায়স্থ সভার সাধারণ তহবিলের টাকা কি উক্ত হিসাবে জমা দিয়াছেন, না উক্ত সভার সম্পাদকের নামে পৃথক্ হিসাব খুলিয়াছেন। যদি তাঁহার নিজ নামীয় হিসাবে সাধারণ তহবিলের ও চিত্রগুপ্তভাণ্ডারের সমস্ত টাকা জমা দিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের মতে সম্পাদক মহাশয় অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। কেন না অন্য সম্পাদক নিযুক্ত হইলে কি কায়স্থসভার অবসান হইলে উক্ত সাধারণ তহবিলের ও চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের টাকার পরিণাম কি হইবে? (খ) কত টাকা সুদে উক্ত টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে। (গ) আজ দশ বৎসর চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের সংস্থান হইয়াছে; ইহার বার্ষিক সুদ দশ বর্ষে প্রায় ৪।৫ হাজার টাকা হইবে। এই টাকার দায়ী কোন্ ব্যক্তি হইবেন। এই দশ বৎসরের মধ্যে উক্ত টাকা জমা দেওয়া হয় নাই কেন? উক্ত টাকা কাহার নিকট কি অবস্থায় ছিল? বঙ্গীয় কায়স্থসভার এই ক্ষতি

কে পূরণ করিবে ? আজ এই পর্য্যন্ত। আশা করি শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয় আমাদের প্রশ্ন সকলের যথাযথ উত্তর দিয়া কায়স্থ সমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন।

৩। কায়স্থোপনয়ন।—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন,—বিগত ১৪ই কার্ত্তিক শুক্রবার শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজার দিবসে কোটালিপাড়া নিবাসী পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কালীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের আচার্য্যত্বে ও শ্রীযুক্ত শিবদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তন্ত্রধারকত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহাশয়গণ উপনীত হইয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত রামকিশোর মিত্রবর্ম্মা সাং দোলকুণ্ডী ফরিদপুর বয়স ৯০ বৎসর ২। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র সাং দত্তপাড়া ৩। শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র দত্ত সাং শিবপুর হাওড়া ৪। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত সাং কাশিমপুর, শ্রীহট্ট। শ্রীযুক্ত রামকিশোর মিত্র বর্ম্মা অতি বৃদ্ধবয়সে উপনীত হইয়া যে অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রাখিলেন তাহা সকলেরই অনুকরণীয়।

৪। কায়স্থোপনয়ন—ফরিদপুরের অন্তর্গত শৈলডুবী আর্য্য-কায়স্থ-সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—মহাশয়কে একটী সুসংবাদ দিতেছি। গতকল্য ১৪ই কার্ত্তিক ভগবান্ চিত্রগুপ্ত দেবের পূজার দিবসে শৈলডুবী গ্রামে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন রায় মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার ও কুঞ্জবিহারী মজুমদার মহাশয়দ্বয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ যথা শাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বিদ্যাধর রায়বর্ম্মা
" রসিকলাল রায়বর্ম্মা
" প্রিয়লাল রায়বর্ম্মা
" অক্ষয়কুমার ঘোষবর্ম্মা
" সুরেন্দ্রমোহন বিশ্বাসবর্ম্মা
" যোগেশচন্দ্র দেববর্ম্মা
" উপেন্দ্রকুমার চন্দ্রবর্ম্মা

৫। ক্লোরোফরম্ আবিষ্কারক ডাক্তার ডেভিট ওয়াল্ডী সাহেব। বর্ত্তমান সময়ে যে ক্লোরোফরম্ ব্যবহার করিয়া রোগীকে অজ্ঞান করা হয় তাহার আবিষ্কার সম্বন্ধে মহাত্মা ডাক্তার ওয়াল্ডী বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ডাক্তার সোবিরণ সর্ব্ব প্রথমে ক্লোরোফরম্ আবিষ্কার করেন। তাহার পরবর্ষে ডাক্তার লিবেগ তাহার সংস্কার করেন। তাহার দুই বৎসর পরে ডুমাস ক্লোরোফরম নামক জনৈক ফরাসী রসায়নবিদ্ ইহাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারোপযোগী করেন। এবং তাঁহার নাম হইতে এই অমূল্য ঔষধের নামকরণ হয়। কিন্তু তৎকালে ইহা এতাধিক দুর্গন্ধ ও তীব্র ছিল যে দুর্ব্বল রোগীকে ব্যবহার করিতে কেহই সাহসী হইতেন না। এই অবস্থায় ডাক্তার ওয়াল্ডী ইহার সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ইহাকে মৃদু-মধুর গন্ধযুক্ত ও ইহার উত্তেজক শক্তি মন্দীভূত করিয়া সমগ্র জগৎ বাসীর উপকারার্থে একটী অমূল্য তন্দ্রাপ্রদায়ক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া এই মর জগতে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। ১৮:৩ খৃষ্টাব্দে এই মহাত্মা স্কট্‌লাণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮৫৩ সনে ভারতে শুভাগমন করিয়া কাশীপুরে সর্ব্বপ্রথম একটী রসায়নিক

ঔষধালয় স্থাপন করেন। ১৮৫৬ সনে তিনি কলিকাতায় আসিয়া এসিয়াটিক্ সোসাইটী পুস্তকালয়ের জনৈক সদস্য নিযুক্ত হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার সহকারী সভাপতি ছিলেন। ১৮৬৭ সনে তিনি নানাবিধ পরীক্ষাদ্বারা কর্ত্তৃপক্ষগণকে জানান যে কলিকাতার নিম্নে যে গঙ্গা নদী প্রবাহিতা হইতেছে তাহার জল অতীব নির্ম্মল ও দোষশূন্য। তিনি ৭৬ বর্ষ বয়সে পরলোকে গমন করেন। তিনি কথনও শিমলা, দারজিলিং স্বাস্থ্য নিবাসে গমন করেন নাই, সর্ব্বদাই কলিকাতা ও কাশীপুরে বাস করিতেন। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিরোগী ও বলিষ্ঠ ছিলেন। তিনি প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য জল, বায়ু ইত্যাদি পরিবর্ত্তনের আবশ্যক করে না।

৬। কায়স্থোপনয়ন—পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—গত ৬ই কার্ত্তিক ১৩২০ বিক্রমপুর চিকনীসার নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র দেব রায়বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আচার্য্যত্বে ও শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। সভায় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুলিন কায়স্থ ও অন্যান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গুহ। প্রতাপচন্দ্র দেবরায়। গিরিশচন্দ্র দেবরায়। বিজয়চন্দ্র দেবরায়। সতীশচন্দ্র দেবরায়। অনন্তচন্দ্র দেবরায়। মণীন্দ্রচন্দ্র দেবরায়। শ্রীমন্তকুমার দেবরায়। এবং বিনয়ভূষণ দেবরায়।

৭। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।—বিগত ২৮শে আশ্বিন লক্ষ্মীপূজার দিবসে কোন্নগর মন্দির পাড়া নিবাসী উপবীতী ক্ষত্রিয় কায়স্থ, স্বধর্ম্ম নিরত ৺নন্দগোপাল মিত্র দেববর্ম্মা মহাশয় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছেন। তিনি ১৩১৫ সনে সর্ব্বাগ্রে কোন্নগরে উপনীত হইয়া বিপুল সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে অনেকেই উপনীত হইয়াছেন। কোন্নগর কায়স্থ সভার সৃষ্টি হইতে তিনি উহার একজন বিশেষ উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। তাঁহার পুত্রগণ ক্ষত্রিয়াচারে তাঁহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

৮। বিগত ২০শে কার্ত্তিক কানপুরে হিন্দুগণ মহা সমারোহে গোপাষ্টমী সম্পন্ন করিয়াছেন। পুরাতন কানপুরে একটী প্রকাণ্ড গোশালা নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। গাভীগণ নানাবর্ণের বস্ত্রে সুরঞ্জিত হইয়া দলবদ্ধ অবস্থায় নগরের প্রধান প্রধান রাজপথ দিয়া উক্ত গোশালায় আনীত হয়; তথায় যাগযজ্ঞদ্বারা যথাশাস্ত্র গোপূজা সম্পন্ন হয়। গোকুল যদিও আমাদের উপাস্য দেবতা তথাপি গোষ্ঠাষ্টমী কলিকাতার ন্যায় মহানগরেও রক্ষিত হয় না। আমরা আশাকরি বঙ্গদেশের হিন্দুগণ কানপুরের আদর্শে গোপাষ্টমী আগামী বর্ষ হইতে সম্পন্ন করিবেন।

৯। মোটরকার। আজকাল কলিকাতার ন্যায় জনযানপূর্ণ রাজবর্ত্মে অতি দ্রুতগামী মোটর কারের উৎপাতে নরনারী বালক বালিকাগণ সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত। এমত দিন প্রায়ই নাই, কোন না কোন ব্যক্তি মোটর কারের

চক্রাঘাতে হতাহত না হইতেছে। সম্প্রতি স্থইনে নামক একজন ইংরেজ মহাত্মা রেলগাড়ির এঞ্জিনের সম্মুখে গোরক্ষক cow catcher ন্যায় একটী অপূর্ব্ব যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। মোটর-কার কি রেলগাড়ির সন্মুখে এই কল সংযুক্ত করিলে সম্মুখে কোন জীবজন্তু পতিত হইবামাত্র উক্ত যন্ত্রস্থিত জাল সম্প্রসারিত হইয়া উহাকে ধারণ করিবে, উহার শরীরে কোন আঘাত লাগিবে না। সম্প্রতি উক্ত মহাত্মা একখানি মোটরকারের সম্মুখে তাঁহার আবিস্কৃত যন্ত্র সংলগ্ন করিয়া চালককে অতিদ্রুত চালাইতে আদেশ দিয়া নিজেই তাহার সম্মুখে পতিত হইলে যন্ত্রের সাহায্যে অক্ষত দেহে উত্থিত হইয়াছিলেন। লণ্ডন নগরে সম্প্রতি উক্ত যন্ত্রের পরীক্ষা হইয়াছে, এবং তৎকালে বহুলোক তাহা দর্শন করিয়াছিলেন। আমরা আশা-করি যে সকল মহাত্মা কালকাতার ন্যায় জনা-কীর্ণ স্থানে মোটরকারে পরিভ্রমণ করিতে আনন্দানুভব করেন তাঁহারা স্থইনে সাহেবের নবা-বিস্কৃত জীবন রক্ষক (Life Guard) তাঁহাদের মোটরকারের সম্মুখে সংলগ্ন করিয়া দিয়া পথিক গণের জীবন রক্ষা করিবেন।

১০। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ। বগুড়া জেলার অন্তর্গত গেপীনাথপুর হইতে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দাস দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন। উক্তজেলান্তর্গত রায়কালী মিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত সরকার দেববর্ম্মা কবিরঞ্জন মহাশয়ের পিতৃব্যদেবের দ্বাদশ দিনে শ্রাদ্ধ বৃষোৎ-সর্গ বিগত ২৭ আশ্বিন ক্ষত্রিয়াচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত কার্য্যোপলক্ষে স্বর্গীয় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র নবদ্বীপের প্রবীণ স্মার্ত্ত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, বিক্রম-পুর ধামুকা নিবাসী বহুপঙ্কগোত্রীয় বৈদিকের গুরু পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর সাংখ্য ভূষণ, শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হরিকিশোর বিদ্যারত্ন এবং জয়পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রামকুমার শাস্ত্রী মহাশয়গণ আগমন করত সভার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত কমললোচন চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্রনারায়ণ বাগচি মহাশয়দ্বয় উক্ত শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়া প্রকৃত সৎসাহসের পরিচয় প্রদানে ব্রাহ্মণের কার্য্য করিয়াছিলেন। কবিরঞ্জন মহাশয়ের সৎগুণাবলীতে আকৃষ্ট হইয়া এতদ্দেশীয় বিবিধ সমাজের বহু কায়স্থমহাশয়-গণ বহু কষ্ট স্বীকারে শ্রাদ্ধ দিনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কবিরঞ্জন মহাশয়ও সকলকে যথাযোগ্য আদর সম্ভাষণ ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া উত্তমরূপে ভোজন করাইয়াছিলেন।

১১। পরশ-পাথর অথবা স্পর্শমণি। এত-দিন পরে বোধহয় পরশ-পাথরের আবিষ্কার হইয়া গেল। মধ্যযুগের রাসায়নিকগণ এই জন্য বহু পরিশ্রম ও গবেষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হন নাই। অধুনা অধ্যাপক সডী বলিতেছেন যে বৈদ্যুত শক্তিই প্রকৃত স্পর্শমণি। এইক্ষণে বিদ্যুজ্জ্বালা লক্ষ ভোল্‌ট (Volts) পর্য্যন্ত উত্তেজিত হইতে পারে কিন্তু এই তড়িচ্ছক্তি যদি দশগুণ পরিবর্দ্ধিত করা যায় তবে সকল নিকৃষ্ট ধাতুকে সুবর্ণে পরিণত করা যাইতে পারে। আমাদের কাল-কাতাস্থ বৈজ্ঞানিক মহাশয়গণ চেষ্টা করিলে ক্ষতি কি? সুবর্ণের মূল্য কমিয়া গেলে জগতে একটী বৃহৎ হুলস্থুল পড়িবে। আমরাও "সম-লোষ্ট্রাশ্ম কাঞ্চনঃ" হইব।

১২। সংবাদপত্রের শক্তি ও মাহাত্ম্য। পূর্ব্বকালে সংবাদপত্রের ব্যবসায়কে (Journalism) কে রাজ্য শাসন কার্য্যে তৃতীয় শক্তি (Third state) বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমরা দেখিতে পাই পত্রিকা-শক্তি সম্রাটের শক্তি হইতেও উচ্চতর ও গরি-য়সী। ফরাসী দেশের বর্ত্তমান প্রজাতন্ত্রের সভাপতি (President of the French Republic) মুশো পাইনকেয়ার সাহেব আজ কয়েক দিন হইল মার্শেলস্ নগরে সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিগণ সমক্ষে সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন

যে তাঁহার বর্ত্তমান সভাপতিত্বের অবসানে তিনি সংবাদ পত্রের সম্পাদকের কার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ফরাসী দেশের সম্রাটের কার্য্যে অভিষিক্ত মহাত্মাও সংবাদপত্রের সম্পাদকের কার্য্য কতদূর স্পৃহনীয় মনে করেন, তাহা ইহা দ্বারা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে। ফলতঃ সত্যাশ্রয়, জগতের হিতার্থে উৎসৃষ্ট প্রাণ, সুবিদ্বান্, প্রভূত শক্তিশালী, উদারচেতা মহাত্মাগণ যখন স্বাধীনভাবে সম্পাদকের সেবাব্রতে নিযুক্ত হন, তাঁহাদের শক্তি যে সাম্রাজ্যের শাস্তাকে ও অতিক্রম করে ইহা আর আশ্চর্য্য কি? ভারতে এই প্রকার শক্তিশালী মহাত্মা যে অতি বিরল তাহার সন্দেহ নাই। কেননা বিজিত দেশে সংবাদপত্রের সহিত স্বাধীনভাবে সংবাদপত্র পরিচালিত করা অতিশয় কঠিন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে একটা মাত্র দৈনিক পত্রিকা এই প্রকার জগতের হিতার্থে পরিচালিত হইতেছে তাহাকে নির্দ্দেশ করিবার আবশ্যক কি? সকলেই একবাক্যে সমস্বরে বলিবেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা।' প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল এই সংবাদ পত্র খানি কি প্রকার প্রভূত ত্যাগ স্বীকারে কেবল মাত্র দেশের মঙ্গলার্থে প্রণোদিত হইয়া পরিচালিত হইতেছে তাহা সমগ্র সভ্য জগৎ সাক্ষ্য প্রদান করিবে। সুখের বিষয় আমাদের বঙ্গদেশে আনন্দবাজার পত্রিকা খানি ও প্রভূত শক্তিশালিনী হইয়া উঠিতেছেন। এই ক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই পত্রিকাদ্বয় এই প্রকার শক্তি-শালিনী কি প্রকারে হইলেন? ইহার উত্তর একটী কথায় আমরা দিব "ধর্ম্মনিষ্ঠা।"

১৩। ক্ষত্রিয়াচারে শোকদগ্ধ শ্রাদ্ধ।— আমাদের পরমশ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর কানপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ঘোষ দেববর্ম্মা মহোদয়ের পঞ্চম পুত্র শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা যিনি বিএ ক্লাসে অধ্যয়ন করিতেছিলেন সুদীর্ঘকাল জ্বর ও কাশরোগে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বিগত ২২শে আশ্বিন মহানবমী পূজার পূর্ব্বাহ্নে ৯ ঘটিকার সময় শান্তিময় শ্রীভগবানের ক্রোড়দেশে পরম শান্তি লাভকরিয়াছেন। অহো! লিখিতে হৃদয় শোকে বিদীর্ণ হয়, কি ভীষণ বিষাদে আজ বন্ধুবর ও পক্ষাঘাতে নিশ্চল তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও পুত্রগণ সন্তাপিত হইয়াছেন। বিগত ৩শরা কার্ত্তিক মৃতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা ক্ষত্রিয়াচারে তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। আমরা, কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তিনি পুত্রশোকে সন্তপ্ত মাতা, পিতা ভ্রাতা, ভগিনী ও পরিবার বর্গকে সান্ত্বনা প্রদানকরুন। পার্ব্বতী বাবুর পত্রখানির উপসংহারে লিখিত আছে—"এখন ও সহধর্ম্মিণী, আজ ৮ বৎসর উত্তীর্ণ প্রায়, নিদারুণ পক্ষাঘাতে শয্যাগত তাঁহার ও আমার মৃত্যু হইল না কেন? এই নিদারুণ শোক ভোগ করিতে হইল। আমার জন্মান্তরীন্ পাপ ও কর্ম্মফলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। এই ঘোর বিপদকালে আমি যেন সেই শান্তিময় ও মঙ্গলময় প্রেমদাতার নাম স্মরণ, তাঁহাকে কাতর ব্যাকুল প্রাণে ডাকিতে ও তাঁহার রাতুল শ্রীচরণে একান্ত ভিখারী হইতে সমর্থ হই এই আশীর্ব্বাদ করিবেন।"

১৪। কায়স্থোপনয়ন। ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত গুহ দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—বিগত ৩০শে আশ্বিন বিক্রমপুর চারিগাঁ কেন্দ্রে নিম্নলিখিত ৯ জন কায়স্থ উপনীত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভৌমিক, গোবিন্দচন্দ্র বসু, অখিলচন্দ্র বসু, দেবেন্দ্রনাথ বসু, নরেন্দ্রচন্দ্র বসু বীরেন্দ্রকুমার ভৌমিক, নরেন্দ্রকুমার ভৌমিক, মণীন্দ্রকুমার ভৌমিক, শ্রীযুক্ত দিগেন্দ্রচন্দ্র বসু। মহাশয়! অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক মহাশয় যিনি গত বৈশাখমাসে মাইমনসিংহ কেন্দ্রে উপনীত হন তিনি বিগত ১৮ই আশ্বিন রবিবার তাঁহার একমাত্র নাবালক পুত্র ও পত্নী ও পরিজন বর্গকে শোকের সাগরে ভাসাইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার পত্নী পরিজনকে সান্ত্বনা প্রদান করুণ ইহাই আমাদের করুণ প্রার্থনা।

সম্পাদক।

বৈবাহিক প্রসঙ্গ।

১। দক্ষিণরাঢ়ীয় ভরদ্বাজ গোত্র, কোণার পালিতবংশীয় একটী পাত্রীর নিমিত্ত একজন শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, মধ্যবিত্ত অবস্থার পাত্রের প্রয়োজন। পাত্রীর পিতা যে কোনও শ্রেণীতে বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছেন। পাত্রীর পিতা অথবা অভিভাবকদিগের মতানুযায়ী বিবাহ প্রাচীন-মতে অথবা ক্ষত্রিয়াচারে হইতে পারিবে। কন্যার বয়স দ্বাদশ বৎসর, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় উত্তমরূপ ও ইংরেজী ভাষায় সামান্যরূপ শিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষা। কন্যা সুন্দরী ও অবয়ব সুগঠিতা। বিবাহপ্রার্থীগণ আমার নিকট সত্বর পত্রাদি লিখিবেন কারণ আগামী মাঘমাসে আমরা বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি। শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা।

২। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর কুষ্টিয়ার প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ মজুমদার, ইতিহাসে অনর সহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে এম-এ পড়িতেছেন। ইংলণ্ডে পাঠার্থে যাইতে চান। ইহার ব্যয় বহন করা হৃদয়বাবুর সাধ্যাতীত। এই ব্যয় বহন করিতে পারেন এই প্রকার কোনও সম্ভ্রান্ত কায়স্থের কন্যার সহিত শ্রীমানের বিবাহ দিতে চান। বিবাহপ্রার্থীগণ হৃদয়বাবুর নিকট পত্রাদি লিখিবেন। কুষ্টিয়া, (নদীয়া)।

৩। বিক্রমপুর সানিহাটী গ্রামনিবাসী বঙ্গজ-কায়স্থ শ্রীযুক্ত সুধন্বকুমার সরকারের পুত্র এবং সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের কনিষ্ঠ শ্রীমান্ বিজয়কুমার সরকার সম্প্রতি আমেরিকা হইতে বি, এ পাশ করিয়া দেশে আসিয়াছেন। বয়স ২৪।২৫ বৎসর। ইহার পিতা পুত্রের বিবাহে টাকা লইবেন না। তিনি একটী সুন্দরী, সুশিক্ষিতা কাজকর্ম্মে উপযুক্তা-বয়স ১৪।১৫ বর্ষ কন্যাচান। কন্যার অভিভাবকগণ ১৩২নং কালীঘাট রোড কলিকাতা সুধন্ববাবুর নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

৪। আমার একটী দৌহিত্র বয়স ২২।২৩ বৎসর দেববংশ ২৫৲ বেতনে কাজ করিতেছেন; পিতা বর্ত্তমান আছেন অবস্থা মধ্যম। বাটী খুলনা জিলা। একটী পাত্রীর প্রয়োজন। আমার নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

পোঃ দেবীগঞ্জ।
জেলা জলপাইগুড়ি। } শ্রীনাথ দত্ত ডাক্তার।

৫। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবিজয় বসু দেববর্ম্মা সাংসমাজ-ইশিবপুর জিলা ফরিদপুর। তাঁহার সুন্দরী ও শিক্ষিতা কন্যার জন্য একটী পাত্রের প্রয়োজন। ভালপাত্র হইলে মৌলিকে ও দিতে পারেন।

৬। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দেব সরকার পলাশবাড়ী থানা জিলা রংপুর তাঁহার কন্যার জন্য ১টী পাত্র আবশ্যক। কন্যাটী সুন্দরী, বঙ্গভাষায় শিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষা।

৭। সমাজ-ইশিবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসুর দ্বাদশ বর্ষীয়া সুন্দরী ও শিক্ষিতা কন্যার জন্য একটী গুহ, ঘোষ কি মিত্রবংশের পাত্রের প্রয়োজন।

৮। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীর জন্য একটী পাত্র আবশ্যক। কন্যাটী সুন্দরী ও গৃহকার্য্যে সুনিপুণা, সামান্য বাঙ্গালা লেখা পড়া জানে।

☞ যদি কোনও কায়স্থমহোদয়ের বিজ্ঞাপন ভুলক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়া না থাকে তিনি শীঘ্র সম্পাদককে জানাইবেন। বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ না হইলে একটী বৈবাহিক বিজ্ঞাপন ৩ বারের অধিক মুদ্রিত হইবে না।

শ্রীললিতমোহন পাল, গোয়ালন্দ।
হাঃ মোঃ তিনসুকিয়া, আসাম।

Reg. No. C. 653.

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১৩১৯ ও ১৩২০ সালের প্রতিভার চাঁদা অনেক গ্রাহকের নিকট বাকী। আশাকরি তাহারা দয়াকরিয়া নিজ নিজদেয় পাঠাইবেন। ভিঃ পিঃ অপেক্ষা করিবেন না। আমরা ও ভিঃ পিঃ করিতেছি। ভিঃ পিঃ যেন কেহই ফেরত না দেন। আমার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল সরকার দেববর্ম্মা আমার প্রেস ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে আমার কার্য্যাধ্যক্ষ কেহই নাই। সকল প্রকার টাকা পত্র প্রবন্ধাদি আমার নামে পাঠাইবেন।

একমাত্র সত্ত্বাধিকারী শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা।

বিজ্ঞাপনের হার।

মলাটের সম্মুখের পেজ ও পত্রিকার প্রথম ও শেষ পেজের (Reading matter এর সম্মুখস্থ পেজের প্রত্যেকের মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক পেজ মাসিক ৪৲ চারি টাকা অর্দ্ধ পেজ ৩৲ তিন টাকা এবং পেজের চতুর্থাংশ ১।৹ দেড় টাকা মাত্র। মলাটের অন্যান্য পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। যে মাসে বিজ্ঞাপন বাহির হইবে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের হস্তলিপি না দিলে সেই মাসে বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে না। বিজ্ঞাপনের মূল্য নগদ দিতে হইবে। এক মাসের উর্দ্ধ সময়ের জন্য বিজ্ঞাপনের হার পৃথক্, তাহা আমার সহিত স্থির হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা।

১নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা। ১০ই বৈশাখ ১৩২০।

সূচীপত্র।

১৩২০ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ মাস।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

বিষয় — পৃষ্ঠা

কলিকাতা

১ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, প্রতিভা প্রেস,

শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩২০ সাল।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

অগ্রহায়ণ মাস, ১৩২০।

পূজাতত্ত্ব।

হিন্দুর প্রতিমা পূজা অনেক দিনের। সে কতদিনের তাহা যথাযথ নির্ণয়করা দুরূহ, তবে যখন পাশ্চাত্যগণ কেবল আত্মপূজাতেই রত ছিলেন—যখন সেই আত্মপূজা প্রাপ্তির আশায় পাশ্চাত্যগণ স্নেহ, দয়া, মায়া, প্রভৃতি মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়া, অন্যের উপর অযথা কঠোর অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না—যখন তাঁহারা আত্মপূজা ব্যতীত অন্য কোনরূপ পূজার প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে করিতেন না—মনে করা দূরে থাকুক তাঁহাদের অপেক্ষা অন্য কোন মহিয়সী শক্তি যে সমস্ত জগতের উপর প্রতিভা বিস্তার করিয়া আছেন, একথা যখন তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন নাই তাহার বহুপূর্ব্বে ভারতে প্রতিমা পূজা প্রচলিত ছিল। তাহার বহুপূর্ব্বে মনস্বী হিন্দুগণ বুঝিয়াছিলেন যে কেবল জড়ের দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট নহে। তাহার বহু পূর্ব্বেই আর্য্যগণ বুঝিয়াছিলেন যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিকণায় এমন একটী শক্তির খেলা নিরবচ্ছিন্নভাবে খেলিতেছে, যে তাহার প্রভাবেই জগৎ আজ মনোহর বেশে সজ্জিত হইয়া জীবের আনন্দ বৰ্দ্ধন করিতেছে। তাই সেই করুণাময়ীর অপার করুণায় তাঁহাদের হৃদয় আপ্লুত হইল—তাই সেই দয়াময়ের অসীম দয়ায় তাঁহাদের হৃদয়ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হইল। পরিশেষে সেই কৃতজ্ঞতা তাঁহাদিগকে এমনি অভিভূত করিল যে তাঁহারা বিভু শক্তির পূজা আরম্ভ করিলেন—সেই সময় হইতেই ভারতে পূজার প্রচলন।

পূজাকরা মানবের স্বাভাবিক বৃত্তি। অন্যের প্রসাদ লাভ করিতে পূজা ভিন্ন গতি নাই। এ সংসারে বড়র প্রসাদ লাভ করিতে ছোট সর্ব্বদাই উদ্গ্রীব। বড়র প্রসাদ লাভের জন্য ছোট তাঁহাকে পূজা করিতে পারিলে যেন আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া বোধ-করে। ফলতঃ সংসারে যে দিকে চাও, দেখিবে বড়র সন্তোষ বিধানার্থ ছোট সর্ব্বদাই তাহার পূজা করিতেছে। যখন তোমার আমার

স্তোষ বিধানার্থ স্বাপেক্ষা ছোটব্যক্তি সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছে—যখন তোমার প্রসাদ লাভের জন্য অন্যে তোমার পূজা করিতেছে—যখন তুমি সেই পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া যাচকের অভীপ্সিত অর্থ প্রদান করিতেছ—তোমার সামান্য একটু ক্ষমতায় অভিভূত হইয়া লোকে যখন তোমার পূজা করিতেছে—তবে যিনি বড়র বড়, যাহার অপার করুণায় ইহ সংসারে জীব অসীম সুখোপভোগ করিতেছে—যাহার স্নেহবারি সিঞ্চনে জীব পরমপুলোকিত, সেই অনন্তগুণাকর পরমপুরুষের পূজা করিতে মানবের চিত্ত ধাবিত হইবে না কেন?—সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ভগবানের প্রসাদকণা লাভের জন্য মানব তাঁহার পূজা করিবে না কেন?

প্রতিমাপূজা হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব। এ বিশেষত্ব অন্যকোন ধর্ম্মে নাই। অন্যান্য জাতির তুলনায় হিন্দু বহু প্রাচীনকাল হইতে সভ্য ও উন্নতিশীল জাতি। কি শাস্ত্রচর্চ্চায়, কি জ্ঞানানুশীলনে, কি স্থপতিবিদ্যায়, কি ধর্ম্মানুষ্ঠানে, তাঁহারা যখন উন্নতির শিখর দেশে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, তখন অন্যান্য অধিকাংশ পাশ্চাত্যজাতি ঘোর অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন বর্ব্বর জাতি বলিয়া পরিচিত ছিল। কিন্তু হায়! যাহারা আজ হিন্দুর জ্ঞান লইয়া জ্ঞানী—হিন্দুর বিজ্ঞান লইয়া বৈজ্ঞানিক—হিন্দুর শিল্পবিদ্যা লইয়া শিল্পী ও হিন্দুধনে ধনী বলিয়া পরিগণিত; তাঁহারাই আজ হিন্দুর আচার ব্যবহারে কটাক্ষপাত করিতেছেন—সেই হিন্দুকে আজ তাঁহারা প্রতিমাপূজক, জড়োপাসক ও পৌত্তলিক বলিয়া প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করিতেছেন—সেই হিন্দুকে আজ তাঁহারা ধর্ম্মমার্গে অজ্ঞ ও অন্ধ বলিয়া নানারূপ বিদ্রূপ করিতেছেন। যে উন্নতজাতি জগতে প্রকৃতিবাদ, অদ্বৈতবাদ, পরমাণুবাদ প্রভৃতি প্রচার করিয়াছে—যে জাতি যোগমার্গের সর্ব্বোচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিয়া জনসমাজে যোগের অসীম ক্ষমতা প্রচার করিয়াছে। যে জাতি শতমুখে প্রবাহিতা জাহ্নবীর ন্যায়, কি কর্ম্মানুষ্ঠানে, কি জ্ঞানানুশীলনে, কি ভক্তিসাধনে, অনন্তপথে অনন্তের দিকে ধাবিত হইয়া পরমপুরুষের অনন্তত্ব উপলব্ধি করিয়াছে যাহারা শত শত বৎসর অনাহার অনিদ্রায় বিজন অরণ্যে পরমার্থচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছে—তাহারা যদি আধ্যাত্মতত্ত্বে অজ্ঞ, তাহারা যদি পারমার্থিক পথ দর্শনে অন্ধ—তাহারা যদি পরমপুরুষের করুণালাভের অযোগ্য, তবে কোন্ জাতি যে জ্ঞানী, কোন্ জাতি যে চক্ষুষ্মান্ কোন্ জাতি যে পরমপদ লাভের উপযুক্ত বুঝিতে পারি না। আবার সেই পাশ্চাত্য জাতির দোষানুকরণে এদেশীয় যাহারা হিন্দুর প্রতিমা পূজা দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাহারা আরও অজ্ঞ। কেন না তাহারা স্বীয় সরল ও সত্যপথ পদদলিত করিয়া, পরের কুটীল ও কাল্পনিক পথের অনুসরণ করিতেছেন। তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না যে, হিন্দুর এই প্রতিমাপূজায় কি গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে—তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না যে মনস্বী হিন্দুগণ কেন এই প্রতিমা পূজার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম প্রতিমা পূজা হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব।

পূজার উদ্দেশ্য বহু। পূজার উদ্দেশ্য—ধনসম্পদ বিষয়াদি লাভ, তাই কেহ পূজোর

নিকট স্ত্রীপুত্র ধন-রত্নাদি কামনা করিয়া ক্রমে বিষয় কূপে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। পূজার উদ্দেশ্য আত্ম-শিক্ষা—তাই জিজ্ঞাসু শিষ্য সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয়ে সৎশিক্ষা লাভ করিয়া হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত করে। পূজার উদ্দেশ্য বিষয় নিবৃত্তি—তাই কেহ পূজার সময় শাস্ত্রোক্ত আসনে উপবেশন করত ধ্যানধারণা প্রাণায়ামাদি দ্বারা আপনাকে বিষয় কণ্টক হইতে বিমুক্ত করে। পূজার উদ্দেশ্য পূজকের পূজ্যানুরূপ চরিত্র জীবনাদি গঠন করা, তাই কেহ "আপনি আচরিধর্ম্ম জীবেরে শিক্ষায়।" এই কথা স্মরণ করিয়া পূজ্যের পবিত্র জীবনের আচার নিয়মাদির অনুষ্ঠান করত তদনুরূপ পবিত্র জীবন গঠন করিবার চেষ্টা করে। পূজার উদ্দেশ্য পূজ্যের সন্তোষ বিধান ও চিত্তশুদ্ধি তাই কেহ "জীবের স্বরূপ হয় নিত্যকৃষ্ণদাস।" এই কথা মনে করিয়া তাঁহার সেবা পূজা করাই আমার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্যকর্ম্ম অথবা এই সেবা পূজা দ্বারা তাঁহার অত্যন্ত আনন্দবর্দ্ধন হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাহাতে ক্রমে পূজকের চিত্তশুদ্ধি হয়। আবার পূজার উদ্দেশ্য আত্মতৃপ্তি ও আত্মবলি—সেই জন্যই কেহ কামকলুষিত সংসারক্ষেত্রে কামিনী-কাঞ্চনাদিতে বিজড়িত হইয়া পূজারভাণে ক্ষণিক আত্মসুখ উপভোগ করিতেছে—আবার কেহ বা রূপজমোহের বিলোল আবিলতায় ললনার চঞ্চল চটুল দৃষ্টিতে বিমোহিত হইয়া প্রেমের উপাসনা করিতে যাইয়া কামের তাড়নায় আত্মবিসর্জ্জন দিতেছে। তাই বলিতেছিলাম পূজার উদ্দেশ্য বহু। একই দুগ্ধ যেমন কর্ত্তার রুচি প্রবৃত্তি ও কর্ম্মানুসারে, নষ্টদুগ্ধ দধি, ক্ষীর নবনীত ইত্যাদিতে পরিণত হইয়া কর্ত্তার বিবিধ আকাঙ্খাপূর্ণ করে, তদ্রূপ পূজাকর্ম্মও পূজকের রুচি প্রকৃতি ও অনুষ্ঠান পদ্ধতির তারতম্যানুসারে বিভিন্ন রূপ ফলপ্রদ হইয়া পূজককে উন্নতি বা অবনতির পথে চালিত করিয়া থাকে।

পূজাকরা মানবের পক্ষে উন্নতির পরিচায়ক। যে সমাজে যত আদিম বন্যভাব অধিক—যে সমাজ যত আধুনিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, যে সমাজ যত আত্মোদর পরিপোষণই একমাত্র কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া তদনুষ্ঠানে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকে—যে সমাজে যত পশুভাবের চলাচল অধিক সে সমাজের লোক, পূজা করিতে জানে না। কেন না পূজ্যের পূজা করিতে,পূজকের পূজ্যের সহিত স্বীয় ক্ষমতার আপেক্ষিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পরস্পরের শক্তি বা গুণের তারতম্য জ্ঞান না থাকিলে কখনও পূজ্যপূজক ভাব আসিতে পারে না। জ্ঞানশক্তির বিকাশ না হইলে ঐ তারতম্য জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। সুতরাং যে সমাজ জ্ঞানমার্গে যত অধিক অগ্রসর হইয়াছে, সে সমাজের তারতম্যজ্ঞান তত অধিক। তাই কোন সমাজে বৃহৎ বৃক্ষাদির পূজা, কোন সমাজে ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপে মানবের পূজা, কোন সমাজে নরাকৃতি পরব্রহ্মের পূজা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদিও ঐ সমুদয় পূজার তারতম্যে ন্যূনাধিক মানসিক শক্তি বা জ্ঞানবিকাশের তারতম্য থাকুক, তথাপি সকল অবস্থাতেই যে আপেক্ষিক জ্ঞানোন্নতির প্রয়োজন তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। প্রাচ্যগগণের মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড সদৃশ হিন্দুগণ বহুকাল

হইতে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত—তাই হিন্দু অতি প্রাচীনকাল হইতে পূজা করিতে শিখিয়াছে। সুতরাং পূজা করা হিন্দুর পক্ষে অবনতির চিহ্ন নহে—পরমোন্নতির পরিচায়ক।

হিন্দুগণ যোগের পক্ষপাতী।—তাই হিন্দুর আহার বিহারাদি যাবতীয় কর্ম্ম, যোগমার্গে অগ্রসর হইবার সহায়কারী। হিন্দুর জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, ধ্যানযোগ, যে দিকে দৃষ্টি করিবে সেই দিকেই দেখিবে, হিন্দু যোগ লইয়া ব্যস্ত। হিন্দুগণ যোগ শব্দটী সংযোগ ও বিয়োগ, এই দুই অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকে। যখন যোগ শব্দদ্বারা আত্মা ও পরমাত্মার মিলন বুঝায় তখন সংযোগার্থে এবং যখন ইহা দ্বারা বিষয় নিবৃত্তিরূপ চিত্তপ্রবৃত্তির নিরোধ বুঝায় তখন ইহা বিয়োগার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হিন্দুর আহার, বিহার আচার, নিয়ম, রীতি, নীতি, চতুরাশ্রম, এমন কি দৈনন্দিন কার্য্যগুলি সূক্ষ্ম ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ—দেখিবে হিন্দুগণ যোগাচলের দুর্গম শিখরদেশে আরোহণ করিতে অটল ধীর পাদবিক্ষেপে ক্রমেক্রমে অগ্রসর হইতেছে। হিন্দুর ভোগে ও যোগে এমনি অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ যে উহার কোন্‌টী ভোগ বা কোন্‌টী যোগ তাহা হিন্দু ভিন্ন বিভিন্ন ভাবাপন্ন ব্যক্তির বুঝিবার ক্ষমতা নাই। 'যোগস্থ কুরুকর্ম্মাণি।' এমন অপূর্ব্ব উপদেশ হিন্দুর শাস্ত্র ভিন্ন আর কাহারও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় কি? সুতরাং হিন্দুর প্রত্যেক কর্ম্মই সূক্ষ্মভাবে যোগের অনুষ্ঠান। বিচক্ষণ পাঠক! মনে করিবেন না যে, যোগের অনুষ্ঠান করিতে হইলে, আগুল্ফশ্মশ্রু ও আজানুলম্বিত জটাভার ধারণ—সর্ব্বাঙ্গে ভস্মাদি লেপন, ললাটে ত্রিপুণ্ড্র কাটিয়া ত্রিশূলহস্তে 'হর হর বোম বোম' রবে কপালকুণ্ডলার কাপালিকের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ, বা হাটবাজারের সন্নিধানে বটবৃক্ষের নিম্নে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়া গঞ্জিকার ধূমপান করিতে করিতে অর্দ্ধস্ফুট ২।১টী কথায় লোকের মনাকর্ষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য—তদ্ভিন্ন আর যোগসাধন হয় না। তাদৃশ ধারণা ভ্রমাত্মক, হিন্দুর মুক্ত বৈরাগ্য, হিন্দুর যোগে ও ভোগে অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ অতুলনীয়। এতাদৃশ ভাব আর কোন ধর্ম্মে কোন সমাজে লক্ষিত হয় না। হিন্দুর পূজাকর্ম্ম যোগের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক ও যোগমার্গে অগ্রসর হইবার সহজ ও সরল পথ। তাই হিন্দুপূজার পক্ষপাতী—তাই হিন্দু যেমন পূজা করিতে শিখিয়াছে বা সেই শিক্ষালাভ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত অন্য কোন জাতি তাহার শতাংশের একাংশও নহে।

পাতঞ্জল সূত্রকার বলেন—যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ। চিত্তবৃত্তি গুলির নিরোধের নাম যোগ। চিত্তের বৃত্তি পাচটী—"প্রমাণ বিপর্য্যয় বিকল্প নিদ্রা স্মৃতয়ঃ।"—প্রমাণ বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। লোকের চিত্ত যখন সত্বগুণের প্রেরণায় কখনও স্থির এবং কখনও অস্থিরাবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে তখনই যোগ সাধনের প্রকৃত সময় আরম্ভ হয়। ঐ সময় তপস্যা সাধ্যায়, ও ঈশ্বর প্রণিধাণাদি ক্রিয়া যোগের যথাযথ অনুষ্ঠান দ্বারা অস্থির চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিতে হয়। একাগ্রতায় পরিপক্ক হইলে সাধকের চিত্ত ক্রমে নিরোধের দিগে ধাবিত হইতে থাকে।*॥ এস্থলে যোগশব্দে প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতি পুরুষের বিয়োগ

* মহর্ষি পাতঞ্জলী এস্থলে চিত্তবৃত্তি নিরোধের কতকগুলি উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। প্রবন্ধের

বুঝায়। এইজন্ম ভোজরাজ বলিয়াছেন—পুং প্রকৃত্যোর্বিয়োগোঽপি যোগ ইত্যুদিতো যয়া।" ভোজবৃত্তি॥ প্রকৃতি ও পুরুষের যে বিয়োগ বা পার্থক্যজ্ঞান পাতঞ্জলদর্শনে তাহাই যোগ নামে অভিহিত। গীতায় দেখাযায়—"সমত্বং যোগ উচ্যতে।" অর্থাৎ সাধক যখন ঈশ্বর পদে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক চিত্ত হইতে বিষয় মলা ধৌত করিয়া ফেলে, তখন চিত্তের সমত্বভাব উপস্থিত হয়। ইহাকে গীতাকার যোগ বলেন। যোগের যত প্রকার সংজ্ঞাই দেখা যায় না কেন, প্রকৃতপক্ষে চিত্ত হইতে বিষয় বাসনা দূর করিয়া সাধকের সমত্বভাব প্রাপ্তই যে যোগ বা সমুদয় সাধনার মূল তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। বিজ্ঞপাঠক! একবার সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে, চিত্তকে বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া অন্তর্মুখী ও সমভাবাপন্ন করাই হিন্দুর পূজাকর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য। সুতরাং হিন্দুর পূজা—হিন্দুর অভীষ্ট দেবতার আরাধনা যোগের ক্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এ সংসারে কেহ কখনও উদ্দেশ্য ভিন্ন কোন কর্ম্ম করে না। পূজা একটী কর্ম্মবিশেষ, সুতরাং ইহার মূলেও উদ্দেশ্য আছে। এই উদ্দেশ্যই পূজার সংকল্প। এইজন্ম পূজার প্রথমেই সংকল্প করিতে হয় অর্থাৎ আরাধ্য দেবতাকে জানাইতে হয় যে আমি এই উদ্দেশ্যে এই কর্ম্ম করিতেছি। সংকল্পই দার্শনিক ভাষায় কাম বা কামনা নামে অভিহিত। এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে—"এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না, গতাগতং কাম কামালভন্তে॥" গীতা ৯।২১ অর্থাৎ কামী সাধক বেদের কর্ম্মকাণ্ড অনুষ্ঠান করিয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতে থাকে।—"অযুক্তঃ কাম কারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে" গীতা ৫।১২ অর্থাৎ কামনা যুক্ত কর্ম্মী ফলাসক্তি নিবন্ধন সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। "কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।" অর্থাৎ কাম হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয় এবং সেই ক্রোধ হইতে পরিশেষে বুদ্ধিনাশ হইয়া লোকের অধঃপতন হইয়া থাকে। এমত স্থলে কামনামূলক পূজাদ্বারা সাধকের সমধিক উপকার না হইয়া বরং বিশেষ অপকারেরই সম্ভাবনা। সুতরাং পূজা না করাই মঙ্গল প্রদ।" এই প্রকার উক্তি সমীচীন নহে। কেন না কর্ম্ম দ্বিবিধ—নিষ্কামকর্ম্ম ও সকাম কর্ম্ম। পাঠক! নিষ্কাম কর্ম্মকে উদ্দেশ্য বিহীন কর্ম্ম মনে করিবেন না যেহেতু প্রয়োজন ভিন্ন কেহ কোন কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় না। নিষ্কাম কর্ম্ম অর্থ—অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ। সুতরাং স্বার্থকামনা ব্যতীত [illegible] সন্তোষ বিধানার্থ পূজকের যে কর্ম্ম তাহাই নিষ্কাম পূজা। যদি বল এমন পূজায় পূজকের সুখ কি? সে কথা বুঝান বড় শক্ত! পরোপকার করিয়া সুখ কি? মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণে দগ্ধ বিশুষ্ক কণ্ঠ বুভুক্ষিত ভিক্ষার্থীকে ভোজন করাইয়া সুখ কি?—সতীস্ত্রীর কায়মনবাক্যে পতি সেবা করায় সুখ কি? একথা পরোপকারী বা সতী স্ত্রী ভিন্ন কেহ বলিতে বা

কলেবর বৃদ্ধির জন্ম উহা উদ্ধৃত হইল না। যাঁহাদের এ বিষয় একটু অধিক আলোচনায় আবশ্যকতা ও আকাঙ্ক্ষা থাকে তাঁহারা পাতঞ্জলদর্শনের 'সাধনপাদ' দেখিবেন। লেখক।

বুঝিতে পারে না। সকলেই অবগত আছেন যে অধিক ঘৃত ভোজন করিলে পেটের পীড়া জন্মে—আবার ঐ ঘৃত যদি বৈদ্যকশাস্ত্রের বিধান মতে ভেষজ দ্রব্যাদির সহযোগে প্রস্তুত করা যায়, তবে তাহা সেবন করিলে পেটের পীড়া আরোগ্য হইয়া দিন দিন বলবান্ হইতে থাকে। এস্থলেও সেইরূপ—যদিও সকাম পূজার অনুষ্ঠান করিলে পূজকের ভববন্ধন আরও দৃঢ়তর হয়, তথাপি ঐ পূজার যাবতীয় ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া আরাধ্য দেবতা প্রীত্যর্থে নিষ্কাম ভাবে পূজা করিলে পূজক ক্রমশই উন্নতির শিখর দেশে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। সেই নিমিত্ত মীমাংসা প্রকরণকার স্পষ্টই বলিয়াছেন—"সোঽয়ং ধর্ম্মোযদুদ্দিশ্যবিহিতস্তদুদ্দেশেন ক্রিয়মানস্তদ্ধেতুঃ। ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মানস্ত নিঃশ্রেয়সহেতুঃ।" অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্ম যে উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সেই উদ্দেশ্যেই ফল সাধক হইয়া থাকে। ঈশ্বরে ফলার্পণ আশায় সেই কর্ম্মকৃত হইলে কর্ম্মীর মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। তাই গীতাকার বলিয়াছেন—"যোগ কর্ম্মসু কৌশলম্" অর্থাৎ কৌশলপূর্ব্বক কর্ম্ম করার নামই যোগ। এমন কৌশলে কর্ম্ম করিতে হইবে যে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগ কর্ম্মীকে করিতে না হয়। ইহার যথাযথ অনুষ্ঠানে আত্মকর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ হয়। ভগবান্ কর্ত্তা জীব করণ এতাদৃশ জ্ঞান আসিয়া পড়ে। সুতরাং নিষ্কাম পূজা অবনতির কারণ নহে সাধনার শ্রেষ্ঠস্তর—যোগের শ্রেষ্ঠ সোপান।

পূজার বিষয় আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতবাদের কথা আসিয়া পড়ে কেন না যেখানে অদ্বৈতবাদ—সেই খানেই "সোঽহংতত্ত্ব" সুতরাং উপাস্য উপাসক, জ্ঞাতা জ্ঞেয়, ভাব না থাকায় পূজ্যপূজক সম্বন্ধ ও আসিতে পারে না। পূজ্যপূজক ভাব হইতে হইলে দুইটী জ্ঞান থাকা আবশ্যক, একটী বড় অপরটী ছোট। যেখানে ছোট বড় জ্ঞান নাই সেখানে পূজ্যপূজক ভাবও নাই। তাই বলিতেছিলাম পূজার সহিত দ্বৈতবাদের অতিঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। দ্বৈত বা অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদে ঈশ্বর ও জীব পৃথকতত্ত্ব। একটী বিভু অপরটী অণু। একটী সর্ব্বজ্ঞ—অপরটী অজ্ঞ, একটী সমষ্টি—অপরটী ব্যষ্টি। একটী স্বাধীন অপরটী পরাধীন। একটী অগ্নিরাশি—অপরটী স্ফুলিঙ্গ, একটী পূজ্য—অপরটী নিত্যদাস। সুতরাং অল্পশক্তিশালী জীব সেই মহিয়সী শক্তির নিকট অবনত হইয়া তৎসন্তোষবিধানার্থ তাঁহার পূজা করিবে না কেন? এ প্রবৃত্তি জীবের স্বাভাবিক। বড়র নিকট ছোট চিরকাল অবনত। বড়র সন্তোষবিধানার্থ ছোট চিরকাল ব্যস্ত। জগতে দুইটী জিনিষ কদাপিও সমান দৃষ্ট হয় না। শক্ত্যাদির তারতম্যানুসারে কিছু না কিছু তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এতাদৃশ প্রভেদ অনাদি সিদ্ধ। শক্তির ভেদ বাদই পূজার সূক্ষ্মমূল। এই ভেদ বাদ হইতেই পূজাতত্ত্বের উদ্ভব। সুতরাং পূজাপ্রথা অনাদি কাল হইতে প্রচলিত ইহা আধুনিক প্রথা নহে।

পূজা ও দ্বৈতবাদের কথা আলোচনা করিতে করিতে আর একটী কথা মনে পড়ে সেটী ভক্তিবাদ। পূজার সহিত ভক্তিবাদের এমনি সম্বন্ধ, পূজার সহিত ভক্তিবাদ এমনি বিজড়িত যে একটী অপরটী ভিন্ন থাকিতে পারে না। একের অস্তিত্ব একের পরিপুষ্টি

বা চরিতার্থতা অপরটীতে। এমন কি পূজার মূল ভক্তি। ছোট বড় জ্ঞান থাকিলেই যে একটীকে অপরটীর পূজা করিতে হইবে তাহার কারণ কি? তাহার কারণ দুইটী একটী ভক্তি, অপরটী ভয়। ব্যবহারিক জগতে ও এই দ্বিবিধ পূজা দৃষ্ট হয়—একটী ভক্তি বশতঃ অপরটী ভয়ে। প্রাণের টানে প্রাণের ভাল বাসায় যে পূজা উহা ভক্তিমূলক। আর স্বীয় অনিষ্টাশঙ্কায় যে বড়কে পূজা করা যায় তাহা ভয়ে। লোকে শনিগ্রহকে পূজা করে কেন? ভক্তিতে—না ভয়ে? আমার বিবেচনায় ভয়ে। আমার উপকার কর আর নাই কর, কিন্তু অপকার করিও না। এই আশায় লোকে উক্ত গ্রহদেবতার পূজা করিয়া থাকে।—প্রকৃতপক্ষে প্রাণের টানে নহে। এতাদৃশ পূজার কোন মূল নাই, কেন না সুযোগ পাইলেই পূজকের মন আর সে পথে চলিতে চায় না। প্রাণের টান থাকিলে সে পূজায় কৃত্রিমতা আসিতে পারে না। সুতরাং যে পূজার মূলে ভক্তি সেই পূজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে পূজায় ভক্তি নাই—যে পূজায় প্রাণের টান নাই—যে পূজায় সরল বিশ্বাসের ভালবাসা নাই তাহা পূজাই নহে—পূজার ভান মাত্র। "ভক্ত্যামামভিজানাতি" "বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা।" "ভক্তিবশো পুরুষঃ" ইত্যাদি বাক্যে ভক্তির অতিপ্রাধান্য দৃষ্ট হয় সুতরাং ভক্তি ভিন্ন পূজা কার্য্যাদি বিফল চেষ্টা।*

আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়া ইষ্টলাভের উপায় মধ্যে তিনটী প্রধান।—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। রুচি প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যানুসারে কেহ কর্ম্মযোগ, কেহ জ্ঞানযোগ, কেহ বা ভক্তি যোগের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তন্মধ্যে কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ, তাহার বিচার সহজ নহে বা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও নহে। তবে যখন যিনি যেটী ভাল বুঝিয়াছেন, তখন তিনি সেই পদবীর অনুসরণ করিয়াছেন হিন্দুর পূজা পদ্ধতিতে এই তিনটির অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখা যায়। হিন্দুর পূজায় যেমন কর্ম্মযোগের প্রয়োজন, তেমনি জ্ঞানযোগের—তেমনি ভক্তিযোগের প্রয়োজন। ইহার যে কোন একটি পরিত্যাগ করিলে পূজার অঙ্গহানী হয়। এক পূজা কর্ম্মব্যতীত এ তিনের এতাদৃশ অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। মানব শরীরে বায়ু পিত্ত কফ সর্ব্বদা ক্রীয়মাণ থাকিলেও নাড়ীজ্ঞানী চিকিৎসক যেমন সান্নিবাতিক জ্বর ক্ষেত্রে এ তিনের অপূর্ব্ব সমাবেশ উপলব্ধি করিতে পারেন, তদ্রূপ অধিকাংশ কর্ম্মমধ্যে কর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তি ওতপ্রোতভাবে থাকিলেও সিদ্ধপূজক পূজা-পদ্ধতিতে এ তিনের অভাবনীয় সংমিশ্রণ অনুভব করিয়া থাকেন। ফলতঃ নিষ্কাম পূজার অনুষ্ঠান করিলে প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তি এই তিন যোগের অপূর্ব্ব সাধনা হইয়া থাকে। একের অনুষ্ঠানে তিনের সাধনা, একের সিদ্ধিতে তিনের সিদ্ধি, সাধনার এমন সুন্দর মার্গ হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতির মধ্যে আছে কি? তিনের এতাদৃশ অভাবনীয় সংমিশ্রণ হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতি করিতে পারিয়াছে কি? কে না জানে যে এক শক্তি অপেক্ষা ত্রিশক্তির মিশ্রাবস্থা প্রবলতর?

---

* ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বে প্রতিভায় দুই চারি কথা বলিয়াছি। আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। লেখক।

সুতরাং হিন্দুর পূজা পদ্ধতি অন্ধ বিশ্বাসের ফল নহে—হিন্দুর পূজা শুধু পুতুল লইয়া খেলা নহে, হিন্দুর পূজাপদ্ধতি হিন্দুজাতির অত্যুৎকৃষ্ট জ্ঞানবিকাশ বা বিবেচনা শক্তির অপূর্ব্ব ফল। অন্যজাতির পক্ষে, সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুর এই সূক্ষ্ম নির্ব্বাচনের ফলাস্বাদ করিতে এখনও বহু বিলম্ব। তাই বলি বিদেশীয় ভাবাপন্ন স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ। যদি তোমাদের সূক্ষ্মদর্শী পূর্ব্বপুরুষগণ ধর্ম্মতত্ত্বের গুহাভেদ করিয়া কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন বুঝিতে চাও, তবে হিন্দু হইয়া হিন্দুর পূজাতত্ত্ব আলোচনা কর, দেখিবে কত অপূর্ব্বতত্ত্ব ইহার মধ্যে নিহিত আছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি পূজা যোগের সাধনা বিশেষ। যোগের সাধনা করিতে হইলে প্রথমেই চিত্তবৃত্তি নিরোধের অভ্যাস করিতে হয়। এই নিমিত্ত পূজার উপকরণের প্রয়োজন। পূজার প্রধান উপকরণ ইষ্টদেবের প্রতিমা। সম্মুখে প্রতিমা, দূর্ব্বা, তুলসী-চন্দনাদি সমাহিত পুষ্পপাত্র, নৈবেদ্য, ধূপ,দীপ ইত্যাদি রাখিয়া পূজককে বিশুদ্ধভাবে প্রতিমা সম্মুখে আসনে উপবেশন করিয়া ঐ উপকরণাদি দ্বারা স্বাভীষ্ট দেবের পূজা করিতে হয়। পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—উপকরণগুলির প্রয়োজন কি? প্রয়োজন যথেষ্ট—বিনা প্রয়োজনে কেহ কখনও কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। প্রথমতঃ ভাবিয়া দেখুন চিত্তবৃত্তিগুলির বিক্ষিপ্ত হইবার কারণ কি?—বাহ্যবস্তুর সহিত এতাদৃশ পরিচিত যে সহসা তাহা পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে বাহ্যবস্তুর সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াই চিত্তবৃত্তি নিরোধের অভ্যাস করা সঙ্গত। সেই নিমিত্ত পূজার সময় হিন্দুর উপকরণের আবশ্যক। সম্মুখে দেবপ্রতিমা, সুতরাং নয়ন সেই সম্মুখস্থ প্রতিমার রূপ দর্শন ভিন্ন আর কোন্ দিগে ধাবিত হইবে? ধূপগুগ্‌গুলের উৎকৃষ্ট সগন্ধে পূজাস্থল পরিপূর্ণ সুতরাং নাসিকা সেই পবিত্রঘ্রাণ ব্যতীত আর কোন্ ঘ্রাণে বিক্ষিপ্ত হইবে? পুষ্পপাত্র হইতে একটি সচন্দন পুষ্প তুলসী বিল্বপত্র লইয়া, ইষ্টদেবের চরণে সমর্পণ করিতে হস্ত ব্যাপৃত সুতরাং তাহার অন্যকোন কর্ম্মকরিবার অবসর কোথায়? শঙ্খঘণ্টা কাঁসরাদি শব্দে কর্ণ আবদ্ধ—সুতরাং অন্যশব্দ তাহার কর্ণকুহরে কিরূপে প্রবেশ লাভ করিবে? রসনা ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণে ব্যাপৃত সুতরাং অন্যকথা বলিবার তাহার অবসর কোথায়? আসনের প্রক্রিয়ায় উপস্থাদি আবদ্ধ—এমতাবস্থায় সাধকের চিত্ত-বৃত্তি আর কোন্ পথে যাইবে? বাহ্যবস্তুর সহিত সংমিশ্রণ ক্রমেই কমিয়া যাওয়ায়, বাধ্য হইয়া শেষে অন্তর্মুখী হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ চিত্তবৃত্তির নিরোধ জন্মে। সুতরাং পূজোপকরণগুলি কেবল আড়ম্বরের জন্য নহে উহারা চিত্তবৃত্তি নিরোধের প্রধান সহায়কারী।

পূজারূপ উপাসনা পাঁচ প্রকার। "অভিগমনং উপাদানং ইজ্যা সাধ্যায় যোগঃস্যাৎ।" অভিগমনং দেবতাস্থানং (শ্রীমন্দিরাদি) গত্বা প্রত্যহ মার্জ্জনাদি লেপনং উপাদানং দেবোদ্দেশে পুষ্পাদি চয়নং উপকরণাদি সংগ্রহনঞ্চ। ইজ্যা দেবযজনং যজ্ঞাদিকং। সাধ্যায় স্তবজপাদি। যোগঃ চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ॥" প্রত্যহ দেবগৃহে গমনপূর্ব্বক শ্রীমন্দির মার্জ্জনলেপনাদিকে অভিগমন বলে। প্রত্যহ দেব পূজার নিমিত্ত পুষ্প দূর্ব্বাদি চয়ন ও স্বীয় রুচিও প্রবৃত্তি

অনুযায়ী উৎকৃষ্ট পূজোপকরণ সংগ্রহকে উপাদান বলে। প্রত্যহ দেবপূজা ও দেবোদ্দেশে যজ্ঞের নাম ইজ্যা। পূজান্তে স্বাভীষ্ট দেবের স্তব কবচাদি পাঠ ও মন্ত্র জপের নাম স্বাধ্যায়। চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। কেহ ইহার একাঙ্গই সাধন করুন বা বহু অঙ্গই সাধন করুন কিছুই বিফলে যাইবার নহে। সকলই ফলপ্রদ। সমষ্টির যে শক্তি তাহার ব্যষ্টিতেও তারতম্যানুসারে সেই শক্তি দৃষ্ট হয়। দেবস্থান মার্জ্জন লেপনাদিও এক প্রকার উপাসনা। সংসারাসক্ত ব্যক্তির হৃদয়ে সর্ব্বদা ইষ্টদেবের চিন্তাস্ফুরণ হয় না—অথচ অভিষ্ট দেবের স্মরণ নববিধাভক্তির একাঙ্গ। বাধ্যবাধকতায় একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যহ দেবগৃহ মার্জ্জনাদি করিতে গেলে, অন্ততঃ তৎকালের জন্য হৃদয়ে পবিত্রভাব ও ইষ্ট দেবের চিন্তা উদয় হইয়া থাকে। কিছুক্ষণের জন্য মনের যাবতীয় কুবাসনা দূর হয়। ক্রমে ক্রমে চিত্তশুদ্ধির ইহা একটী প্রকৃষ্ট উপায়। এ প্রণালী অবলম্বন করিলে স্ত্রীলোকাদি অজ্ঞজনও চিত্তস্থির ও পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারে। পূজার উদ্দেশ্যে পুষ্পতুলসী দূর্ব্বাদি চয়নও এক প্রকার উপাসনা—এ উপাসনায় স্ত্রীলোক পুরুষ দূরে থাকুক জাতি নির্ব্বিশেষে অজ্ঞ বালকও ইহার অধিকারী অন্যান্য জাতির বালক বালিকাগণ সুন্দর পুষ্পকে ক্রীড়ার সামগ্রী মনে করে—অন্যান্য জাতীয় স্ত্রীপুরুষগণ সদ্যবিকশিত পুষ্পকে বিলাসের সামগ্রী মনে করে—আর একটি সুন্দর পুষ্প দেখিলে হিন্দুজাতির স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকাগণের হৃদয়ে পবিত্র দেবভাবের উদয় হইয়া থাকে। হিন্দুর বালক বালিকা একটি সুন্দর পুষ্প দেখিলে, পিতাপিতামহীর শিবপূজার জন্য যত্ন পূর্ব্বক পবিত্রভাবে তুলিয়া রাখে। গুরুজন কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া পুষ্পাদি পূজার সামগ্রী চয়ন করিতে করিতে বাল্যকালে তাহাদের কোমল হৃদয়ক্ষেত্রে যে দেবভাব ও ধর্ম্মবীজ উপ্ত হয়, বয়প্রাপ্তি সহকারে ক্রমে তাহা শাখা প্রশাখা বিস্তার করত বিশুদ্ধাভক্তি ও মহান্ ধর্ম্মভাবে পরিণত হয়। এইরূপে দেবপূজা দেবোদ্দেশে যজ্ঞাদির যথাবিহিত অনুষ্ঠান, স্বাভীষ্টদেবের স্তবকবচাদি দ্বারা তাঁহার স্বরূপচিন্তা, পরিশেষে বাহ্যজগত হইতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ, ইহার প্রত্যেকটিই উপাসনার প্রকার ভেদ। সুতরাং ঐ গুলির অভ্যাস করিতে পূজাকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বাল্যকাল চরিত্রগঠনের উপযুক্ত সময়, ঐ সময় বালকের চিত্ত যেদিকে ফিরাইবে সেই দিকেই ফিরিবে। সুতরাং যাহাতে চিত্ত কলুষিত না হয়—যাহাতে চিত্তে পবিত্রতা জন্মিয়া বয়োপ্রাপ্তি সহকারে তাহা ধর্ম্মভাবে পরিণত হইতে পারে সন্তানগণের বাল্যকাল হইতেই, অভিভাবকগণের সেচেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এ তত্ত্ব হিন্দুগণ যেমন বুঝিয়াছেন—এ তত্ত্ব বুঝিয়া হিন্দুগণ যেমন তৎসাধনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন অন্যকোন জাতি তাহার শতাংশের একাংশও পারেন নাই।

নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত বিজ্ঞানপ্রিয় পাঠক! তোমরা প্রতিকর্ম্মই জড়বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান বা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান দ্বারা বিশ্লেষণ করিতে চাও সুক্ষ্মভাবে হিন্দুর পূজাতত্ত্ব আলোচনা কর। ইহাতে মনবিজ্ঞানও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিতে পাইবে! প্রতিমা নির্ম্মাণ

করিতে মনস্তত্ত্বের সম্যক আলোচনার প্রয়োজন। কেন না মনমধ্যে প্রতিমার ভাবময় বা কল্পনাময় মূর্ত্তির অঙ্কন করিতে না পারিলে স্থূলমূর্ত্তি গঠন করা অসম্ভব। প্রথমে কল্পনা পরে সেই কল্পনা কাব্যচিত্রে প্রকাশ, পরিশেষে তাহার ভাবাভিনয় প্রতিমূর্ত্তিতে লোক চক্ষুর সমক্ষে স্থাপন করিতে হয়। যে স্থলে কল্পনাশক্তি যত উন্নত—সেস্থলে প্রতিমা তত সুন্দর, তত মনোরম। আবার যে কোন স্বাস্থ্যবিজ্ঞান আলোচনা কর,দেখিবে সদাচার বা সর্ব্বদা পবিত্রভাবে অবস্থান, সকল স্বাস্থ্যের মূল। শাস্ত্রে আছে, "আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ।" ভগবান মনু বলিয়াছেন—

"অনভ্যাসেন বেদনামাচারস্যচ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্ন দোষাচ্চ মৃত্যুর্ব্বিপ্রাণ জিঘাংসতি॥"

বেদশাস্ত্রের অনভ্যাস, সদাচার বর্জ্জন, আলস্য ও অন্নদোষে বিপ্রগণের অর্থাৎ ব্রহ্মণাধর্ম্মাভিলাষী সাত্বিকতা-প্রয়াসী ব্যক্তিগণের অকাল মৃত্যুঘটিয়া থাকে। অতএব সকলকেই সর্ব্বদা পবিত্র ভাবে থাকা কর্ত্তব্য। পূজা করিবার সময় অন্ততঃ কিছুকালের জন্য পবিত্রভাবে থাকিবার ব্যবস্থা আছে। তাহাতে ক্রমে পূজকের পবিত্র ভাবে কাল যাপনের অভ্যাস হয়। পূজার সময় সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ ললাটে শ্বেতচন্দনাদিলেপন, ধুপগুগ্‌গুলাদির সদ্‌গন্ধে উদ্ভাসিত গৃহপ্রাঙ্গণের বায়ু সেবন,চন্দন তুলসী পত্র সমন্বিত চরণামৃতপান, অষ্টাঙ্গ প্রণামাদি স্বাস্থ্যোন্নতির সহায়তাকারী ভিন্ন কদাপিও স্বাস্থ্য ভঙ্গের কারণ বলিয়া অনুমান করা যায় না। সকলেই অবগত আছেন যে অক্ষুন্ন স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন সর্ব্বপ্রকার সুখের মূল। পূজা যে শুধু পারত্রিকের কল্যাণকারী তাহা নহে, ইহা ঐহিক পারত্রিকের মঙ্গলপ্রদ। সুতরাং কেবল পারত্রিকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের পক্ষেই যে পূজার আবশ্যকতা তাহা নহে,যাঁহারা সর্ব্বসুখের মূল অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যের প্রয়াসী,যাঁহারা শুধু ঐহিক কুশলার্থী তাঁহাদের পক্ষেও যথাযথ পূজার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যে কর্ম্ম উভয় লোকে সুফলপ্রদ তাহা কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম নহে?।

কেহ বলিতে পারেন, ভগবান্ পূর্ণ, তাঁহার কোন বস্তুর অভাব নাই, সুতরাং সাধকের ভক্তিপূর্ণ পূজা তিনি গ্রহণ করিবেন কেন? যাঁহার কোন অভাব নাই তিনি কি কোন বিষয় আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন? বিশেষতঃ যে ভক্ত তাঁহাকে পূর্ণ বলিয়া জানে সেই বা তাঁহাকে পূজা করিবে কেন? ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ বলিয়াছেন :—

"নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভ পূর্ণো।
মানং জনাদবিদুষঃ করুণোবৃণীতে॥
যদ্‌যজ্জনো ভগবতে বিদধীতমানং।
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৭।৯।১১। ইহার টীকায় স্বামীপাদ স্পষ্টই বলিয়াছেন :—"তর্হি কিং ধানাদ্যর্পণেন সম্মানং প্রাকৃত ইব ভগবানপেক্ষতে নেত্যাহ নৈবেতি" অর্থাৎ প্রাকৃত লোক ধনাদি অর্পণ প্রভৃতি পূজা দ্বারা তৃপ্তি লাভ করে, ভগবান্‌ও কি তদ্রূপ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন? তাহা নহে এস্থলে মান অর্থপূজা। সুতরাং পূজকের পূজা ও নৈবেদ্যাদি তিনি ভোগ করিবেন কিরূপে, তাঁহার তো ভোগের কোন আবশ্যকতা নাই। এতাদৃশ আশঙ্কা অমূলক। কেন না ভগবানের ভোক্তৃত্বশক্তি, শ্রুতি ও স্মৃতি প্রসিদ্ধ। তৈত্তিরীয়ক

উপনিষদে তাঁহার ভোক্তৃত্ব শক্তির উল্লেখ দেখাযায়। বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ নিজেই গীতায় বলিয়াছেন—

ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাং সর্ব্বলোক মহেশ্বরম্।৫।২৯
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ৯।২৬

অর্থাৎ আমি যজ্ঞ তপস্যাদির ভোক্তা এবং সর্ব্বলোকমহেশ্বর। যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল যৎকিঞ্চিৎ বস্তু আমাকে অর্পণ করে, ভক্তের সেইভক্তিপ্রদত্ত দ্রব্য আমি সাদরে গ্রহণ করি। সুতরাং এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়াও ভক্ত তাঁহাকে নৈবেদ্যাদি অর্পণ করিবে না কেন? আর তিনিই বা তাহা ভোজন করিবেন না কেন? গ্রহণ না করিলে তাঁহার বাক্য রক্ষা হয় কোথায়? এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, যদি ভগবানের ভোক্তৃত্ব-শক্তি থাকে ও তাঁহাকে ভোক্তারূপে স্বীকার করা যায়, তবে ভোগ্যবস্তুর অপ্রাপ্যে তাঁহার দুঃখ হয়, কেন না কামনার অপূর্ণতাই দুঃখ; বিশেষতঃ শাস্ত্রমাতা শ্রুতি বলিয়াছেন:— "অবিজিঘৎ সোঽপিপাস।" অর্থাৎ তিনি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা রহিত—নিত্যতৃপ্ত। সুতরাং পূজকদত্ত পূজোপকরণ তিনি গ্রহণ করিবেন কি রূপে? এতাদৃশ আশঙ্কাও সমীচীন নহে। কেননা শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন "সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যো নাদর ইত্যাদি॥" তিনি নিখিল ভোগ সম্পন্ন, তিনি গন্ধাদি সমুদয় ধারণ করিয়া অবস্থিত। সুতরাং ভগবানের ভোগ্যত্ব নিত্যসিদ্ধ। বিশেষতঃ তাঁহাতে যদি ভোক্তৃত্ব-শক্তির স্বীকার না কর তবে ঐ শক্তির অভাবে তাঁহার পূর্ণতার হানি হয়। তবে যে শ্রুতিতে ক্ষুধাতৃষ্ণা রহিত দেখা যায়, উহা প্রাণাদি বায়ুর কার্য্যরূপ প্রাপঞ্চিক ক্ষুধাতৃষ্ণা। শ্রীভগবান্ চিন্ময়, তাঁহাতে প্রাপঞ্চিক বায়ুর বিকাররূপ প্রাণ অপানাদি বায়ু নাই। তিনি নিত্য চৈতন্য স্বরূপ। সুতরাং শ্রুতির ঐ প্রমাণ, তাঁহার ভোক্তৃত্ব শক্তির নিষেধবাচী নহে। কেননা শ্রুতিতেই—"সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামানিত্যাদি।" বাক্যে তাঁহার ভোক্তৃত্ব শক্তির উল্লেখ দেখা যায়। তবে শ্রীভগবানের ভোক্তৃত্বশক্তি থাকিলেও তাঁহার ভোগের আকাঙ্খা নাই। যেরূপ পুরুষত্ব থাকা সত্ত্বেও পিতামহ ভীষ্মের কখনও কামবিকার জনিত কামিনী-সঙ্গলাভের ইচ্ছা হয় নাই—সেইরূপ নিত্যভোক্তা ভগবানের প্রাপঞ্চিক বায়ুবিকার-রূপ প্রাণ না থাকায় তৎকার্য্য ক্ষুধা পিপাসারও উদ্রেক হয় না। শ্রীভগবান্ ইচ্ছাময়। মেনকার কটাক্ষপাতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যেমন বহুকাল তপস্যাদ্বারা লুপ্ত কামভাব নবভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল, তদ্রূপ শ্রীভগবানের ভোক্তৃত্ব শক্তি বিজ্ঞাত ভক্ত, যখন ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে ভোগ্যবস্তু প্রদান করেন, তখন ভক্তের ইচ্ছায় সেই নিত্যতৃপ্ত ভগবানের ক্ষুধা-তৃষ্ণার উদ্রেক হইয়া থাকে। ভক্ত যাহা ভালবাসিয়া তাঁহাকে অর্পণ করেন—তাহাতেই তিনি পরম সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহার অধিক আকাঙ্খা নাই। তাই আর্য্য-হিন্দুগণ বলিয়াছেন ভক্তাধীন ভগবান্, তাই তিনি ইচ্ছাময়।

অনেকে বলিতে পারেন যে সাধক সিদ্ধা-বস্থায় উপনীত হইলে, যখন তাঁহার পূজোপ-করণাদি কিছুই থাকে না তৎকালে যখন শুধু অন্তশ্চিন্তিত ভাবই একমাত্র অবলম্বা,

তখন উপকরণাদি সমন্বিত বাহ্যপূজার আবশ্যকতা কি ? বরং মানস পূজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। একথা সমীচীন নহে। এক ব্যক্তি বহুকাল অহিফেন অভ্যাস করিয়া আধতোলা অহিফেন অভ্যস্ত হইয়াছে, তাই দেখিয়া তুমি যদি প্রথমেই আধতোলা অহিফেন সেবন কর তবে ভাবিয়া দেখ দেখি তোমার দশা কি হইতে পারে ? জগৎ যেমন ক্রমে বিকাশশীল মানবও তেমনি ক্রমোন্নতিশীল। শক্ত্যাতিরিক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে গেলে, সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাহ্যপূজাই কর আর মানস পূজাই কর যখনই পূজা করিবে, তখনই পূজোপকরণের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে। তবে বাহ্যপূজার উপকরণগুলি বাহ্যবস্তু, আর মানস, পূজার উপকরণগুলি মনপ্রসূত। বাহ্য পূজায় যেমন আত্মসম্মুখে বেদীর উপর আরাধ্য দেবতার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিতে হয়, মানসপূজায়ও তদ্রূপ ইষ্টদেবের ভাবময় মানসমূর্ত্তি সংস্থাপন করিতে হয় মানসপূজা অর্থে যদি কেহ মনোময় প্রতিকৃতি ভক্তি প্রভৃতি মনজগতের প্রধান প্রধান উপকরণগুলি বর্জ্জিত পূজা বিশেষ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, তবে তিনি ভুল বুঝিয়াছেন। কেননা মানস পূজা শূন্যোপাসনা নহে। ধ্যানকরিতে গেলে মূর্ত্তির আবশ্যকতা অবশ্যম্ভাবী। পূজোপকরণের সহিত পূজার এমনি সম্বন্ধ, পূজোপকরণের সহিত পূজা এমনি অচ্ছেদ্য বন্ধনে বিজড়িত, যে একটী ভিন্ন অপরটীর অস্তিত্ব থাকে না, সুতরাং বাহ্য পূজাই হউক আর মানস পূজাই হউক, পূজোপকরণ ভিন্ন পূজা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ক্রমশঃ

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী।

উথলী।

বল্লালসেনের তাম্রশাসন।*

আজ প্রায় চারিবর্ষকাল অতীত হইল বর্দ্ধমানের অন্তর্গত সীতাহাটীর জমিদার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বগ্রামের একটী রাস্তা সংস্কারের জন্য কয়েক জন মজুর নিযুক্ত করেন। রাস্তাটী ভাগীরথীতীরে অবস্থিত। মাটী কাটিবার সময় মজুরগণ প্রায় দুই হস্ত নিম্নে ভূগর্ভে একখানি তাম্রফলক প্রাপ্ত হইয়াছিল। মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বেনোয়ারীলাল গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় এই তাম্রলিপির পাঠোদ্ধার করিলে, "সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায়" এই তাম্রশাসনের সমুদায় বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। পাঠকবর্গের অবগতি ও কৌতূহল নিবারণের নিমিত্ত আমরা উক্ত তাম্রশাসনখানি আমূল উদ্ধৃত করিলাম।

* বিগত ১৩১৮ বঙ্গাব্দ ১১ই শ্রাবণ তারিখের ঢাকাপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত। সম্পাদক।

"বঙ্গীয় সেন রাজগণের গৌরব-রবি মহারাজ বল্লাল সেনের জাতিত্ব সম্বন্ধে এতকাল প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিক গণেরমধ্যে তুমুল বাদানুবাদ চলিতেছিল। এই তাম্রশাসনের আবিষ্কার দ্বারা সেই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হইল। বঙ্গের সেন বংশীয় নরপতিগণ এবং সেন বংসাবতংস মহারাজ বল্লাল সেন যে ক্ষত্রিয় ছিলেন এই তাম্রশাসনে তাহার পরিষ্কার উল্লেখ রহিয়াছে। উক্ত মহারাজার জননী মহারাণী বিলাসবতী দেবী একদা চন্দ্রগ্রহণ কালে গঙ্গাতীরে একটী সুবর্ণ নির্ম্মিত-অশ্ব দান করিয়া ছিলেন। উক্ত দান কার্য্যের দক্ষিণাস্বরূপ মহারাজ বল্লাল সেন ভরদ্বাজ গোত্রীয় ওবাসুদেব শর্ম্মাকে, বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তঃপাতি উত্তররাঢ় মণ্ডলস্থিত "বাল্লহিট্টা' গ্রাম দান করেন। উক্তদানের নিদর্শন স্বরূপ এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ এবং ওবাসুদেব শর্ম্মাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। ধন-প্রাপ্তি (Treasure Trove) আইনানুসারে উক্ত তাম্রশাসন খানিকর্ত্তৃপক্ষগণ প্রাচীন কীর্ত্তি বিভাগে (archeological Department) রাখিয়াছেন। ঐতিহাসিকের নিকট ইহা অমূল্য রত্নস্বরূপ এজন্যই আমরা নিম্নে উক্ত তাম্রশাসন লিপিখানি আমূল উদ্ধৃত করিলাম।'

মহারাজ বল্লাল সেনকে বৈদ্যজাতি সম্ভূত প্রমাণ করিতে স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় "বল্লালমুদ্গার" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দুঃখের বিষয় কাল-ক্রমে উক্ত মুদ্গারটী তাঁহার শিরেই আপতিত হইল। মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করিতে এই মহাত্মার জীবনব্যাপী সংগ্রামের বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। সত্য সত্যই বিদ্যারত্ন মহোদয় ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ব-বাদিগণের কৃপার পাত্র।

পাঠকগণ মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনের সহিত বল্লাল সেনের তাম্রশাস-নের ঐক্য দেখিতে পাইবেন। ফলতঃ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আবিষ্কৃত এই ২টী তাম্র-শাসনের ভাষায় মিল, উভয় শাসনের সত্যতা সম্যক প্রমাণ করিতেছে।

ফরিদপুর নিবাসী স্বর্গীয় মহাত্মা চৈতন্যকৃষ্ণ নাগ দেববর্ম্মা মহোদয় এই তাম্রশাসনের বিবরণ আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে প্রদান করেন। আজ এক বৎসরের অধিক কাল এই শাসন খানির লিপি, আমাদের হস্তগত হইয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনের পাঠ মুদ্রিত করিয়া বল্লাল সেনের তাম্রশাসন মুদ্রিত করিবার অভিপ্রায়ে আমরা এতদিন এই শাসন খানির পাঠ মুদ্রিত করি নাই। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ যে কায়স্থ-ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহা অবিসংবাদিত তত্ত্ব, উভয় শাসনের ভাষা দেখিয়া নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ ঈশ্বর ঘোষের ও বল্লাল সেনের এক জাতিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথক পৃথক মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত বিজয় সেন প্রশস্তি ও বল্লাল সেনের তাম্রশাসন অবিসংবাদিতরূপে প্রকাশ করিতেছে যে বঙ্গীয় সেন রাজগণ বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কায়স্থের কুলবন্ধনকর্ত্তা শ্রীমৎ বল্লাল সেন ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় অর্থাৎ জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। বিজয় সেন প্রশস্তি ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে রাজসাহী অন্তর্গত দেওপাড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত মেটকাফ্ সাহেব কর্ত্তৃক ও বল্লাল সেন

তাম্রশাসন ১৯১০ খৃঃঅব্দে বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত সীতাহাটী গ্রামে, তত্রস্থ জমিদার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক আবিস্কৃত হয়। উভয় শাসনেই একই বিষয়—সেন বংসের কীর্ত্তি কলাপ ঘোষিত হইয়াছে। প্রথমটী প্রস্তর ফলক, মহারাজ বিজয় সেনের রাজত্বকালে প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা সময় উৎকীর্ণ হয়; অপরটী তাম্রশাসন মহারাজ বল্লাল সেনের মাতা গঙ্গাতীরে সূর্য্য গ্রহণোপলক্ষে একটী সুবর্ণ অশ্ব প্রদান করেন উক্ত কার্য্যের দক্ষিণা স্বরূপ বল্লাল সেন একটী গ্রাম দান করিয়া তাম্রশাসন উৎকীর্ণ করেন।

সম্পাদক।

মূল তাম্রশাসনের পাঠ পদ্য।

ওঁ নমঃ শিবায়।

সন্ধ্যা-তাণ্ডবসম্বিধান বিলসন্নান্দী নিনাদোর্ম্মিভি
নির্ম্মর্য্যাদরসার্ণবো দিশতুবঃ শ্রেয়োঽর্দ্ধনারীশ্বরঃ।
যস্যার্দ্ধে ললিতাঙ্গহার বলনৈরর্দ্ধে চ ভীমোদ্ভটৈ
র্ন্নাট্যারম্ভরয়ৈর্জ্জয়ত্যভিনয় দ্বৈধানুরোধ শ্রমঃ॥১॥

অন্বয়ঃ

নান্দীনিনাদোর্ম্মিভিঃ সন্ধ্যা-তাণ্ডব সম্বিধান বিলসৎ, নির্মর্য্যাদঃ, রসার্ণবঃ অর্দ্ধনারীশ্বরঃ বঃ শ্রেয়দিশতু। যস্য অর্দ্ধে ললিতাঙ্গহার বলনৈঃ অর্দ্ধে চ ভীমোদ্ভটৈঃ নাট্যারম্ভরয়ৈঃ অভিনয় দ্বৈধানুরোধশ্রমঃ জয়তি॥১॥ (১)

বঙ্গানুবাদ।

সায়ংকালিয় উদ্ধতনৃত্যে নিযুক্ত, অভিনয়ারম্ভে যেন মঙ্গলাচরণ জনিত ভেরীনিনাদ-তরঙ্গে ক্রীড়াপরায়ণ, অভিমানশূন্য, অনন্ত-রসার্ণব অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেব আপনাদের মঙ্গল বিধান করুন। যাঁহার নারীরূপ অর্দ্ধাঙ্গে মধুর অঙ্গবিক্ষেপদ্বারা এবং পুরুষকার অর্দ্ধাঙ্গে ভয়াবহ অথচ সুন্দর নৃত্যাবেগদ্বারা দ্বিবিধ অভিনয় চেষ্টা জয়যুক্ত হউক॥১॥

১। নান্দী—নাটকের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ। অঙ্গ হার অঙ্গবিক্ষেপ। বলনং ঘূর্ণনম্। ভীমোদ্ভটঃ ভীম+উদ্ভট, ভীষণ অথচ সুন্দর। ছন্দ শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

হর্ষোচ্ছাল পরিপ্লবো নিধিরপাং ত্রৈলোক্যবীরঃ স্মরো
নিস্তন্দ্রাঃ কুমুদাকরা মৃগদৃশো বিশ্রান্ত মানাধয়ঃ।
যস্মিন্নভ্যুদিতে চকোর নগরাভোগে সুভিক্ষোৎসবঃ
স শ্রীকণ্ঠশিরোমণির্ব্বিজয়তে দেবস্তমীবল্লভঃ ॥২॥

অন্বয়ঃ

যস্মিন্ অভ্যুদিতে (সতি) অপাংনিধি হর্ষোচ্ছাল পরিপ্লবঃ (ভবেৎ) স্মরঃ ত্রৈলোক্যবীরঃ (ভবেৎ) কুমুদাকরাঃ নিস্তন্দ্রাঃ (ভবন্তি) মৃগদৃশাঃ (যুবতয়ঃ) বিশ্রান্ত মানাধয়ঃ (ভবন্তি) চকোরনগরাঃ ভোগে সুভিক্ষোৎসবঃ, (ভবেৎ) সঃ তমীবল্লভঃ শ্রীকণ্ঠশিরোমণিঃ দেবঃ বিজয়তে ॥২॥ (২)।

বঙ্গানুবাদ।

যিনি পূর্ণাকারে আকাশে সমুদিত হইলে উল্লসিত জলনিধি বারি-বিপ্লব উচ্চতায় শাল-বৃক্ষ অতিক্রম করে, ত্রিলোকমধ্যে অনঙ্গদেব একমাত্র শ্রেষ্ঠবীর বলিয়া পরিগণিত হন, প্রফুল্ল কুমুদাকর সরসীনিকর অতন্দ্রিত ভাবে যাঁহার দিকে চাহিয়া থাকে, মৃগনয়না মানিনীগণের, মানরূপ আধি বিশ্রান্তি লাভকরে—যিনি অভ্যুদিত হইলে সমগ্রচকোর নগরে আনন্দোৎসব উপস্থিত হয়, সেই শ্রীকণ্ঠশিরোমণি রজনীবল্লভ চন্দ্রদেব জয়যুক্ত হউন ॥২॥

বংশেতস্যাভ্যুদয়িনী সদাচার-চর্য্যা নিরূঢ়ি
প্রৌঢ়াং রাঢ়ামকলিতচরৈ র্ভূষয়ন্তোঽনুভাবৈঃ।
শশ্বদ্বিশ্বাভয় বিতরণস্থূল লক্ষ্যাবলক্ষৈঃ
কীর্ত্ত্যুল্লোলৈঃ স্নপিত বিয়তো জজ্ঞিরে রাজপুত্রাঃ ॥৩॥

অন্বয়ঃ

তস্য (চন্দ্রস্য) অভ্যুদয়িনী বংশে সদাচারচর্য্যাঃ, নিরূঢ়ি—প্রৌঢ়াং রাঢ়াং অকলিতচরৈঃ অনুভাবৈঃ ভূষয়ন্তঃ শশ্বৎ বিশ্বাভয়বিতরণস্থূলক্ষ্যাঃ অবলক্ষৈঃ। কীর্ত্তি উল্লোলৈঃ স্নপিত বিয়তঃ রাজপুত্রাঃ জাজ্ঞরে ॥৩॥ (৩)

বঙ্গানুবাদ।

সেই চন্দ্র দেবের সমৃদ্ধিসম্পন্ন বংশে রাজপুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। যাঁহারা সদাচার চর্চ্চার খ্যাতিতে ও অগণিত অনুগ্রহে প্রাচীন রাঢ়দেশকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন,

২। বঙ্গীয় সেন রাজবংশ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়, তজ্জন্য কবি প্রথমেই চন্দ্রমাকে নমস্কার করিতেছেন। হর্ষোচ্ছাল পরিপ্লবঃ—হর্ষঃ+শাল+পরিপ্লবঃ। সমুদ্রের তরঙ্গমালা উচ্চতায় শালবৃক্ষকে অতিক্রম করে, ভারতে শাল বৃক্ষেরন্যায় উচ্চ বৃক্ষ আর নাই। ছন্দ শার্দ্দূলবিক্রীড়িত।

৩। এই শ্লোকে সেনরাজ পুত্রদিগের কার্ত্তি বর্ণিত হইতেছে। নিরূঢ়ি নিত্য, অকলিতচরৈঃ অনুভাবৈঃ, দেশ কাল পাত্র নির্ব্বিশেষে উদারনীতি দ্বারা অথবা অগণিত অনুগ্রহে। স্থূল লক্ষ্যাঃ বিস্তীর্ণশ্রী লক্ষ্যস্থল।

যাঁহারা পৃথিবীর সকলকে অভয়বাণী বিতরণ পূর্ব্বক লক্ষ্যস্থল হইয়া, কীর্ত্তির ধবল তরঙ্গ দ্বারা আকাশ মণ্ডলকে স্নাত (পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন) ॥৩॥

তেষাম্বংশে মহৌজাঃ প্রতিভট পৃতনাম্ভোধি কল্পান্তসূরঃ
কীর্ত্তির্জ্যোৎস্নোজ্জ্বলশ্রীঃ প্রিয়কুমুদবনোল্লাসলীলা মৃগাঙ্কঃ।
অসিদাজন্মরক্ত প্রণয়িগণ মনোরাজ্য সিদ্ধি প্রতিষ্ঠা
শ্রীশৈলঃ সত্যশীলো নিরুপাধি করুণাধাম সামন্তসেনঃ ॥৪॥

অন্বয়ঃ

তেষাং বংশে মহৌজাঃ প্রতিভট পৃতনাম্বোধি কল্পান্তসূরঃ কীর্ত্তিঃ জ্যোৎস্নোজ্জ্বল শ্রীঃ প্রিয়কুমুদ বনোল্লাসলীলা মৃগাঙ্কঃ আজন্মরক্ত প্রণয়িগণ মনোরাজ্যে সিদ্ধি প্রতিষ্ঠা শ্রীশৈলঃ, সত্যশীলঃ নিরুপাধি করুণাধাম সামন্তসেনঃ আসীৎ ॥৪॥ (৪)

বঙ্গানুবাদ।

তাঁহাদিগের বংশে মহা তেজস্বী শত্রুসৈন্য-সাগরে কল্পান্ত সূর্য্যস্বরূপ, কীর্ত্তিরূপ জ্যোৎস্না দ্বারা সমুজ্জ্বল শ্রীসম্পন্ন, কুমুদবনে শশাঙ্ক সদৃশ প্রিয়জনের আনন্দ বর্দ্ধক, আজন্মানুরক্ত সুহৃদগণের মনোরাজ্যে হিমালয়ের ন্যায় অচলপ্রতিষ্ঠ, সত্যশীল অকপট করুণাধার সামন্তসেন নামে রাজা ছিলেন ॥৪॥

তস্মাদজনি বৃষধ্বজচরণাম্বুজ ষট্‌পদোগুণাভরণঃ।
হেমন্তসেনদেবো বৈরিসরঃ প্রলয় হেমন্তঃ ॥৫॥

অন্বয়ঃ

তস্মাৎ বৃষধ্বজচরণাম্বুজ ষটপদঃ, গুণাভরণঃ, বৈরিসরঃ প্রলয় হেমন্তঃ হেমন্তঃ সেন অজনি ॥৫॥(৫)

বঙ্গানুবাদ।

তাঁহা (সামন্তসেন) হইতে মহাদেবের চরণ পদ্মে ভ্রমরবৎ সদা লগ্ন, গুণালঙ্কৃত শত্রুসরোবরে প্রলয় কালীন হেমন্তের ন্যায় হেমন্তসেন দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অবলক্ষৈঃ কীর্ত্ত্যুল্লোলৈঃ ধবলকীর্ত্তি পুঞ্জদ্বারা। জজ্ঞিরে—জন ধাতু ইরে পরোক্ষা, জন্মিয়াছিলেন, ছন্দ মন্দাক্রান্তা।

৪। প্রতিভট পৃতনা কল্পান্তসূরঃ—শত্রুপক্ষীয় সৈন্য সাগরে প্রলয় কালীন দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বান্তক। পাঠক এই ৪র্থ শ্লোকের সহিত বিজয় সেন প্রশস্তির ৫ম শ্লোক আলোচনা করিবেন—

"তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদন ব্রহ্মবাদী
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তঃ সেনঃ।

এই ব্রহ্মক্ষত্রিয়ই বঙ্গীয় কায়স্থজাতি। ছন্দ স্রগ্‌ধরা।

(৫) টীকা—ব্যাখ্যাত শ্লোকঃ ছন্দ—আর্য্যা।

লক্ষ্মীস্নেহার্ত্ত দুগ্ধাম্বুধিবলনরয় শ্রদ্ধয়া মাধবেন
প্রত্যাবৃত্ত প্রবাহোচ্ছলিত সুরধুনী শঙ্কয়া শঙ্করেণ।
হংশশ্রেণী বিলাসোজ্বলিত নিজপদাহংযুনা বিশ্বধাত্রা
সূত্রামারাম সীমাবিহরণললিতাঃ কীর্ত্তয়ো যস্যদৃষ্টাঃ ॥৬॥

অন্বয়ঃ।

যস্য সূত্রামারাম সীমাবিহরণ ললিতাঃ কীর্ত্তয়ঃ মাধবেন লক্ষ্মীস্নেহার্ত্ত দুগ্ধাম্বুধি বলনরয়ঃ শ্রদ্ধয়া, (এবং) শঙ্করেণ প্রত্যাবৃত্ত প্রবাহোচ্ছলিত সুরধুনী শঙ্কয়া, অহংযুনা বিশ্বধাত্রা হংশ শ্রেণীবিলাসোজ্জ্বলিত নিজপদাঃ দৃষ্টাঃ ॥৬॥ (৬)

বঙ্গানুবাদ।

সূত্রধারের (ইন্দ্রের) উপবন সীমাপর্য্যন্ত বিহারিণী যাঁহার মধুরকীর্ত্তি পুঞ্জ, মাধবের নিকট লক্ষ্মীস্নেহপীড়িত দুগ্ধসমুদ্রের ঘুর্ণন বেগ স্বরূপে, শঙ্করের নিকট প্রত্যাবৃত্ত প্রবাহদ্বারা উচ্ছলিত শুভ্র ফেণাচ্ছাদিত সুরধুনীরূপে এবং স্বাভিমানী বিশ্বধাত্রা ব্রহ্মার নিকট শুভ্র হংশশ্রেণী বিলাসোজ্জ্বলিত নিজপদরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল ॥৬॥

তস্মাদভূদখিল পার্থিব চক্রবর্ত্তী
নির্ব্যাজ-বিক্রম-তিরস্কৃত সাহসাঙ্কঃ।
দিক্‌পালচক্রপুট-ভেদন-গীতকীর্ত্তিঃ
পৃথ্বীপতির্বিজ্জয়সেন-পদ প্রকাশঃ ॥৭॥

অন্বয় ॥

তস্মাৎ অখিল পার্থিব চক্রবর্ত্তী, নির্ব্যাজবিক্রম তিরস্কৃতসাহসাঙ্কঃ, দিক্‌পাল চক্রপুট ভেদন গীতকীর্ত্তিঃ, পৃথ্বীপতিঃ বিজয়সেন পদ প্রকাশঃ অভূৎ ॥৭॥ (৭)

বঙ্গানুবাদ।

তাঁহা (হেমন্তসেন) হইতে অখিল-পার্থিব-চক্রবর্ত্তী পৃথ্বীপতি বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন।

---

(৬) মহারাজ হেমন্ত সেনের কীর্ত্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নিকট অতিশয় প্রীতিপদ ছিল। তাহা তিনটী উৎপ্রেক্ষালঙ্কার দ্বারা বর্ণিত হইতেছে, (১ম) লক্ষ্মীর প্রেমদ্বারা তরঙ্গিত ক্ষীরোদ সাগর (যাহা বিষ্ণুর শয্যা) মাধবের নিকট যেমন শ্রদ্ধাস্পদ, (২য়) প্রত্যাবৃত গঙ্গা প্রবাহ মহাদেবের নিকট যেমন ভয়াবহ (ভূয়) ব্রহ্মার মরাল শ্রেণীসুশোভিত নিজপদদ্বয় যেমন প্রীতিপদ তদ্রূপ মহারাজ হেমন্ত সেনের কীর্ত্তি পুঞ্জ ঐ সমস্তগুণ দ্বারা তাঁহাদের নিকট প্রতীয়মান হইয়াছিল। তাঁহার শান্তিময় রাজত্বকালে রোগাদির অত্যাচার হইতে প্রকৃতিপুঞ্জ সুরক্ষিত থাকায় মহাদেবের ভয় হইয়াছিল, পালন কার্য্যে দক্ষতা দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, এবং জনবল বৃদ্ধি হওয়াতে ব্রহ্মার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। অহংযু—অভিমানী, অহংযুনা—তৃতীয়া। ছন্দ স্রগ্‌ধরা।

(৭) নির্ব্যাজ—অকপট। সাহসাঙ্কঃ—মহারাজ বিক্রমাদিত্য, জটাধর নামক জনৈক অভিধান প্রণেতার অভিধানে বিক্রমাদিত্যের শাকারী ও সাহসাঙ্ক নামদ্বয় লক্ষিত হয়। এই তাম্রশাসনে উক্ত সাহসাঙ্ক নাম

তিনি অকপট বিক্রমে মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে ও লজ্জিত করিয়াছিলেন এবং দিকৃপালগণের নগরে তাঁহার কীর্ত্তি গীত হইত ॥৭॥

ভ্রাম্যন্তীনাম্বনান্তে যদরিমৃগদৃশাং হারমুক্তা ফলানি
ছিন্নাকীরাণি ভূমৌনয়নজল মিলৎ কজ্জলৈ লাঞ্ছিতানি।
যত্নাচ্চিন্বন্তি দর্ভক্ষতচরণতলাস্থখিলিপ্তানিগুঞ্জা
স্রগ্‌ভূষা রম্যরামাস্তন কলসঘনা-শ্লেষলোলাপুলিন্দাঃ ॥৮॥

অন্বয়ঃ

বনান্তে ভ্রাম্যন্তীনাং যৎ অরিমৃগদৃশাং নয়নজলমিলৎ কজ্জলৈঃ লাঞ্ছিতানি দর্ভক্ষতচরণ তলাস্থখিলিপ্তানি ভূমৌ ছিন্নাকীরাণী হারমুক্তাফলানি, গুঞ্জাস্রগ্‌ভূষারম্যা রামা স্তনকলসঘনাশ্লেষ-লোলা পুলিন্দাঃ যত্নাৎ চিন্বন্তি ॥৮॥ (৮)

বঙ্গানুবাদ।

যাঁহার (বিজয় সেনের) শত্রুগণের মৃগনয়নী রমণীগণের বনান্তে ভ্রমণকালে তাহাদের কণ্ঠহার হইতে নয়নজল মিশ্রিত কজ্জল চিহ্নিত মুক্তাবলী ছিন্ন হইয়া ভূমিতলে পড়িলে, তাহাদের কুশাগ্রক্ষত পদতল হইতে ক্ষরিত শোণিতে উহা সুরঞ্জিত হইত। গুঞ্জমাল্য বিভূষিতা রমণীস্তনকলসের সহিত ঘনালিঙ্গন-লিপ্সু পুলিন্দগণ সেই মুক্তাফলগুলি সযত্নে চয়ন করিত ॥৮॥

প্রত্যাদিশন্নবিনয়ং প্রতিবেশ্যরাজা
বভ্রাম কার্ম্মুকধরঃ কিলকার্ত্তবীর্য্যঃ।
অস্যাভিষেক-বিধিমন্ত্র পদৈর্নিরীতি
রারোপিতো-বিনয়-বর্ত্মনি জীবলোকঃ ॥৯॥

অন্বয়ঃ

কার্ত্তবীর্যাঃ (ইব) কার্ম্মুকধরঃ স রাজা আবিনয়নং প্রত্যাদিশন্ প্রতিবেশ্ম বভ্রাম। অস্য (রাজ্ঞঃ) অভিষেক বিধিমন্ত্রপদৈঃ জীবলোকঃ নিরীতি (সন্) বিনয় বর্ত্মনি আরোপিত ॥৯॥ (৯)

বঙ্গানুবাদ।

(সেইরাজা বিজয়সেন) অত্যাচারাদি শাসন করিবার অভিপ্রায়ে ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করত

দেওয়া হইয়াছে। মহারাজ বিক্রমাদিত্য খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। দিক্‌পাল চক্রপুট— ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালগণের নগর। ছন্দ বসন্ত-তিলক।

(৮) বিজয় সেনের পরাজিত শত্রু রমণীগণের দুরবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ভূমৌছিন্নাকীরাণী—কামিনীগণের কণ্ঠহার বিগলিত মুক্তাফল ভূমিতল আকীর্ণ করিত। পুলিন্দা বন্য ম্লেচ্ছজাতিবিশেষঃ, শ্লেষলোলা—আলিঙ্গন প্রার্থী। ছন্দ স্রগ্ধরা।

(৯) এইশ্লোকে "অবিনয়নং" শব্দদ্বারা অত্যাচারাদি সমুচ্চয় হইয়াছে। নীরিতি—নিঃ+ঈতি, শস্যের

প্রাতগৃহে ভ্রমণ করিতেন। তৎকালে তাঁহাকে কার্ত্তবীর্য্য বলিয়া অনুমান হইত। তাঁহার অভিষেক মন্ত্র পঠিত হইবামাত্র এই জীবলোক ঈতিশূন্য হইয়া বিনয় বর্ত্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ॥৯।

ক্রমশঃ।

সম্পাদক।

ছয় প্রকার বিঘ্নকে ঈতি বলে যথা—অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, পতঙ্গ, মুষিক, পক্ষী ও প্রত্যাসন্ন ভাবী রাজা। অবিনয়ং প্রত্যাদিশন্ অত্যাচারাদি নিবারণ জন্য। ছন্দ-বসন্ততিলক।

বাগ্‌ভট কি অম্বষ্ঠ ?

সে দিন কোন প্রয়োজন বশতঃ মোক্তার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বাগ্‌ছী মহাশয়ের ভবনে গমন করিয়াছিলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম গৃহস্বামী কোন কার্য্য ব্যপদেশে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় আমাকে কিছুকালের জন্য সেখানেই অবস্থান করিতে হইল।

নিষ্কপলক্ষে একাকী বসিয়া থাকা যে কিরূপ কষ্টকর ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। সুখের বিষয় আমাকে অধিক সময় এইরূপ অবস্থায় বসিয়া থাকিতে হয় নাই। দেখিলাম তাঁহার ফরাসের উপর এক পাশে একখানি পুস্তক অনাদৃত ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। পুস্তক খানির নাম "জাতি বিকাশ" শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দাশ (দাস ! দাস !! দাস !!!) গুপ্ত উহার রচয়িতা। কিছুদূর পাঠ করিয়াই বুঝিলাম "জাতিতত্ত্ব বারিধি" রচয়িতা উমেশ দাশকে যে, ঘোড়ায় কামড়াইয়াছিল, ইহাকেও সেই ঘোড়াতেই কামড়াইয়াছে। গ্রন্থকার স্বরচিত গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"বাগ্‌ভটগুপ্ত…ইনি বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈদ্য জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। তদীয় গ্রন্থের নাম "অষ্টাঙ্গ-হৃদয় সংহিতা" চরক ও সুশ্রুতের পর এরূপ মহান্ গ্রন্থ আর কেহ রচনা করিয়া যান নাই। "বাগ্‌ভট অলঙ্কার" নামে ইহার আরও এক খানি উপাদেয় অলঙ্কার গ্রন্থ আছে। দুঃখের বিষয় গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহার কোন পরিচয় দিয়া যান নাই।"

পাঠক ! আমরাও আজ দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, বাগ্‌ভট অলঙ্কার খানি যদি কখনও যোগেশ দাসের চর্ম্মচক্ষের বিষয়ীভূত হইত, তাহা হইলে তিনি কখনই ভেড়ার খোয়াড়ে ঘোড়া বাঁধিতে গিয়া চক্ষুষ্মান্

পাঠক মহোদয়গণের নিকট উপহসিত হইতেন না। কেন? তাহা বলিতেছি,—

প্রিয়দর্শন পাঠক! বাগ্‌ভট চিরাচরিত প্রথানুসারে গ্রন্থারম্ভেই লিখিয়াছেন,—

"শ্রিয়ংদিশতু বো দেবঃশ্রীনাভেয় জিনঃ সদা।
মোক্ষমার্গং সতাংব্রূতে যদাগম পদাবলী॥১।

(বাগ্‌ভটালঙ্কার ১ পরি)

যাঁহার আগমপদাবলী সজ্জন গণের মোক্ষমার্গ প্রদর্শক, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জিনদেব সর্ব্বদা তোমাদের কল্যাণ বিধান করুন। অপরঞ্চ,—

গন্ধেভ বিভ্রাজিত ধাম-লক্ষ্মী
লীলাম্বুজ চ্ছত্রমপাস্য রাজ্যম্।
ক্রীড়াগিরৌ রৈবতকে তপাংসি
শ্রীনেমিনাথো হত্র চিরঞ্চকার॥৪॥

(ঐ ২য় পরি)

তীর্থঙ্কর (১) শ্রীমান্ নেমিনাথ (ইহার পিতার নাম সমুদ্রবিজয় মাতা শিবা এবং ইহার জ্ঞান নগরী শত্রুঞ্জয় তীর্থ) মদমত্ত হস্তী নিসেবিত ও লক্ষ্মীর একমাত্র লীলা নিকেতন স্বরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক রৈবতক নামক ক্রীড়া পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। অপরঞ্চ,—

"জনস্ত নয়নস্থানধ্যান এণঃ ছিনস্তিনঃ।
পুনঃপুনর্ব্বিনপীন জ্ঞানধ্যানধনঃ সনঃ॥৮॥

(ঐ ৪র্থ পরি)

মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটিলেও যাঁহার নির্ব্বাণ প্রবর্ত্তক বচনাবলী লোক লোচনে সর্ব্বদা প্রতিভাত হইত, অপিচ যিনি মহৎ জ্ঞান ও ধ্যানে ধনী, সেই সমদর্শী জিন স্বামী আমাদিগের পাপ নাশ করুন। অপরঞ্চ,—

"গঙ্গাম্বুধবলাঙ্গাভঃ মুমুক্ষু ধ্যানগোচরঃ।
পাপার্ত্তি হরণায়াস্ত স সজ্‌জ্ঞানো জিনঃসতাম্॥৪॥)

(ঐ ৪র্থ পরি)

গঙ্গাম্বু সদৃশ ধবল কান্তি, সৎ জ্ঞানী এবং মুমুক্ষুগণের ধ্যান গোচর জিনদেব সজ্জন গণের পাপরূপ দুঃখধ্বংশের কারণ হউন অপরঞ্চ,—

"গত্যাবিভ্রম মন্দয়া প্রতিপদং যা রাজহংসায়তে
যস্যাঃ পূর্ণ শশাঙ্ক মণ্ডলমিব শ্রীমৎ সদৈবানন্নম্।
যস্যাশ্চানুকরোতিনেত্র যুগলং নীলোৎপলানিশ্রিয়া
তাংকুন্দাগ্রদতীং ত্যজন্ জিনপতীরাজীমতীং পাতু বঃ॥১।

(ঐ ৪র্থ পরি)

যিনি বিভ্রম মন্থর গতিতে রাজহংস সদৃশ ছিলেন, যাঁহার বদনমণ্ডল সর্ব্বদাই পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল,অপিচ যাঁহার নেত্র যুগল নীলোৎপলকেও পরাস্ত করিয়াছিল; সেই কুন্দাগ্রদশনা রাজীমতী নাম্নী ভার্য্যাকে যিনি পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন; সেই জিন পতি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

অপরঞ্চ,—

"তং ণ মহবীতরাঅং জিণং দমুদ্দলিঅ দড় অরকসাঅং জস্স মণং ব্ব সরীরং মণং সরীরং ব সুপসংণং॥৫৪॥"

(ঐ ৪র্থ পরি)

হে সেবক সঙ্ঘ! যিনি বীত রাগ এবং দম দ্বারা কামাদিকে বশীভূত করিয়াছিলেন; অপিচ যাঁহার শরীর মনের ন্যায় প্রসন্ন এবং মনঃ ও শরীরের ন্যায় প্রসন্ন সেই জিন দেবকে প্রণাম কর। অপরঞ্চ,—

(১) "অন্তরায় দানলাভবীর্য্য ভোগোপভোগগাঃ।
হাসোরত্যরতির্ভীতি র্জুগুপ্সা শোকএব চ।
কামোমিথ্যাত্ব মজ্ঞান নিদ্রাচাবিরতিস্তথা।
রাগোদ্বেষশ্চ নোদোষাস্তেষা মষ্টাদশাপ্যমী।

(স্যাদ্বাদরত্নাকর)

"কলেব চন্দ্রস্য কলঙ্ক মুক্তা
মুক্তাবলীবোরুগুণ প্রপন্না।
জগত্রয়াভিমতং দধানা
জৈনেশ্বরী কল্পলতেব মূর্ত্তিঃ ॥৫৭॥"
(ঐ ৪র্থ পরি)

জৈনেশ্বরী মূর্ত্তি কলঙ্কহীন চন্দ্র কলার ন্যায়, গুণ গ্রথিত সুবৃহৎ মুক্তা মালার ন্যায়, এবং জগৎত্রয়ের অভিমত কল্পলতার ন্যায় শোভা পাইতেছে।

অপরঞ্চ,—

অনধ্যয়ন বিদ্বাংসো নির্দ্রব্যপরমেশ্বরাঃ।
অনলঙ্কার সুভগাঃ পান্তুযুষ্মান্ জিনেশ্বরাঃ॥"
(ঐ ৪র্থ পরি ৯৯)

যিনি অধ্যয়ন না করিয়াও বিদ্বান্, সম্পৎ হীন হইলেও যিনি পরমৈশ্বর্য্যশালী, এবং অলঙ্কার বিহীন হইলেও যিনি অতীব সুন্দর, সেই জিনেশ্বর তোমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন।

অতএব অলঙ্কার শাস্ত্র প্রণেতা বাগ্‌ভট যে একজন জৈন ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিত ছিলেন, তাহাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এমন কি ইনি অধিক দিনের লোকও নহেন। ইহার বর্ণনা পাঠে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ইনি চালুক্য বংশীয় রাজা জয়সিংহ সিদ্ধরাজের (২) একজন পারিবারিক চিকিৎসক ও মন্ত্রণাসচিব ছিলেন। সিদ্ধরাজ জয়সিংহ, মহারাজ কর্ণের ঔরসে জয়কেশীর কন্যা মৈণাল দেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। দ্ব্যাশ্রয়কাব্য প্রবন্ধ চিন্তামণি ও কুমারপাল চরিত প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বিষয় সবিস্তার বর্ণিত আছে। অণহলপুর পত্তনের (গুজরাটের তদানীন্তন রাজধানী) বৃদ্ধরাজা কর্ণ, পুত্রের বীর্য্যবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সন্দর্শনে প্রীত হইয়া ১১৬৫ সম্বতে তাঁহাকে রাজ সিংহাসন প্রদান করেন। জয়সিংহ একজন বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। "স্যাদ্বাদ রত্নাকর" প্রণেতা অজিতদেব, "অভিধান চিন্তামণি" রচয়িতা হেমচন্দ্র এবং "অলঙ্কারশাস্ত্র" প্রণেতা বাগ্‌ভট প্রভৃতি জৈন পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক সর্ব্বদা তাঁহার রাজসভা সমলঙ্কৃত থাকিত। কথিত আছে পণ্ডিত প্রবর বাগ্‌ভট ১২২২ সম্বতে শত্রুঞ্জয় তীর্থের উদ্ধার সাধন করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রাণগোবিন্দ রায়।

(২) "জগদাত্মকীর্ত্তি শুভ্রং জনয়ন্ দ্দাম দোঃ পরিঘঃ।
জয়তি প্রতাপ পূষা জয়সিংহ ক্ষ্মাভৃদধিনাথঃ ৪৫"
(বাগ্‌ভটালঙ্কারে ৪র্থ পরিঃ)

আমার নিবেদন।

বিগত শ্রাবণ মাসের প্রতিভায় শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় মহাশয়ের লিখিত "আমাদের জননী" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া সুখী হইলাম কিনা বলিতে পারি না। তাঁহার প্রবন্ধের প্রতিপাদকরা আমার সাধ্যাতীত তাঁহার লেখার ধরণ দেখিয়া বুঝিলাম তিনি

উচ্চ শিক্ষিত তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির প্রবন্ধের প্রতিবাদ করা আমার ন্যায় বালিকার ক্ষমতা নাই এবং তাহা কেবল ধৃষ্টতা।

আমি গত জ্যৈষ্ঠমাসের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় "রমণীদের প্রতি সমাজের এত অকৃপা কেন?' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহা কোনও ব্যক্তিগত আক্রমণ নহে, তবে কন্যার পিতার মর্ম্মস্পর্শী যন্ত্রণা দেখিয়া আমার লিখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। ন্যায় কি অন্যায় হইয়াছিল জানি না। আমি যে শুধু কন্যাদের যন্ত্রণা দেখিয়া লিখিয়াছিলাম তাহা নহে, মেয়ে অপেক্ষা পিতার কষ্ট বেশী। আমি স্বচক্ষে যে সকল লোমহর্ষণ দৃশ্য দেখিয়াছি, উহা মনে হইলে এখনও প্রাণে এক অব্যক্ত জ্বালা অনুভব হয়, একটী দৃষ্টান্ত নিয়ে দিলাম।

পাবনা জেলান্তর্গত হাতকোড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শশধর সরকার মহাশয় মেয়ে বিবাহ দিতে কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন তাহার কিছু এস্থলে বর্ণিত হইল। উক্ত সরকার মহাশয় তাঁহার কন্যার বিবাহ স্থির করিলেন ওলপুর রায় চৌধুরী বংশে। বরটী কলিকাতা কোন কলেজে বি,এ অধ্যয়ন করিতেন। ২২০০৲ শত টাকা পাত্রের মূল্য ৮০০ শত টাকা গহনা যৌতুক মোট ৩০০০৲ তিন হাজার টাকা দিবেন ইহাই স্বীকার করিয়া বিবাহ স্থির করিলেন। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেলে। বরপক্ষের লোকেরা আসিয়াই যে কিরূপ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন তাহা মনে হইলে আমার মত বালিকারও চোখে জল আইসে। নানাপ্রকার লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া প্রথম বিবাহ সারিয়া ফেলিলেন। কিন্তু বাসি-বিবাহের দিন কন্যার পিতার প্রতি বর-পক্ষীয়গণ কিরূপ অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা আমার ক্ষুদ্র লেখনী বর্ণনা করিতে অক্ষম। মেয়ের বাপের প্রথম দোষ—"এত অল্প টাকা নগদে তাহার পিতৃপুরুষের পুণ্য ফলে আমার ছেলের মতন জামাই পাইলেন" ইত্যাদি।

এস্থলে পাঠক মহাশয় ভাবিয়া দেখুন তাঁহারাই ত এই টাকায় ছেলের বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন। পুত্রের পিতা স্বীকৃত না হইলে মেয়ের বাপ জোর করিয়া স্বীকার করাইতেন না, এখন আবার সেই কথা লইয়া কন্যারপিতকে নির্য্যাতন করা কেন? সেই বি,এ পড়া ছেলেটী বলিলেন—বিবাহ আবার কি? যে ব্যক্তি টাকা পয়সা খরচ করিয়া মেয়ে বিবাহ দিতে অসমর্থ তাহার আবার কুলীন এবং বিদ্বান ছেলের সহিত মেয়ে বিবাহ দিবার সাধ কেন? ইত্যাদি।" শশধর সরকার মহাশয় যে টাকা গুলি দিয়াছেন সেগুলি যেন টাকাই নহে। ইহার পর বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইলে বর মহাশয় আসিলেন না, বাসি বিবাহ পূর্ব্বাহ্নে হইবার কথা—পূর্ব্বাহ্ন গেল, দ্বিপ্রহর অতীত হইল, সন্ধ্যা সমাগত ছেলে আসিল না কত অনুনয়, বিনয় কত হাতে পায়ে ধরা কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের পাষাণ প্রাণ দ্রবীভূত হইল না। একাদশ বর্ষীয়া বালিকা ক্ষুধায় আকুল। কিন্তু হায়! পিতা কি করিবে অবশেষে সরকার মহাশয় আসিয়া বলিলেন "মা! তুমি অবিবাহিতা থাক, আমি তোমার বিবাহ দিতে পারিলাম না।'

সে সময়ে মাতা পিতার আকুল ক্রন্দন দেখিয়া কাহার না হৃদয়ে ব্যথা লাগে, কোথায় মেয়ের শুভ বিবাহ আমোদ আনন্দ করিবে, তাহার পরিবর্ত্তে সেই কন্যার পরিবার মধ্যে বিষম বিষাদের তরঙ্গ। এই কি মানব হৃদয়ের কোমল উচ্ছ্বাস। এই কি শিক্ষার পরিণাম? তাহার পর যে বাসি-বিবাহ সকালে হইবে সেই বিবাহ কোনমতে রাত্রিতে শেষ করা হইল।

ইহার পর বরযাত্রীদের বিদায়ের পালা। সেই সময় তাঁহাদের কি প্রকার ব্যবহার তাহা লিখিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না।

আর একটী কথা মনে হইল, শশধর সরকার মহাশয় বরপক্ষীয় লোকদিগের জল-যোগ জন্য রেকাব, গ্লাস তৈজস পত্রাদি দিয়াছিলেন, বরপক্ষীয় সেই সকল হৃদয়বান্ মহাত্মাগণ, ঐ সমস্ত রেকাব গ্লাসাদি বিক্রয় করিয়া টাকা হস্তগত করিয়া নৌকায় উঠিলেন। হায় রে! এই সময় সেই শিক্ষিত বরটী পিতাকে উক্ত কার্য্য করিতে নিষেধ করিল না। টাকা কি এমন জিনীস, যে তাহাতে মানুষের মনুষত্ব এক বারে লোপ পায়! এরূপ নৃশংসতাতে কি সমাজের হৃদয় বিদীর্ণ হয় না? বড় ব্যথিত হৃদয়ে আমি লিখিয়াছিলাম "বঙ্গে রমণী জীবন পাপের।" আর কি লিখিব ইহা হইতে অধিকতর হৃদয়-বিদারক ঘটনার বিষয় দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি।

শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় মহাশয় বুদ্ধিমান হইয়া আমার মত একটী বালিকার লেখার দোষ ধরিয়া, আমাকে বিশ্লেষিত করা উচিত হইয়াছে কি না তাহা তিনি নিজে বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। রায় মহাশয় স্থানে স্থানে আমাকে কুমারী সম্বোধন করিয়াছেন, আমি কুমারী নহি, পরিণীতা এক জন এম, এ উপাধিধারী মহাত্মার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে। আমি বিবাহিতা না হইলে "রমণীদের প্রতি সমাজের এত অকৃপা কেন?" প্রবন্ধটী লিখিতে পারিতাম না। ইচ্ছা থাকিলেও কন্যা-সুলভ লজ্জা আসিয়া আমাকে বাধা দিত। রমণীদের প্রতি নির্য্যাতন অপেক্ষা তাহাদের পিতার নির্য্যাতনেই আমি বেশী ব্যথিতা। ফলতঃ রমণীর আবার সুখ দুঃখ কি? সমানভাবে সুখ-দুঃখ সহ্য করাই নারীধর্ম্ম। তবে আজ কাল কন্যার পিতার কষ্ট দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় "বঙ্গে রমণী-জীবন পাপের।" যে পিতার অপত্যস্নেহে লালিত-পালিত হইয়া থাকি; যাঁহার স্নেহধারা চিরদিন পুত্র-কন্যার মস্তকে বর্ষার ধারার ন্যায় বর্ষিত হয়, কন্যার মুখ মলিন দেখিলে যিনি কতদুর ব্যথিত হন, কন্যার ভবিষ্যৎ জীবন সুখময় হইবে বলিয়া উক্ত প্রকার পৈশাচিক ব্যবহার জানিয়া শুনিয়া ও শিক্ষিত ছেলের জন্য যিনি লালায়িত হন, এমন যে সজীব দেবতা পিতা মেয়ের জন্য নির্য্যাতিত দেখিয়া, কাহার বলিতে ইচ্ছা করে না—"রমণী জীবন পাপের।'

রায় মহাশয়ের উল্লিখিত বিষয়ের উত্তর দিতে বাধ্য হইলাম। আমি কোনও স্থানে এইরূপ লিখি নাই যে বর আসিয়া বধূ নির্ব্বাচন করিবেন কিম্বা মেয়ে বর নির্ব্বাচন করিবে। এই সমস্ত লেখা দূরে থাকুক আমার কল্পনায় ও উদয় হয় নাই। রায় মহাশয়ের একথার

অর্থ আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। *
আজ আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি —

"হে কুমারী ভগ্নিগণ" তোমরা অবস্থা বিশেষে চির কুমারী থাক, সেও ভাল তবু মানবরূপ পশুকে আত্মদান করিওনা। যাহারা পবিত্র পরিণয়ের অর্থ বুঝিতে অসমর্থ, যাহারা এই মধুর স্বর্গীয় চির-সম্বন্ধকে অর্থ উপার্জ্জনের ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছে, এই সকল লোককে তোমরা কখনও আত্ম-সমর্পন করিওনা। তোমরা বাঙ্গালীর মেয়ে, পবিত্র হৃদয়ে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ কর এবং পিতা মাতা ভাই ভগিনী দীনদরিদ্রের সেবায় জীবন উৎসর্গ কর।

শ্রীনির্ম্মলাবালা ঘোষ।
পাইখন্দ।

---

* শ্রীমতী নির্ম্মলাবালার "আমার নিবেদন" প্রবন্ধটী আমরা সাদরে প্রতিভায় মুদ্রিত করিলাম। পূজার পূর্ব্বেই উহা আমার হস্তগত হয়। কিন্তু নানা বিপজ্জালে অভিভূত হইয়া প্রবন্ধটীর বিষয় মনে ছিল না। লেখিকা মহোদয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। শ্রীমতী নির্ম্মলা উচ্চশিক্ষিতা না হইলেও চিন্তাশীলা রমণী, আজন্ম-কবিত্বরক্ত ও বঙ্গীয় কায়স্থ ললনা বৃন্দের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষিনী। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি শ্রদ্ধাষ্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় মহোদয়ের বধূ-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে প্রবন্ধাংশ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি "আমাদের জননী" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিতেছেন—"তিনি (শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা) অন্যান্য যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহার আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। কেবল একটী কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না ইত্যাদি" তাহার পর বধূ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আজকাল পূর্ব্বপ্রথার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে—তৎসম্বন্ধে তিনি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া লিখিতেছেন—"আমরা জানি কোন কোন স্থলে নিলর্জ্জ বর বন্ধুবান্ধব বেষ্টিত হইয়া "বধ্যস্থলে নীত ছাগের ন্যায় কম্পমানা" কন্যাকে নানাপ্রকার প্রশ্নজাল বর্ষণ করিয়া তাহার বিদ্যাবুদ্ধির পরীক্ষা করিয়া হাস্য পরিহাসের অবতারণা দ্বারা বাক্যবাণে লজ্জায় ম্রিয়মাণা কন্যার কোমল হৃদয় বিদ্ধ করিয়া পশুর ন্যায় তাহার পিতার সহিত দরদস্তুর করিতে আরম্ভ ক'েন।" আমার নিজের পৌত্রী সম্বন্ধে এই প্রকার একটী দুর্ঘটনার সমাবেশ হয়, তাহার কিছুদিন পরেই অভিমানিনী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কৃষ্ণনগরের কোন ও প্রাচীন বন্ধুর পুত্রের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ তদীয় পুত্রগণ আসিয়া উক্ত কন্যাটীকে নানাবিধ প্রশ্নদ্বারা এতাধিক ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন, যে তাহাদের মধ্যে একজন বলিলেন—মেয়েটীকে বাটীর মধ্যে যাইতে দেও, ও কাঁপিতেছে সেই দিন হইতে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে মেয়েকে এপ্রকার দয়া মমতাহীন ব্যক্তিদিগের সম্মুখে আর বাহিরে আনিব না। ফলতঃ রসিকবাবু শ্রীমতী নির্ম্মলাবালার প্রবন্ধের কোন বিশ্লেষণ কি প্রতিবাদ করেন নাই।

সম্পাদক

কাকসংবাদ সম্বন্ধে জনৈক লেখকের উক্তি।

এবং সম্পাদক মহাশয়ের বক্তব্য।

"শ্রীকাক" মহাশয়ের সদুপদেশ সংবলিত-সংবাদ এবং সম্পাদক মহাশয়ের বক্তব্য পাঠক পাঠ করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আমার যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, তাহা নিবেদন করিতেছি।

২। প্রতিভার পরম সৌভাগ্য যে, "শ্রীকাক" মহাশয়ের ন্যায় একজন সমাজ-হিতৈষী, দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন এবং কল্যাণেপ্সু অভিভাবক তাহার আছে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে 'শ্রীকাকের" ন্যায় স্পষ্টবক্তা হিতৈষী-বন্ধু আমরা পাইয়াছি। তাঁহার রূঢ় কথায় রাগ করিব, এতদূর অধঃপাত আমাদের হয় নাই। শুধু কাক কেন,—"হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ" নীতি মহাকবি ভারবির পর হইতে ভারতের সর্ব্বত্রই মনুষ্য সমাজে আদরণীয় হইয়া আসিতেছে। আর স্পষ্টভাষায় বলিয়া রাখি প্রতিভা সমাজেরই সেবিকা এবং আমরা তাহার সেবক বা পরিচারক মাত্র। সমাজ-হিতৈষী যে কোন সজ্জনব্যক্তি সমাজের মঙ্গল কামনায় তাহার ত্রুটি বিচ্যুতি ধরাইয়া দিয়া তাহার সমাজ সেবাব্রত পালনের সহায়তা করিবেন,—তিনি প্রতিভারও নমস্য আমাদেরও অকৃত্রিম ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতার পাত্র। নিজের দোষ মানুষে দেখিতে পায় না,—ইহা অপার লীলাময় সৃষ্টিকর্ত্তার এক মহা কৌশলের ফল,—সুহৃদ্ বন্ধুবর্গ দ্বারা সে নিজ দোষের বিষয় জানিতে পারে এবং সাবধান হইতে পারে। এই হেতু সর্ব্বাগ্রে আমরা আমাদের চিরসুহৃদ শ্রীকাক মহাশয়কে অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি।

৩। শ্রীকাক মহাশয় প্রধানতঃ দুইটি গুরু অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন,—প্রথমটি, গত ভাদ্রমাসের প্রতিভায় 'আত্ম-বিলাপ' শীর্ষক কবিতা প্রকাশ এবং দ্বিতীয়তঃ মফস্বল পরিত্যাগ করত সম্পাদক মহাশয়ের কলিকাতায় আগমন। আমরা যথাসাধ্য প্রথম অভিযোগের প্রত্যুত্তর দিতেছি,—দ্বিতীয় বিষয়ের উত্তর সম্পাদক মহাশয় দিয়াছেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন শ্রীকাকমহাশয় এবং প্রতিভার গুণগ্রাহী পাঠকবৃন্দ আমাদের কথায় কর্ণপাত করুন।

৪। গত ভাদ্র মাসের প্রতিভায় একই লেখকের লেখনী হইতে "শূদ্রের সুখ' এবং "আত্মবিলাপ" শীর্ষক দুইটি পদ্যরচনা প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠক মহাশয় দিগকে ইহা বলিয়া দেওয়ার আবশ্যকতা নাই যে দুটিই এক জাতির কবিতা, ইহাকে ইংরাজীতে

Satire বলে। ইংরাজি সাহিত্যে যাঁহাদের অধিকার আছে, তাঁহারা Satire এর প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তির বিষয় অবগত আছেন। শুধু ইংরাজী কেন, য়ুরোপীয় সমুদায় উন্নত ভাষাতেই Satire অথবা ব্যঙ্গ-কবিতার প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। গ্রীসদেশীয় মহাকবি হোমার, ইটালীর হোরেশ, বোকাশিও, স্পেনের সারভেন্টিস, ফ্রান্সের লীসেজ, রুসো, ভল্‌টেয়ার এবং বোইলো, জর্ম্মান দেশের হাইনী এবং ইংলণ্ডের চসর হইতে ড্রাইডেন, পোপ, সুইফ্‌ট, এডিসন, ফিল্ডিং, স্মোলেট, থ্যাকারে ডিকেন্স, কত নাম করিব?—সকলেই Satirist কবিকুল চূড়ামণি সেকস্‌পীয়ারও একজন সুদক্ষ "ব্যঙ্গ-কবি", মানব সমাজের দুর্ব্বলতা, প্রবলের অত্যাচার, ধর্ম্ম ধ্বজীর কপটতা "ভণ্ডের ভণ্ডামী" প্রভৃতি নানাবিধ দোষের কথা হৃদয়গ্রাহী এবং সরস রূপে বর্ণনা করিয়া তাহার প্রতি পাঠকের ঘৃণার উৎপাদন করাই এই শ্রেণীর কবিতার মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্যক্তি ও জাতির অংশ, সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের দোষের কথা উদ্ঘাটন পূর্ব্বক তদ্বিধ দোষের প্রতি ঘৃণা জন্মান ইহার উদ্দেশ্য। ইহার ভিতর শত্রুতা বা বিদ্বেষ কিছুই নাই। বিলাতী সংবাদ পত্রে রাজা এবং রাজমন্ত্রী হইতে সাধারণ ব্যক্তির সম্বন্ধে যে সকল ব্যঙ্গচিত্র প্রত্যহ প্রকাশিত হইতেছে, তাহারও ইহাই উদ্দেশ্য। তুরস্কের গভর্ণমেণ্ট বুঝাইতে গিয়া টারকী পক্ষীর চিত্রাঙ্কণ করিয়া তাহার মাথায় টারকিশ টুপি পরান হয়, সিংহের বা ভল্লুকের দেহের উপর মহারাজাধিরাজ সম্রাট্‌দিগের মুখাকৃতি অঙ্কণ করিয়া ইংলণ্ড বা রুসদেশকে বুঝান হয়। তাহাতে কি ঐ চিত্রের শিল্পিগণ, অথবা সুবিখ্যাত পঞ্চ প্রভৃতি সংবাদ বা সাময়িক পত্রের সম্পাদক গণ ঐ সকল দেশের গভর্ণমেণ্ট অথবা রাজগণকে পাঠকের নিকট ঘৃণ্য এবং হীন বলিয়া প্রতিপন্ন করার অপরাধে দোষী বলিয়া অভিযুক্ত হন? কদাচ নহে। ঐ সকল ব্যঙ্গ-চিত্র কেবলমাত্র জাতির বা গভর্ণমেণ্টের দুর্ব্বলতা অথবা ত্রুটিকে ব্যঙ্গ করে বলিয়া সকলেই আদর করিয়া ঐ সকল চিত্র দেখেন এবং আমোদ উপভোগ করেন। সভ্য য়ুরোপে ব্যঙ্গ-কবিতা এবং ব্যঙ্গচিত্রের আদর চিরকালই সমান রহিয়াছে উহাদ্বারা সমাজের বিবিধ উপকার হয়, অথচ পাঠক ও দ্রষ্টার মনে একটা তীব্র আনন্দের উদ্রেক করে। তাই উহাদের এত আদর।

৫। "শ্রীকাক" এবং অনেক পাঠক হয়ত বলিবেন, য়ুরোপে উহা থাকে থাকুক তাহাতে আমাদের কি? বিনা বিচারে য়ুরোপের অনুকরণ করিয়াই ত আমাদের এত দুর্দ্দশা! ইত্যাদি।' "সুরুচি' কথাটি নাকি বিলাতের আমদানী—তাই আমরা য়ুরোপের কথাই আগে বলিলাম। নচেৎ আমাদের দেশে ত ব্যঙ্গ ও পরিহাসাত্মক রচনা চির-প্রচলিত। "ভুতপূর্ব্ব খেউড় প্লাবিত বঙ্গদেশে খেউড়ের অস্তিত্ব একেবারে যাইবার নহে। আত্মবিলাপ কবিতাটী তাহা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছে!"—ইহা শ্রীকাক বলিতেছেন, কাক নাকি চিরজীবি এবং বহুদর্শী তাই এই কথাটি লইয়া আমরা দুই এক কথা বলিতেছি, নচেৎ অন্যে বলিলে, উহা সমাজের কোন নবযুবকের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিতাম। আমরা অবশ্য কাকের ন্যায়

বহুদর্শী নহি, তথাচ যে বয়সে এখন উপস্থিত হইয়াছি, তাহাতে দেশের এবং দেশের সাহিত্যের সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান আমাদের আছে, তাহা অসঙ্কোচেই বলিতে পারা যায়। ভূতপূর্ব্ব বঙ্গদেশ খেউড় প্লাবিত ছিল, ইহা কে বলিল? অবশ্য নূতন ইংরেজি শিক্ষিত রুচিবাগীশ বাবু, শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতে ভারত চন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, দাশরথির পাঁচালী, এবং ঈশ্বরগুপ্তের রচনা—অর্থাৎ বঙ্গদেশের নিজস্ব কাব্য-সাহিত্যকেই খেউড় এই আখ্যা দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন! তাঁহারা ইংরাজি ভাষার হাতে লেখা "Confessions of a bride লুকাইয়া পড়িতেন, বিদ্যা-সুন্দর কিনিয়া বাড়ীতে দিতেন কিন্তু বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্যকে অশ্লীল বলিতে ছাড়িতেন না। সংস্কৃত-অলঙ্কার শাস্ত্রানুমোদিত শ্লীল এবং অশ্লীল রচনার পার্থক্য তাঁহারা বুঝিতেন না। পাদ্রী সাহেবেরা কৃষ্ণলীলাকে অশ্লীল বলিতেন,—নব্যশিক্ষিত বাবুরা ও তাহাই বলিতেন। কোন কোন সমাজে এই বিকৃত রুচিবায়ুর রোগ এখন ও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু আমাদের দেশে অতিপূর্ব্বকাল হইতেই রস-রচনা, শ্লিষ্ট-রচনা, ব্যঙ্গ-রচনা, পরিহাস-রচনা প্রচলিত ছিল এবং আছে। সুপ্রাচীন অত্রিসংহিতায় ভক্ত বৈষ্ণবকে দেখুন কিরূপ উপহাস করা হইয়াছে,—

"বেদৈ র্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং
শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণ পাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি
ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি ॥৩৭॥

অর্থাৎ বেদ অধ্যয়নে কিছু জ্ঞান না জন্মিলে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তাহাতে নিষ্ফল হইলে পুরাণ পাঠী এবং তাহাতে অকৃত কার্য্য হইলে, কৃষিকর্ম্মের রত হয়, তাহাতে ও বিফলমনোরথ হইলে ভাগবত (ভণ্ড বৈষ্ণব) ধর্ম্ম অবলম্বন করে। (শ্রীযুক্ত পঞ্চাননতর্করত্ন কৃত অনুবাদ) কবি, পণ্ডিত, ছান্দস, বৈয়াকরণ, বৈদ্য, নৈয়ায়িক, বেদান্তী প্রভৃতিকে উপলক্ষ্য করিয়া শত শত ব্যঙ্গ-কবিতা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল, এখনও পাওয়া যায়। বিধবা বিবাহ বিবাদ সময়ে পণ্ডিত মধুসূদন স্মৃতি-রত্ন ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়-দিগের মধ্যে যে ব্যঙ্গ-রচনার উদ্ভব হইয়া-ছিল, তাহা সুপরিচিত ব্যাপার। সুকবি দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী" 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো'—এবং তাঁহার চিত্রিত নিমচাঁদ ঘটিরাম ও ভোতারাম ভাটের চরিত্র ব্যঙ্গ-রচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম পেচা এবং ইন্দ্রনাথের পাঞ্চানন্দ কোনও বাঙ্গালী পাঠক কি ভুলিতে পারেন? সুকবি দাশরথি রায়ের "শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ' যে খেউড় বলিয়া নিন্দিত হইতে পারে তাহা কোন প্রকৃত সাহিত্য-রসিক স্বীকার করিবেন না। সুকবি স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুনাম এই ব্যঙ্গ করিতারই জন্য। বঙ্গদেশ যে কোন কালে খেউড়ে প্লাবিত ছিল, তাহা এক "আত্ম-বিলাপ' কেন—কেহই সপ্রমাণ করিতে পারিবেন না। রুচির দৌরাত্ম্যে দাশরথি নির্ব্বাসিত, চণ্ডীদাস বিদ্যা-পতি নিন্দিত, ভারতখ্যাত ভারত ধিক্কৃত-এমন কি কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত ও সুরুচির শাণিত ছুরিকায় খণ্ড বিখণ্ড হইতেছে,—দেখিলে দুঃখ হয় না?

আমাদের সমাজ বিশেষের বা ব্যক্তি বিশেষের রুচির উত্তাপে সাহিত্যের রস শুকাইয়া যাইতেছে। তাই আজ আমাদিগকে, অর্থাৎ বাঙ্গালী সাহিত্য সেবিগণকে—ব্যঙ্গ কবিতার বা শ্লিষ্ট রচনার ব্যাখ্যা করিতে এবং তাহার পক্ষসমর্থন-জন্য প্রবন্ধ লিখিতে হয়।

৬। যাহা হউক,—এই দুইটি কবিতা অর্থাৎ "শূদ্রের সুখ" এবং "আত্মবিলাপ' কাহাকেও আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হয় নাই। ইহা যে কতিপয় পাঠকের নিকট শিষ্টাচার-বর্জ্জিত, পীড়াদায়ক, দুর্গন্ধ-ময় কবিতা বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে এবং ইহা যে সমাজ-হিতৈষী, সুরুচিপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রকেই ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, অবগত হইয়া আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। শ্রীকাক মহাশয় আকাশের বহু উর্দ্ধভাগে উড্ডীয়মান হইয়া অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন সুতরাং তাঁহার কথা বহুমূল্য। তবে সমাজ হিতৈষী সুরুচি প্রিয়ব্যক্তি মাত্রেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন ইহা বলা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে কিনা তিনিই তাহার বিচার করিবেন। এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে "শূদ্রের সুখ' শীর্ষক কবিতায় যেরূপ অলস,উদ্দম মাত্রই হীন, আহার নিদ্রাদি সুখ-সর্ব্বস্ব শূদ্রাচারী কায়স্থগণের দোষকে ও শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণ গণের অথবা শূদ্র-পীড়-ণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ করা হইয়াছে, তদ্রূপ "আত্মবিলাপ কবিতাটি" যিনি নিজে বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র জ্ঞান কাণ্ডে এবং ভক্তিশাস্ত্রে দক্ষ এবং ভক্ত বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন অথচ পর মত সহ্য করিতে অসহিষ্ণু এবং পরমত খণ্ডন পূর্ব্বক নিজমত সংস্থাপনে নিতান্ত আগ্রাহান্বিত ও বাদ-বিচার কালে অতিমাত্র জিগীষু ও নিজ মান নাশ ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক অথচ অপরের মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করেন না—এরূপ লেখকের হৃদয় দৌর্ব্বল্যকে লক্ষ্য করিয়াই রচিত হইয়াছে। যুদ্ধে প্রবৃত্তোন্মুখ অর্জ্জুনের মুখে "অহিংসা পরমো-ধর্ম্মের' ভক্তিতত্ত্বকথা শুনিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—

"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে'। তাহাতে অর্জ্জুনের ভাক্ত-পাণ্ডিত্যের নিন্দা করা হইয়াছিল, অর্জ্জুনকে আক্রমণ করা হয় নাই। "আত্মবিলাপ" পদ্যে যেরূপ লোককে লক্ষ্যকরা হইয়াছে এরূপ লোক বঙ্গদেশে কিএকটি মাত্র আছেন? সে দিন নানাভাষা-বিদ্ সুবিদ্বান্ শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় "ব্রাহ্মণ সভায়" ও "নায়ক পত্রে' বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ দিগের অনাচার ও কপটতাকে লক্ষ্য করিয়া যে তীব্র বিদ্রূপ করিয়াছেন, তাহাতে কি কোন ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করা হইয়াছে না জঘন্য রুচির ও কলহপ্রিয়তার পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে? তবে শ্রীযুক্ত তর্ক-রত্ন মহাশয়ের এত ক্রোধ হইল কেন? আমাদের প্রকাশিত কবিতায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী মহাশয়কে আক্রমণ করা হইয়াছে,—একথা কে বলিল? বঙ্গ-দেশের এত পণ্ডিত থাকিতে শ্রীকাক মহাশয় শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ কে বাছিয়া বাহির করিলেন কেন? "শাস্ত্রী" এই উপাধিযুক্ত অন্ততঃ আর কোন পণ্ডিত কি কদাপি প্রতিভা পত্রিকায় নিজ সন্দর্ভ প্রকাশিত করেন নাই? আমরা স্পষ্টবাক্যে বলিতেছি শ্রীযুক্তবিধুভূষণ শাস্ত্রী কেন,—কোন ব্যক্তিকেই

ইহা দ্বারা আক্রমণ করা হয় নাই। শ্রেণী বিশেষের দুর্ব্বলতার প্রতি বিদ্রূপ করা এবং তদ্দ্বারা তাহাদের সেই সেই দোষের সংশোধন করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। সার্জ্জনের ছুরি এবং ব্যঙ্গ-কবিতা একশ্রেণীর অস্ত্র, ইহা দ্বারা রোগীর কিঞ্চিৎ ব্যথা অনুভব হয় বটে, কিন্তু যিনি অস্ত্রোপচার করেন, তাঁহার একমাত্র রোগীর উপকার,—বেদনা প্রদান উদ্দেশ্য নহে।

৭। যাহা হউক, যদিই এই কবিতা শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী মহাশয় বা অপর কোন পাঠক আপত্তি জনক মনে করিয়া থাকেন, অথবা তদ্ধেতু মনে ব্যথা পাইয়া থাকেন, আমরা তাঁহার ও তাঁহাদিগের নিকট অকপটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এই পত্রিকায় "শ্যামবর্ণ" লইয়া শাস্ত্রী মহাশয়, শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন বিশারদকে কিরূপ ভাষায় সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং নিজ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা গতবর্ষের প্রতিভার পাঠকগণ এখনও বিস্মৃত হন নাই। তাহার পর ঐরূপ অনর্থক বাদ বিতণ্ডা নিবারণের উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত একটী সন্দর্ভ প্রতিভায় প্রকাশ করেন। শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রবন্ধ পাঠে তর্কযুদ্ধে বিরত হওয়ার পরিবর্ত্তে দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রতিভায় মুদ্রিত করার জন্য প্রেরণ করেন, সম্পাদক মহাশয় তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। তাহার পর সুপণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়ের কোন প্রবন্ধ প্রতিভায় দেখি নাই। সম্পাদক মহাশয় নানারূপ অনুনয় বিনয় করিয়াও তাঁহার ক্রোধ শান্তি করিতে না পারিয়া অবশেষে গতবৎসর চৈত্রমাসের পত্রিকায় প্রকাশ্যভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহার পর গত আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে ক্রমাগত চারি সপ্তাহ ধরিয়া একটী "প্রতিবাদ' শাস্ত্রী মহাশয় (মানভূম সহরের সদর পুরুলিয়া হইতে প্রকাশিত) মানভূম পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে সেই পুরাতন "শ্যামশব্দ" লইয়া প্রবীণ লেখক বৃন্দও আমাদিগকে ব্যঙ্গ, সমগ্র কায়স্থ-জাতি ও আমাদের পরম পূজ্য শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের প্রতি এবং অখিল বাবুর প্রতি বিদ্রূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। মানভূম পত্রের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত কালীচরণ ত্রিবেদী মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার পত্রিকার যে চারি সংখ্যায় ঐ প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অখিল বাবুর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং অখিল বাবু ও ঐগুলি প্রতিভার সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্ট্যর্থ পাঠাইয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিলে তাহা সাদরে মানভূম পত্রে প্রকাশিত হইবে, ত্রিবেদী মহাশয় অখিল বাবুকে লিখিয়াছিলেন। অখিলবাবু তদুত্তরে তাঁহাকে জানাইয়া ছিলেন যে ঐ প্রতিবাদের প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়া কলহকে জীবিত রাখা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে,—তিনি শান্তির প্রয়াসী হইয়াই 'প্রতিভা' পত্রিকায় শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তির প্রতিকূলে পূর্ব্বপ্রস্তাব মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, এপর্য্যন্ত আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে প্রতিভার পাঠকগণও শ্রীযুক্ত শাস্ত্রীমহাশয় বেশ বুঝিতে পারিবেন যে "আত্ম-বিলাপের" লেখক অথবা প্রতিভার সম্পাদক দীর্ঘকাল পরে বিনা প্রয়োজনে

নির্ব্বাপিত অগ্নি পুনঃ জ্বালাইয়া কায়স্থ সমাজে আত্ম-বিচ্ছেদের বন্যা ছুটাইয়া দেন নাই।

শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রীমহাশয় সুপণ্ডিত এবং সুবিবেচক,—আমাদের সহিত তাঁহার কোন বিরোধ নাই,—এবং এই কবিতার লেখকের সহিত তাহার পরিচয় ও নাই,—সুতরাং কেহ যে বৈর বা বিদ্বেষের নিবৃত্তির নিমিত্ত এই কবিতা লেখেন নাই তাহা তিনি সহজেই বুঝিতেই পারেন। (ক)

উপসংহারে আমরা "শ্রীকাক মহাশয়কে তাঁহার অকপট হিতৈষণার নিমিত্ত বারংবার ধন্যবাদ দিতেছি। আমরা পুনর্ব্বার অকপট চিত্তে বলিতেছি, যে "আত্ম-বিলাপ" কবিতা কাহারও নিন্দা প্রকাশ করার নিমিত্ত, রচিত অথবা প্রকাশিত হয় নাই,—"শূদ্রের সুখএর" সহিত একত্র একই ভাবে লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। উহার উদ্দেশ্য পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। যদি ঐ কবিতার কোন অংশ বা শব্দ বিশেষ দ্বারা কেহ,—বিশেষতঃ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী মহাশয় মনে ব্যথা পাইয়া থাকেন, আমরা সেজন্য অনুতাপ ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় সুবিবেচক উদারহৃদয় বৈষ্ণব—তিনি আমাদের অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করিতে কৃপণতা করিবেন না-এই ভরসা আমাদের আছে,—এবং তজ্জন্যই তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত কিছুমাত্র ও লজ্জিত হইতেছিনা,—যেহেতু মহাকবি বলিয়াছেন,—

"যাচ্ঞামোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।"

জনৈক প্রবন্ধ লেখক।

(ক) এই অপ্রীতিকর ব্যাপার সম্বন্ধে পরম শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী মহাশয় বিগত ২১শে অগ্রহায়ণ তারিখের পত্রে আমাদিগকে লিখিয়াছেন—

"সম্পাদক মহাশয়! কার্ত্তিকমাসের প্রতিভার ৩৩৮ পৃষ্ঠায় ফুটনোটে লিখিয়াছেন যে—"শাস্ত্রীমহাশয় প্রতিভার সম্পাদককে আক্রমণ করিয়া যথোচিত সৎকার করিয়াছিলেন।" কিন্তু আমি ত মানভূম পত্রিকায় আপনাকে আক্রমণ করি নাই, আপনি এমন কথা কেন বলিলেন? অখিল বাবু আমার গায় পড়িয়া গালাগালি দিলেন তাহাতে আমি তাঁহাকে কিছু বলিয়াছি। আমি নভেল পাঠ করি নাই বলিয়া তিনি বিদ্রূপ করিয়াছেন, তাহাতে আমি শাস্ত্রীয় প্রমাণ করিয়া বলিয়াছি যে বৃথা শাস্ত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য নহে। তিনি বলিয়াছিলেন যে আমি জীবিত বর্ষীয়ান্ পণ্ডিত দিগকে কটুকাটব্য বলিয়াছি। তাহাতে আমিও আবার মানভূমে আপনার বলা কথারই উল্লেখ করিয়াছি, আক্রমণ ত কিছু করিনাই। আপনি ভক্তির সহিত ব্রহ্ম সংস্পর্শ সুখের তুলনা করিয়াছিলেন তাহাতে আমি যাহা বলিয়াছিলাম পুনরায় আপনি যাহা বলিয়াছিলেন সেই সকলের উল্লেখ আছে মাত্র। আপনি মানভূমে প্রকাশিত প্রবন্ধ দেখিয়াছেন কি? যদি দেখিয়াছেন তাহা হইলে "ক্রমান্বয়ে ৫টা দীর্ঘ প্রবন্ধে" কি প্রকারে লিখিলেন ঐ দীর্ঘ প্রবন্ধ ৪ টীতে শেষ হইয়াছিল আরও ঐ প্রবন্ধ আপনি দেখিয়াছিলেন, কারণ আপনি স্বীকার করিয়া প্রত্যার্পণ করিয়াছিলেন তাহাই মানভূমে পাঠাইলাম। যখন আপনি ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তখন কি আপনাকে আক্রমণের কোনও চিহ্ন দেখিয়াছিলেন? তবে ফুটনোটে এমন কথা লিখিয়া আমায় মর্ম্মাঘাত করিলেন কেন? আমি আপনাকে ভক্তি করিয়া থাকি ইত্যাদি।"

এই বিষয় বাদানুবাদ করিয়া আমরা আর কাহাকে ও উত্তেজিত করিতে চাহি না। কাক মহাশয় আমাদের মধ্যে শান্তি সংস্থাপনজন্য উপস্থিত হইয়াছেন। আমরাও আশাকরি আমাদের মধ্যে শান্তি, ভক্তি ও ভালবাসা আবার সংস্থাপিত হইবেক। যেমন ক্ষণস্থায়ী ধূলীপটলে আকাশের নির্ম্মলতা নষ্ট হয় না তদ্রূপ শাস্ত্রী, অখিলবাবু ও আমাদের মধ্যে সহযোগিতা, ভ্রাতৃভাবও প্রেম যাহা ধর্ম্ম ভিত্তিকার উপর সংস্থাপিত, তাহা ক্ষণবিধ্বংসী সামান্য বিবাদে বিচলিত হইতে পারে না। ক্ষমা-ধর্ম্মের অবতারস্বরূপ শাস্ত্রী মহোদয় আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। অলমিতি বিস্তারেণ।

সম্পাদক।

অপূর্ব্ববার্ত্তা।

(১৩২০ শ্রাবণ-প্রতিভার ১৮৩ পৃষ্ঠা হইতে)

অশ্বের অর্থোপার্জ্জন ॥১৪॥

জেমস্ কীন্ আমেরিকার অধিবাসী। তাঁহার একটা 'দৌড়ের ঘোড়া' (Race-horse) ছিল। ঘোড়াটী দ্রুতগমনে ও ধাবন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিতে অদ্বিতীয় বলিয়া গণ্য হইত। আমেরিকা মহাদেশে ইহারতুল্য দ্রুতগামী দৌড়ের ঘোড়া আর একটীও ছিল না। কীন্‌সাহেব চারিলক্ষ টাকায় ইহার জীবন বীমা করিয়াছিলেন আর ছয়লক্ষ মুদ্রা মূল্যেও ইহাকে হস্তান্তর করিতে স্বীকৃত হন নাই। ঘোড়াটীর নাম ছিল 'সিস্‌নবী'। সিস্‌নবী মাত্র চারিবর্ষকাল জীবিত ছিল বটে কিন্তু মাত্র দুইবর্ষের দৌড় বাজিতেই ৭,২০,০০০৲ সাতলক্ষ কুড়ি হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিল। একটী অশ্বের দ্বারা দুইবর্ষে এত অধিক অর্থোপার্জ্জন অদ্ভুত, অশ্রুতপূর্ব্বব্যাপার সন্দেহ নাই। এরূপ একটী ঘোড়া থাকিলে রাজার ন্যায় পরমসুখে জীবন যাপন করা যাইতে পারে।

কাপড়ে গান ॥১৫॥

আজকাল কাপড়ের পাইড়ে বা রুমালে নানাবিধ কবিতা, শ্লোক, গান ও ছড়া প্রভৃতি মুদ্রিত হইতে দেখা যায়। বসুরহাটের টেঁটরা নামক পল্লীর তন্তুবায়গণ এ বিষয়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন—দুইখানি স্বনামধন্য বস্ত্রের 'দাঁতপেড়ে' ও 'দাঁত-ভোমরা-পেড়ে' নামক সুন্দর ও সূক্ষ্ম ধূতিও সাটীদ্বয়ের প্রচার দ্বারা যেমন প্রতিপন্ন হইয়াছেন, কাপড়ের পাইড়ে নানারূপ ইংরাজী বাঙ্গলা শ্লোক ও গীতাদির প্রকাশেও তেমনই যশস্বী হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু ষষ্ঠীবর্ষ পূর্ব্বে এই বিষয়ে এ অঞ্চলে পশ্চিম বঙ্গবাসীর নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। শান্তিপুরের তন্তুবায়েরাই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক, পথি-প্রদর্শক। তাঁহারাই এ অঞ্চলে কাপড়ের পাইড়ে গান লিখিবার প্রথা প্রথম প্রচলিত করেন। তাঁহাদিগের দ্বারা সর্ব্বপ্রথম যে গানটী লিখিত হয়, তাহা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই তারিখের অর্থাৎ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায়, ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভাকর্ত্তৃক বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইবার সমকালবর্ত্তী সুতরাং ইহা কিঞ্চিদধিক তিপ্পান্ন বর্ষের পুরাতন, আর সম্ভবতঃ এ দেশের কাপড়ের পাইড়ের প্রথম গান। গানটীর প্রথমাংশ এইরূপ—

"বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে,
সদরে ক'রেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।"

জলপানের নূতন বিধি ॥১৬॥

জলপানের ব্যাবস্থা চিকিৎসা শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে আবার স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে উহার নানাবিধ নিয়মাদিরও প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন। কিন্তু মোগলকুল ধুরন্ধর মহাত্মা আকবর যে বিধি অনুসারে জল

পান করিতেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। কোনও মুসলমান সম্রাটকে সেরূপভাবে জল পান করিতে দেখা যায় নাই। দিব্য-বারি-বিমিশ্র গঙ্গোদকই তাঁহার প্রধান পানীয় মধ্যে পরিগণিত ছিল। তিনি আগরার উচ্চপ্রাসাদ শিখরে চন্দ্রকান্তমণি রক্ষা করিয়া স্বর্গীয় সলিল আহরণ করিতেন। পূর্ণিমা যামিনীতে পূর্ণকল শশধর যখন মধ্যগগনে সমুপস্থিত হইতেন তখন তিনি প্রাসাদোপরি এক সুন্দর রজত-পাত্রে চন্দ্রকান্তমণি রাখিতেন। অতঃ-পর বিমল চন্দ্রিকা স্পর্শে মণিগাত্র হইতে স্বেদকণা বিনিঃসৃত ও ক্রমশঃ নিম্নস্থ রৌপ্যাধারে সঞ্চিত হইলে সযত্নে তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া, গঙ্গোদক পূর্ণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আধারে অথবা উৎস কি কূপাদির জলে সেই স্বেদজল নিক্ষেপ করিয়া সমস্ত জল স্বর্গীয় সলিলে পরিণত করিয়া লইতেন। এই দিব্য বারিই তাঁহার প্রধান পানীয় রূপে ব্যবহৃত হইত।

চিকিৎসকের সংখ্যা ॥১৭॥

চিকিৎসক সব দেশেই আছেন। যেমন রোগশূন্য দেশ নাই, তেমনই চিকিৎসক শূন্য দেশও নাই—ভাল হউক, মন্দ হউক, ব্যাধি-নিবারক বৈদ্য সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন। তবে বিলাতে ইহার যেরূপ বাহুল্য সেরূপ আর কুত্রাপি নহে। সুবিশাল রুষসাম্রাজ্যে একলক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র ১৫ পনের জন চিকিৎসা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। সুইজরলণ্ডে সেস্থলে ৪২ বিয়াল্লিশ ও জার্ম্মাণিতে ৪৮ আটচল্লিশ কিন্তু ইংলণ্ডে ১৫০ একশত পঞ্চাশজন। গত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দেই এইরূপ ছিল। কিন্তু চিকিৎসকের সংখ্যা যেরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে এই সাতবর্ষে যে আরও অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে।

সন্তান-পালন যন্ত্র ॥১৮॥

বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধুনা সংসারের প্রায় অর্দ্ধেক কার্য্য যন্ত্রের সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। আর তজ্জন্য দিন দিন কত যে নূতন নূতন উদ্ভাবন হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারে? তবে সন্তান পালন সংক্রান্ত কোনও অভিনব যন্ত্রের নির্ম্মাণ এ পর্য্যন্ত একরূপ অসম্ভব বলিয়াই বিবেচিত হইতেছিল। এখন সে অসম্ভব ও সাম্ভব্যে পরিণত হইল। আমেরিকার চিকাগো-নগর নিবাসী জনৈক পূর্ত্তবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত (Engineer) নিজ পুত্রের জন্য দুইটী সন্তান-পালন যন্ত্রের উদ্ভাবন ও গঠন করিয়া জগৎবাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। ইঞ্জিনিয়ার মহোদয়ের পত্নী বিদুষী, উচ্চশিক্ষায় সুশিক্ষিতা ও চিকিৎসা বিদ্যাপারদর্শিণী। চিকিৎসা কার্য্যের জন্য সর্ব্বদা স্বগৃহে অবস্থান ও শিশুর প্রতিপালনের ভার-গ্রহণ তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। তাই তাঁহার সুবিজ্ঞ স্বামী, এই সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়, পুত্রের রক্ষার জন্য এই অদ্ভুত যন্ত্রদ্বয়ের সৃষ্টি করিয়া স্বীয় অলৌকিক-প্রতিভাও অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই যন্ত্রদ্বয়ের কার্য্য শিশুকে আহার দান ও সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক তাহার নিদ্রাকর্ষণ। প্রথমোক্ত যন্ত্রটী স্বতঃ-পরিচালিত অর্থাৎ আপনা আপনি সঞ্চালিত হয় এবং নির্দ্ধারিত সময়ে দুগ্ধপান করাইয়া শিশুর ক্ষুৎপিপাসা

নিবারণ ও তৃপ্তিবিধান করিয়া থাকে। দ্বিতীয়টী তাড়িতবাক্‌যন্ত্র (Electric Phonograph) সমন্বিত দোলা বিশেষ। প্রথম যন্ত্রের সাহায্যে শিশুকে দুগ্ধ-পান ও পরিশেষে এই দোলায় শয়ন করাইয়া কল টিপিলে, ইহা তড়িৎ প্রভাবে ধীরে ধীরে আন্দোলিত হয়, এবং সুস্বরে সঙ্গীতালাপ করিয়া শিশুকে শান্ত করে ও ক্রমে ঘুমপাড়াইয়া দেয়!! অত্যন্ত দুরন্ত বা ক্রন্দন-পর শিশুদিগকেও এই দোলার সাহায্যে সুস্থির ও পরিশেষে গভীর নিদ্রায় অভিভূত করা যাইতে পারে, এরূপ আশ্চর্য্য যন্ত্র পৃথিবীতে এই প্রথম উদ্ভাবিত হইল।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅঘোরনাথ বসু।

তারাগুণিয়া।

ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনী।

বিক্রমপুরের অন্তর্গত কতিপয় স্থানে কায়স্থের উপবীত গ্রহণ বেশ প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইলে, তদ্দর্শনে স্বাভাবিক সত্ত্বগুণের প্রভাবে চালিত হইয়া 'কায়েতের পৈতা-বন্ধ' করা রূপ মহান্ আদর্শকে আশ্রয় করত, কয়েকজন ব্রাহ্মণ উকীল ও মোক্তার একটী 'ব্রাহ্মণ-সভা' স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সভা ক্রমশঃ শোথ-রোগের স্ফীততার ন্যায় অস্বাভাবিক রূপ বৃদ্ধিলাভ করিয়া অবশেষে এই ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনীতে পরিণত হইয়াছে। ময়মনসিংহের তাহির পুরের জমিদার রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় মহাশয় সম্প্রতি ৺কাশীধামের ধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে বিচ্যুত হইয়া কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় মহাশূন্যে বেড়াইতে ছিলেন,—ময়মনসিংহের সুযোগ্যদানশীল জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর ম্যানেজার বিক্রমপুর-বাসী শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজা বাহাদুরকে লইয়া আসিয়া এই মুন্সীগঞ্জের ব্রাহ্মণ-সভার সভাপতি রূপে স্থাপিত করিয়াছেন। একজন বিখ্যাত রাজা বাহাদুর যে সভার সভাপতি, তাহাকে একটা বড়গোছের নাম না দিলে চলিবে কেন? এই জন্যই 'ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনী" অথবা ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের সৃষ্টি হইয়া গেল।

এই সভার উদ্যোগী মহাশয়েরা কিরূপ-ভাবে কার্য্য-নির্ব্বাহ করিয়াছেন,—তাহার আভাস অগ্রহায়ণ মাসের "প্রবাসী' পত্রিকায় ঢাকার উকীল শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন ও হিন্দুসমাজ" শীর্ষক একটী প্রস্তাব হইতে পাওয়া যায়। আমরা কায়স্থ-সামাজিক মহাশয়গণকে এই প্রস্তাবটী মন দিয়া পড়িতে অনুরোধ করি। লেখক বর্ত্তমানকালের শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-যুবকের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

তাঁহার সত্যপ্রিয়তা স্পষ্ট-বাদিতা ও সরলতা আমরা শতমুখে প্রশংসা করিতেছি। তাঁহার এই প্রবন্ধ হইতে প্রকৃতই অনেক "ঘরের খবর" পাইয়াছি, এবং তজ্জন্যই আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

তবে প্রথমেই একটি "কিন্তুর" কথা বলিয়া লওয়া আবশ্যক মনে করি। লেখক যখন শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নহেন, কোন প্রতিষ্ঠা বা প্রভাব সম্পন্ন সমাজপতি ও নহেন —পরন্তু তিনি যখন স্বীকার করিয়াছেন যে "প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে কোনও অসমতা নাই; শিক্ষা-দীক্ষা আচার ব্যবহার, জীবনযাত্রা প্রণালী বিষয়ে ব্রাহ্মণও কায়স্থ সম্পূর্ণরূপে সমাবস্থ"—তখন তিনি কোন্ সাহসে—কোন্ বিচার বুদ্ধির বলে বলিলেন—"কায়স্থগণের উপবীত ধারণের চেষ্টা আমরা নিতান্তই দুষনীয় মনে করি?" তিনি বড়ই সরল স্বভাব তাই তিনি বলিয়াছেন "ত্রিশদিনের স্থলে দশদিন অশৌচ পালন জনিত নহে, অথবা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাহ্যপার্থক্য লোপাশঙ্কা জনিত কল্পনা মাত্র ও নহে।" তবে কি? তিনি নিজ সহৃদয়তা বশতঃ "কায়স্থগণের উপনয়ন প্রবৃত্তি অদ্ভুত রক্ষণশীলতা প্রসূত, এই সম্মুখোন্মুখী উন্নতির যুগে পশ্চাদুন্মুখী স্থিতিশীলতা অবনতির ছায়া" দেখিয়াই বলিয়াছেন "কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হয়, তাহারা (কায়স্থেরা) দূষিত অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন * ।"

* ইহার প্রতিবাদ তীব্রকণ্ঠে না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বঙ্গীয় উপবীতী কায়স্থগণ পূর্ণমাত্রায় উদার নৈতিক কখনও রক্ষণশীল নহে। প্রাচীনকালের মহার্ঘ রত্নসকল তাঁহারা পুনর্ব্বার সমাজে সংস্থাপিত করিতেছেন। সম্পাদক।

এই উকীলবাবু (নিজনামের নিম্নে, তিনি যে উকীল, তাহা নিজেই লিখিয়াছেন) খুব সত্যবাদী। কায়স্থ নেতৃদিগের বিরুদ্ধে তাঁহার আর এক অভিযোগ এই যে কায়স্থগণ এ বিষয়ে ভেদবুদ্ধি দ্বারা পরিচলিত হইতেছেন। অর্থাৎ অনেক উচ্চশ্রেণীর কায়স্থ, শূদ্রদিগের (পূর্ব্ববঙ্গের গোলাম-কায়েত দিগের) পৈতা দিতে চাহেন না। আমাদের বোধ হয়, এই লেখক নিজের মনে কখনও এই বিষয়টির ন্যায্যানাষ্য বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই—প্রবন্ধটি লিখিবার সময় যদৃচ্ছা লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"কায়স্থগণের উপবীত ধারণের বৈধতা প্রতিপাদনের শক্তি সংস্কৃত শ্লোকের নাই, কিন্তু কায়স্থদিগের আত্মশক্তির আছে, ব্রাহ্মণেরা কখনও এবিষয়ে বিঘ্নজন্মাইতে পারিবেন না, ব্রাহ্মণের পক্ষে এইরূপ বিঘ্নজন্মাইবার উদ্দেশ্যের মূলে জেদবজায় ও স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছু নাই, এবং ব্রাহ্মণেরা পরিপন্থী হইলে শুধু নিজেরা অপদস্থ, ক্ষতিগ্রস্ত ও হাস্যাস্পদ হইবেন।" অবশেষে আর্য্যবংশ সম্ভূত কায়স্থের উপনয়নে ব্রাহ্মণের আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে? জিজ্ঞাসা করিয়া প্রস্তাবের এই অংশের শেষ করিয়াছেন।

আমরা তাঁহার প্রবন্ধটি বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িয়াছি এবং তাঁহার স্পষ্ট-বাদিতায় সন্তুষ্ট হইয়াছি। কায়স্থদিগের উপনয়ন সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে তাঁহাদের উপনয়ন অশাস্ত্রীয় কিংবা অসঙ্গত নহে,—উহাতে ব্রাহ্মণদিগের বাধা দেওয়ার কোন কারণ নাই,—কিংবা বাধা দিলে ও কার্য্যকর হইবে না। তবে তিনি যে উক্তপ্রথাকে নিতান্তই দুষণীয় মনে করেন

তাহার কারণ উহা ভারতেরজাতীয়তা অর্থাৎ Indian Nationalism এর বিরুদ্ধ বলিয়া। তাঁহার আক্ষেপ এই যে "কোথায় এখন ভারতবর্ষ হইতে জাতিভেদ দূরীভূত করিয়া ঈশ্বরের ও ভারতীয় সমগ্রজাতীর একত্বরূপ সাম্যনীতি (ক) প্রচারিত করিতে হইবে—না আহাম্মুক কায়স্থগুলা এখন আবার সেই প্রাচীন হইতেও প্রাচীনতম সংস্কার, গৃহ্যসূত্র, উপনয়ন, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি পচা অসাম্যবাদের মূলগুলি লইয়া আসিল! হায় ভারত! তোমার গতি কি হইবে?" (খ)

আমরাও এই বিশ্বজনীন সাম্যবাদের প্রশংসা করি বৈকি?—কিন্তু মৌখিক। এই লেখক ও তাহাই করেন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। "সব ভাই সব ভাই,—ভেদ নাই ভেদ নাই" মুখে বলা বড়ই সহজ;—কিন্তু প্রতিবেশীর গরুতে একটি লাউগাছের ডগা খাইলেই কুরুক্ষেত্র উপস্থিত হইতেছে, তাহা কি প্রত্যহ দেখিতেছি না? এই যে কায়স্থের উপনয়ন গ্রহণ ইহার প্রকৃত পরিপন্থী কোন্ ব্রাহ্মণ? এই লেখকই সেই প্রশ্নের উত্তর প্রকারান্তরে দিয়াছেন। মুন্সীগঞ্জের ব্রাহ্মণসভার প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল? কাহারা উহার উদ্যোক্তা? বাবু-ব্রাহ্মণ দিগের দ্বারাই এই ব্রাহ্মণ সভা প্রতিষ্ঠিত এবং চালিত—আর তাঁহারাই কায়স্থ উপনয়নের প্রধান বিরোধী। কায়স্থ উপনয়ন লইলেই পাছে একটা সাম্যভাব আসে, তাহার জন্যই না এত পরিশ্রম? এত সভা—অবশেষে মহাসম্মিলন?

শ্রীযুক্ত পরেশ বাবুর যুক্তি নূতন নহে, আমরা বহুদিন হইতে বহু বাবু-ব্রাহ্মণের নিকট ইহা শুনিয়াছি। কোন কোন অত্যুচ্চ শিক্ষিত কায়স্থেরও নিকট শুনিয়াছি। (গ) কায়স্থের কথা এখন থাকুক, ব্রাহ্মণের কথাই বলি। একবার এই লেখককে একটী এম, এ, বি, এল, বাবু-ব্রাহ্মণ আমাকে অপ্রতিভ করিবার উদ্দেশ্যে বলেন, "দেখুন, আপনাদের অমুক অমুক এমন বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান হইয়াও পৈতা লইলেন। কোথা আমরাই পৈতা ফেলিব মনে করিতেছি—আর কিনা আপনারা পৈতা পৈতা করিয়া পাগল হইলেন। হায়! ভারতের ইত্যাদি।" আমি তাঁহার বক্তৃতা বন্ধ করিয়া বলিয়াছিলাম "আপনারা আর পৈতা ফেলিবেন কেন? ঐ পৈতা গাছটী ছাড়া আর ত হোটেলে, (ঘ) আফিশে, আচার ব্যবহারে সাম্যবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। কৈ পৈতা ফেলুন আগে দেখি—তবে আপনার কথা শুনিব।" বক্তার মুখশ্রী মসীমণ্ডিত হইয়া গেল। লেখক মহাশয়কে আমরা সমাজতত্ত্ব একটু গভীরভাবে অনুশীলন করিতে বলি।

(ক) Father-hood of God and brother-hood of man লেখক।

(খ) সত্যবন্ধু মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন যে এই উকীল মহাশয় প্রবন্ধটীর বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া যা তা লিখিয়াছেন। অধুনা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে যে অন্যায় বৈষম্যভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা উপনয়ন প্রচলন দ্বারা বিনষ্ট না করিতে পারিলে এক জাতীয় ভাব [Nationalism] উদ্ভূত হইতে পারে না, ফলতঃ ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন ভারতের উন্নতি কল্পনা একটা স্বপ্নমাত্র তাই উপনয়ন একান্ত আবশ্যক। সম্পাদক।

(গ) বরিশালে এইরূপ ভ্রমে নিপতিত কয়েকজন কায়স্থ বর্ত্তমান আছেন তাঁহারা উপনয়নের বিষম শত্রু। সম্পাদক।

(ঘ) হোটেলের টেবিল হইল কলির "চক্র" "চক্রে" জাতি-বিচার নাই" ইহা তন্ত্রের আদেশ। লেখক।

ভারতবর্ষে পৈতা ফেলিয়া সাম্যবাদ প্রচারের চেষ্ট যে নিস্ফল হইয়াছে এবং যে সকল ব্রাহ্মণ-সন্তান পৈতা ফেলিয়াছিলেন, তাঁহাদের অবস্থা যে কিরূপ হইয়াছে, তাহা কি তিনি জানেন না? আর কায়স্থেরা যে সাম্যবাদ প্রচারের জন্যই পৈতা লইতেছেন, তাহাও কি তিনি বুঝিতে পারেন নাই? তাঁহাকে সরল সত্যবাদী ও ব্রাহ্মণের গুণোপেত বলিয়া মনে করিয়াছি বলিয়াই এই প্রশ্ন করিতেছি নচেৎ ধর্ম্মধ্বজী, বকবৎ বঞ্চক বা কপট কোন ব্যক্তির কথা গ্রাহ্য করি না। যাহারা জাগিয়া ঘুমায় তাহাদিগকে জাগাইবার সাধ্য কাহারও নাই। গতবৎসর কলিকাতায় যে সমগ্র ভারতের বিভিন্নশ্রেণীর কায়স্থগণ একত্রে বসিয়া পংক্তি-ভোজন করিলেন,—এই যে প্রতিবৎসরই বঙ্গীয় বিভিন্ন কায়স্থ সমাজে পরস্পর বিবাহ চলিতেছে, এগুলি কি লেখক লক্ষ্যকরিবার অবসর পান নাই? যদি প্রকৃতই তিনি দেশের মঙ্গলকামী হন, উপবীতী কায়স্থ সম্প্রদায়ের সহিত মেলামেশা করিয়া দেখুন,—তাঁহারা অগ্রগামী উন্নতিশীল না অধোগামী অবনতির দাস। প্রত্যক্ষের অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ আর কি আছে? (ঙ)

আরও একটী কথা আছে। উপনয়ন কায়স্থের নূতন পদার্থ নহে। সমগ্র ভারতবর্ষের বঙ্গেতর প্রদেশ সমূহের কায়স্থের উপবীত আছে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের বেদজ্ঞান নাই, বলিয়া কি তাঁহারা বেদজ্ঞানে অধিকারী নহেন? যদি আজ বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণগণ বেদজ্ঞান লাভ করার জন্য যত্ন করেন, (এখন কেহ কেহ করিতেছেন) তাহা হইলে কি সেই চেষ্টা "নিতান্তই দূষনীয়" এবং "দূষিত অপকর্ম্ম" হইবে? যদি তাহা না হয়, তাহাহইলে বঙ্গদেশে কায়স্থ গণের মধ্যে দ্বিজত্ব বা আর্য্যত্বের চিহ্ন প্রচলনের চেষ্টা দূষনীয় হইবে কেন? কায়স্থ চিরকালই ক্ষত্রিয় ও দ্বিজ। ফলতঃ পরেশ বাবু কায়স্থগণের উপবীত গ্রহণরূপ মহান্ উদ্দেশ্যের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া "বালকোচিত আত্ম-প্রতারণা" করিয়াছেন। কায়স্থগণ যাহা করিতেছেন, তিনি একটু মনদিয়া বুঝিলেই তাহার প্রশংসা করিবেন।

আবার এই আর্য্যত্ব বা দ্বিজত্ব কেবল ভারতে নহে, সভ্যজগতের সর্ব্বত্র আদৃত হইতেছে। শূদ্র যে অনার্য্য বা ক্রীতদাস (Slave or NonAryan) তাহা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা স্বীকার করুন বা না করুন, য়ুরোপ এবং আমেরিকার লোকে তাহাই জানেন ও মানেন। এখন আমাদের ত সকল দেশের সঙ্গেইসম্পর্ক রাখিতে হইবে। "কায়স্থপত্রিকা' (৪র্থ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা) ঠিকই বলিয়াছে,—পাশ্চাত্যজগতে শূদ্রের স্থানাভাব। টাঙ্গাইলের একটী কায়স্থ-সন্তান,"বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশে তাঁহার জন্ম" এই এফিডেভিটের বলে যুক্ত-রাজ্যের Citizen হইবার অধিকার পাইয়াছেন। তিনি "শূদ্র" বলিয়া পরিচয় দিলে সেই শ্বেতকায় আর্য্যনিবাস হইতে নিশ্চয়ই বিতাড়িত হই-

(ঙ) ব্রাহ্মণ উকীল মহাশয় কায়স্থদিগের সহিত "মেলামেশা" করিতে পারেন কি? তাঁহাদের সহিত একত্রে পংক্তিভোজ করিব বলিয়াই আমরা পৈতা লইতেছি ইহা কি তিনি বুঝেন না। প্রাচীনকালের ন্যায় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যদিগের মধ্যে আবার আহার বিহার আদান প্রদান ইত্যাদি হইবে ইহাই আমাদের আন্দোলনের শেষ লক্ষ্যস্থল ইহা কি সাম্যবাদের মূল নহে? সম্পাদক।

তেন। সাম্যবাদী বাবুসাহেবগণ এদিকেও একটু দৃষ্টি করিবেন।

এপর্য্যন্ত পরেশ বাবুর সহিত তর্ক করিলাম আর তাহাতে আবশ্যক নাই। এক্ষণে মহা-সম্মিলনীর রিপোর্ট শুনুন। পশ্চিম বঙ্গে অসংখ্য পণ্ডিতের মধ্যে ভাটপাড়ার শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রী এবং পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়দ্বয় দুই সহোদর ভিন্ন আর কাহারও নাম তালিকায় দেখিলাম না। পরেশবাবু প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা, তিনি বলিয়াছেন "দুঃখের বিষয় এই যে, অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের তুলনায় পণ্ডিত-সংখ্যা অতি অল্প হইয়াছিল।" (চ)

যাহা হউক, পণ্ডিতের সংখ্যা অল্পই হউক বা অধিকই হউক, তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না—আসল কথা হইল সভার উদ্দেশ্য লইয়া। উন্নতিশীল বিংশ-শতাব্দীতে এই মহাসম্মিলন কিরূপ উদ্দেশ্য লইয়া আহুতা হইয়াছিল, নিম্নোদ্ধৃত তিনটি খসড়া মন্তব্য হইতেই তাহা বেশ টের পাওয়া যায়;—

১। আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ দিগকে শাস্ত্রপাঠ করিতে দেওয়া হইবে না।

২। কায়স্থগণকে উপবীত-ধারণ করিতে বা অপরাপর নিম্নবর্ণ সমূহকে উচ্চবর্ণের অনুকরণ করিতে দেওয়া হইবে না।

৩। বিলাত-ফেরত দিগকে সমাজে পুন-র্গ্রহণ করা হইবে না।

এই খসড়া মন্তব্য পাঠ করিলে স্পেক্‌টেটর কাগজের সেই টুলীষ্ট্রীটের তিনটী খলিফার মহা-সমিতির কথা মনে পড়ে! পরেশ বাবু বেশ সহজ ও সরলভাবে অনেকগুলি কথা বলিয়াছেন,—তাহাতে যদি মহাপ্রভুদিগের চৈতন্য হয়, তাহা হইলে সুখের বিষয়। "দেওয়া হইবে না"—ঠিক যেন দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা শাহান্‌সা বাদশার হুকুম! কলিকাতার বিশ্ব বিদ্যালয়ের সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপনার নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ নহে, কিন্তু বহু বিস্তৃত কাঞ্চন মূল্য দক্ষিণা দিয়া শর্ম্মণ্য দেশীয় সাহেব আনা হইয়াছে;—আমাদের বোধ হয় মহা-সম্মিলনের উদ্যোক্তাগণের মন্ত্রবলে সেই অধ্যাপক জেকোবি সাহেবের "ভুজস্তম্ভ কণ্ঠ-রোধ" হইয়া যাইবে। শুধু অলঙ্কার কেন? য়ুরোপ হইতে ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক ও বোধহয় শীঘ্রই আনা আবশ্যক হইবে; এদিকে মহা-সম্মিলন কায়েতদের পৈতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুন। "অমুককে শাস্ত্র পাঠ করিতে দেওয়া হইবেনা" এরূপ কথা মুখদিয়া বলিতে ও লজ্জা হয় না। এখন কি সেই "সীসা গালানির" বা "জিহ্বাচ্ছেদের" দিন আছে নাকি? বিলাতের কাগজে ছাপার জন্য এমন চমৎকার সংবাদ যে রয়টর কেন পাঠান নাই, তাহা বলিতে পারি না। এইরূপ মন্তব্য হইতে দেশের বা সমাজের কোন উপকার হউক আর নাই হউক, উহারা ভবিষ্যতে কোন নিপুণ প্রহসনকারের যে খুব উপকারে আসিবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

যাহা হউক, সুখের বিষয় কতিপয় সুবুদ্ধি

(চ) শ্রীযুক্ত পরেশবাবু ব্রাহ্মণ, উকীল এবং বিক্রম-পুর বাসী হইলেও তিনি নিমন্ত্রিত হন নাই এবং কোনও প্রকার সামাজিক উন্নতিকর পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী কোন সাধারণ ভদ্রলোক কি ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে আহ্বান করা হয় নাই। "অনাহুত" ভদ্রলোককে কোন কথা বলিতেও দেওয়া হয় নাই বলিয়া শুনিয়াছি।

লেখক।

লোকের বিবেচনার জন্য এই হাস্যকর প্রথম প্রস্তাবটি সম্মিলনে উপস্থিত করা হয় নাই। দ্বিতীয়-প্রস্তাবটিও নিম্নলিখিত আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

"ব্রাহ্মণেতর জাতির কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য সেই সেই জাতির বিশিষ্ট সামাজিক ব্যক্তিগণের সহিত একত্র হইয়া পরামর্শ পূর্ব্বক ধর্ম্মরক্ষার সুব্যবস্থা করা হউক।"

এই প্রস্তাবকারী কায়স্থের উপনয়ন ও তদ্বৎ অন্যান্য বিষয়ে তীব্র সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। অমনি চারিদিক হইতে তীব্র প্রতিবাদধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। সভাপতি মহাশয় তখন বলিতে বাধ্য হইলেন এ সকল সমালোচনা অপ্রাসঙ্গিক। মনোমোহন বাবুর অনুচরগণ আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। একজন বলিয়া উঠিলেন "তবে এত টাকা ব্যয় করিয়া সভা করিলাম কেন?" অপর একজন বলিলেন "এই প্রস্তাবে এ সব কথা আসে না তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝি নাই।"

এতক্ষণে "The cat is out of the bag" হায়! হায়! যদি কায়েতের পৈতার কথা তুলিয়া প্রাণখুলিয়া দু'টা গালাগালিই দিতে পারিব না, তবে এত টাকা ব্যয় করিয়া সভা করিলাম কেন? সত্য সত্যই এই মহাসম্মিলনের মহা-উদ্যোক্তাদিগের এই মনঃক্ষোভ মরিলেও আর যাইবে না। কি দুর্দ্দৈব!

বিলাত-ফেরত গ্রহণ বা বর্জ্জন মূলক প্রস্তাবেরও এইরূপ হাস্যকর সমাধিলাভ হইয়াছে। সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষ যতই করুন, সমাজের গতিরোধ তাঁহারা কখনই করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের অহঙ্কাররূপী ঐরাবত এই সত্যরূপিণী গঙ্গায় পড়িয়া কেবল নাকাল হইবে মাত্র। পলাশীর যুদ্ধের সহিত দেশে যে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে রোধ করিতে ফুৎকার দেওয়া বৃথা। যিনি ইচ্ছা করিয়া এই আলোর সম্মুখে চক্ষুমুদিয়া অন্ধত্বের ভান করিবেন,—তাঁহাকে অন্ধই হইতে হইবে। ভাটপাড়ার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ব্রাহ্মণদিগকে খুব পরার্থপরতার শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি বক্তৃতার মুখে বলিয়াছেন আমাদিগের যুবকদের মধ্যে কি এমন স্বার্থত্যাগী নাই যে দেশের জন্য বিদেশে গিয়া শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়া এই সুখটুকু পরিত্যাগ করিতে পারে? সাধু! সাধু! পূজ্যপাদ পণ্ডিত মহাশয় মুখে যে স্বর্গীয় নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের ইঙ্গিত করিলেন তাহার একটুখানি দৃষ্টান্ত নিজের পরিবারে দেখাইয়া দিন্ না,—দেশের যুবক দিগকে বুঝাইয়া দিন্ না যে আমাদিগের যুবকদিগের মধ্যে এমন স্বার্থত্যাগী প্রকৃতই আছে। নচেৎ পরের নিকট উক্তরূপ উপদেশ দিলে লোকে শুনিবে কেন? বিলাত ফেরত ব্রাহ্মণেরা যখন জিজ্ঞাসা করিবেন,—তাঁহারা তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—দেশে থাকিয়া যে সকল ব্রাহ্মণ কেবল জিহ্বার জন্য মুসলমানের হস্ত হইতে চারিটি 'ম' কারের সেবা গ্রহণ করিয়াও যখন দিব্য সজোরে সমাজপতিত্ব করিতেছেন তাহাদিগকে কেন একঘ'রে করিতে যাও না আমরা ত বিদ্যার্থী,—তীর্থযাত্রী,—আমাদেরত কোন পাপ নাই। এপ্রশ্নের কি উত্তর আছে? ব্রাহ্মণ বিলাত ফেরতই বলিলাম,—কারণ কায়স্থগণ বিক্রমপুরের বা মুন্সীগঞ্জের মহাসম্মি-

লনের নিকট এজন্য কৃপা ভিক্ষা করেন নাই করিবার লক্ষণও নাই।

এই সভায় প্রতিকূলমতাবলম্বিগণকে আমন্ত্রণ করা হয় নাই,—প্রতিপক্ষের মুখবন্ধ করা হইয়াছিল, এম,এ পাশ বালকদিগকে ও মুখ খুলিতে দেওয়া হয় নাই,—উপস্থিত সভ্যবৃন্দের মতামত না লইয়া মন্তব্য গ্রহণ করা হইয়াছে। পরেশবাবু ঠিকই বলিয়াছেন "যাঁহারা ঈদৃশ ভাব হৃদয়ে পোষণ করেন, তাহাদের পক্ষে প্রকাশ্য সভার আহ্বান না করাই সঙ্গত এবং নির্জ্জনে ও নীরবে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধনই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্ব্য পন্থা। কিন্তু গরজ বড় বালাই। ঢাকে ঢোলে সভা না করিলে জিদ্ ত বজায় থাকে না, নেতৃত্বাভিমানের ও আহুতি হয় না।"

আমরাও বলি তথাস্তু। এত করিয়াও উদ্যোক্তাদিগের উদ্দেশ্য সফল হইল না। কথায় বলে "কপাল।"

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তভাণ্ডার।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার বহুদর্শী, বিজ্ঞ এবং প্রবীণ সম্পাদক বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার চিত্রগুপ্ত-ভাণ্ডার সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসু হইয়া শ্রদ্ধাস্পদ কায়স্থ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা মহাশয়কে (ক) (খ) এবং (গ) চিহ্নিত প্রশ্নত্রয় সমাজের হিতার্থে, কায়স্থ সভার সততা ও সুনামের জন্য উত্থাপন করিয়াছেন। কর্ত্তব্যানুরোধেই উক্ত প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় প্রশ্নত্রয়ের সদুত্তর প্রার্থনা করিয়াছেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহাকে দোষারোপ করা যায় না। প্রতিভার প্রবীণ সম্পাদক মহোদয়ের এই ন্যায় সঙ্গত প্রার্থনা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করায় আমি স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া সমাজ ও সভার হিতার্থে যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাই বিবৃত করিতেছি। সহৃদয় স্বজাতি হিতৈষিগণ সম্যক অবগত হইয়া কায়স্থ সভার শ্রদ্ধাস্পদ সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র বর্ম্মা এবং সভার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মহানুভবগণের নির্দ্দোষিতা উপলব্ধি করিলেই এ শ্রম সার্থক মনে করিব। প্রথমতঃ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সম্পাদক ছিলেন, ৺রমানাথ ঘোষ মহোদয়। তাঁহার মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় ১৩০৯ সাল হইতে ১৩১৩ সন পর্য্যন্ত সম্পাদকীয় কার্য্য সম্পন্ন করেন। তৎপরে ৺বামাপদ বাবু ও উপেন্দ্র বাবু সভাকে সজীব রাখিয়াছিলেন। গত ১৩১৫ সনের আশ্বিন হইতে বর্ত্তমান সম্পাদক কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া ১৩১৬ সনের শ্রাবণে চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। যদিও রাজকৃষ্ণ বাবু ১৩১৭ সনের পৌষমাসে শ্রীযুক্ত শরৎ বাবুর হস্তে চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের সংগৃহীত ৭০।/৬ টাকা প্রত্যার্পণ করেন ফলতঃ শরৎ বাবুর সময়েই-উক্ত ভাণ্ডারের কার্য্যারম্ভ হয় এবং প্রায় প্রতিমাসেই কিছু কিছু আদায় হইয়া এ পর্য্যন্ত সমুদায়ে প্রায় ৯৪৩৲ টাকা চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের টাকা স্বরূপে আদায় হইয়াছে। কায়স্থ পত্রিকার লভ্যাংশ

৪০০৲ টাকা উক্ত ভাণ্ডারে জমা দেওয়ায় মোট প্রায় ১৩৪৩৲ টাকা এপর্য্যন্ত চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং উহা তের হাজার নহে, তেরশত মাত্র এবং উক্ত টাকাও দশবৎসর যাবৎ আদায় হয় নাই, সুতরাং তাহা জমা না দেওয়ায় সুদের ক্ষতি ওযৎসামান্ত হইয়াছে। প্রায় তেরশত টাকার সুদের আয় দিয়া দরিদ্র কায়স্থ বালক ও বিধবা স্ত্রীলোক দিগের কি সাহায্য হইতে পারে তাহাও সর্ব্বসাধারণ সম্যক বুঝিতে পারেন। গত শারদীয়া পূজার পূর্ব্বের অধিবেশনে ঐ টাকা থ্যাকারস্পিঙ্ক কোম্পানীর ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু ইতিমধ্যে নানা ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং উক্ত তেরশত টাকা উক্ত ব্যাঙ্কের নিকট রাখা হইবে কিনা এসম্বন্ধে আগামী ২৭ অগ্রহায়ণের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির আদেশানুযায়ী কার্য্য করা হইবে। থ্যাকারস্পিঙ্কের ব্যাঙ্কে শরৎ বাবুর নিজ নামীয় কোন হিসাব নাই। কায়স্থ সভার সাধারণ তহবিলের যে টাকা ঐ ব্যাঙ্কে জমা আছে তাহা তিনি সম্পাদক স্বরূপেই জমা দিয়াছেন। ফলকথা স্বজাতির কল্যাণে উৎসর্গিত জীবনে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক স্পর্শ করিলেও তাহা নিতান্ত ক্ষোভের কারণ হয়। যাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অশেষ ত্যাগ স্বীকারে জাতীয় কল্যাণে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহাদের সে পবিত্র মনে কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সে নীতির বিপর্য্যয় ঘটিতেছে না সুতরাং সর্ব্বসাধারণে প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইলেই সন্দেহ বিদূরিত হইবে। আমি বিশেষ অনুসন্ধানে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিয়াই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছি। আমার বিশ্বাস এক্ষেত্রে আর্য্য-কায়স্থ-পত্রিকার প্রবীণ সম্পাদক বিশেষরূপ স্বয়ং অবগত না হইয়া অনবধানতা বশতঃই কর্ত্তব্যের প্রবল তাড়নায় বিচারাক্ষম হইয়া কতিপয় অপ্রীতিকর বিষয়ের সমালোচনা করিয়াছেন। জাতীয় কল্যাণে উভয় পক্ষই তুল্যভাবে সংশ্লিষ্ট এবং উভয় পক্ষই তুল্যভাবে ধন্যবাদার্হ সুতরাং আমরা কাহাকেও এ সম্বন্ধে দোষারোপ না করিয়া কেবল এইমাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে আর্য্য-কায়স্থ পত্রিকার প্রবীণ সম্পাদক অনবধানতা বশতঃ এবং আন্তরিক অত্যধিক সমাজ হিতৈষণা দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই সরলভাবে এইরূপ অপ্রীতিকর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সুতরাং সাধারণের নিকট তিনিও ক্ষমার পাত্র। তাঁহার এই অপ্রীতিকর সমালোচনা অনবধানতা দোষে দূষিত হইলেও তাঁহার নির্ভীকতা, স্বজাতি-প্রাণতা এবং কর্ত্তব্য পরায়ণতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায়না।

কায়স্থ সভা ও কায়স্থ জাতির একরূপ অকৃত্রিম সুহৃদ অতি অল্পই রহিয়াছেন। আমরা আশা করি কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইলে এ বৃদ্ধের লেখনী কখনও কাহাকে ও ক্ষমা করিবে না অথবা ভয়ে বা সহানুভূতিতে কাহারও দোষ উপেক্ষা করিয়া সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের অবমাননা করিবে না ইতি। (ক)

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা।

(ক) আমাদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ কবিবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের বঙ্গীয় কায়স্থ—

মরণের প্রতীক্ষা।

Our life is like a narrow raft
Afloat on the hungry Sea,
Hereon is but a little space
And all men eager for a place,
Do thrust each other on the Sea.

2

And so our life is wan with fears
And so the Sea is Salt with tears,
Ah! well is thee, thou art asleep!

তবে কি মরণই আমাদের মঙ্গল? কখনও নহে। পরলোকে গমন করিয়া কি কর্ম্ম ফল হইতে নিষ্কৃতি পাইব? কদাপি নহে। এই সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥

৮।১৫॥

অর্থাৎ বায়ু যেমন পুষ্পাদি হইতে (পুষ্প ঝরিয়া পড়িলে) গন্ধ লইয়া প্রস্থান করে, তদ্রূপ ঈশ্বর (দেহাভিমানী জীবাত্মা) মরণের পরে, দেহান্তর ধারণ করিবার সময়, মনাদি ছয় ইন্দ্রিয় শক্তি সঙ্গে লইয়া যান। তবে ত কর্ম্মফল মরণের পর আমার সাথী। আমরা হিন্দু, প্রাচীন কাল হইতে আমরা চতুরাশ্রমী। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু। সমগ্র ভারতের কথা বলিতে পারি না কিন্তু হায়! বঙ্গদেশ হইতে এই চারিটী আশ্রম শশবিষাণে পরিণত হইয়াছে। আমরা এক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী, কর্ম্ম করিতে করিতে মৃত্যু (To die on the saddle) আমাদের চরমাদর্শ। আমি মনে করি, বর্ত্তমান যুগে আমাদের জীবন তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—শিক্ষা, কর্ম্ম এবং অনুতাপ—প্রায়শ্চিত্ত। আমি নিরীশ্বর শিক্ষায় শিক্ষিত, কৈশোর ও যৌবন কালে আমি কখনও প্রকৃত প্রণালী অনুসারে উপাসনা করি নাই। আমার উপনয়নের আগে উপাসনা কি পদার্থ তাহা আমার হৃদয়ে সম্যক প্রতিভাত হয় নাই। সপ্তপঞ্চাশতে উপস্থিত হইয়া যখন

সভার চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার সম্বন্ধে এই প্রবন্ধটী আমরা সাদরে মুদ্রিত করিলাম। আমাদিগের প্রশ্নত্রয়ের উত্তর সম্বলিত মীমাংসা উক্তসভার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আমরা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম,—কেন না প্রকৃত পক্ষে তিনিই উক্ত ভাণ্ডারের টাকার জন্য দায়ী। যোগেন্দ্রবাবু আমাদিগকে এই অপ্রীতিকর আলোচনা জন্য দোষী করিতে চাহেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমরা কোন দোষ করিনাই, আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিয়াছি, তজ্জন্য আমরা কাহারও নিকট ক্ষমা চাহি না। বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে মোট ১৩৪৩ আছে ইহা বিশ্বাস করিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না। সত্যই কি আমাদের জাতীয় ভাণ্ডার এত যৎসামান্য? এই সম্বন্ধে আমাদের আর কিছুই বক্তব্য নাই, পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। জাতীয় ভাণ্ডার বৃদ্ধিকল্পে সকল কায়স্থের যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। যোগেন্দ্রবাবু এই নিঃস্বার্থ আলোচনার জন্য সকলের নিকট ধন্যবাদার্হ।

সম্পাদক।

গায়ত্রী প্রমুখ উপাসনা ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলাম, তখন বুঝিলাম ঈশ্বরোপাসনায় মানুষকে কত উর্দ্ধ দেশে লইতে সক্ষম। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষায় নিরত হিন্দু যুবক-বৃন্দকে আমার সনির্ব্বন্ধ নিবেদন তাঁহারা যেন মনুর নিম্নলিখিত অনুশাসনটী প্রাণপণে পালন করেন—

গর্ভাষ্টমে ঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশেবিশঃ॥
৩৬, ২য়॥

ব্রাহ্মণগণ অষ্টম বর্ষে, ক্ষত্রিয়গণ (কায়স্থগণ) একাদশে ও বৈশ্যগণ দ্বাদশে উপনীত হইবেন। কেননা উপনয়ন পরেই উপাসনা জীবনের একটী অবশ্য-কর্ত্তব্য-কর্ম্ম হইয়া পড়িবে। এই উপাসনাই পবিত্র জ্ঞানের একমাত্র পন্থা, ঋষিগণ বলিয়াছেন—"জ্ঞানাৎ পরতরো নহি।" অর্থাৎ জ্ঞান হইতে উচ্চতর আর কিছুই নাই। উচ্চ পর্ব্বতশিখরে, অথবা ব্যোমযানে আকাশের উর্দ্ধ দেশে আরোহণ করিলে মানুষের চক্ষুকর্ণ-শক্তি শত গুণে বর্দ্ধিত হয়। ইহা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। মাউণ্ট ব্লাঙ্ক শিখর দেশ হইতে আরোহিগণ ৯ সহস্র ফিট নিম্নের গাভীর হম্বা ও কুকুরের ভেউ ভেউ শব্দ স্পষ্ট শুনিয়াছেন। ব্যোমযানে ৪০০০ হাজার ফিট উচ্চদেশ হইতে নিম্নস্থ মানুষের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাওয়া যায়। উপাসনা বলে উর্দ্ধে উঠিলে মানুষ অনেক গুপ্ত রহস্যের অধিকারী হয়েন। অনুতপ্ত হৃদয়ে আমি আজ আমার কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত প্রতিক্ষণেই দিতেছি। এই সুদীর্ঘ জীবনটী ফল ফুল শূন্য বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া আমার মন দুঃখ-ভারাক্রান্ত হইতেছে। মহাত্মা ফ্রাঙ্কলিং তাঁহার নিজ লিখিত জীবন ইতিবৃত্তে লিখিয়াছিলেন যে আমার প্রৌঢ়ের অভিজ্ঞতা যদি বাল্যে পাইতাম তবে একটী মূল্যবান জীবন আমি গঠিত করিতে পারিতাম।

মাহেশের পর বারাসত আমার বাল্য-জীবনের লীলাক্ষেত্র। এই মাহেশের সহিত আমার জীবনের যে সুখস্মৃতি বিজড়িত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কয়েকটীর বিবরণ পাঠকের নিকট অপ্রীতিকর না হইতে পারে।

(ক) আমার পিতা মহেশচন্দ্র সরকার একজন প্রকৃত স্বধর্ম্ম পরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি জীবনে গীতা পাঠ করেন নাই, তৎকালে গীতার আদর ছিল না, বাঙ্গালা সাহিত্য ঘৃণার চক্ষে শিক্ষিত সম্প্রদায় দেখিতেন, সংস্কৃত মৃত-ভাষা বলিয়া উপেক্ষিত হইত। আমার পিতা সর্ব্বদাই গীতা লিখিত নিম্নলিখিত উপদেশ পালন করিতেন।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥
৪৭।১৮ অঃ॥

অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর-পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, কেননা প্রকৃতিগত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে মানুষকে দোষযুক্ত হইতে হয় না। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন কায়স্থ ব্রাহ্মণের প্রতিপালক ও সেবক। ব্রাহ্মণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা কায়স্থের কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ অতিথি তাঁহার নিকট দেবতার পূজা পাইতেন। হিন্দুর বর্জ্জিত আহার তিনি কদাপি গ্রহণ করিতেন না। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে তিনি নিয়মিত উপাসনা করিতেন। এবং কোন কোন দিন বাহিক আড়ম্বরের সহিত শিবপূজা করিতেন। তাঁহার পূজার উপাদানাদি সংগ্রহ জন্য

একজন হিন্দু ভৃত্য নিযুক্ত ছিল। নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বিক্রমপুর হইতে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিকট আসিয়া সাদরে তাঁহার দান গ্রহণ করিতেন।

(খ) ৮২ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকে গমন করেন, কখনও রোগক্লিষ্ট অবস্থায় অধিক দিন থাকিতে দেখি নাই। তিনি খর্ব্বকায় দৃঢ় বপু, বলবান্ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অধীনে প্রায় ২৫০ জন পদাতিক ছিল, ইহাদের মধ্যে অভিযোগাদি তিনি নিজে বিচার করিয়া স্বহস্তে তাঁহার কাষ্ঠপাদুকা-দ্বারা শাস্তি বিধান করিতেন। তিনি পদ-ব্রজে প্রতি-ঘণ্টায় ৪।৫ ক্রোশ পথ গমন করিতে পারিতেন। বারাসাত হইতে সুরধুনী বিধৌত সুখচর প্রায় চারি ক্রোশ ব্যবধান। বন্ধের দিবসে প্রাতঃকালে রওনা হইয়া তথা হইতে গঙ্গাস্নান করিয়া পূর্ব্বাহ্ন দশ ঘটিকার মধ্যে বারাসাতে প্রত্যাগমন করিতেন।

(গ) বিলাসিতা, সুগন্ধিতৈল, পমেটমাদি ব্যবহার, নৃত্যগীত, তাস পাশাদি ক্রীড়া তাঁহার চক্ষুর শূল ছিল। তিনি সেতার বাজাইতে জানিতেন, তাঁহার শয়ন-কক্ষে একটী সুন্দর সেতার প্রাচীর গাত্রে লম্বিত থাকিত। কোন কোন দিন সন্ধ্যার পর তিনি মহানন্দে নানা-বিধ রাগ-রাগিণীর ঝংকারে গৃহাকাশ পূর্ণ করিতেন। আমার সেতার শিক্ষা করিবার বলবতী ইচ্ছা হইল। উমানাথের সহায়ে একটী ক্ষুদ্র সেতার আনাইয়া শিক্ষা করিতে লাগিলাম। তৎকালে আমরা বারাসাত স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠকরি। আমাদের অধ্যয়ন কক্ষের এক পার্শ্বে উহা লম্বিত থাকিত। একদা পিতামহাশয় আমাদের কক্ষে উহা দেখিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করি-লেন, বলিলেন অধ্যয়ন কালে গীত বাদনাদি সর্ব্বনাশের মূল। পাঠক মার্জ্জনা করিবেন স্থানা-ভাব বসতঃ এই প্রবন্ধটী এবার আর মুদ্রিত করিতে পারিলাম না।

ক্রমশঃ

সম্পাদক।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

(১, ২, ৩, ৪, শ্রীসংবাদ-ষট্পদদ্বারা সঙ্কলিত)

"সর্ব্বেভ্যঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ।"

১। মুন্সীগঞ্জের ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনী। খুব সমারোহে এই মহামহা-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। নতুবং মতবিখ্যাতি। ইংরাজী সংবাদ পত্রে টেলিগ্রাম হইল ৩০০০ তিন সহস্র লোক আসিয়াছিলেন,—এ দিকে "পরিচারক" প্রমুখ কাগজ বলিলেন "সভায় ছয় সাত শত লোকের

বেশী উপস্থিত হয় নাই” এবং “মুন্সীগঞ্জের যে স্থানে এই সভা হইয়াছিল আমরাও সেইস্থান একবার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়াছি। সেই টীনের ঘরে এবং তৎসংলগ্ন সামিয়ানার তলে তিন সহস্র লোকের সমাবেশ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না।” প্রবাসীতে বিক্রম-পুরবাসী জনৈক ঢাকার ব্রাহ্মণ উকীল বলিতেছেন, ২৫০০ আড়াই হাজার ব্রাহ্মণ সভায় উপস্থিত ছিলেন তবে। “তবে” থাকুক—পাঠকগণ প্রবন্ধান্তরে তাহা দেখিবেন। আমরা মনে করিতেছি,—ব্রাহ্মণ দিগের মহাসম্মিলনের জনসংখ্যার গণনা নরলোকের চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং পাটীগণিত শাস্ত্রের সাধ্যায়ত্ত নহে। “পরিচারকের” তর্ক করা অন্যায়। কলিকালের সাধর্ম্ম্য কোথায় যাইবে? “পরিচারক” ও তর্ক করে! চুপ্!

ব্রাহ্মণেরা “একাই একশত”;—ভাটপাড়ার একা শ্রীযুক্ত তর্করত্ন মহাশয় গেলেই সভার উদ্দেশ্য রক্ষার নিমিত্ত প্রচুর ছিল,—তদুপরি তাঁহার অগ্রজ ছিলেন। তবুও দেখ লোকের তর্ক করিবার আগ্রহ। তবে নবদ্বীপের স্মার্ত্তপ্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন যাইবেন নাকি? না কলশকাঠির সেই নৈয়ায়িক-শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত তর্কবাগীশ মহাশয় যাইবেন? কি গ্রহ! রাজা বাহাদুর ছিলেন, কত জমিদার ছিলেন,—ভাগ্যকুলের রাজা ও পত্র পাঠাইয়াছিলেন,—তবু ও মানুষের আশা মিটে না? পণ্ডিতেরা কি সাধে বলিয়াছেন “আশা বৈতরিণী নদী?”

মহাসম্মিলনীর কার্য্য-বিবরণে দেখিলাম সম্মিলন বঙ্গদেশের “চতুর্ব্বর্ণ সমাজের” মঙ্গল-কামনায় অনেকগুলি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং বিবরণ-পত্রে ও বক্তৃতা-পত্রে “চতুর্ব্বর্ণ সমাজ” কথাটি ও একাধিকবার মুদ্রিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয়, ইহা মুদ্রাকর প্রমাদ জনিত হইয়াছে, উহা “দ্বিবর্ণ সমাজ” হইবে। কলিকালে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুইটি ভিন্ন তৃতীয় বর্ণেরই যখন অভাব,—তখন চারিবর্ণ আসিবে কি প্রকারে? প্রথম ও “চতুর্থ বর্ণ” বুঝাইতে “চতুর্ব্বর্ণ” শব্দ কি ঘটিত হইতে পারে? অথবা ব্রাহ্মণ প্রথমবর্ণ, শূদ্র দ্বিতীয় বর্ণ, শূদ্র তৃতীয়বর্ণ এবং চতুর্থবর্ণ। এই রূপে চতুর্ব্বর্ণ পূরণ করা হইয়াছে? কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় এবং বণিক তৈলিক তাম্বুলিক প্রভৃতি জাতি বৈশ্য বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিলে, তবে বাঙ্গালা দেশে চতুর্ব্বর্ণ সমাজের কথা মুখে আনা যায়। রজপুত প্রভৃতির কথা বলিতে গেলেও বিপদ্। হে মহাসম্মিলনীর নেতৃবৃন্দ! আপনাদের এই “চতুর্ব্বর্ণ সমাজ” কথাটির অর্থ কি,—তাহা কৃপা করিয়া একবার বলিয়া দিন্।

২। স্ত্রী শিক্ষা। পাঞ্জাব প্রদেশের জালন্ধর নগরের কন্যামহাবিদ্যালয় হইতে উক্ত বিদ্যালয়ের বালাশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমতী সুভদ্রা বাই, বিদ্যালয়ের সহকারী-অধ্যক্ষ পণ্ডিতা শ্রীমতী কুমারী লজ্জাবতী, সংস্কৃত ভাষায় অধ্যাপিকা পণ্ডিতা শ্রীমতী কুমারী কৌশল্যা দেবী এবং ছাত্রী শ্রীমতী কুমারী গার্গী দেবী এবং শ্রীমতী কুমারীপ্রসন্নী দেবী উক্ত বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত লালাদীনরাজ জীর সমভিব্যাহারে নগরে নগরে স্ত্রী শিক্ষার প্রচার ও তাঁহাদের বিদ্যালয়ের নিমিত্ত সাহায্য-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। পুণ্যভূমি প্রয়াগে, হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ প্রতিম পবিত্রনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মাল-

বীর মহাশয়ের সভাপতিত্বে "কায়স্থ পাঠশালা" মন্দিরে এই মহিলাগণ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহাঁদের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া কানপুরের অধিবাসিগণ ৫,৫০০, টাকা, প্রয়াগের হিন্দুগণ ১০০০৲ টাকা এবং গয়ার লোকে ৯০০৲ টাকা বিদ্যালয়ের সাহায্য-দান করিয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহায্য ও অনেক আছে। গত ৯ই নভেম্বর ইহারা কলিকাতায় আগমন করিয়া কয়দিন কলিকাতা ১৯নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ আর্য্য-সমাজ মন্দিরে বক্তৃতা ও বেদ-গান করিয়াছিলেন। কলিকাতা বাসী বাঙ্গালীগণ মহিলার মুখে বেদবাণী শুনিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় সার্থক করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। পঞ্চনদ প্রদেশের স্ত্রী-শিক্ষার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ সেকালের সুভদ্রা, কৌশল্যা, ও গার্গী প্রভৃতি দেবীগণের ন্যায়, এই মহিলাগণ ভারতকে ধন্য করিতেছেন। উচ্চশিক্ষা লাভ করিলে প্রাচীন আর্য্য-আচার রক্ষা করা যায় না বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা একবার এই দেবীদিগকে দেখিয়া যান।

গত ১৩ই নভেম্বর তারিখে মহামান্যা শ্রীমতী লেডি কারমাইকেল দিনাজপুর বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিবার সময় একটি বক্তৃতা মুখে বলিয়াছেন—"It seems to me, that in India, parents, whilst being keenly anxious that their sons should be educated, forget that in order to be complete, education must be on both sides in a family—for a boy inherits just as much intelligence—perhaps more—from his mother than from his father." এবং এ দেশে কন্যার পিতা বিবাহের সময় কন্যাকে খুব মূল্যবান্ যৌতুক দেন ও তন্নিমিত্ত নিজের সুখের প্রতি ও দৃষ্টিরাখেন না বটে,—but what could enhance a dowry more than an education such as would make a wife a companion to her husband for weal or for woe,—able to take an intelligent share in her husband's interests, an education such as would help a girl to be a better wife and mother ?

আমরাও এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিতেছি। শ্রীযুক্তা লেডী সাহেবার এই সুন্দর উপদেশ সমস্ত পিতা মাতারই মন দিয়া শুনা ও তদনুসারে কাজ করা উচিত।

৩। নোবল পুরস্কার। সুইডেন দেশের একজন মহাপণ্ডিত, জগতের উপকারার্থ অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম নোবল। সেই মহাদান হইতে প্রত্যেক বৎসরে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও জগতের শান্তি সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক রচয়িতা দিগকে অনেক পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রত্যেক বৎসর প্রত্যেক বিভাগের একটি করিয়া পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত ১৩ বৎসরে ১৪ জন পুরস্কার পাইয়াছেন। এক বৎসরে (১৯০১) মাত্র দুই জনে পুরস্কারটি সমভাগে পাইয়াছেন। এ বৎসর আমাদের বঙ্গভারতীর প্রিয়তম পুত্র,কোকিল কণ্ঠ-কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পুরস্কার পাইয়া জগতের নিকট বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। এই পুরস্কারের লৌকিক মূল্যও অল্প নহে,—

রাজতুল্য সম্পত্তিশালী ঠাকুর বাবুর পক্ষে কিরূপ জানিনা,—সাধারণ সাহিত্য সেবীর পক্ষে উহা সাত রাজার ধন;—উহার মূল্য একলক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। এই চৌদ্দ জন পুরষ্কার প্রাপ্ত সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি বৃন্দের মধ্যে একজন মহিলার নামও দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি সুইডেনের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক কবি, নাম সেলমা লেজার লফ (Selma Lager lof এইপ্রতিভা-শালিনী মহিয়সী মহিলা অদ্যাপি জীবিত আছেন। স্ত্রীবুদ্ধি কেবল "প্রলয়ংকরী" নহে,—জগতের শ্রেষ্ঠ "সাহিত্যোৎপাদনকরী"ও বটে।

৪। বিজ্ঞান। সুয়েজের খাল ত অনেক প্রাচীন কথা,—বর্ত্তমান বর্ষে আমেরিকার পানামাযোজক ও অন্তর্হিত হইল;—প্রশান্ত মহাসাগর, আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের সহিত আচ্ছেদ্যমিলনে মিলিত হইলেন। আগামী ১লা জানুয়ারি নাকি ভারত হইতে রেল-গাড়ীতে চড়িয়া ইংরেজের পুলদিয়া লঙ্কায় যাওয়া যাইবে। নল বাহাদুরের রয়েল ইঞ্জি-নিয়ারী বিদ্যার গৌরব গেল। সেকালে কাশ্মীর রাজ দ্বিতীয় প্রবর সেন বিতস্তানদীর উপর একটা কি সাঁকো করিয়াছিলেন, কবি কালিদাস "সেতুকাব্যে" তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র ও সাগরে সেতুবন্ধনের জন্য অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন,—কিন্তু ইংরাজ রাজের কীর্ত্তি আরও গরীয়সী। সারা ষ্টেটের সাড়ে চারিকোটী টাকার পুল ও হয় হয় হইয়াছে,—আর বাধিবে না। বিশ্বকর্ম্মার দল এখনও ভাবিতেছেন, আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিটা লইয়া একটা সমুদ্র করিয়া দেওয়া হউক। সাহারা আমাদের ভারত বর্ষের অপেক্ষা আয়তনে কিছু বড়। পণ্ডিতেরা জরীপও মাপ করিয়া দেখিয়াছেন যে ঐ মরু-ভূমির পৃষ্ঠ (বা বক্ষ) সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে অনেক নিম্ন। আর কথা কি? উত্তরে ভূমধ্যসাগর ও পশ্চিমে আটলাণ্টিক সাগর আছে,—উভয় সমুদ্রের মধ্যে কোন একটার সঙ্গে কাটিয়া মিলাইয়া দিতে পারিলেই,—হুড় হুড় করিয়া জল আসিয়া এক বৃহত্তর ভূমধ্যসাগরের সৃষ্টি করিয়া দিবে আর য়ুরোপ ও আমেরিকার সাহেবেরা মজা করিয়া ঐ সাগরের চারিদিকে বসিয়া যাইবেন! তখন সবদেশটাই স্পেন ও ইটালির মত মনোরম মধুময় বসন্তময় হইয়া উঠিবে! কিন্তু,—

হায় বৈজ্ঞানিক! তুমিও কিন্তুর হাত ছাড়া-ইতে পার নাই। "কিন্তু" বলিতেছেন,—যদি জল আনিতে গিয়া ভূমধ্যসারগ শুকাইয়া যায়? তবেত একটার বদলে আর একটা মরুভূমি হইল! তখন উহার চারিদিকের দেশের দশা কি হইবে? আরও কথা আছে; সাহারা মরুভূমিতে যে সমুদ্রের সৃষ্টি হইবে, সেই জল রাশির ভার কত? সর্ব্বংসহা অত ভার সহিতে পারিবেন? যদি কোন একদিক কাটিয়া এমন ভয়ানক অগ্নিক্রীড়া আরম্ভ হইবে যে তাহাতে আর কি? একেবারে সর্ব্বনাশ! হয়ত সমগ্র মানবই সেই উৎপাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে! তাই "কিন্তু" বৈজ্ঞানিক দিগকে বলিতেছেন,—

সাবধান সাবধান ওরে মূঢ়মতি।
সতত জাগ্রত মম জগতের পতি॥

আমরা বাঙ্গালী, আমাদের অত ভাবনা কেন?

গোঁফে তা দিয়া (যাঁহাদের আছে) আমরা বুক ফুলাইয়া বেড়াই আর বলি,—

"ভূতলে বাঙ্গালী অতুল জাতি,
রোজ রোজ খাই শতেক নাতি।"

শ্রীসংবাদ-ষট্‌পদ।

৫। লক্ষ্ণৌবঙ্গীয় কায়স্থ সভা। সন ১৩১৫ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে লক্ষ্ণৌ বঙ্গীয়-কায়স্থ সভা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ইহার পর সন ১৩১৬ সাল হইতে এখানে প্রতি-বৎসর শ্রীশ্রী৺চিত্রগুপ্ত দেবের প্রতিমা পূজা ও উৎসব হইয়া আসিতেছে। এবৎসব আবাব বিগত ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার তিথিতে স্থানীয় বেঙ্গলী ক্লব ভবনে পিতৃদেবেব প্রতিমা পূজা মহাসমারোহেব সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীমান অচ্যুতানন্দ গোস্বামীব যথাবিতি সাবিত্রী দীক্ষা ও উপনয়ন সংস্কার হয় এবং শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ আদিত্য ও সুবেন্দ্রকৃষ্ণ বসু উপনীত হইয়াছেন। শ্রীমান্ অচ্যুতানন্দ গোস্বামী, নবদ্বীপের অবতাব শ্রীশ্রীগৌর হরির প্রসিদ্ধ পারিষদ কায়স্থকুলোদ্ভব বড়গাছি নিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস ঠাকুবেব বংশধর। যজেব এই কায়স্থ মহাবংশ কোন সময়েও উপনয়ন শূন্য হয় নাই।

বলা বাহুল্য যে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী ঘোষ দেববর্ম্মা সূর্য্যধ্বজ মহাশয়েব প্রযত্নে এবং শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ সিংহ বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র কৃষ্ণ বসু দেববর্ম্মা মহাশয়েরআগ্রহে ও সাহায্যে এবৎসর পিতৃদেবের পূজা সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ৭ই অগ্রহায়ণ তাবিখে সভার সাধারণ বাৎসরিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্যগণ স্থানীয় বঙ্গীয় কায়স্থ সভার কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত গিবিশচন্দ্র বসু বর্ম্মা, অবসর প্রাপ্ত সবজজ, সভাপতি।
" হেমচন্দ্র সেন বর্ম্মা, বি, এ, বি, এল, অবসর প্রাপ্ত সিভিলজজ, সহ-সভাপতি।
" অতুলকৃষ্ণ সিংহ বর্ম্মা সহঃ সভাপতি।
" মণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু দেববর্ম্মা সম্পাদক।
" চারুচন্দ্র সরকাব দেববর্ম্মা সহযোগী সভাপতি।
" নবেন্দ্রনাথ নাগ দেববর্ম্মা সহকারী সভাপতি।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য—

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ আদিত্য দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী ঘোষ দেববর্ম্মা সূর্য্যধ্বজ, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সরকাব বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা, বি এ। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ওধেদার বর্ম্মা, এল, এল বি, শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বায় বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত সীতানাথ বসু বর্ম্মা।

৬। ফরিদপুর জেলান্তর্গত দোলকুণ্ডী গ্রামের উপবীতী কায়স্থ-মণ্ডলীব ও কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচারক স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ মাখনলাল ধর দেববর্ম্মা মহাশয়ের বিশেষ যত্ন ও উদ্যোগে তত্রত্য স্বর্গীয় বায় দুর্গাদাস ধর বাহাদুর (ভূতপূর্ব্ব এক্‌জকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার) মহাশয়েব ভবনে বিগত ১৪ই কার্ত্তিক শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবেব পূজা ও উৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসব ক্ষেত্রে অনেক কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন ও বিবিধ আমোদ প্রমোদ হইয়াছিল। শ্রীমান্ মাখনলাল ধর দেববর্ম্মা মহাশয় নিজেই ৺আদিদেবের পূজা করিয়াছিলেন।

৭। রাজসাহী জেলান্তর্গত বাঁশিলা গ্রাম

হইতে শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্র-নারায়ণ হোড় দেববর্ম্মা মহাশয় নিম্নলিখিত সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন।

(ক) ৩০ কার্ত্তিক, ১৩২০। রাজসাহী জেলার সেনভাগলক্ষ্মীকোল নিবাসী শ্রীযুত ভিক্ষুনাথ দেববর্ম্মার স্ত্রীর শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশদিবসে ক্ষত্রিয়াচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

(খ) ৪ অগ্রহায়ণ, ১৩২০। সেনভাগ-লক্ষ্মীকোল, জেলা রাজসাহী বারেন্দ্র কায়স্থ শ্রীযুত কাশীনাথ দেব মহাশয় নিজ-বাটীতে যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়াছেন। কলিকাতা কায়স্থ সভার কেন্দ্রাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন স্মৃতিরঞ্জন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

(গ) ৮ অগ্রহায়ণ, ১৩২০। রাজসাহী জেলান্তর্গত পিপরুল গ্রামে শ্রীযুক্ত কামিনী-কুমার দেববর্ম্মার তৃতীয়া কন্যার সহিত সেন ভাগলক্ষ্মীকোল নিবাসী শ্রীযুত কাশীনাথ দেব বর্ম্মার শুভবিবাহ ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদিত হইয়াছে।

৮। কায়স্থোপনয়ন। ফরিদপুর জেলান্তর্গত বেড়াদি গ্রামনিবাসী কায়স্থধর্ম্ম-প্রচারক শ্রীযুক্ত দীননাথ বসু দেববর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন বিগত ১৪ই কার্ত্তিক শুক্রবার বাহ্নু গ্রামে শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র দাষ মহাশয়ের বাটীতে উপনয়ন-কেন্দ্র হইয়া বালীয়া পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বামনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং চাঁদড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়-গণ যথা শাস্ত্র ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র ঘোষ।
২। " যদুনাথ ঘোষ।
৩। " বনমালী চন্দ্র।
৪। " ঠাকুরদাস দাষ।
৫। " নৃপালচন্দ্র দাষ বি, এ।
৬। " গোপালচন্দ্র দাষ।
৭। " কুঞ্জবিহারী ঘোষ।
৮। " ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ।
৯। " যতীন্দ্রনাথ দাস।

বিগত ২৯শে আষাঢ় রবিবার—চন্দনী-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীমোহন মিত্র মহাশয় নিজবাটীতে শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন।

সম্পাদক।

সূচীপত্র।

১৩২০ বঙ্গাব্দ, পৌষ মাস।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

বিষয় — পৃষ্ঠা

কলিকাতা

১ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, প্রতিভা প্রেস,

শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩২০ সাল।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

পৌষ মাস, ১৩২০।

পূজাতত্ত্ব।

পূর্ব্বানুবর্ত্তি শেষ।

এস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে তন্ত্রে আছে "বাহ্য পূজাধমাধম।" অর্থাৎ বাহ্যপূজা সর্ব্বাপেক্ষা অধম। বিশেষতঃ নিগম-কল্পদ্রুম বলিয়াছেন—"অজ্ঞানস্য ক্রিয়ামূল যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি। তত্ত্বে সমাগতি কিঞ্চিৎ ক্রিয়ায়া নাস্তি বাসনা।" যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না হয় সে পর্য্যন্ত অজ্ঞানী ব্যক্তি ক্রিয়া-যোগ আশ্রয় করিবে। জ্ঞান উপস্থিত হইলে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। তন্ত্র আরও বলিয়াছেন—

"অধমাপ্রতিমা পূজা জপস্তোত্রাদিমধ্যমা।
উৎকর্ষ মানসীপূজা সোহহং পূজোত্তমোত্তমা॥"

এমতস্থলে পূজাকর্ম্মরূপ অধমপন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করাই সঙ্গত। এতাদৃশ ধারণা ভ্রান্তি মূলক। কেননা একথা সকলে বলিতে পারেন না—তবে যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা বরং একথা বলিতে পারেন। প্রথমতঃ দেখুন, জ্ঞান কাহাকে বলে? মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে দেখিতে পাই—

"একত্ব বুদ্ধি মনসোরিন্দ্রিয়ানাঞ্চসর্ব্বশঃ।
আত্মনো ব্যাপিনস্তাত জ্ঞানমেতদনুত্তমম্॥"

টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—"একত্বং বুদ্ধিমাত্রেণাবস্থানং বুদ্ধিবৃত্তিনিরোধঃ ইতি যাবৎ।" অর্থাৎ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সমুদয়কে বাহ্য বৃত্তি হইতে নিবৃত্তি করিয়া সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মায় লীন করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং॥"

যাহাদ্বারা সর্ব্বভূতে অভিন্নরূপ অবস্থিত এক

নির্ব্বিকার পরমাত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করা যায় এবং সমস্ত খণ্ড খণ্ড বিষয় এক অখণ্ড ভাবে দর্শন করা যায় তাহার নাম সাত্ত্বিকজ্ঞান। পঞ্চদশীতে আছে :—

"শাস্ত্রোক্তেনৈবমার্গেণ সচ্চিদানন্দ নির্ণয়াৎ।
পরোক্ষমপি তজ্জ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং নতুভ্রমঃ॥"

অর্থাৎ শাস্ত্রোক্তপন্থাবলম্বন করিয়া সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের তত্ত্ব নির্ণয়ে অনুরত হইলে যে জ্ঞান জন্মে তাহা পরোক্ষ জ্ঞান হইলেও ভ্রমশূন্য তত্ত্বজ্ঞান। বুদ্ধিমান পাঠক! এখন দেখুন জ্ঞানী কে? এই সংসার ক্ষেত্র অনুসন্ধান করিলে কতজন তাদৃশ জ্ঞানী পাওয়া যায়? রাশি রাশি গ্রন্থ—টীয়াপাখীর মত অভ্যাস করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধি পাইলেই তাহাকে জ্ঞানী বলা যায় না। * দুই একখানি কাব্য বা দর্শন অধ্যয়ন করিয়া দোদুল্যমান শিক্ষা-সমন্বিত-মস্তক আন্দোলন করিতে করিতে, নাকে একটিপ্ নস্য গুজিয়া শ্রাদ্ধ সভায়, "ঘটাবচ্ছিন্নোপটঃ।" বলিতে পারিলেই তাঁহাকে জ্ঞানী বলা যায় না। মস্তকে জটাভার বহন ও সর্ব্বাঙ্গে ভস্মাদি লেপন পূর্ব্বক চিম্‌টা হস্তে গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইলেও তাহাকে জ্ঞানী বলা যায় না। সারাদিন স্বার্থ চিন্তায় বিভোর থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে বন্ধুগণ পরিবৃত হইয়া ভজনালয়ে উপবেশন পূর্ব্বক মাঝে মাঝে পর্দ্দার অন্তরালে মিটি মিটি দৃষ্টি—মাঝে মাঝে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকা, অথবা সুধু চক্ষু মুদিয়া গম্ভীর ভাবে পরমপিতা পরমেশ্বর বলিয়া দুই একটী প্রার্থনা বাক্য বলিলেই তাঁহাকে জ্ঞানী বলা যায় না। যাঁহার পবিত্র হৃদয় ক্ষেত্রে শাস্ত্রোক্ত তত্ত্বজ্ঞান বিকাশ হইয়াছে, তিনিই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী। তাঁহার চরণে কোটী নমস্কার—তাঁহার কার্য্যের দোষ গুণ বিচার করা আমাদের ন্যায় অজ্ঞানীর সাধ্যাতীত। তাঁহার নিকট বিধি নিষেধ কিছুই নাই। তবে যাহারা খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া বর্ণাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলাম বলিয়া শাস্ত্রবিহিত পূজাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাহাদের পক্ষে তাদৃশ কর্ম্মত্যাগ ব্যভিচার ভিন্ন কিছুই নহে। কর্ম্মত্যাগের সময় উপস্থিত না হইলে কর্ম্মত্যাগ করা অবৈধাচার। সর্প জোর করিয়া খোলস পরিত্যাগ করিতে পারে না, সময় উপস্থিত হইলে সহজেই তাহা ছাড়িয়া যায়। কর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে ভগবান ভবানীপতি বলিয়াছেন—

"আত্মানমাত্মনাপশ্যন্নকিঞ্চিদিহপশ্যতি।
তদাকর্ম্মপরিত্যাগ ন দোষোঽস্তিমতং মম॥"

অর্থাৎ আমার মতে মানব যখন আত্মাতে পরমাত্মার রূপ ব্যতীত জগতে আর কিছুই দর্শন করে না, তখন কর্ম্মত্যাগে কোন দোষ নাই। উত্তর গীতায় দেখিতে পাই—

"অনন্তং কর্ম্মশৌচঞ্চ তপোযজ্ঞস্তথৈবচ।
তীর্থযাত্রাদিগমনং যাবত্তত্ত্বং ন বিন্দতি॥"

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত মানবের তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ম্ম, শৌচ, তপ, যজ্ঞ, তীর্থযাত্রাদিগমন সমস্তই করিতে হইবে। শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বেদেত যাবতা।
মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধাবাবন্নজায়তে॥"

যে পর্য্যন্ত লোকের নির্ব্বেদ উপস্থিত বা

---

* এস্থলে জ্ঞানী অর্থ তত্ত্বজ্ঞানী।
লেখক।

আমার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা উপস্থিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত জীব যথাযথ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। শাস্ত্রীয় এতাদৃশ বিধান পদদলিত করিয়া গায়ের জোরে যাঁহারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা যদি জ্ঞানী তবে সংসারে অজ্ঞানী কে?

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে শ্রুতি 'নেতি নেতি' বলিয়া পরব্রহ্মের রূপ গুণাদি নিষেধ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে—"জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোঽসৌ বিশেষ মূর্ত্তি-র্ন তু বস্তুভূতঃ।" অর্থাৎ সেই বিষ্ণু জ্ঞানস্বরূপ তাঁহার বস্তুভূতবিশেষ মূর্ত্তি নাই। বিশে-ষতঃ রামোপনিষদে আছে—

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

অর্থাৎ বিজ্ঞানময় অদ্বিতীয়, নিরংশ, দেহেন্দ্রিয় প্রাণ সম্বন্ধ রহিত পরব্রহ্মের রূপ কল্পনা কেবল উপাসকের কার্য্য সিদ্ধি নিমিত্ত। নব বিবা-হিত বরবধূকে সপ্ততারাত্মক সূক্ষ্মারুন্ধতী দেখাইবার জন্য প্রথমে স্থূল সপ্ততারাত্মক অরুন্ধতী দেখাইয়া, পরে তন্মধ্যস্থিত সূক্ষ্মারু-ন্ধতী একটী দেখাইয়া থাকে, তদ্রূপ বিজ্ঞান মাত্র ব্রহ্মে রত হইবার জন্য ব্রহ্মের রূপাদি কল্পনা। যদি বলুন ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় সত্য বস্তু না থাকায় মিথ্যাভূত শাস্ত্র, আচার্য্য, ও তদুপদিষ্ট সাধন প্রণালী দ্বারা কিরূপে জীবের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়? তাহা অসম্ভব নহে। যেমন মিথ্যাভূত রজত জ্ঞান দ্বারা সত্যশুক্তি জ্ঞান হয়, অথবা স্বপ্নগত স্ত্রীসঙ্গ দ্বারা যেমন সত্যসুখ জ্ঞান হয় এস্থলেও তদ্রূপ। সুতরাং নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র অদ্বৈত ব্রহ্মই সত্য; তদ্ভিন্ন ব্রহ্মে পরিকল্পিত যাবতীয় কিছু মিথ্যাভূত মাত্র। সেই নিমিত্ত কৈবল্যোপনিষদে বলিয়াছেন—"স এব মায়া পরিমোহিতাত্মা, শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বং।" অর্থাৎ সেই পরমাত্মা মায়াদ্বারা পরিমোহিতাত্মা হইয়া সত্ত্ব প্রধান শরীর ধারণ করিয়া জগৎ কার্য্যাদি করিয়া থাকেন। এমতাবস্থায় মূর্ত্তিপূজা বৃথা, এতাদৃশ সন্দেহ যুক্তি-যুক্ত নহে। * কেননা শ্রুতি 'নেতিনেতি' দ্বারা প্রকৃত রূপের সংখ্যা নিষেধ করিয়াছেন—উহা প্রকৃত-রূপের নিষেধ বাচী নহে। বৃহদারণ্য উপনিষদে—"যস্য পৃথিবীশরীরং।" গীতায়—"মমদেহে গুড়াকেশ।" ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃত-রূপ প্রতিপন্ন করিয়া, তাঁহার মূর্ত্ত্যাদি লক্ষণ, সত্যাদি নাম পরিমিত নহে—অন্যান্য অপরি-মেয় নামরূপাদি আছে, তাহার নির্দ্দেশের জন্যই শ্রুতি 'নেতি নেতি' 'তন্ন তন্ন' বলিয়া-ছেন। বিষ্ণু পুরাণে উপরোক্ত প্রমাণে পর-ব্রহ্মকে জ্ঞান স্বরূপ বলায় চিৎ ও জড় বস্তু হইতে তাঁহার বৈলক্ষণ্য দেখান হইয়াছে। "বিশেষ মূর্ত্তিঃ।" এই শব্দদ্বারা শ্রীমূর্ত্তি যে পরিণামশালী প্রাপঞ্চিক মূর্ত্তি নহে—বস্তুভূত পরিণাম রহিত চিদ্রূপ অপ্রাকৃত মূর্ত্তি তাহাই বলা হইয়াছে। উহা মূর্ত্তি মাত্রের নিষেধক নহে। 'ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা' এস্থলে কল্পনা অর্থে অতদ্বস্তুতে তদ্বস্তুর আরোপ নহে। কেননা তাদৃশ কল্পনায় কোন নিয়ম পরিল-ক্ষিত হয় না। যেমন মনুষ্যে যজ্ঞদত্ত, দেব-

---

* এ প্রশ্নের উত্তর বিষদভাবে আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বড় হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতিও ঘটিতে পারে! এই আশঙ্কায় বর্ত্তমান আলোচনা অতি সংক্ষেপে করা হইল। ভবিষ্যতে 'সাকারবাদ' প্রবন্ধে ইহার বিশেষ আলো-চনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

লেখক।

দত্ত, অশ্বিনী, পূর্ণিমা প্রভৃতি নামের নিয়ম রহিত ইচ্ছামত কল্পনা, ভগবানের নামরূপাদি তদ্রূপ নিয়ম রহিত কল্পনার ফল বলা যায় না। কেননা বেদাদি শাস্ত্র শ্রীভগবদ্রূপের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি বল কৃষ্ণরূপাদি উপাসনার জন্য কল্পিত—প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা তবে—"আত্মাচৈবমুপাসীতেতি।" বাক্যে আত্মা ও কল্পিত ও মিথ্যা হইয়া পরেন। কেননা উপাসনার জন্য আত্মার গুণ কল্পনা করিতে হয়—নতুবা উপাসনা হয় না। যদি উপাসনার জন্য আত্মার গুণ স্বীকার করা যায় তবে ব্রহ্মের অনাত্মত্বাপত্তি হয়। পক্ষান্তরে যিনিই উপাস্য তিনিই কল্পিত, একথাও বলিতে পার না, কেননা তাহাতে জগৎ হইতে উপাসনার অস্তিত্ব লোপ করিতে হয়। সুতরাং শাস্ত্র যে তাঁহাকে—'অনামরূপ এবায়ং।' বলিয়াছেন, তাহা প্রাকৃত রূপ-গুণাদি নিষেধবাচী। শ্রীভগবানের রূপ গুণাদি প্রাকৃত নহে—উহা অপ্রাকৃত স্বরূপানুবন্ধী। 'রূপ' ধাতুর অর্থ করণ, সুতরাং কল্পনার আর একটী অর্থ "অবলম্বন" অর্থাৎ পরিগ্রহ। 'যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ' এস্থলে কল্পনা শব্দ 'করণার্থে' প্রয়োগ করা হইয়াছে। 'ব্রহ্মণঃ রূপ কল্পনা' এস্থলে কৃদন্ত যোগে কর্ত্তায় ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম নিজেই রূপাবলম্বন বা শরীর পরিগ্রহ করেন। যদিও তাঁহার নিত্য একরূপ, তথাপি তিনি শক্তিযোগে বহু বর্ণ ধারণ করেন। সেই নিমিত্ত শ্রুতি বলিয়াছেন—"যো একবর্ণ বহুধা শক্তিযোগাৎ।" ফলতঃ যে তাঁহাকে যে ভাবেই ভাবনা করেন, তিনি তাঁহাকে সেই ভাবেই দেখা দিয়া তাঁহার মন বাসনা পূর্ণ করেন। সুতরাং পরব্রহ্ম যেরূপই অবলম্বন করুন না কেন, তাহাকে মিথ্যা বলা যায় না। যদি তাহা মিথ্যা হইত তবে সেই রূপের উপাসকবর্গের কখনও সাধনায় সিদ্ধি—অথবা তাঁহার প্রতি লোকের অব্যভিচারিণী ভক্তিও হইত না। ভক্তি যেমন নিত্যা, তাহার উপাস্যও তদ্রূপ নিত্য। দর্শনাদি শাস্ত্রে কল্পনা শব্দের আর একটী অর্থ দেখা যায়, 'অনুমান।' গীতায়—'যে যথামাং প্রপদ্যন্তে।' শ্লোকের ভাষ্যে রামানুজ স্বামী বলিয়াছেন,—যথা যেন প্রকারেণ স্বাপেক্ষাণুরূপং মাং সঙ্কল্প্য প্রপদ্যন্তে সমাশ্রয়ন্তে তান্ প্রতি তথৈব তন্মনীষিত প্রকারেণ ভজামি মাং দর্শয়ামি।' অর্থাৎ তাহারা যেভাবে আমাকে অনুমান করিয়া আমার ভজনা করে, আমি তদ্রূপেই তাহাদিগকে দেখা দিয়া থাকি। সুতরাং 'ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা' অর্থ ব্রহ্মের রূপ অনুমান করিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ রূপাদি গুণ বিশিষ্ট না হইলে তাঁহার উপাসনা হয় না—যখন ব্রহ্মের উপাসনা প্রসিদ্ধ আছে, তখন তাঁহার রূপ গুণাদিও আছে। কেননা যাহা আছে, তাহারই অনুমান করা যায়—যাহা নাই, যেমন আকাশ-কুসুম প্রভৃতি, তাহাদের অনুমান কদাপিও করা যায় না। পরিশেষে কৈবল্যোপনিষদের প্রমাণের বলে যে বলিতেছ, যে ঈশ্বর মায়োপহিত হইয়া জগৎ কার্য্যাদি করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহাতে অবিদ্যা আছে বা তিনি অবিদ্যাযুক্ত সুতরাং তাঁহার নামরূপাদি মিথ্যা, একথাও যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা তাহা হইলে ঐ ঈশ্বরকে তত্ত্বজ্ঞ বা অতত্ত্বজ্ঞ বলিবে? যদি বল তিনি তত্ত্বজ্ঞ তাহা হইলে অর্জ্জুন উদ্ধবাদি উপদেশ

আমা হইতে ভিন্ন এই ভেদ জ্ঞান না থাকায় তাঁহাদের প্রতি উপদেশ দেওয়া অসম্ভব। আর যদি বল অতত্ত্বজ্ঞ তবে তিনি উপদেষ্টা হইতে পারেন না। সর্ব্বেশ্বর যদি অবিদ্যা-যুক্ত হইতেন তবে শ্রুতি তাঁহাকে—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ।" বলিতেন না। বিশেষতঃ অবিদ্যাকে সত্য বলিতে পার না—কেননা সত্য পদার্থের নিবৃত্তি নাই; এবং অবিদ্যার সত্যত্বে তোমার অদ্বয়বাদও থাকে না। সর্ব্বেশ্বর যদি অনন্ত রূপগুণশালী না হইতেন—তবে তাঁহাকে পূজা করিতে লোকের চিত্ত ধাবিত হইত না। সংসারে কেহই নির্গুণ পুরুষের পূজা করে না। যাঁহার রূপে জগতের রূপ—যাঁহার রূপের কণা লইয়া সূর্য্যদেব সপ্তরশ্মি—যাঁহার রূপের কণার কণা লইয়া সুধাংশুদেব ধরণীতে অমৃত বর্ষন করেন, কোন্ সাহসে তাঁহার রূপ কল্পিত বলিয়া বলিতে চাও? তিনি যে সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আকর—তিনি যে শ্যাম-সুন্দর —প্রাকৃত মদন যে তাঁহার ভুবনমোহন রূপের ছটায় মোহিত? তাই তিনি মদনমোহন—তাই তিনি শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন!!!

এই পরিদৃশ্যমান স্থূল জগতের মূল ত্রিগুণ-ময়ী প্রকৃতি। সুতরাং জগতের যাবতীয় পদার্থ ত্রিগুণময়ী। সমুদয় পদার্থ ত্রিগুণান্বিত হইলেও, প্রত্যেক পদার্থে কোন একটী গুণের আধিক্য ও অপর দুইটী গুণের অভিভব দৃষ্ট হয়। তদনুসারে শাস্ত্রকারগণ জাগতিক পদা-র্থকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক। ইহার প্রত্যেকটী আবার ভাবগত, দ্রব্যগত ও কালগত ভেদে ত্রিবিধ। কর্ম্মকর্ত্তা কর্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে ফলাকাঙ্খা বর্জ্জন করিয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহাকে ভাবগত সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলে। সত্ত্বগুণবৃদ্ধিকারী, সাত্ত্বিক দ্রব্যাদির দ্বারা যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয় তাহার নাম দ্রব্যগত সাত্ত্বিক কর্ম্ম। দিবা রাত্র্যাদি কালস্রোতে সত্ত্বাদি ত্রিবিধ তরঙ্গ অপ্রহিতভাবে আন্দোলিত হইতেছে। সেই তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে সমগুণী জীবের সেই গুণ আরও বৃদ্ধি হয়। তাই সূক্ষ্মদর্শী হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ, কোন সময়কে দৈবপৈত্রিক কার্য্যে প্রসস্ত—কোন সময়কে রাক্ষসী বেলা ইত্যাদি রূপে, সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসিকী ভেদে, কালের ত্রিবিধ ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং যে কালে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সাত্ত্বিক কর্ত্তার সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি—ও অন্যান্য কর্ত্তার স্বস্বগুণ অভিভব হইয়া থাকে তাহাকে সাত্ত্বিক-কাল বলে। * অন্যান্য কর্ম্মের ন্যায় পূজা কর্ম্মও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। স্কন্দ ও ভবিষ্য পুরাণে সাত্ত্বিকাদি পূজার লক্ষণে দেখিতে পাই—

"সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈ নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতম্॥"

অর্থাৎ সাত্ত্বিকী পূজা জপযজ্ঞাদি ও নিরামিষ নৈবেদ্যের অনুষ্ঠান এবং আরাধ্য দেবতার পুরাণোক্ত মাহাত্ম্য বর্ণনার দ্বারা সম্পাদিত হয়। রাজসী পূজার লক্ষণ—'রাজসী বলিদানেন

* কাল যদিও একও অখণ্ড, তথাপি জীবের ব্যবহারিক সুবিধার জন্য দিন, মাস, বৎসরাদি খণ্ড বিভাগ করা হইয়াছে।

লেখক।

নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা' বলিদান ও সামিষ নৈবেদ্য দ্বারা যে পূজার অনুষ্ঠান করা হয় তাহার নাম রাজসী পূজা। তামসী পূজার লক্ষণ—

"সুরামাংসাদ্যুপহারৈর্জপযজ্ঞৈর্বিনা তু যা।
বিনামন্ত্রৈস্তামসীস্যাৎ কিরাতানাঞ্চ সম্মতা॥"

অর্থাৎ যে পূজা মন্ত্র ও জপযজ্ঞবিনা সুরামাংসাদি উপহার দ্বারা কিরাতাদি যদ্রূপ অনুষ্ঠান করে তদ্রূপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে তামসী পূজা বলে। এস্থলে কেহ বলিতে পারেন পূজা চতুঃকর্ম্মময়ী। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন—"চতুঃকর্ম্মময়ীত্যনেন চতুরবয়বক স্বেনাভিধানাৎ স্নপন, হবন, বলিদান হোমরূপাবক্ষ্যমান যুক্তেশ্চ।" তিথিতত্ত্বম্॥ অর্থাৎ স্নপন, হবন, বলিদান ও হোমরূপ চারিটী অবয়ব পূজাকর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ, সুতরাং যদিও সাত্ত্বিকী পূজায় কোনরূপ বলিদানের কথা নাই তথাপি চতুঃকর্ম্মময়ী পূজা ইহাদ্বারা সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসিক এই ত্রিবিধ পূজাই "চতুঃকর্ম্মময়ী" হইবে। একথা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না,—কেন না তাহা হইলে সাত্ত্বিকী পূজায় নিরামিষ নৈবেদ্য ও রাজসী পূজায় পৃথক করিয়া বলিদানের কথা বিশেষভাবে বলিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। যদি প্রত্যেক পূজাই চতুঃকর্ম্মময়ী হইত, তবে "রাজসী বলিদানেন।" একথা শাস্ত্রকারগণ বলিবেন কেন? বলিদান তো চতুঃকর্ম্মেরই অন্তর্গত বিশেষতঃ মূল বচনটী লিঙ্গপুরাণের, তাহাতে আছে—"শারদীয়া মহাপূজা চতুঃকর্ম্মময়ীশুভা তাং তিথিত্রয় মাসাদ্য কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা বিশেষতঃ।" এস্থলে চতুঃকর্ম্মময়ী মহাপূজার বিশেষণ। কোন্ মহাপূজা?—শারদীয়া মহাপূজা সুতরাং এশ্লোকানুযায়ী শারদীয়া মহাপূজা চতুঃকর্ম্মময়ী বলিয়া ধারণা হয়। যাহা হউক যে পূজা কালগত দ্রব্যগত ও ভাবগত সাত্ত্বিকতায় সম্পাদিত হয় তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সাত্ত্বিকতা দ্রব্যগতে আরম্ভ—ভাবগতে শেষ। প্রবৃত্তিমার্গের সঙ্কোচন পূর্ব্বক নিবৃত্তিমার্গে অগ্রসর হওয়াই জীবের চরমলক্ষ্য। সুতরাং যেপন্থা যত নিবৃত্তিমার্গের সহায়কারী—সেই পথ তত শ্রেষ্ঠ,তত অবলম্বনীয়॥*

পরিশেষে আর একটী কথা বলিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব। কেহ বলিতে পারেন যে পূজা করিতে হইলে সম্মুখে প্রতিমা রাখিয়া পূজককে ইষ্টপূজা করিতে হয়। সাধারণতঃই মানবচিত্ত বিক্ষিপ্ত ও কামকলুষিত। তদুপরি যদি নানালঙ্কার-ভূষিতা, মনোহরবেশে সজ্জিতা পূর্ণযৌবনা স্ত্রীমূর্ত্তি সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক "মৃণাল কোমলভুজাং।" "পীনোন্নতপয়োধরাং"প্রভৃতি বলিয়া ধ্যান করিতে গেলে, পূজকের হৃদয়ে ভক্তিভাবের পরিবর্ত্তে কামভাব জাগরিত হওয়াই বিশেষ সম্ভব। এমতাবস্থায় আর্য্যঋষিগণের এতাদৃশ ধ্যানের ব্যবস্থা করা সঙ্গত হয় নাই। এতাদৃশ সন্দেহকরা অজ্ঞতার পরি-

* বলিদানের কর্ত্তব্যতা বা অকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বলিদানের সহিত মাংসভক্ষণের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সুতরাং বলিদানের বিচার করিতে গেলে মাংসভক্ষ্যাভক্ষ সম্বন্ধে বিচার করিতে হয়। সময় ও সুবিধা এবং প্রতিভার পাঠকগণ তৃপ্তিবোধ করিলে এসম্বন্ধে পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

লেখক।

এই বিষয়ের আলোচনা মহাশয়েরন্যায় মহাপণ্ডিতের লেখনীমুখে প্রতিভার পাঠকগণ শ্রবণ করিতে বড়ই ইচ্ছুক। সম্পাদক।

চায়ক। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে বড় ও ছোটজ্ঞান লইয়াই পূজাতত্ত্ব আরম্ভ। এ সংসারে মাতা ও পিতা পূজনীয়ের চরমাদর্শ। সুতরাং আমরা যখনই কোন শ্রেষ্ঠ পূজনীয়ের কথা মনে করি, তখনই আমাদের হয় মাতার কথা মনে পড়ে —না হয় পিতার কথা স্মরণ হয়। জগতের চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখ, সর্ব্বস্থানেই মাতৃ-পিতৃ-শক্তি অপ্রতিহত ভাবে কেমন একত্র বিজড়িত—কেমন একত্রে ক্রীড়া করিতেছে। ফলতঃ মাতৃ ও পিতৃ-শক্তি প্রভাবেই জগতের বাহ্য-বিকাশ। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের পূজা করিতে গেলেও সাধারণ সংস্কারানুযায়ী জীবের ঐ দুইটী শক্তির কথামনে পড়ে—একটী বিশ্ব-প্রসবিনী মাতৃশক্তি, অপরটী বিশ্ব-বীজ বিশ্ব-পাতা পিতৃশক্তি। তাই সেই মহিয়সী-শক্তিকে কেহ মা বলিয়া ডাকিতেছে—কেহ বা পিতা বলিয়া ডাকিয়া ভক্তিভাবে পূজাকরিয়া মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতেছে। সুতরাং সাধককে পূজা করিতে হইলেই মাতৃ বা পিতৃভাবের একটীকে অবলম্বন করিয়া পূজায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। সেই নিমিত্ত আর্য্যঋষিগণ ধ্যানকালে যেমন- "কুচভরনমিতাঙ্গী" বলিয়াছেন তেমনি "প্রিয়ং ত্রৈলোক্য মাতরম্" ও বলিয়াছেন। মাতৃস্তনযুগল দর্শন বা তদ্বিষয় স্মরণ করিলে সন্তানের মনে কদাপিও কাম ভাবের উদয় হয় না—বরং ঐ স্তননিঃসৃত অমৃতধারা পান করিয়া এ দেহ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছে, জননীর অপার করুণাবারি সিঞ্চনে আমরা পুলোকিত এই কথা স্মরণ করিয়া সন্তানের মনে অভূত-পূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে। সুতরাং আরাধ্যাজ্ঞানে বিশ্বজননীর পূজায়, যে সাধক নিযুক্ত—বিশ্বপ্রসবিনীর প্রতিমূর্ত্তি সম্মুখে—রাখিয়া যে সাধক মাতৃ-চিন্তায় বিভোর তাহার মনে কখনও কি কামভাব আসিতে পারে? কামদমনের যতগুলি উপায় আছে তন্মধ্যে মাতৃচিন্তা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।—এতাদৃশ সহজ উপায় আর নাই। স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন মাত্রেই যদি কেহ মনে মাতৃচিন্তা করিতে পারে, তবে কামের সাধ্য নাই যে তথায় প্রবেশ করিতে পারে। সুতরাং মাতৃভাবের উপাসক যে ভাবেই মাতার স্বরূপ চিন্তা করুক না কেন তাহার চিত্তে কদাপিও ভক্তিভাবের পরিবর্ত্তে অন্য-ভাবের উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

তাই বলি হিন্দুর পূজাতত্ত্ব উপহাস্যাস্পদ নহে। বিশেষতঃ আমাদের যাহারা পাশ্চাত্যের দোষানুকরণে হিন্দুর পূজাকর্ম্মে কটাক্ষ পাত করিয়া বিদ্রূপ করেন, তাঁহাদিগকে বলি তাহারা যেন হিন্দু হইয়া, অথবা শাস্ত্রবেত্তা সূক্ষ্মদর্শী নিরপেক্ষ হিন্দুর নিকট হিন্দুপূজা-তত্ত্ব আলোচনা করেন, দেখিবেন ইহা মনিষী হিন্দু গণের সূক্ষ্মনির্ব্বাচনের সুপক্কফল—দেখিবেন ইহা বিকৃত মস্তিস্কের নিরর্থক কল্পনা নহে, পরিণত মস্তিস্ক নির্ব্বাচিত অত্যুৎকৃষ্ট সাধন প্রণালী। একত্রে ঐহিকপারত্রিকের মঙ্গল-প্রদ কর্ম্ম, হিন্দুর পূজা ভিন্ন আর কিছুই নাই। তবে আইস ভাই! যদি এমন অপূর্ব্বমঙ্গল-প্রদ তত্ত্ব সম্যক্ বুঝিতে চাও—যদি হিন্দু হইয়া হিন্দুর পূর্ব্ব পুরুষগণের গৌরব ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইতে ইচ্ছা কর—যদি পূর্ব্বপুরুষগণের বিশ্ববিজয়ী গৌরব-কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া তদ্বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে আপনাকে সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতে চাও, তবে হিন্দু হইয়া হিন্দুর পূজাতত্ত্ব আলো-চনা কর, তবে হিন্দু হইয়া হিন্দুর পূজাকর্ম্ম

যথাযথ অনুষ্ঠান কর—তবে হৃদয়ের কবাট খুলিয়া যুক্তকরে প্রাণের আবেগে একবার বল দেখি।—

"প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্॥"

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী।
উথলী।

প্রকৃত কথা।

অল্প দিন হইল একখানি 'ব্রাহ্মণ সমাজ' পত্রিকায় "পাঁচথুপীর-বিচার" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ দেখিয়াছিলাম। এবং উহা পাঠ করিয়া অবগত হইলাম যে গত ১৬ই বৈশাখ পাঁচথুপীর গ্রাম্য দেবতার প্রাঙ্গণে ভট্টপল্লী-নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত পাঁচথুপী শিবচন্দ্র চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক নবদ্বীপ নিবাসী স্মার্ত্তপ্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের যে বিচার হইয়াছিল, উহাই অবলম্বন করিয়া উক্ত পত্রিকায় পাঁচথুপীর বিচার শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধের অক্ষরে অক্ষরে তর্করত্ন মহাশয়ের জয় ঘোষিত হইয়াছে, বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে। আমি ঐ বিচারের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলাম। অতএব সত্যের অনুরোধে যাহা প্রকৃত ঘটনা তাহাই নিম্নে লিখিতেছি।

সত্যকথা এই—প্রথমে তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের বিচার হইবার প্রস্তাব হইলে স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলেন "মধ্যস্থহীন" বিচার নিষ্ফল। এখানে মধ্যস্থের যোগ্যব্যক্তি উপস্থিত না থাকায় আমি বিচার করিতে ইচ্ছুক নহি। ইহাতে ব্রাহ্মণ সভার পক্ষীয় জনৈক ব্রাহ্মণ বলেন "আপনাদের উভয়ের বিচার লিখিত হইয়া একজন উপযুক্ত মধ্যস্থের নিকট প্রেরিত হইবে। তিনি যাহা লিখিবেন আমরা তদনুরূপ অবধারণ করিব।" ইহাতে স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলেন সভার বিচার সভায় বসিয়া লিখন সম্ভব নহে। কারণ উভয় পক্ষই শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ সহদ্রুত বলিতে আরম্ভ করিলে বাদী প্রতিবাদীর উক্তি অবিকল লিখিতে কেহই সমর্থ নহেন। অথবা বিচার কালে অপর ব্যক্তিকে স্ব স্ব উক্তি লিখাইয়া দিতে হইলে এই বিচার দুই এক মাসেও শেষ হইবে কি না সন্দেহ। যদি লিখিয়া বিচারই অভিমত হয়, তবে বহু সম্বাদ পত্র আছে তাহাতে তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার অভিমত লিখুন, আমি তাহার প্রতিবাদ করি এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ চলিয়া অবশেষে যিনি নিরস্ত হইবেন, তাহারই পরাজয় স্বভাবতই নির্দ্ধারিত হইবে। ইহাতে তর্করত্ন মহাশয় বলেন, সম্বাদ পত্রে লিখিতে আমি ইচ্ছুক

নহি। কারণ অনেকবার সম্বাদ পত্রে লিখিয়া দেখিয়াছি যে আমি শিষ্ট ভাষায় লিখিলেও প্রতিবাদিগণ কটূক্তি করিতে বিরত হন না, (১) এজন্য তাঁহাদের কটূক্তিতে আমার ক্রোধ না হইলেও, আমার পক্ষীয় জনসাধারণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। এজন্য আমি লিখিত বিচারে ইচ্ছুক নহি। ইহার পর স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলিলেন "এক্ষণে পুরী গোবর্দ্ধন মঠের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মধুসূদন তীর্থস্বামী শ্রীশঙ্করাচার্য্য মহাশয় কলিকাতায় উপস্থিত আছেন। তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত ও মহাধনী, আমাদের উভয়ের সহিত তাঁহার কোন রূপ সম্বন্ধ না থাকায় কোন কারণেই কোনও পক্ষ তাঁহাকে পক্ষপাতী বলিতে সাহসী হইবেন না। অতএব আমি এবং তর্করত্ন মহাশয় আমরা উভয়ে কলিকাতায় যাইয়া তথায় তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিয়া বিচার করি। পাঁচথুপী অঞ্চলের কয়েক জন শিক্ষিত ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ সমাজের প্রতিনিধিগণ কলিকাতায় বিচার শুনিবার জন্য আমাদিগের সহিত চলুন।" ইহাতে উপনীত-কায়স্থবিদ্বেষী কয়েকজন ব্রাহ্মণ বলিলেন আমরা স্থানান্তরের বিচার মানিব না, যে স্থানে কায়স্থের উপনয়ন হইয়াছে, সেই স্থানেই বিচার হওয়া উচিত অতএব আমরা এই স্থানেই বিচার শুনিতে ইচ্ছুক। ইহার পর তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন "আচ্ছা জনসাধারণই তবে মধ্যস্থ হউন, ইহাদিগকে আমরা পরস্পর স্ব স্ব মত বুঝাইয়া দিব।" তখন স্মৃতিরত্ন মহাশয় বিচারে সাধারণের নিতান্ত আগ্রহাতিশয় দেখিয়া সাধারণকেই মধ্যস্থ রাখিয়া তর্কে প্রবৃত্ত হন। বিচারের শেষে কায়স্থ-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ ভিন্ন সকলেই স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের উক্তিই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়াছিলেন।

সাক্ষাৎ ব্রহ্মা বা বেদব্যাস আসিয়া যদি বলেন কায়স্থ ক্ষত্রিয় ও উপনয়নার্হ, তাহা হইলেও কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বা উপনয়নার্হ বলিয়া স্বীকার করিব না, এইরূপ দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞ কয়েকজন ব্রাহ্মণ যখন শুনিলেন এক্ষণে বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে, অতএব প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে সকলেরই কষ্ট হইতেছে এজন্য এখন বিচার বন্ধ রাখিয়া অপরাহ্নে আবার বিচার হইবে; তখন তাঁহারা বোধহয় মনে মনে চিন্তা করিলেন তর্করত্ন মহাশয় ত বিচারে উপস্থিত ভাল ফল করিতে পারিলেন না, যদি শেষ পর্য্যন্ত তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন, তাহা হইলে আমরা যে কায়স্থের শূদ্রত্ব সিদ্ধি করিবার জন্য আসিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ বিফল হইবে। অতএব এক্ষণে একটা গোলযোগ উপস্থিত করিয়া যাহাতে অপরাহ্নে আর বিচার না হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিয়া পরিশেষে তর্করত্ন মহাশয়ের জয় ঘোষণা করিব।

দ্বিপ্রহরের বিচার শেষ হইলে স্মৃতিরত্ন মহাশয় যখন উঠিয়া যাইতেছেন, তখন

১। তর্করত্ন মহাশয়ই বিপক্ষকে কটূক্তি বলেন। টাকীর জমীদার শ্রীযুক্তরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত নবদ্বীপের হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের যে বিচার হয় উহা "ব্রাহ্মণ সমাজ" পত্রিকায় বাহির হইলে আমরা দেখিলাম পঞ্চানন তর্করত্নই হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়কে কটূক্তি বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য পঞ্চানন তর্করত্ন স্মৃতিবিষয়ে হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের ছাত্র যোগ্য। 'পাঁচথুপীর বিচার শীর্ষক' প্রবন্ধেও স্মৃতিরত্ন মহশয়কে ইঙ্গিতে কটূক্তি বলিতে ত্রুটী করেন নাই। তর্করত্ন মহাশয়ের এই স্বভাবদোষে অপরপক্ষ অগত্যা পরে দুকথা শুনাইয়া দেয়।

কায়স্থ বিদ্বেষী কোন কোন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অপমান সূচক কথা বলায়, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের পক্ষীয় কয়েক জনের সহিত উহাদের বিবাদ আরম্ভ হইল; পরিশেষে যাঁহারা তর্করত্ন মহাশয়কে লইয়া গিয়াছেন তাঁহারা স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের ইচ্ছা সত্বেও তর্করত্ন মহাশয়কে অনেক দিন রাখিতে হইলে বহুব্যয় হইবে ভাবিয়া অপরাহ্নে আর বিচার করাইলেন না।

ব্রাহ্মণ-সমাজ পত্রিকায় "পাঁচথুপীর বিচার শীর্ষক" প্রবন্ধের মধ্যে একস্থানে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের উক্তি বলিয়া যে অংশ নিম্নলিখিত হইয়াছে তাহা কল্পনা প্রসূত। "কায়স্থ ক্ষত্রিয় জাতি চিত্রগুপ্তের সন্তান। আদিশূর বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বোধেই বাঙ্গলা দেশে তাঁহাদিগকে আনয়ন করেন। তৎপরে বৌদ্ধ বিপ্লবে কায়স্থগণ উপবীত ত্যাগ করেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য তাঁহাদিগের বংশধরগণকে পুনরুপনীত করেন।"

তর্করত্ন মহাশয় স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের সম্বন্ধে এইরূপ কল্পিত কথা লিখিয়া তাহার প্রতিবাদে লিখিয়াছেন "মহারাজ আদিশূরের পর বৌদ্ধ বিপ্লবে সমগ্র বঙ্গের উপবীত ত্যাগ এবং তৎপরে শঙ্করাচার্য্যের প্রাদুর্ভাব এবং শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক ব্রাত্যবংশীয়দিগের পুনরুপনয়ন এই সমস্ত কাল্পনিক কথা, আপনার মুখে শোভা পায় না। স্কুলের ছাত্রেরাও অবগত আছে, শঙ্করাচার্য্য ও বৌদ্ধ বিপ্লব পূর্ব্ববর্ত্তী। আর শঙ্করাচার্য্য কোন আদিশূরের বংশধরকে পুনরুপনীত করেন নাই। ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। আমি বিশ্বাস করি আমরা ব্রহ্মার সময় হইতেই ব্রাহ্মণ। তবে আপনি বিচারে জয়ের আশায় যদি আপনার বংশে শঙ্করাচার্য্যের ব্রাত্য বংশীয়ের উপনয়ন ব্যবস্থা চলিয়াছিল বলেন, তবেই আমার একটু ইতস্ততঃ করিতে হইবে।"

কায়স্থ পত্রিকায় বিগত আষাঢ়ের সংখ্যায় "তর্করত্ন স্মৃতিরত্ন" শীর্ষক প্রবন্ধে পাঁচথুপীর শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাঁচথুপীর বিচারের সারাংশ লিখিয়া ছিলেন। উহাতে স্মৃতিরত্ন মহাশয় শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অবিকল উঠাইয়াছেন। আমি ঐ তর্করত্ন-স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের সম্বাদ হইতে শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের মত উঠাইলাম।

"ভারতবর্ষে বৌদ্ধমত প্রবল হইলে অধিকাংশ স্থানে চতুর্ব্বর্ণের বর্ণোচিত ক্রিয়া কলাপ লোপ হওয়ায় দ্বিজাতিগণ অনুপনীত হইয়াছিলেন। বুদ্ধের প্রায় ১২০০ বৎসরের পরে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন পূর্ব্বক ভারতে হিন্দুমত স্থাপন করেন। তৎকালে পুনরায় দ্বিজাতিগণ উপনীত হইয়া বর্ণোচিত ক্রিয়া কলাপ গ্রহণ করেন। ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।"

জ্যৈষ্ঠমাসের "ব্রাহ্মণসমাজ" পত্রিকা শ্রাবণ মাসে বাহির হইয়াছে। অতএব ১লা আষাঢ়ে প্রকাশিত কায়স্থ পত্রিকা দেখিয়া তর্করত্ন মহাশয়ের বিদ্যা-বুদ্ধি সাধারণের নিকট, প্রকাশিত হইতেছে বুঝিয়া, স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের প্রতি অনুচিত ভাষার প্রয়োগও কল্পনাপ্রসূত বাক্য দ্বারা তাঁহার সম্মান রক্ষার জন্য যে চেষ্টা পাইয়াছেন, ইহা পাঠকমাত্রেই এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন। স্মৃতিরত্ন মহাশয় নবদ্বীপের স্মার্ত্ত-প্রধান মহামহোপাধ্যায়

দেবীচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পৌত্র। স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের বৃদ্ধ প্রপিতামহ তিথি নির্ণয়াদি বহুস্মৃতি নিবন্ধ প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় গোপাল স্থায় পঞ্চানন মহাশয়ই প্রথম বঙ্গদেশে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা প্রচার করেন। উঁহাদের মতানুসারেই সমগ্র বঙ্গদেশবাসিগণ ধর্ম্মকার্য্য করিয়া থাকেন। ইহাদের বহুসদ্ব্রাহ্মণ শিষ্য আছে। বঙ্গের মধ্যে এমন জেলা নাই, যেথানে ইহাদের শিষ্য নাই।

তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের প্রায় ৪ ঘণ্টা কাল বিচার হইয়াছিল। তর্করত্ন মহাশয় চারি ঘণ্টাকাল-ব্যাপী পরস্পরের বক্তব্য ব্রাহ্মণ সমাজ পত্রিকার তিন পৃষ্ঠায় এক নিশ্বাসে যে উদ্গীরণ করিয়াছেন ইহা দেখিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।

তর্করত্ন মহাশয় পাঁচথুপীর বিচার শীর্ষক প্রবন্ধে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের ও উপনয়নের বিরুদ্ধে যে শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের মত খণ্ডনের প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা আষাঢ় মাসের কায়স্থ পত্রিকায় তর্করত্ন-স্মৃতিরত্ন শীর্ষক প্রবন্ধপাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের উক্তি গোপন করিয়া তর্করত্ন মহাশয় নিজের জয় ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আশ্বিন মাসের কায়স্থ পত্রিকায় "কাঁন্দীর বিচারে আমাদের মন্তব্য" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলে তর্করত্ন মহাশয়ের কথিত কায়স্থের উপনয়নের বিরুদ্ধে যুক্তি তর্কের অসারতা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অতএব ঐ বিচারগুলি এ স্থানে আর পুনরুল্লিখিত হইল না॥

তর্করত্ন মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন, বৌদ্ধ পালবংশীয় রাজার অধিকার বরেন্দ্রভূমিতে হইয়াছিল, তাহাতে সমগ্র বঙ্গদেশের কায়স্থগণ উপবীত ত্যাগ করিবে কেন।" (২) এই উক্তিতে তর্করত্ন মহাশয়ের ইতিহাস বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা পরিলক্ষিত হইতেছে। পাল বংশীয় রাজগণ সমগ্র বঙ্গদেশই অধিকার করিয়াছিলেন। এখনও ই ষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের আজিমগঞ্জ ষ্টেসন হইতে নলহাটী পর্য্যন্ত যে ব্রাঞ্চ-লাইন গিয়াছে, উহার মধ্যে সাগরদীঘি ষ্টেসনের পার্শ্বে প্রায় একক্রোশ দীর্ঘ সাগরদীঘি পালবংশীয় রাজগণের কীর্ত্তি সাক্ষীরূপে বিদ্যমান আছে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। ঐ সাগরদীঘি

(২) বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের দেশস্থ পণ্ডিত অধ্যাপক মহাশয়গণ ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করেন না। ইতিহাস পাঠ করিলে অধ্যাপক মহাশয় দিগের হৃদয়ের সংকীর্ণতা তিরোহিত হইত। ইংরাজ দিগের ন্যায় সম্রাট অশোক, আসমুদ্র হিমালয় ভারতবর্ষ অপ্রতিহত প্রভাবে শাসন করিয়াছিলেন। তর্করত্নমহাশয় বোধ হয় জানেন না যে তাঁহার সময় হইতে বঙ্গীয় কায়স্থদিগের ন্যায় ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ বহুশতবর্ষ যজ্ঞোপবীত বিহীন ব্রাত্য-ব্রাহ্মণ হইয়া ছিলেন, পরে শঙ্করাচার্য্য আসিয়া তাঁহাদিগকে উপনীত করেন। তর্করত্ন মহাশয়কে মাধবাচার্য্য কৃত "শঙ্কর বিজয়" গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দিগের পুনরুপনয়নসম্বন্ধে জিজ্ঞাশিত হইলে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন যে তাঁহাদের পুনরুপনয়ন উত্তর কালীয় মহাত্মাগণ সম্পাদন করিবেন। তর্করত্ন মহাশয় স্মরণ রাখিবেন যে বঙ্গীয় কায়স্থ ক্ষত্রিয়গণের স্বধর্ম্ম গ্রহণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের ভবিষ্যদ্বাণী বঙ্গদেশে আজ প্রতিফলিত হইতেছে।

সম্পাদক।

গঙ্গার পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। গঙ্গার পশ্চিম পার্শ্ব কি তর্করত্ন মহাশয়ের মতে বরেন্দ্রভূমি? অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীমোহিতচন্দ্র সিংহ বর্ম্মা।

পাঁচথুপী।

দুঃখের কথা।

কায়স্থকে শূদ্র বলিলে যে আমাদিগের পাতিত্য জন্মে, কোন কোন অজ্ঞ ব্রাহ্মণের আজ পর্য্যন্ত এ সামান্য জ্ঞানটুকু হইল না। শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ যে পতিত, শাস্ত্র তাহা পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন, তাহা জ্ঞাত হইয়াও আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ ছান্দড়াদি সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের সঙ্গে গোযানে এবং শূদ্রকে উৎকৃষ্ট যানদিয়া এদেশে আসিয়াছিলেন, একথা যে মূর্খ মনে করে সে ব্রাহ্মণকুলাঙ্গার। বাঙ্গলার আধুনিক স্মৃতিসংগ্রহকার রঘুনন্দনও কায়স্থকে শূদ্র বলিতে সাহস পান নাই, সেই জন্য বঙ্গীয় কায়স্থকে তিনি সচ্ছূদ্র বলিয়া গিয়াছেন। সচ্ছূদ্র অর্থে ভাক্ত-শূদ্র বুঝায় অর্থাৎ মূলতঃ যে শূদ্র নয়।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলীর কেন্দ্রস্থান বাঙ্গলার-৺কাশী, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় গুণবান ও ধর্ম্মরক্ষক বিদ্বান ব্যক্তি তাঁহার বাজপেয়ী যজ্ঞে শূদ্রকে ক্ষত্রিয়ের আসনে বসাইয়াছিলেন, এ কথা কাণ্ড-জ্ঞানহীন ব্যক্তিই বিশ্বাস করিতে পারে। বাঙ্গালার সেন, শূর ও পালবংশীয় প্রাচীন রাজন্যবর্গ যে কায়স্থ বা ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই, সুতরাং ভস্মদ্বারা অগ্নিকে আবরণ আমাদের পক্ষে বাতুলতা মাত্র। যে বিষ্ণুপুরাণ সর্ব্বত্র সম্মানীয় সেই বিষ্ণুপুরাণ অষ্টাদশ পুরাণ মধ্যে পদ্মপুরাণকে দ্বিতীয় স্থান দিয়াছেন সেই পদ্মপুরাণে মহাত্মা বেদব্যাস বলিতেছেন।—

অনেক ব্যবহারস্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি তত্রবৈ।
তেষামুত্তমতাং যায়াৎ কায়স্থোঽক্ষর জীবকঃ।

স্বার্থান্ধগণ কি সেই সব শ্লোক পুরাণ হইতে উঠাইয়া দিতে চাহেন? আমরা জানি না তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি? পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান নৈয়ায়িক পিতৃদেব শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ অনেক পণ্ডিত মহাশয়গণকে দেখিয়াছি, তাঁহারা কেহই কায়স্থকে শূদ্র বলিতে চান না। কিন্তু দুই একজন অচল মহামহোপাধ্যায় পর্ব্বতের

মুষিক প্রসবের ন্যায় অসম্ভব বাক্যাবলী প্রসব করিয়া ব্রাহ্মণের গৌরব নষ্ট করতঃ সমাজে বিশেষ উপহাস্যাস্পদ হইতেছেন। ইহারা অচলকে চল করেন, আর চলকে অচল করেন! এমনি শাস্ত্রজ্ঞান! এমনি বিবেক !! এমনি পাণ্ডিত্য !!!

মূর্খেরা বুঝে না যে ব্রাহ্মণ বলিতে দেহ খানি বুঝায় না। ব্রাহ্মণ বলিতে কি বুঝায় তাহা কেবল ব্রাহ্মণই জানেন। স্বার্থপর রাজনৈতিক (Political) পণ্ডিত অতি সহজেই হওয়া যায়, কিন্তু শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও অর্থ বুঝা অচলের কার্য্য নহে, কায়স্থ ক্ষত্রিয় ও বৈদ্য বৈশ্য ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গুরু এবং পুরোহিতের কি কি কার্য্য তাহা শূদ্র-যাজকের জানিবার উপায় নাই। বাঙ্গলার কায়স্থ সমাজের অধঃপতনে যে আমাদিগের অবনতি ঘটিয়াছে তাহা কাহার অবিদিত নহে। কারণ প্রকৃত ক্ষত্রিয় সমাজের অবনতিতে আমাদিগেরও অবনতি ও অবমাননা অপরিহার্য্য ইহা মূর্খ ব্রাহ্মণদিগের বোধ নাই। *

শ্রীরাধারমণ তর্করত্ন।

অধ্যাপক "চিত্রগুপ্ত চতুষ্পাঠী" রঙ্গপুর।

* কলসকাটীর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত রাধারমণ তর্করত্ন মহাশয় যে তিনটী গুরুতর বিষয় উল্লেখ করিলেন তৎপ্রতি উপনীত-কায়স্থ-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেশে শান্তিহয়। [১ম] শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ পতিত। [২য়] যে দেশে ৪টী বর্ণ নাই, তাহা ম্লেচ্ছদেশ, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র আছে, ক্ষত্রিয় নাই তবে কি বঙ্গদেশ ম্লেচ্ছদেশ? [৩য়] বঙ্গের পতিত শূদ্রাম্বিত ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দিগের গুরু ও পুরোহিতের উপযুক্ত নহে। সম্পাদক।

কবীন্দ্র রামানন্দ রায়।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

বোধ হয় পাঠক মহোদয়গণের স্মরণ আছে, বিগত ১৩১৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় আমরা কবীন্দ্র রায় রামানন্দকে কায়স্থ বলিয়াই পাঠক মহোদয়গণের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলাম। কেবল আমরাই যে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম তাহা নহে। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও তাঁহার শ্রীরায় রামানন্দ নামক গ্রন্থের ১৬শ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"রামানন্দ রায় জাতিতে কায়স্থ। তবে এদেশীয় কায়স্থগণ মধ্যে যেমন ঘোষ বসু প্রভৃতি আখ্যা আছে, রামানন্দের সেরূপ কোন আখ্যা ছিল কি না তাহা জানিতে পারি নাই, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করিয়া কেহ কেহ বলেন তিনি শূদ্র ছিলেন॥"

অপিচ তিনি আবার উক্তগ্রন্থের অন্যত্র ৫৪০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"রায় রামানন্দ বিজয় নগরের সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয় রায় বংশ সম্ভূত বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।"

কিন্তু সেদিন দেখিলাম ১৩১৯ শ্রাবণের "মাহিষ্য সুহৃদ্" নামক পত্রে শ্রীযুক্ত হরিপদ বাবু রায় রামানন্দের জাতি নির্ণয় করিতে

বসিয়া বিষম সমস্তায় পড়িয়াছেন। লিখিয়াছেন,—

"আমরা কিন্তু রায় রামানন্দকে মাহিষ্য-জাতি বলিয়াই মনে করি। এতদ্বিষয়ে আমাদের মতটী যে, একেবারে ভ্রম-পরিশূন্য এরূপ ধারণা আমাদের নাই। অনুগ্রহ করিয়া কেহ আমাদের ভ্রম প্রদর্শন করিলে সুখী হইব।"

আমরা তাঁহার এই সরল উক্তিতে বিশেষ প্রীত হইলাম। "জাতি তত্ত্ব বারিধি" প্রণেতা উমেশ বাবু যেমন গায়ের জোরে বোপদেব ও বাগ্‌ভট প্রভৃতিকে বৈদ্য (অম্বষ্ঠ) সাজাইয়া ছেন; হরিপদ বাবু যে, সেরূপ বলপূর্ব্বক রায় রামানন্দকে মাহিষ্য বানাইতে প্রস্তুত নহেন, ইহাতে আমরা অন্তরের সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। যাহা হউক তিনি যখন কথা পড়িয়াছেন; তখন এবিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক। কিন্তু এখানে বলিয়া রাখি মাহিষ্য ও চাষিকৈবর্ত্ত একই জাতি কি না শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলী তাহার মীমাংসা করিবেন। উপস্থিত প্রবন্ধে সে বিষয়ের আলোচনা করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই। কেবল রায় রামানন্দ জাতিতে মাহিষ্য কি কায়স্থ ছিলেন, ইহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

বোধ হয় আজকাল অনেকেই অবগত আছেন যে, ক্ষত্রিয়ের অনন্তরাজ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাগর্ভে জাত জাতি বিশেষের নাম মাহিষ্য (১) ভগবান্ মনু বলেন,—

স্ত্রীষনন্তর জাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষ বিগর্হিতান্ ॥৬

(মনুস্মৃতিঃ ১০ অঃ)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ও বৈশ্যের শূদ্রা ভার্য্যার গর্ভে সঞ্জাত পুত্রগণ মাতার হীন জাতীয়তা প্রযুক্ত জনকের সহিত সমান না হইয়া পিতা হইতে নিকৃষ্ট ও মাতা হইতে উৎকৃষ্ট একটী অভিনব জাতি হইয়া থাকে (২)।

অতএব রায় রামানন্দ যে মাহিষ্য নহেন, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য তিনি যদি মাহিষ্য হইতেন, তাহা হইলে সূর্য্যবংশাবতংস ক্ষত্রিয় রাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র কখনই ইহার পিতা ভবানন্দ রায়কে পূজ্যবলিয়া আলিঙ্গন করিতেন না। তৎ যথা,—

"ভবানন্দ রায় মোর পূজ্য ও গর্ব্বিত।"

(চৈতন্য চরিতামৃত)

পক্ষান্তরে ভবানন্দ রায় যদি একতরক্ষত্রিয় কায়স্থ হন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয় রাজ গজপতি

---

(১) বৈশ্যাশূদ্র্যোস্তু রাজন্যা মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ
(যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিঃ)

(২) "অনন্তরাস্বব্যবহিতাস্বানুলোম্যেন যে উৎপন্নাঃ পুত্রাস্তে সদৃশা জ্ঞেয়াঃ ন তু তজ্জাতীয়াঃ। যথা ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্রিয়াদ্বৈশ্যায়াং তেন সদৃশাঃ নতু ত এব। অত্রহেতুঃ মাতৃদোষ বিগর্হিতান্। তৎ সদৃশ গ্রহণাৎ মাতৃতউৎকৃষ্টান্ পিতৃতো নিকৃষ্টানিত্যাহ মনুভাষ্যে মেধাতিথিঃ।' কুল্লুকভট্টোঽপি—আনুলোম্যেনাব্যবহিত বর্ণ জাতীয়াসু ভার্য্যাসু দ্বিজাতিভিরুৎপাদিতাঃ পুত্রাঃ, যথা ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং বৈশ্যেন শূদ্রায়াং তান্ মাতৃহীন জাতীয়ত্ব দোষেণ গর্হিতান্ পিতৃ সদৃশান নতু পিতৃসজাতীয়ান্ মন্বাদয় আহুঃ। পিতৃ সদৃশ গ্রহণাৎ মাতৃজাতেরুৎকৃষ্টাঃ পিতৃজাতিতো নিকৃষ্টা জ্ঞেয়া ইত্যাহ।৬।১০।

প্রতাপ রুদ্রের পক্ষে তাঁহাকে পূজ্য বলিয়া অঙ্গীকার করা যে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এখন দেখা যাউক ইহারা কায়স্থ কি না।

বোধ হয় বৈষ্ণব সাহিত্যে সুরসিক মাত্রেই অবগত আছেন যে, বাণীনাথ ও গোপীনাথ নামে মহাত্মা রায় রামানন্দের অপর দুইজন সহোদর ছিলেন। পট্টনায়ক এই বাণীনাথ ও গোপীনাথের রাজদত্ত উপাধি (৩)। বলা বাহুল্য "পট্ট বলিলে রাজকীয় সনন্দকে বুঝায়। চলিত কথায় ইহার নাম পাট্টা। যাহারা এই রাজকীয় সনন্দ বা পাট্টা লিখিতেন, পুরাকালে তাঁহারাই "পট্টনায়ক" এই উপাধিতে পরিমণ্ডিত হইতেন। মনুস্মৃতির খ্যাতনামা ভাষ্যকার মহামতি মেধাতিথি লিখিয়াছেন,—

"রাজাগ্রহার শাসনান্যেক কায়স্থ হস্তলিখিতান্যেব প্রামাণী ভবন্তি।"

অতএব স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, পট্টনায়ক এই গৌরবব্যঞ্জক উপাধিতে কায়স্থ জাতিরই একমাত্র নিবূঢ় সত্ব। বলা বাহুল্য আজ কাল যেমন চণ্ডালের পক্ষেও "মুন্সেফ" বা "মাজিষ্ট্রেট" উপাধি লাভ দুর্লভ নহে; পুরাকালে সেরূপ ছিল না। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"চতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।"

গুণ বা কর্ম্ম ভেদেই হিন্দুর জাতি বা বর্ণ বিভাগ। কাজেই বাণীনাথ বা গোপীনাথ যাহার সহোদর সেই মহাত্মা কবীন্দ্র রামানন্দ রায় যে কায়স্থ ভিন্ন অন্য কোন জাতি নহেন তাহা সাহস করিয়াই বলা যাইতে পারে। ইত্যলং পল্লবিতেন।

শ্রীমধুসূদন রায়।

(৩) "আলিঙ্গন করি তারে বলিল বচন।
তুমি পাণ্ডু পঞ্চপাণ্ডব তোমার নন্দন।
রামানন্দ রায় পট্টনায়ক গোপীনাথ।
কলানিধি সুধানিধি আর বাণীনাথ।
এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রেমপাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহ ভেদ মাত্র।
(চৈতন্য চরিতামৃত)

বল্লালসেনের তাম্রশাসন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, ২য় প্রস্তাব মূল পদ্যপাঠ)

পদ্মালয়েবদয়িতা পুরুষোত্তমস্য
গৌরীব বালরজনীকর-শেখরস্য।
অস্য প্রধানমহিষী জগদীশ্বরস্য
শুদ্ধান্তমৌলী-মণিরাস বিলাসদেবী ॥১০॥

অন্বয়ঃ।

পুরুষোত্তমস্য দয়িতা পদ্মালয়া (ইব) বালরজনীকর-শেখরস্য গৌরী ইব, অস্য জগদীশ্বরস্য শুদ্ধান্ত-মৌলীমণি প্রধান মহিষী বিলাস দেবী আস ॥১০॥ (১০)

বঙ্গানুবাদ।

পুরুষোত্তম বিষ্ণুর দয়িতা লক্ষ্মীর ন্যায়, বালচন্দ্রচূড়ের পত্নী পার্ব্বতীর ন্যায় এই জগৎপালক রাজার প্রধান মহিষী বিলাস দেবী রাজান্তঃপুরের মস্তকমণি স্বরূপা ছিলেন ॥১০॥

এষাস্তুতং স্তপসা স্কৃতৈরসূত
বল্লালসেনমতুলং গুণগৌরবেণ।
অধ্যাস্ত যঃ পিতুরনন্তরমেকবীরঃ
সিংহাসনাদ্রিশিখরং নরদেবসিংহ ॥১১॥

অন্বয়ঃ।

এষা (বিলাস দেবী) সুতপসা সুকৃতৈঃ চ গুণ গৌরবেণ অতুলং বল্লাল সেনং সুতং অসূত। যঃ একবীরঃ নরদেবসিংহঃ পিতুঃ অনন্তরং সিংহাসনাদ্রিশিখরং অধ্যাস্ত ॥১১॥ (১১)

বঙ্গানুবাদ।

এই মহারাণী সুতপস্যার পুণ্যফলে গুণ গৌরবে অতুল বল্লাল সেন কে প্রসব করেন। সেই অদ্বিতীয় বীর নরদেবসিংহ পিতার পরে সিংহাসনাদ্রিশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন ॥১১॥

যস্যারিরাজশিশবঃ শবরালয়েষু
বালৈরলিক নরনাথ পদেঽভিষিক্তাঃ।
দৃষ্টাঃ প্রমোদ তরলেক্ষণয়াজনন্যা
নিশ্বস্য বৎসলতয়া সভয়ং নিষিদ্ধাঃ ॥১২॥

অন্বয়ঃ।

যস্য (বল্লালসেনস্য) অরিরাজ-শিশবঃ শবরালয়েষু বালৈঃ অলিক নরনাথপদে অভিষিক্তাঃ জনন্যা প্রমোদ তরল ঈক্ষণয়া দৃষ্টাঃ বৎসল তয়া নিশ্বস্য সভয়ং নিষিদ্ধাঃ ॥১২॥ (১২)

বঙ্গানুবাদ।

যাঁহার (বল্লালসেনের) শত্রু-রাজগণের শিশুপুত্রগণ শবরালয়ে বালকগণ কর্ত্তৃক অলীক

(১০) পদ্মালয়া লক্ষ্মী। বিজয়সেন চন্দ্রবংশ সম্ভূত বঙ্গীয় সেন বংশের প্রথম নরপতি। ইহার মাতারনাম যশোদেবী। বিজয়সেন দক্ষিণা পথ হইতে আগমন করিয়া অপ্রতিম বলবিক্রমে বঙ্গদেশ ও কলিঙ্গ জয় করিয়া একাধিপত্য স্থাপন করেন। বিজয়সেন প্রশস্তিতে তাঁহার অসাধারণ বিক্রমের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ছন্দ বসন্ত তিলক।

(১১) অধ্যাস্ত—অধি+আস+ত, আরোহণ করিয়াছিলেন। ছন্দ বসন্ততিলক।

(১২) মহারাজ বল্লাল সেনের বিজিত রাজপুত্রদিগের দুর্দ্দশা বর্ণিত হইতেছে। মহারাজ বল্লালসেন ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১১০৬ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তদানীন্তন রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং

রাজপদে অভিষিক্ত হইলে, তাহাদের জননীগণ তদ্দৃষ্টে আনন্দিত হইয়া পুত্রবাৎসল্য হেতু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উক্ত বালক গণকে নিষেধ করিয়াছিলেন ॥১২॥

ক্রীতাঃ প্রাণতৃণব্যয়েন রভসাদালিঙ্গ্য বিদ্যাধরী
রাকল্পং বিহরন্তিনন্দনবনাভোগেষু সংসক্তকাঃ।
ইত্যালোচ্যনৃপৈঃ স্মরপ্রণয়িতাভীকৈঃশ্রুতঃ সর্ব্বধূ
নেত্রেন্দীবর তোরণাবলিময়ো যস্যাসিধারাপথঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ।

"স্মর প্রণয়িতাভীকৈঃ নৃপৈঃ প্রাণতৃণব্যয়েন ক্রীতাঃ বিদ্যাধরীঃ রভসাৎ আলিঙ্গ্য আকল্পং নন্দনবনাভোগেষু সংসক্তকাঃ বিহরন্তি" ইতি আলোচ্য (বল্লালসেনস্য) অসিধারা পথঃ সর্ব্বধূ নেত্রেন্দীবর তোরণাবলিময়ঃ শ্রুতঃ ॥১৩॥ (১৩)

বঙ্গানুবাদ।

"সম্মুখসমরে অনিবর্ত্তি বীরগণ প্রাণতৃণব্যয়দ্বারা ক্রীতা বিদ্যাধরীগণকে সবলে আলিঙ্গন করিয়া আকল্প সমগ্র নন্দনবনে বিহার করিয়া থাকেন"—এই প্রকার প্রবাদ আলোচনা করিয়া কামকর্ত্তৃক জাত-প্রণয় নির্ভীক নরপতিগণ যাঁহার (বল্লাল সেনের) অসিধারা পথ, স্বর্গবধূগণের নেত্র-কমল তোরণরূপে বিরাজিত ছিল, শ্রবণ করিয়া তাহার আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥১৩॥

দদানা সৌবর্ণ্ণতুরগমুপরাগেম্বরমণে
র্যদস্যোদস্রক্ষীদহনি জননী শাসন পদম্।
নৃপস্তাম্রোৎকীর্ণ্ণং তদয়মদিতোবাস্তুবিদুষে
সতাং দৈন্যোত্তাপপ্রশমন ফলাকালজলদঃ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ

অস্য (বল্লাল সেনস্য) জননী অম্বরমণেঃ উপরাগে অহনি যৎ সৌবর্ণ তুরগং দদানা। সতাং দৈন্যোত্তাপ প্রশমন ফল, অকালজলদঃ অয় নৃপঃ (বল্লাল সেনঃ) তৎ শাসন পদং তাম্রোৎকীর্ণং ওবাস্তুবিদুষে অস্রক্ষীৎ ॥১৪॥ (১৪)

বঙ্গানুবাদ।

এই বল্লালসেনের জননী অম্বরমণি অর্থাৎ সূর্য্যের গ্রহণদিনে সুবর্ণ নির্ম্মিত অশ্বদান করিয়া,

কায়স্থগণের মধ্যে তিনি কৌলিন্য প্রথার প্রতিষ্ঠা করেন ও আচার বিনয় বিদ্যা ইত্যাদি নবগুণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত পদাভিষিক্ত করেন। সমগ্র বঙ্গদেশ, কামরূপ, ত্রিপুরা, মিথিলা ও বারাণসী পর্য্যন্ত তাঁহার আধিপত্য বিস্তার হইয়াছিল। তৎকর্ত্তৃক বিজিত রাজপুত্রগণ শবর নামা নীচ চণ্ডাল গৃহে প্রতিপালিত হইত। তাহাদের সঙ্গী বালকগণ ক্রীড়াচ্ছলে তাহাদিগকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে চাহিলে, তাহাদের জননী সকল আনন্দাশ্রুবিগলিত নয়নে বল্লালের ভয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিতেন। ছন্দ বসন্ত তিলক।

(১৩) স্মরপ্রণয়িতাভীকৈঃ—কামকর্ত্তৃক হৃদয়েবদ্ধমুল প্রণয় অথচ ভয়শূন্য। সংসক্তকা—সম্যক আসক্ত।

সেই দান-কর্ম্মের দক্ষিণা স্বরূপ যাহা উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাহার শাসনচিহ্ন তাম্রোৎকীর্ণ করিয়া সাধুগণের দৈন্যোত্তাপ প্রশমনার্থ, অকাল-জলদ স্বরূপ নৃপতি বল্লাল সেন পণ্ডিত ওবাসুকে দিয়াছিলেন ॥১৪॥

এই প্রকার নির্ভীক নরপতিগণ নিজ নিজ প্রাণকে তৃণবৎ মনেকরিয়া বল্লাল সেনের অসিধারা আশ্রয় করিয়াছিলেন। কেন না তাঁহারা জানিতেন এই প্রকার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলে তাঁহারা স্বর্গে বিদ্যাধরী সহবাস চিরকাল ভোগ করিতে পারিবেন। ছন্দ সার্দ্দূলবিক্রিড়ীত।

(১৪) অকাল জলদঃ—অসময়ে জলবর্ষণে যেমন জীবপুঞ্জের শ্রান্তি অপগত হয় এই দানও তদ্রূপ। অগ্রাক্ষীৎ স্বজধাতুহস্তনী। ছন্দ—মন্দাক্রান্তা ॥ শাসনের মূল-পদ্য-পাঠ সমাপ্ত। ক্রমশঃ

সম্পাদক।

বর্ত্তমানসময়ের বঙ্গভাষা।

সুনৃতং সর্ব্বশাস্ত্রার্থনিশ্চিতজ্ঞান শোভিতম্।
ভূষণং সর্ব্ববচসাং লজ্জেব কুলযোষিতাম॥
বরং মৌনং কার্য্যং ন চ বচনমুক্তং যদনৃতম্॥

গত আশ্বিন মাসের "প্রতিভায়' আমরা "লেখক ও সম্পাদক" শীর্ষক একটি প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছি। সুখের বিষয়, অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবক সজ্জন ঐ প্রস্তাব পাঠ করত নিজ নিজ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন এবং শ্রীশ্রীআনন্দবাজার পত্রিকা সমালোচনা মুখে উহার আবশ্যকতা এবং উপাদেয়তা স্বীকার করিয়াছেন। অপর পক্ষে একজন প্রবীণ পণ্ডিত ঐ প্রবন্ধপাঠে নিতান্ত ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ চিত্তে লেখকের কোন অভিন্নাত্মা বন্ধুর নিকট স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন;—অধিক কি প্রস্তাবটি কেবল তাঁহাকেই লক্ষ্যকরিয়া তাঁহার মনে যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই লিখিত এবং উহার লেখক নিতান্ত অজ্ঞ,—এরূপ ভাব ও জানাইতে ত্রুটি করেন নাই। প্রতিভার লেখক এবং পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অপর কাহারও মনে এবম্প্রকার ভাবের উদয় হইয়াছে কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। তবে, আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে কোনও ব্যক্তি বিশেষের দুর্ব্বলতা অথবা দোষ মাত্র উদ্দেশ্য করিয়া, তাঁহার মনে কষ্ট দিবার নিমিত্ত আমরা ঐ প্রবন্ধ রচনা করি নাই, এবং এরূপ ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লইয়া কখনও কোনও প্রস্তাব পত্রস্থ করি নাই। আমাদের উদ্দেশ্য না থাকিলেও,আমাদের কোন উক্তির জন্য কাহার মনে কষ্টের উদয় হইয়া থাকিলে, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

প্রায় কুড়িবৎসরেরও অধিক কাল আমরা

আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যানুসারে মাতৃ ভাষার সেবা করিয়া আসিতেছি এবং বাল্যকাল হইতেই গুরুজনের শিক্ষা নিবন্ধন মাতৃ ভাষাকে মায়ের মতই ভক্তি করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান কালে আমাদের মাতৃ-ভাষায় সাময়িক পত্র ও পত্রিকার সংখ্যাধিক্য দেখিয়াও কেন আনন্দ লাভ করিতে পারিতেছি না,—কেন দেশে লেখক ও লেখিকার সংখ্যার আশাতীত বৃদ্ধি হইলেও তদনুপাতে ভাষার এবং সাহিত্যের উন্নতি দেখিতে পাইতেছি না;—বঙ্গভাষার মাসিকপত্র সমূহের অধিকাংশই কেন অকর্ম্মণ্য ও অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে,—পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে আমরা তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান প্রবন্ধ ও ঠিক সেই উদ্দেশ্য লইয়া লিখিত। কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা কোন বিশেষ ব্যক্তি আমাদের লক্ষীভূত নহেন,—তাহা নিশ্চয়। আমরা নিতান্ত ক্ষুদ্র সাহিত্যসেবী,—আমাদের কোন "দল" নাই,কোন দলপতি নাই। আমরা দয়াময় সার্ব্বভৌম ইংরেজ সম্রাটের প্রজা—সাহিত্যের বিশেষ কোন রাজা,মহারাজা অথবা সম্রাটের প্রতি রাজ-ভক্তি প্রদর্শন করিতে বাধ্য নহি। আমরা অসিজীবী নহি, পরন্ত মসীজীবী,-সুতরাং রথী, অতিরথ বা মহারথের সহিত ও আমাদের কোনরূপ বাধ্য বাধকতার সম্বন্ধ নাই। মাতৃ ভাষার সাহিত্য আমাদের আলোচনার বিষয়, ব্যাকরণ অভিধান ও শিষ্টাচার আমাদের অবলম্বন, গুরুর উপদেশ আমাদের সহায়, সত্যানুসন্ধান ও সত্যানুসরণ আমাদের লক্ষ্য। ভগবান্ আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

প্রত্যেক দেশের ভাষা কথিত এবং লিখিত এই দুই রূপ। শুধু আমাদের দেশে নহে,--জগতের সর্ব্বত্রই--"যোজনান্তর ভাষা"। এই যে যোজনে যোজনে ভাষা ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেন,—ইনি কথিত ভাষা। আমাদের দেশে পশ্চিমে মেদিনীপুর হইতে পূর্ব্বে চট্টগ্রামপর্য্যন্ত, প্রত্যেক জিলায় জিলায় কথিত ভাষার ভেদ আছে, তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। আবার এক জিলার ভিতরেই কথিত ভাষার কতরূপ ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। হুগলী জিলার শ্রীরামপুরের ভাষার সহিত দামোদর-নদের পশ্চিমতীরবর্ত্তী প্রদেশের ভাষার তুলনা করিলে অনেক প্রভেদ পাওয়া যাইবে। তাহার পর, ভদ্রলোকের ভাষার সহিত ইতর-লোকদিগের ভাষার, হিন্দুর ভাষার সহিত মুসলমানের ভাষার, পুরুষের ভাষার সহিত নারীর ভাষার ও বিলক্ষণ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। আমাদের অদ্যকার প্রস্তাব, কিন্তু, এই কথিত ভাষা সম্বন্ধে নহে। লিখিত ভাষা অথবা সাহিত্যিক ভাষার সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আমাদের অদ্যকার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আমরা যাহা চিন্তা করিয়াছি, তাহাই পাঠক-বর্গের নিকট নিবেদন করিতেছি।

কথিত বঙ্গভাষার ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্যরূপ বিদ্যমান থাকিলেও আমাদের লিখিত ভাষা অথবা সাহিত্যিক ভাষা এক। শুধু বঙ্গদেশ কেন,—যেখানে বাঙ্গালী জাতি আছে,—সেখানেই এই লিখিত ভাষার আধিপত্য রহিয়াছে। বর্দ্ধমান জিলার সাধারণ লোকের কথা চট্টগ্রামের লোকের বুঝিতে কষ্ট হইতে পারে, কিন্তু মহাত্মা কাশীরাম দাসের "মহাভারত" বুঝিতে চট্টগ্রামের লোকের কষ্ট হয়

না। অধিক কি, কেহ বলিয়া নাদিলে, কে বলিতে পারেন "কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, রৈবতক" মহাকাব্যের কবি অমরকীর্ত্তি নবীনচন্দ্র সেন কোন্ জেলার অধিবাসী ছিলেন? রঘুবংশ-কাব্যের যশস্বী অনুবাদক শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকরের বাটী যে চট্টগ্রাম জিলায় তাহা তাঁহার ভাষা দেখিয়া কেহ কি বলিতে পারেন? বঙ্গভাষার প্রকৃত সেবক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, অক্ষয়-কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ-প্রমুখ মহাত্মাগণ যে ভাষায় তাঁহাদিগের গ্রন্থাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন,—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র দত্ত যে ভাষায় মানব-জীবন ও মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিকাশ ও ব্যঞ্জনার ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া আমা-দিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন,—মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীন প্রমুখ বাণীর বরপুত্রগণ যে ভাষায় পুরাতন পৌরাণিক নরনারীদিগের চরিত্র বর্ণনা করিয়া কবিতার ঐন্দ্রজালিক শক্তিবলে সেই অতীত যুগের ঘটনাবলী এবং তাহার নায়কনায়িকাদিগকে জীবন্তভাবে আমাদিগের নয়নপথে উপস্থিত করিয়াছেন,—সে ভাষায় প্রদেশভেদ, ভদ্রাভদ্র ভেদ, জাতিভেদ অথবা লিঙ্গভেদ,—কোন প্রভেদ নাই। অখণ্ডবঙ্গের সেই এক ও অদ্বিতীয় বঙ্গভাষা। বাঙ্গালী যিনি,—যিনি মাতৃভাষার অনুশীলন করিয়াছেন,—তিনিই এই ভাষা বুঝিতে পারিবেন। আমরা বঙ্গের এই একমেবাদ্বিতীয়া ভাষার কথাই বলিতেছি।

এ কথা সত্যবটে, পূর্ব্বের কাব্যগুলির ভাষা ঠিক এই রূপ নহে। শ্রীকবিকঙ্কণের মহাকাব্য "চণ্ডীমঙ্গলে" রাঢ়দেশ প্রচলিত এমন কথা অনেক আছে, যাহা পূর্ব্ববঙ্গনিবাসী পাঠক দূরে থাকুন,—আধুনিক খাস কলিকাতার বাবুরা ও বুঝিতে পারিবেন না। একটী দৃষ্টান্ত আমাদের মনে পড়িতেছে। সক-লেই অবগত আছেন যে "বঙ্গবাসী" মুদ্রা-যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুজ মহাশয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা এবং ইংরাজী অনেকগুলি প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সুলভসংস্করণ প্রচার করিয়া সাহিত্য-রসিক অথচ দরিদ্র ভদ্র-লোকের মহদুপকার করিয়াছেন। এই মুদ্রাযন্ত্র হইতে শ্রীমুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর উক্ত বিখ্যাত কাব্যও প্রচারিত হইয়াছে এবং আম-রাও তাহার একখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এই পুস্তকের সম্পাদক মহাশয়,—(কে তিনি, তাহা জানি না) অনেক শ্রম স্বীকার করিয়া কাব্যে ব্যবহৃত অথচ অধুনা অপ্রচলিত শব্দ-গুলির অর্থ সংগ্রহ করত একটি তালিকা দিয়াছেন। "চণ্ডীমঙ্গলের" পাঠক অবগত আছেন, কি উপায়ে মহামায়া প্রথমে কাল-কেতু ব্যাধের গৃহে আগমন করেন। কালকেতু বাজার হইতে পত্নী ফুল্লরা সহ বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে প্রকৃতই এক সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা, পট্টবস্ত্র পরিহিতা, সুন্দরী, ষোড়শী যুবতী তাঁহার 'তালপাতার কুঁড়ে' আলো করিয়া রহিয়াছেন! কালকেতু ঐ মহিলাকে ব্যাধের গৃহ ত্যাগ করাইবার নিমিত্ত নানাবিধ প্ররোচনা বাক্যের মধ্যে বলিল,

"চোরখণ্ড আছে মাতা, নাহি কর ভয়?"

আমরা চোরখণ্ড দেখিয়া অবাক্! কিছুতেই এই খণ্ড শব্দের মর্ম্মভেদ করিতে না পারিয়া, পূর্ব্বকথিত সম্পাদক সংগৃহীত তালিকার

আশ্রয় লইলাম। হায়! সেখানেও হতাশ হইতে হইল। সম্পাদক মহাশয় পৃষ্ঠা ও পংক্তির নির্দ্দেশ করত "খণ্ড" শব্দটি লিখিয়া তাহার পরে (?) এই চিহ্নটি দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন! তাঁহার দোষ নাই,—সম্ভবতঃ তিনি প্রচলিত অভিধান গুলিতে 'খণ্ড' শব্দের অর্থ 'অংশ' 'খাড় গুড়' ইত্যাদি দেখিয়া নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই ঐরূপ চিহ্ন দিয়া নিজের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছেন। যাহা হউক ভাবিতে ভাবিতে সরস্বতী সদয় হইলেন। পূর্ব্বপঠিত পাঠ,—

"চোর খণ্ট আছে মাতা নাহিকর ভয়।"

মনেপড়িল। তখন, পিতৃদেবের স্বহস্ত লিখিত পুথি খুলিয়া মিলাইয়া দেখিলাম,—শব্দটি "খণ্ড" নহে, "খণ্ট" ই বটে। রাঢ়দেশের পূর্ব্বপ্রচলিত ভাষায় "খণ্ট" শব্দে "ডাকাত" বুঝাইত এখন সেই শব্দ লোপ পাইয়াছে (১) সুতরাং "বঙ্গবাসীর" মুদ্রাকর মহাশয় পুঁথির 'খণ্ট' ভুল মনে করিয়া শুদ্ধ করিয়াছিলেন, এদিকে সম্পাদকও কূল-কিনারা না পাইয়া (?) লিখিয়া দিয়াছিলেন! এই জন্ম প্রাচীন পুঁথি পড়িতে হইলে গুরূপদেশ লওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ঘনরাম, মুকুন্দরাম প্রমুখ প্রাচীন কবিদিগের পুস্তক চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া যাইবার উপায় নাই। ওগুলি অধ্যয়ন করিতে গেলে গুরূপদেশ এবং ভাষ্য টীকাদির প্রয়োজন (২)।

প্রাচীন কাব্যের ভাষা অবশ্যই আদর্শ ভাষা নহে,—এবং সে কালে বঙ্গভাষার লিখিত রূপ বা মূর্ত্তি ও প্রদেশ বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তখন এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যাতায়াতের সুবিধা না থাকায়, বেশভূষা খাদ্যাখাদ্য এবং আচার ব্যবহার প্রভৃতিতে এক প্রদেশের লোক ভিন্ন প্রদেশের লোক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিলেন। ভিন্ন প্রদেশে বাসকরার হেতু একই পিতার বংশধরদিগের মধ্যে এতদূর বিভিন্নতার সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, যে তাঁহারা পরস্পরে পরস্পরকে এক জাতির লোক বলিয়াই চিনিতে পারিতেন না। এই সকল কারণেই রাঢ় বরেন্দ্র ও বঙ্গ প্রদেশে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উপজাতির সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের মধ্যে এই মিথ্যা বিভিন্নতার ভাব এত বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, যে এখন আবার সেই কাল্পনিক প্রাচীর ভাঙ্গিয়া একত্ব সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে কত পরিশ্রম করিতে হইতেছে। অধিক দিনের কথা দূরে থাকুক কুড়িবৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে চট্টগ্রাম যাইতে হইলে এখনকার দিনের বিলাত যাত্রার আয়োজন করিতে হইত! কালাপানি পার না হইলে চাটগাঁয়ে যাওয়া যাইত না,—কামরূপে যাইলে মানুষ ভেড়া হইয়া থাকিত! তাই তখন

---

(১) এই "খণ্ট" শব্দ ওড়িয়া ভাষায় এখনও ব্যবহৃত হইতেছে; অর্থ—দস্যু বা ডাকাত; যথা—

"তালক-কীলিত গৃহে পশে অর্দ্ধুঠিতে
ন ফিটাই সে তালক, খণ্ট-শিরোমণি।"

মহাযাত্রা, ১ম সর্গ

(২) Chaucer প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের লিখিত ইংরাজী কাব্য গ্রন্থপাঠ করিতে গেলেও এইরূপ নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। তবে, মহা সমৃদ্ধিশালিনী রাজভাষা ইংরাজীতে অনেক উত্তমোত্তম অভিধান আছে, যাহা হইতে প্রাচীন কবিপ্রয়োগ, প্রাদেশিক প্রয়োগ, দুষ্টপ্রয়োগ প্রভৃতি সকল প্রকার শব্দ প্রয়োগের উদাহরণ এবং অর্থ সহজেই পাওয়া যায়। বাঙ্গালাভাষায় অনেক, দূরে থাকুক একখানিও অভিধান নাই। হয়ত, এ কথায়ও অনেকে বিস্মিত অথবা রুষ্ট হইতে পারেন।

ভাষায় প্রাদেশিকতা ছিল, এবং সে কালে সেই প্রাদেশিকতার নিমিত্ত বিশেষ কোন ক্ষতিও ছিল না। এখন আমাদের প্রজারঞ্জন রাজরাজেশ্বরের কৃপায় ছয় মাসের পথ ছয় ঘণ্টায় যাইতেছি,—কামরূপ হইতে এক দিনে কলিকাতায় যাইতেছি,—রেল, ষ্টিমার, ডাক এবং তারের মহিমায় স্থানের দূরত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছে! এখন সম্পূর্ণ বঙ্গদেশ প্রকৃতই অখণ্ডত্ব ও একত্ব লাভ করিয়াছে। এখনকার সাহিত্যিক ভাষা যে এই অখণ্ডত্ব ও একত্বের সম্পূর্ণ উপযোগিনী হওয়া একান্ত আবশ্যক, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গমাতার যে কয়জন সুসন্তান তাৎকালীন দেশকাল এবং পাত্র বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালার গদ্য এবং পদ্য সাহিত্যের উপযুক্ত ভাষার সৃষ্টি ও পরিপুষ্টির নিমিত্ত জীবনব্যাপী যত্ন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহাদের পুণ্যের সীমা নাই। সেই পুণ্যের পুরস্কার স্বরূপ, অখণ্ড যশঃ চিরস্থায়ী হইয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, এবং তপস্বী অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ মনীষি দিগকে আমরা কি বলিয়া সাধুবাদ করিব তাহা খুঁজিয়া পাই না। তাঁহাদের বীরোচিত অধ্যবসায়ের ফলেই, আজি আমাদের মাতৃভাষা জগতের উন্নতিশীল ভাষাসঙ্ঘে সম্মানের স্থান লাভ করিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের মাতৃভাষা যেরূপ দ্রুতগতিতে উন্নতিলাভ করিয়াছেন, বর্ত্তমান শতাব্দীতে ঠিক সেইরূপ উন্নতির গতি পরিলক্ষিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। আমরা অবশ্যই স্বীকার করিব যে বর্ত্তমান যুগে দেশে "সাহিত্যপরিষদ্" "সাহিত্যসভা" "সাহিত্যসম্মিলন" প্রভৃতি সাহিত্যিক সংসদ খুব উন্নতিলাভ করিয়াছে, সাহিত্যসেবীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে,—দিনের পর দিন নূতন নূতন পুস্তক পুস্তিকা এবং সাময়িক পত্রিকার প্রচার হইতেছে, নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হইতেছে, এবং উপরি উপরি দেখিতে গেলে আমাদের ভাষার বিস্তার ও শ্রীবৃদ্ধি খুবই হইতেছে। তথাপি, এই সকল লক্ষণ দেখিয়াও আমাদের মনের সন্দেহ অপনীত হইতেছে না। সভা সমিতি, স্কুল লাইব্রেরী, লেখক ও পাঠক বাড়িয়াছে, ঝক্‌ঝকে কাগজের উপর চক্‌চকে কালিতে ছাপা এবং টক্‌টকে রেশমের মলাটে বাঁধা পুস্তকের সংখ্যা বাড়িয়াছে,—গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধে শত শত মাসিক পত্রিকার স্তম্ভ অলংকৃত হইতেছে,—সবই ঠিক;—তথাপি আমাদের কেমন মন,—আমাদের সন্তোষ হইতেছে না। আমাদের মনে হইতেছে যেন কথিত ভষার ন্যায় একালের লিখিত ভাষাও লেখক মহাশয় দিগের মহিমায় ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। আজকাল মাসিক পত্র সমূহে উপন্যাস এবং ছোটগল্প রাশি রাশি বাহির হইতেছে,—কিন্তু তাহাদের মধ্যে আমাদের সুপরিচিত বঙ্কিম, রমেশ, দামোদর, প্রমুখ ঔপন্যাসিক কবিদিগের ভাষা নাই,— আধুনিক কবিতা বলীতে আমাদের চিরপ্রিয় হেমনবীনের কণ্ঠের কলধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে না। অবশ্য নূতন নূতনই হইবে,—নূতনে পুরাতন নাই থাকিল,—তাহার জন্যও আক্ষেপ করি না,—কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে

এখনকার গানে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, অধিক কি গভীর ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক এবং দার্শনিক প্রবন্ধাবলীতেও যে ভাষা দেখিতে পাই,—তাহা ভাল বুঝিতে পারিনা,—সবই যেন কেমন অস্পষ্ট,—ধোঁয়া ধোঁয়া বোধ হয়! আধুনিক অনেক নাম-জাদা লেখক লেখিকার ভাষার উপর এমন এক দুর্ভেদ্য অবগুণ্ঠন দেওয়া থাকে, যাহার জন্য আমাদের মত অল্পধীজন ঐসকল রচনার রসভোগে বঞ্চিত থাকিয়া যায়। এ কি কম দুর্ভাগ্যের কথা?

কেবল আমাদের মত অল্পবিদ্যা বা নির্ব্বোধ দিগেরই বা কথা বলি কেন? বর্ত্তমান বৎসরে তিনজন সুবিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান ভদ্রলোক তিনটি সাহিত্য-বিষয়ক-সভার সভাপতিত্ব করিয়াছেন। প্রথম দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন-সভায় মাননীয় শ্রীযুক্ত জষ্টিশ আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়, দ্বিতীয় মালদহ সাহিত্য-সম্মিলন সভায় নানা-ভাষা ও নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্য-চরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এবং তৃতীয় কলিকাতা সাহিত্যসভার বার্ষিক অধিবেশন সভায় লক্ষ্মীসরস্বতীর তুল্যরূপ স্নেহভাজন বঙ্গের বিক্রমাদিত্য মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর। এই তিনজনের কেহই জ্ঞানে বুদ্ধিতে ও বিদ্যায় নগণ্য নহেন। এই তিনজনেই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য,—বাঙ্গালা এবং ইংরাজি বিদ্যায় সুশিক্ষিত। আশ্চর্য্যের বিষয়, বঙ্গমাতার এই তিনজন সুকৃতি পুত্র ও ঠিক এই অকিঞ্চন অধমের ন্যায় আমাদের মাতৃভাষার বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি সন্দেহের চক্ষুতে চাহিয়াছেন, এবং স্পষ্টাক্ষরে, তাঁহাদের সন্দেহের কথা বলিয়াছেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত জজ বাহাদুর আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যের ভাবদারিদ্র্যের,—লেখকদিগের অনুবাদ ও অনু-করণ প্রিয়তার এবং উচ্চ আদর্শের অভাবের দিকেই অধিকতর লক্ষ্য করিয়াছেন,—রচনার ভাষাগত দোষের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন নাই; কিন্তু শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর উভয়েই সাহিত্যের উভয় দিক,—প্রাণ ও দেহ,-অথবা ভাব ও ভাষার দিকে সমান লক্ষ্য রাখিয়াই নিজ নিজ মনোভাব সুব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় আবাল্য সাহিত্যানু-শীলন লইয়াই আছেন এবং কাশিমবাজারের মহারাজ বাহাদুরের অধ্যয়ন ও অনুশীলনের প্রসার ও পরিধিও সামান্য নহে। আর শ্রীযুক্ত জজ চৌধুরী সাহেবের বিদ্যা ও জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিবার চেষ্টাকরা আমাদের ধৃষ্টতা মাত্র। ছয় মাস মাত্র সময়ের মধ্যে এরূপ তিনজন মনীষী যখন আমাদের মাতৃ-ভাষার বর্ত্তমান গতি দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া-ছেন, এবং তন্নিমিত্ত দেশবাসী সাধারণকে সাবধানতা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, তখন এ বিষয়টি কোনও ক্রমেই উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আমরাও এই সকল জ্ঞানবীরদিগের উচ্চতূরীধ্বনির সহিত আমাদের দুর্ব্বল কণ্ঠের কাতর ক্রন্দনমিশ্রিত করিয়া দেশের সাহিত্যপ্রেমী ও সাহিত্যজীবীদিগকে প্রবুদ্ধ হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছি।

অনেকে বলিতে পারেন, "কি হইয়াছে? এরূপ ভয়প্রদর্শন কেবল বাতুলতা মাত্র।"—অনেকে ভাবিতে পারেন, "দুইতিনজন বড়-লোক এ সম্বন্ধে কথা তুলিয়াছেন,—আমাদের

এই আক্ষেপ তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র, ইত্যাদি"। সুতরাং বর্ত্তমান বঙ্গভাষার শরীরে কি পীড়ার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার জন্য অমাদের উৎকণ্ঠিত হইবার আবশ্যকতা আছে কিনা,—তাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। যতদূর সম্ভব, এই আলোচনা সংক্ষেপেই করিতে চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

মাতৃনয়নে-অশ্রু।

(গল্প)

চিন্তাহরণ এফ্, এ, পাস করিয়া দুবার প্লীডারসিপ দিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া ক্লিফোর্ড সাহেবের আনুকূল্যে কলিকাতার বিখ্যাত একটী সওদাগরী আফিসে ৬০৲ ষাট্ টাকা বেতনে কেরাণীর কার্য্য করিতেছেন। শারদীয়া পূজার সময় ভিন্ন, বৎসরে আর ছুটী মিলে না। প্রতি বৎসর পূজার সময়ই বাড়ী আসিয়া থাকেন। চিন্তাহরণের চরিত্র সম্বন্ধে গ্রামে বড় উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও ন্যায়-পরায়ণ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মাতৃ পিতৃ-ভক্তি, ভ্রাতা ভগ্নীর প্রতি স্নেহ মমতার জন্যও তাঁহার সুনাম ছিল। বাঙ্গালী প্রকৃতির নানা দুর্ব্বলতা বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত তাঁহার সতত প্রয়াস লক্ষিত হইত। বাল্যবিবাহের ত তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেনই; অক্ষম অবস্থায় যৌবন বিবাহেও তাহার সম্মতি ছিল না। এই আদর্শ প্রদর্শন জন্য তিনি কর্ম্মগ্রহণের পূর্ব্বে পিতা, মাতা, ও আত্মীয়বর্গের বহু অনুরোধেও বিবাহ করেন নাই। কর্ম্মপ্রাপ্তির তিন বর্ষ পরে এক অর্দ্ধশিক্ষিতা সুন্দরীকে তিনি প্রণয়িনীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার দাম্পত্যজীবনের সুখ দুঃখের আলোচনা আমাদের অভিপ্রেত- নহে। সে-সম্বন্ধে আমরা নীরব। তবে আমরা ইহা জানি, চিন্তাহরণের স্বভাবে, পারিবারিক উচ্চ ও মধুর ভাবের ক্রমশঃই মন্দগতি— অধোগতি বলিলেও হয়—লক্ষিত হইতেছিল। এরূপ হইবার কারণানুসন্ধানের জন্য অধিক চিন্তাশক্তি অপব্যয় করিতে হয় না। পতি পত্নীর মধ্যে যাহার ইচ্ছাশক্তির প্রবলতা থাকে, সেই অন্যকে নিজ প্রভাবাধীন করিতে সমর্থ হইয়া ভোগাসক্তির চরিতার্থতা সম্পন্ন করে। সরলচিত্ত চিন্তাহরণ চিত্তদৌর্ব্বল্যে অল্পদিনের মধ্যেই পত্নীর শ্রীচরণরেণু হইয়া পড়িয়াছেন। তাহার আদেশ পালন ও চিত্তরঞ্জন করাই অধুনা চিন্তাহরণের এক বিশেষ-কর্ত্তব্য রূপে অবধারিত হইয়াছে। দিন দিনই তাহার মাতা,পিতা,ভ্রাতা। ভগ্নী প্রভৃতির প্রতি

পূর্ব্ব শ্রদ্ধাভক্তি, স্নেহ মমতার গভীরতার হ্রাস হইতে লাগিল।

যাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য একদা তিনি নিজের সমস্ত সুখ অবহেলায় বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত ছিলেন; আজ কাল তাঁহাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি যেন বসন্তাগমে শিশিরের ন্যায় অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ হইল, ইহা এত ধীরে ধীরে সতর্কতার সহিত সম্পাদিত হইতে ছিল যে পরিবারস্থ কেহ অনুভব করিতে পারেন-নাই। কখন কোন ব্যবহারে মনে সন্দেহ উদ্রিক্ত হইলে পরক্ষণেই পূর্ব্ব স্বভাব স্মৃতি-পথে উদিত হওয়ায় তাহা সরল ভাবেই গৃহীত হইত। ফলকথা চিন্তাহরণের পূর্ব্ব প্রকৃতি উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া শান্তির সংসারে অশান্তির নির্ম্মাণ করিতেছিল। চিন্তাহরণ এবার পূজা অবকাশে বাড়ী আসিয়াছেন। প্রণয়িনীর জন্য সেমীজ আনিয়াছেন, বডী ও ব্রাহ্মিকা শাড়ী আনিয়াছেন, মাথার ২।৩ রকমের সুগন্ধি তৈল উৎকৃষ্ট সাবানও এসেন্স্ আরও কত কি আনিয়াছেন, পত্নীর লিখিত মতে শ্বশুর বাড়ীর ছেলে মেয়েদের জন্য পোষাক খেলনা আনিয়াছেন, মা বাপের জন্য এক এক জোড়া কাপড় এবং একমাত্র ভগ্নীর জন্য দেশী নীল রংয়ের শাড়ী আনিয়াছেন। সংসারে পিতৃ-মাতৃ-হীন খুল্লতাত ভ্রাতার জন্য একটা কোট ও এক- খানা কাপড় আনিয়া-ছেন, নগদ বিশটী টাকা পিতার হস্তে দিয়াছেন। ভগ্নীকে চিন্তাহরণ বড়ই ভাল-বাসিতেন, তাহার সুখ সচ্ছন্দ বিধানের জন্য তিনি যথোচিত যত্ন করিতেন। যখন কলেজে পড়িতেন তখন ২।৪ পয়সা যাহা কষ্ট করিয়া সঞ্চয় করিতে পারিতেন, ভগ্নীর জন্য পূজার সময় তাহা দ্বারা নানাবিধ খেলনা পোষাক আনিতেন।

ভগ্নীর তৃপ্তির দিকে তাহার বড় তীক্ষ্নদৃষ্টি-ছিল, ভগ্নী পূর্ব্ব ধারণাবশে দাদার নিকট এখন ও প্রত্যাশা রাখে, এবার শুধু একখানা নীল শাড়ী পাইয়া ভগ্নীর প্রাণে বড় বাজিল; আরও যখন দাদাকে পোর্টমেণ্ট খুলিয়া বধূ ঠাকুরাণীর হস্তে নানাবিধ পোষাক ও বিলাস দ্রব্য প্রদান করিতে দেখিতে পাইল, তখন তাহার বুক-ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল, ধীরে ধীরে বিষণ্ণ বদনে মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, ম্লান আননে কাঁদ কাঁদ স্বরে মাকে বলিল—মা, দেখএসে দাদা কত সুন্দর সুন্দর জিনিষ বউ ঠাক্‌রাণকে দিলেন, আমাকে শুধু একখান নীল শাড়ী দিয়াছেন আমি ও শাড়ী পর্‌বনা! মা বলিলেন—তোর যেমন কথা! সুন্দর সুন্দর জিনিষ বউকে দিয়েছে তোকে তার কিছুই দিল না এমন হ'তেই পারে না। সে তোকে সব চেয়ে ভালবাসে। মেয়ে বলিল আগে ত ভালবাস্‌তেন, এখন একটু কম কম বাসেন, ভাল বাসাটা বউঠাক্‌রুণের দিকে সব গিয়াছে, আমাদের প্রতি দাদার আর তেমন টান নাই; তা আমি অনেকদিন টের পেয়েছি। মেয়ের মুখে এসব কথা শুনিয়া মাতা রুক্ষস্বরে কহিলেন, যা তোর হিংসার কথা রেখেদে বৌকে সকলেই ভালবাসে তা বলে বোনের ভালবাসা যায় কোথায়? আমার এমন ছেলে নয় বৌর পরামর্শে অমানুষ সাজবে!

মেয়ে। তুমি তো তোমার ছেলেকে দেবতাই ভাব, তোমার ছেলেকে যে ভূতে ধরেছে তাত টের পাওনাই; ক্রমে জানিতে পারবে।

মা। ধরেছে ধরেছে, তুই তার চরিত্র বিকৃত করে দেখাবার চেষ্টা করিস্‌না; চিন্তার নিন্দা আমার শুন্‌লে ক্লেশ হয়। কি কি জিনিষ এনেছে যার একটাও তোকে দেয় নাই?

মেয়ে। কেন, না এনেছে কি? সেমিজ বডী, শাড়ী, এসেন্স, সাবান, ছোট ছোট পোষাক ও নানাবিধ খেলনা এনেছে; না—কি? শুধু আমার জন্য নীলশাড়ী! না দেখ্‌লে তো বিশ্বাস কর্‌বেনা, দেখ্‌বে-ত চল।

মা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "চিন্তা-হরণের মনের গতি কি এমন হ'তে পারে? মেয়েই মিথ্যা বল্‌ছে। বৌয়ের জন্য সেমিজ বডী আন্‌বে আর বোনের জন্য আন্‌বে না, এমন নীচ প্রবৃত্তি চিন্তাহরণের হ'তেই পারেনা; অন্যকার পোষাকাদি তার সঙ্গে দিয়ে থাকবে তাই দেখে খুকি মনে কর্‌ছে বৌয়ের জন্য এনেছে।" মা এ রূপ ভাবিতে ভাবিতে পুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন মেয়েও পিছে পিছে গেল। মা হাস্যমুখে জিজ্ঞাসিলেন—"চিন্তা এবার খুকীর জন্য একখানা শাড়ী ভিন্ন কিছুই আন নাই কেন?" মাতার এই কথায় চিন্তা-হরণ হটাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, যেরূপ ভাষায় উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্যছিল তাহা বিস্মিত হইয়া গেলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন—আমার কাছে টাকার গাছ আছে নাকি? মাসে মাসে বাড়ীর খরচ পাঠাব আর বাড়ী এসে, এ আন্‌লি ও আন্‌লীনা কেন, তার কৈফিয়ৎ দিব। আমি অত পার্‌ব না, যা যখন দেব তাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হবে। আমি বুঝেছি ঐ ছুড়ী লাগায়েছে—হিংসায় পেট-ভরা। লাগায়ে কি কর্‌বি, আমি রোজগার করি আমি আমার ইচ্ছানুসারে যা ইচ্ছা তাই করব যাকে যা'ইচ্ছা তাই দেব আমি কার কথার তোয়াক্কা রাখি না।

মা, আর কি বলিবেন; তিনি চিন্তাহরণের বাক্যাবলী শ্রবণে বজ্রাহত ব্যক্তির ন্যায় কিয়ৎকাল স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তৎপর নীরবে ধীরে ধীরে পুত্রের নিকট হইতে আপন শয়ন মন্দিরে আসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আজ কত কথাই তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। তাঁহার অতি সাধের চিন্তাহরণের এরূপ আশাতীত পরি-বর্ত্তনের জন্য বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। যে চিন্তা মার মুখের সাম্‌নে কথা বলিতে সাহসী হইত না, মাতার মলিনমুখ দেখিলে যে প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্য ব্যাকুল হইত, আজ কি না সেই চিন্তা, পরুষ ভাষায়, মাতার প্রাণের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, কতকগুলি কথা বলিয়া ফেলিল। যাহাকে কত কষ্টে লালন পালন করিয়াছেন, কত কষ্টে লেখা পড়া শিখাইয়াছেন, নিজের অঙ্গাভরণ বিক্রয় করিয়া মানুষ করিবার জন্য আন্তরিক যত্ন করিয়াছেন, সেই পুত্র অকৃতজ্ঞের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিল! কেন এরূপ হইল? এ অবস্থার কি পরিবর্ত্তন সম্ভব? ভগবান্ কি মুখ তুলিয়া চাহিবেন? মাতা নানারূপ ভাবিতে লাগিলেন। নেত্র-বিগলিত-তপ্তাশ্রু গণ্ড বহিয়া তাঁহার বক্ষঃ বসন সিক্ত করিতে লাগিল। মাতার হৃদয়ে যে অশান্তির আগুন জ্বলিল তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কে বুঝিবে? মাতার সেদিন আর আহার নিদ্রা হইল না। মানসিক কষ্টে শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন। অনেকে আহারের জন্য অনুরোধ করিলেন,

তিনি কাহারও অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। চিন্তাহরণের পিতা পরদিন প্রাতে বাড়ী আসিয়া সমস্ত অবগত হইলেন। তিনি পুত্রের ব্যবহারের কথা শ্রুত হইয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন বটে, কিন্তু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাহার ক্ষোভ বিদূরিত হইয়া গেল। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন "এ কালের অধিকাংশ নন্দনই মাতা পিতার আনন্দ বর্দ্ধন করে না—তাঁহাদের মনের দিকে চাহিয়া কথা কহে না। সামঞ্জস্য বুদ্ধির ধার ধারে না—পারিবারিক শান্তি প্রার্থনীয় হইলেও পক্ষ-পাতিত্যদোষে তাহা রক্ষা করিতে জানে না। ঘরে ঘরেই প্রায় মাতা পিতার কর্ম্মসূত্রে এই রূপ পুত্রবন্ধ হইয়া আছে। দোষ কাহারও নহে। দোষ কালের, দোষ শিক্ষার, দোষ আদর্শের। আর্য্যাদর্শ অন্ধকারে নিমজ্জিত—পাশ্চাত্য আদর্শ উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে পুরোভাগে স্থাপিত। যুবকেরা অনুকরণ-প্রিয়তার ফলে অমৃত বোধে হলাহল পান করিয়া জীবনের শান্তিকে অকালে-কাল-কবলিত করে। পুত্রের ব্যবহারে দুঃখ করিয়া কি করিবেন। সহিষ্ণু হইয়া যে কয়টা দিন পুত্রের মতের সহিত মত মিশাইয়া কাটাইতে পারেন তাহাই ভাল। জগদীশ করিলে মতিগতির পরিবর্ত্তন ও ত হইতে না পারে এমন নহে।" অতঃপর পত্নীকে কহিলেন—তোমার কি বুদ্ধি লোপ হয়েছে ;—হয়েছে কি ? পূজার দিন আনন্দের দিন, তুমি বিষাদিত মনে অশ্রুপাত করছ্ এ অকল্যাণের দৃশ্য দেখাতেছ কেন ? বৌয়ের জন্য ভাল দু একটা জিনিষপত্র আন্‌লেই কি দোষ হয় নাকি ? আমরা দিতাম, না হয় সেই এনেছে তাতে তোমার দুঃখ হল কেন ? যাও আর কেঁদনা—কাল খাওনি স্নান করে সকালে সকালে খাওগে। খুকীর জন্য কি কি আন্‌তেঁ হবে বল এনে দেব এখন। স্বামীর বাক্যাবসানে চিন্তাহরণের মাতা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, নয়নাশ্রু বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া কহিলেন "বৌকে দুটো ভাল জিনিষ দিয়েছে আরোদিক্, তাতে কি আমার দুঃখ আমার সঙ্গে যে ভাবে কথা বলেছে, তা আমি কখনও প্রত্যাশা করিনি। আমি হাসিমুখে বলিলাম চিন্তা, এবার খুকীর জন্য ১ খান শাড়ী ভিন্ন আর কিছু আন নাই কেন ? সে উত্তেজিত রূঢ় ভাষায় কত কি বলিল সে মর্ম্মবেদনা আর রাখিবার স্থান নাই।"

সহাস্য বদনে স্বামী বলিলেন—এত সতীনের ছেলে নয়, নিজের রক্ত মাংসে গঠিত, দোষ দেবে কার ? নিঃশব্দে সহিষ্ণুতা অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। লোক হাসান কি ভাল ?

পত্নী। সতীনের ছেলে হলে এত কষ্ট হত না। হায় ! আমার চিন্তার এত অল্পদিনে আমাদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি এরূপে লোপ হয়ে গেল !

স্বামী। পাগল হলে নাকি ? হায় হায় কর কেন ? পুত্রের কল্যাণ কামনা কর, সে যা করে সুখী হয়, তাতেই সুখানুভবের চেষ্টা কর, আমরা আর কদিন থাক্‌বো—ওর জন্যই সব। খুকীকে বিয়ে দিলেই আমাদের সব চুকে গেল। এক ভাইপোর চিন্তা, তা ঈশ্বরেচ্ছায় আমি মানুষ করে রেখে না যেতে পারি, তার মাতুলদের সাহায্যেও সে মানুষ হতে পারবে। ওর প্রাণে আমাদের ক্লেশ দেওয়ার আবশ্যকতা নাই।

স্ত্রী। আমরা আর ওকে কি ক্লেশ দিতেছি।

স্বামী। তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছ কেন করেছ, গ্রামে তা আর জান্‌তে কারো বাকী নাই। লোকে নিন্দা কর্‌ছে—এতে তার লজ্জাও ক্লেশ উভয়ই হচ্ছে। ছেলে না বুঝে একটা কিছু করে ফেল্‌লে, বা বলে ফেল্‌লে চুপ করে থাকাই সঙ্গত, লোকের কাছে ছেলেকে অপদস্থ করা ঠিক নয়।

স্ত্রী। আমার প্রাণে যেরূপ ব্যথা লেগেছে, ওরূপ লাগ্‌লে বক্তাও বুঝি ঠিক থাক্‌তে পারেন না। আমি ত মেয়েমানুষ, অত বিবেচনা কি আমাদের আছে? যার লজ্জা ও নিন্দার ভয় আছে, সে সতর্ক হয়ে চল্‌লেই ত সবদিক বজায় থাকে।

স্বামী দেখিলেন, কথায় কথা বাড়িয়া যাইতেছে; কহিলেন "আচ্ছা যা হবার হয়ে গেছে ভুলে যাও। এখন পুত্রের প্রতি প্রসন্ন হও। মলিন ভাব মনে রেখনা। আমার শান্তির কানন অশান্তির দগ্ধবনে পরিণত করো না।" তিনি ইহা বলিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়াগেলেন। চিন্তাহরণের জননী স্নানাহার করিয়া পূর্ব্ববৎ গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। মনের দুঃখের বোঝা অনেক পরিমাণে লঘু-হইল। কিন্তু যখনি পুত্রের ব্যবহার স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল তখনই নয়নে অশ্রু প্রকাশিত হইয়া গণ্ড প্লাবিত করিতে লাগিল পূজার দিনে—আনন্দের দিনে নন্দনের সামঞ্জস্য বুদ্ধির অভাবে মাতৃমুখে হাসি না ফুটিয়া নয়নে অশ্রু ঝরিল! আনন্দময়ী বিষাদময়ী—মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন।

সমাপ্ত।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

নবান্ন।

ওঁ শ্রীলক্ষ্মী ওঁ।

দন্তৈঃ কোরকিতা স্মিতৈর্বিকসিতা ভ্রূবিভ্রমৈঃ পত্রিতা
দোর্ভ্যাং পল্লবিতা নখৈঃ কুসুমিতা লীলাভিরুদ্বেলিতা।
উত্তুঙ্গস্তনমণ্ডলেন ফলিতা ভক্তাভিলাষে হিতা
কাচিৎ কল্পলতা সুরাসুরনুতা পায়াৎ সুধাব্ধেঃ সুতা॥

অগ্রহায়ণ মাসের সহিত হেমন্ত ঋতুর অবসান হইয়া গিয়াছে, এখন শিশির বা শীত ঋতুর অধিকার। আমাদের আদরের মহাকবি এই বলিয়া হেমন্ত ঋতুর বর্ণনা শেষ করিয়াছেন,—

"বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী
পরিণত বহুশালিব্যাকুল গ্রামসীমাঃ।
সততমতি মনোজ্ঞঃ ক্রৌঞ্চমালাপরীতঃ(ক)
প্রদিশতু হিমযুক্তঃ কাল এবঃ সুখং বঃ॥"

এবং নিম্নোক্ত প্রকারে শিশির ঋতুর অভ্যুদয় ঘোষণা আরম্ভ করিয়াছেন,—

"প্ররূঢ় শাল্যংশুচয়ৈর্ম্মনোহরং
ক্বচিৎস্থিত ক্রৌঞ্চনিনাদরাজিতম্।
প্রকাম কামং প্রমদাজনপ্রিয়ং
বরোরু! কালং শিশিরাহ্বয়ং শৃণু॥"

স্বভাব দেবতার পট্ট-পুরোহিত, বাণীর বরপুত্রের ষড়ঋতু বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রিয়তমার সহিত রসালাপ-সূচক এই ঋতুসংহার কাব্যের সহিত একান্ত অপরিচিত পাঠক, বোধ হয় অধিক নাই, এবং আমরা আজ কালিদাস মথিত আদি-রস-সাগর সমুত্থ সুধার আস্বাদ গ্রহণ ও পাঠক মহাশয় দিগের নিকট নিবেদন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত নহি। বরঞ্চ, সুখের কথা স্মরণ করাইয়া, দুঃখের কথাকে অধিকতর শোকময়রূপে প্রতিভাত করিবার নিমিত্তই আমরা প্রয়াস পাইতেছি। আজ বাঙ্গালীর পৌষমাস। আজ বাঙ্গালার মাঠে মাঠে সুবর্ণ-বিনিন্দিত সুপকধান্যগুচ্ছের শোভা, আজ বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, স্তরে স্তরে সজ্জিত স্বর্ণচূড়শস্যস্তূপ রাশির শোভা,—গৃহে গৃহে সন্তোষের উৎসবের ঘটা, নবান্নের প্রদাত্রী ও অধিষ্ঠাত্রী আনন্দরূপিণী কমলার পূজার মহোৎসবের সুষমা; শ্রীরূপিণী বঙ্গগৃহিণীদিগের আনন্দিত উচ্ছ্বসিত শ্রীমুখ-কমলের দ্যুতি;—এই না বাঙ্গালার পৌষমাসের স্বাভাবিক দৃশ্য? কিন্তু হায়! প্রবন্ধশীর্ষে সুরাসুরসুতা সুধাব্ধিসুতা আনন্দ-কল্পলতার যে বর্ণনা লিখিয়াছি,—কোথায় আজ সেই শোভাময়ী কমলা? কোথায় কালিদাস বর্ণিত হেমন্তশেষ ও শিশির প্রারম্ভের "পরিণত বহু-শালিব্যাকুল গ্রামসীমা" এবং প্ররূঢ় শাল্যংশুচয়ৈর্ম্মনোহরং শিশিরাহ্বয়ং কালম্? "পৌষমাসের" প্রথমেই যে আজ দেখিতে পাইতেছি, বঙ্গের এক গ্রামসীমা হইতে গ্রামান্তর বিস্তৃত ক্ষেত্র সকল ধান্যশূন্য,—শস্যশূন্য,—কেবল ধূ ধূ করিতেছে! বঙ্গদেশে, মাড়োয়ারের মরুভূমির প্রকাশ দেশব্যাপী ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সূচনা করিতেছে! কৃষক কুলের গৃহে গৃহে নবান্ন এবং ধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীপূজার উৎসবের পরিবর্ত্তে, দারুণ অন্নাভাব ও হাহাকার বিকট আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। অন্নাভাবে গৃহস্থ ও গৃহিণী শীর্ণ দেহ,—বুভুক্ষায় বালক বালিকা কাতর!—পেটের জ্বালায় হালের রুগ্ন ও বৃদ্ধ বলীবর্দ্দ, শিশুর জীবনস্বরূপা দুগ্ধবতী গাভী এবং ঘরের তৈজসপত্র পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়াছে। অলংকার? কঙ্কালসার দেহের আর অলংকার কেন? সে বহুদিন হইল,—সর্ব্বাগ্রে সুদখোরের সমীপে নীত হইয়াছে। অন্নাভাব,—নিদারুণ শীতে যথোপযুক্ত বস্ত্রাভাব, জীবনকে ভার রূপে পরিণত করিয়াছে,—তাহার উপর আবার ম্যালেরিয়া। পেটের ভাত, পরিধানের কাপড়, যেখানে জুটিতেছে না,—সেখানে রোগের ঔষধ, পথ্য সেবা, বিশ্রাম এসব কোথা হইতে আসিবে? কাজেই শত শত নরনারী—না; থাকুক সেকথা মা জগদম্বে!—মা লক্ষ্মি, এ কি পৌষমাস, তুমি এবৎসর বঙ্গদেশে আসিয়াছ মা? আমাদের দেশের মাথার মাণিক যাঁহারা তাঁহারা এখন

(ক) আমার নিকট সংস্করণে—"বিনিপতিত-তুষারঃ ক্রৌঞ্চ নাদোপগীতঃ।" সম্পাদক।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারত সন্তানগণের অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য কোমর বাঁধিয়া কালি, কলমেরনিব, কাগজ ও কণ্ঠস্বর মুক্ত হস্তে ব্যয় করিতেছেন,—সম্পত্তিশালী রাজা, মহারাজা, জমিদার মহাজন অকাতরে অর্থপ্রদান করিতেছেন,—কিন্তু মা,—ঘরে যে আগুন লাগিয়াছে, বাঙ্গালাদেশের গ্রামে গ্রামে যে হাহাকার উঠিয়াছে, যমরাজ যে সদলবলে অবতীর্ণ হইয়া বাঙ্গালীকে নির্ম্মূল করিতে বসিয়াছেন,—সে দিকে ত ইঁহাদের দৃষ্টি নাই! হে বাঙ্গালার সুসন্তানগণ! একবার ঘরের দিকে ও চাও,—ঘোরতর জলপ্লাবনের মুখ হইতে যাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলে,—তাহারা যে অধিকতর বিপদে পড়িয়া লোপ পাইতে বসিল! হে দয়াময় লাট্ সাহেব বাহাদুর, বাঙ্গালার বর্ত্তমান ঘোরতর অন্নাভাব ও পীড়াধিক্যের প্রতি একবার সদয় দৃষ্টিপাত করুন। এই পৌষমাস পড়িতেছে, এখনই ছয় টাকাতে ও খুব মোটা চাউল একমণ পাওয়া যাইতেছে না! ইহার পর, এবৎসর যে কি গতি হইবে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করুন। মঙ্গলময় বিধাতা আপনার স্কন্ধে এই কোটি কোটি নরনারীর জীবন মরণের ভার দিয়াছেন,—আমরা আপনার নিকট ভিন্ন আর কোথায় কাঁদিব প্রভো? আর হে অনাথের নাথ জগন্নাথ। তুমি বরাভয় হস্তে বঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া এই দুঃসময়ে আমাদের বঙ্গমাতাকে রক্ষা কর।

গভর্ণমেণ্ট শাসনকার্য্যের সুশৃঙ্খলার উপায় নির্দ্ধারণের নিমিত্ত,—প্রজা এবং রাজপুরুষগণের মধ্যে সদ্ভাবের উদ্ভব ও বৃদ্ধির জন্য এবং প্রজার মনের অসন্তোসের কারণানুসন্ধান জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছেন—বহু অর্থব্যয়ে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন,—তজ্জন্য আমাদের করুণহৃদয় লর্ড কার্মাইকেলের নিকট আমরা বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ। এই দুঃসময়ে দেশের লোকে প্রকৃতভাবে কমিটীকে সাহায্য করিলে শাসন-সম্বন্ধে বহুবিধ কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। অন্নকষ্ট—জলকষ্ট ও রোগকষ্ট,—এই ত্রিবিধ কষ্ট দূরীভূত হইয়া-গেলে,—লোকে পেটভরিয়া খাইয়া পরিয়া সুস্থদেহে থাকিতে পারিলেই অসন্তোস কোথায় চলিয়া যাইবে! আমরা চিররাজভক্ত অতি-অল্পে-সন্তুষ্ট বাঙ্গালী প্রজা। সুশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্যক্তি-বৃন্দের গৃহে অভাবই নানারূপ আপদের মূল। দারিদ্র্যই আমাদের চিরশত্রু। ম্যালেরিয়া, মহামারী ও অন্যান্য মহানর্থ এই দারিদ্র্যরূপ ষষ্ঠ মহাপাতকের ফল। ঘরে পেটভরিয়া খাইতে পাইলে কি ভারতের লোকে তুষারাচ্ছন্ন কানাডায় অথবা বালুকা কঙ্করাচ্ছাদিত—এবং ভয়ঙ্কর সিংহ ব্যাঘ্রাধ্যুষিত আফ্রিকায় যাইত? কখনও না।

কি বলিতে বলিতে কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম! চঞ্চলমনের দোষই এই! মা কমলে! আমরা তোমার নবান্ন উৎসবের কথা লিখিতে বসিয়াছিলাম,—কিন্তু আর কৈ মা,—কি দিয়া তোমার নবান্ন করিব? কিদিয়া তোমার পূজা করিব? পশ্চিমবঙ্গে ধান্যাধিষ্ঠাত্রী-লক্ষ্মী অতি জাগ্রত গৃহদেবতা;—এমন ঘর নাই,—যেখানে লক্ষ্মীর ধানের হাঁড়ি নাই;—এবং যথায় পৌষমাসে নূতন হৈমন্তিক-ধান্যের সময়ে, চৈত্রমাসে রবিখন্দের সময়ে ও ভাদ্রমাসে আশুধান্যের সময়ে,—এই ধান্যাধিষ্ঠাত্রীর পূজা না হয়। ইহা আমাদের কেবল

Harvest festival আমোদের নহে,—ইহাতে ধর্ম্মপ্রাণ-হিন্দুর আধ্যাত্মিকতার ভাব ষোল-কলায় পরিপূর্ণ।

এই লক্ষ্মীপূজার হাঁড়ির ধান প্রতিবৎসর পৌষমাসে বদলাইতে হয় এবং সেইজন্ম প্রত্যেক গৃহস্থেরই পৌষমাসে নূতন খেত-ধান্যের আবশ্যক। প্রতি গৃহস্থকেই "নবান্ন" করিতে হয়, তাহার জন্যও প্রত্যেকের নূতন আতপ-চাউলের প্রয়োজন। মা কমলে। এবৎসর এই নবান্ন এবং লক্ষ্মীপূজা যে কি প্রকারে সমাধা হইবে, তুমিই জান। মা, বাঙ্গলা দেশে পৌষমাস বড় আনন্দের মাস। বাঙ্গালীর ঘরে পৌষপার্ব্বণ হয়, বঙ্গমহিলারা প্রতি গৃহে পৌষমাসকে চিরকাল থাকিবার-জন্য অনুরোধ করেন। কাহারও শুভাদৃষ্ট উপস্থিত হইলে, লোকে বলে, "অমুকের পৌষমাস"। একজনের ভাল ও অপরের মন্দ হইলে, আমরা বলিয়া থাকি।

"কাহারও পৌষমাস,
কাহারও সর্ব্বনাশ!"

হায়! মা এবার যে কি পৌষমাস লইয়া আসিয়াছ তাহা তুমিই জান,—আর তোমার সেই তিনিই জানেন। আমরা জানিতেও চাই না মা,—আমরা কেবল এই চাই,—তুমি আমাদিগকে রক্ষাকর। আমরা তোমার শ্রীপদে বার বার প্রণত হইতেছি।

শরণাগতদীনার্ত্ত পরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোস্তুতে।
ওঁ শুভমস্তু সর্ব্বজগতাম্ স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি, ওঁ।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত।

কবিতাগুচ্ছ।

(মহিলা-রচনা)

নীরবে।১।

নীরবে নক্ষত্র হাসে
নিশার গগনে;
নীরবে নীরদ ধায়
বায়ু সঞ্চলনে।
নীরবে নিশীথে শশী
কুমুদে ফুটায়;
নীরবে কৌমুদী কিবা
ধরায় লুটায়।
নীরবে নলিনী খেলে
রবি-করে নীরে;
নীরবে কলিকা ফোটে
মৃদুল সমীরে।
নীরবে সৌরভ বহে,
প্রাণ প্রীতিকর;
নীরবে কুসুমাসব
পিয়ে মধুকর।

নীরবে লতিকা দোলে
সমীরণ সনে ;
নীরবে অরুণ আভা
জাগায় ভুবনে।
নীরবে সেফালি' ঝরে
শারদ নিশায় ;
নীরবে তুষার পড়ে
প্রচুর, ধরায়।
নীরবে আইসে ঋতু
মাস, বর্ষ, দিন ;
নীরবে কালের কোলে
হয় সবে লীন।
নীরবে ত্রিদশা আসে
জীব কলেবরে ;
নীরবে প্রাণীর আয়ুঃ
পলায়ন করে।
নীরবে চলিছে কাল
নাহি অবসর ;
নীরবে আইসে সুখ
দুঃখ, নিরন্তর।
নীরবে সুধীর সহে
কতদুঃখ ভার ;
নীরবে অটবী ভুঞ্জে
নর-অত্যাচার।
নীরবে সন্তাপ করে
হৃদয় বিকল ;
নীরবে আতুর-অশ্রু
ঝরে অবিরল।
নীরবে কত যে কার্য্য
সুসম্পন্ন হয়,
নীরবে সুবিজ্ঞ হেয়ে
সেই সমুদয়।
নীরবে প্রকৃতি দেয়
সু-শিক্ষা সুজনে ;
নীরবে সে জ্ঞান লভি
বাঞ্ছা মম মনে।
নীরবে, বাসনা হৃদে
তুষি নারায়ণে
নীরবে "নির্ব্বাণমুক্তি"
লভি এ জীবনে॥

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী।

নিরাশে।২।

বাজেনি বাঁশরী হৃদয়-কুঞ্জে,
মৃদুল-মধুর-তানে,
ফোটে নিক ফুল মানস-বৃন্তে,
তোষে নি সুরভি দানে। ১
হাসেনা জ্যোৎস্না তটিনিরতটে,
সোণার ঝালর মত,
নাচিয়া ওঠেনা বীচিমালা তায়,
আবেগ উচ্ছ্বাসে শত। ২
দূর-দিগন্তের মৃদু-মৃদু-ভাব,
ভাসিয়া আসেনা কাণে,
আসে না শান্তি মনের মন্দিরে,
কোমল পরশ দানে।৩
সুখ দুখ লভি' প্রকৃতির ছবি,
আঁকি নি' আমোদে তার,
তুচ্ছ লোভ-মোহ লুপ্ত এবে 'জ্ঞান'
নিরাশা পরাণ ছায়!

শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবী।

ছোটমা।৩

[শ্রীযুক্তা বিন্ধ্যবাসিনী মজুমদারের মৃত্যুতে রচিত]

(১)

কোথা যাও কোথা যাও "ছোটমা" আমার!
চির-অভাগিনী হেমা,
"মা" বলিবে কারে ও মা!
কে মুছাবে অভাগিনীর তপ্ত-অশ্রুধার?

(২)

দাঁড়াও দাঁড়াও মাগো! ক্ষণেক দাঁড়াও
ভেবেছ একেলা যা'বে,
হেমা বুঝি ভুলেরবে,—
সংসারের মায়াবশে? না মা তাহা নয়
তনয়াও যাবে তব জানিও নিশ্চয়!

(৩)

বলেছিলে দু'জনেতে
চলে যা'ব একসাথে
ভুলেগেছ সব বুঝি পরলোক পারে,
আর কি পা'বনা দেখা মরত-মাঝারে?

(৪)

কোথায় গিয়াছ মাগো
শুনিতে কি পাও নাকো
"মা" বলে যে ডাকি এত বুকভাঙ্গা সুরে,
এ সুর কি পশে না মা! সেই সুর পুরে?

শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।

শোকোচ্ছ্বাস। (ক)

স্নেহময়ী মাতা তুমি,　সাজায়ে এ রঙ্গভূমি,
অসময়ে কোথা গেলে!
কেঁদে সবে হ'নু সারা, তবুও দিলেনা সারা,
এতই পাষাণী হ'লে॥১। (খ)

কেন নিরদয় হ'য়ে,　তব সন্তানে ত্যজিয়ে,
চ'লে গেলে লোকান্তরে!
তোমার বিহনে মাতঃ! কি অশান্তি অবিরত
ভুগিতেছি ক'ব কারে।২

মন মানে না প্রবোধ, তব স্নেহের 'সুবোধ'
কাঁদিতেছে 'মা''মা' ব'লে!
শিশু সে বোঝে না হায়, ত্যজি এ নশ্বর কায়
চিরতরে গেছ চ'লে॥৩

জানি কেঁদে ফল নাই, তবুও কাঁদিতে চাই
অসহ্য বিচ্ছেদ বাণ!
এ ঘর আঁধার করে,　তমিস্রার পরপারে,
করেছ তুমি প্রয়াণ॥৪

"জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে"
জানিগো এ সুবচন।
শোকদীর্ণ এ হৃদয়,　সদাই কাঁদিতে চায়,
প্রবোধিতে নারি মন॥৫

তেরশ আঠার সালে, নিদাঘাপরাহ্ন কালে,
চারিদিকে পরিজন!
মাথে রেখে পতিপদ,　ল'ভে অন্তিমাশীর্ব্বাদ,
স্বরগে ল'ভেছ স্থান॥৬

পুণ্যবতী, সতী তুমি,　প্রণত হই মা, আমি,
আশীর্ব্বাদ মোরে কর।
যেন তব আশীর্ব্বলে, তোমাহেন যেতে চ'লে,
বিঘ্ন না ঘটে আমার॥৭।

ফিরে এস একবার,　বড় সাধ পূজিবার,
চরণ-যুগল তব!
দেখা দেও নিজগুণে,　তব অধম সন্তানে,
কি আর অধিক ক'ব॥৮।

মাতৃসম স্নেহধার, কা'র আছে কোথা আর,
মাতৃসম সুধামাখা!
অশান্তি করিতে পার, এস মাগো একবার,
সূক্ষ্মদেহে দেও দেখা॥৯॥

(ক) শোকোচ্ছ্বাস সম্বন্ধে মহিলা-রচনা এতাধিক আমরা পাইয়াছি যে; "প্রতিভা" আর মরণসঙ্গীত গাহিতে পারেন না। লেখিকাগণ অন্যবিষয় কবিতাদি লিখিবেন। সম্পাদক।

(খ) রচয়িত্রীর শ্বশ্রূবিয়োগে লিখিত।

পৃথিবীতে তোমা'আর, দেখি কিনা দেখি আর
মৃত্যু ঘটাবে মিলন!
দীর্ঘকাল এধরাতে, থাকিতে না হয় যা'তে,
বিভুস্থানে আকিঞ্চন ॥১০॥
হায়! মম ভাগ্যদোষে, রহিনু দূর প্রবাসে,
রুগ্নদেহ, ক্লিষ্ট প্রাণে!
অন্তিম প্রয়াণকালে, কা'কে কিবা ব'লে গেলে
না শুনিনু নিজ কাণে ॥১১॥
শান্তিধাম-নিবাসিনী, স্নেহময়ী মা-জননী,
কর সবে আশীর্ব্বাদ!
যেন শুভাশীষ বলে, সর্ব্বাপদ পায় দ'লে,
হ'তে পারি নিরাপদ ॥১২॥

শ্রীহেমাঙ্গিনী ঘোষ।

স্মৃতি।

বল সখি সদাকেন
প্রাণেজাগে তার স্মৃতি,
থেকে থেকে জেগে উঠে
তার ভাল বাসা প্রীতি। ১
যখন যেদিকে চাই
তখনি তাহাকে দেখি,
জগতের সর্ব্বস্থানে
আছে যেন মাখামাখি। ২
যখন সাঁজের বেলা
সুনীল আকাশ গায়,
সুধাকর উঠে যবে
তারিমুখ দেখা যায়। ৩
প্রভাতে বিহগগণ
গাহিলে পঞ্চমস্বরে,
মনে হয় তারি বাঁশী
প্রেমভরে ডাকে মোরে। ৪
চাঁদের সহিত যবে
তারাগুলি দেখাদেয়,
আমি ভাবি মনে মনে
সেই বুঝি চেয়ে রয়। ৫
উষার বিমল ছবি
করিযবে দরশন,
মমপ্রাণে জেগে উঠে
এই বুঝি প্রাণধন। ৬
সেযে সই বহুদূরে
তবে এই ভাব কেন,
নিকটে যাহাই দেখি
ভাবি এ জীবন ধন। ৭
তারস্মৃতি এইরূপে
চিরদিন থাক্ সই,
যেন তাঁরে প্রাণে ধরে
তাঁহাতে বিলীন হই ॥ ৮

শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা ঘোষ।

নীচ ও উচ্চ। ৬।

শতবার ধৌত যদি করহ অঙ্গার
মলিনত্ব কখনও নাহিযায় তার,
সেইরূপ নীচ মন নর যত ভবে
শত-শিক্ষাতেও মন উচ্চনাহি হবে। ১
কুসংসর্গে বাস যদি করে উচ্চমতি
কভুনাহি হবে তার জঘন্য প্রকৃতি
কণ্টক-কাননে যদি চন্দন জন্মায়
সুগন্ধ তাহার সদা সমভাবে রয়। ২

শ্রীমতী সুহাসিনী সরকার।

কলিকাতায় সাহিত্য-সভায় সভাপতির অভিভাষণ।

বিগত ১৬ই কার্ত্তিক কলিকাতার সাহিত্য সভার ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ হইতে নিম্নলিখিত অংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে সভাপতি মহাশয় বঙ্গীয় লেখক ও সমালোচকদিগকে যে সাবধানতার উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে আমরা সাহিত্যিকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

"তবে এক্ষণে আমাদিগকে কয়েকটি বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। উন্নতির অন্তরায় এমন কতকগুলি শক্তি বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, যাহাদের সমূল নাশ না হইলে, কালে সাহিত্যের উন্নতি নিবারিত হইয়া অধোগতিই হইবে। প্রতিবৎসর বাঙ্গালা দেশের মুদ্রাযন্ত্র হইতে শত শত বাঙ্গালা পুস্তক সংবাদপত্র, মাসিক বা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু কেবল এই গ্রন্থ-বাহুল্যকে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ মনে করিতে পারা যায় না। অতি অল্পসংখ্যক গ্রন্থ ভিন্ন ইহাদের অধিকাংশই স্কুলপাঠ্য পুস্তক, অবশিষ্টগুলি কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি শ্রেণীর অন্তর্গত, একেবারে বিশেষত্ব-বর্জ্জিত। পুস্তক সকল ছাপা, কাগজ, ছবি প্রভৃতি বাহ্য-সৌষ্ঠবে অত্যন্ত লোভনীয় হইয়া উঠিতেছেবটে; কিন্তু একেবারে অন্তঃসারশূন্য "শিমুলের ফুল যেন বিহীন সৌরভ" দুই চারিখানি ভিন্ন মাসিক বা সাময়িক পত্রিকাগুলির সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। পাঠকের রুচি প্রকৃতিকে একটা উন্নত পথে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা না করিয়া ইহারা সেই রুচিরই অনুবর্ত্তন করে। উপন্যাস, ছোট গল্পেই ইহাদের অধিকাংশের কলেবর পরিপূর্ণ। এই সকল গল্পের উপকরণ সংগ্রহের জন্য লেখকেরা রুষিয়া, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সাহিত্যের শরণাপন্ন হইতেছেন ইংরাজী সাহিত্য ত আছেই। সুখের কথা, কিন্তু বিদেশেও লোকে যে আবর্জ্জনার জ্বালায় অস্থির হইয়াছে, আমরা কি এদেশে সেই আবর্জ্জনা রাশির আমদানি করিয়া দেশের লোকের রুচি বিকৃত করিবার চেষ্টা করিব? শুনিতে পাই যে, সুকুমার-সাহিত্য ভিন্ন বঙ্গীয় পাঠকের অন্য কোনও বিষয় প্রীতিকর হয় না। এ কথা কি ঠিক? দেশে দিন দিন শিক্ষাবিস্তার হইতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গুরুগভীর বিষয় বুঝিবারও পাঠকের শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু লেখকেরা গুরুগভীর বিষয় লিখিতে জানেন না, বুঝাইতে জানেন না। মাসিক পত্রিকায় ন্যায়, দর্শন, বেদ বেদান্ত প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধের ত অভাব দেখি না; অভাব দেখি লেখকদিগের জ্ঞানের। (ক) উদাহরণ উদ্ধৃত করিলে নিতান্ত অপ্রীতি-

(ক) আমরা কিন্তু লেখকের অভাব মনে করি না, হিন্দুপত্রিকা, নব্যভারত ব্রহ্মবিদ্যাদি প্রমুখ মাসিক

কর হইবে; আমরা সে চেষ্টা করিব না। একটা কথা এই, আমাদের দেশের আধুনিক লেখকগণের জ্ঞানস্পৃহার হ্রাস হইয়াছে, সস্তায় নাম কেনা, ইহাই এখন অধিকাংশ লেখকের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর এই উদ্দেশ্য সাধনের যথেষ্ট সুবিধাও হইয়াছে। ইংরাজ লেখকদিগের অনুগ্রহে আমাদের দেশের প্রাচীন অনেক গ্রন্থেরই ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ইংরাজী অনুবাদই আমাদের লেখকগণের একমাত্র উপজীব্য। (খ) যিনি কখনও বেদের এক পৃষ্ঠা খুলেন নাই, তিনিও বেদের ইংরাজী অনুবাদের বাঙ্গালা তর্জ্জমা পড়িয়া বড় বড় বৈদিক প্রবন্ধ লিখিতে বসেন; যিনি ন্যায়ের একখানি গ্রন্থও পাঠ করেন নাই, বা মূলে ন্যায়শাস্ত্র পাঠে যাঁহার শক্তিও নাই, তিনি ইংরাজী অনুবাদের সাহায্যে ন্যায়ের অধ্যাপক সাজিয়া মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার বিদ্যা জাহির করিতে থাকেন। এমন কি, ইংরাজ অনুবাদকেরা সংস্কৃত জ্ঞানের অভাবে তাঁহাদের গ্রন্থে যে সকল হাস্যজনক ভ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বাঙ্গালী অনুবাদকেরা সেই সকল ভ্রমও নির্ব্বিবাদে স্ব স্ব গ্রন্থ বা প্রবন্ধে চালাইতেছেন। প্রথম তিব্বত অভিযানের পর হইতে পালিভাষা ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। সম্প্রতি বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ সভ্যতার যে সকল প্রাচীন চিহ্ন ভারতের নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাতে এ বিষয়ে সাহিত্যজগতের কৌতূহল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলি বৌদ্ধগ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কয়জন অনুবাদক পালিভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া বা পালিভাষায় সুশিক্ষিত পণ্ডিতের সাহায্য লইয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন? কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তত্তৎ গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদই তাঁহাদের প্রধান বা একমাত্র অবলম্বন। কাজেই বলিতে হয় তোমরা যাহা নিজেই বুঝ না, তাহা অন্যকে বুঝাইবে কিরূপে? তোমাদের রচনা স্বভাবতঃই জটিল ও দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িবে। কে নিকষার পরমায়ু লইয়া আসিয়াছে যে তোমাদের ঐ দুর্ব্বোধ রচনার আস্বাদ লাভ করিবার জন্য জীবন ক্ষয় করিবে?

এই সুলভে পাণ্ডিত্য খ্যাতি লাভের চেষ্টাকে দমন করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের সাহিত্য সমাজে উপযুক্ত সমালোচকের একান্ত অভাব। তাহা না হইলে, অনেক বাঙ্গালা লেখককেই এতদিনে সাহিত্যিক হইবার বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইত। দেখিতে পাই, আমাদের দেশের সমালোচক মহাশয়েরা গ্রন্থ সমালোচনার পূর্ব্বে গ্রন্থকারের ধন বা পদমর্য্যাদার বিষয় বিবেচনা করিয়া থাকেন। গ্রন্থকার ধনী বা উচ্চপদস্থ হইলে বা তাঁহার দ্বারা কোন উপকারের সম্ভাবনা বা অপকারের ভয় থাকিলে, তাঁহার গ্রন্থ সাহিত্য-জগতে কোহিনুর। অধিকাংশ গ্রন্থকারের ন্যায় অধিকাংশ সমালোচকেরও জ্ঞানের নিতান্ত অভাব। মান্ধাতার আমলে তাঁহারা যে সকল সাহিত্যিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সাহিত্যের ব্যবসায়ে সেইগুলিই তাঁহাদের একমাত্র মূলধন। ইহাতে আমরা কি সুফলেরআশা করিতে পারি?

পত্রিকার ন্যায় দর্শনাদি সম্বন্ধে অনেক ভাল ভাল প্রবন্ধ বাহির হইতেছে।

(খ) একথা আমরা স্বীকার করি না। সম্পাদক।

আর একটি দুঃখের কথা এই যে, আধুনিক লেখকদিগের হস্তে বাঙ্গলা ভাষার যার পর নাই দুর্দ্দশা হইতেছে। অনেক সাহিত্য-রথীরও রচনায় ব্যাকরণের সাধারণ সূত্র, শব্দের অর্থ প্রভৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞতার ভূরি ভূরি উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রচনা বিষয়েও আধুনিক গ্রন্থকারেরা, বিশেষতঃ কোন কোন মাসিক পত্রের লেখকেরা, এমন এক বিদেশীয় ইংরেজীগন্ধ রীতির অনুসরণ করিয়া থাকেন যে, অনেক সময়েই তাঁহাদের রচনা নিতান্ত দুর্ব্বোধ হইয়া পড়ে, এবং বাঙ্গলা সাহিত্যানুরাগিমাত্রেরই ভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। প্রত্যেক ভাষারই রীতিপদ্ধতি স্বতন্ত্র। সেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত না হইলে ভাষার বিশেষত্ব থাকে না। দুঃখের বিষয়, আধুনিক বাঙ্গলা লেখকেরা এ কথা ভুলিয়া যান। বাঙ্গলা সাহিত্যের যথোচিত আলোচনার অভাবে এবং প্রধানতঃ ইংরাজী সাহিত্যের ও এদেশীয় গ্রন্থসমূহের ইংরাজী অনুবাদের আলোচনা দ্বারা ভাবপ্রকাশের ইংরাজী রীতি তাঁহাদের এমনই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা ইংরাজীতেই চিন্তা করিয়া থাকেন এবং তাহা বাঙ্গলা ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে মনোমধ্যগত ইংরাজীর বাঙ্গলা অনুবাদের দ্বারাই সে কার্য্য সাধিত করেন। আমরা নাম না করিয়া কয়েক জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের রচনা হইতে এ বিষয়ে দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বাঙ্গলা ভাষায় সাহিত্য কোন সময়ে সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, কোন্ পুঁথি বা পদাবলী প্রথম কোন সময়ে সাধারণ লোকের লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করিবার অসম্পূর্ণ চেষ্টা নীরস ভাবে আপনাদের সমক্ষে অদ্য উপস্থাপিত করিয়া অনেক সময় নষ্ট করিব না; আর তাহার চেষ্টা এখনও সম্পূর্ণ ফলবতী হইবার অবস্থায় উপস্থিত হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতেছে।" (১)

"পুষ্পভারানত ব্রততীজড়িত দেবদারুর ন্যায় মহাপুরুষগণ নানা কোমলগুণ-বেষ্টিত হইয়া স্বীয় চরিত্রের অনমনীয়ত্ব সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করেন।" (২)

"আমরা কি এবং কোন্ জিনিষটা আমাদের—চারিদিগের বিপুল বিশ্লিষ্টতার ভিতর হইতে এইটেকে উদ্ধার করিবার একটা মহাযুগ আসিল। সেই যুগেই ভারতবর্ষ আপনাকে ভারতবর্ষ বলিয়া সীমা চিহ্নিত করিল।" (৩)

এ কি বাঙ্গলা ভাষা? এইরূপ ভাষা পড়িলে আমার মনে হয়, কে যেন হ্যাট্-কোট্ প্যাণ্ট্-বুট্-পরিশোভিত একটি মূর্ত্তিকে একখানি পাতলা চাদর ঢাকা দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে। চাদর দেখিয়া বাঙ্গালী বলিয়া কাছে যাই, আর বিদেশী মূর্ত্তি দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি!"

উপরোক্ত উপদেশে বিশেষ কিছু নবীনতা না থাকিলেও বঙ্গদেশের একজন প্রধান ব্যক্তির মুখ হইতে নিঃসৃত বাণীর কিছু মূল্য যে আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে কোনও কোন বিষয়ে আমরা প্রকাশিত অভিমতের সমর্থন করিতে পারি না। ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের চিরপূজ্য মাতৃভাষার যে কতদূর উন্নতি হইয়াছে,

তাহা সাহিত্যিক মাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য। বেদ বেদান্তের ইংরাজী অনুবাদে ভ্রম প্রমাদাদি অনেক আছে একথা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি।" সভাপতি মহাশয় কি মনে করেন যে সেই সকল "হাস্য জনক ভ্রম" আমরা অনুকরণ করি। ইহা অত্যন্ত অন্যায় অনুযোগ। বেদে ভ্রম কার না হয়, ভাগবতের আদিশ্লোকে বেদব্যাস বলিয়াছেন —"মুহ্যন্তি যৎ সূরয়" অর্থাৎ যে বেদে পণ্ডিত-দিগের বুদ্ধিও ভ্রান্ত হয়। সভাপতি মহাশয় যে তিনটী কদর্য্য ইংরাজী ভাবান্বিত বাঙ্গলা ভাষায় উদাহরণ দিয়াছেন, তন্মধ্যে শেষটী বাদে প্রথম ও দ্বিতীয়টীর ভাষায় আমরা কোনও বিশেষ দোষ দেখিনা। উদ্ধৃত অংশে আমরা এই তিনটী উদাহরণকে (১) (২) (৩) চিহ্ন দিয়াছি। পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। শক্তিশালিনী ইংরাজী ভাষার অনুকরণে আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষার উন্নতি করিতে পারি, তাহা হইলে অতি অল্পদিনেই মা আমাদের মহামহিমময়ী হইবেন সন্দেহ নাই। সভাপতি মহাশয় যে রূপ ভাষায় উপ-দেশ দিয়াছেন,তাহাও আমারা আদর্শ বঙ্গভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তাঁহার ভাষার মধ্যে প্রাকৃত ও গ্রাম্যভাবা এতাধিক প্রবেশ করিয়াছে যে তিনি আমাদের মাতৃ-ভাষার ঔদার্য্য, মাধুর্য্য ও মর্য্যাদা রক্ষাকরিতে পারেন নাই। অলমিতি বিস্তরেণ।

সম্পাদক।

সমাজ-কলঙ্ক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ভাদ্রমাসের ২০০ পৃষ্ঠা ২য় পল্লব।)

হিন্দু সমাজের কর্ত্তা বা রক্ষক, অথবা পরিচালকগণ যদ্যপি সাম্য, ন্যায়, সত্য এবং উদার নীতির একান্ত অনুবর্ত্তী হইয়া, সকল জাতি এবং সর্ব্ব সম্প্রদায়কে অন্ততঃ 'মানব' বলিয়া মনে করিতেন, যদ্যপি তাহাদিগকে জম্বুক কিংবা সারমেয় সদৃশ অধম, হীন, অস্পৃশ্য এবং অন্ত্যজ বলিয়া আন্তরিক ঘৃণা ও উপেক্ষা না করিতেন, যদ্যপি কিঞ্চিন্মাত্রও কৃপা দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, হিন্দুসমাজে এইরূপ বাদ-বিসম্বাদ অথবা বিপ্লবের আশঙ্কা এক্ষণে উপস্থিত হইত না।

কায়স্থ জাতির সরল প্রাণ পূর্ব্বপুরুষগণ অত্যধিক বিনয় ও নম্রতা এবং শীলতার বশ-বর্ত্তী হইয়া যে ভুল করিয়া গিয়াছেন, তাঁহা-দিগের বর্ত্তমান বংশধরগণ এক্ষণে তাহার কুফল ভোগ করিতেছেন। ইহা নিবারণ করিবে এমন সাধ্য কাহারও দেখা যায় না। তবে, ভোগ কালের সময় প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে এরূপ প্রতীয়মান হয়। ভালই

হউক, অথবা মন্দই বা হউক, কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। পুণ্যের ফল সুখ, আর, পাপের ফল দুঃখ। সেই সুখ অথবা দুঃখ, আজি হউক, কালি হউক, কিছুকাল পরেই বা হউক কায়স্থ জাতির বর্ত্তমান বংশধর-বৃন্দকে ভোগ করিতেই হইবে। ভোগ ব্যতিরেকে ফলের অবসান হইবে না। ভোগ ব্যতীত কর্ম্মফলের ক্ষয় সম্ভবপরও নহে। পূর্ব্ব সময়ের সেই সকল লোক আর কেহই নহে, সেই সকল পুরুষ এক্ষণকার বর্ত্তমান কায়স্থ সন্তানগণই। পূর্ব্ব জন্মের কথা বা কার্য্য স্মরণপথে সমুদিত বা উদ্ভাষিত হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কৃত বিষয় সম্যক বুঝিতে পারিয়া কায়স্থগণ অধিকতর সাবধান হইতে পারিতেন। এক্ষণে হিন্দু-সমাজে সকল জাতির সামাজিক ও জাতীয় উন্নতির যে খর-স্রোতঃ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা রুদ্ধ করা সম্ভবপর নহে। বেগবতী নদীর খরতর স্রোতের প্রতিকূলে সন্তরণ করা যেমন অসম্ভব, বালির বাঁধে প্রবল প্রবাহ রোধ যেমন অসম্ভব, পাখার বাতাস বলে ঘোরতর প্রভঞ্জনের বেগ রোধ করা যেমন অসম্ভব, ফুৎকারে সূর্য্যের আলোক নির্ব্বাণ করা যেমন অসম্ভব; সময়ের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া কোন কঠিন কার্য্য সম্পাদনের আয়াসও সেই প্রকার একান্ত অসম্ভব।

বিশ্ব-পূজিত, সর্ব্বত্র মাননীয়, সুশিক্ষিত, বিদ্বান্ ন্যায়নিষ্ঠ, সদাচার-সম্পন্ন, দেশ-হিতৈষী ও সুপবিত্র কায়স্থ জাতির 'উপনয়ন-সংস্কার পরিদৃষ্টে যাঁহারা ভীত, বিচলিত, শঙ্কিত এবং ক্ষুব্ধ হইতেছেন, এবং সমাজ বিপ্লবের আশঙ্কা করিয়া দিন দিন ক্ষীণ ও মলিন এবং পীড়িত হইতেছেন, আমি তাঁহাদিগকে সরল ভাবে কহিতেছি যে তাঁহারা যেন কেবল মাত্র আপনাদিগের বিষয়ই চিন্তা না করিয়া অপর বর্ণের বিষয়ও ধীর ও স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করেন, ব্রাহ্মণেতর বর্ণের ব্যক্তি-বৃন্দও মনুষ্য, মাত্র মনুষ্য নহে—অনেকেই সুশিক্ষিত ও কার্য্যদক্ষ এবং শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত। তাঁহাদেরও মনুষ্যের প্রাণ; সুখ, সম্মান, অপমানজ্ঞান ও আত্ম-মর্য্যাদা বোধ তাঁহাদিগের ও আছে। তাঁহারা কঠোর নহেন—পরন্তু সরল, নম্র ও বিনয়ী এবং সদাচার-সম্পন্ন।

বহুকাল হইতে এক জাতি বা এক সম্প্রদায় যখন অপর কোনও জাতি কিংবা সম্প্রদায়কে নির্য্যাতিত করে, পীড়া দেয়, অবজ্ঞা করে, কুক্কুর শৃগালাদির ন্যায় দর্শন করে, অন্ত্যজ বলিয়া ঘৃণা করে, এবং যখন সেই নিপীড়িত বা নির্য্যাতিত জাতি, ঐ সমস্ত ব্যবহার উপলব্ধি করিয়া দুঃখে বা কষ্টে ম্রিয়মাণ হয়, তখন সে জাতি বা সম্প্রদায় যে সেই সকল অসহ্য অত্যাচার বা উৎপীড়নের প্রতিশোধ প্রদান করিবে এবং আপনাদিগের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা উন্নত করিতে বিশেষ ভাবে যত্ন ও চেষ্টা করিবে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও সংশয় নাই। এইরূপ সামাজিক অবস্থার উন্নতির প্রয়াসেই যশোহর, ফরিদপুর, খুলনা, প্রভৃতি জিলাগুলির নমঃশূদ্রগণ, উচ্চ-শ্রেণীর লোকের ভৃত্যের (সামান্য চাকরের) কার্য্য আদৌ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল। এই সামাজিক বিশৃঙ্খলতা বা সামাজিক বিপ্লব, সামাজিক ঘোর অশান্তি নিবারণ করিতে হইলে কঠোর উপায় অবলম্বন না করিয়া, প্রীতি, সাম্য, এবং উদার

নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে হইবে। জাতিশ্রেষ্ঠ কায়স্থ-ক্ষত্রিয় এবং নবশায়ক* দিগকে অনর্থক "শূদ্র—শূদ্র" বলিয়া, এবং তাহাদিগকে জ্ঞানহীন ইতর বন্য পশুর মত মনে করিয়া, তাহাদিগের উপর অযথা অত্যাচার ও অবিচার করিলে চলিবে না। কারণ—তাহা হইলে তাহাদিগের কোমল ও সরল প্রাণে ব্যথা লাগিবে। সেই আঘাতে, সেই পাপে হিন্দু সমাজে সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইবে। নিম্ন বর্ণের বা নিম্ন শ্রেণীর ব্যাক্তি বৃন্দকে ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসিতে ও স্নেহ করিতে হইবে। বড় ভাইয়ের অপব্যবহারে ছোট ভাই যদ্যপি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা পাইয়া, বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলে, সে জন্য বড় ভাইই দায়ী। সে দোষ ছোট ভাইয়ের নহে। এই জন্যই নিম্ন শ্রেণীর সামাজিক অবস্থার উন্নতি প্রয়াসে, সমাজে উচ্চ স্থান লাভের চেষ্টা বা আগ্রহ, এবং বহু স্থানে উচ্চ শ্রেণীর প্রতি নিম্ন শ্রেণীর বিদ্বেষ, এই সকল বিষয়ে আমি নিম্ন শ্রেণীর অপরাধ মনে করিনা। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ যে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে উপবীত গ্রহণ পূর্ব্বক, নিজ নিজ বর্ণের চিহ্নে চিহ্নিত হইতেছেন, তাহাতে ত ব্রাহ্মণগণেরই পরম সৌভাগ্য। ব্রাহ্মণগণ এতকাল ধরিয়া যে জাতিকে অহর্নিশা 'শূদ্র শূদ্র' বলিয়া ঘৃণা-করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণে সেই সদাচার সম্পন্ন ও বিদ্যাবুদ্ধিমান কায়স্থ জাতি সুযোগ পাইয়া, উপবীত গ্রহণান্তর যদ্যপি ক্ষত্রিয়চিহ্ন পরিধারণ করে, তাহা হইলে অধিক লাভ কাহার? অধিক লাভ ব্রাহ্মণের। কেন না, এত দিন যে ব্রাহ্মণগণ কায়স্থজাতিকে অন্যায় ও অবিচারে শূদ্র বলিয়া, শূদ্র ভাবে, শূদ্রের পর্য্যায় ক্রমে তাঁহাদিগের যাজনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, অতঃপর সেই কায়স্থ জাতি উপনয়ন গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়যাজী হইয়া ধন্য হইবেন। তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্যগণ ক্ষত্রিয় আখ্যায় বিভূষিত হইবে। "শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ" এ কলঙ্ক রেখা ব্রাহ্মণের বদন মণ্ডল হইতে মুছিয়া যাইবে। "বর্ণের ব্রাহ্মণ" বলিয়া সদাচার ব্রাহ্মণের নিকট ঘৃণিত হইতে হইবে না। সুতরাং কায়স্থাদি জাতি উপবীত গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। এই সমাজ হিতজনক সহজ বিষয়টী কি ভ্রান্ত ব্রাহ্মণগণের (যাঁহাদের এখনও মনের অন্ধকার ঘুচে নাই) মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইয়া শুভ ফল প্রদান করিবে না? অথবা প্রবিষ্ট হইলেও, বুদ্ধি বিকার দোষে তাঁহারা এই কার্য্যটীকে শুভ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। ইহা কি তাঁহাদিগের প্রকৃত ভ্রম! না—স্বার্থপরতা!! ধন্য পুরোহিতগণ! ধন্য তাঁহাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি ও শিক্ষা। এখনও যদ্যপি ঐ পুরোহিত (পুরোহিত না পুরোভাগিন্? ১) ও টোলধারী ব্রহ্মবন্ধুগণ (২) সত্য ও উদারতার অনুরোধে ব্রাহ্মণকুল প্রতিপালক আর্য্য-কায়স্থ সম্প্রদায় ও নব শায়ক দিগকে, স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করেন, তাঁহাদিগকে শূদ্র বলিয়া ঘৃণা না করেন, এবং তাঁহাদিগের সামাজিক

(*) গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী কুলাল কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কা॥

(১) দোষমাত্র দর্শীকে পুরোভাগিন্ কহে।

(২) নিন্দিত বা অধম ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মবন্ধু বলা যায়।

অবস্থা উন্নত হইতে, অশেষ বাধা প্রদান না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ব্রাহ্মণের পদতলে লুটাইয়া পড়িবেন, এবং ভক্তিবারিতে ব্রাহ্মণের পদ-ধূলি ধৌত করিবেন। তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ ভক্তি বহুগুণে বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু এই ভাবে যদ্যপি আরও কিছুকাল অতিবাহিত হয়, অর্থাৎ কায়স্থাদি জাতির উপনয়ন উপলক্ষে "ব্রাহ্মণ-কায়স্থ" সঘর্ষণ হইতে থাকে, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তাহাতে শক্তিশালী কায়স্থাদি জাতির কোন রূপ ক্ষতি হইবে না। পরন্তু যাজক ব্রাহ্মণ-দিগকেই সম্যক্ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। এখনই তাহার সূচনা দেখা যাইতেছে তাই বলি, হে বার্ত্তাশিন্ (২)! হে থরু (৩), হে কু-ব্রহ্ম (৪)! তোমরা ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া নিজ নিজ পদে স্ব-ইচ্ছায় কুঠারাঘাত করিও না।

ইতি। দ্বিতীয় পল্লব। ক্রমশঃ

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মণঃ।

(২) যে ব্যক্তি কেবল ভোজনার্থ স্বীয়গোত্রাদির পরিচয় প্রদান করে।

(৩) পঞ্চ যজ্ঞ বিহীন ব্রাহ্মণ।

(৪) অপকৃষ্ট ও মূর্খ ব্রাহ্মণ।

জাতীয় মহাসমিতি।

Indian National Congress

বর্ত্তমান বর্ষের বিগত ২৬ শে ডিসেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ন দুইঘটিকার সময় আমাদের জাতীয় কন্‌গ্রেস করাচীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বহুবিধ বাধা অতিক্রম করিয়া অভ্যর্থনা-সমিতি এই অষ্টাবিংশতি অধিবেশনটীকে সৌভাগ্য-মণ্ডিত করিয়াছিলেন। দূরতা নিবন্ধন প্রতিনিধি সংখ্যা কম হইয়াছিল, কতিপয় প্রধান প্রধান নেতাও অনুপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সকলেই দুঃখিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বপূর্ব্ব বর্ষের প্রথানুসারে কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। সমিতির সৃষ্টি হইতে একাল পর্য্যন্ত ইহার কার্য্য প্রণালী যেন কোনও একটি নিয়মসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। ইহাতে নূতনত্ব নাই, ইহা যেন একটি প্রকাণ্ড বাঙ্‌ময়ী রচনা (A huge lesson in words) যদি কেবল বাক্য-দ্বারা ভারতের ন্যায় অধঃপতিত দেশকে উন্নত করা যাইত, তাহা হইলে আমাদের বঙ্গমাতা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিতেন, কেন না বাঙ্গালীর মত বাক্যবীর জগতে আর কোন জাতি নাই।

প্রথমে স্বদেশ-ভক্তি উত্তেজক একটী গীতের মধুর স্বরে পাণ্ডাল পরিপূর্ণ হইলে, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রবিষ্ণু-দাস প্রতিনিধিগণকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। বোম্বাই নগরের ন্যায়, করাচী একটী নগণ্য ধীবর-পল্লী হইতে একটী সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বাণিজ্য নগরীতে পরিণত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বিস্তারিত রূপে সভাপতি মহাশয় কীর্ত্তন করিলেন। শিক্ষা ও দীক্ষা প্রভাবে ভারতীয়

মুসলমানগণের সহিত হিন্দুদিগের সখ্যতা বৃদ্ধি পাইতেছে বটে, কিন্তু কতিপয় ধর্ম্মগত বৈষম্য ভাব বিদূরিত না হইলে এই দুই জাতীর মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইতেছে না। ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার, বিচার বিভাগ হইতে কার্য্যবিভাগের স্বতন্ত্রতা, এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা বাসী ভারতীয়দিগের অত্যাচারের বিষয় তিনি সবিস্তারে বর্ণন করিলেন। তিনি আরো বলিলেন যে ভারতের প্রায় ৬কোটী মুদ্রা নানা বিভাগ হইতে তুলিয়া লইয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রতিবর্ষে লণ্ডনের যৌথ কারবারিগণকে যৎসামান্য সুদে কর্জ্জ দিতেছেন। ইহাতে ভারত ক্রমে ক্রমে অর্থশূন্য হইতেছে, ও দেশীয় বণিকগণ মূলধন অভাবে উন্নত হইতে পারিতেছে না। এই প্রকারে আমাদের দেশের কোটী কোটী মুদ্রা বিদেশীয় বণিকদিগের সাহায্যে নিযুক্ত হওয়াতে ভারতের বিপুল ক্ষতি হইতেছে। এই প্রকার ব্যাঙ্কের ব্যাবসায় কর্ত্তৃপক্ষগণ নিজ হস্তে না রাখিয়া প্রজাকে দিলে ভাল হয়। ভারত কবে আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিবে বলা যায় না।

তদনন্তর সভাপতি নবাব সৈয়দ মহম্মদের সুদীর্ঘ বক্তৃতা পঠিত হইল। তিনি সর্ব্বাগ্রে প্রজারঞ্জক ভারত সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জের মিলন শাসনপ্রণালীর আজ্ঞার বিষয় উল্লেখ করিলেন। পূর্ব্বের ভেদ-শাসন (Divide-et-impera) স্থলে মিলনে-শাসন (Unite and rule) কর্ত্তৃপক্ষগণের কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হিন্দু মুসলমান মধ্যে ধর্ম্মকলহের মীমাংসা অধুনা বিশেষ প্রয়োজন।

ভারত-বৃক্ষে একবৃন্তে দুইটী ফলের ন্যায় আমরা হিন্দু-মুসলমান। এই মহতী জাতিদ্বয়ের মিলনে দেশের মঙ্গল; বিরোধে সর্ব্বনাশ। কোরবাণী উপলক্ষে গোবধ বিবাদের প্রধান কারণ। উভয়েই প্রতিবেশীর হিতাকাঙ্ক্ষী না হইলে মীমাংসা অসম্ভব। উভয়েই সাম্য মৈত্রীভাবে কার্য্য করিলে বিবাদের সম্ভাবনা বিরল।

তদনন্তর দক্ষিণ আফ্রিকার হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতৃবর্গের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বিশদরূপে সভাপতি কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন—হিন্দু-মুসলমানগণ অনেকদিন হইতে সপরিবারে দক্ষিণ আফ্রিকায় উপনিবিষ্ট হইয়া ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি বার্ষিক ৪৫৲ টাকা টেক্‌্স অবধারণ; ট্রানসেভল সীমা অতিক্রম করত দক্ষিণ আফ্রিকায় অন্যান্য রাজ্যে গমন নিষেধ ইত্যাদি নানাপ্রকার অত্যাচার সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান সমিতি (Commission of Enquiry) বর্ত্তমানে নিযুক্ত হইয়াছে তাহাতে ভারতের প্রতিনিধির কোন ও স্থান নাই, এ প্রকার অনুসন্ধান সমিতি দ্বারা তাহাদের কোনও প্রকার মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। ভারতের সম্রাট্ কর্ত্তৃক একটী অনুসন্ধান সমিতি প্রতিষ্ঠিত না হইলে আমাদের দক্ষিণ আফ্রিকা বাসী ভ্রাতৃগণের শুভ-বাসনা সিদ্ধি হইবে না ইহাই কংগ্রেসের দৃঢ় বিশ্বাস। বর্ত্তমান সময়ে মার্জ্জিত ব্যবস্থাপক সভার (Reformed Councils) গঠন প্রণালীর সংস্কার না করিলে প্রজাপুঞ্জের আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইবে না, তজ্জন্য কংগ্রেস তাহাদিগের পুনর্গঠন প্রার্থনা করিতেছেন। তদনন্তর প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন—যে ভারতীয় প্রজাপুঞ্জ মধ্যে

প্রাথমিক শিক্ষা করণার্হ (Compulsory) না করিলে শিক্ষার বিস্তার কদাপি সম্ভবে না। এই প্রকার শিক্ষার বলেই জাপান অধুনা বলে ও সম্মানে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের মধ্যে মহিশূর ও বরদা রাজ্যে ও এই প্রকার শিক্ষার প্রচলনে বিবিধ উপকার সূচিত হইতেছে। অতএব কংগ্রেস মনে করেন যে প্রাথমিক শিক্ষা ভারতীয় প্রত্যেক বালক বালিকার পক্ষে করণার্হ (Compulsory) করিয়া দেওয়া নিতান্ত যুক্তিযুক্ত। শিল্প শিক্ষা (Technical education) সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষগণ এযাবৎ বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই।

ইহার পর বিবিধ নির্দ্ধারণ প্রস্তুত করিবার জন্য একটী শাখা সমিতি গঠিত হইয়াছিল। পরদিন ২৭ শে ডিসেম্বর, শনিবারে দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে অনেকগুলি প্রস্তাব উপস্থাপিত ও গৃহীত হয়। তন্মধ্যে মুদ্রাযন্ত্রের আইন (Press Act) সম্বন্ধে প্রস্তাবটী বিশেষ প্রয়োজনীয়। কংগ্রেস আশা করেন যে এই আইনের যে সমস্ত বিধানে প্রজার বিশেষ ক্ষতিও কষ্ট হইতেছে তাহা রহিত করা নিতান্ত আবশ্যক। তদনন্তর ধন্যবাদাদি দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

সম্পাদক।

সমালোচনা।

১। মন্দারমালা। *

পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজের পরম হিতৈষী-বন্ধু বিখ্যাত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র (দাস গুপ্ত) বিদ্যারত্ন মহাশয় গত ভাদ্র মাস হইতে "লগতু লগতু কণ্ঠে মঞ্জু মন্দার-মালা" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন। আমরা ঐ পত্রিকার এক সংখ্যা দেখিতে পাইয়াছি এবং উহা পাঠ করিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে যে বৈদ্য-জাতির ব্রাহ্মণত্ব ঘোষণা করিবার নিমিত্ত ও কায়স্থদিগকে গালাগালি দেওয়ার জন্যই ইহার উদ্ভব হইয়াছে। মলাটের উপরেই ১৩২০ বঙ্গাব্দকে বৈদ্যাব্দ ও সাল কে "শাল" লিখিয়া সম্পাদক মহাশয় তাঁহার চিরাচরিত অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এই গুপ্ত-বিদ্যারত্ন মহাশয়ের তালব্য শ এর প্রতি এরূপ ভক্তি যে তিনি সালকে শাল ও দাসকে দাশ করিবার জন্য বিশেষ লালায়িত। রাজা শূদ্রক আজি জীবিত থাকিলে এক জীবন্ত শকারের দর্শন পাইয়া পরম প্রীত হইতেন।

বৈদ্য, ব্রাহ্মণ অথবা ভূদেব কেন,—দশবিধ দেবের মধ্যে যে কোন দেব হউন, তাহাতে আমাদের কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু কায়স্থের উপর তিনি সদয় দৃষ্টিপাত না করিলেই আমরা কৃতার্থ হইব তাঁহার

* মন্দারের আভিধানিক অর্থ পালিতামাদার অথবা আকন্দগাছ। প্রবাদ আছে পারিজাত কলিতে অভিশাপগ্রস্ত হইয়া গন্ধশূন্য মাদারে পরিণত হইয়াছে। বিদ্যারত্ন মহাশয় বঙ্গীয় বৈদ্য-জাতিকে কি অভিশপ্ত জাতি মনে করেন? সম্পাদক।

প্রবন্ধের উত্তরদিয়া প্রতিভার পুণ্যকলেবর আমরা কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন না। এরূপ বৃথা গালাগালি দ্বারা কোন সমাজেরই কোন উপকার হয় না; অথচ মনোমালিন্য অকারণে বাড়িয়া যায়। বিশাল হিন্দুসমাজে স্বীয় স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমানুযায়ী কর্ত্তব্য সম্পাদনে সকলেরই অধিকার আছে, কিন্তু তজ্জন্য একে অন্যকে কটুকথা কেন বলিবে, তাহা বুঝিনা। হিতবাদীর সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় বিস্তারত্নকে উপদেশ দিয়াছেন—"পূর্ব্বাচার্য্যদিগের প্রতি সম্পাদক মহাশয়ের ভাষা একটু সংযত হইলে ভাল হয়" কিন্তু এ বয়সে তিনি স্বীয় স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন কি ?

কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে "নমঃ-শূদ্র সমস্যা" প্রস্তাবের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পতিত হওয়া প্রার্থনীয়। "হরিদ্বার-গুরুকুল" প্রস্তাবটী সুলিখিত ও উপাদেয় হইয়াছে। গালাগালির দুর্গন্ধ পরিত্যাগ করত যাহাতে পত্রিকাখানি সার্থকনাম্নী হয়, তাহার জন্য সম্পাদক মহাশয় চেষ্টা করিলে বড় ভাল হয়। আমাদের বিশ্বাস যে সম্পাদক বিস্তারত্নের সে শক্তি আছে;—তবে এখন সুমতি হইলেই সোণায় সোহাগা হয়।

২। কায়স্থপত্রিকা—মাঘমাস ১৩২০। *

এই সংখ্যায় তিনটী অতিসুন্দর প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথম—শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত মহাশয়ের লিখিত "নারী" প্রবন্ধ। বর্ত্তমানযুগে হিন্দু মহিলাগণের অবনতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে সুবিদ্বান্ লেখক মহোদয় প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান যুগকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) বৈদিকযুগ (২) পৌরাণিক যুগ; (৩) বৌদ্ধবিপ্লব। এবং (৪) ব্রাহ্মণ্যযুগ। বৈদিক ও পৌরাণিকযুগে নারী-চর্য্যা ও নারীর অধিকার কতদূর উন্নতছিল, তাহা পাঠকমাত্রেই ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, মৈত্রেয়ী ও সুলভাদি প্রমুখ নারীবৃন্দের চরিত্রে প্রতিবিম্বিত দেখিবেন। গৃহ্যসূত্রে আমরা পাঠ করি "ব্রহ্মবাদিনীনাং উপনয়নং"। তৎকালে রমনীগণ পুরুষের ন্যায় ৭ম কি ৮ম বর্ষে উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতেন। ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত এই ব্রত যথা নিয়ম পরিপালন করিয়া সপ্তদশে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের দিকে প্রধাবিতা হইতেন। ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতে কি কি বিষয় বর্জ্জন করিতে হইত তাহা মনুমহারাজ স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

বর্জ্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ গন্ধংমাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ
শুক্তানিযানিসর্ব্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈবহিংসনম্।১৭৭
অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণো-রুপানচ্ছত্র ধারণম্
কামং,ক্রোধঞ্চ-লোভঞ্চ-নর্ত্তনংগীত বাদনম্।১৭৮
২য় অধ্যায়।

এই সময়ে ক্ষত্রিয় ললনাগণ কতদূর স্বার্থত্যাগ, পাতিব্রত্যও বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দেখাইয়াছিলেন, তাহা সম্যক্ কীর্ত্তন করা অসম্ভব। ফলতঃ তৎকালে ক্ষত্রিয় মহিলাগণের মধ্যে নারীচর্য্যার যে পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল তৎপ্রতি সন্দেহ নাই। তদনন্তর বৌদ্ধ বিপ্লবেও নারীচরিত্র শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা

* এই সংখ্যায় "প্রতিবাদে প্রমাদ" শীর্ষক প্রবন্ধটীতে শ্রীযুক্ত কালীচরণ সিংহ মহাশয় সর্ব্ব প্রথমে লিখিতেছেন—"বঙ্গীয় কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রচলনের জন্য কায়স্থ-পত্রিকা একমাত্র অবলম্বন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।" তবে কি "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা" আজ ৬ বৎসর কাল ভূতের বেগার দিল ? আমরা জিজ্ঞাসা করি এই সকল সামাজিক কৃতঘ্ন চাটুকার কায়স্থদিগের স্থান কোথায় ?
সম্পাদক।

করিয়াছিল। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও মণ্ডণমিশ্রের তর্কে, মিশ্রের বিদুষী সহধর্ম্মিণী যে মধ্যস্থা ছিলেন, তাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। ভারতের দুর্ভাগ্য ক্রমে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানে নারীর অবমাননা ও অবনতি আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ গণের শাসন সময়ে ব্রাহ্মণ-জাতি ভিন্ন আর সমগ্র ভারতীয় নরনারী শূদ্র ইহাই অবধারিত হইল। "স্ত্রীশূদ্রৌ ন ধীয়তাম্" একটী কল্পিত বাণীর আশ্রয় ব্রাহ্মণগণ গ্রহণ করিলেন। আমাদের বিশ্বাস বঙ্গে ক্ষত্রিয় জাতির পুনরভ্যুত্থান হইলে নরনারীগণের মধ্যে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হইবে। এই অতিসুন্দর প্রবন্ধটী পাঠে আমরা নিরতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। "দেবীবর ঘটক ও মিত্রবংশ" শীর্ষক দ্বিতীয় প্রবন্ধটী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় লিখিত। ইহাতে শাস্ত্রী মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ও গবেষনার ভুয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি মহাভারতাদি হইতে নূতন নূতন শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া কায়স্থ সমাজের কাদৃশ কল্যাণ সাধন করিতেছেন তাহা আমরা এক মুখে কীর্ত্তন করিতে পারি না। তৃতীয় প্রবন্ধটি "মহাত্মার মতিভ্রম" শীর্ষক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের লিখিত। যে সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের অভ্যুত্থান হয়, তৎকালে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণগণ সুরাসাগরে নিমজ্জিত ছিল। সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণকে উক্ত মহাপাপ হইতে উদ্ধার করিতে রাজা মহোদয় বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এই সংখ্যায় কায়স্থসভার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির "চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার" সম্বন্ধে আলোচনা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। সকলেই জানেন বোধ হয় যে চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল। কেবল মধ্যে মধ্যে সমিতিতে উক্ত ভাণ্ডারের নাম উল্লেখ হইত মাত্র। আমরা এক বর্ষকাল এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া এই ভাণ্ডারটিকে স্থাপিত করিয়াছি এই আমাদের দোষ। আমরা সম্পাদক মহাশয়ের সততার প্রতি কটাক্ষপাত করি নাই। বহরমপুর সভায় টাকীর জমিদার রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ৫০০০্ টাকা এই ভাণ্ডারে দান করেন। এই সকল টাকা আদায় হয় নাই তাহা আমরা কি প্রকারে জানিব। এই কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে কতকগুলি চাটুকার ব্যক্তি প্রবেশ করিয়া ন্যায়-অন্যায় বিচার না করিয়া সম্পাদক মহাশয়ের কার্য্য সমর্থন করিয়া আসিতেছেন। শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, "শরৎবাবুর সততার প্রতি আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার সম্পাদক মহাশয় সন্দেহ করিতে পারেন" ইত্যাদি। উক্তিটী সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার সম্বন্ধে আমরা যে তিনটী প্রশ্ন করিয়াছিলাম, সম্পাদক মহাশয় তাহার উত্তর নিজে না দিয়া শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়কে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি মীমাংসা করিয়াছেন যে চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারের টাকা কোনও ব্যাঙ্কে জমা না দিয়া সভার পক্ষ হইতে শরৎ বাবু কোম্পানির কাগজ খরিদ করিয়া রাখিবেন। এই প্রকার মীমাংসা আমরা কখনও সমর্থন করিতে পারি না, ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল।

সম্পাদক।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

১। বিবাহে জাতিচ্যুত (শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত লিখিত)—আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, যে মুরশিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার অন্তর্গত কোন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-প্রধান গ্রামে একটি বিবাহ লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। কান্দী থানার অধীন কোনও গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত কুলীন ঘোষ বংশীয় একটি পাত্রের সহিত শক্তিপুর থানার অধীন এক

গ্রামের কোন এক পালিত বংশীয়া একটি কন্যার বিবাহ লইয়াই এই আন্দোলন চলিতেছে। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে এই পালিত বংশ পূর্ব্বে নদীয়া জেলার অধিবাসীছিলেন, সংপ্রতি দুইপুরুষ হইতে মুরশিদাবাদ জেলার বর্ত্তমান বাসস্থানে অবস্থান করিতেছেন এবং ইতঃপূর্ব্বে উত্তররাঢ়ীয় সমাজের মৌলিক কায়স্থ দুই এক ঘরের সহিত আদান প্রদান করিয়াছেন। মৌলিকে কাজ করার সময় কোন আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল কিনা, তাহা আমরা অবগত নহি, কিন্তু বর্ত্তমানে কুলীনে কাজ করিতে গিয়া এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে এবং যে ঘোষ মহাশয় নিজ পুত্রের সহিত এই বিবাহ দিয়াছেন, তাঁহার জ্ঞাতিগণ তাঁহাকে জাতিচ্যুত (সমাজচ্যুত নহে) করিবার নিমিত্ত নাকি বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

একজন সুবিজ্ঞ এম, এ, পাশ অধ্যাপকের নিকট আমরা এই বিষয় অবগত হইয়াছি, সুতরাং সংবাদটির সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। "পালিত" পদ্ধতি বা পদবী নাকি উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে নাই এবং তজ্জন্যই আন্দোলনকারিগণ এই বিষম গোল তুলিয়াছেন এবং তাঁহারা পালিত মহাশয়কে রজপুত, সদ্‌গোপ ইত্যাদি কায়স্থেতর জাতি মনে করিয়া ঘোষজ মহাশয়কে জাতিচ্যুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

যদি স্বীকার করা যায় যে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থদিগের মধ্যে "পালিতের" অস্তিত্ব নাই তথাপি দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে পালিত যে আট ঘর তাজা মৌলিকের মধ্যে বিশেষ মান্যগণ্য ও সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বলিয়া বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পরিচিত, তাহাও কি মুর্শিদাবাদে অজ্ঞাত? দক্ষিণ রাঢ়ীয় পালিত বংশের শাখা বঙ্গজ-সমাজেও বিদ্যমান আছে। কলিযুগে কর্ণ শিবির অবতার স্বরূপ দানবীর শ্রীযুক্ত ডাক্তার সার তারকনাথ পালিত মহাশয়ের নামও (Dr. Sir T. Palit, Bar-at-Law) কি কান্দি মহকুমায় পৌছে নাই? তবে পালিতের জাতি সম্বন্ধে এ সন্দেহ কেন?

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের অন্যতম নেতা প্রসিদ্ধ কুলীন দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর আমাদের কায়স্থ-সভার সভাপতি। আজ বহুদিন ধরিয়া বঙ্গদেশীয় চারি-শ্রেণীর কায়স্থদিগের মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহ প্রচলনের প্রস্তাব কায়স্থ সভা হইতে পাশ হইয়া আসিতেছে এবং প্রতি বৎসরই এইরূপ বিবাহ কতকগুলি হইতেছে। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণ ত এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন নাই। কোথায় তাঁহারা শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয়কে এই কার্য্যের জন্য সাধুবাদ দিবেন, না অনর্থক তাঁহার নিগ্রহ করিয়া লোক হাসাইতেছেন! এই সমস্যা সম্বন্ধে উত্তর রাঢ়ীয় সমাজের নেতৃগণ কি উত্তরদেন, তাহা শুনিবার নিমিত্ত আমাদের বড় কৌতুহল রহিল।

২।—আগামী গুড ফ্রাইডের বন্ধে ২৭।২৮ ২৯ চৈত্র শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার ঢাকা নগরীতে বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার দ্বাদশ-বার্ষিক অধিবেশন হইবে। আমরা আশা করি বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ দলে বলে উক্ত মহাসভায় যোগদান করিয়া জাতীয় মাহাত্ম্য রক্ষা করিবেন।

৩। কায়স্থোপনয়ন।—বিগত ৫ই মাঘ রবিবারে বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার তত্ত্বাবধানে উক্ত কায়স্থ সভার বাটীতে শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের আচার্য্যত্বে ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর বর্ম্মা মহাশয়দ্বয়ের ঐকান্তিক যত্নে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ যথা শাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ঘোষ (জমিদারীট্রেনিং কলেজের শেষ পরিক্ষায় উত্তীর্ণ) সাং ডোমরাকান্দী, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঘোষ, দোলকুণ্ডী, শ্রীযুক্ত যদুনাথ বিশ্বাস, শ্যামপুর জিঃ ফরিদপুর এবং শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গুহ সাঃ ব্রাহ্মণগাও জিলা ঢাকা।

৪। বিগত ১৫ই পৌষ ঢাকা জেলান্তর্গত

কুচিয়ামোড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় কলিকাতা নগরীতে যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন।

৫। সঙ্ঘঃশক্তি কলৌযুগে।

"সর্ব্বেভ্যঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্যইব ষট্‌পদঃ।

(সংবাদ-ষট্‌পদদ্বারা সংকলিত)

ডিসেম্বর মাস শেষ হইয়া গেল। রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মনৈতিক বিবিধ সভা-সমিতির বার্ষিক উদ্বোধন, অধিবেশন এবং উৎসব শেষ হইয়া গেল। রাজনৈতিক সভা-সমিতির সম্রাজ্ঞী স্থানীয় জাতীয় কংগ্রেশ, এবারে সিন্ধু নদীর তীরবর্ত্তী, আরবসিন্ধুর তটস্থ, প্রাচীন সিন্ধুসৌবীর প্রদেশের নব্যরাজধানী করাচীনগরে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং মান্দ্রাজ প্রদেশের মুসলমান সমাজের শীর্ষস্থানীয় মাননীয় শ্রীযুক্ত নবাব সৈয়দ মহম্মদ মহোদয় এই জাতীয় মহাযজ্ঞের পট্টপুরোহিতের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত করিয়াছেন। বঙ্গের বৃদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ গোখলে মহোদয় এবং বোম্বাই নগরের পার্শী-প্রবর সার ফিরোজ সাহ মেটা এবার কংগ্রেশে উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া কোন কোন ইংরাজ পত্র সম্পাদক মহাসভার উপর নানারূপ কটাক্ষ করিয়াছেন। এই বন্ধুগণ বিনামূল্যে "যেচে উপদেশ" কেন দিতেছেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। তাঁহাদের শত চীৎকারে, স্তুতি অথবা নিন্দায় ভারতের নেতৃবৃন্দ কদাপি ও বিচলিত হইবেন না।

মহারাজাধিরাজ শাহানশা আকবরের সাধের আগরা নগরে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সংসদ্ "অলইণ্ডিয়া মোশ্লেম লীগের" বাৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল এবং বোম্বাই নগরের মাননীয় সার ইব্রাহিম রহতম উল্লা উহার সভাপতির সিংহাসন সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সুখের বিষয় এবৎসর কংগ্রেশ ও লীগে প্রায় একই ভাবে একই সুরে জাতীয় মঙ্গলগীতগুলি গীত হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান দুই ভ্রাতায় সমভাবে প্রীতির সহিত মিলিত হইয়া দেশমাতৃকার সেবায় যখন মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, তখন আর আশঙ্কা কি? প্রকৃতভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ নিশ্চয়ই হইবে।

করাচী নগরীতে সামাজিক সমিতি, মহিলা সমিতি, মাদকনিবারিণী সমিতি, পতিত জাত্যুদ্ধারিণী সমিতি, শুদ্ধিসমিতি প্রভৃতি সমাজনৈতিক সমিতি এবং একেশ্বর বাদিগণের ধর্ম্ম সংসদ্ তাঁহাদের স্ব-স্ব বার্ষিক অধিবেশন ও উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। আগরা নগরীতে মুসলমান শিক্ষা সমিতি এবং ক্ষত্রিয় উপকারিণী সভার ও বাৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। পূর্ণিয়া নগরে গোপজাতীর মহাসভা হইয়াছে। ইত্যগ্রে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণসভা, ভারতীয় কুর্ম্মি-ক্ষত্রিয়সভা প্রমুখ আরও অনেক বিশেষ বিশেষ জাতির উন্নতিকল্পে বিশেষ বিশেষ সভার বাৎসরিক অধিবেশন ও উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। পাঞ্জাবের বিখ্যাত হিন্দুসভার বাৎসরিক উৎসবে এবার সনাতনী, আর্য্যসমাজী, শিখ ও জৈন প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায় যোগদান করিয়া সভার শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছেন। ভারতের সর্ব্বপ্রদেশে সর্ব্ববর্ণের অন্তরেও সর্ব্বশ্রেণীর লোকের ভিতরে উন্নতির এক অদমনীয় আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হইয়াছে ইহা বড়ই সুখের বিষয়। সম্প্রতি এই উত্থানের শুভমুহূর্ত্তে সকলকেই উঠিতে হইবে, পরের জন্য নহে,—নিজের মঙ্গলের জনাই অপরের সহায়তা করিতে হইবে। আর ভারতে জাতি বিশেষের সর্ব্বতোমুখিনী প্রভুতা পাইবার দিন নাই। ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত, সংকীর্ণ, তথাকথিত জাতিগত স্বার্থ পদদলিত করিয়া, এক বিরাট, বিশাল, উদার উন্মুক্ত মহা জাতীয়তার সৃষ্টি করিতে হইবে। আমাদের উত্তরে মহোচ্চ হিমালয় এবং দক্ষিণে অতল-অনন্ত-মহাসাগর, উভয়েই আমাদিগকে এই বিশ্বজনীন্ উদারতার শিক্ষা দিতেছেন। আইস সকলে আমরা এই শিক্ষায় শিক্ষিত হই।

ভারতের নরনারী উন্নত পবিত্র ও মুক্ত হউক।

ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

৬। করমচাঁদ গান্ধীর অভিযান।—মহামহিম করমচাঁদ গান্ধী মহোদয় স্বদেশের জন্য কি প্রকারে স্বার্থত্যাগ এবং আত্মবিসর্জ্জন করিতে হয় তাহার অপূর্ব্ব নিদর্শন রাখিয়া যাইতেছেন। বিপদগ্রস্ত, অত্যাচারিত এবং লাঞ্ছিত দক্ষিণ আফ্রিকার ভারত বাসিগণের তিনিই প্রধান নেতা। কোনও প্রকার অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া, বিনারক্তপাতে তিনি যে সুধীর-সংঘর্ষ পন্থা (Passive Resistance) অবলম্বন করিয়াছেন, মুক্তকণ্ঠে তাহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। এই শ্বাপদসঙ্কুল-মার্গ অবলম্বন করিয়া গান্ধী প্রমুখ ভারতীয়গণ বর্ব্বর বুয়ার শাসিত দক্ষিণ আফ্রিকায় কিপ্রকারে নির্য্যাতিত হইতেছেন তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। আজ প্রায় ৩।৪ মাস অতীত হইল, প্রায় তিন সহস্র ভারতীয় হিন্দু মুসলমানগণকে সঙ্গে করিয়া গান্ধী উত্তর নেটাল দেশ অতিক্রম করিয়া নিষিদ্ধ দেশে (Forbidden Land) প্রবেশ করিতেছিলেন। গান্ধী মনে করিয়াছিলেন যে তিন সহস্র ভারতীয় সম্রাটের প্রজা একটী অন্যায় আইনের বিধান লঙ্ঘন করিলে কেহই শাস্তি দিতে পারিবেন না। এই তিনসহস্র লোকের অভিযান একটী অপূর্ব্বদৃশ্য। ইঁহারা দিবারাত্রি কুচ করিয়া নিষিদ্ধ প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। নরনারীগণের ছিন্ন মলিন বসন ও ছিন্ন কন্থা ও মলিন মুখ দেখিলে দর্শকের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

প্রজাতন্ত্র (Republic) দেশে প্রবেশ করিলে তত্রস্থ কর্তৃপক্ষগণের আদেশে পুলিশ ইহাদিগকে বলপূর্ব্বক বিতাড়িত করিয়া দিল এবং নেতাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ করিল। করমচাঁদ গান্ধীর অভিযান এই প্রকারে শেষ হইয়া গেল।

৭। যাপানে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। বিগত ১২ই জানুয়ারি হইতে জাপান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সাকুরাসিমা নামক একটী দ্বীপের আগ্নেয়গিরি অগ্নিউদ্গীরণ করিতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প ও উদ্বেল জলে ২১৩টী দ্বীপ প্লাবিত হইয়া অনেক নরনারী বিনষ্ট হইয়াছে।

৮। কর্তৃপক্ষ গণের কর্ত্তব্য।—ভারতের বিপদ (The Indian Peril) শীর্ষক প্রবন্ধগুচ্ছ লণ্ডনের 'টাইমস্' প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে। এই প্রবন্ধগুলিতে আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থা এতদূর অতি-রঞ্জিত ভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই লেখককে নিন্দা করিতেছেন। উক্ত প্রবন্ধ মধ্যে একটী স্থানে লিখিত হইয়াছে—

"In India it is Government alone which can prevent the clash of the racial and religious differences which deeply permeate the whole body politic. Only under a Government which stands above and aloof from these jarring elements, can there be the faintest hope of the creation of a United India in some happier future."

ইহার ভাবার্থ এই যে জাতিগত ও ধর্ম্মগত বিবাদ বহ্নি-নির্ব্বাণ করিবার শক্তি একমাত্র শাসনকর্ত্তাদের হস্তে নিহিত আছে। যে শাসনশক্তি, এই প্রকার বিবদমান উপাদানের সংস্পর্শ হইতে সুদূরে অবস্থান করে, তাহারই শাসন দণ্ডের তলে কোন সুখময় সুদূর ভবিষ্যতে একটী মিলিত ভারত (United India) গঠিত হইতে পারে। এই কথাগুলি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। বঙ্গে জাতিগত বিবাদ-বহ্নি যে প্রকার প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণ ব্যতীত তাহা নিবারণ করিবার শক্তি আর কাহারও নাই। সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত জাতিগুলি তাঁহাদের নিজ নিজ অধিকার গ্রহণ করিতে যে প্রকার বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন, এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণ যে প্রকার প্রাণপণ শক্তিতে উহা প্রতিরোধ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য্য তাহা রোধ করিবার শক্তি কেবল কর্তৃপক্ষগণের হস্তে নিহিত রহিয়াছে। সেই জন্য আমরা নিরপেক্ষ ইংরাজ শাসন ভারতে চির-প্রতিষ্ঠিত থাকিতে ইচ্ছা করি।

সূচীপত্র।

১৩২০ বঙ্গাব্দ, মাঘ মাস।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

কলিকাতা
১ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, প্রতিভা প্রেস,
শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
সন ১৩২০ সাল।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাঘ মাস, ১৩২০

বর্ত্তমানসময়ে বঙ্গভাষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে সকল কাব্য বা কবিতা প্রচারিত হইত, তাহা দেশের আপামর সাধারণ সকলেই বেশ বুঝিতে পারিতেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কবিকঙ্কণের চণ্ডী ও ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল পল্লীতে পল্লীতে জনসাধারণের সম্মুখে গীত হইত এবং বালক-বৃদ্ধ বনিতা সকলেই এ সকল কাব্যের রসাস্বাদ করিতে পারিতেন। তখনকার সমুদায় কাব্যই এই উদ্দেশ্যে রচিত হইত,—এবং সকল গুলিতেই গানের পালাবাঁধা ছিল। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের রসময় কাব্য অন্নদামঙ্গল ও এইরূপ প্রথায় রচিত। আমোদের সহিত শিক্ষা এই সকল কাব্যের উদ্দেশ্য ছিল, এবং কাব্যের এই উদ্দেশ্যই আমাদের দেশে চিরকাল প্রচলিত ছিল। পাঁচালী, কীর্ত্তন এবং যাত্রার পালাগুলি ও এই উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়াছিল ও "কান্তাসম্মিত" ভাবে, উহাদের দ্বারা রস মিশাইয়া, সরল করিয়া, গূঢ় ও কঠিন ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইত। পরে, পাঁচালীতে সামাজিক আন্দোলনাদির বিষয় ও লিখিত হইত। এই সকল কবিতা, কাব্য ও পাঁচালী প্রভৃতির ভাষা ও ভাব এমন সুবোধ ও সরল হইত যে, সভ্য ও অসভ্য সকল শ্রেণীর নরনারীই উহা বুঝিতে পারিত। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময় পর্য্যন্ত কাব্য ও কবিতার ভাব ও ভাষা এইরূপ ছিল। গুপ্তকবি তাঁহার কবিতায় রাজনীতি, ইতিহাস, যুদ্ধবিগ্রহ, সমাজতত্ত্ব এবং বাঙ্গালার বারমাসের তের পার্ব্বণ বর্ণনা করিতেন, ও সকলেই উৎসুকচিত্তে তাঁহার কবিতা শুনিত। তাঁহার পৌষপার্ব্বণ, আনারস,

পাঁটা, গ্রীষ্মবর্ণনাও যেরূপ সরল ও সরস, ওদিকে মুদকীর যুদ্ধ ও খৃষ্টান পাদরী প্রভৃতির প্রতি ব্যঙ্গ ও তদ্রূপ মনোরঞ্জক। তাঁহার কবিতার ভাষা ও ভাব বুঝিবার নিমিত্ত বাঙ্গালীকে কোন কষ্ট পাইতে হইত না।

গুপ্তকবির সহিত পুরাতন দলের অন্তর্দ্ধান এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ইংরাজী ভাবাপন্ন দলের আবির্ভাব। বন্দ্যোপাধ্যায় কবি প্রাচীন পন্থা পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে চলিলেন এবং টড্ সাহেবের লিখিত রাজস্থানের ইতিহাস হইতে (১) আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করিয়া কাব্যরচনা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গের মিল্টন শ্রীমধুসূদনের আবির্ভাব। রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীন সকলেই নূতন দলের এবং ইংরাজী ভাবের ভাবুক। ইঁহাদের সকলেরই রচনায় ইংরাজী সাহিত্যের ছায়াপাত হইয়াছে। হউক,—তথাপি ইঁহাদের ভাষা বাঙ্গলা। ইংরাজী ভাষায় কিছুমাত্র অধিকার না থাকিলেও ইঁহাদের কাব্যের ভাষা বুঝিতে পারা যায় এবং তাঁহাদের কবিতার রসাস্বাদন করা যায়। বরঞ্চ ইঁহাদের কাব্যে সংস্কৃত ভাষারই আধিপত্য অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে নিয়ম ভঙ্গ করিলেও সাধারণতঃ ইঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণের ও অলংকার শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। মধুসূদন মুখে যাহাই বলুন, কার্য্যে তাঁহার কাব্যাবলীতে সংস্কৃত কবিদিগকে প্রাণপণে অনুকরণ করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর এই কয়েকজন কবি আজিও পূর্ণরূপে আমাদের পূজা পাইতেছেন এবং মনে হয়, চিরকালই ইহাঁরা বঙ্গভাষাভাষী নরনারীর নিকট আদর পাইবেন।

নাটককার রামনারায়ণ, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, মনোমোহন এবং ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দামোদর,—ঐতিহাসিক রজনীকান্ত, প্রত্নতাত্ত্বিক রামদাস, সমাজতাত্ত্বিক ভূদেব,ইঁহারাও রামমোহন,বিদ্যাসাগর মদনমোহন, দ্বারকানাথ, রাজেন্দ্রলাল, অক্ষয়কুমার প্রভৃতির ভাষার অনুকরণ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। ভাষার ইতিহাস আমরা লিখিতেছি না,—সুতরাং সকল নাম, সকল ক্রম, আমরা উল্লেখ করিব না। তবে বাঙ্গালীর ভাষার সম্বন্ধে কোনও কথা লিখিতে গিয়া টেকচাঁদ ঠাকুর এবং হুতোম পেঁচার (প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ) নাম উল্লেখ না করা অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইবে। বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমারের ভাষার সহিত টেকচাঁদের আলালী ভাষার সংঘর্ষ হইয়াছিল বলিয়াই বঙ্কিমের বিশ্ববিজয়িনী মাধুর্য্যময়ী ও ভাবময়ী ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল। এই সকল লেখক সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ, রীতিনীতি ও ব্যবহার মানিয়াই নিজের ইচ্ছামত বৈদেশিক সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে শব্দ বা ভাব আহরণ করিয়া এমন চমৎকার ও মধুর ভাষার গঠন করিয়াছিলেন, যাহা নিতান্ত মূর্খলোকের আয়ত্ত না হইলেও ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ সকল

(১) যে সময়ে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় "রাজস্থান" হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া "পদ্মিনী উপাখ্যান" এবং "কর্ম্মদেবী" রচনা করেন, তখন রাজস্থানের বঙ্গানুবাদ প্রচারিত হয় নাই। বিখ্যাতনামা রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার "বিবিধার্থসংগ্রহ" মাসিকপত্রে "রাজপুত্র ইতিহাস" নামে রাজস্থানের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র।

বঙ্গবাসীরই বোধগম্য হইয়াছে। ফলতঃ এই যুগের ভাষাই সমগ্র বঙ্গদেশের কথিত সাহিত্যিক অথবা সাধুভাষা নামে প্রচলিত হইয়া আমাদের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে।

এই আদর্শের গদ্য এবং পদ্য উভয় প্রকার রচনার এই এক ত্রুটি ছিল যে উহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হয় নাই। নিতান্ত চাষাও কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িয়া যে রস পায়, ভারত-সঙ্গীত কি কুরুক্ষেত্র পড়িয়া সে রস পায় না;—অল্পশিক্ষিত নরনারী অক্ষয়কুমারের স্বপ্নচতুষ্টয়ের প্রহেলিকাভেদ করিতে পারে না এবং সাধারণ বৈষ্ণব, বঙ্কিমের শ্রীকৃষ্ণকে চেনেন না। এই দোষের জন্যই উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ এই অভিনব বঙ্গসাহিত্য সমাজের নিম্নস্তরে প্রচারিত হইতে পারে নাই; উহার রসে সমগ্র দেশ ভিজিয়া উঠে নাই। ভারত-সঙ্গীতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে উদ্দীপনা জাগাইয়াছিল,—অশিক্ষিতের মনে সে উদ্দীপনা আদৌ প্রবেশ করিতে পারে নাই। এককথায়, এই সাহিত্য কেবল সমাজের উচ্চস্তরেই নিবদ্ধ ছিল এবং রহিয়াছে। কি প্রকারে কি উপায়ে, জাতীয় সাহিত্যের এই ত্রুটি নিরাকৃত হইয়া উহা প্রকৃতই "জাতীয়" আখ্যা লাভে অধিকারী হয়, শিক্ষিত সমাজের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে এই সমস্যার উদয় হইতে ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে এই সমস্যার কিন্তু কোন সমাধান সাধিত হয় নাই। (ক)

আমরা ভাবিতে ছিলাম,—নূতন বিংশ শতাব্দী যেমন জনসাধারনের জাগরণের যুগ; সমাজের প্রত্যেক শ্রেণী ও ব্যক্তি এই শতাব্দীতে যেমন স্ব-স্ব অধিকার লাভের জন্য প্রকৃতই চেষ্টিত হইয়াছেন;—কৃষক, শ্রমজীবি ও ইতরলোক যাহাদিগকে আমরা "ছোট লোক" বলিয়া উপেক্ষা করত এতদিন মহাপাপ করিয়া আসিতে ছিলাম, তাহারাও ধীরে ধীরে মস্তক তুলিতেছে,—এই সকল আশার লক্ষণ দেখিয়া আমরা প্রকৃতই ভাবিয়াছিলাম আমাদের চিরারাধ্য মাতৃভাষা প্রকৃত পক্ষেই এই যুগে ভদ্রাভদ্র সর্ব্বশ্রেণীরই সমানভাবে উপজীব্য হইবেন, জাতীয় সাহিত্যে আমাদের চারিবর্ণ ও ছত্রিশ জাতীর সকলেই সমান অংশ পাইবেন। আমরা আশা করিয়া ছিলাম,—উনবিংশ শতাব্দীর সমস্যা এই নূতন শতাব্দীতে সমাহিত হইয়া যাইবে,—শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের প্রভাব নিম্নাতিনিম্ন শ্রেণীতেও প্রসার লাভ করিবে। প্রকৃতই আমরা আশা করিয়া ছিলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই আমাদিগকে এই নবযুগের নবভাবের প্রথম আদর্শ দেখাইবেন। সুকবি রজনীকান্ত সেনের নূতন অভ্যুদয়ে আমরা জাতীয় কবি পাইব ভাবিয়া কত আশা করিয়াছিলাম। গোবিন্দচন্দ্র দাস উৎপীড়িত হইয়া, নিষ্পেষিত চন্দনকাষ্ঠেরন্যায় যে "ফুলরেণু" ও "চন্দনের" সৌরভ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে কত

(ক) আমাদের মাতৃ ভাষাকে একটী জাতীয় ও জীবন্ত ভাব দিতে হইলে, লিখিত ভাষার সহিত কথিত ভাষার বহুল সংমিশ্রণ আবশ্যক। সমগ্র পাশ্চাত্য দেশ, যেমন এক ভাষার বলেই এক জাতীয়তা লাভ করিয়াছে, আমাদেরও সেই প্রকারে মাতৃভাষাকে গঠন করিতে হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাব নিচয় প্রতিভাত হইতেছে, জনসাধারণের মনে তাহা জাগরিত করিতে হইলে ভাষাই তাহার একমাত্র উপায়। সম্পাদক।

আশা করিয়াছিলাম। আর অধিক নাম করিয়া, হতাশার ছাইভস্ম দেখাইয়া ফল কি? নবযুগে, আমরা মাতৃভাষার ও জাতীয় সাহিত্যের নবীনরূপ দেখিতে পাইব বলিয়া বড় আশাই করিয়াছিলাম।

আমরা নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে প্রকাশ করিতে বাধ্য যে, এই আশা আমাদের পূর্ণ হয় নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হেমচন্দ্রের পরিত্যক্ত শৃঙ্গ তুলিয়া লইয়াছিলেন,—তাহাতে দীপক রাগে গানও ধরিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও সেই পুরাতন শ্রোতার মধ্যেই,সেই শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল; আচণ্ডাল সকলে সে গান শুনিল না। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে, উপন্যাসে, গল্পে, গানে, ইতিহাসে, ধর্ম্মতত্বে,—অর্থাৎ সাহিত্যের সর্ব্বপ্রকার বিভাগে নিজের আশৈশব তপস্যার্জ্জিত পুণ্যবারি ঢালিয়া দিয়াছেন, দেশকে নাচাইয়াছেন, মাতাইয়াছেন, উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছেন, অধুনা তিনি য়ুরোপেও জয়পতাকা উড়াইয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহারও প্রভাব দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে বিস্তৃত হইল কৈ? কয়জন মুদি, কয়জন কর্ষক, কয়জন নৌকার মাঝি, এই গৌরবান্বিত নোবেল প্রাইজের, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রদানের অথবা বোলপুরের ট্র্যাজিডির সংবাদ রাখে? যদি তাহাই না হইল, তাহা হইলে এই অনুরাগ এবং বিরাগ বা অভিমান প্রদর্শনে ফল কি?

আধুনিক অনেক লেখক এবং লেখিকাদের ভাষায় উল্টা উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহারা গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধে যাহা বুঝাইতে চাহেন, বাঙ্গালার সাধারণ নরনারীরই যে তাহা একান্ত দুর্ব্বোধ, তাহা নহে,—খাটি বাঙ্গালা নবীশ এবং সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকদিগেরও তাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই। অভিধান, ব্যাকরণ ও শিষ্টাচার এই লেখকদিগের নিকট বিষবৎ পরিত্যজ্য, তাঁহারা ইচ্ছামত ইংরাজী কেতায় ইংরাজী ভাব সংস্কৃত, প্রাকৃত, দেশজ ও নানাবিধ উদ্ভট জারজ শব্দশ্রেণীর সাহায্যে প্রকাশিত করিয়া উহাই বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া চালাইতেছেন। গরীয়সী, মহীয়সী লক্ষ্মীয়সী যখন সাহিত্যে আছে, তখন তাঁহারা রূপীয়সী চালাইবেন,"রূপসী"তে তাঁহাদের মন উঠে না;—নীলিমা, রক্তিমা আছে বলিয়াই লালিমা, সবুজিমা চালাইতে হইবে; অরুন্তুদ আছে বলিয়াই মর্ম্মন্তুদ লিখিবেন,—অভিধানে যে অরুন্তুদের পার্শ্বে মর্ম্মস্পৃশ্ শব্দ রহিয়াছে, তাহার প্রতি তাঁহারা নজর দিবেন না,—গায়ের জোরেই চলিবেন। ইহারা কাপড় ছোবান বলিবেন না,রঙান বলিবেন, মত, কত, জড়কে মতো,কতো,জড়ো লিখিবেন, কি কে কী করিবেন, অর্থাৎ পুরাতন শব্দ, পুরাতন বাণান, ও পুরাতন-রীতি পদদলিত করিয়া সবই নূতন করিবেন। শব্দের দুর্দ্দশা করিয়াই যদি তাঁহারা ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলেও আমরা ভাবিতাম যে,তাঁহাদের ব্যবহৃত শব্দ বা বর্ণবিন্যাসের ধারা অপরে গ্রহণ না করিলেই হইল। এক জন প্রবীণ অধ্যাপক ও যে "একটা নূতন কিছু করার" নিমিত্ত বন্ধু, সন্ধ্যা, পংডিত প্রভৃতিকে বাঙ্গালা ভাষায় চালাইবার নিমিত্ত কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল শব্দের প্রতি অথবা বর্ণবিন্যাসের প্রতি অত্যাচার করিয়াই ইঁহাদের তৃপ্তি নাই, ইঁহারা ভাষা রচনার যে নমুনা বাহির করিয়াছেন, আজকালকার ছেলে মেয়েরা যদি এই নমুনা

শিখিয়া এইরূপ ভাবে লিখিতেই অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে,—অল্পদিনের মধ্যেই বাঙ্গালার সাহিত্য বঙ্গদেশের লোকের পক্ষে নিতান্তই দুর্ব্বোধ হইরা পড়িবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বিখ্যাত নামজাদা মাসিক পত্রের নামজাদা সম্পাদকগণ মাসের পর মাস অবিকৃতচিত্তে এই সকল অসার এবং হাস্যকর রচনায় নিজ নিজ পত্রিকার অতিকায় কলেবর পূর্ণ করিতেছেন! "ভারতীয় চিত্রকলার" দোহাই দিয়া কতকগুলি চিত্রকর যেমন হরিণ লিখিয়া ঘোড়া বলিয়া চালাইতেছেন, এবং লোকে ঐ চিত্রকে ঘোড়া বলিতে ইতস্ততঃ করিলে বিজ্ঞ সম্পাদক তাঁহার বিদ্যা-জাহির করত দেশের লোকের চিত্রবিদ্যায় অনধিকার সম্বন্ধে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ মিশ্রিত মন্তব্য বাহির করিতেছেন,—এই সকল লেখক লেখিকাগণও তাদৃশ বিদ্বান্ সম্পাদকের আশ্রয়ে বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্র কণ্টকিত করিয়া তুলিতেছেন! মাসিক পত্রে এসম্বন্ধে প্রয়োজনানুরূপ আলোচনা প্রায়ই হইতেছে না। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "সাহিত্য" পত্রের সম্পাদক এবং লেখক শ্রীযুক্ত বীরবল (তিনি কি হেতু আত্মগোপন করিতেছেন, তিনিই জানেন) কচিৎ কখনও এই সাহিত্যক অত্যাচারের বিরুদ্ধে দুই এক পংক্তি লিখিয়া থাকেন,—আর সাপ্তাহিকের মধ্যে হিতবাদী পত্রেও কিছু কিছু আলোচনা হইয়া থাকে। স্থানাভাব বশতঃ আমরা এইরূপ পদ্য এবং রচনার উদাহরণ তুলিতে অসমর্থ, আর তাহাতে প্রয়োজন ও নাই। প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রগুলিতে সৌখীন নামের লেখক লেখিকাদিগের রচিত পদ্য অথবা গদ্যপ্রবন্ধ সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমাদের উক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন।

মালদহের সাহিত্যসম্মিলন সভায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই অত্যাচারের নিরাকরণ নিমিত্ত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এবং বঙ্কিমযুগের শেষ মহারথ শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয় ত্রয়ের নিকট আপীল করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় যে এবয়সে নবীন লেখক লেখিকাদিগের সহিত সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত হইবেন,—সে আশা বৃথা। আর মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়, বাঙ্গালা ভাষার সংস্কারে যে মনোযোগ দিবেন,—সে আশাও আমরা করিতে পারি না। প্রাদেশিক কথিত ভাষার সহায়তায় কবিকুল-চূড়ামণি কালিদাসের রসসর্ব্বস্ব মেঘদূতের রসমাধুর্য্য প্রচার করিতে গিয়া তিনি যেরূপভাবে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন,—তাহা দেখিয়া অনেকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। * আমরা সেই পুরাতন প্রসঙ্গ তুলিয়া তাঁহার অপ্রীতির উদ্রেক করিতে ইচ্ছা করি না;—কিন্তু তাহার

* বাঙ্গালা সাধুভাষায় সেই রসমাধুর্য্য বুঝান যে আদৌ অসম্ভব নহে, পরন্তু উহা পরম শোভনই হইয়া থাকে, তাহা আমাদের বন্ধুবর সুকবি শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত মহাশয় স্বীয় "মেঘদূতে" উত্তম রূপেই দেখাইয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের পুস্তকের সারভাগ অখিলবাবুর সাধারণের সুখপাঠ্য পুস্তকে সমস্তই রহিয়াছে এবং অখিল বাবুর "মেঘদূত" গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক কলেজ এবং উচ্চশ্রেণীর স্কুলসমূহের পুস্তকাগারের রাখিবার জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে। বঙ্গবিহার আসাম এবং উড়িষ্যা প্রদেশের গভর্ণমেণ্টের সমুদায় স্কুল কলেজের লাইব্রেরীতে উহা সাদরে রক্ষিত হইয়াছে। সম্পাদক।

পরে তিনি বঙ্গভাষার উন্নতি সম্বন্ধে এমন কিছু করেন নাই, যাহাতে তাঁহার নিকট আমরা এ সম্বন্ধে বিশেষ আশা করিতে পারি। তবে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কথা;—এ সম্বন্ধে তাঁহার শক্তি ও প্রভাব যে অনেক ও ইচ্ছা করিলে তিনি যে ইহার একটা বিশেষ প্রতীকার করিতে পারেন,—তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি। তবে তিনি এ সম্বন্ধে কিছু করিবেন কি না; তৎসম্বন্ধে সংশয় আছে।

যে হেতু মহাকবি বলিয়াছেন,—

"বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্ধ্য স্বয়ং চ্ছেতুমসাম্প্রতম্"

এবং যে হেতু আধুনিক এই ইংরাজীগন্ধী গুরুচণ্ডালী বা সংমিশ্র সংকরভাবাপন্ন হেয়ালীর ভাষা রচনা, নানাবিধ নূতনতর শব্দ গঠন ও বর্ণবিন্যাস সাধন এবং নিতান্ত দুর্ব্বোধ ও অর্থশূন্য প্রায় শব্দপরম্পরা-প্রয়োগ-সঙ্কুল কুহেলিকা ঢাকা কবিতা-কলাপ-প্রণয়ন, এ সকলই প্রায় আমাদের প্রিয়তম কবি-সম্রাটের শিষ্য প্রশিষ্যগণের প্রসাদাৎ। ইংলণ্ডের দুই তিন জন মাত্র অবগুণ্ঠিত (Mystic) কবিকে লইয়া পৃথিবীর অসংখ্য ইংরাজীভাষাভাষী নরনারী ব্যস্ত রহিয়াছেন,—আর আজ আমাদের এই ক্ষুদ্র বঙ্গদেশে যে শত শত (Mystic) কবি প্রাদুর্ভূত হইয়া আমাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ করিতেছেন। নিয়ম নিগড় ছিন্ন, চিত্র বিচিত্র ছন্দে শত শত কবিতা লিখিয়া আমাদের এই স্বাভাবিক আধ্যাত্মিকতা-প্রবণ মনকে একেবারে নিরুপাধি "নেতি নেতি" ভাবাইয়া সকলকেই এক একটি আনন্দগিরি বা বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরে পরিণত করিতেছেন, এই মহা সৌভাগ্য যে রবীন্দ্র নাথের শিষ্যানুশিষ্য দিগের অনুগ্রহের ফল তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস,—তাঁহার নাটক, তাঁহার কবিতা চেষ্টা করিলে ষোলআনা না হউক, বারআনাও বুঝিতে পারা যায়,—তাঁহার রচনায় ইংরাজীভাব এবং কলিকাতার ককনী শব্দের বাহুল্য থাকিলেও মিষ্টতার খাতিরে তাহা সহ্যকরিতে সকলেই প্রস্তুত;—কিন্তু "শিষ্যবিদ্যাগরীয়সী" হওয়ায় তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ একেবারেই মৃত্তিকাময়ী মেদিনীকে পরিত্যাগ করত, সম্পূর্ণ শূন্যময় পরম ব্যোমে বিহার করিতে চেষ্টাকরায় অভাগা আমাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে! এই সকল শিষ্যানুশিষ্যবৃন্দ গুরুর কালোয়াতী বিদ্যা শিখিতে পারেন নাই, প্রত্যুত তাঁহার মুদ্রাদোষ গুলিকে গুণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেইগুলি সময় অসময়ে দেখাইয়া সর্ব্বসাধারণকে জ্বালাতন করিতেছেন! এখন যদি, এই পরিণত বয়সে সারদা-সাধনেসিদ্ধ এবং তাঁহারাই শ্রীচরণ প্রসাদে জগতে সুদুর্লভ কবিযশ প্রাপ্ত সুকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বিপথগামী, উচ্ছৃঙ্খল ও ভাক্ত সাহিত্য সেবিগণকে সুপথ দেখাইয়া দিয়া প্রকৃতভাবে পরিচালিত করিতে পারেন,—মাতৃভাষা নিশ্চয়ই ব্যাধিমুক্ত হইয়া ত্রিভুবনের মনোমোহন অত্যুজ্জ্বলরূপে দিগন্ত আলোকিত করিবেন এবং পৃথিবীতে বাঙ্গালী জাতি ধন্য হইবেন। এই কার্য্যে তাঁহার শক্তি আছে বলিয়াই কবিবরকে আমরা এই অনুরোধ করিতেছি,—তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন কি? যদি এই মাহান্ কার্য্যে তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, শতবার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির যশঃ ও তাহার নিকট নিষ্প্রভ ও মলিন হইয়া যাইবে।

আমরা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবুর গুণমুগ্ধ, তাঁহার গৌরবে প্রফুল্ল, তাঁহার কবিতার রস পিপাসু,—কিন্তু সত্যই বলিতেছি, তাঁহার স্তাবক নহি। তিনি জীবনে অনেক সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন,—তিনি অনেক সাধনা করিয়াছেন,—ভগবানের কৃপায় তাঁহার অদৃষ্টে সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ ধন, মান, বিদ্যা, কীর্ত্তি, প্রচুর পরিমাণে ঘটিয়াছে; বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার মত শক্তিসম্পন্ন তাঁহার মত প্রভাবশালী ব্যক্তি অতি বিরল এ সব কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে নানাপ্রকার আবর্জ্জনা যে জুটিয়াছে, অনেক ইংরাজী শিক্ষিত লেখক লেখিকার অবৈধ লিপিকুশলতা প্রকাশ চেষ্টায় এবং প্রোজ্জ্বল প্রতিভা প্রদর্শনের মোহে বিংশ শতাব্দীর গদ্য ও পদ্য রচনা যে বিকৃত হইয়া ক্রমশঃ খাঁটি বাঙ্গালীর দুরধিগম্য হইয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে,—তাহাও এক্ষণ সর্ব্ববাদিস্বীকৃত। রাজনৈতিক বিপ্লব সময়ে, লোকে রাজার দিকে অথবা শক্তিবান পুরুষসিংহের প্রতি তাহাদিগের বিপদ নিরাকরণের আশায় চাহিয়া থাকে,—আজ আমাদের মাতৃভাষার বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, আমরা উপলব্ধি করিতেছি, আর রবীন্দ্র বাবু সাহিত্য সম্রাট্ই হউন, অথবা সাহিত্য দিগ্বিজয়ীই হউন শক্তিমান্ সাহিত্যিক বটেন,—তাই আমরা আজ মাতৃভাষার বিপদুদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি একটু চেষ্টা করিলেই তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ প্রকৃতপথে চলিবেন এবং ক্রমশঃ আমাদের সাহিত্য সত্য শিবসুন্দররূপ ধারণ করিবেন।

আমরা কিন্তু কেবল একজনের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারি না। বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সাধারণ সম্পত্তি,—সুতরাং এ সম্বন্ধে সকলেরই সচেষ্ট হইতে হইবে। লেখক এবং পাঠক সকলকেই সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে,—আর সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সাবধান হইতে হইবে মাসিক বা সাময়িক পত্র পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়দিগকে। তাঁহারাই প্রচলিত সাহিত্যের অভিভাবক,—তাঁহাদের এক এক জনের অধীনে যে মুদ্রাযন্ত্র আছে,—ঐ মুদ্রাযন্ত্র হইতে মুদ্রিত প্রস্তাবগুলি সাধারণ পাঠকে, রাজকীয় মুদ্রাযন্ত্রে (টাঁকশালে) মুদ্রিত টাকা পয়সা মুদ্রার ন্যায়, নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন। "অমুক যখন এই প্রবন্ধ- তাঁহার পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন,—তখন কি উহা অসার হইতে পারে?" এরূপ অনেকেই ভাবিয়া থাকেন। এরূপ ভাবা অন্যায় নহে।—যেহেতু সম্পাদকগণই সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ বলিয়া সর্ব্বদেশে পরিচিত। এদেশে জনমলি (এখন লর্ডমর্লি) এবং ষ্টেট্ সাহেবের মত সম্পাদক নাই বটে,—কিন্তু যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের সম্মানও সামান্য নহে। সম্পাদকের সিংহাসনের সহিত একটা সম্ভ্রম ও মর্য্যাদার নিত্যসম্বন্ধ আছে। কাজেই সাধারণ লোকে তাঁহাদের মতের আদর না করিয়াই পারে না। সম্পাদকগণের কেবলমাত্র গ্রাহক এবং পাঠকদিগের প্রদত্ত চাঁদা এবং টাকা পয়সার ভাবনা না ভাবিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের রুচি, প্রবৃত্তির মনোরঞ্জন ও শিক্ষার কথা ভাবা নিতান্তই কর্ত্তব্য। আর সাহিত্যের আদর্শ, পবিত্রতা, ভাষার রীতি ও

রচনার প্রতি সতত তীব্র লক্ষ্য রাখা তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রাপ্ত পুস্তকাবলীর আলোচনা মোটে না হয়, সেও ভাল, তথাপি যেন যথেচ্ছভাবে এই কার্য্য করা না হয়। আমরা জানি, কলিকাতায় সাহিত্যিকদিগেরও নানাবিধ দল আছে,—এবং দলের লোকের মনোরঞ্জন অথবা অর্থাগম মাত্র লক্ষ্য করিয়া অনেক সমালোচনা বাহির হইয়া থাকে। সেদিন সাহিত্যসভার অধিবেশনে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর স্পষ্টই বলিয়াছেন,—অনেক সম্পাদক গ্রন্থ অপেক্ষা গ্রন্থকর্ত্তার অবস্থার অধিকতর অনুসন্ধান করেন এবং তাঁহার আর্থিক অবস্থার অনুপাতে সমালোচনায় প্রশংসা অথবা নিন্দা বাহির হইয়া থাকে। আমরাও এই মতের অনুকূলে সাক্ষ্য দিতে পারি। * যে সম্পাদক যে পুস্তকের নিরপেক্ষ সমালোচনা করিতে পারিবেন না,—তিনি যেন কদাচ তাহার সম্বন্ধে কোন কথা না বলেন। আজকাল ফণী, মণি, হারু, চারু, রাম, শ্যাম, লেখকদিগের যে এত মাৎসর্য্য দেখা যায়,—তাহার প্রধান কারণ যে সমালোচক মহলে তাঁহাদের মুরুব্বি আছে। হায় বঙ্গদেশ! তোমার পবিত্র সাহিত্য মন্দিরেও লম্বশাটপটাবৃত, সুবর্ণ-যষ্টি মুরুব্বিদিগের দয়ায়, মানুষ বলিয়া বিকাইতেছে!

আমাদের বিশ্বাস যে আবশ্যক কথার আলোচনার ফল তত্তৎকালে না হইলেও কদাপি তাহা নিস্ফল হয় না। অথবা ফলেইবা বা এত অভিরুচি কেন? শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

এবং "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।" এই মহাবাক্যই আমাদের আশ্রয় ও গতি,—আমরা তাহাই অবলম্বন করিব।

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

* আমরা এই মতের সমর্থন করিতে পারিলাম না।। আমরা (সম্পাদকগণ) লেখকের অর্থ ও পদগৌরব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগের রচনার সমালোচনা করি, সমালোচক সম্পাদকগণের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ মিথ্যা অসার ও অন্যায়। ২।৫টী উদাহরণ না দিলে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। লেখক কি মহারাজ বাহাদুর একটীও উদাহরণ দেন নাই। পক্ষান্তরে মাসিক পত্রিকা মধ্যে নব্যভারত ও সাপ্তাহিক পত্রিকা মধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকার বহু সমালোচনা বাহির হইতেছে। ইঁহারা সর্ব্বদাই নিরপেক্ষ ভাবে সমালোচনা করিয়া থাকেন। সম্পাদক।

বল্লালসেনের তাম্রশাসন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, মূল গদ্যাংশ শেষ)।

সখলু শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবারাৎ। মহারাজাধিরাজ শ্রীবিজয় সেন দেব পাদানুধ্যাৎ পরমেশ্বর পরম-মাহেশ্বর পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্বল্লালসেন দেবঃ কুশলী। সমুপাগতাশেষরাজরাজন্যক রাজ্ঞী রাণক রাজপুত্ররাজামাত্য-পুরোহিত মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধি বিগ্রহিক মহাসেনাপতি, মহা-মুদ্রাধিকৃত অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক মহাক্ষপটলিক মহাপ্রতীহার, মহাভোগিক, মহাপীলুপতি, মহা গণস্থদোস্‌সাধিক, চৌরোদ্ধরণিক,নৌবল,হস্ত্যশ্ব গোমহিষা-জীবিকাদি-ব্যাপৃতক গৌল্মিক দণ্ড-পাশিক দণ্ডনায়ক বিষয়পত্যাদীন্ অন্যাংশ্চ সকলরাজ পাদোপজীবিনোঽধ্যক্ষ-প্রচারোক্তান্ ইহাকীর্ত্তিতান্। চট্ট ভট্ট জাতীয়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ। মতমস্ত ভবতাং। যথা শ্রীবর্দ্ধমানভুক্ত্যন্তঃপাতিন্যুত্তর রাঢ়ামণ্ডলে স্বল্প-দক্ষিণ-বীথ্যাং খাণ্ডয়িলা শাসনোত্তর স্থিত সিঙ্গটিআ-নদ্যুত্তরতঃ নাড়ীচা-শাসনোত্তরস্থ সিঙ্গটিআ-নদী পশ্চিমোত্তরতঃ অম্বয়িল্লা শাসন পশ্চিমস্থিত সিঙ্গটিআ পশ্চিমতঃ কুড়ুম্বনা দক্ষিণ সীমালি দক্ষিণতঃ কুড়ুম্বনা পশ্চিমপশ্চিমগড্ডি সীমালী দক্ষিণতঃ। আউহা-গড্ডিআ দক্ষিণ গোপথ দক্ষিণতঃ। তথা আউহাগড্ডিয়োত্তর গোপথ নিঃসৃত পশ্চিমগতি স্বরকোনা গড্ডিআকীয়োত্তরালি পর্য্যন্ত গত সীমালি দক্ষিণতঃ নাড়িচ নাশন পূর্ব্বসীমালি পূর্ব্বতঃ-জলসোথীশাসন-পূর্ব্বস্থ-গোপথার্দ্ধ-পূর্ব্বতঃ মোলাড়ন্দী শাসন পূর্ব্বস্থিত সিঙ্গটিআ পর্য্যন্ত গোপথার্দ্ধ পূর্ব্বতঃ। এবং চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন বাল্লহিট্ঠাগ্রামঃ শ্রীবৃষভশঙ্কর নলীন সবাস্ত নালখিলাদিভিঃ-কাকত্রয়াধিক চত্বারিংশ দুন্মান সমেত আঢ়ক নবদ্রোণোত্তর সপ্তভূপাট কাত্মকঃ প্রত্যব্দং পুরাণপঞ্চ শতোৎপত্তিকঃ সসাটবিটপ সগর্ত্তোষরঃ সজলস্থলঃ সগুবাকনারিকেলঃ সহ্য-দশাপরাধঃ পরিহৃতসর্ব্বপীড়ঃ তৃণপূতিগোচর-পর্য্যন্তঃ অচট্ট ভট্ট-প্রবেশঃ অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যঃ সমস্ত রাজভোগ্যকর হিরণ্য প্রত্যায় সহিতঃ। বরাহ দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় ভদ্রেশ্বর দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় লক্ষ্মীধর দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় ভরদ্বাজ সগোত্রায় ভারদ্বাজাঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরায় সামবেদ কৌথুমশাখাচরণানুষ্ঠায়িনে আচার্য্য শ্রীওবাসুদেব শর্ম্মণে অস্মন্ম তৃ-শ্রীবিলাসদেবীভিঃ স্বরসরিতি সূর্য্যোপরাগে দত্তহেমাশ্বমহাদানস্য দক্ষিণাত্বেনোৎসৃষ্টঃ মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্য-যশোঽভিবৃদ্ধয়ে আচন্দ্রার্কং ক্ষিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ। অতো ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানু-মন্তব্যং ভাবিভিরপি ভূপতিভিরপহরণে নরক পাতভয়াৎ, পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ং।

ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ।—
বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদাভূমি স্তস্য স্তস্য তদাফলম্ ॥১॥

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ ॥২॥

আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বর্ণয়ন্তি পিতামহাঃ।
ভূমিদাতা কুলেজাতঃ সনস্ত্রাতা ভবিষ্যতি ॥৩॥

ষষ্টিংবর্ষ সহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ।
আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকং ব্রজেৎ ॥৪॥

স্বদত্তাং পরদত্তম্বা যোহরেত বসুন্ধরাম্।
স বিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥৫॥

ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাংশ্রিয়মনুচিন্ত্য-মনুষ্য-জীবিতংচ সকলমিদমুদাহৃতং চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যা॥ জিত নিখিলক্ষিতিপাল শ্রীমদ্বল্লালসেন ভূপালঃ। ওবাস্বশাসনে কৃত দূতঃ হরিঘোষ সান্ধিবিগ্রহিকম্। সং ১১ইবৈশাখ দিনে ১৬শ্রী—নি॥ মহাসাং করণ নি॥ সমাপ্তমিদং তাম্রোৎকীর্ণং মূল পাঠম্॥

বঙ্গানুবাদ গদ্যাংশ।

বিক্রমপুর নগরে সমাবাসিত, পুণ্যবান্ মহারাজাধিরাজ শ্রীবিজয়সেনদেবপাদানুধ্যায়ী, পরমেশ্বর, পরম মাহেশ্বর, পরম ভট্টারক (তপোধন), মহারাজাধিরাজ, শ্রীমৎ বল্লাল সেন দেব, শ্রীমৎজয়স্কন্ধাবার হইতে সমুপাগত যাবতীয় রাজরাজন্যক, রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র রাজামাত্য, পুরোহিত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ, মহাসান্ধি বিগ্রাহক, মহাসেনাপতি, মহামুদ্রাধিকৃত অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক, মহাক্ষপটলিক, মহাপ্রতীহার, মহাভোগিক (অশ্বরক্ষক) মহাপীলুপতি (হস্তীপালক) মহাগণস্থ দৌসসাধিক (দ্বার পাল) চৌরোদ্ধরণিক, নৌবল হস্ত্যশ্বগো মহিষা জীবিকাদিব্যাপৃতক, গৌল্মিক (ঘাটোয়াল), দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক (চতুরঙ্গ বলাধ্যক্ষ), বিষয়পতি প্রভৃতি এবং অন্যপ্রকার রাজাশ্রিত অধ্যক্ষপ্রচারোক্ত ব্যক্তিগণ এবং ইহাতে অকথিতচট্টভট্টজাতীয় জনপদবাসিগণ ও ক্ষেত্রকর ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণোত্তর ভোগিগণকে যথাযোগ্য সম্মানপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন ও আদেশ করিতেছেন যে (নিম্নলিখিত বিষয়ে) আপনাদের সকলেরই মত হউক।

শ্রীবর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত উত্তররাঢ়া বিভাগে স্বল্প দক্ষিণবীথতে-খাণ্ডয়িল্লা শাসনের উত্তরস্থিত সঙ্গিটিয়া নদীর উত্তর, নাড়ীচাশাসনের উত্তরস্থ সিঙ্গটীয়া নদীর পশ্চিমোত্তর অম্বায়ল্লা শাসনের পাশ্চমস্থিত সিঙ্গটিয়া নদীর পশ্চিম, কুড়ুম্বমার দক্ষিণ, সীমালীর দক্ষিণ,

কড়ুম্বমার পশ্চিমে পশ্চিমগতি সীমালির দক্ষিণ আউহাগড্ডিয়ার দক্ষিণ গোপথের দক্ষিণ তথা আউহাগড্ডিয়ার উত্তর গোপথ নিঃসৃত পশ্চিমগাতি স্থুর কোণাগড্ডীয়া চিহ্নিত উত্তর আলি পর্য্যন্ত গত সীমালির দক্ষিণ নাড়ডনা শাসনের পূর্ব্ব সীমালির পূর্ব্ব, জলশোথী শাসনের পূর্ব্বস্থ গোপথার্দ্ধের পূর্ব্ব, মোলাড়ন্দী শাসনের পূর্ব্বস্থিত সিঙ্গটিয়া পর্য্যন্ত গোপথার্দ্ধের পূর্ব্ব,—এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন "বাল্লহিট্টা" গ্রাম "শ্রীবৃষভশঙ্কর সংজ্ঞক" নলের পরিমাণে বাস্তু নাল, খিলের সহিত কাকত্রয়াধিক চত্বারিংশ উন্মান সমেত আঢ়ক নবদ্রোণোত্তর সপ্ত ভূপাটক পরিমিত, প্রতিবর্ষে কপর্দ্দক কার্ষ্যাপণ পঞ্চশতোৎপত্তিক, সাট- বিটপের সহিত গর্ত্ত ও উষর ভূমির সহিত জল, স্থল, সমেত গুবাক ও নারিকেল সহিত, সহৃদশাপরাধ সর্ব্বপীড়াপরিশূন্য, তৃণ পূতি ও গোচর পর্য্যন্ত চট্টভট্টগণের প্রবেশাধিকার-রহিত, সর্ব্বপ্রকার দেয় কর রহিত, সমস্ত রাজভোগ্য হিরণ্য-প্রত্যায় সহিত—বরাহ দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, ভদ্রেশ্বর দেবশর্ম্মার পৌত্র, লক্ষ্মীধর দেবশর্ম্মার পুত্র ভরদ্বাজগোত্র, ভরদ্বাজ আঙ্গিরস ও বার্হস্পত্য প্রবর, সামবেদান্তর্গত কৌথুমশাখোক্ত চরণানুষ্ঠায়ী, আচার্য্য শ্রী ওবাসুদেবশর্ম্মাকে, আমার মাতা শ্রীবিলাস দেবী—গঙ্গাতীরে সূর্য্যগ্রহণ কালে যে সুবর্ণাশ্ব দান করিয়াছিলেন, তাহার দক্ষিণাস্বরূপে (উক্ত বাল্লহিট্টা গ্রাম) উৎসৃষ্ট। আমি চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবী সমকাল যাবৎ মাতাপিতা ও নিজের পুণ্য ও যশ বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে তাহাই তাম্রশাসন করিয়া দিলাম। অতএব আপনারা সকলেই অনুমোদন করিবেন। ভাবী নৃপতিগণ ও অপহরণে নরকে পড়িবেন এই ভয়ে এবং পালনে ধর্ম্মবৃদ্ধি হইবে এই ভাবিয়া, পালন করিবেন। এ বিষয়ে ধর্ম্মানুশাসন শ্লোক আছে, যথা—সগর প্রভৃতি বহু রাজা ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন। যে রাজা যখন ভূমির স্বামী তখন (সেই ভূমিদানের) ফল তাহারই হইবে ॥১॥ যিনি ভূমিদান করেন ও যিনি ভূমি প্রতিগ্রহ করেন, তাঁহারা উভয়েই পুণ্যকর্ম্মা এবং নিয়ত স্বর্গগমন করেন ॥২॥ পিতৃগণ আস্ফালন করেন—পিতামহগণ আগ্রহের সহিত বলিতে থাকেন—"আমাদের কুলে ভূমিদাতা জন্মিয়াছে, সে আমাদিগকে ত্রাণ করিবে" ॥৩॥ ভূমিদাতা ব্যক্তি ষষ্টিসহস্র বর্ষ স্বর্গে বাস করেন। ভূমির অপহর্ত্তা ও অপহরণানুমন্তা ততকাল নরকে বাস করে ॥৪॥ স্বদত্তই হউক, অথবা পরদত্ত হউক যে বসুন্ধরা অপহরণ করে, সে বিষ্ঠারকৃমি হইয়া পিতৃগণের সহিত পচিতে থাকে ॥৫॥ শ্রী ও মনুষ্যজীবন পদ্মপত্রেরন্যায় চঞ্চল, ইহা বিবেচনা করিয়া ও উদাহৃত বাক্যার্থ বুঝিয়া কাহারও পরকীর্ত্তি লোপ করা উচিত নহে। জেতা নিখিল পৃথিবীপতি শ্রীমদ্বল্লালসেন ভূপাল ওবাসু শাসনে কৃতদূত হরিঘোষ সান্ধিবিগ্রাহক।

সং ১১ বৈশাখদিনে ১৬।

শ্রী নি—মহাসাং করণ নি ॥

বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত। সম্পাদক।

মরণের প্রতিজ্ঞা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, চতুর্থ প্রস্তাব) (ক)

(ঘ) বারাসতে অবস্থান কালে একজন মহাপুরুষের সহিত আমাদের আত্মীয়তা হয়। নিরতিশয় দারিদ্র্য হইতে নিজ অসাধারণ প্রতিভা ও অনন্য-সাধারণ অধ্যবসায় বলে তিনি নানা ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করত, যশের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সরস্বতীর চরণ বন্দনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনি স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জামাতা তারা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। অতি দীনদরিদ্র ব্রাহ্মণ বংশে বারাসতে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন যোগভ্রষ্ট মহাত্মা হইয়া ও ধন বান্ গৃহে অবতরণ না করিয়া "ভুবনহিতচ্ছলেনই" যেন, দরিদ্র বংশ অলঙ্কৃত করিয়া ছলেন। অতি শৈশবে, পিতৃ-বিয়োগে নিরাশ্রয়া মাতা এই পুত্র রত্নকে বক্ষে ধারণ করিয়া অপার সংসার সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীমান্ তারাপ্রসাদ শর্ম্মা প্রতিভাসম্পন্ন বালক। স্যারউইলিয়াম জোন্সের মাতার ন্যায় এই বুদ্ধিমতী রমণী নিরন্তর তারা প্রসাদকে জ্ঞান-লাভে উত্তেজিত করিতেন। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া পুত্রের অধ্যয়ন ব্যয় সঙ্কুলন করিতেন। তারাপ্রসাদ ৪।৫ বৎসরের মধ্যে বারাসত স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী অধিকার করিলেন। তৎকালে উমানাথ ও আমি নিম্ন স্তরে পাঠ করিতাম। সেই সময় প্রসিদ্ধ শিক্ষাগুরু কলিকাতার প্যারিচরণ সরকার মহাশয় উক্তবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তারাপ্রসাদ অতি সামান্য বেতনে আমাদের গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। (খ) প্রতিদিন নৈশাহার অন্তে সন্ধ্যার পরেই তিনি আমাদের বাসায় আসিয়া আমাদিগকে পড়াইতেন। অবশিষ্ট রাত্রি আমাদের অধ্যয়ন-কক্ষে অতি-বাহিত করিতেন। নির্জ্জন, নীরব, নিদ্রান্বিত সুগভীর রাত্রিতে প্রায় পাচ ঘণ্টা ব্যাপী একাগ্রচিত্ত অধ্যয়ন আমার জীবনে দুইজন মাত্র অন্তেবাসীর দেখিয়াছি। তারাপ্রসাদ ও রাসবিহারী ঘোষ। শেষোক্ত মহাত্মা আজ ধনে মানে ও বিদ্যায় জগদ্বিখ্যাত; তারাপ্রসাদ ততদূর না হইলেও বিদ্যানুশীলনে রাসবিহারীর সহিত সমানাসন পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। তারাপ্রসাদের নিকট আমি যে ইংরাজীভাষা

(ক) বর্ত্তমান বর্ষের ভাদ্র সংখ্যার প্রথম, আশ্বিনে দ্বিতীয় ও অগ্রহায়ণে তৃতীয় প্রস্তাব মুদ্রিত হইয়াছে। অগ্রহায়ণের প্রস্তাবে ৩৭৮ পৃষ্ঠায়, ২য় স্তম্ভে, ৬ ছত্রে এই মাহেশের সহিত স্থলে এই বারাসতের সহিত পাঠ করিবেন।

(খ) শৈশব কাল হইতে দরিদ্রতা নিবন্ধন যে "দাল পোড়া আমানী" তাঁহার নিত্যাহার্য্য ছিল, পর-জীবনে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ও উহা তাঁহার নিত্যাহার ছিল।

শিক্ষা করিয়াছিলাম তাহাই আমার পরজীবনের প্রধান সম্বল। তিনি ইংরাজী, লাটীন, গ্রীক্, ও ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। কবি সত্যই বলিয়াছেন—Night is the time to plough the classic field অর্থাৎ—নির্জ্জন রাত্রিই বিদ্যানুশীলনের মুখ্য সময়। যে সকল ছাত্র সরস্বতীর বর-পুত্র হইতে প্রত্যাশা করেন, তাঁহারা যেন নিস্তব্ধ, সুষুপ্ত, সুগভীর রজনীযোগে একাগ্রচিত্ত অধ্যয়নে নিরত হন। নিঃসহায় দরিদ্র বালক মাতার উত্তেজনায় ও নিজ প্রতিভা বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত পরীক্ষায় সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাসন গ্রহণ করিতেন। যখন হিন্দুকলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হয়, প্রথম বি-এ উপাধি পরীক্ষায় তারাপ্রসাদ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠাসন গ্রহণ করেন; তাহারই পুরস্কার স্বরূপ কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে ডিপুটী মাজিষ্টেট পদে অভিষিক্ত করেন। পরজীবনে এই মহাত্মার সহিত আমার আবার সাক্ষাৎ হইবে।

আমার ন্যায় একজন নগণ্য লোকের জীবনবৃত্ত সাধারণ পাঠকের নিকট প্রীতিকর হইবে, এ প্রকার আশা আমি কখনও করি না, কিন্তু কাল্পনিক উপন্যাস অথবা সত্য-মিথ্যা সংমিশ্রণে অপরের জীবন চরিত অপেক্ষা নিরবচ্ছিন্ন সত্যে প্রতিষ্ঠিত স্বপ্রণীত চরিত autobiography যে অধিকতর শিক্ষাপ্রদ তাহা বোধ হয় সর্ব্ববাদিসম্মত। কেবল এই করণেই আশাকরি এই জীবন বৃত্তান্ত প্রতিভার পাঠকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে।

আমাদের সময়ে প্রতিবৎসর ডিশেম্বর মাসে প্রবেশিকা পরীক্ষা হইত। ১৮৬০ খৃঃ বারাসত স্কুল হইতে আমরা ৯ জন উক্ত পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে যখন কলিকাতায় আসি, তখন শুনিলাম প্রশ্নের কাগজ চুরি যাওয়ায় জানুয়ারী মাসে পরীক্ষার দিন ধার্য্য হইয়াছে। সে বৎসর প্রশ্নগুলি কঠিন ছিল। ৯ জনের মধ্যে আমিই মাত্র সামান্যভাবে তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। জুন মাসে কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী-কলেজে প্রবেশ করি। তৎকালে কলেজের বেতন ১০৲ টাকা ছিল। আমার বয়স সপ্তদশ বর্ষ মাত্র।

বারাসত জেলান্তর্গত 'পৃথিবী' নামক একখানি গণ্ডগ্রাম ছিল। উক্ত গ্রামে যদুনাথ ঘোষ নামক সমৃদ্ধি সম্পন্ন একজন কায়স্থ বাস করিতেন। কলিকাতা বড় বাজারে তাঁহার ১খানি ক্ষুদ্র অথচ অতিসুন্দর ত্রিতল বাটী ছিল। তাঁহার তিনটী পুত্রের শিক্ষাভার গ্রহণ করত আমি উক্ত পুত্রগণের সহিত ত্রিতলে বাস করিতাম। বড় বাজারের ন্যায় দুর্গন্ধময়, ধূলী সমাকীর্ণ স্থানে ত্রিতলে বাস সৌভাগ্যের কথা। তৎকালে কলিকাতায় অত্যন্ত জল-কষ্ট ছিল, জলের কল ছিল না। উক্ত ঘোষ পরিবার গঙ্গাজল ১০।১২ জালা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে আমরা জল গ্রহণ করিতাম। অন্যান্য কার্য্য কূপের জলে সম্পন্ন হইত। তৎকালে মুসলমান ভিস্তীগণ টীক্ টিক্ শব্দ করিয়া এবং উড়ীয়া জলভারীগণ কলিকাতার দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিত। সেই সময় শত শত কণ্ঠে "জলদেও" ধ্বনিত হইত। বর্ত্তমানের সুন্দর ফুটপাথ ও সমাচ্ছাদিত ড্রেণ ছিল না, খোলা ড্রেণের দুর্গন্ধে, মসার উৎপাতে ও

রোগের তাড়নায় কলিকাতার বড় বাজার একটি নরক-নিবাসের ন্যায় প্রতীয়মান হইত।

এই সময় (১৮৬১খৃঃ) বারাসত মহকুমায় পরিণত হইবার প্রস্তাব হয়। আমার পিতার আয়ও কমিয়া যায়। তৎকালে একটি দুর্ঘটনা পিতামহোদয়কে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করিল। মাননীয় অ্যাস্লী ইডেন সাহেব যখন বারাসতের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, আমার পিতা ও মহিমাচন্দ্র পাল তাঁহার দুজন প্রিয় কর্ম্মচারী ছিলেন। ইডেন সাহেব কলিকাতার রেভিনিউবোর্ডের সেক্রেটারী এবং মহিমাচন্দ্র পাল ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়া স্থানান্তরিত হইলে, পিতা মহাশয় বারাসতে সহায় শূন্য হইলেন। মহিমাচন্দ্র পালের জামাতা দুর্য্যোধন বসু ব্যতীত তৎকালে আমাদের সহায় আর কেহই ছিল না। এই সময়ে পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা পূর্ব্ববঙ্গ বাসিদিগকে বিদ্বেষ নয়নে দর্শন করিতেন। "বাঙ্গাল মনুষ্য নয় উড়ে এক জন্তু" একটি প্রবাদ মধ্যে গণ্য হইয়াছিল! আমার বৃদ্ধ পিতাকে বারাসত হইতে বিতাড়িত করিতে আমলা গণের মধ্যে একটি ষড়যন্ত্র হয়, পেস্কার সুখময় মিত্র তাহার একজন নেতা ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে, কায়স্থান্দোলনের জাতীয় সুখ-স্মৃতি বিজড়িত ফল স্বরূপ একটি একতা সূত্রে বঙ্গীয় কায়স্থগণ তৎকালে নিবদ্ধ হয়েন নাই, পক্ষান্তরে কায়স্থই কায়স্থের শত্রুতা খ্যাপনে মুক্তহস্ত ছিলেন। একটি সামান্য ঘটনায় চক্রান্তকারীদের মনোভিষ্ট পূর্ণ হইল।

তৎকালে আমার পিতা মহোদয় বারাসত জেলার খাতাঞ্চীর কার্য্য ও করিতেন, তাঁহার অধীনে ২ জন পোদ্দার ছিল। ২০০।২৫০ জন প্যায়াদা তাঁহার অধীনে কার্য্য করিত। একদা পূর্ব্বাহ্ন একাদশ ঘটিকার সময় জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট লকউড সাহেব কোষস্থিত ধন পরীক্ষা করিবার সময় একজনমাত্র পোদ্দার সিন্দুক হইতে টাকার তোড়া নামাইতেছিল, সাহেব বাহাদুর গণনাকার্য্যে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া পিতামহাশয়কে টাকার তোড়া নামাইতে আদেশ করিলেন। আমার পিতা কহিলেন তোড়া নামাইবার কার্য্য আমার নহে, পোদ্দার ও পেয়াদাগণই উহা করিয়া থাকে আমি ২।১ জন পেয়াদা ডাকিয়া আনিতেছি। ইহাতে সাহেব পুঙ্গব ক্রোধে অধীর হইয়া সম্মুখস্থ টেবিলে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন টাকার তোড়া তোমাকেই নামাইতে হইবে, আমার আদেশ প্রতিপালন না করিলে তোমার মঙ্গল হইবে না। পিতা মহোদয় অত্যন্ত অভিমানী ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া বলিয়া ফেলিলেন—তোমার অন্যায় হুকুম পালন করিতে আমি বাধ্য নহি। আমি তোমার কর্ম্ম এখনই এস্তেফা দিতেছি। পিতা ক্রোধভরে কম্পিত হস্তে সেই দণ্ডে সেই কোষাগার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া নিজহস্তে একখানি কর্ম্ম ত্যাগ পত্র (Resignation) লিখিয়া সাহেবের হস্তে দিলেন। সাহেব তাঁহার প্রিয় পেস্কার সুখময়কে নাজিরের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পিতামহাশয়কে বিদায় দিলেন। এই ঘটনাটি চকিতবৎ সম্পন্ন হইয়া গেল। ধনাগার হইতে বাহিরে আসিলে পিতার অধীনস্থ ব্যক্তি ও বন্ধুগণ বিশেষ দুর্য্যোধন বাবু

পিতামহোদয়কে নিন্দা করিতে লাগিলেন। তিনি তৎকালে বুঝিলেন যে হঠাৎ এই ভাবে ত্রিংশৎ বর্ষব্যাপী এই কার্য্যটি পরিত্যাগ করিয়া মাসিক ৫০।৶০ টাকার পেনসেন প্রাপ্তির আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল।

আমি সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র কলিকাতা হইতে বারাসতে আসিলাম। লকউড সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এস্তেফা খানি প্রত্যাখ্যান জন্য আবেদন করা হইল। সাহেব বাহাদুর তাহা নামঞ্জুর করিলে, ২৪ পরগণার কমিসনার সাহেবের নিকট উক্ত আদেশ রহিত জন্য আপীল করা হইল। ২।৩ মাস পরে এই আপীল ও নামঞ্জুর হইল। অর্থাভাবে বারাসতে বাস ও আমার অধ্যয়ন-ব্যয় সঙ্কুলন করা অসম্ভব হইল। এই বিপদের সময় শ্রীরাধানাথের কৃপায় কাঁচিয়ালহ নিবাসী মহেশচন্দ্র বসু মজুমদার মহাশয় যিনি তৎকালে বারাসতে কোতয়ালী থানার দারগা ছিলেন, আমাকে মাসিক ১০৲ টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পারিবারিক শিক্ষকতার (Private tutor) কার্য্য করিয়া ৫।৬ টাকা মাসে উপার্জ্জন করিতাম।

বন্ধুগণের পরামর্শে, মাজিষ্ট্রেট ও কমিশনারের আদেশ ও পিতার কর্ম্মত্যাগপত্র ইত্যাদির নকল লইয়া আমরা বোর্ডে আপীল করিতে মাননীয় ইডেন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বলিলেন যে আপীল করিলে মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে। বোর্ডের আপীস গৃহে বসিয়া সেইদিন ষ্টাম্পে আপীলের হেতুবাদ আমি লিখিয়া দিলাম। এই অপূর্ব্ব হেতুবাদটি সাহেব মহাত্মা নিজে আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। দাখিল হইবার দশদিন পরে মীমাংসার দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। নথি পত্র উভয় আদালত হইতে তলব হইল। নির্দ্দিষ্ট দিবসে পূর্ব্বাহ্ণ দশ ঘটিকার সময়ে বোর্ডে উপস্থিত হইলাম। একাদশ ঘটিকার সময় ইডেন সাহেব আমাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"এই বোর্ডের মেম্বর দ্বয়, একের পর অপরে, তোমার পিতার আপীল বিচার করিবেন, তোমাদের উকীল দিবার আবশ্যক নাই, ডাক পড়িলেই আমাকে সংবাদ দিবে"। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় পিতার ডাক পড়িলে বড় মেম্বরের (Senior member) গৃহে তাঁহাকে লইয়া গেল, আমিও তৎক্ষণাৎ সংবাদটি ইডেন সাহেবকে জ্ঞাপন করিলাম। ক্ষণকাল পরে দেখিলাম সুদীর্ঘ, প্রিয়-দর্শন যুবাপুরুষ ইডেন সাহেব মহাত্মা ধীরে ধীরে উক্ত মেম্বরের গৃহে প্রবেশ করিলেন। ৫।৬ মিনিট পরে উক্ত সাহেব মহাত্মা আমার নিকট আসিয়া বলিলেন—"এই মেম্বরের মতে তোমার পিতা কর্ম্ম পাইয়াছেন, দ্বিতীয় মেম্বরের কক্ষে ডাক হইলে আমাকে সংবাদ দিবে।" তাহাই করা হইল, দ্বিতীয় মেম্বরের ও উক্ত অভিমত হইল। "আদেশ প্রাপ্তির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আবেদন কারীকে পুনঃ তাহার পদে নিযুক্ত করিবে এবং যেতিন মাস সময় কর্ম্মচ্যুতছিলেন তাহার সম্পুর্ণ বেতন তাহাকে দিতে হইবে।" এই আদেশটি পিতার হস্তে প্রদান করিয়া সাহেব বাহাদুর আমাদের বিদায় দিলেন বলিলেন—তুমি আর বিলম্ব না করিয়া পেনসিয়নের দরখাস্ত করিবে এবং তোমার পুত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রদান করিবে। আমার পিতা সাশ্রু নয়নে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত বলিলেন—পূর্ব্বজন্মে আপনি

আমার পিতা ছিলেন,নচেৎ এ প্রকার উপকার কি মানুষ মানুষকে কখনও করিয়া থাকে? পরদিন পিতার কার্য্যে তিনি পুনঃ নিযুক্ত হইলেন। কিছুদিন পরে লেকৃউড সাহেব অপমানে ম্রিয়মান হইয়া বারাসত ত্যাগ করিলেন, পিতাও পেন্‌সিয়নের আবেদন করিলেন।

বারাসতে অবস্থান কালে মধ্যে মধ্যে আমার গর্ভধারিণী মাতা মাহেশ হইতে আসিয়া আমাকে দেখিতেন। একদা বোধ বোধ হয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে আমার পিতা হরিহর রুদ্র মহাশয় সহসা বারাসতে আসিলেন। দর্শনমাত্রেই আমি তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে কোলে করিয়া বসিলেন ও আমার অধ্যয়ন সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিলেন। সেই দিন রাত্রিতে আমি পিতার সহিত এক বিছানায় শয়ন করিলাম। অধ্যয়নে যে উন্নতি করিয়াছি তাহা তাঁহাকে বলিলাম, আমার বোধ হইল তিনি কাঁদিতেছেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—না আমি কাঁদিনাই, তুমি ঘুমাও। পরদিন আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমার বোধ হইল দত্তক দেওয়া তাঁহার মনে বেদনার প্রধান কারণ। ইহার পর আমি আর তাঁহাকে দেখি নাই, ইহাই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ, কারণ এই ঘটনার এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার মৃত্যুহয়।

কৈশোরজীবনান্তে যখন বারাসত পরিত্যাগ করি, তখন মনে করিয়াছিলাম, এই সুন্দর স্থান-হইতে আমার জীবন চির-বিচ্ছিন্ন হইল। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্য প্রকার, পাঠক দেখিবেন যে পর জীবনে এই বিভাগের কর্ত্তৃত্বপদে আমি প্রায় তিন বৎসর কাল অভিষিক্ত ছিলাম। বাল্যকালে বারাসত আমার নিকট পরম রমণীয় প্রকৃতির লীলানিকেতন বলিয়া প্রতিভাত হইত। ইহার বিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তর, সচ্ছস্ফটিক জলপূর্ণ সোপান নিবদ্ধ পুষ্করিণী নিচয়, সুদীর্ঘ বৃক্ষশ্রেণী সমাকীর্ণ রাজপথ, সুনির্ম্মল আকাশ এবং ষড় ঋতুর বিমল আবর্ত্তন আমার চক্ষে তৎকালে পরম রমণীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইত। সর্ব্বাপেক্ষা আমি বারাসাতের বাদাম গোলাপ ফুল ও ছানাবড়া বড় ভাল বাসিতাম। বাল্যকাল হইতে আমরা জানিতাম যে কৃষ্ণনগর সর, ও বারাসত ছানার জন্য বিখ্যাত প্রায় ১০।১২ বিঘা বিস্তৃত প্রাঙ্গণ মধ্যে বারাসতের দ্বিতল বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার একদেশে প্রধান শিক্ষকের আবাসগৃহ ও অপরদেশে বালকদিগের বাসগৃহ (Boarding) ও একটি সুন্দর পুষ্করিণী ছিল! সমস্ত প্রাঙ্গণভূমি ফুল-ফল বৃক্ষে সমাকীর্ণ। অতি প্রাচীন কয়েকটি বাদামের বৃক্ষে অনেক বাদাম ধরিত, আমরা পাড়িয়া তাহার শাঁশ খাইতাম। গোলাপ ফুলে প্রাঙ্গণভূমি সমাকীর্ণ ছিল। ছাত্র নিবাসে প্রায় ১০।১২ জন হিন্দুছাত্র থাকিত, দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয় ইহার কর্ত্তৃত্ব করিতেন।

পরাধীন অবস্থায় বড় বাজারে আমার বাস কিয়দ্দিবস অন্তে বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। যে তিনটি বালকের শিক্ষকতা কার্য্যে আমি নিযুক্ত ছিলাম,তাহারা কেহই আমাকে শিক্ষক বলিয়া মান্য করিত না। কমিসারিয়াট বিভাগে ঔষধের যোগান দিয়া এই ঘোষ-পরিবার

অতুল ধন সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াছিলেন। বালক তিনটি ও ধনাভিমানে স্ফীত, সর্ব্বদাই আমাকে নানাবিধ যন্ত্রণা দিত। কলেজের প্রথম বর্ষ এই ভাবেই অতিবাহিত হইল। দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নের ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া বাটীতে আমার পিতার নিকট লিখিলাম। ইতি মধ্যে তিনিও মাসিক ৫২৷৷০টাকা পেনসেন গ্রহণ করিয়া বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি আমাকে মাসিক ২০টাকা দিবেন বলিয়া পত্র লিখিলেন আমি শুভদিনে বড় বাজারের গৃহ ত্যাগ করিয়া ঠন্ঠনীয়াতে ফুকনের (গ) হোষ্টেলে মাসিক ১০৲ টাকায় দ্বিতলের একটি ক্ষুদ্র কুঠুরির অর্দ্ধাংশে স্বাধীন ভাবে ও পরম সুখে বাস করিতে লাগিলাম। আমাদের হোষ্টেলের নিকট জনৈক ধনবান্ মোমবাতী প্রস্তুত কারীর (Candle-maker) বালক দ্বয়ের শিক্ষকতা কার্য্যে মাসিক ৮৲ বেতনে নিযুক্ত হইলাম। এই প্রকারে আমার মাসিক আয় ২৮৲ হইল। ক্রমশঃ

সম্পাদক।

(গ) আসাম দেশীয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের উপাধি।

গ্রহণ ও বর্জ্জন।

গ্রহণ ও বর্জ্জন জগতের সনাতন নিয়ম। জীব-জগৎ বিশেষ ভাবে সেই শাশ্বত বিধির অধীন। গ্রহণ-বর্জ্জন ব্যতীত জীব-জগতের অস্তিত্ব অসম্ভব। যে মুহূর্ত্তে জীব গ্রহণ-বর্জ্জন শক্তি হারায়, তন্মুহূর্ত্তেই তাহার জীব-লীলা শেষ হইয়া যায়। যত দীন জীবের জীবত্ব থাকে, সে কতকগুলি গ্রহণ করিয়া, কতকগুলি বর্জ্জন করিয়া গ্রহণ-বর্জ্জনের মধ্য-দিয়া, আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া আত্ম-বিকাশে সমর্থ হয়। গ্রহণ-বর্জ্জন ভিন্ন আত্ম-প্রকটনের অন্য কোন বর্ম্ম বিদ্যমান দৃষ্ট হয় না। জীব ইহা জানুক বা না জানুক সে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ-বর্জ্জন বিধির অধীন হইয়া চলিয়াছে, চলিতেছে, চলিবে। জীব জীবনের স্থিতি গতি, সৃষ্টি পুষ্টি, গ্রহণ-বর্জ্জন-নীতির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। আমরা, যে শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়াগুণে জীবিত রহিয়াছি, তাহাও গ্রহণ ও বর্জ্জন। এক জাতীয় বায়ু (অম্লজান) গ্রহণকরা হইতেছে, অপর জাতীয় বায়ু (অঙ্গারক) পরিবর্জ্জন করা হইতেছে। শুধু গ্রহণ করিলে জীবন থাকে না, পক্ষান্তরে কেবল বর্জ্জন ফলেও জীবন রক্ষিত হইতে পারে না। গ্রহণ ও বর্জ্জন উভয়ই আবশ্যক। আবশ্যক কি, ইহা সুনি-

শ্চিত যে, কিছু পরিগ্রহ করিলে, কিছু পরিবর্জ্জন করিতেই হইবে! তদ্ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। আমরা নানাবিধ আহার্য্য গ্রহণ করিয়া নানাভাবে ক্ষয়িত দেহের অভাব পূরণ করিতেছি, আবার পুরীষমূত্র ও ঘর্ম্মরূপে সেই ভুক্তদ্রব্যের কিয়দংশ পরিহার করিয়া দৈহিক স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখিতেছি। ভোজ্য বস্তু সম্বন্ধেও দেশ-কাল-অবস্থা ভেদে, প্রকার ভেদ করতঃ অপরিহার্য্যরূপে গ্রহণ-বর্জ্জন রীতির অনুসরণ করিতেছি। কত চিরাভ্যস্ত প্রিয়তম উপাদেয় খাদ্য পরিহার করা হইতেছে—কত অপ্রিয় অনভ্যস্ত ভোজ্য অনিচ্ছায় গলাধঃকরণ করা যাইতেছে। জীবের এমন শক্তি নাই, এ রীতি-শাসন লঙ্ঘন করে। আহার বিষয়ে একথা যেমন সত্য, পরিচ্ছদ সম্পর্কেও ইহার যাথার্থ্যের কোনরূপ অপচয় ঘটে নাই। মানবজাতি বন্যাবস্থা হইতে বর্ত্তমান সভ্যাবস্থায় উপস্থিত হইবার পথে, কতবার কত বিভিন্নরূপ পরিচ্ছদ আদরে অঙ্গে ধারণ করিয়াছে—অনাদরে কত বসন-ভূষণ গাত্র হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সহজ না হইলেও যুক্তি-দর্পণে ঐ সত্য প্রতিফলিত হইবার পক্ষে কোন বাধা লক্ষিত হয় না। আজও দেশে দেশে জাতি বিশেষে কত নব-নব বস্ত্রাভরণ গৃহীত ও পুরাতন পরিত্যক্ত হইতেছে, তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিবৃন্দেরই প্রত্যক্ষীভূত। অন্যদেশের কথা না তুলিয়া যদি একমাত্র অস্মদ্দেশের পোষাকাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করা যায়, তবে কি, আমরা উপলব্ধি [illegible]তে পারিনা, যে কিরূপ পরিগ্রহ-পরিহারের অভ্যন্তর দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছি? আর্য্যজাতির জাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুসলমান প্রভাবে আমরা কি মুসলমানের শ্রদ্ধেয় পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া গৌরব বোধ করিনাই? সম্প্রতি মুসলমানের পরিচ্ছদ-বাক্স বন্ধ করিয়া শক্তিশালী-পাশ্চাত্য-জাতীর পরিচ্ছদে অঙ্গাচ্ছাদন করিয়া ধন্য হইবার আশা কি আমাদের অনেকের হৃদয়ে জাগে নাই? এবং সেই ইচ্ছা কতকাংশে কি সফলতা লাভ করিতে অসমর্থ হইয়াছে? ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিলেও আমরা ইহাই দেখিতে পাই, পূর্ব্ববর্ত্তীদের কত সাধনার কত আদরের ভাষা পরিত্যাগ করিয়া ধীরে-ধীরে আমরা বর্ত্তমান সৌষ্ঠবশালিনী ভাষার অধিকারী হইয়াছি এবং উত্তরোত্তর যে কত ভাব ও শব্দ পরিগ্রহণ ও পরিবর্জ্জন পুরঃসর ভাষার পরিণতি সংসাধিত করিতে হইবে, তাহা অননুমেয়। আমাদের কেহ যদি ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে প্রয়াসী হয়েন, তবে কি তাঁহাকে কপটতাময় সাংসারিকজীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে না? ইহা সকলেরই সুবিদিত, সংসারের স্বার্থ বিজড়িত ভাব যতক্ষণ হৃদয় জুড়িয়া থাকিবে, ততক্ষণ ধর্ম্মের নিষ্কপট সদানন্দময়ভাব মানসমন্দিরের দ্বারদেশেও আগমন করিবে না। তবেই একের গ্রহণে অন্যের বর্জ্জন স্বতঃসিদ্ধ। আমরা কি ইহা অনুভব করিতেছি না, যে ক্রীড়াকৌতুকে, আদর আপ্যায়নে ও পূর্ব্ব-রীতির অনেকটা পরিবর্ত্তন না করিয়া পারিতেছিনা। নূতনের প্রতাপে আত্মহারা হইয়া তদনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছি—না চলিয়া স্থির থাকার শক্তিও নাই। আর বিস্তারিত করা নিষ্প্রয়োজন। এ যাথার্থ্য অস্পষ্ট নহে—যে ধর্ম্মে কর্ম্মে ভাবে ভাষায়, আহারে বিহারে,

লোকব্যবহারে,বিলাস-ব্যসনে, শিক্ষায় দীক্ষায়, ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক বিষয়েই নিয়ত গ্রহণ-বর্জ্জন চলিতেছে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, তাহার বিরাম নাই।

ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় কালের দুর্দ্দমনীয়া শক্তিতে প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজ নির্ব্বিচারে কি রূপে কত পুরাতন ভাব ও ভাষা, পুরাতন আহার্য্য ও আচার প্রণালী,প্রাচীনকালের কত বস্ত্রালঙ্কার পরিবর্জ্জন করিয়া তৎস্থলে নূতনের স্থান করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছে। এ গ্রহণ বর্জ্জন রীতি উল্লঙ্ঘন করিতে মানব কেন বুঝি বা জীবনী শক্তি সমন্বিত কেহই পারগ নহে। তরুলতার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের পুরাতন পত্র পরিত্যক্ত হইতেছে, তৎস্থলে নূতন পত্রোদ্গম হইয়া সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে। পুরাতন বন্ধন ঝরিয়া পড়িতেছে নূতন তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। পশু-পক্ষী সরীসৃপ, নিকয় ও রূপান্তরিত না হইয়া পারিতেছে না, এক অবস্থা পরিবর্জ্জিত হইয়া অপরবিধ অবস্থা গৃহীত হওয়া ভিন্ন রূপান্তরের অন্য কোন অর্থ নাই ইহা কে না জানেন? কীট পতঙ্গের মধ্যেও এই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, তাহারাও গ্রহণ বর্জ্জন ধর্ম্মের বহির্ভূত নহে। যখন দেখিবে কোন কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তখনই অনুমান করিতে পার তাহা গ্রহণ বর্জ্জন ধর্ম্মাক্রান্ত। যাহা গ্রহণ বর্জ্জন ধর্ম্মের অধীন নহে, তাহা অপরিবর্ত্তনীয় ও অবিনাশী। বোধ হয় এত ক্ষণে আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলাম, যে গ্রহণ বর্জ্জন নীতি, মূর্ত্তিধারী প্রত্যেকেরই অস্তিত্বের একমাত্র সম্বল। তবেই এ তত্ত্ব আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে—ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিতে, ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুট করিতে, যেমন গ্রহণ বর্জ্জন রীতিই আমাদের অবলম্বনীয়, সমাজকে জীবিত রাখিতে, সমাজিকতা বিকাশ করিতেও তেমনই আমরা গ্রহণ বর্জ্জন ধর্ম্মের অনধীন হইয়া সফলতা লাভে সমর্থ নহি। যে সমাজ শুধু গ্রহণ করে বর্জ্জন করে না, অথবা বর্জ্জন করে গ্রহণ করে না, সেই অস্বাভাবিক পীড়িত সমাজ জগতের বক্ষে অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারে না। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় যতদিন জীবিত থাকে, লোকের ঘৃণা উদ্রেক করে মাত্র। আর এরূপ হওয়াও অসম্ভব, কেন না যে গ্রহণ করে, তাহাকে বর্জ্জন করিতেই হয়। যে বর্জ্জন করে, সে কিছু গ্রহণ না করিয়াই পারে না। ইহা জীবিতের ধর্ম্ম, মৃতের ধর্ম্ম উহার বিপরীত, সে এমন কিছু গ্রহণ ও করে না, বর্জ্জনও করে না যাহা তাহাকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে। আমাদের বর্ত্তমান সমাজ প্রসঙ্গ তুলিলে তাহা মৃত কি জীবিত কিরূপ আখ্যা লাভ করিবার যোগ্য, তাহাই আলোচ্য। আমাদের সমাজ যে মৃত নহে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, কেননা তাহার বর্জ্জন প্রকৃতির পরিচয় কাহারই অপরিজ্ঞাত নহে। বর্জ্জন করিতে তাহার বড়ই উৎসাহ,পান হইতে চুন খসিলেই, সমাজ খড়্গ হস্তে তাহার হৃদয়-কৌস্তভকেও গণ্ডীর বাহিরে থাকিতে আদেশ করে—রোষ-কষায়িত নয়নে করুণা বর্জ্জিত দৃষ্টিক্ষেপে আপনার হৃদপিণ্ড নির্ম্মম করে কর্ত্তিত করিয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বাহাদুরী দেখায়! সমাজ স্বীয় পবিত্রতাও উচ্চাদর্শ রক্ষা করিবার দোহাই দিয়া যে বর্জ্জন নীতির আশ্রয় গ্রহণ

করিয়াছে, তাহাতে তাহার কলেবর যে ক্ষীণ হইতেছে, দৈহিক লাবণ্য তিরোহিত হইতেছে, তাহার হৃদয় বলশূন্য ও মহত্ব বিহীন হইয়া মনুষ্য সমাজ নামের যোগ্যতা লাভে বঞ্চিত হইতেছে, এ জ্ঞান তাহার মনে একটিবার ও উন্মেষিত হইতেছে না। না হইবারই কথা, সে জীবিত লক্ষণাক্রান্ত হইলেও নীরোগ নহে। সর্ব্বাঙ্গে তাহার অস্বাস্থ্যের চিহ্ন অবলোকিত হইতেছে। তাহার রুগ্নদেহ ও বিকৃত মন নিরীক্ষণ করিলে ইহাই প্রতীতি জন্মে যে, সে দৈহিক ও মানসিক পরিপুষ্টির উপযোগী উপাদান গ্রহণ শক্তি বঞ্চিত হইয়া জীবন্মৃতবৎ ভারতে অবস্থান করিতেছে। গ্রহণশক্তি একেবারে তাহার বিনষ্ট হয় নাই, হইতেও পারে না; যেহেতু বর্জ্জন শক্তি অনুভূত হইলে গ্রহণশক্তি ও অবিরোধে অঙ্গীকৃত হইতে পারে। অধুনাতন হিন্দু সমাজ চিরাভ্যস্ত অস্বাস্থ্যকর পুরাতন খাদ্য গ্রহণেই সন্তুষ্ট আছে। বর্ত্তমান দৈহিক অবস্থার উপযুক্ত আহার গ্রহণে তাহার অরুচি। ইহা তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার ফল ভিন্ন আর কি হইতে পারে। ক্রমে ক্রমে আমাদের সমাজ-দেহ যে ব্যাধির তাড়নায় ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে, মৃত্যুমুখে আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা কি আজও সমাজের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া উহাকে প্রবুদ্ধ করিতেছে না?

এখনও সময় আছে, এখনও ব্যাধিগ্রস্তদেহ ও মন সুস্থতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। গ্রহণ-বর্জ্জন আমাদের চির সহচর। উভয়ের সাহায্যে কোন্ অনুন্নত সমাজ অপূর্ব্ব শ্রীলাভে কৃতকার্য্য হয় নাই? আমাদের সমাজের সমুন্নতি ও গ্রহণ-বর্জ্জন নীতির সঙ্গত সাহায্য ভিন্ন হইতে পারে না। এখনও সমাজ গ্রহণ করিতেছে, বর্জ্জন করিতেছে সত্যবটে, কিন্তু গ্রহণ করিতেছে অপুষ্টিকর খাদ্য, বর্জ্জন করিতেছে স্বাস্থ্যের অনুকূল উপকরণ। তাহাতেই সমাজ দিনে দিনে জীর্ণা শীর্ণা ও মলিনা আকৃতি ধারণ করিয়া চিন্তাশীলের প্রাণে বেদনার সঞ্চার করিতেছে. পূর্ণ সুস্থতা অভিলষিত হইলে, সমাজকে অবিমৃষ্যকারিতা বশে যাহা তাহা গ্রহণ ও বর্জ্জন করিলে চলিবে না। কুসংস্কারের দাস না হইয়া বিচক্ষণতার সহিত যে কোন উপাদান (ভাব ভাষা লোকব্যবহার ইত্যাদি) সমাজের পরিপুষ্টিকর সহায়ক তাহাই গ্রহণ করিবে। যে কোন বিষয় সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার অনুপযোগী তাহা যতই প্রচলিত আদৃত হউক না কেন, সৎসাহসের সহিত তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে। তবেই সমাজ পুনর্ব্বার নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবে, নচেৎ আজ হউক কাল হউক রুগ্নদেহ ধ্বংস মুখে প্রবিষ্ট হইবেই। দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের এই সকল উক্তি বিশদীকৃত করা যাইতে পারে। মনে করুন, দেশের কতিপয় সুসন্তান উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিলেন, ভাব সম্পদে দেশকে সম্পন্ন করিবার উপাদান সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, কোথায় তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবে,—না শাস্ত্রের পুরাতন কীটদষ্ট পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দ্বদশটা শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাঁহাদিগকে সমাজহইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। বড়ই আক্ষেপের বিষয় তাঁহারা সমাজ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত না হওয়ায় সমাজের সুষমা ও আভ্যান্তরীন শক্তি যে প্রচুর পরিমাণে

বিনষ্ট হইল তাহা সমাজ ভাবিল না। যাঁহারা সমাজের কণ্ঠহারের সমুজ্জ্বল মণির ন্যায় শোভা পাইতেন, তাঁহারা নির্ব্বিচারে পরিত্যক্ত হইলেন, পক্ষান্তরে অসংখ্য ভণ্ড, ষণ্ড, কুষ্মাণ্ড, সমাজ বক্ষ কলঙ্কিত করিয়াও নিরুদ্বেগে সমাজে অবস্থান করিতে কোন রূপ প্রতিবন্ধকতার স্বাদ লাভ করিতেছে না। কোন সতীনারী পাপিষ্ঠের কবলে পড়িয়া, প্রাণপণ করিয়াও সতীত্ব রক্ষা করিতে পারিল না, সমাজ নির্ম্মম হৃদয়ে তাহাকে বর্জ্জন করিল। সমাজ তাহার হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখিল না। তাহার নির-পরাধিতা বুঝিয়াও বুঝিল না; অভাগিনী সমাজচ্যুত হইয়া নিরাশ্রয়ে যে সতীত্ব রক্ষা কল্পে প্রাণপাতের উদ্যম দেখাইয়াছিল, সেই অমূল্য সতীত্ব রত্ন সমাজের উদারতা ফলে বাজারে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল। বর্জ্জনে রমণী মরিল—সমাজ কি মরিল না? নিশ্চয়ই। বাল্য বিবাহ ও বিবাহে পণ গ্রহণ প্রথা সমাজ পরিবর্জ্জন করিতে কি আগ্রহ প্রদর্শন করি-তেছে না, উহার ভয়ঙ্কর কুফল প্রত্যক্ষ করিয়াও নীরবে কেন স্থানুর ন্যায় স্থির রহিয়াছে? সমাজ যে মাননীয় শাস্ত্রের আদেশ উদ্ধৃত করত প্রতি কথায় প্রাচীন প্রথা সমর্থন করিতেছে এ ক্ষেত্রে সেই শাস্ত্রীয় বাক্যের ও মর্য্যাদা সুর-ক্ষিত হইতেছে না। অন্যের সাহায্য-নিরপেক্ষ অন্ধের ন্যায় বিপথে গমন করত পদস্খলিত হইয়া হস্ত পদ ভঙ্গ করিয়া চলচ্ছক্তি রহিত হইতেছে, তথাপি অভ্যস্ত কুপ্রথার প্রেমালিঙ্গন অপ্রার্থনীয় মনে করিতেছে না। সমাজের কি অকল্যাণ সংসাধিত হইতেছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তির অবিজ্ঞাত নহে। যাহা বর্জ্জনের যোগ্য তাহা গৃহীত হইতেছে, যাহা গ্রহণের উপযোগী তাহা পরিবর্জ্জিত হইতেছে। ইদানীং সমাজ এই বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে অকুণ্ঠিত। আমাদের বর্ত্তমান রুগ্ন সমাজের বর্ত্তমান প্রতিজ্ঞা,—"যাহা আছে তাহাই থাকিবে নূতন কিছুই গৃহীত হইবে না, পরন্তু চির-প্রচলিত প্রথা যতই অপকারী হউক কেহ লঙ্ঘন করিলে, তাহাকে পরিহার করিতে হইবে" এরূপ অযৌক্তিক প্রতিজ্ঞা যে কখনই কোন সমাজ পালন করিতে পারে নাই, পারা অসম্ভব, তাহা আমাদের সমাজ উপলব্ধি করেতেই চাহে না। সমাজ চাহিয়া দেখিলে দেখিতে পারে, তাহার অলক্ষিতে কত নবপ্রথা, কত নবভাব, কত নবীন-চিন্তা-তরঙ্গ পুরাতনকে বিদায় দিয়া তাহার ক্ষীণ কলেবরে আশ্রয় লাভ করিতেছে। গ্রহণ বর্জ্জনের অপ্রতিহত শক্তির অনধীন হইয়া আমরা জীবিত থাকিব, কান্তিমান হইব, এরূপ প্রতিজ্ঞা কোনও সমাজের পক্ষে পূর্ণ হওয়া সম্ভাবনীয় নহে। এরূপ প্রতিজ্ঞা কাণ্ড-জ্ঞানহীনেরই শোভা পায়। সমাজের শীর্ষ-স্থনীয় ব্রাহ্মণগণ যদি মহাভারতীয় যুগের সমাজ বিশ্লেষণ করেন, তাহা হইলে স্পষ্টই তাঁহাদের প্রতীতি হইতে পারে তখনকার সমাজ, গ্রহণ বর্জ্জন বিষয়ে কিরূপ চিন্তার ও নির্ব্বাচনী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। আজ যে সব প্রথার নাম শুনিলে আমরা শিহরিয়া উঠি, সে যুগে সে সব প্রথা সমাজের উপযোগী বোধে সমাজ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। ক্ষেত্রজ, কানীন, কুণ্ড, গোলক (ক) প্রভৃতি নিন্দিত পুত্রেরাও দায়াদ

(ক) ক্ষেত্রজ-নিজস্ত্রীতে অন্য পুরুষদ্বারা উৎপাদিত পুত্র। কানীন-কুমারীর গর্ভজাত পুত্র।

রূপে গণ্য হইত। আর সেই সব ক্ষেত্রজ কানীন পুত্রের মধ্যেই যুধিষ্ঠীর কর্ণাদির মত মহাবীর্য্যবান্ চরিত্রাদর্শ মহাপুরুষ গণকে সমাজ পাইয়াছিল। আজ ও জগত তাঁহাদের পূত চরিত্রের দ্যুতিতে উজ্জ্বলিত হইয়া রহিয়াছে। কেহ মনে করিবেন না আমরা বর্ত্তমান সমাজে ব্যভিচার-স্রোত প্রবাহিত করণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি। আমাদের উদ্দেশ্য তাহা নহে, আমাদের উদ্দেশ্য তথনকার সমাজের উপযোগী যাহা সমাজ তাহা গ্রহণ করিয়া বলীয়ান্ হইয়াছিল, এখনকার যাহা উপযোগী এখনকার সমাজ তাহা গ্রহণ ও অনুপযোগী যাহা তাহা পরিহার করিয়া স্বাস্থ্য শান্তি লাভ করিবেন। গোঁড়ামিও ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া জলাতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় নূতন কিছু দর্শন করিলেই চমকিয়া উঠা সমাজের পক্ষে কখনই আশাপ্রদ নহে। গ্রহণ বর্জ্জনের নির্ব্বাচনী শক্তি না জন্মিলে কি ব্যক্তি, কি সমাজ কেহই অকাল মৃত্যুর কবলমুক্ত হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে সক্ষম হয় না। আমাদের সমাজের বক্ষে এই মহা-সত্য অঙ্কিত করিয়া রাখা অতীব প্রয়োজন। শ্রীভগবান্ আমাদের সহায় হউন, আমাদের সমাজ বিবেক সম্পন্ন হইয়া গ্রহণ বর্জ্জনের নির্ব্বাচনী শক্তির অনুকূলতায় আপনার স্খলিত স্বাস্থ্য কান্তি ও শান্তি ফিরিয়া পাউক, পৃথিবী বক্ষ আমাদের প্রতিভায় ও মহিমায় উদ্ভাসিত হউক, মনুষ্য নাম আমাদের সার্থক হউক। (খ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

কুণ্ড—স্বামী বিদ্যমানে উপপতিজাত পুত্র। গোলক—স্বামী অবিদ্যমানে উপপতিজাত পুত্র।

সম্পাদক।

(খ) গ্রহণ-বর্জ্জন একটী মৌলিক প্রবন্ধ। ইহাতে লেখক চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহা চর্ব্বিত-চর্ব্বণ নহে, ইতিপূর্ব্বে আর কেহ এই বিষয় লিখিয়াছেন কিনা জানি না। পরিবর্ত্তন কালের চির-সহায়, গ্রহণ-বর্জ্জন পরিবর্ত্তনের চির-সখা। বর্ত্তমান বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে শূদ্রাচার বর্জ্জন, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম গ্রহণ, দৈবায়ত্ব আভিজাত্যাভিমান ত্যাগ ও স্বজাতি প্রবণতা গ্রহণ, শ্রেণীবিভাগ বর্জ্জন করত, সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ জাতীর একত্ব বিধান ইত্যাদি গ্রহণ বর্জ্জন করিতে হইবে। তবেই আমরা মনুষ্য নামের অধিকারী হইব। কতকগুলি শিক্ষিত কায়স্থ মহাপুরুষগণ বলিয়া থাকেন—"ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের উপকারিতা কি, গুণকর্ম্মে যদি কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইল তবে বাহিক চিহ্নের প্রয়োজন কি?" যদি কায়স্থেতর জাতি কর্ত্তৃক বঙ্গীয় কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগৃহীত হইতেন, তবে সূত্রের প্রয়োজন ছিলনা কিন্তু সমাজে আমরা শূদ্র বলিয়া অবিজ্ঞাত, ক্ষত্রিয়ের ব্রহ্মচর্য্যাদি, বেদাধ্যয়নাদি, উপাসনাদি, এবং সংস্কারাদি, হইতে দূরে অবস্থিত। কায়স্থসমাজের আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ (Ideals) উচ্চে স্থাপিত করিতে হইলে বালককালে উপনয়ন গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। এই উপনয়ন ভিন্ন আমাদের শিক্ষা দীক্ষা বিপথে বিচরণ করিবে। একটী একতম, অখণ্ড ক্ষত্রিয় জাতিতে যদি পরিণত হইতে আমরা ইচ্ছাকরি সমস্ত কায়স্থ গণকে উপনীত হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্মমতের বৈষম্য ভাব থাকিলে ও বালক কি বৃদ্ধ কালে উপনীত হওয়ার কোন ও প্রতিবন্ধকতা নাই। আসুন কায়স্থ ভ্রাতৃগণ! আমরা সকলেই এক চিহ্ন ধারণ অর্থাৎ যজ্ঞোপবিত গ্রহণ ও প্রণব সহিত গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একটী বিশাল বিরাট জাতিতে পরিণত হই।

সম্পাদক।

কবিতাগুচ্ছ।

সেইমুখখানি। ১।

ভুলিতে পারিনা আমি সেই মুখখানি,
আহারে বিহারে সদা,
সেই মুখ প্রাণে গাঁথা,
স্বপনে ঘুমের ঘোরে সে চারু-হাসিনী
তুষিতে এ অভাগারে,
আসে যেন প্রেমভরে,
আঁধারে যেন রে শশী লাবণ্যের খনি,
ভুলিতে পারিনা আমি সেই মুখখানি।

(২)

কেমনে ভুলিব আমি সেই মুখখানি ?
এখন (ও) মলয় বয়
কোকিল কাকলী গায়,
সরসী-সলিলে দেখি বিকচ নলিনী।
হাসে গুল্ম তরুলতা,
আসে অলি পুষ্প যথা,
রবিকর-স্নেহে রহে দূরে তরঙ্গিণী
কেমনে ভুলিব অহো ! সেই মুখখানি।

(৩)

কিরূপে ভুলিব আমি সেই মুখখানি ?
শারদ নির্ম্মলাকাশে,
পুনঃ সে সুধাংশু হাসে,
পুনঃ দেখি (কুমুদিনী) সরঃ-সুশোভিনী।
গাইছে বিহঙ্গদলে,
নাচিছে তমাল তলে
তেমনি মধুরে পুনঃ খঞ্জন খঞ্জনী।
বাণ-বিদ্ধ মৃগপ্রায়,
আমি হতভাগা হায় !
জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি দিবস রজনী।

(৪)

পারিনা ভুলিতে আমি সেই মুখখানি,
আপনীত অন্ধকারে,
চেয়ে দেখি নীলাম্বরে,
শোভিছে চন্দ্রমা, শোভে তারা কিরীটিনী।
দারুণ দুরাশাঝড়,
তাই বহে নিরন্তর,
নিবিলে জীবন-দীপ আমিও এমনি
দীনেশের কৃপাবরে,
দেখিব নয়ন-ভ'রে,
সেই চন্দ্রানন, সুখে মিলিব তখনি,
কেনরে ভুলিব তবে সেই মুখখানি ?

—*—

উচ্ছ্বাস। ২।

উষা আসে নিশা শেষে,
চন্দ্রমা সায়াহ্নে হাসে,
নিদাঘে মলয়বায়ু হয় বহমান !
এইরূপে এধরায়
সুখ আসে দুঃখ যায়,

সুখের আশায় বিশ্বে ধরে সবে প্রাণ,
সুখাভাবে জীবকুল হয় ম্রিয়মান।

(২)

জনম অবধি যত,
দুঃখরাশি শত শত,
শত রাবণের চিতা করিছে দহন,
শৈশবে হারায়ে মাতা,
যৌবনে হারায়ে পিতা,
এবে হারালেম পত্নী অমূল্যরতন,
এ সংসারে অশ্রুলয়ে কাটানু জীবন।

(৩)

এত কষ্টে নাহি মরি,
শুধু হাহুতাশ করি,
তবুও এ সংসারের রয়েছে কামনা,
নিতি নিতি স্বীয় প্রাণ,
করিতেছি বলিদান,
জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি ভুলিয়া যাতনা,
কি সুখের আশে হায়! সহি এ বেদনা?

(৪)

সকলেই হাসে খেলে,
সকলের মর্ম্ম স্থলে,
সুখ শান্তি আছে, আছে আশা আকিঞ্চন,
আমার অন্তরে কেন
জ্বলিবে অনল হেন?
একে একে আসে কেন দুঃখ অগণন
কে হেন দুঃখার্ত্ত হায়! আমায় মতন?

(৫)

তুচ্ছ ক্রীড়নক ল'য়ে,
ছিলাম সংসারে ভুলে,
একে একে হারায়েছি সকলই আমার,
পত্নী, পিতা, কন্যা, মাতা,
সকলই নিয়াছে ত্রাতা,
গ্রন্থিযুক্ত ছিন্নসূত্রে কিহ'বে আমার,
মর্ম্মন্তুদ জ্বালারাশি ঘুচিবে কি আর?

(৬)

বড় দুঃখে ডাকি আমি,
তোমারে অন্তর-যামি,
অগতির গতি প্রভো পতিত পাবন।
তুমি ত করুণাসিন্ধু
সে দয়ার এক বিন্দু,
কতদিনে পাব দেব দয়ার নিদান
মিটিবে কি আশা বিভো জুড়াবে কি প্রাণ?

—:০:—

আত্মসমর্পণ। ৩।

পাপ আঁখি মোর অন্ধ করিয়া
হরে'লও মোরদৃষ্টি,
নিবে যাক্ মোর নয়নের আলো
আঁধারে ডুবুক সৃষ্টি।
শ্রবণের শক্তি লও প্রভু লও
রোধিয়া শ্রবণ দ্বারে,
মায়া জগতের পাপ-কোলাহল
যেন না পশিতে পারে।
স্বাদ হর হে চিরতরে মোর
না চাহি অমৃত-বিন্দু,
অসাড় অজ্ঞান কর হে রসনা।
ও হে করুণার সিন্ধু!
সৌরভ দিব্য নাহি চাহি আর
নাসিকা করহে রুদ্ধ,
হরিয়া সকল তোমার প্রেমেতে
কর মোরে চির-শুদ্ধ।
নাহি চাহি ধন, আত্মীয়, স্বজন,
দাওহে ঘুচায়ে সব।

সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারে, যেন হে তোমারে।
করি সদা অনুভব ॥
শ্রীনৃসিংহচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

নিভৃত-চিন্তা। ৪।

দিবসের শেষে হায় মুদিয়া নয়ন,
ভাবিতেছি আমি মনে মনে।
কি খেলা খেলিতে এসে খেলি কি খেলন,
বর্ষ মাস যায় দিনে দিনে ॥
বহুপুণ্য ফলে হায় মনুষ্য জনম,
লভিয়াছি কত কষ্ট করে।
বিফল জীবন মম হারায়ে ধরম,
মত্ত আছি মায়া মহাঘোরে ॥
কোন্ফলে প্রমত্ত সদা স্বার্থ অন্বেষণে,
বহুদূরে ছুটিতেছি তায়।
দাও নব বল প্রভো অঞ্জন নয়নে,
হৃদয়েতে দেখিব তোমায় ॥
কেমনে পাইব বল, বৈরাগ্য তোমার,
কলুষ কালিমা যাবে দূরে।
সুখ-শান্তি-প্রবাহিত-সুস্নিগ্ধ-সমীর,
বহে যেন আনন্দের পুরে ॥
তোমার অজানা প্রভো নহে তো এ হৃদি,
সকলি তো তোমাতে অর্পিত।
তবে কেন পরীক্ষিতে, নিদারুণ বিধি,
এ অন্তর করিছ তাপিত ॥
অই অস্তে যায় মম আয়ু দিনমনি।
মরম উঠিল কেঁপে নেহারি অমনি ॥
শ্রীভূষণচন্দ্র বসুবর্ম্মা।
(যশোহর)

সুজন ও দুর্জ্জন। ৫।

(সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত)।

সুজনের মুখ হ'তে যদি বাহিরায়,
বিষম দোষের কথা, গুণ কহে তা'য়।
দুর্জ্জনে করিলে কিন্তু গুণের কীর্ত্তন,
দোষ বলি' অনুমান করে সর্ব্বজন।
মেঘ যথা জলধির লবনাম্বু ল'য়ে,
বিতরে বিমল বারি তা'র বিনিময়ে।
সুরস গোরস পান করি অহিগণ,
দুঃসহ গরল রাশি করে উদ্গীরণ।
শ্রীঅঘোরনাথ বসুবর্ম্মা।

খল ও সাধু ॥৬॥

(সংস্কৃত হইতে অনূদিত।)

খলে বিদ্যা বিবাদের হেতু শুধু হয়,
অর্থ আত্ম-অহঙ্কার বাড়ায় নিশ্চয়।
শক্তি শুধু পরপীড়া উৎপাদন করে,
সাধুজনে কিন্তু তিনে ভিন্ন ফলধরে।
জ্ঞানবৃদ্ধি করে বিদ্যা, অর্থ করে দান,
শক্তি করে বিপন্নের মুক্তির বিধান।
অতএব খল সাধু বিভেদ বিস্তর,
খল অন্ধতম, সাধু দীপ্ত-দিনকর।
শ্রীঅঘোরনাথ বসুবর্ম্মা।

কাঠজুড়ি।

রুদ্ধ বাতায়ন খুলি' দেখিনু চাহিয়া
ভূ-লুণ্ঠিতা বালুময়ী সৈকত-বাহিনী,
নাথের চরণ ধরি' ভুজ-লতা দিয়া
বিরলে কাঁদিছে বালা অতি ক্ষীণাঙ্গিনী।১।
এলায়ে পড়েছে চুল, লুটিছে অঞ্চল
অবতনে, অসম্বৃতা, আপনা-বিস্মৃতা,

শুষ্ককণ্ঠ ; উত্তোলিয়া লোচন চঞ্চল
যাচিছে করুণাকণা কান্ত-উপেক্ষিতা ।২।
অমনি তৃষিত শুষ্ক মম মনোনদী
বাসনার বালু ভরা, ক্ষীণ, স্রোতোহীন।
তোমারি চরণতলে পড়ে' আছি যদি
ধর নাথ! বক্ষে কৃপা করি' কোন দিন!
উপেক্ষিত, বসে' আছি বর্ষ-অপেক্ষায়
দেহ-বন্ধ ভাঙ্গি' যবে মিশিব তোমায় ।৩।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

ব্রাহ্মণ আতঙ্ক ও কায়স্থের অভয়দান।

ব্রাহ্মণ—

বেস্‌কল্লে রিজ্‌লী দাদা বলিহারি যাই।
লড়ে বামুণ কাএথ মজা দেখ'ভাই ॥ ১
ব্রহ্মবীজে বৈশ্য দড়ী কেন নাহি লবে।
কায়েতেরা তাইবলে বামুণ কিসে হবে? ॥ ২
দেখলে গলার দড়ী ভিমী মোরা যাই।
চারিদিকে নিচ্চে দড়ী একি হল ভাই ॥ ৩
গুরুগিরি পুরুতগিরি সব ঘুচে যাবে।
পায়ধুলা নেবেনাক মাথায়চাটী দিবে ॥ ৪
হিন্দুকুলে বর্ণচারি ছিল কোথা ভাই।
বুজিয়া ছিলাম চোখ কিহল বালাই ॥ ৫
একচেটে ছিল দড়ী আমাদের গলে।
সবগলে দড়ী দেখে মোর প্রাণজ্বলে ॥৬
গুমরে গুমরে মরি কিহবে উপায়।
রাজার দ'ই মানেনা পলাই কোথায় ॥৭
কুলাঙ্গার কতগুলা দিচ্ছে সবে দড়ী।
দড়ীগাছটী সম্বল তাই ভেবে মরি ॥৮
আগেকার ক্রিয়াকর্ম্ম সব দিছি ফেলে।
বাঁকিছিল দড়ীমাত্র তাও কেড়ে নিলে ॥৯

কায়স্থ—

ভয় পেওনা বামুণদাদা নিজধর্ম্মে রও।
সরল হও স্বার্থ ছাড় নিজমান পাও ॥১০
ভূমিদেব ছিলে কেন ভূমে গড়াগড়ি।
দেব হয়ে বস পাবে মানের ধুগড়ি ॥১১
বহুদিন দিলে ফাঁকি এবে দাও ছাড়।
মানুষ হয়ে বস্‌লে না খাবে আছাড় ॥১২
কায়েথ ক্ষত্রিয়বলে কেন বুকে শেল।
প্রাণ খুলে এস ভাই করি সবে মেল ॥১৩
অঙ্গীকার করি মোরা শুন সর্ব্বজন।
যত উচ্চ হই নাক না হব বামুণ ॥১৪ *
যেপদ তোমারে দিছি বহুপূর্ব্বকালে।
নহে অনুগ্রহ সেটী, তবগুণ বলে ॥১৫
আদর্শ পুরুষছিলে পূর্ব্বতিন যুগে।
এখন চেতন হও মিশনা হুজুগে ॥১৬
সব বর্ণ মিলে যদি করিহে উন্নতি।
এখন জীবনপাব রবেনা দুর্গতি ॥১৭
ত্যজ দ্বন্দ্ব বিষম্বাদ করহ মিলন।
সববর্ণে মিলহলে সফেদ বরণ ॥১৮

প্রণতঃ শ্রীবিহারীলাল বসু

(*) আমরা ব্রাহ্মণ হইব না একথা অঙ্গীকার করিতে পারিব না, কারণ আমাদের এক শাখা সূর্য্যধ্বজ (বঙ্গীয় ঘোষ বংশ) অদ্যাপি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দ্বিতীয়-ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ও পূজ্য।

সম্পাদক।

সম্বন্ধনির্ণয়ের প্রতিবাদ।

ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারক শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের সন্তান বঙ্গীয় কায়স্থগণকে স্ববর্ণোচিত সংস্কার গ্রহণ করিতে দেখিয়া কোন কোন ব্যক্তি, ঈর্ষাবশেই হউক বা অজ্ঞতা নিবন্ধনই হউক, কায়স্থদিগের সহিত তাঁহাদিগের পূর্ব্ব সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া কায়স্থগণের জাতীয় উন্নতির অযথা অন্তরায় উপস্থিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। এই সকল কায়স্থ-তত্ত্বানভিজ্ঞ বিদ্বেষীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। এই বিদ্বেষীবৃন্দের মধ্যে শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় অন্যতম। ইনি ব্রাহ্মণপণ্ডিত কিনা জানি না, তবে নর্ম্ম্যাল স্কুলের পণ্ডিতি করিতেন বটে। কতিপয় বৎসর অতীত হইল এই বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার রচিত "সম্বন্ধ নির্ণয়" নামক পুস্তকে বঙ্গদেশীয় কতকগুলি জাতির সামাজিক ও উৎপত্তি বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। পুস্তক খানি প্রথম সংস্করণে যেরূপ ছিল সংস্করণ আধিক্যের সহিত উহা ততই "পত্র, পুষ্প, ফলাদি" দ্বারা পরিশোভিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। ইহাতে মৌলিকতা যত থাকুক আর না থাকুক, শোনা কথায়, ধার করা কথায় পুস্তক খানি পরিপূর্ণ। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পণ্ডিত মহাশয় পুস্তকখানিকে 'সম্বন্ধ নির্ণয়,' 'সম্বন্ধনির্ণয়ের পরিশিষ্ট' ও 'সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্রোড়পত্র' এই তিনখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন; কিন্তু জাতি বিচার করিতে হইলে যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করা প্রয়োজন সে দিকে আদৌ অগ্রসর হন নাই। তবে দুই চারিটি অসামঞ্জস, অর্থহীন, বিশ্বাসের অযোগ্য, প্রক্ষিপ্ত অথবা মনগড়া শ্লোকের অবতারণা করিয়া পুস্তক খানিকে অকারণে বৃহদবয়ব-সম্পন্ন করিয়াছেন। পুস্তক খানিতে কায়স্থ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশিত হইয়াছে ও যে সকল শ্লোকের অবতারণা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমরা আমাদের বক্তব্য প্রতিবাদ ব্যপদেশে নিবেদন করিতেছি।

বিদ্যানিধি মহাশয় কায়স্থ জাতিকে শূদ্র প্রকরণ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া বলিতেছেন যেঃ—

"নানা মুনির নানা মত।—তদনুসারে কেহ বলেন যে, শূদ্রগণ ব্রহ্মার পাদদেশ (অধম অঙ্গ) হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই অন্য তিনবর্ণ হইতে নিকৃষ্টজাতি। কেহ বলেন, ব্রাহ্ম কল্পে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়-ছিল, অর্থাৎ সকলেরই সাম্যভাব ছিল। উচ্চ নিচ জাতি ছিল না। সকলেই ব্রাহ্মণ। অবলম্বিত কর্ম্মের লাঘব ও গৌরব এবং স্বীয় প্রাকৃতিক গুণের একের আধিক্য হেতু অপর গুণদ্বয়ের অপ্রকাশ নিবন্ধন উচ্চ ও নীচ বৃত্তি জন্মে। তদনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই জাতি চতুষ্টয়ের বিভাগ হয়। ব্রহ্মার

অধমাঙ্গ হইতে উৎপত্তি নিবন্ধন জাতিগত নিকৃষ্টতা ঘটে নাই। গুণত্রয়ের একের প্রভাব অপরের অবিভব জন্ত উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট বর্ণবিভাগ হইয়াছে। কোন কোন ঋষি বলেন, ব্রাহ্মণ সন্তান জাতমাত্র ব্রাহ্মণ। অপর ঋষির মতে, ব্রহ্মবংশে জন্ম পরিগ্রহমাত্র ব্রাহ্মণ হয় না, যাবৎ উপনয়নাদি সংস্কার না হয়, তাবৎকাল ব্রাহ্মণ সন্তানগণ শূদ্রতুল্য; ব্রাহ্ম-কল্পে সেরূপ ছিলনা বটে, কিন্তু অধুনাতন কল্পে বর্ণবিভাগ পুরুষানুক্রমিক হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে জাতিভ্রংশ ঘটিতে পারে অর্থাৎ নীচ হয়। কিন্তু নীচ জাতীয় ব্যক্তির আর ব্রাহ্মন্ত জন্মে না।"

বিদ্যানিধি মহাশয়ের পুস্তকের উল্লিখিত অংশ হইতে আমরা বুঝিতেছি যে, এদেশের আচার ব্যবহার বা বর্ণবিভাগ কোন দিনই একরূপ ছিল না—পরিবর্ত্তনশীল ছিল; এবং ইহাও বুঝিতেছি যে, এখনকার মত তখনও জাতি বা বর্ণবিভেদ লইয়া দলাদলি ও মতভেদ প্রচলিত ছিল। এখনকার মত তখনও ব্রাহ্মণ বা প্রধান অথবা ক্ষমতাশালীগণ যে সকল নিয়মাদি বিধিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন, অপরে তাহার দোষগুণ বিচার করিয়া কখনও গ্রাহ্য করিত কখন বা করিত না। ফলতঃ অধুনাতন কালে যেরূপ হইতেছে তদানিন্তন কালেও সেইরূপই চলিত ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে। আর অবলম্বিত কর্ম্মের গৌরব ও লাঘব এবং স্বীয় প্রাকৃতিকগুণের একের আধিক্য হেতু অপর গুণদ্বয়ের অপ্রকাশ নিবন্ধনেই যদি বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে উচ্চ নীচবৃত্তি জন্মে ও তদনুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সৃষ্টি হয় তাহা হইলে, আমরা জিজ্ঞাসা করি বর্ত্তমানে আমরা সেরূপ দেখিতে পাই না কেন? এখনও বহু ব্রাহ্মণ স্ববৃত্তি ছাড়িয়া পরকীয় বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, এখনও বহু ব্রাহ্মণকে শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন এবং বহু ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রকে ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করিতে দেখিতে পাইতেছি। তবে এই সকল স্ববৃত্তি-পরিত্যাগী "শ্ব"বৃত্তি অবলম্বী ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে শূদ্র না বলিতেছেন কেন? এই সকল ক্ষত্রিয়াদিই বা ব্রাহ্মণ না হইতেছেন কেন? আর "উচ্চ জাতি নীচ হইবে কিন্তু নীচ জাতি উচ্চ হইতে পারিবেনা" ইহাই বা কেমন ব্যবস্থা প্রবং কোন্ অপার্থিব শাস্ত্রীয় বিধান? বর্ত্তমান কলিযুগে পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয়ের যজ্ঞে বৈশম্পায়ন কথিত ব্যাসের মহাভারত, যাহা নৈমিষারণ্যে শৌণকের যজ্ঞে জন্মেজয়ের যজ্ঞের বহু পরে সৌতি ঋষিগণের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন, সেই কলিযুগে বর্ণিত ভারত-ইতিহাস হইতে আমরা দেখিতে পাই, গুণ ও কর্ম্মের উপর জাতি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত। মহাভারতান্তর্গত গীতায় ভগবান্ "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ"বাক্যে যাহা বলিয়াছেন, উহা অপেক্ষাও সহজ কথায় লিখিত শ্লোক আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই। মহাভারতের অজগর পর্ব্বে, যুধিষ্ঠির, সর্পরূপধারী নহুষের, "ব্রাহ্মণকে" এবং "বেদ্যকে" এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন :—

সত্যং দানং ক্ষমাশীলং আনৃশংস্য তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তিতে সত্যসেবা, দানশীলতা, ক্ষমাশীলতা, অনৃশংস্য, তপ ও ঘৃণা লক্ষিত হয় সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ।

সর্পঃ—শূদ্রেষ্বপি চ সত্যং চ দানমক্রোধ এব চ।
আনৃশংসম্ অহিংসা চ ঘৃণাচৈব যুধিষ্ঠির।

অর্থাৎ হে যুধিষ্ঠির! শূদ্রেও যদি সত্য, দান, অক্রোধ, অনৃশংস্য, অহিংসা ও ঘৃণা লক্ষিত হয় তাহা হইলে সেই শূদ্রও কি ব্রাহ্মণ?

যুধিষ্ঠিরঃ—শূদ্রেতু যৎ ভবেৎ লক্ষ্ম দ্বিজেন্দ্রচ্চ ন বিদ্যতে।
নচ শূদ্রো ভবেৎ শূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্নভবেৎ সর্প তং শূদ্রম্ ইতি নির্দ্দিশেৎ॥

১৮০ অঃ। আরণ্য। মহাভারত।

অর্থাৎ শূদ্রে যদি উক্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকে অথচ ব্রাহ্মণে উক্ত লক্ষণ বিদ্যমান না থাকে তাহা হইলে উক্ত শূদ্রও শূদ্র নয় এবং ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ নয়। শূদ্র বা দ্বিজ যাহাতে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণের লক্ষণ বিদ্যমান আছে, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ এবং যাহার তাহা নাই তাহাকেই শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।

শূদ্রযোনৌহি জাতস্য সদগুণানুপতিষ্ঠতঃ।
আর্জ্জবে বর্ত্তমানস্য ব্রাহ্মণ্য মভিজায়তে।
বৈশ্যত্বং লভতে ব্রহ্মণ্ ক্ষত্রিয়ত্বং তথৈবচ॥
গুণাস্তে কীর্ত্তিতাঃ সর্ব্বে কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি।

১১--১২। ২১১ অঃ। বন। মহাভারত।

যদি শূদ্র যোনী সম্ভূত ব্যক্তিও সদ্গুণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সে বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিতে পারে এবং সেই আর্জ্জব যুক্ত ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞানজন্মে। ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবার পর সেও ব্রাহ্মণ বলিয়া গণনীয়।

উপরোক্ত প্রমাণে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, বর্ত্তমান কলিযুগেও গুণ ও কর্ম্মানুসারে জাতি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত; এবং শূদ্রও সদ্গুণ বিশিষ্ট এবং আর্জ্জবযুক্ত হইলে ব্রাহ্মণ হয়। তাহার সংস্কারের কোন প্রয়োজনই হয় না। সুতরাং বিদ্যানিধি মহাশয় যে বলিয়াছেন "অধুনাতন কল্পে বর্ণবিভাগ পুরুষানুক্রমিক হইয়া গিয়াছে," ইহা অসার, ভিত্তিহীন ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। অন্যযুগ বা কল্পের কথা দূরে থাকুক বর্ত্তমান কল্পে—বর্ত্তমান কলিযুগেই জন্মেজয়ের জন্মের পরও গুণকর্ম্মের উপর জাতি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত ছিল। নীচ জাতিও যে উচ্চ বর্ণীয় বা জাতীয় হইয়াছে তাহার পোষকে বলিতে চাহি যে, বিদ্যানিধি মহাশয়ের বাসস্থান শান্তিপুরের ৫।৭ ক্রোশ দক্ষিণে বলাগড় গ্রামের বলরাম ওরফে বলাই ঠাকুর একজন নাপিতকে ব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন; এখনও উহার বংশধরগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতেছে ও ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। বিদ্যানিধি মহাশয় সে সংবাদ রাখেন কি? আমাদের ইহাও বক্তব্য যে ছোট যদি বড় হইতে না পারে, তাহা হইলে "গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" কথাগুলি গীতার পবিত্র পৃষ্ঠা হইতে চিরদিনের জন্য উঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করা "সম্বন্ধনির্ণয়কারের" আশু একান্ত কর্ত্তব্য।

আবার আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, স্বধর্ম্মভ্রষ্ট সন্তানগণ স্ব স্ব বৃত্তি ও সংস্কারের উন্নতি দ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধিত করিয়াছেন। কারণ শাস্ত্র বলিতেছেন :—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈবচ॥

৬৫।১০ মনু।

এবং গুণের উৎকর্ষাপকর্ষ নিবন্ধন অনার্য্যনন্দন ও আর্য্যপুত্র বলিয়া আর্য্যসমাজে গৃহীত

হইয়াছে ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ—বর্ণান্তরগমনমুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাম্। ৪ অঃ গৌতম। সুতরাং বিদ্যানিধি মহাশয় যে পর্য্যন্ত না এই সকল নিরপেক্ষ শাস্ত্রের, হিন্দুসমাজ হইতে উচ্ছেদ সংসাধিত করিতেছেন সে পর্য্যন্ত তাঁহার,—"এক্ষণে জাতিভ্রংশ ঘটিতে পারে, অর্থাৎ নীচ হয়। কিন্তু নীচ জাতীয় ব্যক্তির আর ব্রাহ্মণ্য জন্মে না" এই উক্তি একান্তই অকিঞ্চিৎকর।

সম্বন্ধ নির্ণয়কারের কায়স্থগণকে শূদ্র বানাইবার একটি হেতু এই যে, বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ নামান্তে "দাস" শব্দ ব্যবহার করেন। কায়স্থগণের নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহার যে, শূদ্রত্ব জ্ঞাপক নহে পরন্তু বিনয় ও কৌলীন্য বোধক তাহা নিম্নলিখিত প্রমাণেই বিদ্যানিধি মহাশয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেনঃ—

(১) বিপ্রস্য কিঙ্করোভূপো বৈশ্যো ভূপস্য কিঙ্করঃ।
সর্ব্বেষাং কিঙ্করাঃ শূদ্রা ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ॥

(২) জন্মান্তর সহস্রেষু যস্য স্যান্মতিবিদৃশী।
দাসোঽহং বাসুদেবস্য লোকান্ সর্ব্বান্ সমুদ্ধরেৎ॥

(৩) ঈহাযস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

(৪) দাসভাবাশ্রিতা স্তস্মাৎ সর্ব্ব ভক্তগণাস্তথা।
অন্যকা কথ্যতে দেবি দাস ভাবাশ্রিতা রাধা॥

(৫) নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি নাপিবৈশ্যো ন শূদ্রো।
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্য্যো বনস্থোযতির্ব্বা॥
কি প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্দে।
গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস দাসানুদাসঃ॥

(৬) বিষ্ণুরুপাসকো দাসস্তন্মন্ত্রেষ্টস্ত দাশয়ঃ।
তস্মাদ্ধৈবেষ্ণবং লোকে বিষ্ণু সেবা পরায়ণং॥

(৭) যে কৃষ্ণোপাসকা লোকে দাসান্তে পরিকীর্ত্তিতাঃ।

পাঠক মহোদয়গণ! উল্লিখিত শ্লোক কয়েকটীতে "দাস" শব্দের কিরূপ অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে অনুধাবন করত বিদ্যানিধি মহাশয়ের উক্তির সারবত্তা কিরূপ তাহা দেখিবেন।

সম্বন্ধ নির্ণয়কার বলিয়াছেন "শূদ্রশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে এই বোধ হয় যে, যে ব্যক্তি শোক তাপের নিতান্ত বশীভূত তিনিই শূদ্র। এই কারণে শূদ্রের বেদে অধিকার

নাই।"(ক) যদি বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে শূদ্র শব্দের এই রূপই অর্থ হয়, তাহা হইলে প্রতিবাদ ব্যপদেশে আমাদের বক্তব্য যে, বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এমন কি স্বয়ং বিদ্যানিধি মহাশয়েরও শূদ্রত্ব হইতে খারিজ হইবার উপায়াস্তরের একান্তই অভাব; কারণ যখন ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল জাতিই শোক তাপের আধিপত্য উল্লঙ্ঘন করিতে অশক্ত, তখন "ঠক বাছিতে গ্রাম উজোড়" হয় না কি? তবে যদি পণ্ডিত মহাশয় শূদ্রের শোক তাপের পরিমাণের সহিত অন্যের শোক তাপের পরিমাণ বুঝাইয়া দিতেন, তাহা হইলে সহজে চিনিতে পারিতাম কে কোন্ শ্রেণীর লোক শূদ্র।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা।

(ক) "শূদ্র" শব্দের ব্যুৎপত্তি অবধারণে বিদ্যানিধি মহাশয় ভুল করিলেন। শুচাৎ+দ্রবতি=শূদ্র, শুচ অর্থাৎ শোক তাপজনক (যুদ্ধাদি) হইতে যে পলায়ন করে (Cowards) তাহাকেই শূদ্র বলে।

সম্পাদক।

৬। দেবধর্ম্মজাতক।

(প্রস্তাবনা)

আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর, কায়স্থ-সমাজের প্রকৃত হিতৈষী, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ রায় সাহেব এম, এ মহোদয় বৌদ্ধদেবের অতীত জন্ম-বৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় এই প্রাচীন "জাতক"গুলির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতেছেন। মূল পালি ভাষা হইতে ইহাদের বঙ্গানুবাদ সহজ ব্যাপার নহে। তাঁহার বহু গবেষণা, অশ্রান্ত অধ্যবসায়ের ফল স্বরূপ এই "জাতক"গুলি আজ সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গভাষায় অনূদিত হইতে চলিল। অন্যান্য মাসিক পত্রিকায় ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া রায় সাহেব "দেবধর্ম্ম' জাতকটী, আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভায় মুদ্রিত হইতে প্রেরণ করিয়াছেন। নানা জ্ঞানোপদেশ পরিপূর্ণ, শ্রীভগবান্ বৌদ্ধদেবের এই অমূল্য উপদেশগুলি আমরা কৃতজ্ঞতা পূর্ণহৃদয়ে সাদরে পরিগ্রহণ করিলাম। আমরা আশাকরি পাঠক ও পাঠিকাগণ মনোযোগের সহিত ইহা পাঠ করিবেন। কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ এই সকল 'জাতকে' ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের ব্যাখ্যা প্রথম জাতক মুদ্রিত সময়ে দেওয়া হইয়াছে। প্রতিভার পাঠক মহোদয়গণের সহজ সাধ্য করিবার অভিপ্রায়ে যে কয়েকটী পারিভাষিক শব্দ এই "জাতকে" ব্যবহৃত

হইয়াছে, তাহাদের ব্যাখ্যা আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম।

(১) জাতক—যে অর্থে এই শব্দটীকে আমরা ব্যবহার করিতেছি, তাহার সহিত ইহার অভিধানিক অর্থের সমঞ্জস হয় না, ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে বঙ্গভাষায় জাতক গুলির প্রথম অনুবাদক আমাদের শ্রদ্ধেয় রায় সাহেব মহোদয়।—বৌদ্ধমতে গোতম সম্বুদ্ধি লাভের সঙ্গে সঙ্গে জাতিস্মর হইয়াছিলেন। কোটিকল্প কাল যে যে ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত তাঁহার নখদর্পণে ছিল। জাতক বলিলে বুদ্ধের এই সকল অতীত জন্ম-বৃত্তান্ত বুঝায়। ফলতঃ এ সমস্তই উপদেশমূলক কথা এবং ইহারাই ঈষপ, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতি উত্তর কালীন গ্রন্থের আকর। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে পৃথিবীতে এতদপেক্ষা প্রাচীনতর নীতি গ্রন্থ আর নাই, ইহার সকলগুলি বুদ্ধদেবের সমকালীন না হইলেও হইতে পারে কিন্তু সম্রাট্ অশোকের সময়ে জাতক গ্রন্থ বর্ত্তমানাকারে পরিণত হইয়াছিল। অশোক আজ প্রায় ২২০০ বৎসর হইল রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। দেবধর্ম্ম বলিলে দেবতাদিগের ধর্ম্ম অথবা প্রকৃতি বুঝিতে হইবে।

(২) শাস্তা—বৌদ্ধ শাস্ত্রে শাস্তা, তথাগত, দশবল ইত্যাদি বুদ্ধদেবের উপাধি।

(৩) জেতবন—তৎকালে শ্রাবস্তী কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল। ইহা রেবতী নদীতীরে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমানে নাম সাহেৎ মাহেৎ নেপালের অন্তঃপাতী একটী গ্রাম। শ্রাবস্তীতে তৎকালে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ রাজত্ব করিতেন। মগধরাজ বিম্বিসারের ন্যায় ইনি ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী মহাশ্রেষ্ঠী—অনাথ পিন্দদ (পালি ভাষায় অনাথ পিণ্ডেক) বৌদ্ধ ধর্ম্মের এক জন প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। তিনি সশিষ্য বুদ্ধের অবস্থিতির জন্য শ্রাবস্তীর উপকণ্ঠবর্ত্তী "জেতবন" নামক স্থানে চুয়ান্ন কোটী স্বুবর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে এক মহাবিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব অধিকাংশ সময়ে এই বিহারে অবস্থিতি করিতেন। প্রবাদ আছে জেতবন শ্রাবস্তীবাসী জেতকুমার নামক এক রাজকুলজাত ব্যক্তির উদ্যান ছিল। অনাথ পিন্দদ বিহার নির্ম্মাণার্থ উক্ত উদ্যান ক্রয় করিতে চাহিলে, উক্ত কুমার বলিয়াছিলেন যে যদি মূল্যস্বরূপ সমস্ত ভূমি স্বুবর্ণ মুদ্রা-মণ্ডিত করিয়া দিতে পারেন তবেই বিক্রয় করিবেন। অতুল ধনশালী অনাথ পিন্দদ তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলেন। এই রূপে শুদ্ধ ভূমিক্রয়ার্থে তাঁহাকে অষ্টাদশ কোটি স্বুবর্ণ মুদ্রা দিতে হইয়াছিল॥

সম্পাদক।

দেবধর্ম্মজাতক।

(শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন বিভবশালী ভিক্ষুক সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনাযায় শ্রাবস্তী বাসী এক ভূম্যধিকারী পত্নী বিয়োগের পর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। প্রব্রাজক হইবার সঙ্কল্প করিয়াই তিনি নিজের ব্যবহারার্থ একটী প্রকোষ্ঠ, একটী অগ্নিশালা, এবং একটী ভাণ্ডার গৃহ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, এবং যতদিন সেই ভাণ্ডার ঘৃত তণ্ডুলাদি দ্বারা পরিপূর্ণ হয় নাই, ততদিন তিনি প্রব্রাজক হন নাই। প্রব্রাজক হইবার পরেও তিনি ভৃত্যদিগকে ডাকাইয়া ইচ্ছামুরূপ

খাদ্য পাক করাইয়া আহার করিতেন। তাঁহার আসবাবেরও (ক) অভাব ছিল না। তিনি দিনের জন্য এক প্রস্থ এবং রাত্রির জন্য এক প্রস্থ পরিচ্ছদ রাখিতেন এবং বিহারের প্রত্যন্ত অংশে একাকী অবস্থান করিতেন।

একদা ঐ ব্যক্তি পরিচ্ছদ ও শয্যা বাহির করিয়া প্রকোষ্ঠ মধ্যে শুকাইতে দিয়াছেন, এমন সময়ে সেখানে অনেক জনপদবাসি-ভিক্ষু উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা নানা অঞ্চলের বিহার পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহারা এই ভিক্ষুর শয্যাও পরিচ্ছদের ঘটা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এসমস্ত কাহার" ? ভিক্ষু বলিলেন "এ সমস্ত আমার।" "সে কি ? এই এক বহির্ব্বাস, এই এক বহির্ব্বাস ! এই এক অন্তর্ব্বাস, এই এক অন্তর্ব্বাস ! আর এই শয্যা-এ সমস্তই কি আপনার ?" "হা, এসমস্তই আমার ; অন্য কাহারও নহে।" "মহাশয়, ভগবান্ ভিক্ষুদিগের জন্য ত্রিচীবরের মাত্র ব্যবস্থা করিয়াছেন। আপনি যে বুদ্ধের শাসনে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি কেমন নিঃস্পৃহ ; আর আপনি ভোগের জন্য এত উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন ! চলুন, আপনাকে দশ-বলের (খ) নিকট লইয়া যাই" ইহা বলিয়া তাঁহারা সেই ভিক্ষুকে লইয়া শাস্তার নিকট গেলেন।

তাঁহাদিগকে দেখিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা এই ভিক্ষুকে ইঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও এখানে আনিলে কেন ?" "ভগবন্, এই ব্যক্তি বিভবশালী, ইনি পরিচ্ছদাদি বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।" "কিহে ভিক্ষু ইহারা বলিতেছে তুমি বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছ ; একথা সত্য কি ?" "হা ভগবন্, একথা সত্য।" "তুমি পরিচ্ছদাদি উপ করণের এত ঘটা করিয়াছ কেন ? আমি কি নিয়ত নিঃস্পৃহতা, সন্তুষ্টচিত্ততা, নির্জ্জনবাস, দৃঢ়বীর্য্যতা প্রভৃতির প্রশংসা করি না ?"

শাস্তার এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ভিক্ষু বলিলেন, "তবে আমি এইভাবে বিচরণ করিব" এবং বহির্ব্বাস ফেলিয়া দিয়া সভামধ্যে একচীবর মাত্র পরিধান করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তাঁহাকে উপদেশ দ্বারা ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিবার অভিপ্রায়ে শাস্তা বলিলেন, "তুমি না পূর্ব্বে উদকরাক্ষসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও দ্বাদশ বৎসর বহুযত্নে লজ্জাশীলতা অর্জন করিয়াছিলে ? তবে এখন কিরূপে গৌরবময় বুদ্ধশাসনে প্রবিষ্ট হইয়াও নির্লজ্জভাবে বহির্ব্বাস পরিহার পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া আছে ! (গ)

এই কথায় উক্ত ভিক্ষুর লজ্জাশীলতা ফিরিয়া আসিল ; তিনি পুনর্ব্বার বহির্ব্বাস গ্রহণ করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন।

তখন ভিক্ষুরা উদকরাক্ষস সংক্রান্ত বৃত্তান্ত

(ক) মূলে 'পরিষ্কার' এই শব্দ আছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু কেবল ভিক্ষাপাত্র, ত্রিচীবর ও কায়বন্ধন, সূচী, ক্ষারও পরিস্রবন (জল ছাঁকিবার যন্ত্র) এই অষ্ট পরিষ্কার রাখিতে পারেন। ত্রিচীবর = সংঘাটী, উত্তরাসঙ্গ এবং অন্তরবাসক। সংঘাটী অধোদেশ আবৃত করে ; উত্তরাসঙ্গ পীতবর্ণ, ইহা স্কন্ধ হইতে সমস্ত দেহ আবৃত করে, অন্তরবাসক একপ্রকার জামা ; কায়-বন্ধন = কটিবন্ধ।

[খ] 'দশবল' বুদ্ধের একটী উপাধি—তিনি বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা, শ্রদ্ধা, হ্রী [পাপে লজ্জা বোধ] ঔত্তাপ্য [পাপের ভয়] প্রভৃতি দশবিধ বলসম্পন্ন।

[গ] বুদ্ধদেব নগ্নসন্ন্যাসীদিগকে নির্লজ্জ বলিয়া ঘৃণা করিতেন। তাঁহার মতে ভিক্ষুদিগের পক্ষেও সুন্দররূপে গাত্র আবরণ করা আবশ্যক।

জানিবার নিমিত্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। তাহা দেখিয়া শাস্তা ভাবান্তর প্রতিচ্ছন্ন সেই অতীত কথা প্রকট করিলেন।—

পুরাকালে বারাণসী রাজ্যে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজাছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মহীংশাম কুমার এই নাম প্রাপ্ত হন। বোধিসত্ত্ব যখন দুই তিন বৎসর বয়সে হাঁটিতে ও ছুটাছুটি করিতে শিখিয়াছেন, তখন তাঁহার একটী সহোদর জন্মিল। রাজা এই পুত্রের নাম চন্দ্রকুমার রাখিলেন। অনন্তর চন্দ্রকুমার যখন হাঁটিতে ও ছুটিতে শিখিলেন তখন মহিষীর প্রাণ বিয়োগ হইল এবং ব্রহ্মদত্ত পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিয়া নবীনা মহিষীকে জীবনের সর্ব্বস্ব করিয়া লইলেন।

কিয়ৎকালে নবীনা মহিষীও একটি পুত্র প্রসব করিলেন; ইহার নাম রাখাহইল সূর্য্যকুমার। রাজা নবকুমার লাভ করিয়া অতিমাত্র আহ্লাদিত হইলেন এবং মহিষীকে বলিলেন, প্রিয়ে, এই বালকের জন্য তুমি যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই দিব। কিন্তু মহিষী তখন কোন বর চাহিলেন না; তিনি বলিলেন, মহারাজ, যখন প্রয়োজন হইবে, তখন আপনাকে একথা স্মরণ করাইয়া দিব।

কালসহকারে সূর্য্যকুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। তখন এক দিন মহিষী রাজাকে বলিলেন, মহারাজ, এই বালক যখন ভুমিষ্ঠ হয়, তখন আপনি বলিয়াছিলেন ইহাকে একটী বর দিবেন। অতএব এখন ইহাকে রাজপদ দান করুন।

রাজা উত্তর করিলেন আমার প্রথম দুই পুত্র প্রজ্জলিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তোমার পুত্রকে রাজ্য দিতে পারি না। কিন্তু মহিষী এ কথায় নিরস্ত হইলেন না। তিনি এই প্রার্থনা পূরণের জন্য রাজাকে দিবারাত্রি জ্বালাতন করিতে লাগিলেন। তখন রাজার আশঙ্কা হইল পাছে মহিষী কুচক্র করিয়া সপত্নী-পুত্রদিগের কোন অনিষ্ট করেন। তিনি মহীংশাম কুমার ও চন্দ্র কুমারকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎসগণ,যখন সূর্য্যকুমারের জন্ম হয় তখন আমি তোমাদের বিমাতাকে একটী বর দিতে চাহিয়াছিলাম। সেই বরে এখন তিনি সূর্য্যকুমারকে রাজ্য দিতে বলিতেছেন। কিন্তু সূর্য্যকুমার রাজা হয় এ ইচ্ছা আমার একেবারেই নাই। তথাপি স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী; আশঙ্কা হয় রাণী হয়ত তোমাদের সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা করিবেন। অতএব তোমরা বনে গিয়া আশ্রয় লও; আমার মৃত্যু হইলে শাস্ত্রানুসারে এ রাজ্য তোমাদিগেরই প্রাপ্য; তোমরা তখন আসিয়া ইহা গ্রহণ করিও।" অনন্তর অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিলাপ করিতে করিতে তিনি পুত্র দ্বয়ের মুখচুম্বন করিয়া তাহাদিগকে বনে পাঠাইলেন।

রাজকুমারদ্বয় পিতার চরণ বন্দনা করিয়া প্রাসাদ হইতে বাহির হইবার সময় দেখিলেন সূর্য্যকুমার প্রাঙ্গণে ক্রীড়া করিতেছেন। অগ্রজ দ্বয়ের বনগমন কারণ জানিতে পারিয়া তিনিও তাঁহাদের অনুগমন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এইরূপে তিনভাই এক সঙ্গে বনবাস করিতে গেলেন।

রাজ-কুমারেরা চলিতে চলিতে অবশেষে হিমালয় পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। সেখানে বোধিসত্ত্ব একদিন এক তরুমূলে উপবেশন

করিয়া সূর্য্যকুমারকে বলিলেন, "ভাই, ছুটিয়া একবার ঐ সরোবরে গিয়া স্নান কর্ ও জল খা; শেষে ফিরিবার সময় আমাদের জন্য পদ্মপাতায় কিছু জল আনিস্।"

ঐ সরোবর পূর্ব্বে কুবেরের অধিকারে ছিল। তিনি উহা এক উদক-রাক্ষসকে দান করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন "দেবধর্ম্ম জ্ঞান হীন যে ব্যক্তি ইহার জলে অবতরণ করিবে সে তোমার ভক্ষ্য হইবে। যাহারা জলে অবতরণ করিবে না, তাহাদের উপর কিন্তু তোমার কোন অধিকার থাকিবে না।" তদবধি সেই উদক রাক্ষস কেহ জলে অবতরণ করিলেই তাহাকে "দেবধর্ম্ম কি?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত এবং উত্তর দিতে না পারিলে তাহাকে খাইয়া ফেলিত।

সূর্য্যকুমার এ বৃত্তান্ত জানিতেন না। তিনি নিঃশঙ্ক মনে যেমন জলে নামিয়াছেন অমনি উদক রাক্ষস তাহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল "দেবধর্ম্ম কাহাকে বলে জান কি?" সূর্য্যকুমার বলিলেন, "জানি বৈকি লোকে সূর্য্য ও চন্দ্রকে দেবতা বলে।" রাক্ষস বলিল, "মিথ্যাকথা তুমি দেবধর্ম্ম জান না"। অনন্তর সে সূর্য্যকুমারকে টানিয়া গভীর জলের ভিতর লইয়া গেল এবং নিজের আগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

সূর্য্যকুমারের ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া বোধিসত্ত্ব চন্দ্রকুমারকে তাহার অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। রাক্ষস চন্দ্রকুমারকেও ধরিয়া ফেলিল এবং সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। চন্দ্রকুমার উত্তর দিলেন, "দিক্ চতুষ্টয় দেবধর্ম্ম বিশিষ্ট।" রাক্ষস বলিল "মিথ্যাকথা, তুমি দেবধর্ম্ম জান না।" সে চন্দ্রকুমারকেও টানিয়া গভীর জলের ভিতর লইয়া গেল এবং নিজের আগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

চন্দ্রকুমারও ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া বোধিসত্ত্বের আশঙ্কা হইল হয়ত দুই ভ্রাতারই কোন বিপদ ঘটিয়াছে। তিনি তাঁহাদিগের অনুসন্ধানে ছুটিলেন এবং পদচিহ্ন দেখিতে দেখিতে সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি তখন বুঝিলেন ঐ সরোবরে নিশ্চিত কোন উদকরাক্ষস আছে; অতএব তরবারি খুলিয়া ও ধনুর্ব্বান হাতে লইয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

উদকরাক্ষস দেখিল বোধিসত্ত্ব জলে অবতরণ করিবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন। তখন সে তাঁহার নিকট বনচরের বেশে আবির্ভূত হইয়া বলিল; ভাই, তুমি দেখিতেছি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছ। জলে নামিয়া অবগাহন কর। মৃণাল ও জল খাও, পদ্মের মালা পর, তাহা হইলে শরীর শীতল হইবে, আবার পথ চলিতে পারিবে। বোধিসত্ত্ব তাহাকে দেখিয়াই রাক্ষস বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন "তুমিই না আমার ভাই দুইটিকে ধরিয়া রাখিয়াছ?" রাক্ষস বলিল "হাঁ"।

"কেন ধরিলে?"

"যাহারা এই জলে নামে তাহারা আমার খাদ্য"

"সকলেই তোমার খাদ্য?"

"কেবল যাহারা দেবধর্ম্ম জানে তাহারা নহে। তাহারা ব্যতীত আর সকলেই আমার ভক্ষ্য।"

"দেবধর্ম্ম কি জানিতে চাও কি?"

"হাঁ জানিতে চাই।"

"তবে দেবধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছি শ্রবণ কর।"

"বল দেবধর্ম্ম কি তাহা শুনিব।"

"বলিব বটে কিন্তু পথশ্রমে বড়ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। তখন রাক্ষস তাঁহাকে স্নান করাইল তাঁহাকে খাদ্য ও পানীয় জল দিল, পদ্মফুলদিয়া

সাজাইল, গন্ধদ্বারা অনুলিপ্ত করিল এবং তাঁহার শয়নের নিমিত্ত বিচিত্র মণ্ডপের মধ্যে পর্য্যঙ্ক স্থাপিত করিল। বোধিসত্ত্ব পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন; রাক্ষস তাঁহার পাদমূলে বসিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেবধর্ম্ম কি শ্রবণ কর;

নিয়ত প্রশান্তচিত্ত সত্য পরায়ণ,
নির্ম্মল অন্তরে করে ধর্ম্মের ভজন।
উদিলে কলুষভাব লজ্জাপায় মনে,
দেবধর্ম্মা বলি তুমি জানিবে সেজনে॥"

এই ব্যাখ্যা শুনিয়া রাক্ষস সন্তুষ্ট হইল এবং বোধিসত্ত্বকে কহিল "পণ্ডিতবর, আমি তোমার কথায় শ্রদ্ধান্বিত হইলাম। আমি তোমার একজন ভ্রাতাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি; বল কাহাকে আনিব।'

"আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আন।"

"তুমি দেবধর্ম্ম জান বটে, কিন্তু তদনুসারে কাজ কর না।"

"এ কথা বলিতেছ কেন?'

"যে বড় তাহাকে ছাড়িয়া, যে ছোট তাহাকে বাঁচাইতে চাও কেন ইহাতে জ্যেষ্ঠের মর্য্যাদা রাখা হইল কি?"

"আমি দেবধর্ম্ম জানি, তদনুসারে কাজও করি। কনিষ্ঠটী আমাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ইহার জন্যই আমরা বনবাসী হইয়াছি। বিমাতা ইহাকে রাজা করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু পিতা তাহাতে অসম্মত হইয়া আমাকে ও আমার সহোদরকে বনে আশ্রয় লইতে বলেন। আমরা বনে আসিতেছি দেখিয়া এ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের অনুগমন করিয়াছে, একদিনও গৃহে ফিরিবার কথা ভাবে নাই। অধিকন্তু আমি যদি বলি ইহাকে রাক্ষসে খাইয়াছে তাহা হইলে কেহই সে কথা বিশ্বাস করিবে না। অতএব লোকনিন্দার ভয়েও আমি তোমার নিকট ইহার জীবন ভিক্ষা করিতেছি।"

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাক্ষস "সাধু সাধু" বলিয়া উঠিল। সে কহিল "এখন বুঝিলাম তুমি দেবধর্ম্ম জান এবং তদনুসারে কাজ ও কর।" অনন্তর সে প্রসন্ন হইয়া বোধিসত্ত্বের উভয় ভ্রাতাকেই আনিয়া দিল। তখন বোধিসত্ত্ব রাক্ষসকে বলিলেন, "ভদ্র, অতীতকালে তুমি যে পাপকার্য্য করিয়াছ তাহারই ফলে রাক্ষসজন্ম গ্রহণ করিয়া এখন তোমাকে অপর প্রাণীর রক্তমাংসে দেহ ধারণ করিতে হইতেছে। কিন্তু ইহাতেও তোমার শিক্ষা হয় নাই। তুমি এজন্মেও পাপসঞ্চয় করিতেছ; ইহার ফলে তোমাকে চিরদিন নিরয়গমন, নীচ যোনিতে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ প্রভৃতি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। অতএব এই সময় হইতে নীচপ্রবৃত্তি পরিহার করিয়া সৎপথে বিচরণ কর।"

এইরূপে রাক্ষসকে ধর্ম্মপথে আনিয়া বোধিসত্ত্ব সেই বনে অনুজদিগের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। রাক্ষস তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইল। অনন্তর একদিন নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জানিতে পারিলেন তাঁহার পিতা মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তখন তাঁহারা উদক রাক্ষসকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীতে প্রতিগমন পূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিলেন। বোধিসত্ত্ব চন্দ্রকুমারকে প্রতিনিধি ও সূর্য্যকুমারকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। উদক রাক্ষসের জন্য তিনি এক রমণীয়স্থানে বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন এবং তাহার ব্যবহারার্থ উৎকৃষ্ট পুষ্প, মাল্য, খাদ্য প্রভৃতির

ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে যথাসাধ্য রাজ্যপালন করিয়া বোধিসত্ত্ব কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ লোকান্তর গমন করিলেন।

[কথাশেষ হইলে ভগবান্ ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন এবং তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু সোতাপত্তি ফল লাভ করিল। অনন্তর ভগবান্ অতীত কথার সহিত বর্ত্তমান কথার সাদৃশ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক এইরূপে সমাধান করিলেন,—আমাদের এই ঐশ্বর্য্যশালী ভিক্ষু পুরাকালের সেই উদকরাক্ষস; আনন্দ সূর্য্যকুমার; সারীপুত্র চন্দ্রকুমার এবং আমি মহীংশাম কুমার।]

দেবধর্ম্ম জাতকের সহিত মহাভারত বর্ণিত বকরূপী ধর্ম্মকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের চরিত্র পরীক্ষার কথার সৌসাদৃশ্য আছে।

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ।

শ্রীশ্রীপঞ্চমীতিথি।

শ্রীসরস্বতী স্তোত্র।*

ওঁ সর্ব্বস্যবুদ্ধিরূপেণ জনস্যহৃদি সংস্থিতে।
সর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

ওঁ ব্রহ্ম-হৃদয়-বাসিনি,
ওঁ ব্রহ্মাহৃদয়-তোষিণি,
কারণ-অর্ণবে বিচিত্র-তাণ্ডবে
মগনা দীর্ঘ যামিনী।
নৃত্য-উল্লাসে উচ্চ উচ্ছ্বাসে
গাইলে প্রথম রাগিণী,—
ওম্-ম্—সেই স্বরে সে মহাসাগরে
জাগিল মহান ধ্বনি,—
"আছি আমি এক হইব অনেক,"
কে বলিল উচ্চে?—কে তিনি?
তুমি সেই স্বর, তুমি পরাৎপর,
তুমি সে কামের কামিনী।
ব্রহ্মার হৃদয়-মোহিনী।

(২)

স্বররূপে তব প্রকাশে—
স্পন্দিল প্রাণ আকাশে;
স্ফুরিল দৃষ্টি ফুটিল সৃষ্টি
উঠিল তরঙ্গ বাতাসে;
কোলেতে সূর্য্য উঠিল অদিতি,
উপজিল জল, জনমিল ক্ষিতি,
গগণের ভূষা দিবা নিশা উষা
গড়িলে মনের উল্লাসে।
ভূর্ভুবঃস্বর্ ক্রমে পর পর
বিশাল সৃষ্টি প্রকাশে।
মহামায়া রূপে ছিলে ঘুমাইয়ে,
সঙ্গীতে সহসা উঠিলে জাগিয়ে,
কুতুহলে মেলি যুগল নয়ন
হেরিলে পুরুষ মদন-মোহন!
অধরেতে হাসি পরম শোভন!
ধেয়ে কাছে গিয়ে দিলে আলিঙ্গন,
দোঁহে দোঁহা প্রেমে মজিলে তখন
অপূর্ব্ব সুখের বিলাসে।
কারণ অর্ণবে বিচিত্র-তাণ্ডবে
তোমারই লীলা-বিকাশে।

(৩)

ওঁ ব্রহ্ম-হৃদয়-নন্দিনি,
ওঁ ব্রহ্মাহৃদয়ে বন্দিনি,

---

* এই স্তোত্রে বৈদিক এবং বৈদান্তিক সৃষ্টি রহস্যের সংকেত করা হইয়াছে। ছন্দে স্থলবিশেষে আবশ্যকমত গুরু লঘু উচ্চারণ করিতে হইবে।

বন্দিছে তোমা সকলে ওমা
ব্রহ্মাণ্ড-প্রসব কারিণি।
তুমি বৈষ্ণবী ব্রাহ্মী শাম্ভবী
মহতী-শক্তি ধারিণী।
পরমারাধ্যা সাধন সাধ্যা
নিখিল-বিদ্যা দায়িনী।

ওঁ ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ॥
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
ওঁ তৎসৎ।

শ্রীঅখিল।

আদর্শ মাতৃশ্রাদ্ধ।

বঙ্গের লক্ষাধিক কায়স্থ শূদ্রত্ব মোচন পূর্ব্বক ক্ষত্রোচিত বৈদিক উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিলেও অনেক সময়ে উপবীতী কায়স্থ অনুপনীত কায়স্থের ন্যায় বিবাহাদি সংস্কার এবং শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাপন করিয়া তাঁহাদের যজ্ঞোপবীতের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ এবং সাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া থাকেন। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে হয় পুরোহিত মহাশয়ের প্ররোচনায়, অথবা বয়োজ্যেষ্ঠ অনুপনীত আত্মীয় স্বজনের পরামর্শে, অথবা অনুচিত ভয়ে দ্বিজাচারী কায়স্থ সন্তান শূদ্রাচারী কায়স্থের ন্যায় বৈদিক সংস্কার বা শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়, যে তাঁহারা একবার চিন্তাকরিয়া দেখেন না কিম্বা তাঁহাদের পুরোহিত অথবা জ্ঞান-বৃদ্ধ আত্মীয় স্বজনের আধারে এ বিবেচনা নাই যে, যে ব্যক্তি যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া বৈদিকী সান্ধ্যোপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে শূদ্রোচিত অমন্ত্রক সংস্কার এবং শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করা, প্রণবাদি বিহীন মন্ত্রোচ্চারণ করা এবং যজ্ঞোপবীত ধারণ সত্ত্বেও শূদ্রের ন্যায় আচার ব্যবহার পালন করা কতদূর দোষাবহ, কত নিন্দনীয়, কিরূপ পাপজনক এবং ঐ রূপ যথেচ্ছ কর্ম্ম কর্ত্তা কিরূপ প্রায়শ্চিত্তার্হ ? যদিও আজ কালকার বর্ণগুরু ব্রাহ্মণগণ পর্য্যন্ত যজ্ঞোপবীতের পবিত্রতা রক্ষা করিতে উদাসীন থাকায় এ পৃথিবী হইতে ব্রহ্মণ্যদেব এক প্রকার পলায়ন করিয়াছেন, তথাপি গৃহীতোপবীত কায়স্থের সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকা কোনমতেই উচিৎ নহে। আমরা ক্ষত্রিয়, রক্ষা করাই আমাদের ধর্ম্ম—সমাজের এবং ধর্ম্মের যতপ্রকার ক্ষত আছে সেই ক্ষত হইতে সমাজ এবং ধর্ম্মকে রক্ষা করা—উদ্ধার করাই ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। শুধু লড়াই করিলে ক্ষত্রিয় হয় না,—ব্রহ্মচর্য্যই ক্ষত্রিয়ত্বের মেরুদণ্ড; ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে সর্ব্বজীবকে ক্ষত

হইতে ত্রাণ করিবার শক্তি, দুষ্ট সমাজকে শাসন, এবং ধর্ম্মধ্বজী পাষণ্ডগণকে দলন করিয়া ধর্ম্মের বিমল জ্যোতির বিকাস করিবার ক্ষমতা লাভ হয়।

এই ব্রহ্মচর্য্য পালন জন্যই উপনয়ন এবং সান্ধ্যোপাসনা। যাঁহারা উপবীতী হইয়াও অনুপনীতের ধর্ম্ম পালন করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই নিয়মিত সান্ধ্যোপাসনা করেন না; সুতরাং কঠিন ব্রহ্মচর্য্য তাঁহাদের পক্ষে এক-প্রকার দুঃসাধ্য। সেই জন্যই তাঁহাদের ভীরু-স্বভাব, ও নৈতিক সাহস একেবারেই নাই (কেবল হুযুগে পড়িয়া ক্ষত্রিয় সাজিয়াছেন!) এই প্রকার উপনয়ন গ্রহণ অপেক্ষা অনুপনীত থাকাও শ্রেয়ঃ—"দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভালো" এই নীতি বাক্য অবলম্বন করিয়া ঐ প্রকার তামসিক লোকের উপনয়ন না হওয়াই উচিৎ।(ক) কারণ তাঁহারা উপনয়ন রক্ষা করিতে সমর্থ নহে, এবং কখন একটু বেশী রকম চাপাচাপি পড়িলে উপবীত ফেলিয়া দিতেও পশ্চাদপদ হইবেন না। আমরা আশাকরি উপনীত কায়স্থ মহোদয়গণ জাতীয় অভ্যুত্থানের পথ কণ্টকাবৃত করিবেন না, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে আমরা ক্ষত্রিয় সমাজ এবং ধর্ম্মের গ্লানি দূর করাই আমাদের কর্ত্তব্য। কর্ণের স্বহস্তে পুত্র-মস্তক ছেদন করিয়া অতিথিসৎকার,একটী কপোতের জন্য শিবীরাজার নিজ দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করত শ্যেন পক্ষিকে প্রদান, ব্রাহ্মণ-সন্তানকে রক্ষা করিয়া ভীমসেনের বকরাক্ষসের নিকট গমন, পিতৃসত্য পালনজন্য শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস, জগতের জীবেরনির্ব্বাণ মুক্তির জন্য শাক্যসিংহের সন্ন্যাস এ সমস্তই ক্ষত্রিয় দ্বারাই সংসাধিত হইয়াছে।

ব্রহ্মচারী ভীষ্ম ও লক্ষ্মণ, ভক্ত ধ্রুব ও প্রহ্লাদ, ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র, রাজর্ষি জনক, আর কত নাম করিব সকলেই ক্ষত্রিয়।

পুণ্যশ্লোকা বৈদেহীর কাহিনী পাঠে চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিবেন না, পতিব্রতা সাবিত্রী, পতিভক্তি বলে মৃত পতিকেও পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন, ধর্ম্মশীলা সুভদ্রা দণ্ডীরাজকে আশ্রয় দিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে পশ্চাদপদ হন নাই, ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া গান্ধারী আজীবন চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া ছিলেন, এইমত দময়ন্তী, চিন্তা,সুনীতি,অরুন্ধতি,পদ্মিনী ও সংযুক্তা প্রভৃতির পবিত্রস্মৃতি শ্রবণে রোমাঞ্চিত হইতে হয়, ইঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয়কুল-জাতা। মৃতস্বামীর জলন্ত চিতায় অঙ্গ-বিসর্জ্জন এই ক্ষত্রিয় রমণী দ্বারাই সংসাধিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় একটা বা, তা, নয়; শুধু গলায় সূত্র-

(ক) আমরা এই মতের সমর্থন করিতে পারিলাম না। ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের দ্বিবিধ প্রধান উদ্দেশ্য, ক্ষত্রিয়ের সন্ধ্যাবন্দনাদি আচার ব্যবহার প্রতিপালন করিয়া পুর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ এবং দ্বিতীয় ভারতীয় কায়স্থ-জাতির একত্ব বিধান। প্রথমটী পালন করিতে অসমর্থ হইয়া দ্বিতীয় উদ্দেশে উপনীত হইলেও সমাজের অনেক লাভ। বিশেষ এই পরিবর্ত্তনযুগে বহুকালের ব্রাত্যত্ব দোষ পরিহার করিতে পারিলে ও সমাজের মহৎ লাভ। লেখক-মহাশয় মনে রাখিবেন।

শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।
শনৈঃ ধর্ম্ম চ কর্ম্ম চ এতে পঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ॥

বর্ত্তমান সময়ে আমরা বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয়ের বীজ বপন করিতেছি। ইহা হইতে ফল ফুলে পরিশোভিত, স্বতন্ত্র, উন্নত,প্রকাণ্ড মহীরুহ উৎপত্তি অনেক সময়ের দরকার।

সম্পাদক।

ধারণ নয়, পরব্রহ্মের সহিত যোগই এই সূত্রের মুখ্যোদ্দেশ্য। মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশই ক্ষত্রিয়ে সম্ভবে। তাই শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার। সেইজন্ম বলিতেছিলাম ক্ষত্রোচিত উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়া বৈদিক সংস্কারাদি, এবং শ্রাদ্ধাদি এবং অন্যান্য নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ক্ষত্রোচিত বিধানে সম্পন্ন করা উচিৎ, তবে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়ের আদর্শ প্রকাশ হইবে। ক্ষত্রোচিত একটী উপবীতী কায়স্থের মাতৃশ্রাদ্ধ আমরা গত ১২ই অগ্রহায়ণ তারিখে দেখিয়াছি—

মকরন্দবংসাবতংশ কায়স্থকুলোজ্জ্বল শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় তদীয় মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে কলিকাতায় সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি যথাবিহিত অন্নের পিণ্ডদান সম্পন্ন করেন; এই শাস্ত্রীয় কার্য্য সম্পাদনে অনেকে তাঁহার ঘোরতর বিরুদ্ধাচরণ করিলেও যথার্থ ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সেই সমস্ত বিপদরাশি, কর্ম্মকর্ত্তা দূরে নিক্ষেপ করিয়া সৎসাহস ও সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ নিমতলা গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নিবাসী স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্র। তিনি আজ ৭ বৎসর পূর্ব্বে আনুষ্ঠানিক কায়স্থ সভার নিয়মানুসারে বিহিত প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রোচিত বৈদিক উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়া এযাবৎ যাবতীয় নিত্য নৈমিত্তিক দশবিধ সংস্কার ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য যথোচিত বৈদিক বিধানে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন; কায়স্থের বিলুপ্ত মর্য্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য, বৈদিক উপনয়ন প্রচলনার্থ তাঁহার উৎসাহ সহানুভূতি এবং স্বার্থত্যাগ কায়স্থের অনুকরণীয়। তিনি আনুষ্ঠানিক কায়স্থ সভার নিয়মানুসারে ৺শারদীয়া মহাপূজায় পরমান্নের এবং ব্যঞ্জন সহিত পক্কান্নের ভোগ প্রদান করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার মাতৃবিয়োগের পর দশদিবস পক্কান্নের পূরকপিণ্ড দান করিয়াছিলেন। ক্ষত্রোচিত বিধানে যখন তিনি শূদ্রাচারীর অনুচ্চারণীয় পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার স্বর্গীয়া জননী দেবীর উদ্দেশ্যে অগ্নিমুখে পক্কান্নের পিণ্ডাহুতি প্রদান করিতেছিলেন; তখন তথাগত তাবৎ কায়স্থ সন্তানগণের হৃদয় এক অভিনব ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। পবিত্র ওঙ্কার স্বাহা স্বধা মন্ত্রে মুখরিত, যজ্ঞীয় হব্য ধূমে সমাবৃত, ধূপগুগ্গুল চন্দন পুষ্প গন্ধে সুরভিত এবং লতাগুল্ম এবং নানাবর্ণরঞ্জিত বস্ত্র পতাকা পরিশোভিত যজ্ঞস্থল, শ্রীহরির অমিয় মাখা প্রণারাম নামে মুখরিত হইয়া সমাগত সকলকেই দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। সভাস্থলে কলিকাতার প্রায় সমস্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ, প্রাচীনবংশ সম্ভূত কায়স্থ সন্তানগণ উপস্থিত থাকিয়া সভার সৌষ্ঠব ও জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানালঙ্কৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলীও সভাস্থল ভূষিত করিয়াছিলেন। সভায় উপস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে কলিকাতার সর্ব্বসজ্জন পরিচিত গরাণহাটা নিবাসী পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ; আনুষ্ঠানিক কায়স্থসভার পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী, আচার্য্য মধুসূদন কাব্যরত্ন, সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, পণ্ডিত প্রবর কবিরাজ শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা, শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন, (পাঁচথুপী) কালীকান্ত তর্ক সিদ্ধান্ত, তাঁরকচন্দ্র

তর্কবাগীশ, শরচ্চন্দ্র শিরোমণি, অবলাকান্ত কাব্যতীর্থ, কালীদাস বেদান্তরত্ন, রামকৃষ্ণ তর্করত্ন, রামদাস ভট্টাচার্য্য, শ্যামাপদ ন্যায়রত্ন, বাসবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নিবারণচন্দ্র রত্নাকর, রামদেব শাস্ত্রী, রামকিষেণ চতুর্ব্বেদী, বলদেব অগ্নিহোত্রী,শিবনারায়ণ পণ্ডিত প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এতদ্ব্যতীত বহুব্রাহ্মণ পণ্ডিত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভাস্থ বহুকায়স্থ সন্তান মধ্যে স্থানাভাব বশতঃ মাত্র নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, মহারাজ-কুমার ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কুমার গিরীন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কুমার গিরীন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর, কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কুমার অসীমকৃষ্ণ দেববর্ম্মা বাহাদুর, কুমার সৌরেন্দ্র কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কুমার সমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কুমার প্রণয়েন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কুমার হৃষীকেশ দেব বাহাদুর, কুমার দ্বিজেন্দ্র-কৃষ্ণ দেব বাহাদুর,শোভাবাজার। হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু বৈদ্যনাথ দত্ত, বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত হাটখোলা, রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর,শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত,কেদারেশ্বর দত্ত, কালীনাথ মিত্র সি, আই, ই, মহাশয়ের পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র, গুণেন্দ্রচন্দ্র বসু, কালীনাথ পালিত, রায় বিপিনবিহারী বসু, সারদাচরণ মিত্র বর্ম্মা, শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা, হরিপদ কর, ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র, রায় সাহেব অমৃতলাল বসু, অনারেবল ভুপেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা, যোগেশচন্দ্র দত্ত, ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ, ডাঃ ধনেন্দ্রনাথ মিত্রবর্ম্মা, অমৃতলাল মিত্র, প্রভাসচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, সম্পাদক আনুষ্ঠানিক কায়স্থসভা, সত্য কিরণ মিত্র চন্দ্রভূষণ বসু বর্ম্মা, হেমেন্দ্রলাল কর, নলীনচন্দ্র ঘোষ (যোড়া-সাঁকো) অতুলচন্দ্র দত্ত মজিলপুর, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু মল্লিক, রামচন্দ্রনাথ মিত্র শ্যামবাজার, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র বর্ম্মা, বসন্তকুমার সেন বর্ম্মা, ব্রজেন্দ্রনাথ বসু, সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী সভাপতি আনুষ্ঠানিক কায়স্থ সভা ইত্যাদি অনেক কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। এই দিবস শ্রাদ্ধাদি শেষে সমাগত কাঙ্গালী বিদায় এবং ব্রাহ্ম-ভোজনান্তে কার্য্য শেষ হয়।

তৎপর দিবস মধ্যাহ্ন হইতে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত সমাগত এবং নিমন্ত্রিত আনুমানিক চারিশত ব্রাহ্মণ অতি উৎসাহের সহিত এই অভিনব ক্ষত্রোচিত কায়স্থ শ্রাদ্ধে দিব্যভোজনে পরিতৃপ্ত হন এবং অপরাহ্ন হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত আনুমানিক দেড়সহস্র স্বজাতি এবং অন্যান্য জাতি ভোজন করেন। কায়স্থ সন্তানগণ সকলে একবাক্যে বিপিনকৃষ্ণ বাবুর সৎসাহস ও সদ্দৃষ্টান্তের প্রশংসা এবং অনেকেই অচিরে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়া যথাশাস্ত্র ক্ষত্রিয় রীত্যানুসারে ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন এই প্রকার আলোচনা করিতে করিতে স্ব স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন। তৎপর দিবস আনুমানিক তিনশত স্বজাতি এবং জ্ঞাতি কুটম্বাদির পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিয়া নিয়মভঙ্গ কার্য্য সমাধা হয়। এই অভিনব শ্রাদ্ধ ব্যাপারে শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ বর্ম্মা মহোদয় অকাতরে যে অর্থব্যয় করিয়াছেন তাহা সার্থক হইয়াছে।

শ্রীসরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

১। আত্ম-কাহিনী। অন্যান্য মাসে আমাদের প্রেরিত ভিঃ পিঃ গুলির প্রায় চতুর্থাংশ ফেরত আসে। কিন্তু বিগত পৌষ সংখ্যার বিশেষত্ব এই যে গ্রাহক মহোদয়গণ, আগ্রহের সহিত বর্ষশেষে প্রায় অর্দ্ধাংশ ফেরত দিতেছেন,যাঁহারা দয়া করিয়া আমাদের বার্ষিক ভিক্ষা ১॥৴০ ভিঃ পিঃ গুলি রাখিতেছেন,তাঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন, যাঁহারা ফেরত দিতেছেন, তাঁহাদের ফেরত দিবার সময় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ভিঃ পিঃ গুলি ফেরতদিলে প্রতিভার জীবনান্ত হয়। মনিঅর্ডারে পত্রিকার মূল্য প্রায় কেহই দেন না, ভিঃ পিঃ করিলে ও যদি ফেরত আসে তবে আমাদের উপায় কি ? গতকল্য (১২ই ফাল্গুন) ১২ খানি ফেরত আসিয়াছে, একজন মহাত্মা মাত্র দয়া করিয়া ১॥০ ভিঃ পিঃতে দিয়াছেন। কায়স্থ মহাত্মাগণকে জিজ্ঞাসা করি এরূপ ভাবে আমরা কতদিন চালাইতে পারি। মনে হয় আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার জীবনের শেষ অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে ; অথচ এপ্রকার সুলভ মাসিক বঙ্গদেশে আর নাই। শ্রীভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

২। "সর্ব্বেভ্যঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্যইব ষট্‌পদ॥"

চৌকীদার হইতে প্রোফেসার বা অধ্যাপক। লক্ষ্ণৌ নগরের সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী সংবাদপত্র "এড্‌ভোকেট অফ্ ইণ্ডিয়া" গত ১০ই জানুয়ারী নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত করিয়াছেন।

য়ুরোপীয় রুসিয়ার বিখ্যাত Lasareff Institute (লাসারফ ইনষ্টিটিউট্) নামক কলেজে Prokaroff (প্রোকারাফ) নামক একজন নব্যযুবক দ্বারবান অথবা চৌকিদার ছিল। প্রোকারাফের পিতা একজন দরিদ্র পাচক ছিলেন সুতরাং অর্থাভাবে তিনি পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে পারেন নাই। প্রোকার-ফের হৃদয়ে কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত প্রবল আগ্রহ ছিল এবং তিনি তন্নিমিত্ত স্বীয় অবকাশকালে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নিকট হইতে পুস্তক চাহিয়া নিজে পাঠ করিতে লাগিলেন এবং কিছুদিন পরে কলে-জের অধ্যাপকদিগের প্রদত্ত পাঠ বুঝিতে পারেন এতটুকু বিদ্যা শিখিলেন। ইহার পরে তাঁহার মনে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার অভিলাষ প্রবল হওয়ায় তিনি সাধনারত তপস্বীর ন্যায় ঐ শাস্ত্রের অনুশীলন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কলেজের দর্শনের শ্রেণী যে ঘরে বসিত, তাহার দ্বারের বাহির হইতে মনোযোগ সহকারে অধ্যাপকের প্রদত্ত উপদেশ শুনিতে লাগিলেন। দরওয়ানের এই কার্য্য দেখিয়া কত লোকে কতরূপ উপহাস করিতে লাগিল কিন্তু প্রোকারাফ তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া নিজ অভীষ্ট পথে অগ্রসর

হইতে লাগিলেন এবং অবশেষে নানা বাধা বিঘ্ন ও আপত্তি অতিক্রম করত প্রাচ্যদর্শনে এরূপ ব্যুৎপত্তিলাভ করিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে উপাধি পরীক্ষা দিবার অনুমতি দিলেন। যথাসময়ে এই দরওয়ান প্রোকারাফ ডিগ্রী বা উপাধি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া নিজ অধ্যবসায়ের শুভফল প্রাপ্ত হইয়া ধন্য ও কৃতকৃত্য হইলেন। গুণগ্রাহী কর্ত্তৃপক্ষ অবিলম্বে প্রোকারাফকে ঐ কলেজের দর্শনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার গুণের ও শ্রমের পুরস্কার প্রদান করিলেন। পূর্ব্বের চৌকিদার এখন প্রোফেসার প্রোকারাফ নামে দেশের সর্ব্বসাধারণের নিকট স্বীয় পদোচিত সম্মান লাভ করিতেছেন।

৩। মানব দেহের বিচিত্রতা।—স্পেন দেশের বিলবাও গ্রামে বর্ত্তমান সময়ে একটী পরিবারে সাতজন লোক বাস করিতেছেন। সাধারণ নিয়মানুসারে তাঁহাদের সকলের করাঙ্গুলীর সংখ্যা ৭০ হওয়া উচিত,—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের ১৬৪ টি করাঙ্গুলী রহিয়াছে! তাঁহাদের মধ্যে একজনের ২৩, দ্বিতীয় ব্যাক্তির ২১, এবং অবশিষ্ট পাঁচজনের প্রত্যেকের প্রত্যেক হস্তে ১২টি করিয়া অঙ্গুলী শোভা পাইতেছে! রুসদেশের কোশিলিভা গ্রামে একজন কৃষক উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিবাহিত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে তাহার বংশধরদিগের মধ্যে পঞ্চাশ বা ততোধিক নরনারী জীবিত রহিয়াছে;—আশ্চর্য্যের বিষয়, উহাদের সকলেরই হস্তাঙ্গুলীর সংখ্যা সাধারণ সংখ্যা হইতে অধিক! কাহারও বা একটি কাহারও বা দুইটি, এমন কি কাহারও কাহারও পাঁচটি পর্য্যন্ত অতিরিক্ত অঙ্গুলী রহিয়াছে।

(ক) ইংলণ্ডের হারো সহরে এটকিন্স (Atkins) নামে একটী পরিবার বাস করিত,—তাঁহাদের সকলেরই দৈহিক ওজন আশ্চর্য্য জনক। ঐ পরিবারের শেষ জীবিত ব্যক্তি, মিঃ চার্লস এটকিন্স এই কয়বৎসর পূর্ব্বে হারো সহরে পরোলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার ওজন ৩৪ ষ্টোন (এক ষ্টোন ১৪ পাউণ্ড বা প্রায় ৴৭ সের) অথবা প্রায় পাঁচ মণ আটত্রিস সের ছিল! তাঁহার এক ভ্রাতা ৩৬ ষ্টোন বা ছয়মণ বার সের এবং অপর এক ভ্রাতা ৪০ ষ্টোন বা পুরা সাতমণ ভারী ছিল! ডডফিল্ডস (Dudfields) উপাধিবিশিষ্ট আর একটী পরিবারের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহারাও কম ভারি নহে! উহাদের মধ্যে রবার্ট মৃত্যুকালে ৩২ ষ্টোন বা পাঁচ মণ চব্বিশ সের ও তাহার যমজ ভ্রাতা ৩০ ষ্টোন অথবা পাঁচ মণ দশ সের ভারিছিল। উহাদের দুইটি ভগিনী ছিল,—তাহারাও ভ্রাতৃদ্বয়ের অপেক্ষা অধিক না হউক, অল্প ভারি ছিল না।

(খ) হাসান আলী নামে একজন মুসলমানকে ইংলণ্ডের প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল,—উহাদের পরিবারে যত লম্বা লোক পাওয়া গিয়াছে,—অন্যত্র তাহা দুর্লভ। উহার পিতামহ ৮ ফিট ১১ ইঞ্চি, পিতা ৮ ফিট চারি ইঞ্চি লম্বাছিল! হাসান নিজে সর্ব্বাপেক্ষা বেঁটে বটে, তবু সে ৮ ফিট ২ ইঞ্চি উচ্চ! পুরাণ প্রথিত দ্বাপরযুগের মানুষ নাকি সাত হাত লম্বা ছিল,—বোধ হয় তাহাদেরই কেহ কোনও ক্রমে প্রলয়ের সময় রক্ষা পাইয়া

এই হাসান আলীদের বংশের সৃষ্টি করিয়া থাকিবে!

৪। মা ষষ্ঠীর অনুগ্রহের বহর। Harclian Miscellany নামক সাময়িকপত্রে এক স্কট্ তন্তুবায় এবং তাহার স্ত্রীর উপর মা ষষ্ঠীর অনুগ্রহের একটী বিবরণ বাহির হইয়াছে। এই তন্তুবায় দম্পতী ৬২ বাষট্টিটি সন্তানের জন্ম দিয়া ছিলেন,—তাহাদের মধ্যে ৫০টি মা ষষ্ঠীর কৃপায় যৌবনাবস্থা পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিল। ভাগ্যে পাড়ায় চারিজন নিঃ-সন্তান ধনীলোক ছিলেন, তাই তাঁহারা প্রত্যেকে ১০টি করিয়া তন্তুবায় শাবককে পোষ্য রূপে গ্রহণ করিয়া মা বাপকে বিষম বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন! তবু ত দশটি ছেলে, মেয়েকে "মানুষ" করিতে হইয়াছে!

(ক) পাঠক ভাবিবেন না,—মা ষষ্ঠী স্কট্‌দের উপরই বড় প্রসন্না;—তাঁহার কৃপা রুষিয়ায় আরও অধিক। রুষিয়া দেশের Ivan Wassilif (আইভান ওয়াসিলিফ) নামক এক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ৮৭ সাতাশিটি পুত্রকন্যার পিতৃত্ব-গৌরবে ভূষিত হইয়াছেন! তাঁহার প্রথমা স্ত্রী ৬৯টি সন্তান প্রসব করেন! তিনি চারি বার গণ্ডায় গণ্ডায়, সাতবার তিনটি করিয়া এবং ষোলবার দুইটি করিয়া বা যোড়া যোড়া প্রসব করিয়াছিলেন! এই রত্নগর্ভা কদাপিও একটি মাত্র সন্তানকে কুক্ষিতে ধারণ করেন নাই। আইভানের দ্বিতীয় গৃহলক্ষ্মী ও দুইবার তিনটি করিয়া এবং ছয়বার যোড়া যোড়া সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন! আইভান মহাশয়কে দক্ষপ্রজাপতির অবতার বলিয়া পূজা করা উচিত!

৫। দীর্ঘ পরমায়ুর নিদর্শন। বিখ্যাত আইরিশ টমাশ পার ১৫২ বৎসর বয়সে, তাঁহার পুত্র ১১৩ বৎসর বয়সে, পৌত্র ১০৯ বৎসর বয়সে এবং প্রপৌত্র রবার্ট পার ১২৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তির মৃত্যু ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত দীর্ঘ আয়ুর এরূপ নিদর্শন কোনও পরিবারে পাওয়া যায় নাই।

৬। দুর্ল্লভ ও বহুমূল্য খাদ্য। বড় লোকের বড়কথা—সকলেই জানেন; কিন্তু মা লক্ষ্মীর বরপুত্র ও পুত্রিকাগণ দুর্ল্লভ খাদ্য সংগ্রহ নিমিত্ত যেরূপ অর্থব্যয় করেন, গরীব আমাদের নিকট তাহা পূর্ণ পাগলামী বলিয়া বোধ হয়। মিশরের ভুবন প্রসিদ্ধ সুন্দরী ক্লিয়োপেট্রা নাকি এক চুমুক সরবতের সহিত বহুলক্ষমুদ্রার একটি মুক্তা দ্রব করিয়া পান করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের বাদশাহ ও নবাবগণ মুক্তা-ভস্মের চূনদিয়া পান খাইতেন। একালে য়ুরোপ ও আমেরিকার ভাগ্যবান ভাগ্যবতীগণ ও এসম্বন্ধে খুব বাহাদুরী দেখাইতেছেন। আমরা নিম্নে কতিপয় সুদুর্ল্লভ ও মহার্ঘ খাদ্যের পরিচয় দিতেছি।

(১) Caviare (ক্যা-ভি-আর)। কাস্পি-য়ান হ্রদে ষ্টারজন (Sturgeon) নামক এক প্রকার বৃহদাকার সর্ব্বভুক মৎস্য পাওয়া যায়। ঐ মৎস্যের ধূসরবর্ণ দানা দানা ডিম হয়, সেই ডিম নোনা করিয়া টীনে রাখিলেই ঐ অদ্ভুত নামা পদার্থ বলিয়া পরিচিত হয়। ২২৷৷০ সাড়ে বাইশ টাকায়ও অধসের এই জিনিস পাওয়া যায় না এবং ইহার দুর্গন্ধ এত অধিক যে যত্ন পূর্ব্বক অভ্যাস না করিলে

সাধারণ মানুষে ইহা খাইতে পারে না। যেহেতু ইহা দুর্লভ ও বহুমূল্য,—সুতরাং উদরবিলাসী ধনী জনের উহা প্রিয়খাদ্য। সাধারণ লোকে ইহা খাইতে পারে না (দুর্গন্ধে বমি হইয়া যায়)।

(২) Crayfish tales গুল্‌দা চিংড়ি জাতীয় এক প্রকার চিংড়ি মাছের লেজের অগ্রভাগ টুকু কাটিয়া রাখা হয় ও একত্র করিয়া এই নামে পরিচিত করা হয়। ইহার মূল্য এত অধিক যে প্রতি গ্রাসের মূল্য প্রায় দশ টাকা পড়ে,—সুতরাং ইহা ধনী দিগের অতিপ্রিয় সুখাদ্য।

(৩) Bombay Ducks বোম্বাই হাঁস। নামে বোম্বাই হাঁস বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাতে "হাঁসের হ ও নাই।" বোম্বাই এর নিকটস্থ সমুদ্রে বমেলো নামে একপ্রকার মাছ পাওয়া যায়, তাহাই এদেশী প্রথামত শুকাইয়া "শুকৃটি" করিয়া রাখা হয়;—সেই শুকৃটি মাছই "বোম্বাই হাঁস" নামে বিলাতে বিকায়। উহার উৎকট দুর্গন্ধে মানুষের অসুখ হইবার কথা কিন্তু যাঁহারা এরসে রসিক তাঁহারা বলেন যে আগুনে পোড়াইয়া খুব ঝাঁঝাল লঙ্কার ঝাল দিলে নাকি অমরাবতীর অমৃত অপেক্ষা ও রসনা রোচক হয়! কবি কি সাধে বলিয়াছেন "ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ"?

(৪) Tunny ইনি ভূমধ্যসাগর বাসী ও সামন নামক মৎস্যরাজের নিকট জ্ঞাতি। ধীবরেরা ভূমধ্যসাগরের উপকূলভাগে বর্ষাদিয়া বিঁধিয়া ইহাকে হত্যা করত টুকরা টুকরা করিয়া শিশিতে প্যাক করিয়া স্বর্ণমূল্যে ঔদরিক ধনীদিগের নিকট বিক্রয় করে। ইনি অত্যন্তই দুর্লভ সুতরাং সাধারণ নরনারীর দর্শনলাভের অতীত।

(৫) (Truffle) ইনি ভূগর্ভের অন্ধকারে নর-নয়নের অন্তরালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং পণ্ডিতেরা ইঁহাকে ছত্রাকের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। বহু চেষ্টাতে ও মানুষে ইচ্ছা করিয়া ইহার উৎপাদন করিতে পারে নাই,—এবং স্বভাবতঃ খুব অল্পসংখ্যক জন্মে তাই ইহার মূল্য অত্যাধিক। ইহা দেখিতে গোলআলুর ন্যায় এবং সর্ব্বপ্রকার মাংসের সঙ্গে খুব মজাদার হয় বলিয়া বিখ্যাত। শূকর এবং কুকুরের ও ইহা প্রিয় খাদ্য এবং তাহারাই ইহার গন্ধ পাইয়া মাটি আঁচড়াইতে থাকে, আর চতুর মানুষ সন্ধান পাইয়া তাহার "মুখের গ্রাস" কাড়িয়া লয়।

৬। The soup of kings বা রাজভোগ ঝোল। দুই চা-চামচ মাত্র ধরে এরূপ একটি ক্ষুদ্রশিশির মূল্য প্রায় এক টাকা। কাজেই একপোয়া ঝোল খাইতে গেলে ৩২৲ টাকা দিতে হয়,—সুতরাং ইহা রাজভোগ্য ও রাজ-যোগ্য। এই ঝোল হংসের যকৃত হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। হাঁসদিগের যকৃতের ব্যারাম প্রায়ই খুব কম,—কাজেই সাধারণ হাঁসের যকৃত ও খুব ছোট; তাই যাহারা এই ব্যবসায় করে, তাহাদের খরচ পোষায় না। কিন্তু "কল্পনা বাধাতে বুদ্ধিঃ" কাজেই ভাবনা নাই। ব্যবসায়ীরা অধিকসংখ্যক হাঁসকে অন্ধকার ও ক্ষুদ্র ঘরে দিনরাত আবদ্ধ রাখিয়া এমন অস্বাস্থ্যকর খাদ্য-খাওয়ায় যে অত্যল্পদিনের মধ্যেই তাহাদের যকৃৎ, ম্যালেরিয়া রোগীর যকৃতের মত বাড়িয়া যায় এবং তখন সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত যকৃৎ হইতে ইচ্ছামত রাজভোগ এই ঝোল প্রস্তুত করে ও প্রচুর বিক্রয় করে। ধনীসম্প্রদায়ের কত নরনারী জীবক্লেশ নিবা-

রণের নিমিত্ত প্রাণপাত করিতেছেন,—এদিকে তাঁহারাও যে অজ্ঞান বশতঃ এইরূপ নিষ্ঠুরতার সহায়তা করিতেছেন তাহা কয়জনে জানেন?

৭। Turtle soup কচ্ছপের ঝোল। ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জে সবুজ বর্ণের একপ্রকার কূর্ম্ম পাওয়া যায়,-তাহার ঝোল বড়ই উপাদেয় মূল্য ১৫ টাকায় আধসের।

৯। Calipash and calipee কচ্ছপের উভয় খোলার ভিতর পৃষ্ঠে সবুজ বর্ণের এক প্রকার চর্ব্বি পাওয়া যায়, তাহাই ঔদরিক সমাজে উল্লিখিত নামে পরিচিত। এই চর্ব্বির স্বাদ ও গন্ধ নাকি অমৃতস্পর্দ্ধী!

১০। Turtle Fins—কচ্ছপের খোলার নিম্নভাগে দোদুল্যমান চর্ম্মবৎ পদার্থ। ইহা নাকি লক্ষপতি ও কোটিপতি ধনী ঔদরিকের নিকট দেবভোগ্য উপাদেয় পদার্থ। আমরা শুনিয়াছি যে বিক্রমপুর অঞ্চলে ভদ্রলোকেও নাকি এই পদার্থ (ইহাকে তথায় নাকি "বাধি" বলে) খুব আদর করিয়া খাইয়া থাকেন! "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ"—হবেও বা।

(১১) কাদা খোঁচা (Snipe) এবং আরও কয়েক প্রকার ছোট ছোট পাখীর পেটের নাড়িভুঁড়ি সমেত ভাজিয়া সাহেবেরা আহার করিয়া থাকেন;—একজন রসিক লোক এরূপ পাখী খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—পাখিগুলির পালক কয়টা ফেলিবার কি দরকারছিল?—সাহেবেরা জীবন্ত ঝিনুকের কোলা খুলিয়া তাহার ভিতরকার জন্তুটি আস্ত মুখে ফেলিয়া গলাধঃকরেন,—বেচারা গা নাড়া দিতে দিতে উদরস্থ হয়! ইহারই নাম সুরুচি!

ফলতঃ ঔদরিক নিজ রসনা এবং উদরের তৃপ্তির নিমিত্ত জলস্থল ও শূন্যের সর্ব্বপ্রকার প্রাণীই জঠরানলে আহুতি দিতেছেন; জরায়ুজ, অণ্ডজ এবং উদ্ভিজ্জ এই ত্রিবিধ জৈবসৃষ্টিই তাঁহার তৃপ্তির জন্য আত্মবলিদান দিতেছেন;—তথাপি তাঁহার তৃপ্তি নাই। হে সর্ব্বগ্রাসি সর্ব্বভুক্ মানব!—তুমি কালান্তক কালেরই অবতার;—আমরা তোমাকে বার-বার নমস্কার করি।

শ্রীসংবাদ ষট্‌পদ।

৬। সম্প্রতি বরিশালে ধর্ম্মরক্ষিণী সভাগৃহে বিবাহে পণপ্রথা নিবারণ জন্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী সভা হইয়া গিয়াছে। সামাজিক সংস্কারে মৃতপ্রায় বরিশালকে জাগরিত দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ বরিশালের শিক্ষিত সমাজের দৃঢ় ধারণা যে কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের বলে তাঁহারা স্বদেশকে সকল প্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। তত্রস্থ প্রধান প্রধান কায়স্থ মহাত্মাগণ মনে করেন যে তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয়, কেননা যৎকালে ক্ষত (বিপদ) হইতে তাঁহারা দেশকে উদ্ধার করিতেছেন, বাহ্যিক চিহ্ন যজ্ঞোপবীত ধারণের কি প্রয়োজন? তাঁহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিবার শক্তি স্বয়ং ব্রহ্মা, যাঁহার কায়া হইতে কায়স্থ জাতি উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহারও নাই। কিন্তু বিবাহে পণ-প্রথা নিবারণের কি উপায় তাঁহারা অবধারণ করিলেন। আমাদের বিবেচনায় বিবাহক্ষেত্র সম্প্রসারিত না হইলে এই দস্যুতা সমাজ হইতে তিরোহিত হইবে না। সেইজন্য মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বৃদ্ধ

বয়সে সমগ্র ভারতীয় কায়স্থকে একত্বে পরিণত করিতে প্রাণপাত করিতেছেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ শূদ্রাচারী থাকিয়া কোন কালে ভারতীয় কায়স্থের সহিত মিশ্রিত হইতে পারিবেন না। আন্তর্গণিক বিবাহভিত্তি পণপ্রথার উচ্ছেদন অসম্ভব। এই সমস্ত সামাজিক তত্ত্ব যাহারা না বুঝে তাহারা গণ্ডমূর্খ।

৭। কায়স্থোপনয়ন।—ঢাকা জেলান্তর্গত হাঁসাইল গ্রামে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষ কবিরাজ কবিরত্ন মহাশয়ের আর্য্যশক্তি ঔষধালয়ের ভবনে বিগত ১৩ই পৌষ একটী কায়স্থ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় প্রায় ৪০ ঘর কায়স্থ শীঘ্র উপনয়ন গ্রহণে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণ মণ্ডলী সর্ব্বতোভাবে উপনীত কায়স্থ সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে কায়স্থ সমাজ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, জাতীয় উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া, কোটালীপাড়া নিবাসী পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাচস্পতি মহাশয়কে আনাইয়া কায়স্থগণের পৌরোহিত্য কার্য্য সম্পাদন করাইতেছেন। কায়স্থ সমাজ তাঁহার নিকট চির-ঋণী; উপবীতী কায়স্থ সমাজের ক্রিয়াকার্য্য উপলক্ষে নিমন্ত্রণ পত্রাদি দানে তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে দিনাজপুরের মহারাজ বাহাদুর ও সমগ্র কায়স্থ সমাজকে অনুরোধ করিতেছি।

৮। শ্রীযুক্ত ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ হোড় দেববর্ম্মা মহাশয় রাজসাহী বাঁসাইল হইতে লিখিতেছেন—"বড়ই দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত অভাবে আমাদের দেশের পল্লীগ্রামস্থ কায়স্থদিগের উপনয়ন হইতেছে না। আমাদের বাটী নাটোর টাউনের নিকটবর্ত্তী। একমাত্র শ্রীযুক্ত মধুসুদন কাব্যরত্ন মহাশয়কে অবলম্বন করিয়া আমরা উপনয়ন সাগরের পরপারে উত্তীর্ণ হইতেছি। যদি ক্ষত্রিয়-কায়স্থ, ক্ষত্রিয়-কায়স্থের পৌরোহিত্য করিতে পারেন, বা নিজের কার্য্য নিজে করিতে পারেন—এই প্রকার শাস্ত্র আলোচনা ও প্রমাণ প্রতিভায় প্রকাশ করিলে পল্লীগ্রামের অনেকেই উপনীত হইবেন। বিগত ২৫সে অগ্রহায়ণ রাজসাহা অন্তর্গত সেনভাগ লক্ষীকোল গ্রামে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ কুণ্ড দেব বর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর ক্ষেত্রে উক্ত গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরিমোহন দেব, শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব, ক্ষিরোদলাল কর, এবং পটুল নিবাসী শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত দেব যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। উক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন ইতি।"

"প্রতিভায়" আমরা বার বার শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে উপবীত ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য নিজের যজনকার্য্য নিজেই সম্পাদন করা। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণগণ যেখানে উপনীত কায়স্থগকে বর্জ্জন করিয়াছেন, উপনীত কায়স্থগণ ও সেইস্থলে তাঁহাদিগকে বর্জ্জন করিবেন। নচেৎ সেইস্থানের সমাজ স্বাধীন ভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। আর্য্য মনীষিগণের "সর্ব্বং আত্মবশং সুখম্, সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্"—এই উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের সাহায্য ব্যতীত আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে অগ্রসর হইতে হইবে।

৯। ভ্রম সংশোধন।—বিগত পৌষমাসের আর্য-কায়স্থপ্রতিভার ৪২৮ পৃষ্ঠায়, কায়স্থপত্রিকার সমালোচনা প্রসঙ্গে, আমারা পাদমন্তব্যে শ্রীযুক্ত কালীচরণ সিংহ নামটী যে উল্লেখ করিয়াছিলাম উহা আমাদের ভ্রমবশতঃ হইয়াছিল, বাস্তবিক পক্ষে উক্ত পত্রিকার মাঘমাসের সংখ্যায় "প্রতিবাদে প্রমাদ' প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত হরিলাল সিংহ কাব্যতীর্থ মহাশয়। আমরা এখন বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে উক্ত কাব্যতীর্থ মহাশয় প্রতিভার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না। আমরা তজ্জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে উক্ত পাদ মন্তব্যে যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করিলাম।

১০। বিগত কার্ত্তিক মাসের প্রতিভায় "শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজাপদ্ধতি মুদ্রিত

হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ শাস্ত্রী মহোদয় উক্ত পদ্ধতিতে যেভ্রম প্রমাদাদি ছিল তাহা সংশোধন করিয়াছেন তাহা নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩১৭ (১ম স্তম্ভ)	১৩	বৃহস্পতদ'ধাতু	বৃহস্পতিদ'ধাতু।
ঐ	১৭	ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায়	ব্রাহ্ম্যংশাসনমাস্থায়
ঐ	২১	সংকল্পকুয্যাৎ	সংকল্পংকুর্য্যাৎ।
ঐ	২৫	সর্ব্বাপচ্ছন্তি	সর্ব্বাপচ্ছান্তি।
ঐ (২য় স্তম্ভ)	৮	জগৎসনিত্রে	জগৎসবিত্রে।
ঔ	৯	এহিসূর্য্যসহস্রাংশো	আহিসূর্য্যসহস্রাংশো।
ঐ	১৭	ওঁধ্যানমসি	ওঁধান্যমসি।
৩১৮ (১মস্তম্ভ)	৩	কৃণোতু	কৃণোতি।
ঐ	৭	প্রাধ্বনেঃ	প্রাধ্বনে।
ঐ	৮	শুগনাসোবতে	শুঘনাসোবাত।
ঐ	৮	শ্রমিয়ঃ	প্রমিয়ঃ।
ঐ	৮	জহ্বা	যহ্বাঃ।
ঐ	৯	অরুসেহন	অরুষোন।
ঐ	৯	ভিন্দন্ম্ স্মিভিঃ	ভিন্দন্ন্ স্মিভিঃ।
ঐ	২২	তন্বীবাসঃকবয়	তন্বীরাসঃকবয়।
ঐ	২২	সাধ্যো	স্বাধ্যো।
৩২৫ (২য় স্তম্ভ)	৩	লম্বোদরসুন্দরম্	লম্বোদরংসুন্দরং।
৩২১ (২য় স্তম্ভ)	১১	পাণিভূষম্	পাণিভূষম্।

১১। কায়স্থোপনয়ন। মুরসিদাবাদ জেলান্তর্গত খোশবাসপুর গ্রাম হইতে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ সিংহ বিশ্বাস মহাশয় লিখিতেছেন—"আমাদের ফতেসিংহ সমাজের কায়স্থদিগের উপবীত গ্রহণে বাধা দিবারজন্য স্থানীয়ব্রাহ্মণগণ সভাসমিতি করিতেছেন; সেই হেতু উত্তর-রাঢ়ীয়গণের উপবীত গ্রহণে বিলম্ব হইতেছে, এখনও সমাজের নেতৃবর্গের নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে না। বিগত ১৪ই কার্ত্তিক ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিবস উত্তর রাঢ়ীয় যে যে কায়স্থের উপনয়ন হইয়াগিয়াছে, তাহা অদ্যাপি প্রতিভায় প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহাদিগের নাম নিম্নে দেওয়া গেল। এই কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় হোতা, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মা এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সদস্য ছিলেন। শ্রীযুক্ত জগৎমোহন সিংহ, রামমোহন সিংহ, সরসীমোহন ঘোষ, রাধাশ্যাম ঘোষ, গোপেশ্বর ঘোষ, উপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, গোবিন্দলাল ঘোষ, এবং সুরেশচন্দ্র সিংহ।

১২। লক্ষ্নৌ, কায়স্থসংবাদ। (ক) উপনয়ন—শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মিত্র, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ নাগ, গত অগ্রহায়ণমাসে এবং শ্রীমান্ বীরেন্দ্রকুমার বসু,বি, এ, বিগত মাঘ মাসে উপনীত হইয়াছেন (খ) শ্রাদ্ধ—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত দেব বর্ম্মা মহাশয়ের স্বর্গত পিতৃদেব কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আদ্যকৃত ত্রয়োদশাহে বিগত ৬ই পৌষ তারিখে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ কুল-তিলক পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত রামাবতার শাস্ত্রী মহাশয় পৌরোহিত্য কার্য্য করিয়াছিলেন। বিগত ১৭ই মাঘ উত্তরপাড়া বালীগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয় তদীয় স্বর্গীয় পিতা নীলরতন ঘোষ দেববর্ম্মা মহাশয়ের আদ্যকৃত ত্রয়োদশদিনে সম্পন্ন করিয়াছেন। ৺ নীলরতন বাবু স্থানীয় কায়স্থ সভার একজন প্রধান সভ্য ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে আমরা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। (গ) বিবাহ—স্থানীয় বঙ্গীয় কায়স্থ সভার সভাপতি অবসর প্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বীরেন্দ্রকুমার বসু দেববর্ম্মা মহাশয়ের সহিত মালদহের উকীল শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয়ের কন্যার শুভ বিবাহ ক্ষত্রিয়াচারে বিগত ৮ই মাঘ সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোনও প্রকার দেনা পাওনার আলোচনা হয় নাই, তাঁহাদের ইচ্ছামত ব্যয়াদি হইয়াছে। এই বিবাহ উপলক্ষে ভূরী ভোজন ও অনেক আমোদ উৎসব হইয়া গিয়াছে।

বৈবাহিক প্রসঙ্গ।

১। নদীয়া জেলার অন্তর্গত হাঁসপুখুরিয়া গ্রাম, বরণিয়া পোষ্ট হইতে শ্রীযুক্ত দাশরথী দত্ত বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন তাঁহার একজন আত্মীয়ের সুন্দরী কন্যার জন্য পাত্র আবশ্যক। কন্যার পিতা জমীদারী ষ্টেটে ম্যানেজার আছেন।

২। বিক্রমপুর সালিহাটী গ্রামনিবাসী বঙ্গজ-কায়স্থ শ্রীযুক্ত সুধময়কুমার সরকারের পুত্র শ্রীমান্ বিজয়কুমার সরকার সম্প্রতি আমেরিকা হইতে বি, এ পাশ করিয়া দেশে আসিয়াছেন। বয়স ২৪।২৫ বৎসর। ইহার পিতা পুত্রের বিবাহে টাকা লইবেন না। তিনি একটী সুন্দরী, সুশিক্ষিতা কাজকর্ম্মে উপযুক্তা, বয়স ১৪।১৫ বর্ষ কন্যাচান। কন্যাব অভিভাবকগণ ১৩২নং কালীঘাট রোড কলিকাতা সুধময়বাবুর নিকট পত্রাদি লিখিবেন।

৩। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সরকার মোক্তার শেরাজগঞ্জ পাবনা হইতে লিখিতে-ছেন (১) পাত্র বঙ্গজ কায়স্থ বয়স ২২।২৩ বৎসর বি, এ পাঠ কবেন, অবস্থা ভাল, মৌলিক যে কোনও শ্রেণীতে সুন্দরী পাত্রী চান। (২) পাত্র মিত্রবংশ ২২।২৩ বৎসব বয়স, ডাক্তারী পাস, বাটীতে ব্যবসায় করেন, সুন্দরী ও কুলীন কন্যা চান। (৩) পাত্র দত্তবংশ, বয়স ২৫।২৬ বৎসর, প্রথম পক্ষের একটী মাত্র কন্যা আছে, বি, এল, উকীল। যে কোনও শ্রেণীর সুন্দরী কন্যা চান, ইঁহাবা কেহই বিবহে টাকা লইবেন না।

৪। পাত্র শ্রীযুক্তবিনয়ভূষণ রায় দেববর্ম্মা, এঃ গুড্‌সক্লার্ক, বাচি, বি এন আর। মৃত পূর্ব্ব-পক্ষের ১টী কন্যাআছে মাত্র। পাত্রেব বয়স ৩৪ বৎসব, বঙ্গজ দেববংশ আলম্যান গোত্র। যে কোন শ্রেণীতে বিবাহ হইতে পাবে। মাসিক বেতন ৩০৲ টাকা বাটী, ত্রিপুরাজেলায়, ৪০০৲ আয়ের নিষ্কর জমি ও বাটী আছে। পাত্রেব নিকট পত্র লিখিবেন, কোনও টাকাদিতে হইবে না।

৫। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দেব সবকার পলাশবাড়ী থানা জিলা রংপুর তাঁহার কন্যার জন্য ১টী পাত্র আবশ্যক। কন্যাটী সুন্দরী, বঙ্গভাষায় শিক্ষিতা ও গৃহকার্য্যে দক্ষা।

৬। শ্রীহরকুমার ঘোষ পোঃ বজ্রযোগিনী, নাহাপাড়া ঢাকা। তাঁহার আত্মীয়ের জন্য পাত্রী আবশ্যক। পাত্রের বয়স ৩৫।৩৬, গুহবংশ, বিক্রমপুর সমাজ; স্ত্রী আছে কিন্তু রুগ্না ও পুত্রবিহীনা। পাত্র উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাটীতে জমাজমি আছে। যে কোনও শ্রেণীতে বিবাহ হইতে পারে, হরকুমার বাবুর নিকট পত্রাদি লিখিবেন; কোনও টাকা দিতে হইবে না।

৭। শ্রীললিতমোহন পাল। তিনসুকীয়া, আসাম। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীর জন্য একটী পাত্র আবশ্যক। কন্যাটী সুন্দরী ও গৃহকার্য্যে সুনিপুণা, সামান্য বাঙ্গালা লেখা পড়া জানে।

৮। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত, ভাবতীভূষণ, মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার। দক্ষিণরাঢ়ীয় ২৬ পর্য্যায় বসুবংশীয় সুন্দরী শিক্ষিতা এবং গৃহ-কায্য নিপুণা একটী কন্যার জন্য দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ অবস্থাপন্ন পাত্রের প্রয়োজন।

৯। কুষ্টিয়ার প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ মজুমদার, ইতিহাসে অনর সহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে এম-এ পড়িতেছেন। ইংলণ্ডে পাঠার্থে যাইতে চান। ইহার ব্যয় বহন করা হৃদয়বাবুর সাধ্যাতীত। এই ব্যয় বহন করিতে পারেন এই প্রকার কোনও সম্ভ্রান্ত কায়স্থের কন্যার সহিত শ্রীমানের বিবাহ দিতে চান। বিবাহ প্রার্থীগণ হৃদয়বাবুব নিকট পত্রাদি লিখিবেন। (কুষ্টিয়া নদীয়া)।

১০। মালদহ সিমাসরাই পোষ্ট হইতে শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র মজুমদার বর্ম্মা, ফরিদপুর পোড়াদুহার শ্রীযুক্ত সীতানাথ বিশ্বাস বর্ম্মার পুত্রের জন্য একটী সুন্দরী ও শিক্ষিতা কন্যাচান। বর পণ লইবেন না।

বিজ্ঞাপনের হার।

মলাটের সম্মুখের পেজ ও পত্রিকার প্রথম ও শেষ পেজের (Reading matter) এর সম্মুখস্থ পেজের প্রত্যেকের মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক পেজ মাসিক ৪৲ চারি টাকা অর্দ্ধ পেজ ৩৲ তিন টাকা এবং পেজের চতুর্থাংশ ১॥০ দেড় টাকা মাত্র। মলাটের অন্যান্য পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। যে মাসে বিজ্ঞাপন বাহির হইবে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের হস্তলিপি না দিলে সেই মাসে বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে না। বিজ্ঞাপনের মূল্য নগদ দিতে হইবে। এক মাসের ঊর্দ্ধ সময়ের জন্য বিজ্ঞাপনের হার পৃথক্, তাহা আমার সহিত স্থির হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা।

১নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা। ১০ই বৈশাখ ১৩২০।

"দি হাওড়া প্রভিডেণ্ট কোম্পানী লিমিটেড্।"

গভর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে রেজেষ্টরীকৃত।

হেড আফিশ ২৬ নং গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোড, হাওড়া।

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির ও বন্দোবস্ত আছে। এই কোম্পানীতে জীবন ও বিবাহ বীমা হইয়াথাকে, চাঁদার হার ২৲, ১৲ ও ॥০ আনা মাত্র। ১৮ বৎসর হইতে ৫৫ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির জীবন বীমা হইয়া থাকে। দাবী সত্বর দেওয়া হয়। সাহস করিয়া বলিতে পারি, এই কোম্পানীর সহিত কার্য্য করিলে এই কোম্পানীর কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিবেন। এখনও বেতন ও উচ্চ কমিশনে এজেণ্ট ও অরগানাইজারের আবশ্যক, সত্বর আবেদন করুন।

বিজ্ঞাপন।

বাগান বাড়ী বিক্রয়। কোন্নগর গ্রামে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীটে ভদ্রলোকের বসতির উপযুক্ত বাগানবাটী দুইবিঘা জমী ফলফুলের বৃক্ষাদি সমেত পুষ্করিণী ও থাকিবার ঘর। শ্রীত্রিপুরাচরণ ঘোষবর্ম্মা হাতীরকুল কোন্নগর।

সূচীপত্র।

১৩২০ বঙ্গাব্দ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাস।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ।

Favored by Baboo Pijush Kanthi Ghosh,

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

ফাল্গুন, চৈত্র, মাস, ১৩২০

শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় ঈশাবাস্যোপনিষৎ।

ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মণে নমঃ।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শঙ্কর-ভাষ্যম্।—ঈশাবাস্যমিত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ কর্ম্মস্ববিনিযুক্তাস্তেষামকর্ম্মশেষস্যাত্মনোযাথাত্ম্য প্রকাশকত্বাৎ। যাথাত্ম্যং চাত্মনঃ শুদ্ধত্বাপাপবিদ্ধত্বৈকত্বনিত্যত্বাশরীরত্বসর্ব্বগতত্বাদিবক্ষ্যমাণম্। তচ্চ কর্ম্মণা বিরুধ্যেতেতি যুক্তএবৈষাং কর্ম্মস্ববিনিয়োগঃ। নহ্যেবং লক্ষণমাত্মনো যাথাত্ম্যমুৎপাদ্যং বিকার্য্যমাপ্যং সংস্কার্য্যংকর্ত্তৃ-ভোক্তৃরূপং বা যেন কর্ম্মশেষতা স্যাৎ। স র্ব্বাসামুপনিষদামাত্মযাথাত্ম্যনিরূপণেনৈবো পক্ষয়াৎ। গীতানং মোক্ষধর্ম্মাণাংচৈবং পরত্বাৎ। তস্মাদাত্মনোঽনেকত্বকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিচাশুদ্ধত্ব-পাপবিদ্ধত্বাদি চোপাদায় লোকবুদ্ধিসিদ্ধকর্ম্মাণি বিহিতানি। যো হি কর্ম্মফলেনার্থী দৃষ্টেন ব্রহ্মবর্চ্চসাদিনাঽদৃষ্টেন স্বর্গাদিনা চ দ্বিজাতিরহং ন কাণকুব্জত্বাদ্যনাধিকারপ্রযোজকধর্ম্মবানিত্যাত্মানং মন্যতে সোঽধিক্রিয়তে কর্ম্মস্বিতিহ্যধিকারবিদো বদন্তি। তস্মাদেতে মন্ত্রা আত্মনো যাথাত্ম্যপ্রকাশনেনাত্মবিষয়ং স্বাভাবিকমজ্ঞান-ন্নিবর্ত্তয়ন্তঃ শোকমোহাদিসংসারধর্ম্মবিচ্ছিত্তি-সাধনমাত্মৈকত্বাদি বিজ্ঞানমুৎপাদয়ন্তি। ইত্যেব-মুক্তাধিকার্য্যভিধেয়-সম্বন্ধ-প্রয়োজনান্মন্ত্রান্ সঙ্ক্ষেপতো ব্যাখ্যাস্যামঃ।

অনুবাদ। ঈশা বাস্যাদি মন্ত্র সকল কর্ম্মে বিনিযুক্ত হইবার উপযোগী নহে। এই মন্ত্র গুলি আত্মার যাথাত্ম্য অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশ করে এবং আত্মা কর্ম্মের অঙ্গ নহে। শুদ্ধত্ব অপাপবিদ্ধত্ব অর্থাৎ পাপরাহিত্য, একত্ব, নিত্যত্ব, অশরীরত্ব, সর্ব্বগতত্ব ইত্যাদি আত্মার

বঙ্গসাহিত্যানুশীলনের পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষার অপরিহার্য্যতা (ক)

দেশের এমন এক দিন ছিল, যেদিন পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে অন্ধীভূত বঙ্গের আশাস্থল যুবকদল বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা হেয় বলিয়া মনে করিতেও লজ্জিত হইতেন না। আজ তাঁহাদেরই স্থলাভিষিক্ত তাদৃশ পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী নব্যগণ মাতৃভাষাকে আর সেরূপ ঘৃণার চক্ষে না দেখিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার পূজায় অগ্রসর হইয়াছেন। যে ক্ষীণ স্রোতস্বতী বনমধ্যে অস্ফুট কলধ্বনি শুনাইয়া বহিয়া যাইতেছিল, আজ সে দূরদূরাগত প্রবাহে পরিপুষ্ট হইয়া বিশাল তরঙ্গিণীর আকারে দেশকে প্লাবিত করিয়া চলিয়াছে। আজ নানা সম্পৎ সম্ভারে ভূষিত বঙ্গসাহিত্যের প্রতিপত্তি স্বদেশের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ নহে, পরন্তু বিদেশেও সগৌরবে উদ্‌ঘোষিত। কালের বিবর্ত্তনে ভাবের ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—উচ্চশিক্ষাভিমানীদের মধ্যে এই শুভলক্ষণ দেখা দিয়াছে যে, যিনিই এখন মাতৃভাষার সাহিত্যের আলোচনা না করেন, বা মাতৃভাষার চরণে নিজে দুই একটি পুষ্প উপহার দিতে না পারেন, তিনিই যেন সময়বিশেষে লজ্জা ও সঙ্কোচ অনুভব করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের নিজের অনুভূতির মধ্য দিয়া এইরূপই বোধ হইয়াছে।

জ্ঞানের বিস্তার সম্পাদনে মাতৃভাষার অনুশীলনের উপযোগিতা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত। শিক্ষণীয় বিষয় যাহাই হউক না কেন, মাতৃভাষার মধ্য দিয়া তাহাকে আয়ত্ত করাই স্বাভাবিক উপায়। এইভাবে বঙ্গভাষার বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলন বাঙ্গালীরপক্ষে একান্তই আবশ্যক। উহাতে যে যে উপায় অপরিহার্য্যরূপে অবলম্বনীয় সংস্কৃতশিক্ষা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। মুখ্যতঃ ইহাই প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক বঙ্গসাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ না হইলেও শিক্ষাবিভাগে কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে অনেক সময় ছাত্রগণকে লইয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা ও তাহাদের লিখিত অনুবাদ ও প্রবন্ধ পরীক্ষা করিতে হয়। ইহাতে যে অভিজ্ঞতাটুকু লাভ হইয়াছে, তাহা এখানে ব্যক্ত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, মনে করি।

সাধারণতঃ দেখা যায়, যেসকল ছাত্র সংস্কৃতে একটু প্রবিষ্ট, তাহারা অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতে পারে। মুসলমান ছাত্রেরা প্রায়ই সংস্কৃত না পড়িয়া পার্শি পড়ে এবং তাহাদের লিখিত প্রবন্ধাদিতে প্রায়ই

(ক) পাবনার উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন পঠিত। লেখক।

ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষিত হয় না। যাহারা সংস্কৃত জানে না তাদৃশ বহু ছাত্রকে উচিত ও কদাচিৎ এই উভয় শব্দই (হসন্ত) তকারান্ত এবং বিদ্যমান ও বুদ্ধিমান্ এই উভয় শব্দই (হসন্ত) নকারান্ত প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। কোনও গ্রন্থকারের গ্রন্থবিশেষে "বেপথুমানা" এই শব্দ প্রয়োগ সংবাদপত্রে আলোচিত হইয়াছিল বলিয়া স্মরণ হয়। বোধ হয় কম্পমানা শব্দের সহিত কল্পিত অলীক সাদৃশ্যই ঐরূপ ভ্রমের হেতু। যাঁহাদের সংস্কৃত ব্যাকরণে যৎসামান্য অধিকার আছে, তাঁহারাই জানেন ঐস্থানে 'বেপমানা' অথবা 'বেপথুমতী' প্রয়োগ করাই সঙ্গত ছিল। উপযুক্ত সংস্কৃত শিক্ষার অভাবে অনেকেই ঐরূপ ভ্রমে পতিত হইতে পারেন, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সংস্কৃত যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা অনেক সময় যে শব্দের যে অর্থে শক্তি নাই, বাঙ্গালায় সেই শব্দ সেই অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। "আত্মম্ভরি" শব্দ এই শ্রেণীর একটি উদাহরণ। ৺দাশরথিরায়ের "ষড়রিপু হৈল কোদণ্ড স্বরূপ পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ" এই বাক্যে কোদণ্ড "শব্দ প্রয়োগ ও ঐ শ্রেণীর উদাহরণ। ঈদৃশ প্রয়োগ আরও অনেক আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি বাঙ্গালাভাষায় মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই যুক্তিতে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কোষগ্রন্থের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া নূতন অপশব্দের আবিষ্কার সঙ্গত মনে হয় না: কেন না উহাতে অনর্থক ভাষা, ব্যাকরণ ও কোষের জটিলতা বৃদ্ধি করা হয় মাত্র।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনার ফলে লেখকের এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে, যে বঙ্গ সাহিত্যের প্রকৃষ্ট অনুশীলন করিতে হইলে,—ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে হইলে সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তিলাভ একান্ত আবশ্যক। কিন্তু বোধ হয় এখনও অনেকে বঙ্গসাহিত্যানুশীলনে সংস্কৃত শিক্ষার অপরিহার্য্যতা স্বীকার করিতে চাহেন না, এই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ সাধারণতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং বিদেশীয় ভাবসম্পদে পরিপূর্ণ। ইঁহারা বঙ্গভাষাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের বন্ধন-শৃঙ্খল হইতে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত দেখিতে ইচ্ছা করেন। ইঁহাদের ধারণা বঙ্গভাষা আর বালিকা নহে, যে বৃদ্ধা মাতামহীর হাত ধরিয়াই তাহাকে চলিতে হইবে। দুঃখের বিষয় ইহারা মনে করেন না, যে সংস্কৃতের সহিত বঙ্গভাষার সম্বন্ধ রক্তের সম্বন্ধের ন্যায় অচ্ছেদ্য। বিজাতীয় সংসর্গে,বিজাতীয় পোষাক পরিচ্ছদে বাঙ্গালী যেমন তাহার মাতা পিতার আকৃতি প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্যপ্রাপ্ত হয় না, বিজাতীয় ভাবভঙ্গিতে বাঙ্গালা ভাষাও তেমনই সংস্কৃতের প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইতে পারে না। বাঙ্গালা ভাষার নিজের বৈশিষ্ট্য যাহা আছে, তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সংস্কৃত ভাষার শাসন যথাস্থানে তাহাকে মানিতেই হইবে। অন্যপ্রকারের পরিণতি বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। এ পর্য্যন্ত যাঁহারা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ সংস্কৃতে অব্যুৎপন্ন ছিলেন, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট হেতু নাই। পক্ষান্তরে শুনাযায় পূর্ব্ববঙ্গের খ্যাতনামা সাহিত্যিক স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর বঙ্গভাষায় বিশিষ্ট অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে সংস্কৃত পাণিনীয় ব্যাকরণের চর্চ্চা করিতেন। সকলেই জানেন তিনি বঙ্গভাষায় একজন সুলেখক মাত্র ছিলেন

না, পরন্তু একজন উৎকৃষ্ট বক্তা ও ছিলেন।

বর্ত্তমানযুগে মাতৃভাষার সাহায্যে শিল্প ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে মাতৃভায়ার বহু পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার অপরিহার্য্য। এই শব্দ সমূহের সঙ্কলনে অনেক সময় তত্তদ্বিষয় প্রতিপাদক সংস্কৃত শাস্ত্রের মুখাপেক্ষা করিতে হইবে! ঐ রূপ বহু সংস্কৃত গ্রন্থের এখনও সম্যক্ আলোচনা হয় নাই। ঐ জন্য বহু উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দ সংস্কৃত গ্রন্থে থাকা সত্ত্বেও আমরা তত্তদ্বিষয় আলোচনার প্রসঙ্গে শব্দের অভাব অনুভব করিয়া থাকি। এই অবস্থায় মূল সংস্কৃত গ্রন্থ গুলি হইতে যথা সম্ভব পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ করিয়া ভাষার ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন একান্ত কর্ত্তব্য। যে যে স্থলে অনুসন্ধানেও উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দ দৃষ্টিগোচর হইবে না, তত্তৎ স্থলে নূতন পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করিতে হইলে তাহাও যথা সম্ভব সংস্কৃত মূলক হওয়াই উচিত। এই প্রণালীর অবলম্বনে সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে গৃহীত ও নূতন উদ্ভাবিত এই দ্বিবিধ পারিভাষিক শব্দের মধ্যেই স্বাভাবিক সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা শব্দার্থের সুগমতা ও শিক্ষার শ্রম লাঘবের আশা করা যাইতে পারে।

এইরূপে সকল বিভাগেই বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনে সংস্কৃত শিক্ষার অপরিহার্য্যতা ব্যবস্থাপিত হইলে, ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গেসঙ্গে কিরূপে অল্পসময়ে অল্পপরিশ্রমে সংস্কৃতে বুৎপত্তিলাভ করিতে পারা যায়, তাহাও আলোচ্য হইতেছে। এবিষয়ে লেখক অনেকাংশে স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্ভাবিত প্রণালীরই পক্ষপাতী। বিদ্যাসাগর মহাশয় তদানীন্তন সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের সৌকার্য্যার্থে সংস্কৃত শিক্ষার যে প্রণালী অবলম্বন করেন, তাহা তদীয় সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকার মুখবন্ধে বিবৃত হইয়াছে। ঐ মুখবন্ধে তিনি অখণ্ডনীয় যুক্তি দ্বারা উচ্চ শ্রেণীতে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পরিবর্ত্তে সিদ্ধান্তকৌমুদী পঠন পাঠনের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। সংস্কৃত কলেজের টোলবিভাগের ছাত্রদের জন্য তিনি ঐ ব্যবস্থা করেন। আমাদের স্কুল কলেজের ছাত্রদিগকে ঐ ব্যবস্থানুসারে সিদ্ধান্তকৌমুদীর ন্যায় বৃহদাকার ব্যাকরণ গ্রন্থ পড়িতে হইলে অনেকেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যানুশীলনের আশা দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় তাহাদের হৃদয়ে উত্থিত হইয়াই বিলীন হইবে। এইজন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের মনে হয় স্কুলবিভাগে ছাত্রদিগকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণকৌমুদী পড়িতে দিয়া কলেজবিভাগে লঘুকৌমুদী বা মধ্যকৌমুদী অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিলে সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তিলাভ তাদৃশ কঠোর পরিশ্রমসাধ্য বলিয়া উপেক্ষিত হইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতানুসারে সঙ্গে সঙ্গে হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, রঘু, কুমার, প্রভৃতির অধ্যাপনা ও চালান উচিত, উহাতে অপেক্ষাকৃত নীরস ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে সরস কাব্যশাস্ত্রের আলোচনায়, যুগপৎ ভাষার ব্যুৎপত্তি ও সংস্কৃত কাব্যসৌন্দর্য্যের সহিত পরিচয়, ছাত্রগণকে উত্তরকালে মাতৃপূজার যথার্থ অধিকারী করিয়া তুলিবে, এরূপ আশা করা যায়।

বর্ত্তমানপ্রবন্ধে বঙ্গভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার পক্ষে সংস্কৃত ব্যাকরণের উপযোগিতা সম্বন্ধেই বেশী কথা বলা হইল। ভাষার উৎকর্ষ-সাধনের পক্ষে সংস্কৃত সুকুমার সাহিত্যের ও অলঙ্কারের যে উপযোগিতা আছে, তাহাও উভয়ভাষাভিজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিই উপলব্ধি করেন। বহুভাষার ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যায়, সংস্কৃত সাহিত্য হইতে ইহার পরিপুষ্টির আরম্ভ। বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর তর্করত্ন প্রভৃতি অনুবাদেও ভাবানুকরণে বাঙ্গালার গদ্য সাহিত্যের পরিপুষ্টির সূচনা করেন, বিদেশীয় সাহিত্যের ভাবসমষ্টি পরে এই সাহিত্যে প্রবিষ্ট হইয়া এখন বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়াছে। অলঙ্কার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে সংস্কৃত অলঙ্কারের সবগুলি বাঙ্গালার বৈচিত্র্যাধারক না হইলেও বাঙ্গালার যাহা কিছু অলঙ্কার আছে তাহা সংস্কৃত হইতে গৃহীত। এসম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তদীয় সুবিখ্যাত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে লিখিয়াছেন,—"বাঙ্গালাভাষা যখন বালিকা ছিল, তখন মাতামহীর ভারী ভারী মোটা মোটা যে সকল অলঙ্কার (অনুপ্রাস, উপমা, রূপকাদি) তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট ছিল—এখন যুবতী হইয়াছে এখন আর সে সকল পুরাতন মোটা অলঙ্কারে উহার মন উঠে না—এখন জড়াও অলঙ্কারের (প্রতিবস্তূপমা, নিদর্শনা, সমাসোক্তি প্রভৃতির) প্রতি লোভ হইয়াছে, এবং ছলে বলে কৌশলে এক এক খানি করিয়া বৃদ্ধার অনেক অলঙ্কার আত্মসাৎ করিয়াছে।" তবেই দেখা যাইতেছে বঙ্গসাহিত্যের যথারীতি আলোচনা করিতে হইলে সংস্কৃত কাব্যালঙ্কারের ও অনুশীলন আবশ্যক। (খ)

শ্রীহেমচন্দ্র রায় অধ্যাপক।
এড্ওয়ার্ড কলেজ পাবনা।

(খ) বঙ্গসাহিত্য নিরঙ্কুশ মদমত্ত হস্তিরন্যায় বর্ত্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহাকে সংযত করিতে হইলে কতকগুলি দৃঢ় শৃঙ্খল (নিয়মাবলী) প্রস্তুত করা আবশ্যক। আগামী সাহিত্য-সম্মিলনে ইহা বিবেচিত হওয়া উচিত। সম্পাদক।

স্নেহলতা।

রাজপুত রাজকুমারী শ্রীমতী কৃষ্ণকুমারী পিতার রাজ্য এবং সম্মান রক্ষার নিমিত্ত বিষপানে আত্ম-বলিদান দিয়াছিলেন,—ইতিহাস আত্মত্যাগের সে মহীয়সী কাহিনী সুবর্ণাক্ষরে গাঁথিয়া রাখিয়াছে; তাহা পাঠকরিলে এতদিন পরে এখনও আমাদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠে! আমাদের বঙ্গ-কবিকুল চূড়ামণি শ্রীমধুসূদন রাজপুত-বালার সেই অপূর্ব্ব আত্ম-বলিদানের কথা নাটকাকারে বঙ্গভাষায় চিরস্থায়িনী করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-বালা স্নেহলতার

এই অতুলনীয় আত্মত্যাগের গাঁথা কি কোন বাঙ্গালী কবি গাহিয়া বঙ্গদেশ, বঙ্গভাষা এবং আপনাকে ধন্য করিবেন না?

আমরা এই জ্যোতিরূপিণী দেবীর আত্ম-বলিদানের কাহিনী গদ্যে বা পদ্যে চিরস্থায়িনী করিয়া রাখিতে পারি, এরূপ শক্তি আমাদের নাই। তথাপি, আমরা যতই অযোগ্য হই,—আমাদের এই মহীয়সী মহিলার কথা কহিয়া কাঁদিতে অধিকার হইয়াছে। তাহা আমরা কেন না করিব?

আজ অর্দ্ধশত বৎসর বা কিঞ্চিদধিক কাল হইতে বাঙ্গালী ভদ্র-বলিয়া পরিচিত সমাজে সর্ব্বনাশকর বরপণের সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাভাব বশতঃ কন্যার বিবাহ যথাসময়ে দিতে না পারায়, আমাদের সমাজে কত পিতা মাতা যে জীবন্মৃত হইয়া আছেন,—কতজন আত্মহত্যা করিয়াছেন,—কতজনে সাধ্যাতীত ব্যয় বিধান করিতে গিয়া ঋণদায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা কে করিবে? অর্থাভাব-পীড়িত কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি কলিকাতা নগরে শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী নাম্নী একটি চতুর্দ্দশবর্ষ-দেশীয়া ব্রাহ্মণ-বালিকা স্বেচ্ছায় প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়াছেন। আমরা তাঁহারই কথা বলিতেছি।

ফরিদপুর জিলার পালং থানার অন্তর্গত দক্ষিণবালিচড়া গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক একজন রাঢ়ীয়-শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ কলিকাতায় রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটের ৪৩।১নং বাটীতে বাস করিতেছেন। তিনি দালালী কার্য্য করিয়া কোনক্রমে পরিবার প্রতিপালন করিয়া থাকেন। তাঁহার দুইজন সহোদর আছেন, একজন ডাক্তার এবং দ্বিতীয় কোন জমীদারের নাএব। তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা কেমন, তাহা আমরা জানি না;—যেমনই হউক, তাঁহারা হরেন্দ্রবাবুকে কোন প্রকার অর্থসাহায্য করেন বলিয়া বোধ হয় না। একালে এরূপ সাহায্য অত্যল্প লোকেই করিয়া থাকেন,—সুতরাং তৎসম্বন্ধে কাহারও কোন বক্তব্য নাই।

শ্রীমতী স্নেহলতা এই হরেন্দ্র বাবুর দুহিতা; সম্প্রতি তাঁহার বয়স প্রায় চতুর্দ্দশ হইয়াছিল। এই বালিকা অল্পবয়সেই শিক্ষা এবং সদাচারাদি গুণে বিশেষ গুণবতী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহার মাতার শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন গৃহের প্রায় সকল কার্য্যেরই ভার লইয়াছিলেন। স্নেহলতা প্রকৃতই পিতামাতার নয়নের মণি ছিলেন।

কন্যা পিতামাতার যতই কেন স্নেহের বস্তু হউক না,—সে পরের জিনিস,—ন্যাসদ্রব্য মাত্র। কন্যার বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিবাহের নিমিত্ত পিতা দিন দিন চিন্তিত হইতে লাগিলেন এবং তাঁহার হৃদয়ের স্নেহলতার জীবনাবলম্বন স্বরূপ যোগ্যবরের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সংসারে যতই অর্থাভাব থাকুক,—যত ক্লেশই তাঁহার হউক,—অযোগ্য পাত্রের হস্তে এ ধন তিনি কিছুতেই দিতে পারিবেন না জানিতেন। অনেক অনুসন্ধানের পর বি, এ, পাস এবং আইন অধ্যয়ন করিতেছেন, এরূপ একটি পাত্র পাইয়া তাঁহার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যানরত্নের জনক বরের বাজার দর জানিতেন,—সুতরাং অল্পমূল্যে তাঁহার জিনিস

তিনি ছাড়িবেন কেন? অবশেষে, অনেক সাধ্য সাধনা, কাকুতি মিনতি হাঁটা হাঁটি ও কথা কাটাকাটির পর সেই সাত্বিক ব্রাহ্মণ ঠাকুরটি অলঙ্কার বাবদ ১২০০৲ ও নগদ ৮০০৲ অর্থাৎ মোট দুই হাজার টাকা দরে তাঁহার বৎসকে বেঁচিতে সম্মত হইলেন। কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র হরেন্দ্রবাবু অনন্যোপায় হইয়া এই সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসিলেন। ইহার কমে যে বিদ্বান্ এবং উকীল-হওয়ার-সম্ভাবনা-যুক্ত পাত্র পাওয়া যায় না!

দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যার ভাবী সুখের নিমিত্ত স্বীয় শক্তির অতিরিক্ত টাকা স্বীকার করিয়া আসিলেন বটে; কিন্তু হায়! এত টাকা মিলিবে কোথায়? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে ইহলোকের একমাত্র সম্পত্তি,—পৈতৃক ভদ্রাসন বাটীখানি বন্দক দিয়া টাকা ধার করিয়া এই দায় উদ্ধার হইবেন স্থির করিলেন এবং তদনুসারে বিবাহের উদ্যোগ চলিতে লাগিল।

স্নেহলতা এইকথা শুনিলেন। তিনি বয়সে বালিকা হইলেও বুদ্ধিমতী;—তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইলনা যে তাঁহার পিতা কখনই এ ঋণ শোধিতে পারিবেন না এবং বাটীখানি একেবারেই যাইবে। তখন, বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার পিতা মাতা কোথায় মাথা রাখিবেন? বুঝিলেন, তাঁহার সুখের জন্য তাঁহার স্নেহশীল পিতা কতদূর স্বার্থত্যাগ করিতেছেন! স্নেহলতা কি এইভাবে পিতৃস্নেহের পরিশোধ করিবেন?

স্নেহলতা বালিকা হইলেও তাঁহার হৃদয়ে আর্য্য-মহিলার পরমপুণ্যময়ী মহতী শক্তি সুপ্ত ভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল,—আজ তাহা জাগরিত হইল। পরের সুখের জন্য,—তাহা প্রকৃত হউক বা কল্পিত হউক,—সর্ব্বস্বত্যাগ করিতে আর্য্য ললনা চিরকালই প্রস্তুত। আর্য্য-মহিলার আত্মত্যাগের উদাহরণ লিখিবার চেষ্টা করা আর এই বালসমাকাশের নক্ষত্র রাজির গণনায় চেষ্টাকরা তুল্যরূপ অসম্ভব কার্য্য। পরম স্নেহশীলা স্নেহলতা আজি পিতার সর্ব্বস্বরূপ ভদ্রাসন রক্ষা করিবার নিমিত্ত,—অথচ লোক সমাজে তাঁহার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত, আত্মবিসর্জ্জন দিতে সংকল্প করিলেন। মনের ভিতরে এই দৃঢ়সংকল্প, অথচ বাহিরে হাসিমুখে নিত্যকরণীয় যাবতীয় গৃহকার্য্য নিষ্পাদন করিতে লাগিলেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, মাও, মেয়ের এই অন্তরের কথা বিন্দুমাত্র টের পাইলেন না।

বিগত ১৭ই মাঘ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী নিজের পোষাকী কাপড় চোপড় পরিয়া সকলের অজ্ঞাতে এক বোতল কেরোসিন তৈল ও একটি দিয়াশালাই লইয়া চুপে চুপে ছাতে উঠিলেন এবং তথায় সর্ব্বাঙ্গের বস্ত্র উত্তমরূপে তৈলনিষিক্ত করিয়া তাহাতে প্রজ্বলিত দীপশলাকা সংলগ্ন করিলেন। হুতাশন এই সুপবিত্র হব্য আহুতি পাইয়া সানন্দে দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিলেন;—কিন্তু ননীর পুত্তলী সদৃশী বালিকা নির্ব্বাক্ অবস্থায় স্থির ধীর ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন! বাটীর কেহই এই সর্ব্বনাশকর ব্যাপারের বিষয় জানিতে পারিল না। নিকটস্থ দেবমন্দিরের এক ব্রাহ্মণ সর্ব্বাগ্রে এই অগ্নিশিখা বিজড়িত জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিতে২ দৌড়াইয়া আসে এবং তখন বাটীর সকলে তাহার সহিত ছাদে উঠিয়া

দেখেন যে তখন ও স্নেহলতা অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী সাক্ষাৎ স্বাহা দেবীর মত নিশ্চল ও মৌনভাবে দাঁড়াইয়া আছেন! তখন ও সর্ব্বভুক্ সে সুন্দর মুখকমল স্পর্শকরে নাই,—তখন ও সেই মুখশ্রী শান্ত এবং অবিকৃত! শক্তিস্বরূপিণী বালিকার ইচ্ছাশক্তির নিকট দারুণ বহ্নিজ্বালা পরাভূত হইয়াছে! সকলে মিলিয়া আগুন নিবাইয়া ফেলিল এবং মূর্চ্ছিতা বালিকাকে লইয়া মেডিকাল হস্পিটালে দৌড়িল। তথায় মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়াছিল বটে,—কিন্তু আর তিনি কোন কথা বলিতে পারেন নাই;—অথবা তাঁহার কণ্ঠ হইতে কোন অস্পষ্ট যাতনাধ্বনি ও শ্রুত হয় নাই! পরদিন সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এই স্নেহকমল জন্মের মত নিমীলিত হইয়া গেল। পিতা-মাতার স্নেহের ধন স্নেহলতা চিরতরে শুষ্ক হইয়া গেল। সামাজিক দস্যু অত্যাচার রূপী দানব, বরপণ গৃহীতা দুরন্ত রাক্ষসের পাদপীঠে প্রদত্ত বলিদানের একটি সংখ্যা বাড়িয়া গেল!

পিতামাতার ক্রোড়শূন্য করিয়া, বক্ষের অস্থিপঞ্জর চূর্ণ করিয়া,তাঁহাদের প্রেমোদ্যানের স্নেহলতা আত্মবিসর্জ্জন দিয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। ক্ষান্ত হও তার্কিক,-ক্ষান্ত হও, এ কখনও আত্মহত্যা নহে,—এ আত্মদান; ইহার ফল নরক নহে,—ইহার ফল অক্ষয় স্বর্গ। হে ভাক্ত ও ভ্রান্ত শাস্ত্রভৃত্য,—তুমি নীরব হও;—এই দেবীর আত্মবিসর্জ্জনরূপ ব্রত সম্বন্ধে কেহ তোমার মীমাংসা চাহিবে না। হে সামাজিক দলপতি গণ,—আপনারা নিশ্চিন্ত হউন;—স্নেহলতার ভবিষ্যতের জন্য আপনাদের কোন ভাবনা নাই;-ভগবান সে ভার লইয়াছেন,—আপনারা নিজ নিজ ভবিষ্যৎ ভাবনা করুন। কারণ, আপনাদের ও আমাদের ভবিষ্যৎ নিতান্তই তমোময়।

মা,—আমারা পুরাণে পড়ি,—দধীচি-মুনির আত্মদানের ফলে অসুর বিনাশী মহাস্ত্র বজ্র উৎপন্ন হইয়াছিল;—সেই বজ্রের আঘাতে অসুরেন্দ্র বৃত্র নিহত হইয়াছিল এবং সুরগণ চিরতরে নির্ভয় হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টপুরাণে শুনিতে পাই, মা! নিষ্পাপ মানব সন্তানের আত্মদানের ফলে জগতের সমগ্র মানব পাপ-মুক্ত হইয়াছে। তুমি নিষ্পাপ, নির্ম্মল, অকলঙ্ক, কমল কলিকাতুল্য বালিকা,—তোমার এই আত্মদান কি নিষ্ফল হইবে মা? না, তাহা কদাপি হইবে না। তোমার আত্মদানের ফলে আমাদের বঙ্গসমাজের সকল পাপ-তাপ দূর হইবে,—তোমার এই আত্মবিসর্জ্জনের ফলে যে বজ্রের উৎপত্তি হইল, তাহার দ্বারা সামাজিক মহাপাপ বরপণরূপ মহাসুর বিনষ্ট হইয়া যাইবে, বঙ্গদেশে কন্যাদায় তিরোহিত হইবে এবং আমাদের ঘরে কন্যার জন্ম আর অশুভকর বলিয়া বিবেচিত হইবেনা;—আমাদের দেশে নারীর সম্মান, নারীপূজা আবার ফিরিয়া আসিবে। আবার আমরা বলিতে পারিব—

"শ্রীরেব স্ত্রী ন সংশয়ঃ"। (ক)

হে বঙ্গের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল, হে বঙ্গের বিদ্বান্ ও বিদ্যার্থী যুবকগণ,—আমরা তোমাদিগকেই জিজ্ঞাসা করি যে;—শ্রীশ্রীমতী

(ক) coming events cast their shadows behind আগত প্রায় ঘটনা পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের ছায়াপাত করে। শ্রীমতী স্নেহলতার আত্মবলিদান,বরপণ উচ্ছেদন রূপ ঘটনার পূর্ব্বছায়ামাত্র।

সম্পাদক।

স্নেহলতা দেবীর আত্মবিসর্জ্জনের কি কোন অর্থ নাই,—কোনমূল্য নাই,—কোন উদ্দেশ্য নাই?—তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ দেখি, ইহাতে ভগবৎপ্রেরিত কোন সংকেতের, কোন চিহ্নের, কোন আদেশের আভাস পাও কি না? তোমরা কেবল নরের পুত্র নও, তোমরা নারীর ও পুত্র বট। ভাবিয়া দেখ, তোমরা নারীর উদরে প্রথম অবতার গ্রহণ করিয়াছ,—নারীর হৃদয় শোণিত দ্বারা বৰ্দ্ধিত হইয়াছ,—নারীর স্নেহরসে এখনও অভিসিক্ত হইতেছ। স্নেহলতা বঙ্গের নারী সমূহের সমষ্টি স্নেহের সাকারবিগ্রহ রূপে তোমাদিগকে কি শিক্ষা দিয়া গেলেন, একবার তোমরা নিশীথ সময়ে, নিভৃতস্থানে, একান্তমনে, ভাবিয়া দেখ। তোমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রে ব্রহ্ম, ব্রহ্মশক্তি এবং ব্রহ্মের বিভূতি নারী রূপে স্বীকৃত এবং পূজিত হইতেছেন; অধিক কি নারী সমূহ তাঁহারই আকার বলিয়া কথিত হইতেছেন;—নারীর পূজা মনুষ্যের প্রধান কৰ্ত্তব্য বলিয়া প্রচারিত হইতেছে। "নারীর পূজা যে গৃহে নাই,—সে গৃহের মঙ্গল নাই;—যথায় নারীর সম্মান, কল্যাণ ও তথায়"। এরূপ উপদেশ তোমাদের ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ দিয়াছেন। "পিতা অপেক্ষা মাতার সম্মান সহস্রগুণে অধিক"—ইহা সাক্ষাৎ ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনুর বাক্য। (খ) তোমরা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘন করত, সভ্যজগতের আদেশ পদ দলিত করিয়া, প্রাকৃতিক নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া নারীর অপমান,—নারীর নিগ্রহ, নারী হত্যা নিত্যই করিতেছ। স্নেহলতার মৃত্যু যদি "হত্যা" নামে পরিচিত হইবার যোগ্য হয়,—তবে সেই নিদারুণ পাপ,—নারীহত্যা, বালিকাহত্যা,-কে করিল,- তাহা ভাবিয়া দেখ। (গ) তোমরাই সমাজের আশ্রয়, তোমরাই সমাজের আশা,—তোমরাই সমাজ দেহে প্রাণ, তোমরাই তাহার শক্তি;—তাই তোমাদিগের নিকট এই প্রার্থনা। তোমরা কি কখনও জাগ্রত হইবে না? সময় যে যায়! ওই শুন, স্বর্গবাস হইতে শ্রীশ্রীমতী স্নেহলতা স্নেহ কোমলস্বরে তোমাদিগকে তোমাদের কৰ্ত্তব্যপথে উদ্বোধিত করিতেছেন। তোমরা জাগরিত হইলেই আমরা ধন্য হইব,—তাহা হইলেই এই নিষ্পাপ ও নির্ম্মল ব্রাহ্মণবালার আত্মবলিদান সার্থক হইবে। অতএব হে বঙ্গের যুবক,—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।

(খ) মনুসংহিতা, মহানির্ব্বাণতন্ত্র এবং মার্কণ্ডেয়-পুরাণোক্ত মদালসোপাখ্যান ও দেবীমাহাত্ম্য প্রভৃতি গ্রন্থে এইসব উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

লেখক।

(গ) লেখক মহোদয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের কেন্দ্রস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া তারস্বরে বলিতেছি—স্নেহলতার হত্যার জন্য উক্ত বি, এ, পাস আইন অধ্যয়নকারী যুবক ও তাহার পিতা গৌণ ও মুখ্যভাবে দায়ী। কায়স্থসমাজ সহস্র কণ্ঠে আমাদের বাক্য প্রতিধ্বনি করিতেছে। সম্পাদক।

সমাজ কলঙ্ক।

(তৃতীয়পল্লব, গত পৌষ সংখ্যার ৪২৫ পৃষ্ঠার পর)

পৌরোহিত্য এবং অপরাপর সামাজিক নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্য সম্পাদনার্থ, উপবীতী কায়স্থ মহোদয়গণ এক্ষণে নিকৃষ্ট ও কদাচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণের স্থলে, সুশিক্ষিত, সুমার্জ্জিত, সদাচার পরায়ণ, ও বিদ্বান ব্রাহ্মণ পাইবার প্রয়াশ করিতেছেন। নিম্ন স্তরের নিকৃষ্ট পুরোহিতগণ,—অর্থাৎ যাঁহারা নিষিদ্ধ জাতীয় ব্যক্তিবৃন্দের বাটীতে কার্য্যাদি করিয়া থাকেন এবং পবিত্র জাতি কায়স্থের আলয়েও কার্য্য করেন, তাঁহারা মূর্খতা নিবন্ধন মদগর্ব্বে অন্ধ হইয়া, উপবীতী কায়স্থের বাটীতে গমন করিতেছেন না। (অবশ্য সকলে নহে) ইহাতে ক্ষত্রিয় চিহ্নধারী (উপবীতী) কায়স্থের ব্রাহ্মণাভাবে, কোন কার্য্যই স্থগিত অথবা বন্ধ হয় নাই। এতদঞ্চলের উপবীতী কায়স্থ মহোদয়গণ ভট্টপল্লী, সুখচর, খড়দহ, বরাহনগর, নবদ্বীপ, কলিকাতা, হুগলি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান হইতে বিদ্বান্ সুপণ্ডিত এবং সদাচার পরায়ণ ব্রাহ্মণ পুরোহিত আনাইয়া কার্য্য সম্পন্ন করত পরম তৃপ্তিলাভ করিতেছেন। প্রতিবাদী পুরোহিতগণ, নিজ নিজ অজ্ঞতা প্রযুক্ত, উদরান্ন সংস্থান হেতু, অন্ত উপায় অবলম্বনের চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইতেছেন। কেহ কেহ বা চটকলে(Jute mill) প্রবিষ্ট হইবার জন্য—প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। উপবীত গ্রহণকারী কোন কায়স্থের ব্রাহ্মণাভাবে সামাজিক কার্য্য রহিত বা পণ্ড হইয়াছে, এরূপ সংবাদ এ পর্য্যন্ত আমার কর্ণগোচর হয় নাই। কেন্দ্রাচার্য্য ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ আমাদিগের অভাব দূর করিতেছেন। উপবীতী কায়স্থগণ সেই সকল দেবকল্প দ্বিজের গুণে একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। ব্রাহ্মণাভাবে উপবীতধারী কায়স্থের কোনপ্রকার ক্ষতি বা অসুবিধা হয় নাই; ভবিষ্যতে হইবেওনা। কেননা, ভগবান্ স্বয়ং সর্ব্বদাই মঙ্গলকার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকেন। দয়াময় মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ কোন সাধুব্যক্তিরই অভাব অপূর্ণ থাকিতে দেন না। সৎকার্য্যে তিনিই সর্ব্বক্ষণ সহায়তা করিয়া থাকেন।

যে সকল অজ্ঞান ব্রাহ্মণ উপবীতী কায়স্থগণকে কটূক্তি করত পরিত্যাগ করিতেছেন, এবং কায়স্থের সহিত বাক্য ব্যবহার পর্য্যন্ত বন্ধ করিতেছেন, সেই সকল অন্তঃসার শূন্য শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণের কু-ব্যবহারে হিন্দু-সমাজে কোন এক সময়ে বিপ্লব আনয়ন করিতে পারে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজ এক্ষণে বিষ হারাইয়া ঢোঁড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, সেই

জন্যই কেবল, সমাজের "খোসা ভূষি" লইয়া অনর্থক নানা গণ্ডগোল বাধাইতেছেন। তাঁহারা সামাজিক নিয়ম মানেন না। সমাজের কোন ধারই ধারেন না। যাঁহার যাহা অভিরুচি, তিনি প্রসন্ন মনে তাহাই করিতেছেন। অনেক ব্রাহ্মণ ইদানীং দাস্যবৃত্তি ও নীচ বা নিষিদ্ধ ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক পরিবার প্রতিপালন করিতেছেন। কত শত ব্রাহ্মণ নিষিদ্ধ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন তাহা সকলেই দেখিতেছেন। অর্থের জন্য তাঁহারা সকল কার্য্যই করিতেছেন। পান ভোজনের ত কথাই নাই। অর্থ পাইলে লোভী ব্রাহ্মণগণ যখন সকল প্রকার নিষিদ্ধ কার্য্য করিতে পারে ও করে অথচ তাহারা সমাজচ্যুত হয় না, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সহিত সামাজিক কার্য্যে এক পংক্তিতে বসিয়া পান ভোজনাদি করে, তাহারা শাসিত হয় না, তখন আর ব্রাহ্মণের সমাজ কোথায়? কদাচারপরায়ণ বিপ্র পশু দিগের * অন্যায় ও বিরুদ্ধ আচার পরিদৃষ্টে বিশুদ্ধ, নিষ্ঠাবান্ এবং ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণ কি প্রতিকার করেন? আর করিবেনই বা কিরূপে?

কদাচারীদিগের মধ্যে কেহ হয়ত নিষ্ঠাবান্ সুব্রাহ্মণগণের ভ্রাতা, কেহ পুত্র, কেহ মাতুল, কেহ মাতৃস্বসৃপতি, কেহ বা জনক! সুতরাং ন্যায়নিষ্ঠ দ্বিজগণ, অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণকে সমাজচ্যুত করিবেন কিরূপে? তাঁহাদিগের সে শক্তি কোথায়? কম্বলের লোম বাদ দিলে আর অবশিষ্ট কি রহে?

ব্রাহ্মণদিগকে (পুরুষদিগকে) বরং কিছু কিছু বুঝাইতে পারি, কিন্তু ব্রাহ্মণীর নিকট "বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে।" দেখা যায়—অধুনা অনেকস্থলেই স্ত্রীলোক প্রবলা, পুরুষেরা প্রায়শঃ স্ত্রীলোকের অনভিমতে কোন কার্য্যই করিতে পারে না। এমন কি, বোধহয়, মল মূত্র ত্যাগ করিতে হইলেও, স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। সদাচার ন্যায়নিষ্ঠ ও সুব্রাহ্মণগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি ব্রাহ্মণ মাত্রকেই এসকল কথা বলিতেছি না। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কতগুলিন যে এইরূপ ভাবাপন্ন আছেন তাহা আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ মাত্রেই আমার পূজ্য একথা আমি শতবার স্বীকার করি; এবং তাঁহারা যে কায়স্থ জাতির পরম হিতৈষী ইহাও উত্তমরূপ অবগত আছি। প্রকৃত ব্রাহ্মণগণ কৃপা করিয়া আমার উপর কুপিত হইবেন না। বড় দুঃখে, বড় কষ্টে, বড় যন্ত্রণায়, বড় বিপদে, নিপতিত হইয়াই এইসকল হৃদয়ের মর্ম্মভেদী বাক্যাবলী লেখনী মুখদিয়া বাহির করিতে হইল। ভাল মন্দ লোক সকল সমাজেই আছে, তবে একথা সুনিশ্চয় যে ব্রাহ্মণের যেরূপ অধোগতি হইয়াছে—এরূপ অধঃপতন অন্য কোন জাতীরই হয় নাই। বরং ব্রহ্মণেতর বর্ণের ব্যক্তিবৃন্দ এক্ষণে উত্তরোত্তর উন্নতির দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

এ সংসারে যাহার অর্থ আছে, সে ব্যক্তি একান্ত অসদাচার পরায়ণ ও সতত অন্যায় কার্য্যে নিরত হইলেও, হিন্দু সমাজে তাহার মান-সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি নষ্ট হয় না। কিন্তু যাহার সঙ্গতি বা অর্থবল নাই, সেজন যদি

---

* ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥
(অত্রিসংহিতা।)

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও হন, তথাপি তাঁহাকে কেহই তাদৃশ গ্রাহ্য বা মান্য করে না; সমাজ মধ্যে তাঁহার যথোচিত আদর দেখা যায় না, এবং সাধারণের সহানুভূতি লাভ করিতেও তিনি সমর্থ হন না। ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয় ? ধনশালী চণ্ডাল-গণ ও কহিয়া থাকে—"সমাজ বা জাতি আমার বাক্সে, আমার বাটীতে কত শত ব্রাহ্মণ-সন্তান আসিয়া অর্থের জন্য লালায়িত হয়। কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমার নিকট করযোড়ে অর্থ ভিক্ষা করে ইত্যাদি।" এই অবস্থায়, এই দুর্দ্দিনে, এই অন্তঃসার শূন্য সমাজের বাহু খোসা, ভূষি, খুদ, কুঁড়া, প্রভৃতি অসার বস্তু লইয়া ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব মনুষ্য নামধারিগণ যদ্যপি দ্বিতীয় বর্ণ (ক্ষত্রিয়) কায়স্থ ও তৃতীয় বর্ণ (বৈশ্য) নবশায়ক (১) দিগের সহিত অনর্থক বিবাদে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে, আমরা উভয় শ্রেণীই ক্ষীণ হইতে ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া পড়িব। বাহিরের শত্রুগণ, সুযোগ পাইয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থকে নিশ্চই উপ-হাস ও ঘৃণা করিবে। তাহার ফলে আমরা উভয় জাতীয় ব্যক্তিগণই নিস্তেজ ও উৎসাহ-হীন হইয়া পড়িব। আমাদের উদ্যম ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজ অধঃ-পথে গমন করিবে। আমাদিগের উভয় জাতি-কেই অধোগতির চরম সীমায় উপনীত হইতে হইবে। সংসারারণ্যে প্রবল দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে এবং সেই কালানলে চতুর্ব্বর্ণই ভস্মীভূত হইবে। তখন বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে একবার মানসনেত্রে দর্শন করুন দেখি, আপনাদের হৃদয়ে কি ভাবের উদয় হয়। সেই হেতুই পুনঃ পুনঃ সরলভাবে কহিতেছি, হে ঠাকুরগণ। হে কায়স্থের গুরু পুরোহিতগণ, হে সামাজিক-গণ, আপনারা দুগ্ধসংরক্ষণকারী মার্জ্জার সদৃশ অথবা মৎস্যরক্ষণকারী বকবৎ আচরণ অচিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুভাবাপন্ন হউন সমাজের উন্নতির পথ প্রশস্ত করুন, উদ্ধতস্বভাব ত্যাগ করুন। নিজের নাসাকর্ণ কর্ত্তন করত অন্যের যাত্রা ভঙ্গ নীতির অনুসরণ করিবেন না। নিজের পাদমূলে কুঠারাঘাত করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিবেন না। কায়স্থগণই ব্রাহ্মণের আশ্রয় ও মর্য্যাদার স্থল। কায়স্থ ভিন্ন ব্রাহ্মণগণ কাহাকে লইয়া সংসারে সুখী হইবেন ?

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের (২) বিশেষ বিধানে, বিশেষ নিয়মে, বিশেষ অনুকম্পায় যে আত্মোন্নতি প্রয়াসের প্রবল প্রবাহ, তাঁহার শ্রীচরণকমল যুগল হইতে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া, ধর্ম্মক্ষেত্র ও কর্ম্মক্ষেত্র এই ভারতবর্ষের অধঃপতিত হিন্দু-সমাজকে পুনর্জীবিত করি-তেছে, হে ব্রাহ্মণগণ! অতি তুচ্ছ ক্ষীণ বালু-কার ক্ষীণ বন্ধনে আপনারা সে স্রোতঃ রোধ করিবার বৃথাই প্রয়াস পাইতেছেন। ভীম কায়, মহাশক্তিশালী, প্রচণ্ড ঐরাবৎ যে প্রবল

(১) গোপোমালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী, কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ।—

(২) ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বদেবতার শ্রেষ্ঠ। বেদব্যাস. স্বয়ং কহিয়াছেন,

"নাস্তিবেদাৎ পরং সত্যং।
ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ।" পাণ্ডবগীতা ১২প শ্লোক।

লেখক।

স্রোতে নিপতিত হইয়া ভাসিয়া যায়, সেখানে আপনাদের মত স্বল্পশক্তি সম্পন্ন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবের শক্তি কি কার্য্য করিবে? আপনাদের ক্ষুদ্র শক্তি প্রকাশ করিতে গিয়া আপনাদেরই সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন না। মূর্খতা গোপন করিয়া রাখাই বুদ্ধিমানের কার্য্য, তাহা প্রকাশ করিয়া সুধী সমাজে উপহাসাস্পদ হওয়া বিজ্ঞের কার্য্য নহে।

সমাজ বিপ্লবকারী ব্রাহ্মণগণকে ধীরভাবে উপরি উক্ত কয়েকটী হিতকথা কহিলাম। তাঁহারা যদ্যপি ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) গণের অহিতাচরণ না করিয়া, হিত সাধনে রত হন, তাহা হইলে কায়স্থগণ সুখ ও শান্তি লাভ করিবেন।

ইতি তৃতীয় পল্লব।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা।

বঙ্গে কায়স্থপ্রভাব।

কেদার রায়—

সন্দীপের নিকট শ্রীপুরের রাজা। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজত্ব করেন। ইনি মোগল সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বরাজ্যের অধিকাংশ রক্ষা করিয়াছিলেন। এবং আরাকানেদের সহিত সম্মিলিত হইয়া পর্ত্তুগীজ দিগকে স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন।

চাঁদ রায়—

বিখ্যাত বারভূঁয়ার মধ্যে একজন। ইনি বিক্রমপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। শ্রীপুর অথবা চান্দরা ইহার রাজধানী ছিল। চাঁদরায় একজন বীরপুরুষ ও নৌযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তিনি নিজ বাহুবলে সন্দীপ পর্য্যন্ত অধিকার করেন। তিনি আপন অধিকার মধ্যে নানাস্থানে ব্রহ্মোত্তর দান ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বিক্রমপুরে পদ্মানদীর বামকূলে প্রাচীন শ্রীপুরের নিকট রাজাবাড়ী মঠ নামে এক বৃহৎ ও সুন্দর শিবালয় দৃষ্ট হয়।

দনৌজামাধব বা দনুজ মর্দ্দন।—

ইনি বিক্রমপুর হইতে সমাগত চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজা ও বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের সমাজপতি, ইনিই মুসলমান ইতিহাসে দনুজ রায় বা নৌজা নামে বিখ্যাত। ইনি গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেন দেবের প্রপৌত্র। তারিখ-ই-ফিরোজসাহী নামক পারস্য ইতিহাসে লিখিত আছে দনুজ রায় সুবর্ণগ্রামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। যৎকালে সম্রাট্ বল্‌বন্ তুগ্রিল খাঁকে দমন করিতে আসেন, সেই সময় (১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে) ইনি জলপথে বল্‌বনের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি অবশেষে সুবর্ণগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া

রাজ্যস্থাপন করেন। দনৌজামাধব বা দনুজ রায় হইতে জয়দেব রায় পর্য্যন্ত পাঁচ পুরুষ চন্দ্রদ্বীপে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেন। জয়দেবের কোন পুত্র সন্তান হয় নাই। উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহার ভাগিনেয় বলভদ্র বসুর পুত্র পরমানন্দ রায় চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। রাজা পরমানন্দ কায়স্থগণের কৌলিন্য সম্বন্ধে অনেক নিয়ম করেন। পূর্ব্বে বঙ্গজ কায়স্থদিগের ঘোষ, বসু গুহ, মিত্র এই ক্রমানুসারে গণনা হইত। তাঁহার সময়ে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র এই ক্রমানুসারে গণনা হইতে আরম্ভ হয়। পরমানন্দের পৌত্র মহাবল পরাক্রান্ত কন্দর্পনারায়ণ ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন। রাফ্ কিচ্ প্রভৃতি বৈদেশিক ভ্রমণকারীগণ ইহাঁর গুণের ও বীর্য্যের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজবাটীতে একটী বৃহৎ পিত্তলের কামান আছে, ঐ কামানের উপর বঙ্গাক্ষরে কন্দর্প নারায়ণের নাম ও ৩৬৮ অঙ্ক খোদিত আছে।

মগের দৌরাত্ম্যে কন্দর্পনারায়ণ কচুয়া পরিত্যাগ করিয়া বারশালের পূর্ব্বোত্তর কোণে বাসুরিকাঠী গ্রামে এক রাজধানী করেন। পরে ঐ স্থান ছাড়িয়া হোসনবাটী ও ক্ষুদ্রবাটীতে কিছুকাল বাস করেন। শেষে মাধপপাশা নামক গ্রামে উঠিয়া যান। মাধবপাশায় একজন মুসলমান গাজী বাস করিতেন তাঁহাকে বধ করিয়া সেইস্থানে রাজধানী নির্ম্মাণ করিলেন। এখনও তাহা বিদ্যমান।

কন্দর্পনারায়ণের পর তৎ পুত্র রামচন্দ্র রায় রাজা হন। যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতীর সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহরাত্রে প্রতাপাদিত্য তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিয়া কায়স্থের সমাজপতিত্ব ও চান্দ্রদ্বীপ রাজ্য অধিকার করিবেন,-পত্নীর মুখে এই সম্বাদ পাইয়া তিনি বসন্তরায় ও নিজ শরীর রক্ষক রামমোহন মালের সাহায্যে ৬৪ দাঁড় কোষ নৌকায় চন্দ্রদ্বীপে চলিয়া যান। রাজা রামচন্দ্র ভুলুয়ার প্রসিদ্ধ বীর লক্ষ্মণ মাণিক্যকে বন্দী করিয়া চন্দ্রদ্বীপে আনিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার সাহস ও বীরত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

রামচন্দ্রের পুত্র রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ রায়। ইনি নৌযুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন। মেঘনার উপকূল হইতে ফিরঙ্গদিগকে যুদ্ধ করিয়া তাড়াইয়াদেন। তাহা শুনিয়া ঢাকার নবাব কীর্ত্তিনারায়ণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।

মুকুন্দরাম রায়—

বাঙ্গালার জনৈক বিখ্যাত হিন্দুশাসন কর্ত্তা ও বারভূঁয়ার মধ্যে ইনি একজন। ফাতেহাবাদ ও ভূষণা তাঁহার জমীদারী ছিল। ইনি উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। ফরিদপুরের নিম্নস্থ পদ্মানদীর অপর তীরবর্ত্তী 'চরমুকুন্দিয়া' নামক স্থান আজিও তাঁহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। আকবর নামায় ও পাদশাহ নামায় তাঁহার বীরত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে মুনাইম্ খান্‌খানান্ আক্‌বর সাহের সেনা বাহিনী লইয়া বঙ্গ ও উড়িষ্যা আক্রমণে অগ্রসর হন। তাঁহার আদিষ্ট মুরাদখাঁর অধিনস্থ সেনাদল পূর্ব্ববঙ্গের দুর্দ্ধর্ষ জমীদার

গণ:ক বশে আনিবার জন্য গমন করে। ভূষণা-রাজ মুকুন্দ রায়ের সহিত তাঁহার ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পরে কৌশলে মুরাদ খাঁকে নিহত করেন।

লক্ষ্মণমাণিক্য—

বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ বারভুঁঞার একজন; ইনি ষোড়শখৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। বর্ত্তমান নোয়াখালি জিলার ভুলুয়ায় ইঁহার রাজধানী ছিল। ভূম্যধিকার সূত্রে ইনি মেঘনার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেকগুলি পরগণার উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

প্রতাপাদিত্য—

বঙ্গজ-কায়স্থ-কুলতিলক গুহবংশীয়, যশোহরাধিপতি; ইনিও ষোড়শখৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন এবং বাহুবলে যশোহর প্রদেশকে মুসলমানের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। ইঁহার সহকারী বাল্যবন্ধু প্রতাপসিংহ দত্ত, সূর্য্যকান্ত গুহ ও কালিদাস রায়, ইঁহারাও প্রতাপাদিত্যের সহিত দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের বিস্তারিত জীবনী নানা পুস্তকে বাহির হইয়াছে, এজন্য এস্থানে বিশেষ ভাবে তাহার উল্লেখ করিলাম না। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অমর ভাষায় তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

সীতারাম রায়—

ইনি একজন প্রসিদ্ধ উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ নৃপতি। ইঁহার জন্ম ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে। সীতারাম রায়ের পূর্ব্বপুরুষগণ বর্ত্তমান মুরশিদাবাদের কল্যাণগঞ্জ থানার এলাকাধীন গিধিনা গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহাদের উপাধি ছিল দাস, তাঁহারা কাশ্যপ গোত্রীয়, নবাব দত্ত উপাধি বিশ্বাস খাস। দানে, বিদ্যাবত্তায় ও বীরত্বে এই বংশ সমধিক প্রসিদ্ধ। সীতারামের ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষ রামদাস মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে হস্তিদান করিয়াছিলেন বাদশাহ গজদানী উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজা সীতারামের প্রপিতামহ রামরাম নবাবদের নিকট হইতে প্রথমে বিশ্বাস খাস উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র হরিশ্চন্দ্র কর্ম্মদক্ষতায় পুরস্কারস্বরূপ নবাবকর্ত্তৃক রায়রায়ান্ উপাধিতে বিভূষিত হন। সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ ও পিতৃঅর্জ্জিত এই উপাধি লাভে সমর্থ হন। ইনি ভূষণার ফৌজদারের অধীনে রাজসংক্রান্ত সাঁজোয়াল নিযুক্ত হইয়া ভূষণায় গমন করেন। বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অধীনে মহীপাতপুর গ্রামের এক কুলীন কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। তবে তিনি যে একজন অসামান্যা রমণী ছিলেন, তাহা তাঁহার পুত্রের জীবনী হইতেই অনেকটা জানা যায়। প্রবাদের মুখে প্রকাশ যে, সীতারাম রায়ের মাতা যখন ষোড়শবর্ষীয়া বালিকা মাত্র, তখন তিনি খড়্গহস্তে একাকিনী একদল ভীষণ দস্যুর গতিরোধ করিয়াছিলেন; ইঁহার নাম দয়াময়ী। মহম্মদপুরে যে বারোয়ারী পূজাস্থান আছে, তাহা ইঁহার নামানুসারে, এখনও দয়াময়ীতলা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সীতারামের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন তাহার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ।

সীতারাম মাতুল বংশের কোনও আত্মীয়ের আশ্রয়ে ঢাকায় থাকিয়া আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে

অধিকতর উৎসাহে ও আগ্রহের সহিত তিনি সামরিক বিদ্যা অভ্যাস করিতে থাকেন।

সীতারাম যখন অজ্ঞাত যুবক মাত্র, তখন সায়েস্তাখাঁ ঢাকায় নবাব। পাঠান করিমখাঁ বিদ্রোহী হইয়া ফৌজদার ও নবাবের প্রেরিত সৈন্য দলকে কয়েকবার পরাজিত করিলেন। সীতারাম এই বিদ্রোহীকে দমন করিতে পারিবেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন। নবাব তাঁহাকে সাত হাজার পদাতিক ঢালী সৈন্য ও ছয় হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের নেতৃত্বে বরণ করিয়া বিদ্রোহী দমনের জন্য প্রেরণ করেন।

সীতারামের উপর বিজয়লক্ষ্মী প্রসন্না হইলেন, যুদ্ধে করিমখাঁ পরাজিত হইলে, তাঁহার দুর্গ ও ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া বিজয়ী সীতারাম নবাব সমাপে প্রত্যাগমন করিলেন। নবাব তাঁহাকে পুরস্কারস্বরূপ চাকলা ভূষনার অন্তর্গত নলদী পরগণা জায়গীর ও রায় রায়ান্ উপাধি প্রদান করিলেন।

এই পরগণায় তখন ডাকাতের ভয়ানক উপদ্রব ছিল, লোকসংখ্যা ও অতি অল্প, রাজস্বের অবস্থাও তেমন ভাল নহে।

সীতারাম ভূষণার ফৌজদারের সহায়তায় দস্যুর ভীষণ উৎপাত হইতে দেশকে রক্ষ করিবার জন্য, অনাহারে, অনিদ্রায়, বনে, জঙ্গলে, জলপথে, নৌকায় নৌকায় ঘুরিয়া দস্যুদমনে প্রবৃত্ত হইলেন। দস্যুদমন করিয়া সীতারাম উচ্চচরিত্র ও যুদ্ধনিপুন দলপতিদিগকে আপনার সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন।

দস্যুদলন করিয়া সীতারাম তদ্দেশবাসীর হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করেন। নিম্নলিখিত কবিতাটী তৎকালে এই প্রসঙ্গে রচিত হইয়াছিল।

"ধন্যরাজা সীতারাম বাঙ্গলা-বাহাদুর।
যার বলেতে চুরী ডাকাতী হয়েগেল দূর।
এখন বাঘে মানুষে একইঘাটে সুখে জল খাবে।
এখন রামী শ্যামী পোঁটলা বেঁধে গঙ্গাস্নানেযাবে॥"

দস্যুদলনে প্রবৃত্ত হইয়া সীতারাম দেখিলেন, কেবল দস্যুতায় নহে, বৈদেশিক লুণ্ঠনকারীদের ও নবাবের অত্যাচারে দেশের লোকের শান্তি সুখ নাই। কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প সকলই শোচনীয় অবস্থায় পরিণত হইয়াছে।

সীতারাম এইসকল অত্যাচার নিবারণার্থ বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া তীর্থ দর্শনচ্ছলে দিল্লীর বাদসাহের সহিত দেখা করেন।

গুণগ্রাহী নবাব সায়েস্তাখাঁর পত্রে পূর্ব্বেই বাদসাহ সীতারামের গুণপনার ব্যাখ্যা অবগত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার মুখে নিম্নবঙ্গের দুরবস্থার কথা শুনিয়া সম্রাট্ তাঁহাকে "রাজা" উপাধির পাঞ্জাসহ ফরমান্, নিম্ন বঙ্গের সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা স্থাপন এবং প্রজাপত্তনের জন্য অধিকার প্রদান করিলেন।

তখন তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া নবাব মুর্শিদকুলীখাঁর নিকট হইতে দশবৎসরের নিষ্কর আবাদী জমির একটী সনন্দ গ্রহণ করিলেন। ইহার উপর গড় বেষ্টিত বাসস্থান নির্ম্মাণের এবং দেশের উপদ্রব দমনের জন্য সৈন্যরক্ষার অধিকারও প্রাপ্ত হইলেন।

দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহম্মদপুরে তিনি রাজধানী নির্ম্মাণ করিলেন। এই রাজধানী ১৬৯৭।৯৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।

এই প্রকারে আপনাকে সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত

করিয়া, সীতারাম দেশের হিতার্থে আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহার প্রধান সেনাপতি মেনাহাতী, দ্বিতীয় সেনাপতি আমিলবেগ্ বা হাম্‌লাবাঘা, ঢালীসর্দ্দার মাছ্‌কাটা, রূপচাঁদ ঢালী প্রভৃতি তাঁহার কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিত। দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান ছাড়া তাঁহার সেনাদলে ক্ষত্রিয়েরও অভাব ছিল না।

সীতারাম দিল্লীহইতে ফিরিয়া আসিয়াই সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে তাঁহার বেলদার সৈন্যের সংখ্যা দ্বাবিংশতি সহস্রে পরিণত হয়।

অত্যাচারী জমিদার বর্গের উত্যক্ত প্রজাপুঞ্জের কাতর সানির্ব্বন্ধ অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যুদ্ধ বিগ্রহাদি দ্বারা রাজ্যবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

বিজিত পরগণার জমিদার দিগের মধ্যে যাঁহারা সীতারামের অধীনতা স্বীকার করিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি করদ রাজার ন্যায় প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার অধিকৃত পরগণাগুলির মধ্যে ২৯টী পরগণার নাম জানাযায়। এই সকল পরগণার অন্তর্ভুক্ত স্থানগুলি এখন যশোহর, খুলনা, নদীয়া, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার মধ্যে পড়িয়াছে তাঁহার জমিদারীর পরিমাণ সকসমেত ৭০০০ বর্গ মাইল হইয়াছিল। বনকর ও জলকর আর ছয়লক্ষ টাকা ব্যতীত সীতারামের রাজস্ব ৭৮ লক্ষ টাকা ছিল।

সীতারামের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া, ফৌজদার আবুতোরাপ তাঁহার শত্রু হইলেন। একদিন সীতারাম সভাকরিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় ফৌজদারের লোক আসিয়া জানাইল যে সাত দিনের মধ্যে কড়ায় গণ্ডায় রাজস্ব বুঝাইয়া না দিলে মেয়ে পুরুষের সহিত সীতারামকে হাবুজখানায় * পুরিয়া ধানে চালে মিশাইয়া খাওয়ান হইবে ও তাঁহার জমিদারী বাজেয়াপ্ত হইবে।

এই উক্তিতে পুরুষ সিংহ সীতারাম উত্তেজিত হইয়া ফৌজদারের লোক চলিয়া যাওয়ার পর আদেশ দিলেন, আবুতোরাপের কাটামুণ্ডের দাম দশহাজার টাকা।

প্রধান সেনাপতি মেনাহাতী প্রভুর এক কথা বই দুই কথা জানিতেন না। অতএব তিনি দশহাজার সৈন্য লইয়া ভূষণার কেল্লা অবরোধ করিলেন। উভয় পক্ষে সমস্ত দিনব্যাপী তুমুল সংগ্রাম চলিল! অবশেষে হিন্দু সৈন্য জয় লাভ করিল। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময়ে মেনাহাতী ভীমবেগে মুসলমান সৈন্য পরাজিত করিয়া আবুতোরাপের শিরশ্চেদ করিলেন। এই যুদ্ধে ছয়শত ফৌজদারী সৈন্য নিহত হইল আবুতোরাপের কাটামুণ্ড রাজপদে উপস্থিত হইল।

এই ভূষণার যুদ্ধের পর কালানল জ্বলিয়া উঠিল। নবাব জামাতা আবুতোরাপের মৃত্যুর সম্বাদে মুর্শিদকুলিখাঁ সীতারামকে পরাজিত ও বন্দী করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অবস্থা বুঝিয়া সীতারামও সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন এবং যুদ্ধোপকরণ প্রচুর পরিমাণে আয়োজন করিতে লাগিলেন।

মুর্শিদকুলীখাঁর পত্রে আবুতোরাপের নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দিল্লীহইতে বক্সআলি খাঁ নামক একজন সেনাপতিকে ভূষণার ফৌজদার

* কারাগারে।

নিযুক্ত করিয়া সসৈন্যে সীতারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করাহইল। বক্সআলির আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আমিল বেগ্‌কে মহম্মদপুরে এবং রূপচাঁদ ঢালীকে ভূষণার কেল্লা রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া সীতারাম মেনাহাতী, বক্তার প্রভৃতিকে লইয়া বক্সআলির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পদ্মাবক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। মুসলমান পক্ষ পরাজিত হইল। ভূষণার উত্তরে আবার যুদ্ধ। এবারও হিন্দু পক্ষ জয়ী হইলেন। বক্সআলি পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন।

সম্বাদ মুর্শিদাবাদে পৌঁছিলে মুর্শিদকুলীখাঁ সিংহরামের অধীন বহুসংখ্যক সুবাদারী সৈন্য ও দয়ারামের অধীন একদল জমীদারী সৈন্য জল ও স্থলপথে সীতারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

এবার ইহারা ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া কৌশলে সান্ধ্যোপাসনারত মহাবীর মেনাহাতীকে হত্যা করিল।

মেনাহাতীকে হত্যাকরা সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ আছে।

মেনাহাতীর মৃত্যুর তিনদিন পর সীতারাম সংকল্প করিলেন সসৈন্যে ভূষণা ছাড়িয়া মহম্মদ পুরে চলিয়া আসিবেন। কোনরূপে নবাব সৈন্য এই সম্বাদ জানিতে পারিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল।

রাত্রিযোগে সীতারাম ভূষণার কেল্লা হইতে বহির্গত হইলেন। প্রায় একমাইল পথ আসার পর উভয়দিক হইতে নবাব সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিল। হিন্দুসেনাপতিদিগের অসামান্য রণকৌশলে এবং সীতারামের অতুল পরাক্রমে মুসলমান সৈন্য পরাজিত হইল। সীতারাম মহম্মদপুরে প্রবেশ করিলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার প্রভূত বলক্ষয় এবং যুদ্ধোপকরণ নষ্ট হইল।

চতুর্দ্দিকের জমিদারগণ তাঁহার বিনাশ সাধনে দৃঢ়সংকল্প, রসদ সংগ্রহের উপায় পর্য্যন্ত বন্ধ। এমন সময় হটাৎ বিপুল মুসলমান বাহিনী আসিয়া তাঁহার মহম্মদপুর অবরোধ করিল।

এইরূপ অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া বিশ্বস্ত সেনাপতিগণের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। অগণিত নবাব-সৈন্যের সম্মুখ এই মুষ্টিমেয় দল আর কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে। ক্রমে তাঁহার সেনাপতিগণ পতিত হইতে লাগিলেন। যতক্ষণ হাতের সম্মুখে কিছু পাইয়াছিলেন ততক্ষণ সীতারামের সম্মুখে কেহই অগ্রসর হইতে পারেনাই। অবশেষে তিনি মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুসংখ্যক বীর আসীয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। এইভাবে তিনি বন্দী হইলেন। বন্দী-ভাবে তিনি মুর্শিদাবাদে আনীত হইলে তথায় দেহত্যাগ করেন। কায়স্থ বীরের আত্মা বৈকুণ্ঠ প্রস্থান করিল।

ভবেশ্বর রায়—

এই ব্যক্তি হইতে যশোহরের অন্তর্ভুক্ত চাঁচরা রাজবংশের সৌভাগ্যোদয়। ভবেশ্বর উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন ও খান্ ই-আজমের অধীনে একজন সৈনিকের কর্ম্ম করিতেন। তিনি সৈয়দপুর, আহ্মদপুর, মুড়াগাছা, মল্লিকপুর এই চারিটী পরগণা প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে ঐ পরগণা কয়টী মহারাজা প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত ছিল। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ভবেশ্বর রায়ের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র মহাতাব্ রামরায় ১৫৮৮ হইতে ১৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্তরাজ্যাধিকার

সূত্রে ভবেশ্বরের রাজ্য উপভোগ করেন। তাঁহার সময় মান সিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধঘটে। এই যুদ্ধে রামরায় মানসিংহকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি একজন বীরপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

মহাতাব রাম রায়ের অধস্তন সপ্তম পুরুষ বরদাকণ্ঠ রায় ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তিভোগ দখল করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করায় তিনি রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করিলেন ও সম্মানসূচক খেলাৎ পাইয়াছিলেন।

চাঁচড়ার এই রাজবংশের নানা কারণে সম্পত্তি ও পরাক্রমের হ্রাস হইলেও বর্ত্তমানে কুমার শ্রীযুক্ত সতীশকণ্ঠ রায় বিদ্যা, বিনয়, দাতৃত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী বিভূষিত। চাঁচড়ার রাজবংশ যশোহর প্রদেশীয় উত্তর রাঢ়ীয় সমাজের সমাজপতি।

রামনাথ রায়—

ইনি দিনাজপুর রাজবংশের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ মহাপরাক্রমশালী নৃপতি। ১৬৪১ শকে রাজা প্রাণনাথের মৃত্যু হইলে ইনি পিতৃসম্পত্তি লাভ করেন। এই সময় সালবাড়ী পরগণার জমিদার রাজস্ব না দেওয়ায় নবাব মুর্শীদকুলী খাঁ রামনাথকে সালবাড়ী অধিকারের আদেশ দেন। তাহাতে সালবাড়ীর জমিদারের সহিত রামনাথের দুইবার যুদ্ধহয়। প্রথম যুদ্ধে রামনাথ জয়লাভ করিয়া সালবাড়ী হইতে কালিকা চামুণ্ডা দেবীর মূর্ত্তি আনয়ন করেন। দ্বিতীয় বার যুদ্ধে সালবাড়ীর জমিদার সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন এবং সালবাড়ী পরগণা রামনাথের অধিকৃত হয়।

১৬৬৭ শকে রামনাথ তীর্থদর্শনানন্তর দিল্লীতে উপস্থিত হন। দিল্লীর দরবারে তিনি মহারাজা উপাধি, রাজোচিত খেলাৎ এবং নিজ রাজধানীতে দুর্গ ও সৈন্যরক্ষার আদেশ পাইয়াছিলেন।

রামনাথ এক সময়ে কল্পতরু হইয়াছিলেন, তৎকালে সৈয়দ মহম্মদ নামক এক ব্যক্তি রঙ্গপুরের সীমান্ত রক্ষার জন্য ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন। মহারাজ রামনাথের অতুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাইয়া দুষ্ট ফৌজদার একদিন হঠাৎ রামনাথের বাড়ী আক্রমণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করেন। রামনাথ স্ত্রীপুত্রসহ গোবিন্দ নগরে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করেন, পরে গঙ্গাস্নানের ছল করিয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া সুবাদারের নিকট ফৌজদারের অত্যাচারের কথা জানাইলেন। সুবাদার সৈয়দ মহম্মদ খাঁকে ধরিয়া আনিবার জন্য একদল সৈন্য দিলেন। সেই সৈন্য সাহায্যে রামনাথ ফৌজদারকে বিনাশ করিয়া তাঁহার অধিকৃত বাহাদুরাবাদ পাঁচখানি পরগণা অধিকার করেন। ১৬৮২ শকে রামনাথ মানবলীলা সম্বরণ করেন।

এক্ষণে রাজা রামনাথের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ শ্রীযুক্ত মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর মহাশয় জ্ঞানে, মানে, ধার্ম্মিকতায় বীরত্ব ঔদার্য্যে দয়া দাক্ষিণ্য সমলঙ্কৃত হইয়া স্বীয়বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন। এই বংশ দিনাজপুর প্রদেশের উত্তর রাঢ়ীয় সমাজের সমাজপতি। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীযুক্ত মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর অল্‌ ইণ্ডিয়া-কায়স্থ কনফারেন্সের সভাপতি হওয়ায় প্রকারান্তরে ভারতীয় সমগ্র কায়স্থ

সমাজের অধিনায়ক হইয়াছেন। উপযুক্ত ব্যক্তির যোগ্য সম্মান দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি।

মোহনলাল—

বঙ্গেশ্বর নবাব সিরাজউদ্দৌলার জনৈক বিখ্যাত সেনাপতি। তিনি দেওয়ান-ই আলা ছিলেন, পরে আমীর-উল্ মোহান অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রিপদে উন্নীত হন। নবাবের আদেশে তিনি রাজকার্য্যের প্রত্যেক বিষয়েই কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করেন। মহারাজ উপাধি ও তৎসহ বাদসাহা প্রদত্ত নাকৃড়াও ঝালর দার পালকী ব্যবহার এবং পাঁচহাজারী মন্সবদারী ইত্যাদি উচ্চসম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী রণক্ষেত্রে মহাবীর মোহনলাল ভীষণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রভুর কার্য্যে নিজপ্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

পাঠক! বঙ্গীয় কায়স্থগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠ করিয়া কি বুঝিলেন? এই কায়স্থ জাতিই একদিন বঙ্গদেশের শাসনদণ্ড পরিচালন করিত; ইঁহাদেরই বাহুবলে বিদেশীয় আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা হইত। ইহাদেরই সুবিচারে ও সুশাসনে দেশে শান্তিরক্ষা হইত, ইহাদেরই দানশীলতা গুণে দরিদ্রগণের দুঃখ মোচন হইত ও পণ্ডিত সমাজ প্রতিপালিত হইত। ইহাদেরই আশ্রিত ব্রাহ্মণগণের ধার্ম্মিকতায় দেশে ধর্ম্মরক্ষা হইত। "ক্ষতাৎত্রায়তে ইতি ক্ষত্রিয়" এই ব্যুৎপত্তি হইতে জানাযায় ক্ষত অর্থাৎ বিপদ হইতে যিনি রক্ষা করেন অর্থাৎ শত্রুর আক্রমণ হইতে যিনি দেশ রক্ষা করেন, তিনিই ক্ষত্রিয়। বেশীদিনের কথা নয়, ১৫০ দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বেও কায়স্থগণ অপূর্ব্ব শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছেন। মহামান্য ভারত সম্রাট্ যদি বঙ্গীয় কায়স্থগণকে সৈন্যপদে অভিষিক্ত করিতেন, তাহা হইলে এখনও ইঁহারা বহু বীরত্বের নিদর্শন দেখাইতে যে সমর্থ হইতেন, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ বর্ত্তমান শতাব্দীর কায়স্থ কুলোৎপন্ন মহাবীর সেনাপতি সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস নিজ বাহুবলে ৫০টী মাত্র সৈন্য লইয়া একটী মহাযুদ্ধ জয়লাভ করিয়া অতুল বীরত্বের নিদর্শন দেখাইয়া গিয়াছেন।

যাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বীরত্বের আদর্শস্থানীয় ছিল, প্রকৃত ক্ষত্রিয় ছিল, তাঁহাদের বংশসম্ভূত বর্ত্তমান কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয়, ইহা সকলেই নিঃসংশয়ে স্বীকার করিবেন। এখন যদিও ইঁহারা রাজার অনিচ্ছায় সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত হইয়া বীরত্বের নিদর্শন দেখাইতে পারেন না তাহা হইলেও ইঁহারা বর্ত্তমান যুগে ক্ষত্রিয়ের অপর ধর্ম্ম বিচার বিভাগাদিতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া নিজেদের জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অক্ষুণ্ণভাবে পরিচয় দিতেছেন। ক্ষত্রিয় দুইভাগে বিভক্ত। এক অসিজীবী অপর মসীজীবী। পূর্ব্বে কায়স্থগণ উভয়কার্য্যেই পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। এক্ষণে গত্যন্তরাভাব বশতঃ মসীজীবী কার্য্যে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া সগর্ব্বে নিজেদের ক্ষত্রিয়ত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন ইহা সকলেরই নিঃসংশয়ে স্বীকার করা উচিত।

হে বঙ্গীয় কায়স্থ সন্তানগণ! তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের যে অমিত পরাক্রমের কথা শুনিলে ইহাতে কি বুঝিতে পারিতেছ না যে ক্ষত্রিয় রক্ত যাহার ধমনীতে প্রবাহিত হয় নাই সে হিন্দুবংশ কখনই এরূপ মহাশক্তির

পরিচয় দিতে পারে না। তাই তোমাদিগকে বলিতেছি তোমরা ক্ষত্রয়ের সন্তান হইয়া ক্ষত্রির রক্তে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং পূর্ব্বপুরুষদের ক্ষত্রিয়াচার অবগত হইয়াও কেন আর নিশ্চেষ্ট ভাবে শূদ্রত্বাপবাদ সহ্য করিতেছ? আর ঘুমাইও না, উঠ জাগ্রত হও! স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে যত্নবান হও! ভগবান্ বলিয়াছেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" শূদ্রত্ব তোমাদিগের পরধর্ম্ম; অতএব কেন সেই ভয়াবহ জঘন্য পরধর্ম্মের অশৌচাদি ব্যবহার করিয়া নিজেকে কলুষিত করিতেছ। যদি পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চাও, আর্য্য বলিয়া পরিচিত হইতে চাও, পূর্ব্বপুরুষাচারিত প্রকৃতস্বধর্ম্ম অবলম্বন করিতে চাও তাহা হইলে সত্বর যত্নবান হইয়া দ্বিজত্ব-জ্ঞাপক আর্য্যত্ব বোধক শূদ্রত্বাপবাদ নিবারক ক্ষত্রিয়াচার-উপনয়ন গ্রহণ করিয়া ধন্যবাদার্হ হও। উপনয়ন গ্রহণ করিলে, গায়ত্রী দেবীর উপাসনায় কি মহীয়সী শক্তি আছে তাহা ক্রমশঃ অনুভব করিতে পারিবে। পূর্ব্বপুরুষদের সদাচার গ্রহণ করায় হৃদয়ে এক অভিনব আনন্দ সঞ্চার হইয়া অন্তঃকরণে অপূর্ব্ব সুখ স্রোত প্রবাহিত হইবে।

দেখ তোমাদিগকে জাতিবিষয়ে নিম্নস্তরে রাখিবার জন্য, তোমাদিগের মধ্যে ভেদ উৎপাদন করিয়া তোমাদিগকে সমাজে বিদলিত করিবার জন্য, তোমাদিগের অহিতকারিগণ চতুর্দ্দিক হইতে কত চেষ্টা করিতেছে; কত যত্ন করিতেছে, কত কত উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছে তাহা কি দেখিতেছ না; অথবা দেখিয়াও নিশ্চেষ্ট হইয়া আছ। পরস্পযুক্ত দুরভিসন্ধিমূলক ক্রিয়া কলাপ তোমরা বুদ্ধিমান হইয়াও যদি না বুঝ তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই। তাই বলি কেন আর বৃথা কালবিলম্ব করিতেছ। এই আগামী ২২ সে চৈত্র কি অন্যকোন দিনে উপনয়ন গ্রহণ করত দেহ ও অন্তঃকরণকে পবিত্র কর। সমাজকে উৎসাহিত কর। আমি তোমাদিগের ক্রিয়াকলাপের সুসিদ্ধির জন্য ক্ষত্রিয়োপনয়ন, বেদারম্ভ, সমাবর্ত্তন, ত্রিসন্ধ্যা প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাসহ প্রায়শ্চিত্ত পদ্ধতি ও চিত্রগুপ্ত পূজাপদ্ধতির পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া সমূহের ফর্দ্দ সমন্বিত একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। উহা গ্রহণ করত স্বস্বক্রিয়া কলাপ বিশুদ্ধরূপে সম্পাদন করিতে পারিবে।

কেহ কেহ ব্যয়ের বিষয় মনে করিয়া ইচ্ছা সত্ত্বেও উপনয়ন গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হন। আমি তাঁহাদিগকে অভয়বাণী শুনাইতেছি, আর তাঁহাদের ভয়ের কারণ নাই; তাঁহারা আমার পদ্ধতি পাঠকরিলেই বুঝিবেন উপনয়নে ব্যয় বাহুল্যের সম্ভাবনা নাই।

কেহ কেহ মনে করেন, "পিতাপিতামহের উপনয়ন ছিল না আমি এখন কি করিয়া উপনয়ন গ্রহণ করি।" তাঁহাদিগকে আমি বলি তাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষের কায়স্থ-পত্রিকার

আষাঢ় সংখ্যায় তর্করত্ন স্মৃতিরত্ন সংবাদ নামে আমার সহিত ভট্টপল্লী নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নের বিচার যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন। অলমধিকেন। (ক)

শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিরত্ন

পাঁচথুপী শিবচন্দ্র চতুষ্পাঠী।

(ক) পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় ক্ষত্রিয়োপনয়ন পদ্ধতি প্রণয়ন জন্য বঙ্গে, পুনা, পাঞ্জাব ও কাশী অঞ্চলের ক্ষত্রিয়দিগের উপনয়ন পদ্ধতি এবং কাশী হইতে একখানি রামদত্তের অতি প্রাচীন হস্তলিখিত উপনয়ন পদ্ধতি আনাইয়া সকল পদ্ধতি মিল করিয়া এই পদ্ধতি খানি লিখিয়াছেন। এবং উপনয়ন আবশ্যকীয় যাবতীয় বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় এই পুস্তকখানি সাধারণের বিশেষ উপকারপ্রদ হইবে। এই পুস্তক আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভা ও কায়স্থ সভারকার্য্যালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য চারি আনা মাত্র।

সম্পাদক।

গরুড়স্তম্ভ লিপি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, ৩।)

আশ্বিন প্রতিভার ২৮০ পৃষ্ঠা হইতে।

আসন্নাজিহ্ম রাজদ্বহুলশিখিশিখাচুম্বিদিক্‌চক্রবালো
দুর্ব্বারস্ফারশক্তিঃ স্বরসপরিণতা শেষবিদ্যাপ্রতিষ্ঠঃ।
তাভ্যাং জন্ম প্রপেদেত্রিদশজনমনোনন্দনঃ স্বক্রিয়াভিঃ
শ্রীমান্ কেদারমিশ্রো গুহ ইব বিকশজ্জাতরূপ প্রভাবঃ ॥১১॥

অন্বয়ঃ।

আসন্নাজিহ্ম রাজদ্ বহুল শিখিশিখা চুম্বিচক্রবালঃ, দুর্ব্বারস্ফারশক্তিঃ স্বরস পরিণতাশেষ বিদ্যা প্রতিষ্ঠঃ স্বক্রিয়াভিঃ ত্রিদশজনমনোনন্দনঃ বিকশজ্জাতরূপ প্রভাবঃ শ্রীমান্ কেদারমিশ্রঃ গুহইব তাভ্যাং জন্ম প্রপেদে। কেদারমিশ্র বিশেষণানি গুহ পক্ষেহপি সঙ্গচ্ছন্তে ॥১১॥ (১১)

বঙ্গানুবাদ।

সন্নিকৃষ্ট সরলভাবে প্রজ্বলিত এবং প্রচুর যাঁহার যজ্ঞীয় অগ্নিশিখা দিঙ্‌মণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়াছে, যিনি অনিবার্য্য ও প্রভূত বলশালী ছিলেন, যিনি উত্তম ও পরিপক্ব সমগ্রবিদ্যা দ্বারা

(১১) এই শ্লোক হইতে পঞ্চদশ শ্লোক পর্য্যন্ত শূরপাল রাজার মন্ত্রী শ্রীকেদার মিশ্রের যশোরাসি বর্ণিত হইতেছে। ১০ম শ্লোকে বলা হইয়াছে সোমেশ্বর পাল রল্লাদেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্র শ্রীকেদার

প্রতিষ্ঠাবান্ ছিলেন, যিনি স্বকীয় কর্ম্মদ্বারা দেবতাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিয়াছিলেন,এবং যিনি উজ্জ্বল কনকের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, এইরূপ শ্রীমান্ কেদারমিশ্র সেই দম্পতি হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কার্ত্তিক পক্ষেও এই সকল বিশেষণ সমঞ্জস হয় ॥১১॥

সকৃদ্দর্শনসম্পীতান্ চতুর্ব্বিদ্যাপয়োনিধীন্।
জহাসাগস্ত্যসম্পত্তিমুদ্গীরণ বাল এব যঃ ॥১২॥

অন্বয়ঃ।

যঃ বাল এব সকৃৎ দর্শন সম্পীতান্ চতুর্ব্বিদ্যা পয়োনিধীন্ উদ্গীরণ অগস্ত্য সম্পত্তিং জহাস ॥১২॥ (১২)

বঙ্গানুবাদ।

যিনি বাল্যকালেই একবার মাত্র দর্শন দ্বারা পরিপীত আন্বিক্ষিকী প্রভৃতি চতুর্ব্বিদ্যারূপ সমুদ্র উদ্গীরণ করিয়া অগস্ত্যের সমৃদ্ধিকে ও উপহাস করিয়াছিলেন ॥১২॥

উৎকীলিতোৎকলকুলং হৃত হূণগর্ব্বং
খর্ব্বীকৃত দ্রবিড় গুর্জ্জর নাথদর্পং।
ভূপীঠমব্ধি রসনাভরণং বুভোজ
গৌড়েশ্বরশ্চিরমুপাস্য ধিয়ং যদীয়াং ॥১৩॥

অন্বয়ঃ।

গৌড়েশ্বরঃ চিরং যদীয়াং ধিয়ং উপাস্য, উৎকীলিত উৎকলকুলং, হৃত হূণ গর্ব্বং, খর্ব্বীকৃত দ্রবিড় গুর্জ্জর নাথদর্পং অব্ধি রসনাভরণং ভূপীঠং বুভোজ ॥ ১৩ ॥ (১৩)

বঙ্গানুবাদ।

যাঁহার বুদ্ধির উপাসনা করিয়া গৌড়েশ্বর উৎকল সমূহ উৎপাটিত, হূণদিগের গর্ব্ব অপহৃত এবং দ্রবিড় ও গুর্জ্জরের দর্প খর্ব্ব করিয়া সমুদ্র মেখলা বেষ্টিত এতাদৃশ ভূমিতল পালন করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

মিশ্র। আসন্ন—নিকটবর্ত্তী। আজিহ্ম—সরলভাবে। রাজৎ—প্রজ্বলিত। বহল শিখিশিখা চুম্বিদিক্‌চক্রবালঃ—যাঁহার যজ্ঞের অগ্নিশিখা সমগ্র আকাশ মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল। শিখিশিখা—ময়ূরচূড়া, অগ্নিশিখা। দুর্ব্বার দুর্দ্ধর্ষ। স্ফারশক্তিঃ—অপরিমিত বীর্য্য। স্বরস পরিণতা অশেষ বিদ্যা—বিলক্ষণ রস বোধ জনিত অনেক বিদ্যার অভিজ্ঞ (পরিপক)। বিকশজ্জাত রূপপ্রভাবঃ—জাতরূপ সুবর্ণ, অর্থাৎ যাঁহার দিব্যকান্তি সুবর্ণের ন্যায় ছিল। এই সকল বিশেষণ দ্বারা কবি কেদার মিশ্রকে কার্ত্তিকের সহিত উপমা দিতেছেন। ছন্দ স্রগ্ধরা।

(১২) কথিত আছে যে অগস্ত্যমুনি সমুদ্র পান করিয়া উদ্গীরণ করিয়াছিলেন। আন্বিক্ষিকী, অর্থাৎ ত্রয়ীবিদ্যা ন্যায়শাস্ত্র, তর্কবিদ্যা ও আত্মবিদ্যাএবং বেদ প্রভৃতি চতুর্ব্বিদ্যা সম্যক্ প্রকার অধ্যয়ন করিয়া লোকহিতার্থে প্রচার করিয়াছিলেন। ছন্দ অনুষ্টুপ্।

(১৩) এই শ্লোকে মন্ত্রিবরের কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে। পাল নরপতিগণ এই কেদার মিশ্রের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া উৎকল, হূণরাজ্য, দ্রাবিড়, গুর্জ্জর দেশ সমূহ জয় করিয়াছিলেন। সাগর বেষ্টিত এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য পালন করিয়াছিলেন। ছন্দ বসন্ততিলক।

স্বয়মপহৃত বিত্তানর্থিনো যোনুমেনে
দ্বিষাদি সুহৃদিচাসী-নির্ব্বিবেকো যদাত্মা।
ভব জলধি নিপাতে যস্য ভীশ্চ ত্রপাচ
পরিমৃদিত কষায়ো যঃ পরে ধাম্নিরেমে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।

যঃ স্বয়ং অপহৃত বিত্তান্ অর্থিনোনুমেনে, যদাত্মা দ্বিষাদি সুহৃদি চ নির্ব্বিবেকঃ, যস্য ভব-জলধি নিপাতে ভীশ্চত্রপাচ যঃ পরিমৃদিত কষায় (সন্) পরে ধাম্নিরেমে ॥ ১৪ ॥ (১৪)

বঙ্গানুবাদ।

যিনি যাচকগণ স্বয়ং (অর্থাৎ বিনানুমতিতে ও) তদীয় ধন গ্রহণ করিলে তাহা অনুমোদন করিতেন, যাঁহার আত্মা শত্রু ও মিত্রপ্রতি সমভাবাপন্ন ছিল, যিনি ভবজলধি মধ্যে নিপতিত হইতে ভীত ও লজ্জিত হইতেন, এবং যিনি রাগাদি পাপকে চূর্ণীকৃত করিয়া পরম ধামে ক্রীড়া করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

যস্যেজ্যাসু বৃহস্পতি প্রতিকৃতেঃ শ্রীশূরোপালনৃপঃ
সাক্ষাদিন্দ্র ইব ক্ষতাপ্রিয়বলো গত্বৈব ভূয়ঃ স্বয়ম্।
নানাম্ভোনিধিমেখলস্য জগতঃ কল্যাণসঙ্গী চিরং
শ্রদ্ধাম্ভঃ প্লুতমানসো নতশিরা জগ্রাহ পূতংপয়ঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

বৃহস্পতি প্রতিকৃতের্যস্য ইজ্যাসু, সাক্ষাৎ ইন্দ্র ইব ক্ষতাপ্রিয়বলঃ (তথা) নানাম্ভোনিধি মেখলস্য জগতঃ চিরং কল্যাণ-সঙ্গী। শ্রদ্ধাম্ভঃ প্লুতমানসঃ শ্রীশূরপাল নৃপঃ স্বয়ং গত্বা নতশিরাঃ (সন্) পূতং পয়ঃজগ্রাহ ॥ ১৫ ॥ (১৫)

বঙ্গানুবাদ।

বৃহস্পতি তুল্য শ্রীকেদার মিশ্রের যজ্ঞে, সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য, শত্রু সৈন্য বিনাশ কারী এবং সমুদ্র সমূহ পরিবেষ্টিত জগতের মঙ্গলকারী, শ্রদ্ধারূপ-নির্ম্মলবারি-বিধৌত-চিত্ত শ্রীশূরপাল রাজা, স্বয়ং গমন করিয়া, অবনত মস্তকে মন্ত্রপূত জল গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

(১৪) কেদার মিশ্রের আধ্যাত্মিক গুণগ্রাম বর্ণিত হইতেছে। ধার্ম্মিক মহাত্মাগণ ভবসাগর পার হইতে চেষ্টা করেন, অর্থাৎ যাহাতে পুনর্জ্জন্ম নাহয়। মিশ্র মহাশয়ের নিকট ভব সাগরে নিমজ্জন লজ্জা ও ভয়ের কারণ হইত। যঃ পরিমৃদিত কষায় সন্—কষায় অর্থাৎ রাগাদি কলুষ, মৃদিত—চূর্ণীকৃত, যিনি কলুষ রাশি নিষ্পেষিত করিয়া বিষ্ণুর পরমধামে বিহার করিয়াছেন। ছন্দ মালিনী।

(১৫) ক্ষতাপ্রিয়বলঃ—অপ্রিয় বলঃ ক্ষত, অর্থাৎ শত্রুসৈন্য নিষ্পিষ্টকারী। নানাম্ভোনিধি মেখলস্য জগতঃ চিরকল্যাণ-সঙ্গী—সপ্ত সাগর পরিবেষ্টিত পৃথিবীর চির-কল্যানকারী। শ্রীশূরপাল রাজা স্বয়ং তদীয় শ্রীকেদার মিশ্রের যজ্ঞে গমন করিয়া মন্ত্রপূত জল ভক্তিসহকারে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতেন। ছন্দ—শার্দ্দূল বিক্রীড়িত। ক্রমশঃ সম্পাদক।

সীতা।

(জৈষ্ঠ্য সংখ্যা ৭৮ পৃষ্ঠা, পূর্ব্বানুবৃত্তি, শেষ)

প্রথম দর্শন হইতেই শ্রীরাম,সীতার লোকাতীত লাবণ্য, অলৌকিক পবিত্রতা ও নির্ম্মল চরিত্র গুণে তাঁহাকে যারপর নাই স্নেহ-প্রীতির চক্ষে দর্শন করিতেন। এবং তাঁহার অলৌকিক চরিত্রবল ও পবিত্রতা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে গৌরবের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। আজ সহসা তাঁহার প্রাণাধিকা জানকীর এরূপ জীবন্তে অনল বিসর্জ্জন দর্শনে তিনি সীতার শোকে আকুল হইয়া অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

সেই প্রজ্জলিত শ্মশানের চতুর্দ্দিকে যখন রাম ও অন্যান্য দর্শকগণ শোক-দুঃখে অভিভূত হইয়া নানারূপ বিলাপ করিতেছেন, তখন সহসা জানকী সেই জলন্ত অগ্নিরাশি হইতে সদ্যঃ স্নাতা রূপসী তাপসী বা দেবী প্রতিমার ন্যায় বাহির হইলেন। চিতার আগুন চির-পবিত্রতাময়ী জানকীর নবনীত-কোমল তনু এমন কি বস্ত্রখণ্ড পর্য্যন্ত ও স্পর্শ করে নাই; এবং অনল-স্নাতা জানকীর প্রদীপ্ত তেজ ও অপরিসীম পবিত্রতায় যেন দশ দিক এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় প্রভায় জ্যোতির্ম্ময় হইয়া দর্শকের মনে এক অভিনব অপূর্ব্বভাবের সমাবেশ করিল। সকলেই হর্ষে বিস্ময়ে অভিভূত হইল।

রাম তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তমা জানকীরে ফিরিয়া পাইলেন। এবং চির-নির্ম্মলা ও অনুমাত্র পাপসম্পর্ক শূন্যা নিষ্কলঙ্ক চরিত্রা সতী সীতাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও প্রীতিযুক্ত মনে সাদরে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। এক মাত্র লোকাপবাদ ভয়েই যে তিনি চির-শুদ্ধাচারিণী সাধ্বী সতী জানকীর প্রতি এরূপ অপ্রীতিকর নির্ম্মম ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া জানকী ও আপন মনে অনেকটা প্রীতি ও সুখ অনুভব করিলেন এবং দীর্ঘকাল পরে তাঁহার মলিন অধরে আবার হাসির মধুর রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি রামের প্রতি বিন্দুমাত্র ও অপ্রীতিকর ভাব পোষণ না করিয়া সুপ্রসন্না হইলেন। তখন রাম অমিয় মধুর বিশুদ্ধ স্বভাবা সীতার অমল-ধবল স্বর্গীয় মূর্ত্তি সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। প্রেম বিহ্বলা পতিগত প্রাণা সতী প্রেম-প্রীতি ও ভক্তির সহিত মস্তক অবনত করিয়া সাদরে পতির পদরেণু মস্তকে লইয়া কৃতার্থা হইলেন।

সুদীর্ঘকাল বনবাসের পর শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কার বিজয় লক্ষ্মীসহ তাঁহার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা অঙ্কলক্ষ্মী সীতাকে লাভ করিয়া আবার অযোধ্যাভবনে প্রত্যাগমন ও পরিত্যক্ত

সিংহাসন গ্রহণ করিলেন। এত দিন পরে ভাগ্যচক্রের বিষম আবর্ত্তনে আবার রামের সীতা তাঁহার বামে বসিয়া তদানীন্তন ভারত সাম্রাজ্যের রত্ন-সিংহাসন উজ্জ্বল করিলেন। এত দুঃখকষ্টের পর সীতা সতী আবার সুখ সরোবরের মরালিনীর ন্যায়, পতি-প্রেম সাগরে সন্তরণ দিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিধি-লিপি অখণ্ডনীয়। এত সুখ আজন্ম দুঃখিনী সীতার অদৃষ্টে সহিল না। রাম সীতারে সর্ব্বতোভাবে নিরপরাধিনী ও পবিত্রা জানিয়া ও কঠোর রাজ-ধর্ম্ম ও প্রজা-রঞ্জনের অনুরোধে সসত্ত্বা সীতাকে বাল্মিকীর তপোবনে বিসর্জ্জন দিলেন। রাজ প্রাসাদ নিবাসিনী, রাজভোগ বিলাসিনীর আশ্রয় স্থল এখন আরণ্য তৃণ-কুটীর, এবং জীবন রক্ষার উপায় এখন একমাত্র তাপস-জন-সুলভ ও মুনি-কন্যাগণ নিসেবিত কটু কষায়, বন ফল ও সুদূর প্রবাহিত স্বহস্ত আনীত নদীর পঙ্কিল জল।

এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ও পতি-প্রেম পাগলিনী,রামময়জীবিতা সীতা আপনার অশেষ দুঃখের কথা দূরে রাখিয়া সর্ব্বদা পতি-পদ চিন্তায় অতিবাহিত করিতেন। ধ্যান পরায়ণা তাপসীর ন্যায় তিনি দিবা-রাত্রি শ্রীরামচন্দ্রের প্রেম-প্রীতির মধুর স্মৃতিটুকু লইয়া নিয়ত তাঁহারই ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। তিনি যে স্বামী-পরিত্যক্তা এবং সুগভীর দুঃখের ক্রোড়ে নির্ব্বাসিতা একথা যেন তাঁর মনেই হইত না! ঘটনা বশতঃ একমুহূর্ত্তের জন্য যখন তাঁহার মনে এই কথার উদয় হইত, তখনই তিনি আপনার মনকে পতিপাদপদ্ম চিন্তার দিকে লইয়া যাইতেন। যে কথা স্মরণ হইলে রামের উপর তাঁহার অভক্তিকে বিরক্তির ছায়াপাত ও হইতে পারে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য ও তদ্রূপ চিন্তা মনে স্থান দিতেন না। পতি-প্রেমের মধুর স্মৃতিটুকুই এখন তাঁহার একমাত্র সুখ-শান্তির সম্বল; কাঙ্গালের ধনের ন্যায় তিনি সর্ব্বদা সে সুখের স্মৃতিটুকু হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিয়া আপনাতে আপনি যারপর নাই প্রীত রহিতেন; এবং নিয়ত স্বামীর পাদপদ্ম উদ্দেশে ভক্তি ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি দিয়া—তাঁহারই চরণামৃত জ্ঞানে প্রত্যহিক জল গণ্ডুষ গ্রহণ করিতেন।

যথা সময়ে কুশ-লব ভুমিষ্ট হইল। হায়! কোথায় বা অযোধ্যার সে সুধাধবলিত রমণীয় হর্ম্ম্য-নিকেতন, আর কোথায় বা তপোবন-স্থিত পর্ণ-কুটীর। দুগ্ধ-ফেণনিভ সুকোমল শয্যার পরিবর্ত্তে, বন-সুলভ তৃণ-শয্যাই সম্রাট্ তনয়ের নবনিত-দেহ রক্ষার উপযুক্ত আশ্রয় হইল। মুনি-পত্নী ও মুনি-কন্যা গণের অযাচিত সরল সহানুভূতি প্রভাবে সীতার অযোধ্যার অগণিত দাস দাসী ও আত্মীয় স্বজনের অভাব তেমন অনুভূতি হইল না বটে,কিন্তু তবু ও মাতৃস্থানীয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণী ও জীবন-সর্ব্বস্ব পতির নবকুমার দ্বয়ের প্রতি কর্ত্তব্য, স্নেহ ও আদর যত্নের কথা স্মরণ করিয়া সীতা প্রাণে গভীর দুঃখ অনুভব করিলেন। পুত্র দ্বয়ের শুভ জন্মদিনে অনিচ্ছায় অলক্ষিতে দুই বিন্দু উষ্ণ অশ্রু তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িল। কিন্তু তবু তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য ও পতি কর্ত্তৃক বিনাদোষে অযথা নির্ব্বাসিতা হইয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার প্রতি বিরক্তি বা অপ্রীতির ভাব পোষণ করিতেন না। বরং ইহা তাঁহার আপনারই দুরপনেয় ও

দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্টচক্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মনে করিয়া, নিয়ত তিনি প্রবোধিত ও পতির প্রতি একান্ত অনুরক্ত, শ্রদ্ধা ও প্রীতিবদ্ধ থাকিতে ভাল বাসিতেন।

মাতার অপূর্ব্ব অপত্য-বাৎসল্য ও মহর্ষি বাল্মিকীর স্নেহশীতল ভাল বাসার ক্রোড়ে লালিত-পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে কুমার দ্বয় বিদ্যাশিক্ষার উপযুক্ত বয়সে পদার্পণ করিল। দূরদর্শী বাল্মিকী শিশুদ্বয়কে বীর-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া লইলেন। মহর্ষির অপূর্ব্ব শিক্ষা দীক্ষা প্রভাবে অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহারা যুদ্ধাদি বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিল।

তার পর শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ ও সেই যজ্ঞোপলক্ষে যজ্ঞীয় ঘোটক লইয়া পিতা পুত্রে রণ, এবং পুত্র হস্তে স্বগণ সহ শ্রীরাম-চন্দ্রের পতন; বিস্ময় বিষাদ পূর্ণ এক অপূর্ব্ব অঘটন ঘটনা ও শিশুগণের রণ শিক্ষার অদ্ভুত গুণপনা এখানে সে সব উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।*

মহর্ষি বাল্মিকীর অপূর্ব্ব মন্ত্রণা কৌশলে শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে কুশ-লবের সুমধুর রামায়ণ গানচ্ছলে পিতা-পুত্রের পরিচয় হইল। দীর্ঘকাল পরে বাল্মিকীর আদেশে রামের সীতা আবার অযোধ্যায় ফিরিলেন। কিন্তু লোক-গঞ্জনা ভয়ে রাম দীর্ঘকাল বন-সেবিতা নির্ব্বাসীতা সীতাকে বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না।

দৈব বশে বা অদৃষ্ট দোষে চিরবিশুদ্ধ স্বভাবা সীতাদেবীর আবার সেই ভীষণ অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে; অযোধ্যার বিরাট রাজকীয় সভায় রাজরাজেশ্বর রাম কর্ত্তৃক ইহাই অবধারিত হইল। লজ্জায়-ঘৃণায় সীতা সতী মরমে মরিয়া গেলেন। একদিকে বশিষ্ঠ, বাল্মিকী ও শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজন, অপর দিকে প্রাণাধিক পুত্র কুশ-লব ও অযোধ্যায় আপামর সাধারণ প্রাজাগণ; ইহাদের সর্ব্ব সম্মুখে চির পবিত্রতাময়ী আদর্শ সতীর চরিত্র পরীক্ষা হইবে, ইহা একদিকে যেমন বিস্ময়-কর অপূর্ব্ব ঘটনা, অপর দিকে মা জানকীর পক্ষে তেমনি যারপর নাই লজ্জাজনক বিষম বিড়ম্বনা! জন্ম-দুঃখিনী সীতা রাজনন্দিনী ও সম্রাট্ সিমন্তিনী হইয়াও এ জীবনে অনেক সহিয়াছেন, কিন্তু আজ আর পারিলেন না।

---

* বঙ্গের অমর কবি কৃত্তিবাসের কৃপায় রাম-সীতার পবিত্র চরিত্র গাঁথার মধ্যে কুশ-লবের যুদ্ধ বিবরণ বঙ্গীয় নর-নারীর অস্থি-মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। ভীম বিহীন মহাভারতের ন্যায়, কুশ-লবের যুদ্ধ বিবরণ শূন্য রামায়ণ তাঁহাদের নিকট অলীক কল্পনার খেলা বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। কীর্ত্তন ওয়ালাদের মুখে সীতার বনবাসের সঙ্গে কুশলবের যুদ্ধকাহিনীর সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া ধর্ম্ম-পিপাসু বঙ্গীয় নর-নারী সঙ্গীত শ্রবণ সুখলাভের সহিত পুণ্যসঞ্চয় হইল মনে করিয়া অন্তরে অসীম তৃপ্তিলাভ করেন। সুতরাং ২।১০ জন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির মনোরঞ্জন অনুরোধে মূল সংস্কৃত রামায়ণানুযায়ী সাধারণ সংস্কার বিরোধী কুশ-লবের যুদ্ধবিবরণ শূন্য সীতার বনবাসের অঙ্গহীন চিত্র প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য বোধ হইল না। দেশে সুশিক্ষার বহুল বিস্তারের সহিত সাধারণের অলীক সংস্কার স্বতঃই বিলীন হইয়া যায়; বল পূর্ব্বক সমাজের বদ্ধমূল সংস্কার দূরকরা অসম্ভব।

লেখক।

আমরা লেখক মহাশয়ের এ প্রকার অপ্রকৃত ধারণা কোনওমতে সমর্থন করিতে পারিলাম না।

সম্পাদক।

সম্রাজ্ঞীর পক্ষে সন্তান ও প্রকৃতি পুঞ্জের সম্মুখে চরিত্র পরীক্ষা ; এত অপমান ও কি মানুষের প্রাণে সহ্য হয় ? সীতা প্রাণের গভীর দুঃখে ও দুর্জ্জয় অভিমানে দশ দিক আঁধার দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দানে পতির মানস পূজা এবং সেই পতিকেই জগৎপতিজ্ঞানে তাঁহার রাতুল পদ ধ্যান করিতে করিতে বসুধার চির-শান্তিপ্রদ শীতল ক্রোড়ে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া প্রাণের জ্বালা জুড়াইলেন। সব ফুরাইল। বর্ষাম্বুপ্লাবনে ফুল্লকমলিনী ভাসিয়া গেল ;—কিন্তু তাহার প্রাণ-প্রীতিকর সৌরভ রাশিতে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ রহিল। ইতি—

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্মণঃ।

কায়স্থজাতির উপনয়ন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

কায়স্থজাতির উপনয়ন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "প্রবাসী" পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন, শ্রীযুত সত্যবন্ধু দাস মহাশয় 'আর্য্য কায়স্থ প্রতিভা'য় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন দেখিলাম এ সম্বন্ধে আমি দুই একটী কথা বলিতে চাহি।

১। শাস্ত্রের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, অধিকাংশ লোকই চিরন্তন প্রচলিত প্রথা ও স্মৃতি সংহিতার দোহাই দিয়া কায়স্থ জাতির উপবীত গ্রহণের বিরুদ্ধবাদী হইবে, এবং অল্পসংখ্যক লোক মাত্র তাহাদের উপনয়নের স্বপক্ষীয় অভিনব নজীরগুলি প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিবে, ইহাই স্বাভাবিক।

২। যুক্তির দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, যজ্ঞোপবীত গ্রহণ প্রথার বিস্তার যে কুসংস্কার অনুদারতা এবং ভেদজ্ঞান বৃদ্ধির সহায়ক, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

৩। জাতীয় উন্নতির পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য—অর্থাৎ সংযমে দীক্ষা—আবশ্যক ইহা স্বীকার্য্য হইলেও আধুনিক উপনয়ন প্রথা ব্রহ্মচর্য্যের পক্ষে আবশ্যক ইহা কোন ক্রমেই বলা চলে না।

৪। যে সকল সম্ভ্রান্ত কায়স্থ উপনয়নের পক্ষপাতী, তাঁহাদের মধ্যেই অনেকে নিম্নশ্রেণীর কায়স্থ ও শূদ্রদিগের উপবীত গ্রহণের বিরোধী। ইহাতেই বোধ হয় যে জাতীয় উন্নতি অপেক্ষা স্ব-স্ব আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার

আকাঙ্ক্ষাই অনেক কায়স্থের যজ্ঞোপবীত গ্রহণের মূল কারণ। তাঁহারাও যুক্তির নহে, সংস্কারের দাস। (ক)

৫। যাঁহারা বস্তুতঃ ব্রহ্মচর্য্যের পক্ষে উপনয়ন একান্ত আবশ্যক এবং শাস্ত্রানুশাসন দ্বারা কায়স্থজাতি উপনয়ন গ্রহণ করিতে বাধ্য এরূপ মনেকরিয়া উপনীত হন, তাঁহারা ভেদবুদ্ধির সহায়ক এবং তাঁহাদের দ্বারা সমাজের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী, কারণ তাঁহারা সম্ভ্রান্ত শাস্ত্রবাদী, এবং সুদূর ভবিষ্যতেও সমাজহইতে উপনয়ন প্রথার বিলোপসাধন কামনা করেন না। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এরূপ কায়স্থের সংখ্যা কম। অধিকাংশ শিক্ষিত কায়স্থ সমাজের হিতচিকির্ষা প্রণোদিত হইয়া এবং জাতীয় একীকরণ দ্রুততর করার মানসেই উপবীত গ্রহণ সমর্থন করেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। (খ)

৬। কার্য্যতঃ, ব্রাহ্মণেতরজাতির উপবীত গ্রহণ আপাততঃ ভেদজনক হইলেও পরিণামে জাতীয় একতার অন্তরায় না হইয়া পরিপোষক হইবে বলিয়াই বোধ হয়। নিম্নজাতিসমূহের উপবীত গ্রহণ ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের বিদ্রোহপ্রসূত, যদিও তাহা বাহ্যতঃ বর্ণধর্ম্মেরই দৃঢ়তাসংবিধায়ক। বস্তুগত্যা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিষয়ে একাসনে উপবিষ্ট হইলেও, ব্রাহ্মণসমাজ যজ্ঞসূত্ররূপ একটি অতিরিক্ত মর্য্যাদার দাবী করেন, সুতরাং কায়স্থসমাজের পক্ষেও সেই মর্য্যাদালাভের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক ও সহজ বোধ্য। বৈদ্য ও কায়স্থগণ ব্রাহ্মণদিগের সহিত নৈতিক ও মানসিক সমতা লাভ করিয়াছেন; গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, আগরওয়ালা, মাহিষ্য, সাহা, প্রভৃতি জাতিগণও তদ্রূপ সমতার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন, (আদম সুমারীর বিবরণী দ্রষ্টব্য)। ঐ সমতার বাহ্যলক্ষণ গ্রহণ সহজ বলিয়া তাঁহারা উপনীত হইতে সচেষ্ট এবং এইরূপে বাহ্যপার্থক্য দূরীভূত করিতে পারিলে অন্তর্নিহিত পার্থক্য দূরীকরণ ও অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য হইয়া আসিবে। অতএব যজ্ঞোপবীত ধারণ সমাজের নিম্নস্তর সমূহের ব্রাহ্মণদিগের সহিত সর্ব্ববিধ সমতালাভ প্রয়াসের এক অঙ্গমাত্র। প্রত্যেক জাতি আত্মোন্নতির জন্য দলবদ্ধ সম্মিলিত চেষ্টার আবশ্যকবোধ করিতেছেন, এবং অন্যান্যজাতির সহিত ভেদজ্ঞান জাগরূক না রাখিলে সম্মিলিত চেষ্টা কার্য্যকরী হয় না বলিয়া কায়স্থসভা, বৈশ্যসভা প্রভৃতি জাতীয় সভার অনুষ্ঠান করিতেছে। ইহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য স্বস্বজাতির উন্নতি সাধন। প্রত্যেক

(ক) এইটী সত্যের অপলাপ। উপনীত কায়স্থগণ সাহাদি প্রকৃত বৈশ্যজাতির উপনয়ন প্রাণপণে সমর্থন করিতেছেন। পৌরাণিক শূদ্র জাতি বঙ্গদেশে নাই। বন্য, অসভ্য, ভিল, কোল, সাঁওতালাদিই প্রকৃত শূদ্র, বিবাহ ভিন্ন অন্য কোনও সংস্কার ইহাদের মধ্যে নাই। বঙ্গের নবশায়ক এমন কি নমঃশূদ্র জাতিও শূদ্র পদবাচ্য নহে। ইহাদের মধ্যে দশবিধ সংস্কার—সমন্ত্রক বর্ত্তমান আছে। শূদ্রদের একমাত্র সংস্কার বিবাহ ও অমন্ত্রক। উপবীতী কায়স্থগণ শাস্ত্র ও যুক্তির অনুসরণ করেন। সম্পাদক।

(খ) উপনয়ন প্রথার বিলোপ সাধন করিলেই, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, যাহা হিন্দু জাতির বিশেষত্ব তাহা উঠিয়া যাইবে। বৌদ্ধ সময়ে উপনয়নের বিলোপে বিষম সমাজ বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। লেখক মহাশয় ঐ প্রকার আবার চান নাকি? আমরা হিন্দু, চিরকাল হিন্দুই থাকিব। উপনয়ন কখনও বিলুপ্ত হইবে না; আমরা কামচারী হইয়া উপনয়ন প্রথা উঠাইয়া দিলে হিন্দুর কুশাগ্রধীশক্তি শশবিষাণে পরিণত হইবে।

সম্পাদক।

জাতির সমবেত চেষ্টাদ্বারা যখন বিভিন্নজাতি সমূহ কেবল যজ্ঞোপবীত ধারণরূপ বাহ্যলক্ষণে নহে, যোগ্যতায় ও ব্রাহ্মণকল্প হইয়া উঠিবেন, তখন যজ্ঞোপবীতের আবশ্যকতা থাকিবে না, অস্তিত্ব ও লোপ পাইতে আরম্ভ করিবে। সুতরাং বহুজাতির যজ্ঞোপবীত গ্রহণ যজ্ঞোপবীতের অস্তিত্বলোপের পূর্ব্বাভাস মাত্র, (গ) এবং সেই হেতু উহা জাতীয় (national) উন্নতির প্রশ্রয় স্বরূপ, পরিপন্থী নহে। সমাজে যতদিন উপবীতের আদর থাকিবে ততদিন অপর জাতিসমূহের মধ্যে উপবীত গ্রহণের স্পৃহাও থাকিবে, যখন উপবীত গ্রহণ অত্যন্ত সাধারণ হইয়া পড়িবে, তখন উহার মর্য্যাদাও বিলুপ্ত হইবে, এবং উপবীত গ্রহণজাত কৌলিন্য বিদূরীত হইয়া গুণজাত আভিজাত্যের সৃষ্টি হইবে—অর্থাৎ জাতিভেদ প্রথার বিলোপ ঘটিবে এবং জাতীয় একত্বসাধন হইবে। এই হিসাবে কায়স্থ-জাতির উপবীত গ্রহণ কার্য্যক্ষেত্রে সামাজিক জীবনের পক্ষে অনিষ্টকর হইবে না, যদিও যুক্তিস্থলে ইহার অনুদারতা ও ভেদবুদ্ধি প্রবলতা সুস্পষ্ট।

৭। জাতিভেদ যে একেবারেই নিন্দনীয় ছিল একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। মহামতি কোমত (comte) বর্ণধর্ম্মের পক্ষে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, ভগিনী নিবেদিতা আমাদিগকে ভালরূপ চিনিয়া দিলেন, তিনিও ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই! মোগল রাজত্বের শেষ এবং ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত হিন্দুর জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে ইহা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু কোমতই বলিয়াছেন যে যতদিন স্বদেশ প্রেম নামক একটি শক্তি জাগ্রত না হয় কেবল ততদিন পর্য্যন্তই এবিষয়ে জাতি ভেদের সার্থকতা আছে। ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মন জাতিভেদ মানে না, এমন কি সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় দারপরিগ্রহ করে এবং বিদেশীকে (naturalisation) এর আইন দ্বারা স্বদেশী করিয়া লয়, তথাপি তাহার জাতীয় বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার জাতীয় একত্ব বোধ অণুমাত্রও কমে না,—তাহার কারণ স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম (nationalism) আমাদের দেশে ও এখন স্বদেশহিতৈষণা দেখা দিয়াছে সুতরাং হিন্দুজাতির অস্তিত্বরক্ষার পক্ষে জাতিভেদের আবশ্যকতা দিন দিনই কমিতেছে।

৮। জাতিভেদ-বর্জ্জিত হিন্দুত্ব কি? জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার উত্তর এই, ধর্ম্মসম্বন্ধে হিন্দু সম্পূর্ণ স্বাধীন, নাস্তিকতা, একেশ্বরবাদ, বহুদেববাদ, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মমতই হিন্দুজাতির মধ্যে প্রচলিত। পৃথিবীর অন্যকোন জাতিরই এই বিশেষত্ব নাই। খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রত্যেকেই এক একটি অবতার বিশেষকে আশ্রয় করিয়া কতকগুলি মূল ধর্ম্মসূত্র (creed) মানিয়া চলে। হিন্দু তাহা মানে না। সুতরাং জাতিভেদ থাকুক আর নাই থাকুক, হিন্দু পৃথিবীর অপর সকল ধর্ম্মাবলম্বী হইতে পৃথক থাকিবেই।

৯। সর্ব্বত্রই শ্রেণীভেদ আছে বটে, কিন্তু আমাদের দেশের ন্যায় এরূপ দুর্লজ্ঘ্য

(গ) হিন্দু-সমাজে যজ্ঞোপবীতের লোপাশঙ্কা লেখক মহোদয়ের কল্পনা বিজৃম্ভিত একটী ধারণা। আমরা বলিয়াছি যে আর্য্যচিহ্ন যজ্ঞোপবীত হিন্দু সমাজ হইতে তিরোহিত হইলে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও সেই সঙ্গে বিলুপ্তহইবে ও হিন্দুবলিয়া একটা যাবনিক জাতির সৃষ্টি হইবে।

সম্পাদক।

নহে। অন্য দেশে ধনী জ্ঞানী গুণী আভিজাত্যলাভ করিতে পারে—ধনবান্ হইতে হইলেও অনেক সময় গুণবান্ হওয়া আবশ্যক তাহাতে সমাজে এরূপ মরিচা ধরিতে পারে না, সামাজিক স্বাস্থ্য কিয়ৎপরিমাণে রক্ষিত হয়। যখন আমরা জগন্মান্য ছিলাম, তখন আমাদের দেশেও এরূপ ছিল, তখন জবালা-পুত্র সত্যকাম মহর্ষি গৌতমের নিকট অজ্ঞাত-পিতৃক বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, বলিয়া মহর্ষি তাঁহাকে ব্রাহ্মণত্বে বরিত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন,—"নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি, সমিধং সোম্যাহর, উপত্বানেষ্যে, ন সত্যদগা' অর্থাৎ অব্রাহ্মণ ব্যক্তি ইহা বলিতে পারে না, হে সোম্য! তুমি সমিদ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনীত করিব, যেহেতু তুমি সত্য ইহাতে ভ্রষ্ট হও নাই। যে শ্রেষ্ঠ সে সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালেই ব্রাহ্মণ্য লাভ করিবে ইহাই প্রকৃতির নিয়ম, তাহাকে peer কর, বা উপনীত কর, অথবা (Laural লতার) মন্দারমালা পরাও সকলই শোভা পাইবে, কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠতা ব্যক্তিগত না করিয়া বংশগত করিলে, কেবল যে ভেদবুদ্ধি দ্বারা জাতীয় জীবন ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে তাহা নহে, সমাজ একটী বৃহৎ অসত্য বা fiction এর সাহায্যে প্রাচীন পিতামহগণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বদেহে আরোপিত করিয়া স্বীয় অসারতার গৌরব করিবে। জাতীয় জীবনের যখন এরূপ অবস্থা হয়, যখন জাতিবিশেষে অধঃপতিত হইয়াও শ্রেষ্ঠত্বের শ্লাঘা করে, তখন তাহার প্রাধান্যের একমাত্র চিহ্ন সেই যজ্ঞসূত্রটীর কৌলিন্য যত কমিয়া যায় ততই মঙ্গল। এই হিসাবে কায়স্থজাতি তথাকথিত ব্রাহ্মণজাতির এই বিশেষত্বটিতে স্বাধিকার বিস্তার পূর্ব্বক উহার মর্য্যাদার লাঘবসম্পাদন করিয়া সমাজের হিতসাধন করিতেছেন সন্দেহ নাই।

জনৈক ব্রাহ্মণ

প্রতিবাদ।

গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রতিভায় আমরা "ব্রাহ্মণ সম্মিলনী" শীর্ষক প্রস্তাবে "প্রবাসী" পত্রের উক্ত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত "বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন ও হিন্দুসমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধের অংশ বিশেষের যে সমীক্ষা করিয়াছিলাম, বর্ত্তমান "কায়স্থজাতির উপনয়ন সম্বন্ধে কয়েকটী কথা" তাহারই প্রতিবাদচ্ছলে লিখিত। "প্রবাসীর" প্রবন্ধের লেখক ছিলেন ঢাকার উকীল শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; এই "কয়েকটী কথা" লিখিয়াছেন "জনৈক ব্রাহ্মণ"। এই "জনৈক ব্রাহ্মণ" যিনিই হউন,—তাঁহার মতের সহিত শ্রীযুক্ত পরেশ বাবুর মতের বেশ ঐক্য আছে। এই ঐক্য হইতেই আমরা অনুমান করিতে পারি যে এই প্রস্তাবটি পরেশ বাবুর অনুমোদন ক্রমেই প্রেরিত হইয়াছে;—অন্ততঃ সেইরূপ অনুমান আমাদের হইতেছে। আমাদের অনুমান সমূলক হউক আর নাই হউক, তাহাতে প্রস্তুত বিষয়ের কিছু যায় আসে না। প্রতিভার পূজ্যপাদ সম্পাদক মহাশয়, অমাদিগকে এই প্রস্তাবটির সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিবার সুবিধা

দেওয়ায় আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

এই লেখক মহাশয় কোঁত্ (comte) প্রণীত সমাজতত্ত্ব যেরূপ মনোযোগের সহিত অনুশীলন করিয়াছেন,—আমাদের প্রাচীন আর্য্যসমাজতত্ত্ব তদ্রূপ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া বোধহয় না। ইংরাজি ভাষায় তাঁহার যেরূপ পারদর্শিতা আছে,—সংস্কৃত বাণীতে তদ্রূপ অধিকার আছে কিনা, তাহাও বর্ত্তমান প্রস্তাব হইতে বোধগম্য হয় না। সাধারণ তথাকথিত শিক্ষিত ব্রাহ্মণসন্তানগণের মধ্যে উপবীতটি ব্রাহ্মণ জাতির অনন্যসাধারণ সম্পত্তি বলিয়া যেরূপ বিশ্বাস থাকা দেখা যায়,—বর্ত্তমান লেখকেরও তদ্রূপ বিশ্বাস আছে দেখা যাইতেছে; অথচ তিনি তাঁহার মতের অনুকূলে কোন শাস্ত্র প্রমাণ দেন নাই। জানিনা শাস্ত্র প্রমাণ তিনি গ্রাহ্য করেন কিনা। যাহা হউক,—আমরা ক্রমশঃ তাঁহার কথা কয়েকটি পরীক্ষা করিয়া আমাদের নিরপেক্ষ মত প্রকাশ করিব। আমাদের আশা আছে, তিনিও নিরপক্ষে সমালোচনা এবং মতপ্রকাশ আদর করিয়া গ্রহণ করিবেন।

১। শাস্ত্রের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে অধিকাংশ লোক কেন যে চিরন্তন প্রথা ও স্মৃতি সংহিতার দোহাই দিয়া কায়স্থজাতির উপবীত গ্রহণের বিরুদ্ধবাদী হইবে,—লেখক তাহার কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি "চিরন্তন প্রথা ও স্মৃতিসংহিতা" এই দুই বিষয়ের দোহাই—বিরুদ্ধবাদের কারণ সূত্ররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সূত্রের ভাষ্য সম্ভবতঃ এই যে, হিন্দুর স্মৃতিসংহিতা ও চিরন্তন প্রথা কায়স্থজাতির উপবীত গ্রহণের প্রতিকূল। সমগ্র ভারতে গত সেন্সাশ্ গণনার অনুসারে প্রায় এক কোটি কায়স্থের বাস; ইহার মধ্যে ৯।১০ লক্ষ কায়স্থের বাস বঙ্গদেশে। বঙ্গদেশ ভিন্ন আর সর্ব্বত্রই "চিরন্তন প্রথা" কায়স্থের উপবীতের সমর্থন করিতেছে। বঙ্গদেশের কায়স্থগণ, ভারতের অন্যস্থানের কায়স্থগণের ঘনিষ্ট আত্মীয়। সুতরাং চিরন্তন প্রথা কেন যে কায়স্থের উপবীতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা। আর মনু হইতে আরম্ভ করিয়া বশিষ্ঠ পর্য্যন্ত বিংশতি এবং লঘুঅত্রি, লঘু পরাশর, বৃদ্ধমনু, বৃহদ্‌যম, নারদ, প্রভৃতির নামে প্রচলিত ছোট বড় যতগুলি স্মৃতিসংহিতা আমাদের চক্ষুর্গোচর হইয়াছে, তাহার কোনখানিই কায়স্থের উপবীতের বিরুদ্ধবাদী নহে। লেখক মহাশয় যেপর্য্যন্ত স্মৃতিসংহিতা হইতে প্রমাণ না দেখাইতেছেন,—ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রদত্ত সূত্রের উপর নির্ভর করিতে আমরা অসমর্থ। তিনি আরও বলিতেছেন যে অল্পসংখ্যক লোক মাত্র তাহাদের (কায়স্থদিগের তাঁহাদের হইলে কি দোষ হইত?) (ক) উপনয়নের অভিনব নজীরগুলি প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিবে ইহাই স্বাভাবিক। কায়স্থ-

(ক) মূল প্রবন্ধ লেখক, জনৈক ব্রাহ্মণ আমাদের পুরাতন পরমাত্মীয় বন্ধু। তিনি এক জন রাজধর্ম্মাধিকরণ, তাঁহার ন্যায় উদারচেতা ব্রাহ্মণ আমরা কম দেখিয়াছি। তাঁহার নিকট কায়স্থ কেন, সকল জাতিই সম্ভ্রম পাইয়া থাকে। চন্দ্রবিন্দুর পতন ইচ্ছাক্রমে নহে। লেখনীমুখে হঠাৎ (a slip of tne pen) হইয়াছে। সম্পাদক।

দিগের উপনয়নের "অভিনব নজীর" কোন্‌গুলি তাহাও লেখক বলেন নাই। নজীরের উল্লেখ না করিলে তাহা যে ধর্ম্মাধিকরণে গ্রাহ্য হয়না,—তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। সুতরাং আমরা এই দ্বিতীয় সূত্রের অনুগমন করিতে অপারগ। আশাকরি সুবিদ্বান লেখক মহোদয় চিরন্তন প্রথা, স্মৃতিসংহিতা এবং অভিনব নজীরগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া সাধারণকে তাঁহার উক্তিগুলি বুঝিবার সুবিধা দিবেন।

২। লেখক মহোদয় লিখিতেছেন "যুক্তির-দিক্ ইত্যাদি চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।" আমাদের আর্যধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই উপনয়নাধিকার রহিয়াছে। গৌতম, কণাদ বেদব্যাস প্রমুখ দর্শনশাস্ত্রকারগণ, কৌটিল্য, উশনা প্রমুখ অর্থশাস্ত্র ও রাজনীতিবিদ্‌গণ এবং বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য্য প্রমুখ অঙ্কশাস্ত্রবেত্তাগণ যে চিন্তাশিল ছিলেন না;—ইহা আমরা আদৌ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। তাঁহাদের মধ্যে কেহই উপনয়ন সংস্কারকে কুসংস্কার বা অনুদারতা মুলক বলেন নাই। যে সংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মী-তনু লাভ করিতে পারা যায় বলিয়া জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীমনুমহারাজ বলিয়াছেন সেই উপনয়ন সুসংস্কার মূলক হইতে পারে, কিন্তু কুসংস্কার মূলক হইতে পারে না। যে ঋষিগণ গুণকর্ম্ম বিবেচনা করিয়া "শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি" লিখিয়া ও সেই লিখিত মতের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহারা খুব উদার ছিলেন, সন্দেহ নাই,—অথচ তাঁহারাই আর্য্য ত্রিবর্ণের পক্ষে উপনয়ন অত্যাবশ্যক সংস্কার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং ইহাতে অনুদারতা থাকার ত সম্ভাবনা নাই। তবে ভেদজ্ঞান বুদ্ধির কথা;—অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানলাভ ভিন্ন "অহং ত্বং" অথবা "মম তব" ভেদজ্ঞান কিছুতেই দূর হয় না,—ইহাই আর্যশাস্ত্রের মত। উপনয়ন সংস্কার এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। এইরূপ যখন আমাদের বুদ্ধির অবস্থা—তখন, লেখকের কথিত "চিন্তাশীল" ব্যক্তি বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার অধিকার আমাদের নাই, স্বীকার করিতেছি।

৩। তিনি বলিতেছেন "জাতীয় উন্নতি ইত্যাদি।" "জাতীয় উন্নতি"—কাহাকে বলে তাহা আমরা বুঝিতে পারি,এরূপ কোন ব্যাখ্যা লেখক দেন নাই,—সুতরাং তাহার জন্য ব্রহ্মচর্য্য—অর্থাৎ সংযমে দীক্ষা অত্যাবশ্যক কিনা ইহা স্বীকার কেমন করিয়া করিতে পারি?—আর "ব্রহ্মচর্য্য" শব্দের অর্থ "সংযমে-দীক্ষা"—এরূপ অর্থই বা কোন্ শাস্ত্রের তাহাও লেখক বলেন নাই। "ব্রহ্ম" অর্থে বেদ এবং "ব্রহ্মচর্য্য" অর্থে সাঙ্গোপাঙ্গ সরহস্য বেদানুশীলন—এইত আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি। "উপনয়ন" শব্দের ও অর্থ এই যে ব্রহ্মচর্য্য বা বেদশিক্ষার নিমিত্ত ছাত্রকে গুরুগৃহে লইয়া যাওয়া। গুরুগৃহে বাসের সময় কতকগুলি নিয়ম পালন করার ব্যবস্থা স্মৃতিশাস্ত্রে আছে। "সংযমে—দীক্ষা" ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ বলিয়া আমরা যখন স্বীকার করিতে পারিনা,—এবং "জাতীয় উন্নতি" পদার্থটি কি তাহাও যখন লেখক খুলিয়া বলেন নাই,—তখন একের সহিত অপরের সম্বন্ধ-বিচারও আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তবে প্রাচীন "ব্রহ্মচর্য্য" শব্দে যাহা বুঝাইত;—তাহা

করিতে গেলে প্রাচীন "উপনয়ন" প্রথা আবশ্যক—এই কথা সমস্ত মুনিঋষি এক-বাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। এখন যাঁহার যেমন রুচি, তিনি তদ্রূপই বলিতে পারেন।

৪। সম্ভ্রান্ত কায়স্থগণের অনেকে যাঁহারা নিম্নশ্রেণীর কায়স্থগণের উপবীত গ্রহণের বিরোধী,—তাঁহারা অন্যায় করিতে-ছেন। তজ্জন্য উপবীতের অপরাধ কি? অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান অধুনা রাজসেবা করিতে-ছেন।—রাজসেবা শাস্ত্রে "শ্ববৃত্তি" নামে কথিত এবং স্মৃতির স্পষ্ট আদেশ আছে ব্রাহ্মণ "শ্ববৃত্যা ন কদাচন" উহাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে পতিত ও অপাংক্তেয় হইবেন। রাজসেবী ব্রাহ্মণ দিগের অবিবেচনার জন্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ত অপরাধী হইতে পারেন না। তবে কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ যাঁহারা শূদ্রের উপনয়-নের বিরোধী তাঁহাদিগকে আমরা কখনই নিন্দা করিতে পারিনা। যেহেতু উপনয়ন আর্য্য তিন বর্ণের চিহ্ন,—চতুর্থবর্ণ শূদ্রের নহে, শূদ্র একজাতি। যাঁহারা শূদ্রের উপনয়নের বিরোধী, তাঁহারা সংস্কারের নহে,—শ্রুতি স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের আজ্ঞাবহ দাস। যুক্তি এস-ম্বন্ধে অচল।(খ) "সংস্কার" শব্দটির অর্থও লেখক দেন নাই, আর্য দর্শনশাস্ত্রে "সংস্কার" শব্দ যে যে অর্থে প্রযুক্ত. হইয়াছে, বর্ত্তমান স্থানে সেরূপ অর্থে উহা প্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। নূতন অর্থে পুরাতন কোন ও শব্দ ব্যবহার করিতে গেলে তাহার ব্যখ্যা না দিলে চলিবে কেন?

৫। "বেদ অভ্রান্ত" ইহা হিন্দু মাত্রেই মানেন। সুতরাং যাঁহারা অভ্রান্ত শাস্ত্রবাদী এবং কোনও কালে সমাজ হইতে আর্য্য চিহ্ন উঠাইবার বিরোধী, তাঁহাদিগকে লেখক কেন যে ভেদবুদ্ধির সহায়ক ও সমাজের অমঙ্গল-কামী ইত্যাদি কুবাক্য বলিয়াছেন,—তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। নিজের মতের বিরুদ্ধ বাদী মাত্রেই কুবাক্যের যোগ্য নহেন। সমাজতত্ব শাস্ত্রে (তাহা বেন্থাম্, মিল, অথবা কোঁত—যাঁহারাই হউক না) এরূপ শিক্ষা আছে বলিয়া ত মনে পড়িতেছে না। লেখক যাহাকে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করেন,—আমরা তাহাকেই দুর্ভাগ্যের বিষয় মনে করি। বেদ বিহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম লুপ্ত হউক—এরূপ প্রার্থনা অধিক সংখ্যক সুশিক্ষিত কায়স্থ করিয়া থাকেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণের মধ্যেও এরূপ ধর্ম্মবিলোপ প্রয়াসী ব্যক্তির সংখ্যা অত্যল্প ও নগণ্য সন্দেহ নাই।

এই প্যারাটিতে সমাজ তত্বের অনেক গুলি বিষয় (issue) একত্রে অতি জটিল রূপে মিশ্রিত হইয়াছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ব্রাহ্মণশাসনের অনু-কূল ভিন্ন প্রতিকূল নহে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনটি দ্বিজ এবং চতুর্থ বর্ণ শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণ লইয়াই আমাদের সনাতন হিন্দু-সমাজ গঠিত। উপনয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, বেদপাঠ, যজ্ঞকরা এবং দানকরা,—এগুলি ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ ত্রিবর্ণেরই সাধারণ ধর্ম্ম। কেবল জীবি-কার সম্বন্ধেই ব্রাহ্মণাদির মধ্যে ভেদ আছে।

(খ) অচল বা বলি কেন? যদি গুণকর্ম্মদ্বারা সমাজ বিভাগ আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তবে একজন সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র নিম্নস্তরের ব্যক্তি উপনীত হইতে পারিবে না কেন?

সম্পাদক।

ব্রাহ্মণের অধ্যাপনা (পড়ান) যাজন (যজমানের যজ্ঞ করান) ও প্রতিগ্রহ (যজমানের দান গ্রহণ) এই তিনটি। রাজ্যরক্ষণ ও প্রজাপালন (অসি ও মসী—এই উভয়ের সাহায্যে) এই দুইটি ক্ষত্রিয়ের এবং কৃষি বাণিজ্য ও গোরক্ষা বৈশ্যের জীবিকা। দ্বিজ ত্রিবর্ণের সেবাই শূদ্রের জীবিকা। গুণকর্ম্ম ও স্বভাবের উন্নতির সহিত অধমবর্ণ ও উন্নততর বর্ণে উন্নীত এবং গুণাদির অবনতির সহিত উন্নতের বর্ণ ও অধমবর্ণে অবনত হইত। বৌদ্ধ এবং মুসলমান বিপ্লবে এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিপ্লব হওয়ায় ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ এই দুই জাতি হইয়া গিয়াছিল এবং ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যবর্ণের অস্তিত্বও যেন লুপ্ত হইয়াছিল। "যুগে জঘন্যে দ্বেজাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এবচ" এই বচন বিপ্লবগ্রস্ত অসুস্থ সমাজের প্রখ্যাপক। যাঁহারা দেশে পুনশ্চ চাতুর্ব্বর্ণ্যের স্থাপনা করিয়া বেদ ভগবানের আজ্ঞা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছেন,—তাঁহারা হিন্দু মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপবীত সমাজের অতি প্রাচীন যুগ হইতেই বর্ত্তমান আছে উহা ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের লক্ষণ নহে। হিন্দু সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক বর্ণ স্বস্ব উন্নতি সাধন করিলে সমগ্র সমাজই উন্নত হইবে, এসম্বন্ধে কে সন্দেহ করিতে পারেন? অবয়বীর সহিত অবয়বের যে সম্বন্ধ, সমগ্র সমাজের সহিত প্রত্যেক বর্ণের সেই সম্বন্ধ। পাশ্চাত্য Socialim এর পীত-চশমা চক্ষুতে দিলে জগৎটাই পীতবর্ণ দেখাইবে বৈ কি। ক্ষত্রিয় বৈশ্য উপবীত লইলে তাহাতে নূতন আভিজাত্য সৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ্যের হানি করিবে না। পৈতা টি কেবল বামুনেরই—এই ভুলেই সকল গোল হইয়াছে।

৭। জাতিভেদ—ভাল কি মন্দ, তাহার বিচারের স্থল ইহা নহে। এত বড় কথার বিচার একটি প্যারায় শেষ করিয়া ফেলিতে পারিলে বাহাদুরী আছে নিশ্চয়,—কিন্তু তদ্রূপ শক্তি আমাদের নাই। আমাদের বিশ্বাস যে আমাদের ও আমাদের পুত্র পৌত্রাদির জীবন পরিমিত কাল এই জাতিভেদ টিকিবে। সুতরাং ইহার ভাল মন্দের বিচার ভার কোন ভবিষ্যৎ কোঁত কি মিলের উপর অর্পণ করিয়া আমরা অপেক্ষাকৃত আবশ্যক বিষয়ে মনোযোগ করিতে পারি। (গ)

৮। বেদের অপৌরুষেয়তা এবং অভ্রান্ততায় অটলবিশ্বাস এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে আস্থা-হিন্দুত্বের ভিত্তি। এই দুইটি ভিন্ন—হিন্দু বা আর্য্য-ধর্ম্ম টিকিতে পারে, এ কথা নূতন। "নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ"—সংস্কৃত ভাষায় বেদ-নিন্দুক কে নাস্তিক বলে। চার্ব্বাক্ বৌদ্ধ ও জৈন এই জন্য নাস্তিক এবং উহারা হিন্দু নহেন। "ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব" বলিলে তাহাকে নাস্তিক্য বলে না। বর্ণাশ্রম বর্জিত হিন্দুধর্ম্ম আমড়ার আমসত্ব। লেখক

(গ) জাতিভেদ বা বর্ণভেদ চিরন্তন ও শাশ্বৎ। আমাদের দেশে বংশগত, পাশ্চাত্য দেশে অর্থগত। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি প্রসূত এই পরিদৃশ্যমান জগৎ চারিভাগে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। নরনারী পশুপক্ষী, লতা দ্রুম, পর্ব্বত নদী ইত্যাদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি ৪ ভাগে বিভক্ত। আবার ইহাদের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব জাতিভেদ কখনও তিরোহিত হইবার নহে।

সম্পাদক।

এরূপ হিন্দু ধর্ম্মের সন্ধান কোন্ শাস্ত্রে পাইয়াছেন, জানি না।

৯। হিন্দুসমাজে আজ যে অসংখ্য শ্রেণী বিভাগ রহিয়াছে, ইহা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অথবা উপনয়ন কিংবা অপর কোন বৈদিক-সংস্কারের অপরাধের ফলে হয় নাই। পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক কালের ব্রাহ্মণ জাতির স্বার্থপরতার ফলে—এইরূপ অলংঘ্য শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মূলনীতি ভুলিয়া যাওয়ার জন্যই এইরূপ ছুঁতনীতির সৃষ্টি হইয়াছিল। বৈদিক-বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুনঃসুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের মর্য্যাদা স্থাপিত হইলেই এইরূপ অযৌক্তিক শ্রেণী বিভাগ থাকিবে না। লেখক মহাশয় বলিতেছেন "যখন আমরা জগন্মাণ্য ছিলাম, তখন আমাদের দেশেও এরূপ (ধনী জ্ঞানী গুণী আভিজাত্য লাভ করিতে পারা) ছিল, তখন জবালা পুত্র সত্যকাম মহর্ষি গৌতমের নিকট অজ্ঞাতপিতৃক বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই বলিয়া মহর্ষি তাঁহাকে ব্রহ্মত্বে বরিত (?) করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন—এই বলিয়া শ্রুতির একটি বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। আমরা এই ঔপনিষদিক ঐতিহ্য স্বীকার করি এবং উপরে তাহাই বলিয়া আসিয়াছি। লেখক মহাশয়ের উদ্ধৃত শ্রুতিটি সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ খণ্ডে বিবৃত ঐতিহ্যটিতে আছে। এই ঐতিহ্যটি এইরূপে আরম্ভ হইয়াছে;—যথা

সত্যকামো হ জাবালো মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে ব্রহ্মচর্য্যং ভবতি বিবৎস্যামি কিং গোত্রোঽহমস্মীতি ॥১॥ সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্বেদ তাত যদ্গোত্রস্ত্বমসি বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি জবালাতু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি স সত্যকাম এব জাবালো ব্রবীথা ইতি ॥২॥ সত্যকাম হারিদ্রু মত গৌতমকে ঐ কথা বলিলে ঋষি যাহা উত্তর করিয়াছিলেন, লেখক মহাশয় তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছেন, কেবল সৌম্যাহর, উপত্বা নেষ্যে" এই অংশের পরিবর্ত্তে আমাদের পুঁথিতে "সৌম্যাহরোপত্বিত্বা নেষ্যে" আছে। কেবল জাবাল সত্যকাম কেন,—গুণকর্ম্ম স্বভাবের উৎকর্ষ বশতঃ শত শত অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে বজ্রশূচী উপনিষদ দৃষ্টান্ত তুলিয়াছেন "ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যাঃ। কৌশিকঃ কুশাৎ। জাম্বুকো জম্বুকাৎ। বাল্মীকো বল্মীকাৎ। ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যায়াম্। শশপৃষ্ঠাৎ গৌতমঃ। বশিষ্ঠ উর্ব্বশ্যাম্। অগস্ত্য কলসে জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাং জাত্যা বিনাপ্যগ্রে জ্ঞান প্রতিপাদিতা ঋষয়ো বহবঃ সন্তি। তস্মান্ন জাতি ব্রাহ্মণ ইতি॥" বর্ণাশ্রমধর্ম্মসঙ্গত উপনয়ন সংস্কার সে কালে তে বহু প্রচলিত ছিল। লেখক নিজের উদ্ধৃত শ্রৌত প্রমাণেই দেখাইয়াছেন যে বর্ত্তমান কালের প্রচলিত অলংঘ্য শ্রেণী এবং উপশ্রেণী বিভাগের নিমিত্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য অথবা উপনয়নসংস্কার প্রথা দায়ী নহে। যিনি এরূপ প্রমাণ দিয়াছেন, তিনি যে কিপ্রকারে উপনয়নকে কুসংস্কার, অনুদারতা এবং ভেদনীতির সহায়ক বলিয়া খ্যাপন করিতে পারিলেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। এক্ষণে আমাদের বিনীত প্রার্থনা যে তিনি এবং তাঁহার মত সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণসন্তানগণ যাহাতে আবার সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার যথারীতি প্রতিষ্ঠিত এবং

প্রতিপালিত হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করুন। বঙ্গে কায়স্থ-ক্ষত্রিয়ের সুপ্রতিষ্ঠা হইলে ব্রাহ্মণের সম্মানের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইবে না। আর যাঁহারা সত্য সত্যই আমাদের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও বৈদিক সমাজের ধ্বংসের কামনা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই। যবন, শক, হুন, তুরস্ক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খৃষ্টান প্রমুখ মহামহারথীগণ যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রচণ্ড প্রতাপের নিকট নতশির এবং পরাস্ত তাহার নিকট সদ্যোত্থিত মুষ্টিমেয় ইংরাজী শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় আর কি করিবেন। (ঘ) কৈশব সম্প্রদায়ের বৃথা চেষ্টা দ্বারা তাঁহাদের বলপরীক্ষার প্রহসন অভিনীত হইয়া গিয়াছে। মাতঙ্গ তুরঙ্গ যে মহাসাগরের জলে মজ্জমান,—মশকের পক্ষে সে জল পরিমাণের চেষ্টা নিতান্তই হাস্যকর সন্দেহ নাই। বেদই আমাদের সমাজের আদিমগতি, বেদই আমাদের বর্ত্তমানের সেই ধর্ম্ম, বেদই আমাদের ভবিষৎকেও বাঁচাইয়া রাখিবেন। "নান্যঃ পন্থা অয়নায়"।

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

[ঘ] আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস যে উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে ভারত মহাসমুদ্রের ন্যায় উপনয়ন সংস্কার ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আমাদের ভারতে চিরস্থায়ী হইবে।

সম্পাদক।

কায়স্থসভার কর্ত্তব্য। (ক)

ইতিহাস সকল দেশেরই একরকম। কোনও জাতির উন্নতি বা অবনতির ইতিহাস যে প্রকার, অপর জাতির ও ঠিক সেইপ্রকার। যে বিশেষ অবস্থা হইতে কোন ও এক নির্দ্দিষ্ট জাতির উন্নতির সূত্রপাত হয়, সেই বিশেষ অবস্থা যে জাতির মধ্যে পরিলক্ষিত হইবে, সেই জাতিরই উন্নতি অপরিহার্য্য। বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি এবং অঙ্কুর হইতে বৃক্ষের পরিণতি, যেমন সমস্ত বীজেরই এক অখণ্ডনীয় নিয়মে সংসাধিত হয় জাতীয় উন্নতি তেমনি দেশ কাল নির্ব্বিশেষে একই নিয়মে সংঘটিত হইয়া থাকে।

এই সর্ব্ববাদী সম্মত মূল-সূত্রকে যদি

(ক) রাজসাহীর কায়স্থ-সমিতির বিগত ১২ই শ্রাবণ তারিখের অধিবেশনে পঠিত।

লেখক

আমরা অসঙ্কোচে ধরিয়া লই, তবে জগতের আত্মান্ত জাতি যে পন্থা অবলম্বন করিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, আমাদের ও সেই শরণির অনুসন্ধান করা বিধেয়। সেই পন্থাটি কি? জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া সেই পন্থা নির্ণয় করা উচিৎ।

বর্ত্তমান সময়ে যে জাতি সমূহ, সমস্ত পৃথিবীতে তাঁহাদের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিতে পারগ হইয়াছেন, যাঁহাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী বিগনে বিলম্বিত থাকিয়া বসুধাবক্ষে বাত-বিক্ষোভে বিচলিত হইতেছে, যাঁহাদের পণ্য-সম্ভার বক্ষে লইয়া অসংখ্য অর্ণবপোত। অহর্নিশা অগাধ সমুদ্রে সন্তরণ করিতেছে শৌর্য্যে, বীর্য্যে, মহিমায় ও গরিমায় জগতের সমস্ত জাতি যাঁহাদিগকে শীর্ষস্থাণীয় স্থানে স্বতঃই মস্তক অবনত করিতেছে সেই পাশ্চাত্য জাতি সমূহ কোন্ কৃচ্ছসাধ্য মন্ত্র শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া ঈদৃশ জয় লাভ করিয়াছেন? কোন্ গূঢ় রহস্য জ্ঞাত হইয়া তাঁহারা এবম্প্রকার মাননীয় হইয়াছেন, সেমন্ত্র সেরহস্য আপনারা সকলেই জানেন; সুতরাং বলিতে বাধা নাই। উহা একতা বা সমষ্টিশক্তি আমি বলিতে চাই—(cooper at in)

কায়স্থ জাতির উন্নতি বিধান কল্পে যদি কায়স্থ-সভার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে, এই বিরাট জাতির সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি ও সমুন্নতিই যদি এই সভার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া থাকে তবে, যাহাতে কায়স্থ ভ্রাতৃগণ সহোদরের ন্যায় পরস্পরের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইতে পারেন, এই সভার সেই চেষ্টা করিতে হইবে। সম্পদে বিপদে জয়ে পরাজয়ে, উন্নতি অবনতিতে, হর্ষে, বিবাদে উৎসবে ব্যসনে, জীবনে মরণে যাহাতে সকল কায়স্থ এক জননীর সন্তান রূপে চিরদিন সমবেত থাকিয়া একতার বলে বলীয়ান্ হইতে পারে সেই চেষ্টাই সকলের অগ্রে করিতে হইবে, ফলতঃ যখনই আমি এই মহাজাতির একতা হীনতা ও সমবেদনা শূন্যতার কথা মনে করি তখনই তখনি যুগপৎ বিস্মিত ওক্ষুব্ধ না হইয়া থাকিতে পারি না। কিংে এক মহতী শক্তি এই জাতির ভিতরে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে আর, সেই শক্তির সন্ধান না পাইয়া নাভিবিবরে প্রস্ফুটিত কস্তুরীর সৌরভে আকৃষ্ট কৃষ্টসারের ন্যায় এই জাতি যে বৃথা ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া যে কিরূপে সেই শক্তির অপব্যবহার করিতেছে তাহা চিন্তা করিলে ক্লিষ্ঠ না হইয়া থাকা যায় না। যখন মনে করি বিশ্বামিত্র এই কুল পবিত্র করিয়াছেন, জনক রাজর্ষি এই বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, ভীমার্জ্জুনাদির ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন, প্রাতস্মরণীয় ও পুণ্যশ্লোক বীর ও মনীষিগণ এই অন্বয় বিমণ্ডিত করিয়াছেন তখন যে কি প্রকার গৌরব বোধ হয়, তাহা আমার বর্ণনা অপেক্ষা অনুমানেই আপনারা বেশী বুঝিতেছেন।

এই সকল মহাপুরুষের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই নীচতা আমাদের কোথা হইতে আসিল তাহা ভাবিয়া পাই না। (খ) স্বজাতি বৎসলতা অপেক্ষা স্বজাতি, দ্বেষের জন্যই কায়স্থ জাতি প্রসিদ্ধ, একই জল বায়ুর অধীন থাকিয়া এবং পাশা পাশি বাস করিয়া হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য জাতি তিলি জাতি

(খ) শিক্ষা ও দীক্ষার অভাব ও ম্লেচ্ছাচার গ্রহণ।
সম্পাদক।

গোপ জাতি সাহা ও নমঃ শূদ্র যে রূপ স্বজাতি-বাৎসল্য প্রদর্শনে সক্ষম হইতেছেন, সর্ব্বপ্রকার মনীষা-সম্পন্ন হইয়াও কায়স্থ জাতি কেন তাহা পারিতেছেন না ইহা ভাবিবার বিষয় বটে।

কায়স্থ সভার কর্ত্তব্য যাহাতে পরস্পরের মধ্যে স্বজাতি বাৎসল্যের বন্ধন দৃঢ় হয়। আপনারা সকলেই জানেন যে কি রাজ কার্য্যে, ব্যবসায় বাণিজ্যে, হিসাব পত্র লিখন কার্য্যে এমন কি সর্ব্বপ্রকার, লিপি কার্য্যে কায়স্থ জাতি অদ্বিতীয় ছিল। সে দিনও জমিদারের কাছারীতে মহাজনের গদিতে কায়স্থ কর্ম্মচারিগণ লেখক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। অধুনা মাড়ওয়ারী মহাজন মাড়ওয়ারী কর্ম্মচারী ও তিলি মহাজন তিলি গোমস্তা রাখেন, সাহা মহাজন লিপিকুশল সাহাজাতিরই পৃষ্ঠ-পোষণ করিয়া থাকেন। আমাদের সময়ে এই সকল কার্য্য হইতে কায়স্থগণ বিতাড়িত হইতেছেন, এবং তজ্জন্য স্বল্প-বিদ্য, মধ্য-বিত্ত কায়স্থ ভদ্র মহোদয় গণের উপযুক্ত জীবিকা অভাবে যে কি কষ্ট হইতেছে, তাহা কাহার ও অবিদিত নহে। উত্তরোত্তর বিবর্দ্ধমান এই জীবিকার্জ্জন ক্লেশ নিবারণ কল্পে কোন্ কায়স্থ জমিদার বা কোন্ কায়স্থ মহাজন চেষ্টা করিয়া ছেন? কোন্ কায়স্থ জমিদারের সেরেস্তায় বা কোন্ কায়স্থ মহাজনের গদিতে এই নিয়ম আছে যে উপযুক্ত কায়স্থ কর্ম্মচারী পাইলে আর অন্য কর্ম্মচারী রাখিবেন না। (গ)

(গ) আমি যতদূর জানি স্বজাতিবৎসল দিনাজপুরের মহারাজার জমিদারিতে এই প্রকার নিয়ম আছে এবং তাহা অনেক সময়ে পালিত হইতেছে।

সম্পাদক।

সুশিক্ষিত, যোগ্য, স্বচ্চরিত্র, পরিশ্রমী, কর্ম্মঠ কায়স্থ ভদ্র সন্তানের অভাব নাই, এরূপ অবস্থায় উক্তরূপ নিয়মে কাহারও কর্ম্মচারী অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, তবে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে না কেন? উত্তর কি এই নয়—যে আমাদের সহানুভূতির অভাব, আমরা মুখে যাহা বলি কাজে তাহা করি না, বা তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। নতুবা অন্য জাতি যে ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতেছে, আমরা সেই সনাতন ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতেছি কেন?

যখন শুনিলাম যে একটী কায়স্থ সভা কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং পল্লী গ্রামে তাহার শাখা সমিতি সকল সংগঠিত হইতেছে, তখন বড়ই আশা হইল যে এই বার কায়স্থ জাতির সর্ব্বপ্রকার দুঃখের অবসান হইবে। যুক্ত পরিবারের মধ্যে যেমন পাঁচভাই উপার্জ্জন করে, আর দুইভাই বসিয়া থাইলেও কেবল বাড়ীর কর্ত্তা ও গৃহিণী সংসার ধর্ম্ম পালন কৌশলে ও সর্ব্বত্র সমদর্শিতার ফলে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, বা বধূতে বধূতে ঈর্ষ্যা বা মনোমালিন্যের বীজ উপ্ত হইতে পারে না; তেমনি কায়স্থ সভার তত্ত্বাবধানে ও কৌশলে বিরাট কায়স্থজাতি পরশ্রী কাতরতা ও হিংসা দ্বেষকে বর্জ্জন করিয়া সম্মিলিত থাকিতে পারে। রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন যেমন এক ভগবানের চতুরাংশ অবতার, কায়স্থ চারিশ্রেণী ও তেমনি এক চিত্রগুপ্তদেবের চারি সন্তান। যদি ইঁহারা সকলে সমবেত শক্তিতে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তবে, কায়স্থ জাতির দুঃখ কোথায়? কায়স্থ সভা থাকিতে, এপর্য্যন্ত সর্ব্বত্র নিন্দিত

বরপণ গ্রহণ প্রথা যাহা শুক্রবিক্রয়ের প্রথার নামান্তর মাত্র তাহা কেন অদ্যাপি তিরোহিত হইতেছে না? এখনও কেন দরিদ্র কায়স্থ ছাত্রের শিক্ষার জন্য কায়স্থ বিদ্যালয় বা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না? এখন ও কেন নিঃস্ব সচ্চরিত্র কৃতবিদ্য যুবক জনের, কায়স্থ সভার সাহায্যে ইংলণ্ড, জাপান আমেরিকা প্রভৃতি দেশে পাশ্চাত্য বিদ্যার্জ্জনের পন্থা সুগম হইতেছে না? এখনও কেন চারি-শ্রেণী মধ্যে অবাধ আদান প্রদান চলিতেছে না? বিনাপণে যদি কুমারী কন্যার বিবাহ কায়স্থ সমাজে সর্ব্বতোভাবেই অসম্ভব হয়, তবে যাহাতে কন্যাভার গ্রস্ত নিঃস্ব কায়স্থ-সন্তান সাহায্য পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে না কেন? একে একে আর কত উল্লেখ করিব? আমাদের সামাজিক অভাবও কর্ত্তব্যের ক্রটী কোথায় তাহা কাহার ও অবিদিত নাই। আমরা এমনি পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি যে নিজে চেষ্টা করিয়াও নিজের মঙ্গল সাধন করিতে পারিতেছি না। কায়স্থ-সভার কর্ত্তব্য যাহাতে আমরা আত্মমঙ্গল সংসাধনে যত্নবান্ হইতে পারি, কায়স্থ ধনভাণ্ডারে এতদিন উপযুক্ত অর্থসংগ্রহ হয় নাই, আমাদের এখানে কেহই নিয়মিত রূপে বার্ষিক চাঁদা দেন না। আমরা এরূপ নিশ্চেষ্ট যদি কেহ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয় তাহাতে ও উদ্বুদ্ধ হই না। এ সকল মৃতের বা মুমূর্ষের লক্ষণ। আশাকরি কায়স্থ সভা এই জাতীয় অধঃপতনের সময়ে সঞ্জীবনী ঔষধ প্রয়োগ করিয়া এই আলস্য-বিষ মূর্চ্ছিত বিরাট জাতিকে পুনর্জ্জীবিত করিবেন।(ঘ)

শ্রীমুকুন্দনাথ ঘোষ বি এল।
রাজসাহী।

(ঘ) লেখক মহাশয় মনে করেন যে "বঙ্গীয় কায়স্থ সভা অথবা পল্লীগ্রামস্থ সভা সমিতি সকল সর্ব্ব-শক্তিমান্ কায়স্থ সমাজের ব্যষ্টি ও সমষ্টি চেষ্টা ব্যতীত, কায়স্থ সভা সকল নিজ নিজ শক্তিবলে মৃত-প্রায় কায়স্থ জাতিকে উদ্ধার করিবেন।" উন্নতি মূলক সকল কার্য্যেই অর্থের প্রয়োজন, বঙ্গে বহু ধনবান কায়স্থ বিদ্যমান্ থাকিতেও কালকাতার বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার হস্তে "চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে" সার্দ্ধ একসহস্র মুদ্রা ও সংগৃহীত হয় নাই ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়? আশাকরি ধনবান্ শক্তিশালী কায়স্থ মহাত্মাগণ কায়স্থ-সমাজের মঙ্গলার্থে অগ্রসর হইবেন।

সম্পাদক।

রাসলীলা।

শ্রীবৃন্দাবনের লীলার মধ্যে রাসলীলা একটি প্রধান লীলা। অনেকে এই লীলাকে আধ্যাত্মিক ভাবে বর্ণনা করেন কিন্তু আমরা তাহা করিব না। আমাদের মতে শ্রীবিন্দাবন

ধাম নিত্য, শ্রীকৃষ্ণ নিত্য, সুতরাং তাঁহার লীলাও নিত্য। তিনি লীলাময়, লীলাভিন্ন তিনি থাকিতে পারেন না। যদিও শ্রীভাগবত, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাদি স্থান গমন বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু উহা প্রকট ভাব মাত্র; অপ্রকট ভাবে তিনি শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করেন নাই; সুতরাং তাঁহার লীলার নিত্যত্বেরও হ্রাস হয় নাই। যথা—

প্রকট লীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি॥
গমনাগমনে নিত্যং করোতি বন গোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুর বিঘাতনম্॥

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ৮৩ অধ্যায়ে।

পুরাণে কথিত হইয়াছে যে প্রকটলীলার ন্যায় নিত্য লীলাতে তিনি বৃন্দাবন ভুমিতে বাস-করিয়া থাকেন। অসুর হনন ব্যতীত বন ও গোষ্ঠমধ্যে নিত্য গমনাগমন ও বয়স্যগণের সহিত গোচারণ করিয়া থাকেন।

অন্যত্র—

বৎসৈর্ব্বৎসতরীভিশ্চ সরামো বালকৈর্বৃতঃ।
বৃন্দাবনান্তরগতঃ সদাক্রীড়তি মাধবঃ॥

শ্রীগোপালচম্প্বাং পূর্ব্বচম্প্বাং ৩৩ পূরণে ধৃতস্কন্দপুরাণবচনম্।

শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণে বেষ্টিত হইয়া বলরামের সহিত, বৃন্দাবনের মধ্যে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা বৎস এবং বৎসতরীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

তজ্জন্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদ কহিয়াছেন—

সদা স্থিতি প্রয়োগশ্চাত্র বৈকুণ্ঠনাথস্য ধ্রুব গজেন্দ্রাদ্যর্থমন্যত্রগমনেন বৈকুণ্ঠ ইব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনস্য মথুরাদি গমনেন সদা বৃন্দাবন ভ্রমণমপি ন বাধ্যতে। ঐ ঐ

পূর্ব্বশ্লোকে যে "সদা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে বৈকুণ্ঠনাথ ধ্রুব এবং গজেন্দ্র প্রভৃতির জন্য মথুরা ও ক্ষীর-সাগরাদি স্থানে গমন করিলেও যেরূপ তাঁহার বৈকুণ্ঠে সদা বিহার হইয়া থাকে ও তাহাতে নিত্য বৈকুণ্ঠবিহারের ব্যাঘাত হয়না, সেইরূপ শ্রীমান্ ব্রজরাজকুমারের মথুরা দ্বারকা প্রভৃতি স্থানে গমন হইলেও নিত্য বৃন্দাবনবিহারের বাধা হইতে পারেনা।

এক্ষণ দেখাযাউক যে শ্রীকৃষ্ণ কোন্ শরীরে এ লীলা করিয়াছিলেন? তিনি কি আমাদের ন্যায় মাংসাস্থিক্ পূয় বিন্মূত্রাদিময় অমেধ্য দেহে এ লীলা করিয়াছিলেন, অথবা অন্য দেহে? শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে বসুদেব আপনার মনে তাঁহাকে ধারণ করিয়াছিলেন।

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ।
আবিবেশাংশভাগেন মনআনকদুন্দুভেঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০।২।১৬

ভক্তগণের অভয়দাতা বিশ্বের আত্মা ভগবান্ ও বসুদেবের মনে পরিপূর্ণরূপে আবির্ভূত হইলেন।

এই শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ কহেন—

"মন আবিবেশ মনস্যাবির্ব্বভূব। জীবানামিব ন ধাতু সম্বন্ধ" ইত্যর্থঃ অর্থাৎ মনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। জীবগণের ন্যায় তাঁহার ধাতু সম্বন্ধ থাকেনাই। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে দেবকী দেবী কিরূপে ধারণ করিয়াছিলেন তাহাই বলিতেছেন—

ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং
সমাহিতং শূর সুতেন দেবী।
দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং
কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০।২।১৮

যেরূপ পূর্ব্বদিক্ আনন্দকর চন্দ্রকে ধারণ করেন, তদ্রূপ দীপ্তি-শালিনী শুদ্ধসত্ত্বা দেবকী বসুদেব কর্ত্তৃক বেদ দীক্ষা দ্বারা অর্পিত অচ্যুতাংশ অর্থাৎ অচ্যুতের অংশ সদৃশ যে অংশ তাহা আপনার মনোদ্বারাই ধারণ করিলেন।

যেরূপ পূর্ব্বদিকের সহিত চন্দ্রের কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু আমরা দেখি যে পূর্ব্বদিক হইতে চন্দ্র উদয় হইতেছেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহা হইলেই শ্রীকৃষ্ণের শরীর ধাতুঘটিত নহে— উহা চিন্ময়। সাধারণের মনে ইহাই বিশ্বাস যে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিয়া পরদার সঙ্গম করিয়াছিলেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। একথা মহারাজ পরীক্ষিৎ ও শুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে—

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণোহি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥
সকথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্॥
আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈজুগুপ্সিতম্॥
কিমভিপ্রায় এতং নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত॥

শ্রীভাগবতে ১০।৩৩।২৬—২৮

হে ব্রহ্মন্! ধর্ম্মসংস্থাপন এবং অধর্ম্ম প্রশমন জন্য ভগবান্ জগদীশ্বর অংশে অবতীর্ণ হন; তিনি স্বয়ং ধর্ম্ম, মর্য্যাদার বক্তা, কর্ত্তা এবং রক্ষিতা হইয়া কি প্রকারে তদ্বিপরীত পরদারাভিমর্ষণরূপ অধর্ম্ম আচরণ করিলেন? যদুপতি আপ্তকাম ছিলেন, তবে তিনি কি অভিপ্রায়ে এই নিন্দিত কর্ম্ম করিলেন? হে সুব্রত! এবিষয়ে আমার যে মহৎ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, উহা ছেদন করুন।

কিন্তু এ সন্দেহ মহারাজ পরীক্ষিতের মনে কখনও উদয় হয়নাই, কারণ ভক্তি নবধা যথা—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃস্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা॥

শ্রীভাগবতে ৭।৫।২৩

এই এক এক ভক্তির অঙ্গে এক এক ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যথা—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্, বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে,
প্রহ্লাদঃ স্মরণে, তদঙ্ঘ্রি ভজনেলক্ষ্মীঃ, পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূর স্ত্বভিনন্দনে, কপিপতির্দাস্যেথ, সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্ম নিবেদনে বলিরভূৎ, কৃষ্ণাপ্তি রেষাং পরম্॥

পদ্যাবল্যাং।

শ্রীবিষ্ণুর গুণানুবাদ শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, তাঁহার চরণ সেবায় লক্ষ্মী, পূজায় পৃথু, প্রণামে অক্রূর, দাস্যে হনুমান, সখ্যে অর্জ্জুন এবং স্বর্ব্বস্বনিবেদনে বলি কৃষ্ণভক্ত হইয়াছিলেন; ইহাদের কেবল একাঙ্গ ভক্তি যাজনেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। সুতরাং এরূপ মহানুভব পরীক্ষিতের মনে এরূপ পাপ প্রশ্নের কখনও স্থান পাওয়া সম্ভব নহে। তবে গঙ্গাতীরে সেই সভাতে অনেক কর্ম্মী ও জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, তাঁহাদের মুখের ভাব দেখিয়া পাছে এ সংশয় তাঁহাদের মনে উদয় হয় তজ্জন্য তিনি এ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। একথা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিয়াছেন—

"অথ পরীক্ষিৎ সমীপবিষ্টানাং বিবিধ

বাসনাবতাং কর্ম্মিজ্ঞানি প্রভৃতীনাং হৃদয়ে সন্দেহং সমুত্থিতমালক্ষ্য তদুচ্ছেদার্থং পৃচ্ছতি"।

অর্থাৎ অনন্তর পরীক্ষিৎ সেই সভাতে, নিকটবর্ত্তী বিবিধ বাসনাকারী কর্ম্মী ও জ্ঞানী প্রভৃতির হৃদয়ে সন্দেহ উত্থিত হইয়াছে লক্ষ্য-করিয়া সেই সন্দেহ নিরাকরণ জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যিনি গোপী ভাবাপন্ন হইয়াছেন, ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেবল তিনিই এ লীলার আস্বাদন করিবেন। যাহা হউক মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরের পূর্ব্বে দেখাযাউক যে গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কি পরকীয়া।

ক্রমশঃ—

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

ক্ষত্রিয়াচারে দানসাগর শ্রাদ্ধ।

ফরিদপুর জিলান্তর্গত রাজবাড়ী ষ্টেশন হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধান লক্ষ্মীকোলে একটী বিরাট দান-সাগর শ্রাদ্ধ মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। বিগত ৩ সরা চৈত্র মঙ্গলবারে পরলোকগত রাজা সূর্য্যকুমার গুহ রায় দেববর্ম্মা বাহাদুরের সাম্বাৎসরিক শ্রাদ্ধ হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধের বিশেষত্ব এই যে, কয়েক জন ব্রাহ্মণ অধ্যাপক নিমন্ত্রণ পত্র গ্রহণ করিয়াও শ্রাদ্ধের দিবসে রাজভবনে উপস্থিত হন নাই।

২। অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে রাজা সূর্য্যকুমার গুহ রায় মহাশয় একজন উপবীতী কায়স্থ ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে তিনি একজন সুপ্রতিষ্ঠিত বদান্য সর্ব্বজন সম্মানিত ধনবান্ ও বিদ্বান রাজা ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সমস্ত ফরিদপুর বাসিগণ শোকার্ণবে নিমজ্জিত হইয়াছিল। শ্রাদ্ধের কতিপয় দিবস পূর্ব্বে ফরিদপুরের জন-নায়ক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় যিনি উক্ত রাজার একজন বন্ধুছিলেন, তাঁহার অনুরোধে পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত শশধর স্মৃতি-ভূষণ মহাশয় রাজ ষ্টেটের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ দস্তিদার মহাশয়ের নিকট হইতে ২৫।২৬ খানি পত্রী গ্রহণ করিয়া অধ্যাপক মহাশয় দিগের অনুমতি গ্রহণ করত, তাঁহাদিগকে উক্ত শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করেন। তৎকালে সকলেই রাজভবন লক্ষ্মীকোলে শ্রাদ্ধ দিবসে উপস্থিত হইবেন বলিয়া স্বীকার করেন।

৩। বিগত ৩ সরা চৈত্র প্রত্যুষে আমরা যখন রাজবাড়ী ষ্টেশনে উপস্থিত হই-লাম, তথায় কবিরাজপুরের শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মহেন্দ্রদীর শ্রীধর স্মৃতিতীর্থ ও উপেন্দ্র চন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, চুলারডাঙ্গীর উমাকান্ত ন্যায় রত্নের পুত্র, উজীরপুরের গঙ্গাদাস স্মৃতিরত্ন ফুলহরার বনমালী তর্কতীর্থ, গোপালপুরের মধুসূদন কাব্যতীর্থ ও আর ও কতিপয় অধ্যাপক প্রায় ১০।১২ জন উপস্থিত দেখিলাম। ইঁহারা পূর্ব্বদিনে তথায় উপস্থিত হইয়া উপনীত কায়স্থভবনে উপস্থিত হইবেন কি না তাহার জল্পনা তর্ক বিতর্কে নিযুক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বনমালী তর্কতীর্থ নৈয়ায়িক ও রাজা বাহাদুর কর্তৃক সংস্থাপিত রাজবাড়ীর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার স্মৃতিতীর্থ রাজ-ভবনে উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ তর্ক উপস্থিত করেন। তাঁহারা বলেন,শ্রাদ্ধকালে "দাস-দাসী" উচ্চারণ না করিয়া 'দেববর্ম্মা' "দেবী" ইত্যাদি পঠিত হইলে তাঁহাদের তথায় উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য নহে। আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীযুক্ত বনমালী তর্কতীর্থ মহাশয় কহিলেন যে তাঁহাদের রাজভবনে যাওয়া সম্বন্ধে আপত্তি আছে।

৪। তাঁহারা ষ্টেশনে রহিলেন, আমরা ষ্টেশন হইতে রাজভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বসন্ত কালোচিত রমণীয় সম্পদে হর্ষোৎফুল্ল বৃক্ষরাজি সমাকীর্ণ সুধাধবলিত রাজ-প্রাসাদমালা নবোদিত রবিকিরণ সম্পাতে অমরাবতীর ন্যায় ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিতেছে। তখন মোহমুদ্গরের শ্লোকটী স্বতঃই মনে পড়িল—

"মাকুরু ধন-জন-যৌবন গর্ব্বং।
হরতি নিমেষাৎ কাল সর্ব্বং॥" হায়! আমাদের পরমাত্মীয়, পরম প্রিয়তম, বদান্য স্বধর্ম্মপরায়ণ রাজা সূর্য্যকুমার ধন-জন-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া আজ কোন্ অনির্দ্দেশ্য স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানিয়াছি ভুবনেশ্বরে যৎকালে রাজা বাহাদুর তদীয় অন্তিম শয্যায় বাক্‌রুদ্ধ অবস্থায় শায়িত ছিলেন, তখন পদপ্রান্তে উপবিষ্টা পতিগত-প্রাণা সাধ্বী রাণীদ্বয়কে সঙ্কেত করিয়া উভয় হস্তে তদীয় পবিত্র যজ্ঞোপবীত উত্তোলন করিয়া দেখাইয়াছিলেন। তৎকালে রাণী মহোদয়াদ্বয় তাঁহার যজ্ঞোপবীতের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন বলিয়া উৎক্রমণ-শীল রাজার আত্মাকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন।

৫। বড়ই সুখের বিষয় রাণী মহোদয়াদ্বয় প্রতি অক্ষরে তাঁহাদের অঙ্গীকার প্রতিপালন করিয়া নারীধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কায়স্থ সমাজের নেতা শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রবর্ম্মা, উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রবর্ম্মা শাস্ত্রী ও মাখনলাল ধরবর্ম্মা আমরা এক সঙ্গেই কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া রাজভবনে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ফরিদপুর হইতে আগত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন দাস বিএ বি এল্, শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ রায়বর্ম্মা বি এ, বি এল্, ও সোমসপুর হইতে সমাগত শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষবর্ম্মা মহাশয়-গণকে দেখিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম। রাজবাটী হইতে সমাগত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা মহোদয় প্রমুখ কতিপয় কায়স্থগণকে দেখিলাম। সেই দিবস মধ্যাহ্ন কালে শ্রাদ্ধ সভায় নিম্নলিখিত অধ্যাপক গণকে দেখিয়াছিলাম—

১। কুড়গ্রামের মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র চতুস্তীর্থ মহাশয়ের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত কালীকমল বিদ্যাবিনোদ।
২। পাঁচথুপীর শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন।
৩। খোক্‌ষার শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ বাচস্পতি
৪। কলসকাটীর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ
৫। কলিকাতার শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ।
৬। বরিশাল, বাটাজোড়ের শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার স্মৃতিতীর্থ।
৭। সাগরকান্দীর শ্রীযুক্ত শশীভূষণ পদরত্ন।
৮। জগতীর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ
৯। খোক্‌ষার শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বাচস্পতি
১০। জাজপুরের শ্রীযুক্ত শুকদেব বিদ্যাভূষণ।
১১। পুরীধামস্থ শ্রীযুক্ত গোপিনাথ শাস্ত্রী।
১২। মালখানগরের শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ কাব্যতীর্থ।
১৩। কলিকাতার শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ।
১৪। কলিকাতার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ।
১৫। বাটিকামারি শ্রীযুক্ত শিবনাথ সার্ব্বভৌম
১৬। কলিকাতার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন।

৬। শ্রাদ্ধ প্রাঙ্গণে বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও অন্যান্য জাতি উপস্থিত ছিলেন। দানসাগর শ্রাদ্ধ-চত্বর রাজোচিত বহুমূল্যবান্ ষোড়শ দান সামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল। ষোড়শ পর্য্যঙ্কে সুকোমল শয্যা, আস্তারণ মশারি, উপাধান শোভা পাইতেছিল। চতুর্দ্দশ ষোড়শে কাংস্য, পিত্তল, তৈজস বস্তু সকল যথাবিধানে সজ্জিত ছিল। ২টী রজত ষোড়শে মহার্ঘ্য রৌপ্য নির্ম্মিত বস্তু সকল দর্শকের মনোনয়ন হরণ করিতেছিল। অদূরে হস্তী, অশ্ব সবৎসাগাভী নৌকা ও পাল্কী ইত্যাদি দানের জন্য প্রস্তুত ছিল। ফলতঃ রাজ্ঞী মহোদয়াদ্বয়ের বদান্যতায় ও দস্তিদার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে দানসাগর প্রাঙ্গণ একটী অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল।

৭। অন্যত্র সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে চন্দ্রাতপ তলে একাদশ ঘটিকার সময় একটী মহতী কায়স্থ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র মহোদয় একটী সুদীর্ঘ বর্ক্তৃতা-দ্বারা কায়স্থের পক্ষে যজ্ঞোপবীত ধারণের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, সমগ্র ভারতে কায়স্থ একটী মহতী জাতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, মধ্যভারত দাক্ষিণাত্যে কায়স্থ একটী দ্বিজাতি, বঙ্গীয় কায়স্থগণ তাঁহাদেরই একটী ক্ষুদ্র শাখামাত্র, আমাদের ও উপনীত হইয়া তাঁহাদের সহিত সমকক্ষতা লাভ করা উচিত। এই বিরাট ভারতীয় জাতির মহামিলন প্রত্যাসন্ন। এই মহামিলনেই আমাদের জাতীয় বল ও প্রভু শক্তির উদ্দীপনা করিবে। বিবাহ ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইলে বরপণের উচ্ছেদন সহজ-সাধ্য হইবে। মিত্র মহোদয়ের বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা মহাশয় একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন। কায়স্থ শব্দটী বিশ্লেষণ করিয়া তিনি দেখাইলেন যে, উক্ত জাতীয় উপাধি মধ্যে আমাদের ক্ষত্রিয়ত্ব নিহিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মণের বংশধর যেমন উপনয়ন অভাবে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না, তদ্রূপ উপবীতী না হইলে কায়স্থ বংশধর ও কায়স্থ নামে আখ্যাত হইতে পারেন না। উভয় বক্তাই সমবেত কায়স্থ মহোদয়গণকে আগামী বৈশাখ মাসে যথাশাস্ত্র উপনীত হইতে অনুরোধ করিলেন। তদনন্তর অপরাহ্ন এক ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

৮। এই প্রবন্ধের তৃতীয় প্যারায় আমরা যে ৭জন অধ্যাপকের নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা সকলেই দিনাজপুরাধিপের প্রদত্ত তৈলবট গ্রহণ করিয়া চিত্রগুপ্ত বংশীয় বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ও উপনয়নার্হ তাহা স্বীকার করিয়া ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই ব্যবস্থাপত্র আমিই তাঁহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, এবং অদ্যাপি উহা মহারাজের পুস্তকাগারে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে, ব্রাহ্মণ সমাজ যদি স্বাক্ষরিত মূল ব্যবস্থাপত্রটী দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাকে জানাইবেন। উক্ত অধ্যাপকগণ, কায়স্থ উপনয়নার্হ স্বীকার করিয়া এবং বর্ত্তমানে নিমন্ত্রণ পত্র গ্রহণ করিয়া, কোন্ যুক্তি বলে ও ন্যায়ানুসারে উপনীত কায়স্থের বাটীর নিকট আসিয়া তথায় গমন না করিয়া নিজ নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন, তাহা কোন ও ব্রাহ্মণ কি আমাদের বুঝাইয়া দিতে পারেন? সজ্জনকান্দা নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার স্মৃতিতীর্থ মহাশয় আশৈশব রাজা-বাহাদুরের সাহায্যে প্রতিপালিত হইয়া তাঁহারই ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যে প্রত্যাহত অধ্যাপকগণের সহিত রাজভবন হইতে অনুপস্থিত থাকিয়া কতদূর ন্যায়ানুগত কার্য্য করিয়াছেন তাহা কেহ বলিতে পারেন কি?

৯। রাজা বাহাদুর ৯ম বর্ষীয় একটী বালককে দত্তক রাখিয়া গিয়াছেন। এই সুন্দর বালকটী শ্রীমান্ শচীন্দ্রকুমার আমাদের সহিত সভাস্থলে বসিয়াছিল। শ্রাদ্ধ দিবসে সে জ্বর-পীড়ায় নিতান্ত কাতর ছিল, তথাপি তাহার কার্য্য ধীরতার সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছিল। আমরা প্রার্থনা করি শ্রীভগবান্ এই বালকটীকে চিরজীবী করিয়া এই প্রাচীন রাজবংশের স্থায়িত্ব বিধান করুন। নিম্ন লিখিত চারিজন ন্যাসী (trustee) হস্তে বিষয় ভার অর্পণ করিয়া রাজা বাহাদুর পরলোক গমন করিয়াছেন। রাণী মহোদয়াদ্বয়, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ দস্তিদার ও রাজার স্থাপিত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য শ্রাদ্ধের দিবসে অতিথি অভ্যাগত দিগের সম্বর্দ্ধনা, ভোজন ও বিদায় অতি সুন্দররূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন। ৩সরা, ৪ঠা ও ৫ই চৈত্র তিনদিবসে ব্রাহ্মণ প্রায় ৩০০ শত, কায়স্থ ৪০০০ ও অন্যান্য জাতি, স্ত্রীলোক, কাঙ্গালী ও মুসলমান প্রায় ৮।৯ হাজার লোক ভোজন করিয়াছিল। আহার্য্য সামগ্রীর প্রচুর আয়োজন করা হইয়াছিল। অধ্যাপক মহাশয়দিগের পাথেয় ও বিদায় সুবিবেচনার সহিত বিতরিত হইয়াছিল। আমাদের সকলের পাথেয় ও মুক্তহস্তে প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রকারে এই বিরাট শ্রাদ্ধটী সুশৃঙ্খলরূপে সম্পাদিত হইয়া রাজা-বাহাদুরের কর্ম্মচারিগণের যশোরাশি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইতি

সম্পাদক

মরণের প্রতীক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি—৫ম প্রস্তাব)

আমার জীবনবৃত্তান্ত, আশৈশব অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত পাঠকগনের সমক্ষে প্রকাশিত হইল। ধর্ম্মপথ হইতে আমার পদস্খলন কিছুমাত্র বর্ণিত হয় নাই। আমি নিষ্কলঙ্ক, অপাপবিদ্ধ মহাপুরুষ নহি। অন্ধকার ও জ্যোতিঃ, উভয়ই আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। স্বভাবতঃ তমসাচ্ছন্ন জগতে পাপের পূর্ণাধিকার, সকল স্থলেই পাপের সহিত আমাদের মিলন হইতেছে। পাপাসুর নিরন্তর আমাদের হৃদয়কে উত্তেজিত করিতেছে। যাহা সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় তাহার কিছু মাত্র মূল্য নাই। সর্ব্বগত বায়ু, শ্রীভগবানের কৃপায় সর্ব্বস্থানে পাওয়া যায়, তাই বায়ুর মূল্য নাই। ভবের বাজারে আমরা সকলেই ব্যবসায়ী, যাহার মূল্য নাই, পাঠকগণ তাহা আদর করিয়া গ্রহণ করিবেন কেন? পাপের চিত্রাঙ্কনে সমাজের কি উপকার হয়? আজ অর্দ্ধ শতাব্দিকাল বঙ্গভাষার উপন্যাস-ক্ষেত্রে শৃঙ্গার রসের যে পূর্ণ সমাবেশ হইতেছে, তাহাতে সমাজের কতদূর অপকার হইয়াছে তাহা আমি কীর্ত্তন করিতে অসক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের গ্রন্থমধ্যে লালসাময়, কামোদ্দীপক যে সকল পাপের চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের নরনারীগণের চরিত্রে কি কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই? যাহাহউক লালসাময় পাপের চিত্র সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিয়া, পুণ্যের সুখোজ্জ্বল আলোকে প্রতিভার পত্ররাজি সুরঞ্জিত করিতে বাসনা রহিল।

আমি যৎকালে বড়বাজারে ঘোষ পরিবারের আশ্রয়ে বাস করিতাম, হটাৎ একদিন অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময় প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার জেষ্ঠভ্রাতা নিমাইচরণ রুদ্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। আমরা দুই ভ্রাতা, একবৃন্তে যুগল প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায়, কলেজ হইতে হাত ধরাধরী করিয়া বড় বাজারের আমাদের ত্রিতল প্রকোষ্ঠে গমন করিলাম। তখন সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ, শীতকাল। আমরা ভ্রাতাদ্বয়, অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যকিরণ সম্পাতে রক্তিমাভায় সুরঞ্জিত ছাদের একটী কোণে বসিয়া গত জীবনের শোক তাপ বিদগ্ধ কাহিনী কতই বলিয়াছিলাম তাহা আমার হৃদয়ে শেলসম নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ভ্রাতাদ্বয়ের অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ কতক পরিমানে সম্বরণ করিয়া আমি ভ্রাতার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলাম—দাদা! বিধি-নির্ব্বন্ধ কি আপনি বিশ্বাস করেন না, ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিকূলে মানুষ কি ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে? লীলাময়ের ইচ্ছা শিরে ধারণ করিয়া আপনি শোকাবেগ প্রশমিত করুন। তিনি বলিলেন নিতাই-না-না কালীপ্রসন্ন, আমি বাধা দিয়া বলিলাম দাদা আমি আপনার নিকট সেই নিতাই আছি, আনাকে কালীপ্রসন্ন বলিয়া

ডাকিবেন না। তিনি বলিলেন যে পীর-পইতিতে আমি টেলিগ্রাফ্ ডিপার্টমেণ্টে ৭৫৲ টাকা বেতনে কার্য্য করিতেছি। তোমাকে দেখিবার জন্যই আমি একমাস অনুগ্রহ বিদায় লইয়া আসিয়াছি। আবার কবে দেখা হইবে কে বলিতে পারে? বাবা কি কঠিন কার্য্য করিয়া এই ক্ষুদ্র পরিবারকে বিষম শোক-সাগরে ভাসাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমি বলিলাম—বাবার দোষ কি? তিনিত আমার মঙ্গলের জন্য আমাকে অন্যের নিকট দিয়াছিলেন। তা নাহলে এই উচ্চশিক্ষা আমি কোথা হইতে পাইতাম, বিশেষ মাননীয় ইডেন সাহেবের ন্যায় একজন মুরব্বি ও পাইতাম না। আহারাদি অন্তে দুইটী ভাই গলাগলি হইয়া শুইয়া রহিলাম। প্রাতঃকালে সমুদিত রবিকিরণে ত্রিতল আলোকিত হইলে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তিনি আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন, আমি প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত যেন, কোন স্বর্গীয় আকর্ষণের সূত্রে জড়িত হইয়া, অনুগমন করিয়াছিলাম। বড়বাজারের একটী বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাতার দোকানের নিকট আমি অবনত মস্তকে তাঁহার পদধূলী শিরে ধারণ করত, কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়চেতার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলাম। যত দূর দেখা গেল তাঁহার সুন্দর সুদীর্ঘ মূর্ত্তি আমি অনিমেষ লোচনে দেখিতে লাগিলাম। তিনি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে আমি দ্রুত গমনে বাসায় আসিয়া আমার শয্যোপরি শিরোপধানে মুখ লুক্কায়িত করিয়া নিরবচ্ছিন্ন অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম। আমার বোধ হইল এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। হা! হত বিধে! ইহার এক বৎসর কাল মধ্যে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ আমার কর্ণকুহর বিদগ্ধ করিয়াছিল।

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন কালে আমার সমপাঠিগণ আমাকে "বাঙ্গাল" বলিয়া বড়ই উত্যক্ত করিত। এই সময়ে একজন সমপাঠী করুণা দাস বসু আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি বড়ই সুরসিক ও হাস্য রসের অবতারণায় ছাত্র রঞ্জনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই ক্ষণ তিনি অবসর প্রাপ্ত জজ, কলিকাতায় বাস করিতেছেন। তিনি বর্ত্তমানে ধনে মানে ও সম্পদে সৌভাগ্যবান্। আমার আরও কয়েক জন ছাত্র-জীবনের সহচর এইক্ষণ কলিকাতা নগরে সৌভাগ্য লক্ষ্মীর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ ও রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। আমি ইহাদিগকে কায়স্থ-সমাজের উন্নতি কল্পে দীক্ষিত হইতে, আমাদের বাল্যোচিত স্নেহ-মধুর-স্বরে বারংবার অনুরোধ করিতেছি। তাঁহাদের হৃদয়-নিহিত যে স্নেহ বন্ধনে বালককালে আমাকে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন, বার্দ্ধক্যে সেই স্নেহধারা সহস্র ধারায় দরিদ্র, অধঃপতিত কায়স্থ সমাজের শিরোদেশে বর্ষিত হউক। অনাথ দরিদ্র কায়স্থ বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় এই মহানগরীতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কায়স্থ দরিদ্র বিধবাগণের দুঃখমোচন কোনও কায়স্থ মহাত্মাই করিলেন না। শূদ্রাচারে পরিণত এই মহতী ক্ষত্রিয় জাতির স্বার্থত্যাগ ও বদান্যতা যেন অনন্তে বিলীন হইয়াছে। আদিশূরের সভায় ঘোষ ও বসু বংশ যে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কি তাঁহারা একবার ও মনে করেন না? কায়স্থোচিত

স্বধর্ম্ম পালন করা কি তাঁহাদের কর্ত্তব্য নহে?

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজে আমি প্রবেশ করি। বর্ষদ্বয় পরে ফুকনের হোষ্টেলে অবস্থান কালে এক মহাপুরুষের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। প্রথম দর্শনদিনেই আমি তাঁহার অদ্ভুত আকর্ষণ শক্তি অনুভব করিয়াছিলাম। তাঁহার স্বর্গীয় জ্যোতিঃ পূর্ণ চক্ষুর্দ্বয় দর্শকের হৃদয়ে একটী অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব উত্তেজিত করিয়া দিত। ইনি পরজীবনে মুমূর্ষু শ্রীগৌরাঙ্গ ধর্ম্মের সংস্থাপক এবং সুবিখ্যাত রাজনৈতিক অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ। তৎকালে তিনি এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্ম ছিলেন না। অনেকেই অবগত আছেন যে তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণ বালক কাল হইতেই ভারতের দুঃখে বিষাদিত ছিল। তৎকালে তাঁহার বয়স পঞ্চবিংশতি বর্ষের অধিক ছিল না। পূজ্যপাদ তদীয় মাতাঠাকুরাণী অমৃতময়ীর নামে স্বগ্রামে, অমৃতবাজার প্রতিষ্ঠিত করিয়া, অপূর্ব্ব মাতৃ-ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ তন্নামে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষায় একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। একটী ক্ষুদ্র হস্তচালিত মুদ্রাযন্ত্র ও কয়েকটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত অক্ষরের সাহায্যে এই ক্ষুদ্র পত্রিকা খানির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়।

আজ সেই দৈনিক ইংরাজী পত্রিকা সমগ্র সভ্য-জগতে সম্মানিত এবং ভারতীয় প্রকৃতি পুঞ্জের বল স্বরূপ হইয়াছে। তৎকালে উক্ত সাপ্তাহিক বাঙ্গালা পত্রিকার শিরোদেশে নিম্নলিখিত কবিতাটী অঙ্কিত থাকিত;—

"অধীনতা কালকূটে মরি হায় হায়,
কি করেছে আর্য্যসুতে চেনা নাহি যায়!"

অনেকেই শিশিরকুমারের স্বদেশ-বৎসলতা ও সততায় আকৃষ্ট হইল। দেখিতে দেখিতে ৫।৬ মাসের মধ্যে তাহার গ্রাহক সংখ্যা ৫।৬ শত হইল, কিন্তু এই সময়ে ঝিনাইদহ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত রাইট সাহেবের নামে কোন স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় অপরাধের বৃত্তান্ত পত্রিকার বিবিধ স্তম্ভে প্রকাশিত হইলে, উক্ত সাহেব মহোদয় অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে একটী অপবাদের নালিশ উপস্থিত করেন। যশোহরে তৎকালে প্রসিদ্ধ মন্‌রো সাহেব মাজিষ্ট্রেট এবং ওকিনালী সাহেব জয়েন্ট-মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। শেষোক্ত মহাত্মার আদালতে উক্ত মকদ্দমার বিচার হয়। প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়, শিশিরকুমার ঘোষের পক্ষ সমর্থন জন্য উপস্থিত হন্। তৎকালে তিনি একজন নগণ্য অপরিচিত ব্যারিষ্টার ছিলেন। এই মকদ্দমায় তাঁহার যশোরাশি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল্। যশোহর কালেক্টারীর সেরেস্তাদার রাজকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় ও উক্ত মকদ্দমায় একজন প্রতিবাদী ছিলেন। প্রায় ৭।৮ মাস পরে নির্দ্দোষী শিশির কুমার সম্মানের সহিত মুক্তিলাভ করেন। প্রতিবাদী রাজকৃষ্ণ মিত্র দণ্ডিত হন।

আমার সহিত যখন এই মহাপুরুষের প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন তাঁহার বয়স পঞ্চ বিংশতির উর্দ্ধ ছিল না। তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আমার নিজের ধারণা তিনি শ্রীভগবান্ প্রেরিত একজন মহাপুরুষ। প্রায় সপ্ততি বর্ষকাল ভারতে

অবস্থান করিয়া সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টের দমন ও ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া স্বকীয় ভবন শ্রীবৈকুণ্ঠধামে প্রস্থান করিয়াছেন। এই সমস্তই অবতারের লক্ষণ, আমি ও তাঁহাকে একজন অবতার বলিয়া প্রতিনিয়ত তদীয় শ্রীচরণে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকি। এই মহাপুরুষই আমার ন্যায় একজন ধর্ম্ম-সংমূঢ়-চেতা, পাপ-পঙ্কে-নিমজ্জিত দীন-হীনকে ভাই বলিয়া কোলদিয়া ছিলেন। আমি তাঁহাকে "সেজ দাদা" বলিয়া ডাকিতাম। কত দিন উক্ত হোষ্টেলের নির্ম্মল-কৌমুদী-প্লাবিত উন্মুক্ত ছাদে, আমরা ১০।১৫ জন ছাত্র তাঁহার সহিত ব্রহ্ম-সঙ্গীত গান করিয়াছি, তৎকালে তাঁহার মধুর স্বরের পূর্ণ মূর্চ্ছনা আকাশ-ভেদ করিয়া চারিকে পরিব্যাপ্ত হইত। আবার কত দিন নিস্তব্ধ রাত্রিতে আমরা তাঁহার হাত ধরাধরি করিয়া ব্রহ্ম-সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিয়াছি। এই রূপে প্রধানতঃ তাঁহারই প্রেরণায় আমার মন এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনায় নিরত হয়। এই সময় আমার হৃদয়ে একটী অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল। সাকার উপাসনা নিরর্থক এবং নিরাকার উপাসনাই সত্যে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য পর-জীবনে আমার এই ধারণার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। এই সময়ের সুখস্মৃতি আমার সমস্ত জীবন মধুময় করিয়াছে। এই মহাপুরুষের একটী চিত্র আমরা এই সংখ্যায় প্রকাশিত করিলাম। উহা তাঁহার মহা প্রস্থানের কিছু দিন পূর্ব্বে গৃহীত হইয়াছিল। [ক্রমশঃ]

সম্পাদক।

বর-পণপ্রথার বিষময় ফল।

(বামা-রচনা। ১।)

আজ কাল বরপণ-প্রথা নিবারণের জন্য বহু আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু তাহা নিবারিত না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে। সকল ছেলেই অর্থ-পিপাসু, অভিভাবক পিতা মাতা ও ছেলেকে বিবাহ দিয়া বেশ দু'পয়সা ঘরে আনাই, যেন একটী ব্যবসার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

যে ছেলে দুই চারিটা পাস করিতে পারেন, বিবাহকালে তাঁহার অভিভাবকেরা "কন্যাদায়গ্রস্ত" পিতার প্রতি যেরূপ নির্ম্মম ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই পৈশাচিক ব্যাপারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া আমাদের স্বর্ণপ্রতিমা স্নেহলতা যে অমানুষিক, মর্ম্মভেদী, ভীষণ আদর্শ জগতে রাখিয়া গিয়াছেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। এমন স্বার্থপর, পাষণ্ড নর-নারী কে আছেন, যিনি এই সরলা বালিকার নিঃস্বার্থ আত্ম-বিসর্জ্জনের মূলে যে মহত্ব আছে তাহার গৌরব রক্ষা করিতে উদাসীন?

আসুন আমার দেশবাসী ভাই ভগিণি! আজ আমরা এই মহীয়সী দেববালার পুণ্যস্মৃতি এবং অক্ষয়কীর্ত্তি যাহা তাঁহার রক্তাক্ষরে সমাজ

গাত্রে অঙ্কিত হইয়াছে, হৃদয়ে লইয়া ঘৃণিত পণপ্রথা নিবারণে একবার বদ্ধ-পরিকর হই।

বিবাহ মানব চরিত্রের অতি পবিত্র, এবং উচ্চ আদর্শ। সেই বন্ধনেরই মূলে মানব জীবন সর্ব্বাঙ্গীন গঠিত হয়। সে লক্ষ্য ধরিয়াই নর-নারী পরস্পর সংসারের তাবৎ ক্লেশ অম্লান বদনে সহিয়া থাকেন। হায়রে, আমার দেশাচার, ধন্য তোমার সমাজ। সেই বিবাহেরই কি এই পরিণাম?

শিক্ষিত কাহাকে বলে? সাধারণতঃ আজ কাল "শিক্ষিত" বলিতে যাহা বুঝায় সেরূপ যুবকের অভাব নাই সত্য। বিদ্বান্ বলিয়া খ্যাতি এবং বড়মানুষ সাজিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষাই এখনকার দিনে শিক্ষিত সমাজের মজ্জাগত উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এরূপ শিক্ষার ফল পরিণামে যে বিষময় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে এখনো মাঝে মাঝে দুই একটী নিদর্শনে আমাদের প্রাণে আশা জাগিয়া উঠে।

উপসংহারে একটী উদারচরিত্র শিক্ষিত যুবক যে মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা বিশেষ আশাপ্রদ ও উল্লেখ যোগ্য। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ বসু নিজ বিবাহ সভায় তাঁহার মহান্ চরিত্র বল দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

তাঁহার অভিভাবকেরা বরপণ স্বরূপ কন্যার পিতার অঙ্গীকৃত ৯০০ টাকা লন। বিবাহ সভায় বিবাহের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বর সর্ব্বসমক্ষে সেই টাকা প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। এই পণ-গ্রহণ তিনি অত্যন্ত ঘৃণারচক্ষে দেখিলেন। কারণ তিনি এই পবিত্র বিবাহকে ধর্ম্মসঙ্গত অনুষ্ঠান বলিয়াই হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী শিক্ষিত যুবক মাত্রেরই ইহা অনুকরণীয়। কেন না ইহাই প্রকৃত শিক্ষার উচ্চ আদর্শ, এবং সুখময় ফল। তাঁহার এই উদারতা এবং স্বার্থত্যাগে বিবাহ সভায় ধন্য ধন্য রব উঠিয়াছিল। তাই সমগ্র শিক্ষিত যুবক-মণ্ডলীতেও আজ তাহার নাম ধন্য হইয়াছে।

ইনি ঢাকাজিলার অন্তর্গত হাসাড়া গ্রাম নিবাসী খ্যাতনামা মৃত কৈলাশচন্দ্র ঘোষের পৌত্রী মনীন্দ্র বাবু উকীলের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। ইনি নিজেও কৃতবিদ্য এল, এম, এস ডাক্তার এবং মৃত দ্বারকানাথ বসু হেড্ মাষ্টারের পুত্র। ইঁহার জন্মস্থান ফরিদপুর জিলার সালদহ গ্রামে।

ইনি বর্ত্তমানে কলিকাতা শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাঁসপাতালের সার্জ্জন। *

শ্রীসুখদাসুন্দরী দেবী।

---

* লেখিকা কলিকাতার প্রসিদ্ধ স্বনামধন্য হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র নাগ এম, ডি মহোদয়ের স্ত্রী। ইনি সম্পর্কে আমার বৈবাহিকা হন, ইহার ন্যায় সুশিক্ষিতা আনন্দময়ী রমণী কায়স্থ সমাজেও বিরল। কন্যাদায়গ্রস্ত কায়স্থদিগের বিষম যন্ত্রণা দেখিয়া লেখিকার কোমলপ্রাণে আঘাত লাগিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় ইনি সত্যই বলিয়াছেন যে "স্নেহলতার আত্মবিসর্জ্জন পণপ্রথার মূলে একটী ভীষণ কুঠারাঘাত।"

সম্পাদক।

আদর্শ রমণী।

বামা-রচনা। ২।

কে তুমি বালিকা, স্বর্গের পারিজাত কুসুম-কলিকার ন্যায় সংসারে আসিয়া ফুটিতে না ফুটিতেই ঝরিয়া পড়িলে? সমাজের নির্ম্মম ব্যবহার তোমার সরল হৃদয় সহ্য করিতে না পারিয়া, সংসারের অত্যাচার হইতে কোন্ শান্তিময় রাজ্যে চলিয়া গেলে? স্নেহময় পিতার স্নেহ ক্রোড়ে ক্ষুদ্র লতাটির মত বর্দ্ধিত হইতেছিলে, সহসা আশ্রয়চ্যুত হইয়া নির্ম্মম জগতের তীব্র কশাঘাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া, জগতকে স্তম্ভিত করিয়া, অপূর্ব্ব অসামান্য হৃদয়েরবল দেখাইয়া আত্মবিসর্জ্জন করিলে,ধন্য-দেবি ধন্য-তোমার এ মহামরণ, ধন্য তোমার গভীর পিতৃস্নেহ। কেবলে রমণীর হৃদয়ে বল নাই? যে বলে সে আজ দেখুক্ ক্ষুদ্র বালিকার জগতের হিতের জন্য কেমন আত্ম-বলিদান। যদিও ভগিনি, তোমার অকাল মৃত্যুতে হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে, চোখে জল আসিতেছে, কিন্তু তবুও যখন তোমার এই মহাপ্রস্থানের কথা মনে হয়,সেই সময়েই প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব হইয়াথাকে। আজ সমগ্র রমণী জাতি ধন্য, তুমি আজ রমণী জাতিকে বহু নিম্ন হইতে, উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকে, উঠাইয়াছ। যাও ভগিনি যাও, তোমার জন্য স্বর্গে সিংহাসন সুসজ্জিত রহিয়াছে তুমি দেববালা দেববালাদের সহিত মিশিয়া শান্তি উপভোগ কর।

এক স্নেহলতা জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে সত্য, কিন্তু সমগ্র জগত আজ সহস্র স্নেহলতায় পরিপূর্ণ। জনক জননী একটি কন্যা হারাইয়াছেন বটে, কিন্তু সমস্ত মানব জাতির সম্মুখে অজর-অমর হইয়া প্রীতির পুতুলের ন্যায় মানব-চক্ষে স্নেহলতা ভাসমান্। কিন্তু হায়! প্রাণে নিদারুণ ব্যথা অনুভব হয়। যখন পাত্রদের কথা মনে হয়, তাহাদেরই নির্ম্মম ব্যবহারে, তাহাদেরই হৃদয়-হীনতায় একটি স্বর্ণ লতিকা ধুলায় বিলুণ্ঠিত। হায় হায়! এমন একটি শিক্ষিত যুবকও কি ছিল না, যিনি ক্ষণস্থায়ী অর্থের আশা না করিয়া এই রমণী-রত্নকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেন। এখন ত দিন দিন শিক্ষিত ছেলের আধিক্য দেখা যাইতেছে, কিন্তু হায়! ইহাদের মধ্যে একটীও প্রকৃত শিক্ষিত নহে।

স্নেহলতা যখন দেখিল পিতা কোন উপায়ে বিবাহ দিতে সমর্থ না হইয়া, শেষে ভদ্রাসন খানি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন এইরূপ ভয়ানক কার্য্যের অবতারণা দেখিয়া অগ্নিতে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া জগতে এক মহা কীর্ত্তি রাখিয়া গেল।

আজ স্নেহলতা অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া সমাজে যে অগ্নি জ্বালাইয়া গিয়াছে তাহাতে সমাজ পুড়িয়া দগ্ধ হইয়া যাইবে। সমস্ত অবিবাহিত যুবকগণ যদি এই বালিকার নরহিতে-আত্ম-বিসর্জ্জন দেখিয়া জাগিয়া উঠে,

তবে নিশ্চয়ই একদিন এই তমসাচ্ছন্ন জগতে উজ্জ্বলালোক ফুটিয়া উঠিবে। শ্রীভগবানের নিকট সকরুণ প্রার্থনা স্নেহলতার অগ্নিতে জীবন বিসর্জ্জনের সহিত রাক্ষসী পণপ্রথা ভস্মসাৎ হউক।

সমস্ত পিতাই ভদ্রাসন খানি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া মেয়ের বিবাহ না দিয়া, যদি কন্যাকে কুমারী রাখিয়া প্রকৃত শিক্ষা দেন তবে আমাদের বিশ্বাস, সমাজের অনেকটা উপকার হইবে। যে শিক্ষিত ছেলে খরিদ করিতে বাড়ী ঘর বিক্রয় করিয়াও টাকা দিতে হয়, এরূপ শিক্ষিতের চেয়ে অশিক্ষিত অনেক ভাল। এমন নির্ম্মমের হাতে স্নেহের-পুত্তলী কন্যা অর্পণ করিতে ভয় এবং কষ্ট হয় না কি ?

শ্রীসুহাসিনী সরকার ও নির্ম্মলাবালা ঘোষ।
পাইখন্দ।

ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনী।

কলিকাতার রসারোডের পার্শ্বে হাজরার মাঠে মেহতর পল্লীর সান্নিধ্য প্রশস্ত স্থানে (ক) বিগত ২৬সে ফাল্গুন মঙ্গলবার হইতে আরম্ভ হইয়া ৩০সে ফাল্গুন শনিবার পর্য্যন্ত এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ সভার প্রথম দিনে প্রায় এক শত ব্রাহ্মণ ও ২।৩ শত দর্শক মাত্র উপস্থিত ছিলেন। এই ক্ষুদ্র প্রাদেশিক সভাকে মহাসম্মিলনী ভাষায় ভূষিত করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত পাঠক বিবেচনা করিবেন। গত বর্ষে টাউন হলে, সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ জাতির প্রতিনিধিগণ মিলিত হইলে, উক্ত সম্মিলনকে "মহা" শব্দে অলঙ্কৃত করা হইয়াছিল। বঙ্গদেশের মাত্র শতাধিক ব্রাহ্মণ দ্বারা গঠিত একটী ক্ষুদ্র সভাকে "মহা" শব্দে বিশেষিত করা একটি বাহ্য-আড়ম্বরের অঙ্গমাত্র।

২। ব্রাহ্মণ জাতি হিন্দুসমাজের শীর্ষ স্থানীয় "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু তাঁহারা, শাস্ত্রানুসারে হিন্দু চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের ঈশ্বর নহেন! শ্রীভগবান্ গীতশাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দান মীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্মস্বভাবজম্ ॥ ৪৩। ১৮ অঃ

সমাজের সৃষ্টিকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত লোকশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় জাতিই সমাজের ঈশ্বর। হতভাগ্য বেদশূন্য বঙ্গদেশে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ

(ক) এই স্থানটী ৺কালীঘাট হইতে প্রায় অর্দ্ধ-মাইল ব্যবধান। সভাপতিমহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—"অদ্য আমরা মহাপীঠ ৺কালীঘাটে সমবেত হইয়াছি" এবং "কালীঘাট ভারত-বিখ্যাত মহাতীর্থ, ইহার পবিত্র রজঃ স্পর্শে ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলন পবিত্র হইলেন" এইসকল বর্ণনা সভাপতি মহাশয়ের মুখ হইতে কি প্রকারে নির্গত হইল জানিনা? যদি কাহারও রজঃস্পর্শে এই সম্মীলনী পবিত্র হইয়া থাকে, তবে তাহা মেহতর পল্লীর রজঃ, কারণ যে বিচিত্র চন্দ্রাতপ তলে ব্রাহ্মণ-সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল, তাহা হইতে মেহতরদিগের পল্লী প্রায় দুইশত হাতের মধ্যে অবস্থিত। লেখক।

স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে পরধর্ম্ম (ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম) গ্রহণ করত তাঁহাদের ব্রহ্মণ্য অর্থাৎ ব্রহ্মতেজ হইতে শনৈঃ শনৈঃ বিচ্যুত হইতেছেন। এই "স্বাধিকার প্রমত্ত" ব্রাহ্মণ-জাতি বঙ্গের ব্রাহ্মণেতর জাতিব্যূহকে শূদ্রত্বে পরিণত করিয়া অতি মন্দক্ষণে সমাজের প্রভুত্ব নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিল্টন যথার্থই বলিয়াছেন—To reign is worth ambition অর্থাৎ—আধিপত্যই যশঃ স্পৃহার, সার্থকতা সম্পাদন করে। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের প্রভুত্ব বঙ্গদেশে সংস্থাপিত করিতে অনেক দিবস হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু অসত্যের প্রভাব দীর্ঘকাল তিষ্ঠিতে পারে না। ক্ষত্রিয়ের আধিভৌতিক ও ব্রাহ্মণের আধ্যাত্মিক শক্তির মিশ্রণ ভিন্ন সামাজিক প্রভুত্ব অসম্ভব। মনু মহারাজ বলিয়াছেন—

না ব্রহ্মক্ষত্রমৃধ্নোতি না ক্ষত্রংব্রহ্মবর্দ্ধতে।
ব্রহ্মক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্তমিহচামুত্র বর্দ্ধতে॥ ৩২২॥
৯ম অঃ।

ক্ষত্রিয়ের সহিত এক যোগে ব্রাহ্মণগণ কার্য্য না করিলে, কেবল ব্রাহ্মণ শক্তিদ্বারা কোনও কার্য্যই হইতে পারে না। বঙ্গে কায়স্থগণই প্রকৃত ক্ষত্রিয় জাতি ইহা জানিয়াও ব্রাহ্মণগণ এই কায়স্থজাতিকে বাদ দিয়া এই সভা আহূত করেন। এই সভায় আধিভৌতিক বলের প্রাধান্য না থাকায় ইহার মীমাংসাগুলি সমাজ গ্রহণ করিবে না। যে আধ্যাত্মিক তেজের সাহায্যে ব্রাহ্মণগণ সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, আজ সে তেজও তাঁহাদের নাই। প্রাচীন ব্রহ্মতেজ আজ শশবিষাণে পরিণত। "তেহি নো দিবসাগতাঃ" প্রাচীন রামরাজ্যে ব্রাহ্মণগণ ব্যবস্থা দিতেন, ক্ষত্রিয় রাজা তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেন। মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণের বালকাণ্ডে ৭ম সর্গে লিখিত আছে।

ক্ষত্রংব্রহ্মমুখঞ্চাসীৎ বৈশ্যাঃক্ষত্র মনুব্রতা।
শূদ্রাঃ স্বধর্ম্ম নিরতাঃত্রীন্ বর্ণানুপচারিণঃ॥১০॥

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের আদেশ পালন করিতেন, বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয় সেবায় তৎপর ছিলেন এবং শূদ্রগণ দ্বিজাতির সেবায় নিরত ছিলেন। এই প্রকারে রামরাজ্যে ধর্ম্মবলের, বাহুবলের, ধনবলের ও জনবলের অপূর্ব্ব সমাবেশ ছিল। এই রামরাজ্য হিন্দুস্থানে আদর্শ স্থানীয়। বঙ্গদেশে কায়স্থ-ক্ষত্রিয়গণ, সমাজ মধ্যে সুখ, শান্তি সংস্থাপিত করিতে প্রাণপনে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু ঈর্ষা প্রণোদিত, ভবিষ্যৎ—অন্ধ, কুসংস্কারের দাস বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ জাতি কায়স্থকে দূরে রাখিয়া সমাজ-সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইতে চান, তাহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না, তাঁহারা পদে পদে বাধা বিঘ্ন দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িবেন।

ইংরাজ জাতির অভ্যুদয় কালে সুপ্রসিদ্ধ নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অগ্নিহোত্র মহা যজ্ঞানুষ্ঠান কালে কায়স্থকে ক্ষত্রিয়ের আসনে বরিত করিয়া ছিলেন। ক্ষিতীশ বংশাবলিতে লিখিত আছে—

অগ্নিহোত্র মহাযজ্ঞে কায়স্থান্ ক্ষত্রিয়াসনে।
ববার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপাধিপঃ সুধীঃ॥

নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ রাজা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তদীয় অগ্নিহোত্র যজ্ঞে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলেন, আর আজ জন কয়েক সমাজ তত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ সেই মহতী কায়স্থ জাতিকে উপেক্ষা

করিয়া সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, বঙ্গে আজ কায়স্থ ধনে, মানে, দানে, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে কোনও জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। তাঁহাদের সাহায্য ভিন্ন কোন প্রকার সাধারণের হিতকারী কার্য্যের অনুষ্ঠান অসম্ভব।

৩। নায়ক, হিতবাদী, বসুমতী, আনন্দ-বাজার, বিশ্ববার্ত্তা, সুবিখ্যাত দৈনিক অমৃত-বাজার, বেঙ্গলী প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রায় সকল সংবাদপত্রই একবাক্যে এই ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর কার্য্য কলাপকে নিন্দা করিতেছেন। এই সভার পঞ্চদিবস ব্যাপী বক্তৃতা, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও মীমাংসা পণ্ডশ্রমে পরিণত হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ যে এই তথা কথিত ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর মুখ্য উদ্দেশ্য পর-পীড়ন। আর্য্যঋষিগণ সমস্বরে বলিয়াছেন "পাপঞ্চ পরপীড়নং" সুতরাং পর পীড়া উৎপাদক রূপ মহাপাপ যে ব্রাহ্মণদিগের প্রধান উদ্দেশ্য, তাহাতে ব্রহ্মণ্য দেবের আশী-র্ব্বাদ কখন ও বর্ষিত হইতে পারে না।

"বিশ্ববার্ত্তা" হইতে প্রথম দিনের বিচার-বিভ্রাট আমরা উদ্ধৃত করিলাম। বিশ্ববার্ত্তার সংবাদ দাতা স্বয়ং সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিতেছেন—

"সভাতে একশত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও শতা-ধিক দর্শক মাত্র উপস্থিত ছিলেন। বিলাত প্রত্যাগতের সমাজে ব্যবহার্য্যতা সম্বন্ধে বিক্রম-পুরের প্রধান স্মার্ত্ত শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং তদীয় সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী তর্কতীর্থের সহিত নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের প্রথম বিচার আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ, মাননীয় কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহা-শয়ের বিচারে পরাস্ত হইবার উপক্রম হইলে, স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের দলভুক্ত পণ্ডিতগণ, অভিমন্যু বধে (সপ্তরথীর আক্রমণবৎ) বিদ্যারত্ন মহাশয়কে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিতে প্রয়াস পাইলেন। ইত্যবসারে সন্তোষের দ্বারস্থ সভাপণ্ডিত মহাশয় এক খানা মুদ্রিত মিতাক্ষরা হইতে একটী শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বিলাত-প্রত্যাগতের অব্যবহার্য্যতা প্রতিপাদন করা মাত্র, সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়, বিদ্যারত্ন মহাশয়কে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবার অবসর না দিয়াই অত্যন্ত অবৈধরূপে বিচার-ফল ঘোষণা করিলেন—"যজন, যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপনা দান, প্রতিগ্রহ, বিলাত-প্রত্যাগতের সহিত চলিবে না, অর্থাৎ বিলাত-প্রত্যাগত প্রায়-শ্চিত্তান্তেও সমাজে অব্যবহার্য্য থাকিবে।"

এই প্রকার অন্যায় ভাবে সভাপতি মহা-শয় সভার মীমাংসা প্রকাশ করিলে, শ্রীযুক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং তাঁহার দলস্থ পণ্ডিতগণ প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। তখন সভাপতি মহাশয় বলিলেন আগামী কল্য পুনরায় বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বক্তব্য শুনা যাইবে। এই প্রকারে মহা-সম্মিলনীর রঙ্গমঞ্চে প্রথম দিনের বিচারাভিনয় সমাপ্ত হইল।

৪। ২৭ শে ফাল্গুন বুধবার দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন।

"অদ্য মধ্যাহ্ন সময়ে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় তখন ও উপস্থিত হন নাই ও সভার কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। এই অবসরে মনে বড় ঔৎসুক্য হইল যে এত বড় একটা সভায় কে

কে উপস্থিত আছেন একবার দেখিয়া লই। সভার এদিক্ ওদিক্ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম মাত্র ২।৩টী বারেন্দ্র শ্রেণীর রাজা ও জমিদার এবং কতকগুলি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যতীত রাঢ়ীশ্রেণীর বিশেষ নামোল্লেখ যোগ্য সামাজিক ব্রাহ্মণ কেহই উপস্থিত নাই। রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দিগের সংখ্যাও অতিঅল্প ছিল। কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে এত বড় ব্রাহ্মণ সভায় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির ন্যায় গণ্য-মান্য-বিদ্বান কলিকাতাবাসী একটী ব্রাহ্মণও উপস্থিত দেখিলাম না।

৫। প্রথম দিনের অপেক্ষা অদ্য সভায় শতাধিক বেশী লোক উপস্থিত ছিল। অদ্যকার বিচার্য্য বিষয়, সেই চর্ব্বিত-চর্ব্বণ বিলাত-প্রত্যাগতের হিন্দু-সমাজে ব্যবহার্য্যতা। উক্ত বিষয় সমালোচনার জন্য শ্রীযুক্ত কাশী চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া অনর্গল বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বপ্রথমে বলিলেন—"আমি তথা কথিত মধ্যস্থ পণ্ডিত দিগকে মধ্যস্থ রূপে স্বীকার করিতেছি না। আপনারা আমাকে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন, আমি ও এই আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছি, আপনারা উক্ত ব্যাখ্যা শ্রবণ করুন। কাহাকে ও মধ্যস্থ স্বীকারে আমি ব্যাখ্যা করিতেছি না" এই প্রকার ভূমিকা করিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় অনুতাপ দ্বারা পাপ বিনাশ হয় কি না তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। (খ) তিনি প্রমাণ করিলেন যে অনুতাপের দ্বারা পাপ বিনাশ হয়। পাপ মনের দেহের নহে, অনুতপ্ত পাপী প্রায়শ্চিত্তান্তে অবশ্য সমাজে ব্যবহার্য্য হইবেক। (গ) বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিগণও এই প্রকারে সমাজে ব্যবহার্য্য হইবেন। শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলে, পূর্ব্বদিনের ন্যায় সপ্তরথী আসিয়া একটা গোলমাল করিতে লাগিল। এই সময় সভাপতি মহাশয় তাঁহার মীমাংসা প্রকাশ করিলেন।—

"অনুতপ্ত বিলাত প্রত্যাগত প্রায়শ্চিত্তান্তে সমাজে ব্যবহার্য্য, শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন

(খ) কৃতেপাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংস প্রজায়তে।
প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈকং হরি সং স্মরণং পরম্॥
বিষ্ণুপুরাণ।

অর্থাৎ পাপ করিয়া যে পুরুষের অনুতাপ হয় তাহার পক্ষে হরিস্মরণই শ্রেষ্ঠপ্রায়শ্চিত্ত। শূলপাণি কৃত প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে লিখিত আছে—

প্রায়োনামতপঃ প্রোক্তংচিত্তং নিশ্চয়উচ্যতে।
তপোনিশ্চয়সংযোগাৎ প্রায়শ্চিত্তমিতিস্থিতিঃ॥

প্রায় অর্থে তপঃ, চিত্তশব্দে নিশ্চয়, নিশ্চয় প্রকারে তপানুষ্ঠানের নাম "প্রায়শ্চিত্ত"। অনুতপ্ত হৃদয়ে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিলে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হয়।

সম্পাদক।

(গ) প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসিত হইলে ব্যবস্থাপক প্রথমে স্থির করিবেন যে পাপটী কোন্‌শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ মহাপাতক উপপাতক কি অনুপাতক। যে সকল মহাত্মা জ্ঞানান্বেষণের জন্য জাপান, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে গমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ম্লেচ্ছান্ন গ্রহণ ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার পাপ করেন না শূলপাণি মতে ম্লেচ্ছান্ন গ্রহণ একটী- উপপাতক। ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরি স্মরণ ও গঙ্গাস্নানে ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপ বিনষ্ট হয়। আর এই উপপাতক গঙ্গাস্নানে বিনষ্ট হইবে না যে বলে সে অহিন্দু ও গণ্ডমূর্খ।

সম্পাদক।

মহাশয় শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ প্রথা সমাজে প্রচলিত হইলে প্রত্যেকেই বিলাত যাইতে প্রয়াসী হইবে, তদ্দারা সমাজের উশৃঙ্খলতা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইবে; অতএব উপস্থিত পণ্ডিত মণ্ডলীর অধিকাংশের সহিত একমত হইয়া, আমি প্রকাশ করিতেছি যে—বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে সমাজে অব্যবহার্য্য।"(ঘ)

৬। এই প্রকারে বিচার শেষ হইলে মুন্সীগঞ্জ সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীযুক্ত শশী-শেখরেশ্বর রায় এক নাতি দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া বলিলেন যে, যে সকল পণ্ডিত বিলাত প্রত্যাগতের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করায় বিশেষ ভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছেন, এপ্রকার ৫ জন পণ্ডিতকে তিনি ২৫ বিঘা করিয়া ব্রহ্মোত্তর দিবেন। এই কথা সভাতে প্রচার হইবামাত্র উপস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ "নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ ময়ূরাশ্চ মেঘদর্শনের" ন্যায় নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইহার পরে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের সমালোচনা করিতে-ছেন এমন সময়ে আলীপুর হাই কোর্টের খ্যাত-নামা উকীল বামনদাস বাবু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন যে, বিলাত-প্রত্যাগত সমাজে অব্যবহার্য্য হইলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বামণদাস বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই সভা হইতে উঠাইয়া দেওয়া হউক; কারণ তিনি বিলাত প্রত্যাগতের দ্বারস্থ পণ্ডিত। এই কথা বলিবামাত্র সভাস্থ সকলেই হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিলেন, "আমাদের সভাপতি মহাশয় এখানে উপস্থিত নাই, তাঁহার বিনানুমতিতে কেহ কোনও প্রশ্ন উত্থাপিত করিতে পারিবেন না।"

৭। দ্বিতীয় দিনের সভার প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন বলিলেন—"গতকল্য বিলাত প্রত্যাগত সম্বন্ধে মীমাংসা হইয়াগিয়াছে, অদ্য দ্বিজেতর জাতির উপনয়ন সম্বন্ধে কেহ বিচা-রার্থী আছেন কি?" তখন শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয় বলিলেন—"দ্বিজেতর জাতি দ্বারা আপনি কোন্ জাতিকে ইঙ্গিত করিলেন, কারণ কায়স্থ ও বৈদ্য দ্বিজ বলিয়াই উপনীত হইতেছেন।" তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন—"যে সকল জাতি কায়স্থ ইত্যাদি, পুরুষ পারম্পর্য্যে

(ঘ) যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির একটী শ্লোকের লুপ্ত অকার লইয়া বিলাত প্রত্যাগতের অব্যবহার্য্যতা বিপক্ষগণ অবধারিত করিয়াছেন। শ্লোকটী এই—

"প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যো নো যদজ্ঞান কৃতং ভবেৎ।
কামতোব্যবহার্যস্তু বচনাদিহজায়তে ॥"

তৃঃ অঃ। ২২৬।

স্থানাভাব বশতঃ আমরা পূর্ণবিচার দিতে পারি-লামনা কিন্তু বিদ্যারত্ন মহাশয় "কামতোব্যবহার্য্যস্তু" পাঠ বলেন, বিরুদ্ধবাদিগণ "কামতোঽব্যবহার্য্যস্তু" পাঠ সিদ্ধ করিতে চান। বিলাত প্রত্যাগত মহাত্মাগণ আমাদের মাতৃভূমিকে কতদূর গৌরবান্বিত করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহাকি এই পণ্ডিত সম্মিলনী একবার ও চিন্তা করিবেন না। মধুমক্ষিকাগণের ন্যায় তাঁহারা সুদূরস্থিত নানা দেশে বিচরণ করিয়া যে অমূল্য মধুচক্র ভারতে নির্ম্মাণ করিতেছেন তাহাতে সমগ্রদেশ মধুময় হইতেছে। যে পথের নিয়োগকর্ত্তা—স্বয়ং আমাদের প্রিয় সম্রাট ও লর্ড ক্রু ও লর্ড মরলি সেই পথের পরিপন্থী হওয়া বাতুলতা মাত্র। উক্ত স্মৃতির যে প্রকার উদার ব্যাখ্যা পণ্ডিত প্রবর বিদ্যারত্ন মহাশয় করিয়াছিলেন, সমগ্র পণ্ডিত মণ্ডলী তাহা অনুমোদন করিয়া বঙ্গদেশ বাসিগণকে জ্ঞানরত্ন আহরণে বিদেশ যাত্রায় উৎ-সাহিত করা কর্ত্তব্য ছিল।

সম্পাদক।

উপনীত ছিলেন না তাঁহাদেরসম্বন্ধে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি। পূর্ব্বাচার্য্যগণ যদি বৈদ্যদিগের উপনয়ন সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, ও তদনুসারে বৈদ্যগণ যখন উপনীত হইয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিবার কোনও আবশ্যকতা আমরা দেখিতেছি না।" এই সময়ে শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বিলাত প্রত্যাগত সম্বন্ধে বিচার আরম্ভ করিলেন। তদ্বিবরণ আমরা যে প্যারায় কীর্ত্তন করিয়াছি। সভাপতি শাস্ত্রী মহোদয় বিলাত প্রত্যাগত সম্বন্ধে মীমাংসা ঘোষণা করিয়া অল্পক্ষণের জন্য সভা ত্যাগ করিলে শ্রীযুক্ত বামনদাস বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সভা হইতে উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব হয়। তৎকালে রাত্রি প্রায় ৭ ঘটিকা হইয়াছিল। এই সময়ে পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় দ্বিজেতর জাতির সম্বন্ধে পুনর্ব্বার একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া বলেন যে যৎকালে দ্বিজেতর জাতির উপনয়ন সম্বন্ধে কোনও পণ্ডিত বিচরার্থী হইলেন না, তখন তাহাদিগের উপনয়ন যে অবৈধ তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে দ্বিতীয় দিনের কার্য্য শেষ হয়। প্রতিভার পাঠকগণ ও বঙ্গীয় কায়স্থ জন সাধারণ লক্ষ্য করিবেন যে কায়স্থদিগের সম্বন্ধে কোনও প্রকার মীমাংসা হয় নাই। কারণ তাহা হইলে সভাপতি মহাশয় উক্ত মীমাংসা সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করিতেন। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের বক্তৃতায় দ্বিজেতর ও কায়স্থ জাতির উপনয়ন সম্বন্ধে উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর একজন সভ্য মাত্র। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শন তীর্থ মহাশয় প্রমুখ ৮ জন মধ্যস্থ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যেও উক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন নাই। এমতাবস্থায় উপনীত কায়স্থ বিদ্বেষী উক্ত তর্করত্নের একটী একতরফা বক্তৃতায় কায়স্থদিগের সম্বন্ধে কোনও মীমাংসা যে হইতে পারে না তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিশেষতঃ কায়স্থদিগের উপনয়ন সম্বন্ধে কোন বিচার হয় নাই। কায়স্থ পক্ষ সমর্থন করিতে কোন কায়স্থকে অধিকার পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই এবং সমর্থন পক্ষীয় কোন পণ্ডিতও উক্ত ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না।

৮। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দিবসে বিবাহে পণ প্রথার নিবারণ, ব্রাহ্মণ সমাজের মেলবন্ধন ও পটিবিভাগের কঠোরতা হ্রাস এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের পরস্পর মিলন ইত্যাদি, জাতিগত-ধর্ম্ম ও পবিত্রতা রক্ষা, আচারপূত ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থীগণের অধ্যয়ন জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপনার্থে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজকে অনুরোধ করা, আচারবান্ সুবিদ্বান ব্রাহ্মণ গুরু পুরোহিত ও কুলাচর্য্যগণকে বৃত্তিদানে সাহায্য করিতে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজকে অনুরোধ ইত্যাদি সম্বন্ধে (Resolution) নির্দ্ধারণ পাশ করা হইয়াছিল। এই সম্মিলনের সমস্ত কার্য্যে গোলমাল ও বিচার-বিভ্রাট পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ মণ্ডলী অনেক সময়ে "চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, পণ্ডিতমণ্ডলী বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র দ্বিবর্ণ সমাজ ব্যতীত চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ আদৌ স্বীকার করেন না।

৯। বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিতে বিশেষ যত্ন করিতেছেন। পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাদিগকে উপনয়ন বর্জ্জিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়।

বিলাতপ্রত্যাগত সম্বন্ধে তাঁহারা যে অবধারণ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অন্যায়, কারণ বিলাত-প্রত্যাগত মহাত্মারা বঙ্গের অলঙ্কার। বঙ্গীয় উপনীত কায়স্থগণ তাঁহাদের সহিত আহার বিহার করিতে প্রস্তুত।

১০। উপসংহারে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বঙ্গীয় কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় বংশান্তর্গত ও উপনয়নার্হ তদ্বিষয়ে আমি ব্রাহ্মণ সভায় বিচারার্থী হইয়া শ্রীযুক্ত শশী-শেখর রায় মহাশয়কে সম্মিলনীর অধিবেশনের পূর্ব্বদিনে একখানি পত্র লিখি। তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"বিচার সভায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভিন্ন অন্যের বলিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই, ইচ্ছা হইলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বারা আপনার বক্তব্য ব্যক্ত করিতে পারেন ইতি" তদনুযায়ী আমার বক্তব্য প্রবন্ধাকারে লিখিয়া আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ মাখনলাল ধর বর্ম্মাকে ব্রাহ্মণ সভায় প্রেরণ করি। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে দ্বিজেতর জাতির উপনয়ন সম্বন্ধে কথা উত্থাপন হইলে উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিতে কোনও ব্রাহ্মণ স্বীকার করিলেন না, কারণ সভায় প্রবন্ধ-পাঠ নিষিদ্ধ। এই প্রকারে বঙ্গীয় কায়স্থগণ সম্বন্ধে যে এক তরফা বক্তৃতা তর্করত্ন মহাশয় করিয়া-ছেন তাহা আমরা কেহ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি এবং উক্ত বক্তৃতা নিতান্ত উপহাস স্থল হইয়াছে সন্দেহ নাই। উদ্যোগী ব্রাহ্মণ মণ্ডলী বিলাতী দ্রব্যজাত ব্যবহার সম্বন্ধে বড়ই ভক্ত কারণ তাহিরপুরের রাজা আমাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা বিলাতী কাগজে ও তাহার মোড়কটীতে Thaker Spink এর নাম অঙ্কিত ছিল ও সভাস্থলে বিলাতী চাদর ব্যবহার করা হইয়াছিল। স্বদেশী ধর্ম্মে আচার বান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এইপ্রকার কার্য্য দেখিয়া আমরা অনেকেই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি।

সম্পাদক।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

১। উপহার ঘোষণা। ১৩২১ বঙ্গাব্দে আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার জন্য বিরাট উপহারের আয়ো-জন করাহইল। আশা করি গ্রাহক মহোদয়-গণ, উপহার গ্রহণ করিয়া কায়স্থ প্রতিভার সেবকগণকে তাঁহাদের সেবা-ব্রতে উৎসাহিত করিবেন। চট্টগ্রামের অন্তর্গত চিক্‌দাইর নিবাসী স্বধর্ম্ম-প্রচারক পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমন্ম-হৃষি লক্ষণ মজুমদার মহোদয় কৃপাপরবশ হইয়া তৎপ্রণীত "স্বধর্ম্ম" ও "মহাচণ্ডী" নামক পুস্তকদ্বয় আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার গ্রাহকগণ মধ্যে বিতরণ জন্য প্রদান করিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে এপ্রকার বদান্যতা ও স্বার্থত্যাগ অনন্য-সাধারণ। মহর্ষি নিজে কায়স্থ, তাই কায়স্থ সমাজের মঙ্গলার্থে তাঁহার এই মহৎদান আমরা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে গ্রহণ করিলাম। "স্বধর্ম্ম" ১৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি অতি সুন্দর সংস্কৃত পদ্যে রচিত কাব্য গ্রন্থ। মূল সংস্কৃতের নিম্নে বঙ্গানুবাদ আছে। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব

পরিপূর্ণ এই গ্রন্থখানি অনেকেই প্রশংসা করিয়াছেন। ইহার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র, বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ১৩২ পৃষ্ঠায় মহাচণ্ডী গ্রন্থখানি ও সর্ব্বজন সমাদৃত। মূল সংস্কৃতের নিম্নে বঙ্গভাষায় অনুবাদ আছে। ইহার মূল্য ।।০ আট আনা মাত্র। জনৈক কায়স্থ-ভক্ত প্রণীত বাজীপ্রভু বা কায়স্থ লীনোদাস বাঙ্গালা অমিত্র ছন্দে ৩৬ পৃষ্ঠায় একখানি অপূর্ব্ব কাব্য গ্রন্থ। তীব্র স্বদেশভক্তির রবিকিরণে ইহার প্রতি অক্ষর সুরঞ্জিত হইয়াছে। স্বদেশ ভক্ত ব্যক্তি মাত্রেই ইহাকে আদর করিবেন। গ্রন্থকর্ত্তা নিজব্যয়ে গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিয়া স্বল্প মূল্যে বিতরিত করিতে আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। ইহা হইতে যে আয় হইবে তাহা গ্রন্থকর্ত্তা আর্য্য কায়স্থ-প্রতিভার মঙ্গলার্থে দান করিয়াছেন। তাঁহার এই অনুপম দান আমরা কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হৃদয়ে গ্রহণ করিলাম। ইহার মূল্য দুই আনা মাত্র। উক্ত কবিবরের প্রণীত "স্নেহলতা" নাম্নী আর একখানি ক্ষুদ্র অথচ অত্যুপাদেয় পুস্তিকাও তিনি উক্ত প্রকারে আমাদিগকে দান করিয়াছেন। ইহার মূল্য এক আনা মাত্র। এই ৪ খানি পুস্তক আমরা পোষ্টেজ সহিত ।৵০ আনা মূল্যে কেবল আর্য্য কায়স্থ প্রতিভার গ্রাহক মহোদয়গণকে, যাঁহারা ১৩২১ সনের শ্রাবণ মাস মধ্যে প্রতিভার চাঁদা ১।।০ টাকা সহিত উক্ত।৵০ অর্থাৎ ১৸৵০ মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইবেন, তাঁহাদের মধ্যে বিতরিত হইবে। আশাকরি বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ উপহারের সহিত আর্য্য-কায়স্থ প্রতিভার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

২। বিগত ১৩১৮ সনের আষাঢ় মাসের আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহোদয় "উদ্বাহে উদ্বন্ধন" শীর্ষক প্রবন্ধে যে আলেখ্য চিত্রিত করিয়াছিলেন, কবির সে কল্পনা আজ স্নেহলতায় বাস্তবে পরিণত হইল।

৩। প্রস্তাবিত গুডফ্রাইডের অবসর সময়ে বঙ্গীয় কায়স্থ সভার অধিবেশন ঢাকায় না হইয়া আগামী ২৮।২৯।৩০শে চৈত্র এলাহাবাদে সমগ্র ভারতীয় কায়স্থ মহাসম্মিলনীর (The All India Kayastha Conference) অধিবেশন হইবে। বঙ্গীয় কায়স্থ, ভারতীয় বিরাট কায়স্থজাতির একটী ক্ষুদ্রাংশ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল মধ্যে ও দক্ষিণ ভারতের সমস্ত কায়স্থজাতি চিরন্তন কাল হইতে উপনীত ও ক্ষত্রিয়াচারে সমলঙ্কৃত এই দুইটী বিষয় সন্দিহান চিত্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য মহাশয়গণ এই সুযোগে একবার প্রয়াগে যাইয়া তাঁহাদের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করুন। চিরসুপ্ত কায়স্থগণ, বিশেষতঃ শূদ্রাচারী কায়স্থ মহাত্মাগণ এই সুবর্ণ-সুযোগ কখনও হেলায় নষ্ট করিবেন না। বঙ্গের জনসাধারণ একবার নিরপেক্ষ ভাবে গঙ্গাচরণাশ্রিত কলিকাতা মহানগরীতে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণজাতির "ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর" এবং গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে তীর্থরাজ প্রায়াগক্ষেত্রে"ভারতীয় সমগ্র কায়স্থ জাতির মহাসম্মিলনীর (The All india kayestha conference) এর কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করুন। ২৭শে ফাল্গুন ১৩২০ বুধবারে কলিকাতার কতিপয় ব্রাহ্মণ প্রকাশ করিলেন বঙ্গীয় কায়স্থগণ শূদ্র ও তজ্জন্য উপনয়নার্হ নহে;—ঐ বর্ষের ২৮শে

চৈত্র প্রাগ্নাগে সেই কায়স্থ জাতি একটী ক্ষত্রিয় জাতির একাঙ্গ বলিয়া অবধারিত হইল। বেদ শূন্য বঙ্গদেশে দরিদ্র ব্রাহ্মণ জাতির অধঃপতন দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে যুগপৎ ক্ষোভ ও বিষাদের আবির্ভাব হইতেছে। যতদিন ব্রাহ্মণেতর জাতির উন্নতি, এই ব্রাহ্মণ জাতি দ্বেষ ও ঈর্ষ্যার নয়নে নিরীক্ষণ করিবেন, ততদিন সহস্র চেষ্টায় ব্রাহ্মণের উন্নতি অসম্ভব। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে ২।৪ জন ধনী ও রাজা যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারাও ব্রাহ্মণের এই দুরভিসন্ধিমূলক ঈর্ষ্যা প্রণোদিত কার্য্যে যোগদান করিতেছেন। কেহ বা ব্রহ্মোত্তর কেহ বা দেবোত্তর প্রদান করিতেছে। একটী ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ জাতি স্মরণ রাখিবেন—"যতদিন ব্রাহ্মণেতর জাতির উন্নতি পথে ব্রাহ্মণগণ বাধা দিবেন ততদিন ব্রাহ্মণের অধঃপতন ও ব্রাহ্মণেতর জাতির দ্রুত-উত্থান অনিবার্য্য"।

৪। কায়স্থোপনয়ন।—বিগত ২৪শে ফাল্গুন তারিখে আর্য্য কায়স্থ সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেব বর্ম্মা মহাশয়ের কলিকাতাস্থ ১ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট্ ভবনে শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত দ্বাদশ জন কায়স্থ মহোদয় যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনীত হইয়াছেন;—

১। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র বসু ২। সতীন্দ্রচন্দ্র বসু, ৩। সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু, ৪। প্রমথভূষণ বসু, ৫। কালীপদ বসু, ৬। রণজিৎকুমার বসু, ৭। সত্যগোপাল বসু, ৮। নির্ম্মলকুমার বসু, ৯। বিমলকুমার বসু, ১০। হৃদয়গোপাল বসু, ১১। দেবেন্দ্রনাথ সেন সর্ব্ব সাকিন খুলজুড়ী এবং ১২। মহেন্দ্রনাথ ভৌমিক সাং দিঘা জিলা যশোহর।

৫। বিগত ৮ই ফাল্গুন রাজসাহী জিলার সেনভোগ লক্ষ্মীকোল নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চাকী মহোদয়ের বাটীর কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত ৫ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপনীত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্যরত্ন মহাশয় তন্ত্রধারক ছিলেন। ১। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ২। উমেশচন্দ্র দত্ত ৩। প্রসন্ননাথ দত্ত। ৪। চন্দ্রভূষণ চাকী। ৫। শরচ্চন্দ্র চাকী।

৬। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।—বিগত ৭ই ফাল্গুন উক্ত সেনভোগ লক্ষ্মীকোল গ্রামের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চাকী দেব বর্ম্মা মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। বহুব্রাহ্মণ উপবীতি কায়স্থ ও অন্যান্য লোক উপস্থিত ছিলেন।

৭। নায়কের স্পষ্টবাদিতা—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন—গত ৪ঠা নায়ক পাঠ করিয়া তাহার স্পষ্ট উক্তিতে অতীব প্রীতিলাভ করিয়াছি। সংবাদ পত্রের এইরূপই সৎসাহসের প্রয়োজন। সর্ব্বপ্রথমেই দেখিলাম লেখা আছে, "পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় শীঘ্রই বহরমপুর যাইতেছেন। সেখানকার ভাগীরথীর নির্ম্মল জলে কলিকাতার বামুন সভার দুর্গন্ধ ও ক্লেদ কর্দ্দম বিধৌত করিয়া খাটী ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া অষ্টাহকাল পরে আবার কলিকাতায় আসিবেন।" ব্রাহ্মণ সভার পক্ষে এরূপ সুন্দর প্রশংসাপত্র আর কি হইতে পারে? তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও বামুন সভায় যোগদান করায় কিরূপ গৌরবলাভের যোগ্য

হইয়াছেন, তাহাও স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে না কি? অন্যত্র দৃষ্ট হইল লেখা হইয়াছে—"ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতিকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না—থাকিবেও না। পোপ-পঞ্চাননের (পঞ্চানন তর্করত্ন) যে তিন পুরুষ কায়স্থ অন্নে পরিপুষ্ট; চুঁচুড়ার সোমেদের বাড়ীতে তিন পুরুষ ঘণ্টা নাড়িয়া কালীপূজা করিয়া তাঁহার বাপ ঠাকুরদাদার জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়াছে এখন তিনি তিন পুরুষের কার্য্য ত্যাগ করিবেন নাকি? সে যে শোণিতের সঙ্গে—মেদ মজ্জার সঙ্গে বিজড়িত। মুখে বলিলে ছাড়া যাইবে না—ছাড়া যায় না।" বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ কায়স্থে কি এরূপ সম্বন্ধ অস্বীকার করা যায়; না অস্বীকার করিলেই সত্য, মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে? ব্রাহ্মণ নায়ক সম্পাদকের জয় হউক। ব্রাহ্মণ কায়স্থের মধ্যে সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উভয় জাতিরই সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক মনে করি।

৮। নায়ক অন্যস্থানে লিখিতেছেন—"বামুন সভা কায়স্থ জাতিকে ত চটাইয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যদিগের ও প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। বামুন সভায় যে সকল বামুন পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন এবং কার্য্যের পোষকতা করিয়াছেন, তাহাদের যাহাতে ভবিষ্যতে কোন কায়স্থ ও বৈদ্যের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ না হয়, বিদায় আদায় পাইতে না পারেন তেমন যোগাড় হইতেছে। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়, শশিশেখর রাজা বাহাদুরকে হাকাইয়া ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের সর্ব্বসময় কর্ত্তা হইয়াছেন। তিনি এ কার্য্যে অগ্রণী হইলে শোভন হইবে। সারদা বাবু কার্য্য ভার লওয়া অবধি আমরা ধর্ম্মমহামণ্ডলের আর কোন প্রতিবাদ করি না। বোধ হয় সারদা বাবুর জন্যই তাহিরপুরের রাজার কায়স্থ বিদ্বেষটা প্রবল হইয়াছে। তাই তিনি বামুন সভার তালপত্রের খাঁড়া লইয়া পায়তারা করিতেছেন।" সত্যই কি কায়স্থ বৈদ্যেরা বিরোধী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে ক্রিয়া কলাপে পরিহার করিতে সঙ্কল্প করিতেছেন? বাস্তব পক্ষে তাহা যদি হয়, তবে হৈ চৈ অনেক পরিমাণে থামিয়া যায় নিশ্চয়ই।" রাজা বাহাদুরের কায়স্থ বিদ্বেষের যে হেতু নায়ক লিখেন তাহা যথার্থ হইলে রাজা বাহাদুরে কলঙ্কের কথা নহে কি?

৯। আমাদের সহযোগী আনন্দবাজারে শ্রীযুক্ত দেবশর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন-"কালীঘাটে ব্রাহ্মণ-সম্মিলনী বসেছিল। মতলবটা জন কতক পণ্ডিতে মিলে ২।৩ দিন পরামর্শ করেই হিন্দুধর্ম্মের যত সমস্যার সমাধান করে, দেওয়া। এরকম গুরুতর ব্যাপার এরকম করে নিষ্পত্তি করতে গেলে যা হয় তাই হয়েচে অর্থাৎ যাকে চলিত কথায় বলে "ভণ্ডুল।" তাঁদের বিচার শক্তিটা মেল ভাঙ্গা ও পণপ্রথা রহিত করার পরামর্শটা দেওয়া পর্য্যন্ত তাঁদের সাধ্য ছিল। তারপর বেচারা আর টেকতে পারল না—একেবারে ইস্তাফা দিল, পণ্ডিত মহাশইরা কিন্তু নাছোড় বান্দা—বল্লেন ওবেটা চলে গেলেইবা, তবুও আমরা যখন সেজেগুজে বসেছি তখন একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়ব না। অতএব বিচার শক্তিকে বরখাস্ত করে দিয়ে, বিচারে প্রবৃত্ত হলেন। সুতরাং তার পরে যা সব মীমাংসা করলেন সেগুলিতে কেউ হাঁস্‌চেন, কেউ কাঁদচেন। তাঁরা রেজলিউশন পাশ করে ঠিক করেচেন যে অতঃ

পর যে কেউ বিলাত ফের্ত্তা হবেন, তাঁকে আর কিছুতেই সমাজে নেওয়া হবে না, তা যেজন্যেই যান না, আর যত প্রায়শ্চিত্তই করুন না কেন। যে হিন্দুধর্ম্ম কত শত অনার্য্য জাতকে পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করে নিজের সঙ্গে উন্নত করে নিয়ে আস্‌চে, সেই হিন্দুধর্ম্ম নাকি এদের পাল্লায় পড়ে হঠাৎ এমন ছুৎ-মার্গ গ্রস্ত হয়ে পড়েচে যে তার নিজ সন্তান যদি বিদ্যার্থী হয়ে কিছুদিনের জন্য সমুদ্র যাত্রা করে ও তারপর রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত ও করে তবুওসে সমাজে ফিরে আসতে পারবে না, অর্থাৎ একঘরে থেকে যাবে। সম্মিলনী এটা মনে কর্‌লেন না যে তাঁদের এই রেজোলিউশনের কাঁটাবেড়া যতই এমনি করে সমাজের লোককে নিজেদের গণ্ডীর বাইরে ফেল্‌বেন ততই একঘরেদের দলটা ও বাড়্‌বে—ফলে দাঁড়াবে এই যে, শতকরা নিরেনব্বই জন একঘরে হবে আর একজন নিয়েই সমাজ হবে! কি মজার কথাটা, তারপর কায়স্থ প্রভৃতিদের উপবীত গ্রহণের কথা সে সম্বন্ধে পণ্ডিত মশাইদের মীমাংসা এই যে, তাঁরা যখন এতকাল উপবীত লন্‌নি তখন আর নিতে পারেন না। অর্থাৎ তামাদি আইনটা হিন্দুশাস্ত্রেও ঢুকেচে। সাবাস্‌ বিচার !!

১০। সহযোগী নীহার বলিতেছেন—আমরা ব্রাহ্মণ-কন্যা কুমারী স্নেহলতার অভূতপূর্ব্ব আত্ম-বলিদানের শোচনীয়-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার কালে ক্ষুব্ধান্তঃকরণে বাঙ্গালার যুবকগণকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে একমাত্র স্নেহলতার শোণিতপাতে সমাজের কলঙ্ক কালিমা ধৌত হইয়া যাইবে, না আরও কুমারীর রক্ত আবশ্যক হইবে। তখন কিন্তু কল্পনাও করি নাই যে কায়স্থ কন্যা কুমারী নিভাননী স্নেহলতার শোচনীয় অলৌকিক দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমাদিগকে এত শীঘ্র ধিক্কার দিয়া বুঝাইয়া দিবে—এ মানুষের দেশ নহে, এ কাপুরুষের দেশ—এদেশের যে সমাজ 'সনাতন' 'সনাতন' বলিয়া গগণ নিনাদিত করিয়া থাকে, বাঙ্গালার সেই সমাজ জানে শুধু অন্যায়কে প্রশ্রয়দিতে আর নির্ব্বাক নিশ্চল হইয়া নারীহত্যা দেখিতে। নিভাননীর দরিদ্র অসহায় পিতা যখন কন্যাদায়ে অস্থির হইয়া পাত্রের অন্বেষণে ক্ষিপ্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন তাঁহার পল্লী সমাজ কি করিতেছিলেন?—না, কন্যার বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ হইয়াছে বলিয়া শ্লেষ বিদ্রূপের জাল বুনিতেছিলেন! পল্লীসমাজের এই ব্যবহারে বিপন্ন পিতা কন্যাকে ২৪ পরগণার বারুইপুর থানার অন্তর্গত জন্মস্থান ধপ্‌ধপি হইতে কলিকাতায় তাহার মাতুলালয়ে আনিয়া পাত্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! পল্লী ও সহর উভয়ই সমান—কোথাও প্রাণ নাই! সুতরাং ই, বি, এস্‌ রেলের সামান্য কর্ম্মচারীকে অর্থগৃধ্নু কোন পিতাই অল্পমূল্যে পুত্র বিক্রয় করিতে সম্মত হইল না। অগত্যা নিভাননী, পিতার দুর্দ্দশা দেখিয়া গত ১৯শে ফাল্গুন মঙ্গলবার রাত্রি ২টার সময় কুমারী-জহর-ব্রত অবলম্বন করিয়া সমাজের গঞ্জনা হইতে নিজে মুক্তিলাভ করিল এবং সেই সঙ্গে পিতাকেও অব্যাহতি দিয়া গেল। উপর্য্যুপরি এই দুই ঘটনা হইতে মনে হইতেছে সমাজ নিজের কলঙ্ক স্বহস্তে মার্জ্জনা করিবে না। সুতরাং "সতী দাহের" ন্যায় এই শোচনীয় 'কুমারী দাহ' ও দেশের গবর্ণ-

মেন্টের চেষ্টা ব্যতীত অন্তর্হিত হইবার নহে।

১১। ফরিদপুর হইতে আর্য্য-কায়স্থ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ রায় বর্ম্মা বি-এ, বি-এল মহাশয় লিখিয়াছেন—বিগত ২৪শে মাঘ শুক্রবার উক্ত সমিতির সভাপতি মহাশয়ের বাসাবাটীতে উক্ত সমিতির একটী বিশেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিত চারিজন কায়স্থ, আগামী ২৮।২৯।৩০ চৈত্র এলাহাবাদে ভারতীয় কায়স্থ মহাসম্মিলনের (The All India Kayastha Conference) অধিবেশনে প্রতিনিধি মনোনিত হইল।

১। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা বি,এ।
২। „ শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।
৩। „ উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রী।
৪। „ সুরেন্দ্রকুমার ঘোষ বর্ম্মা বিএ,বি,এল

বর্ষশেষে।

১৩২০ বঙ্গাব্দের অবসান প্রত্যাসন্ন। বঙ্গের তমসাবৃতযুগে একটী দুর্ব্বৎসর কালের অনন্ত সাগরে বিলীন হইতে চলিল। আর্য্য কায়স্থ প্রতিভা তাহার জীবনের ষষ্ঠ বর্ষ পূর্ণ করিয়া সপ্তমে পদার্পণ করিতে উদ্যত হইল। আমাদের চিরন্তন প্রথানুসারে এই সন্ধিস্থলে কর্ম্মজীবনে শ্রম-সফল প্রতিভার প্রবন্ধ লেখিকা ও লেখক মহোদয়গণকে ও গ্রাহক মহাত্মাদিগকে আমাদের হৃদয়োত্থিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। নিম্নলিখিত মহাত্মাগণ, যাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে তাঁহাদের মূল্যবান্ সময়, কিঞ্চিন্মাত্র প্রতিদান গ্রহণ না করিয়া, প্রতিভার মঙ্গলার্থে ও কায়স্থ সমাজ প্রবুদ্ধ করিতে, নিয়োজিত করিয়াছেন, নানাবিধ গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধদ্বারা প্রতিভার পত্ররাজি সুরঞ্জিত ও সুখপাঠ্য করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট আমরা যে অপরিশোধনীয় ঋণজালে নিবদ্ধ হইয়াছি, অবনত মস্তকে আমরা তাহা স্বীকার করিতেছি। কয়েক জন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখকদিগের গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ, অঙ্গীকার সত্তে ও সময় ও স্থানাভাব বশতঃ এই বৎসরে মুদ্রিত করিতে পারি নাই, প্রার্থনা করি তাঁহারা আমাদের ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। আগামী বৎসরে এ সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে যত্নবান্ হইব। যে সকল গ্রাহক, তাঁহাদের অর্থ সাহায্য দ্বারা আমাদিগকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, বিজ্ঞাপনদাতৃগণ আমাদিগকে কৃপা করিয়াছেন, এই সকল মহাত্মাদিগকে আমরা কত প্রকারে বিরক্ত করিয়াছি তাহা এইক্ষণে প্রকাশ করা অসাধ্য। প্রতিভা সময় মত বাহির হয় নাই, বর্ণাশুদ্ধি প্রতি পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছে, কেহ কেহ বা সময় মত প্রতিভা পান নাই। এই সকল অপরাধ সকলেই নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন। ফাল্গুন ও চৈত্র একত্রে ৯৬ পৃষ্ঠার স্থলে ৭২ পৃষ্ঠা দেওয়াগেল। বাকী ২৪ পৃষ্ঠা বৈশাখ হইতে আষাঢ় মধ্যে দিবার চেষ্টা করিব। উপসংহারে শ্রীভগবানের নিকট আমরা প্রার্থনা করি প্রবন্ধ লেখিকা ও লেখকগণ ও গ্রাহক মহোদয় সুস্থদেহে দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া, ধন-জনে পরিবর্দ্ধিত

হইয়া দরিদ্র সমাজ সেবক প্রতিভার শ্রীঅঙ্গের পুষ্টি সাধন করিবেন। ইতি

ওঁ শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং।

ব্রাহ্মণ লেখকগণ।

শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী, শশীভূষণ স্মৃতিরত্ন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাধারমণ তর্করত্ন, প্রাণবন্ধু ভট্টাচার্য্য, জনৈক ব্রাহ্মণ।

লেখিকাগণ।

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী কবিকল্পলতিকা, নির্ম্মলাবালা ঘোষ, সুহাসিনী সরকার, হেমাঙ্গিনী দেবী, হেমন্তকুমারী দেবী, কাদম্বিনী দেবী, সুখদাসুন্দরী দেবী।

কায়স্থ লেখকগণ।

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ, হেমচন্দ্র রায় বর্ম্মা এম,এ কবিভূষণ, কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ, অঘোরনাথ বসু, কবিশেখর, বিধুভূষণ শাস্ত্রী, মধুসূদন রায় বিশারদ, উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বর্ম্মা শাস্ত্রী, যোগেন্দ্র কুমার বসুবর্ম্মা, শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, ঈশানচন্দ্র ঘোষ রায় সাহেব এম এ, রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা, হেমচন্দ্র সরকার বর্ম্মা এম, এ ভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী বি এ, বি এল, কবিরাজ বরদাকান্ত ঘোষ কবিরঞ্জন, সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, প্রাণগোবিন্দ রায়, মোহিত চন্দ্র সিংহ, বিহারীলাল বসুবর্ম্মা, ভূষণচন্দ্র বসু বর্ম্মা, নৃসিংহচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, মন্মথনাথ ঘোষ এস, সি, ই (জাপান) অমূকূলচন্দ্র বসু, বামাচরণ ঘোষ রায়, অশ্বিনীকুমার বসুবর্ম্মা, মধুসূদন সরকার বর্ম্মা, অক্ষয় কুমার ঘোষ বর্ম্মা, জনৈক লেখক, সমাজ সেবক, শ্রীকাকু,হরিহর ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী, বিনোদবিহারী দাষবর্ম্মা, মোহিনীমোহন সরকার।

১২। নিম্নলিখিত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়গণ যাঁহারা দয়া করিয়া আর্য্য কায়স্থ প্রতিভার বিনিময়ে আমাদিগকে পত্রিকা পাঠাইতেছেন তাঁহাদিগকে আমরা শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শ্রীভগবান্ সমীপে আমরা প্রার্থনা করি, উক্ত পত্রিকা সকল সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া মাতৃভূমির মঙ্গল বিধান করিতে থাকুন।

সাপ্তাহিক পত্রিকা।

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা। (২) নব বঙ্গ (৩) নীহার, (৪) জাগরণ, (৫) খুলনাবাসী (৬) সুরাজ, (৭) সঞ্জয়, (৮) রংপুর দিক্‌প্রকাশ (৯) ২৪ পরগনার বার্ত্তবিহ।

মাসিক পত্রিকা।

(১) ব্রহ্মবিদ্যা, (২) নব্যভারত, (৩) হিন্দু পত্রিকা, (৪) কায়স্থ পত্রিকা, (৫) হিন্দু সখা, (৬) গৃহস্থ, (৭) পল্লীচিত্র, (৮) সাহিত্য-সংহিতা, (৯) প্রজাপতি (১০) তিলি বান্ধব, (১১) যোগী বান্ধব, (১২) সাহিত্য সমাজ (১৩) সাহিত্য বান্ধব (১৪) ত্রিশূল, (১৫) সম্মিলনী, (১৬) কৃষি সম্পদ, (১৭) ব্রাহ্মণসমাজ।

(ষষ্ঠ বর্ষের)

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র।

বিষয়	লেখক, লেখিকা	পৃষ্ঠা
গৌড় (পদ্য)	শ্রীমতী হেমন্ত কুমারী দেবী	২৩০
গৌড় কবি সন্ধ্যাকর নন্দী	শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা	৪৯
গ্রহণ ও বর্জ্জন	শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা	৪৪৯
ছোট মা আমার (পদ্য)	শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী	৪১৬
জনক-পরাশর সংবাদ	শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ	৩১
জল-প্লাবন	শ্রীসত্যবন্ধু দাস	২৩১
জাতীয় মহাসমিতি	সম্পাদক	৪২৫
জাপানী ভাষা	শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ, এম, সি, ই	২৭
ত্রয়োদশাহে দানসাগর শ্রাদ্ধ	শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ বর্ম্মা	৩৪
দাদা (পদ্য)	শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা ঘোষ	১৬৭
দালভ্য-বাদ	শ্রীমধুসূদন সরকার বর্ম্মা	২৮১
দুঃখের কথা	শ্রীরাধারমণ তর্করত্ন	৩৯৬
দেবধর্ম্মজাতক	শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ এম,এ রায়সাহেব	৪৬৩
নববর্ষ	সম্পাদক	১০
নববর্ষে কায়স্থের প্রতি (পদ্য)	সমাজ সেবক	১৮
নববর্ষে সদালাপ	শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা বিদ্যাবিনোদ	১৫
নবান্ন	শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ	৪১২
নরোত্তম ঠাকুর	শ্রীমধুসূদন রায় বিশারদ	১২৩
নিরাশে (পদ্য)	শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবী	৪১৬
নিভৃত চিন্তা (পদ্য)	শ্রীভূষণচন্দ্র বসুবর্ম্মা	৪৫৬
নীচ ও উচ্চ (পদ্য)	শ্রীমতী সুহাসিনী সরকার	৪১৮
নীরবে (পদ্য)	শ্রীমতী জ্যোৎস্নময়ী দেবী কবিকল্পলতিকা	৪১৫
পত্নী (পদ্য)	শ্রীপ্রাণবন্ধু ভট্টাচার্য্য	২২৮
পত্নীবিয়োগে (পদ্য)	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা	৩২৬
পুত্র বিয়োগে (পদ্য)	শ্রীবিনোদবিহারী দাষবর্ম্মা	২২৮
পূজাতত্ত্ব	শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী	৩৩৭, ৩৮৫
প্রকৃত কথা	শ্রীমোহিতচন্দ্র সিংহবর্ম্মা	৩৯২
প্রতিবাদ	শ্রীসত্যবন্ধু দাস	৫১৩
প্রার্থনা (পদ্য)	শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ	৭৯
পৈতাদ্বেষী ব্রাহ্মণের বিলাপ (পদ্য)	শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা	১৬৬
বঙ্গে কায়স্থ প্রভাব	শ্রীশশীভূষণ স্মৃতিরত্ন	৪৯৫
বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গভাষা	শ্রীসত্যবন্ধু দাস	৪০২, ৪৩৩
বল্লালসেনের তাম্রশাসন	সম্পাদক	৩৪৮, ৩৯৯, ৪৪১
বর-পণ প্রথার বিষময় ফল	শ্রীমতী সুখদাসুন্দরী দেবী	৫৩২
বরের বাজার (পদ্য)	শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ	৩২৩
বর্ষশেষে ভাবনা (ঐ)	ঐ	১৭
বর্ষশেষে	সম্পাদক	৫৪৬
বাগভট কি ? অম্বষ্ঠ	শ্রীপ্রাণগোবিন্দ রায়	৩৫৫
বাঙ্গালীর মেয়ে (পদ্য)	শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা কবিরত্ন	১৬৭
ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনী (মুন্সীগঞ্জে)	শ্রীসত্যবন্ধু দাস	৩৬৯